গীতা-গ্রন্থাবলী

গীতা গ্রঁথাবলী

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট - - কলিকাতা

বসুমতী-শাস্ত্রপ্রচার

গীতা-গ্রন্থাবলী

[পঞ্চবিংশতি গীতা-সমন্বয়]

মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ

—:*:—

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সঙ্কলিত ও অনুবাদিত

পরিবর্দ্ধিত পঞ্চম সংস্করণ

১৩৫৯

বসুমতী - - সাহিত্য - - মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মূল্য তিন টাকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

বহুদিন পরে গীতা-গ্রন্থাবলীর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী-উৎসবের সময় সুলভ সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচার-ব্রত স্বর্গীয় পিতৃদেব 'শাস্ত্র-শতক' নামে একশতখানি শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলন, সম্পাদন ও অনুবাদ করিয়া গ্রন্থাবলী আকারে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়া নামমাত্র মূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন। এই লুপ্ত-রত্ন-উদ্ধার-গৌরব তিনি ধুলিমুষ্টির ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যে মহান্ হৃদয় আর্য্য-অবদান-রত্নাকরের বিশ্বে অতুল্য অনন্ত জ্ঞানসম্পদরাশি সঙ্কলন—উদ্ধার, প্রচার-বাসনায় সর্ব্বদা আলোড়িত—পাশ্চাত্য-শিক্ষা-সভ্যতা বিস্তারের মোহময় প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বধর্ম্মে তীব্র অনাস্থা-প্রদর্শনে ব্যথিত—সে আকুল হৃদয় কি শতাধিক মাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রচার করিয়াই তৃপ্ত—শান্ত হইতে পারে?

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভয়প্রদ পদাশ্রয় সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া আর্য্য-ঋষির তপস্যা-সাধনার গৌরব-মহিমা আত্মজীবনে তিনি যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বধর্ম্মে অনাস্থা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে যে পুঞ্জীভূত বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল—ভবিষ্যৎকালে জীবন-সংগ্রামে দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও তিনি জীবন পণ—সে নীরব সাধনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই—অকালে আত্মাহুতি দিয়া সে সাধনা সার্থক করিয়া গিয়াছেন। রাজদ্বারে কোন দিন ভিক্ষাপ্রার্থী না হইয়া—ধনীর দরবারে চাঁদার খাতা বগলে না

ঘুরিয়া—সামান্য কার্য্যের পর বিরাট বক্তৃতার ঝঙ্কায় দেশের গগন-পবন মুখরিত না করিয়াও আত্মশক্তির সহায়তায় সততার মূলধনে সুলভ সৎসাহিত্য—নামমাত্র মূল্যে অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থরাশি দেশের সর্ব্বস্তরে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই আত্মনিবেদন-বেদনা—যাহা দেব-মন্দিরের পবিত্র ধূপের মত পুড়িয়া পুড়িয়া তাঁহার জীবনীশক্তি নিঃশেষিত করিয়া, দেশের গগন-পবন পূত-সৌরভে সৌরভিত—গৌরবান্বিত করিয়াছে—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রাণে প্রাণে ধর্ম্মের পুণ্যমন্ত্র সঞ্চারিত করিয়াছে—সে বেদনার পুণ্য-আহুতি-প্রভাবে হিন্দুর পঞ্চম বেদ, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, রাজা রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুম, হিন্দু-গৌরবের অমর অবদান ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি—শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী, পঞ্চদশী, জ্ঞানের হিমালয় যোগবাশিষ্ঠ, উপনিষদ, দর্শন, স্মৃতি, তন্ত্র, যোগ, জ্যোতিষ, পুরাণ, জ্ঞান ও ভক্তিগ্রন্থের মন্দাকিনী ও অলকানন্দার পুণ্য-সম্মিলনে জ্ঞান-গঙ্গার পূতধারায় বাঙ্গালার তথা ভারতের বাঙ্গালীমাত্রেরই গৃহ চির-পবিত্র করিয়াছে। সৎসাহিত্য সুলভ প্রচারে, তাঁহার সাধনার ইতিহাস সর্ব্বজন-সুবিদিত—নূতন পরিচয় নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে—বসুমতী সাপ্তাহিক-রূপে জন্মলাভের পূর্ব্বে 'শাস্ত্র-শতক' প্রকাশিত হইয়াছিল। শাস্ত্র-শতকে যে শতাধিক ধর্ম্মশাস্ত্র সংক্ষেপে ছিল—তাহারই সমাদর দেখিয়া শাস্ত্র-শতক নিঃশেষিত হইবার পর শাস্ত্র-শতক হইতে নির্ব্বাচন করিয়া পূর্ণ সঙ্কলন, বিশদ অনুবাদ ও সুব্যাখ্যায় সমুজ্জ্বল করিয়া শাস্ত্র-প্রচার-নিষ্ঠ উপেন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীর ও গীতা-গ্রন্থাবলীর স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রচার করেন। সংস্কারের পর আবার সংস্কারে শঙ্করাচার্য্যের

গ্রন্থাবলী ও গীতা-গ্রন্থাবলী ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-গরিমার সুব্যাখ্যায় আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

বিডন ষ্ট্রীটের সুলভ শাস্ত্রপ্রচার কার্য্যালয় ও গ্রে ষ্ট্রীটের বসুমতী কার্য্যালয় হইতে এই গীতা-গ্রন্থাবলীর যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ক্রমবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বহুদিন গ্রাহকগণের আগ্রহে নিঃশেষিত ও সুধীজন-সমাজে বহু সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল। বহুবাজার ষ্ট্রীটে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির-প্রতিষ্ঠাবধি নানা কার্য্যে ব্যস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ায় হিন্দুমাত্রেরই এই পরম সমাদরের সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞানের সারসঙ্কলন 'গীতা-গ্রন্থাবলী' মহাগ্রন্থ পুনঃপ্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। এ জন্য শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রিয় সুধীজন-সমাজের বহু অনুযোগ, গঞ্জনা-ভৎর্সনা নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে। কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথের প্রিয়তম সুযোগ্য শিষ্য বহু শাস্ত্র ও সাহিত্যগ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কণে অক্লান্তকর্ম্মী —আমার অগ্রজ-প্রতিম মাননীয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অসুস্থ শরীরে নব-উদ্যমে বিশেষ যত্নে নির্ভুল করিয়া এই গীতা-গ্রন্থাবলীখানি প্রকাশ করিয়া আমাকে সে গঞ্জনা হইতে অব্যাহতি দিলেন। শাস্ত্রপ্রচার তাঁহার প্রবীণ বয়সের সাধনা—লৌকিক কথায় ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সেই সাধন-ব্রতের অবমাননা করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই।

আত্মজীবনে অধীত—যুগযুগান্তরব্যাপী তপস্যায় অর্জ্জিত যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা শিষ্যগণকে উপদেশচ্ছলে বর্ণনা—বিবৃতির নাম গীতা। মহাভারতের সারসর্ব্বস্ব—বেদান্ত, উপনিষদ্, দর্শন, যোগশাস্ত্রের যে সারমর্ম্ম—প্রতিপাদ্য সত্য—তাহাই কোটি কোটি যুগের ভবিষ্যৎ মানবের অশেষ মঙ্গলের জন্য—জীবন উদ্দীপনের জন্য—আর্যজ্ঞানের

প্রকৃত মর্ম্ম সুপ্রকাশের জন্য স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিঃসৃত হইয়াছে। কল্প কল্প যুগের তৃষিত জগদ্বাসী এ জ্ঞান-গোমুখীধারায় শান্তি ও তৃপ্তিলাভে জীবন সার্থক করিতে পারিবে। যাঁহার পাদোদক গঙ্গা ভারতের পুণ্যভূমি চির-পবিত্র করিয়াছে—যাঁহার সৃষ্টি-মহিমা-বৈচিত্র্যের নিত্য-পরিচয় পাইয়া অতৃপ্ত মানব-মন চিরবিস্মিত—সেই পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ব্যাস-ভগবানের মহাভারতে নিহিত—গ্রথিত ;—শিবাবতার শঙ্কর—দ্বৈতবাদী রামানুজ—শ্রীধরঃ শ্রীধরঃ স্বয়ং প্রভৃতি মহামনীষিগণের নানা সু-ব্যাখ্যায় সমুজ্জ্বল বলিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এত প্রসার যে, চিরশান্তি-পরিমল-সঞ্চালিত তপোবনে বেদ-গাথার ন্যায় ঋষি মহর্ষি রাজর্ষিগণের মুখ-কমল হইতে যে সকল গীতা প্রচারিত হইয়া শিষ্যসম্প্রদায়ে আত্মজীবন-লব্ধ জ্ঞানরাশি নিঃশেষে প্রদান করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—যে জ্ঞানের গরিমায় ভারত ও জগৎ পবিত্র হইয়াছে—যে জ্ঞানের অমর প্রভাব বিশ্বের সত্তায় চিরপূজ্য—চির-জ্যোতির্বিবস্বান্—সংসারে যাহার কোন যুগে পরাভব নাই—সেই অমর সত্য উপদেশরাশি কর্ম্মীর অভাবে—বিস্তারের দৈন্যে পুঁথিগত হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই আমরা গীতা বলিতে কেবল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বুঝি—কিন্তু গীতার প্রকৃত অর্থ গুরু-শিষ্যের উপদেশচ্ছলে আত্মবিদ্যার জীবনলব্ধ দিব্যজ্ঞানের প্রশরণ। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্বজনপূজ্য—তেমনই হিন্দুশাস্ত্রে আরও অসংখ্য গীতা আছে—তন্মধ্যে শিব-গীতা, রাম-গীতা, পরাশর-গীতা, শান্তি-গীতা, দেবী-গীতা, উত্তর-গীতা, অবধূত-গীতা, জীবন্মুক্তি-গীতা প্রভৃতিও ত্যাগী, জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, শাস্ত্রানুরাগী সুধীজন-সমাজে সুবিদিত।

জ্ঞান-গৌরবদীপ্ত আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার মহিমাময় শারীরকভাষ্যের বহু স্থানে 'গীতাঃ' এই বহুবচনান্ত শব্দ উল্লেখ করিয়া এই সকল গীতার প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন।

সৌভাগ্যের বিষয়, অনেক পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী সুশিক্ষিত ব্যক্তিও এখন বেদান্তের অনুশীলন করেন। আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যের উপর তাঁহাদের অসীম শ্রদ্ধা। সমগ্র ভারতে আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ এ পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতই তর্কে পরাজয় করিতে পারেন নাই; সুতরাং আশা করি, আচার্য্য শঙ্কর নিজে এই সকল গীতার ভাষ্য প্রণয়ন না করিলেও তাঁহার শারীরক-ভাষ্যের নানা স্থলে যখন 'বিভিন্ন গীতা' ও 'গীতা-সকল' এইরূপ শব্দ দৃষ্ট হইতেছে—তখন আর তাঁহারা এই সকল গীতা যে মৌলিক, এ সম্বন্ধে বিচিত্র তর্ক তুলিবার অবকাশ পাইবেন না।

সাহেবের মুখে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের প্রশংসা না শুনিলে, পাশ্চাত্য-শিক্ষা-গর্ব্বিত-সম্প্রদায় সে শাস্ত্রগ্রন্থের উপর আস্থাস্থাপন করিয়া অমূল্য জ্ঞানরাশি আহরণ করিতে চান না। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলিলেন, বেদ হিন্দুর গৌরব—প্রামাণ্য—অকৃত্রিম—তবে হিন্দুর চিরপূজ্য সনাতন বেদের উপর তাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারিবেন। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরবধ্বজা পাশ্চাত্য-জগতে প্রোথিত করিয়া বিশ্ববাসীর কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন, ছাত্রজীবনে তিনি এক দিন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের নিকট শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রশংসা করিতেছিলেন—শুনিয়া পরমহংসদেব বলিলেন,—বোধ হয়, কোন সাহেব গীতার প্রশংসা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা প্রমাণ করিতে চান—হোমারের ইলিয়াদ

কাব্যের মত মহাভারত যুদ্ধপর্ব্বমাত্রে পর্য্যবসিত। বনপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত এবং সৌপ্তিকপর্ব্বে মহাভারতের পরিসমাপ্তি। পাশ্চাত্য-বিদ্যা-বিশারদ কোন কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত এই অপূর্ব্ব যুক্তির নূতনত্বের বৈচিত্র্যে সম্মোহিত না হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এই মতবাদসমর্থনের জন্য নানা যুক্তিবাদের অবতারণা করিয়া তাঁহাদের ইংরাজী ও সংস্কৃত-চর্চ্চা সার্থক করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, মূল মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ৮৪,৮৩৬ হইবার কথা; কিন্তু ১,০৭,৩৯০ দেখা যায়—কাযেই অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক যে মহাভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গণেশ বেদব্যাসের সহিত এই চুক্তিতে তাঁহার লেখক হইতে সম্মত হইয়াছিলেন যে, তিনি লেখনীর বিশ্রাম দিবেন না; বেদব্যাস যদি মহাভারত কাব্য সমবেগে বলিয়া না যাইতে পারেন, তবে গণেশ মহাভারত আর লিখিবেন না। বেদব্যাস এই সর্ত্তে সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, গণপতি কোন শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না। গণপতির চতুর্হস্তের দ্রুতবেগে লেখনীসঞ্চালনে বেদব্যাস যখন মহাভারত রচনায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন বা রচনা আর যোগাইত না, সেই সময় তিনি কতকগুলি ব্যাস-কূট শ্লোক বলিয়া গণপতিকে চিন্তায় নিয়োজিত রাখিতেন এবং সেই অবকাশে তিনি মনে মনে মূল মহাভারতের শ্লোক রচনা করিয়া লইতেন। এই জন্যই গীতা, শান্তি ও বনপর্ব্বের অনেক অংশই এই ব্যাস-কূট বা প্রক্ষিপ্ত। গীতা, শান্তি ও বনপর্ব্ব বাদ দিলে মূল মহাভারতের আর কি অবশিষ্ট থাকে, সুধীজনসমাজ সে বিচার করিবেন। যে গীতা পাঠ করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রই জীবন ধন্য জ্ঞান করেন—পৃথিবীর প্রায় সকল সাহিত্যেই

যে গীতা অনুদিত হইয়া মানবের ধর্ম্মজীবন সংগঠনের সদুপায় সার্থক করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এরূপ যুক্তি-অবতারণায় জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই যে দুঃখিত হইবেন, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

যে আর্য্য-সাহিত্য-জ্যোতির্মণ্ডল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ ভাস্করের চিরদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভায় চির-সমুজ্জ্বল—সেই জ্যোতিষ্ক মহাকাশের অন্যান্য দিব্যজ্ঞান-জ্যোতি-রশ্মিরেখার সহিত সুপরিচয়ের সৌভাগ্যলাভ করিয়া আর্য্য-হিন্দুসন্তান পরম আনন্দ, চরম তৃপ্তি ও অনাহত শান্তিলাভে জীবন ধন্য করুন। এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমন্বয়ে গীতা-গ্রন্থাবলী সর্ব্বশাস্ত্রের সার—সর্ব্বজ্ঞানের সারাৎসার—বিশ্বজনহিত ও মানব-কল্যাণের সীমাহীন রত্নাকর। পরিচয় গ্রন্থেই পাইবেন—বর্ণনার যোগ্যতা—বুঝাইবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিলাম, সে জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ১৩৩৫; শুভ ১লা বৈশাখ।	বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের বিনীত সেবক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

—পঞ্চবিংশতি গীতা—

জীবন্মুক্তি-গীতা

—০:*:০—

জীবন্মুক্তৌ চ যা মুক্তিঃ সা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতনে।
যা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতেন সা মুক্তিঃ শুনি-শূকরে ॥ ১ ॥

কোন সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের মতে আত্মা শূন্যপদার্থ ; তাঁহারা মৃত্যুকেই মুক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বৌদ্ধেরা বলেন, দেহ-বিনাশ হইলেই জীবের মুক্তি হয়। কেন না, দেহ পঞ্চভূতনির্ম্মিত, ঐ পঞ্চভূতাত্মক দেহ বিনাশ হইলে পাঁচে পাঁচ লয় হইয়া যায় ; সুতরাং আত্মার উহাতেই মুক্তি হইয়া যায়। দত্তাত্রেয় নামে কোন খ্যাতনামা পণ্ডিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঐ মত খণ্ডন করিতেছেন। তিনি বলেন,—জীবের দেহ হইতে আত্মার পৃথক্‌ভাব হইলেই যে মুক্তি হয়, তাহা যদি কেবল শরীরপাত হইলে সংঘটিত হয়, অন্য ক্রিয়ার কোন আবশ্যকতা না থাকে, তবে শরীরপাত হইলে কুক্কুর-শূকরাদি বন্যজন্তুরও মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে। কেন না, এই পৃথিবীতে জীবমাত্রেরই দেহপাত হইতেছে, জীব অনবরত দেহত্যাগ করিতেছে। কীট, পতঙ্গ, ভূচর, জলচর কাহারও মুক্তির বাধা হইবে না। ফলতঃ মুক্তিলাভ এ প্রকার অযত্নসুলভ হইলে কেহই তজ্জন্য যত্ন করিত না ॥ ১ ॥

জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২ ॥
এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমখিলং ভাসতে রবিঃ।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৩ ॥

উপরের লিখিত কারণে বৌদ্ধদিগের মত নিতান্ত হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় বলিয়া শ্রীমান্ দত্তাত্রেয় শিষ্যদিগকে জীবন্মুক্তির স্বরূপ এবং লক্ষণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছেন।—এই যে জীব দেখিতে পাইতেছ, ইনিই শিবস্বরূপ হয়েন। কেন না, একমাত্র সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার পরব্রহ্মই চৈতন্যস্বরূপে সর্ব্বদেহে সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজ করিতেছেন। এতদ্রূপে যিনি সর্ব্বত্র একমাত্র পরমাত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, যিনি তাঁহাকে দর্শন করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন। ফলতঃ কামাদি যিনি পরাজয় করিয়া হৃদয়-গ্রন্থি বিনাশ করিতে পারিয়াছেন এবং জীবদ্দশায় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ২ ॥

যিনি জীবদ্দশাতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। এই উপদেশবশতঃ কেবল মনুষ্যদিগেরই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা রহিল, পশুদিগের নহে। কেন না, গুরু এবং শাস্ত্রের অভাবে শৃগাল-কুক্কুরাদির আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত জীবন্মুক্তির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিম্নোক্ত কতিপয় শ্লোক দ্বারা প্রকাশিত হইবে।—সহস্ররশ্মি দিবাকর যেমন স্বকীয় কিরণমালা বিস্তার করিয়া চরাচরময় এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছেন এবং সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন, সেই প্রকার পরম পরিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ পরমাত্মা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছেন এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন। যে মহাপুরুষ এই

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।
আত্মজ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৪ ॥
সর্ব্বভূতে স্থিতং ব্রহ্ম ভেদাভেদৌ ন বিদ্যতে।
একমেবাভিপশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৫ ॥
তত্ত্বং ক্ষেত্রব্যোমাতীতং অহং ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৩ ॥

চন্দ্রমা একমাত্র হইলেও যেমন জলরাশির অভ্যন্তরে নানা শরীরধারী হইয়া দৃশ্য হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বহু প্রকারে ভাসমান হন, সেইরূপ একমাত্র পরমাত্মা অসংখ্য জীবের বুদ্ধিবারিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা জীবরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। যাঁহার এই প্রকার জ্ঞান আছে, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৪ ॥

সচ্চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মপদার্থ সমুদায় জীবের অন্তঃকরণে বিরাজ করিতেছেন। কোনরূপে তাহার ভেদ বা অভেদ নাই। জীবগণের দেহ ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু আত্মা পৃথক্ নহে—একমাত্র। যিনি জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা এইরূপে সেই একমাত্র ব্রহ্মপদার্থকে অবলোকন করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৫ ॥

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চভূতনির্ম্মিত ক্ষেত্র এই দেহ ত্রিবিধ ; অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, লিঙ্গদেহ। সেই দেহকে যিনি জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ তিনিই অহং শব্দের অবিধেয় জীবাত্মা বলিয়া কথিত হয়েন। সেই অহং-শব্দবাচ্য জীবাত্মাই আমি। লোকে আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা বলিয়া অভিমান প্রকাশ করে ; কিন্তু আত্মা এই

কর্ম্মেন্দ্রিয়পরিত্যাগী ধ্যানবর্জ্জিতচেতসঃ।
আত্মজ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৭ ॥
শারীরং কেবলং কর্ম্ম শোকমোহাদিবর্জ্জিতম্।
শুভাশুভপরিত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥
কর্ম্ম সর্ব্বত্র আদিষ্টং ন জানাতি চ কিঞ্চন।
কর্ম্ম ব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

প্রকার অভিমান অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি আকাশাদি পঞ্চভূতের অতিরিক্ত পদার্থ। যিনি এই প্রকার জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ৬ ॥

যিনি হস্ত, পদ ইত্যাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং যিনি মনকে ধ্যান ইত্যাদি অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিয়া, সেই আত্মপদার্থকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৭ ॥

যিনি কেবল শরীর-নির্ব্বাহার্থে প্রবৃত্ত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হয়েন, যিনি সমস্ত কার্য্যে শোক, মোহ ইত্যাদি রহিত হয়েন এবং শুভাশুভ ফল পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৮ ॥

বিবিধ শাস্ত্রে যে যে কর্ম্মকাণ্ডের উল্লেখ আছে, আমি তাহার কিছুমাত্র জানি না কিংবা আমি তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত থাকি বা না-ই থাকি, উহাতে কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ নাই। যিনি সমুদয় কর্ম্মকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৯ ॥

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বমাকাশং জগদীশ্বরম্।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১০ ॥
অনাদিবর্ত্তিভূতানাং জীবঃ শিবো ন হন্যতে।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১১ ॥
আত্মা গুরুস্ত্বং বিশ্বঞ্চ চিদাকাশে ন লিপ্যতে।
গতাগতং দ্বয়োর্নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥
গর্ভধ্যানেন পশ্যন্তি জ্ঞানিনাং মন উচ্যতে।
সোঽহং মনো বিলীয়ন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে। ১৩ ॥

যে চৈতন্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহাকে যিনি সমুদয় জীবের আত্মা বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ১০ ॥

অনাদিবর্ত্তী অর্থাৎ সমকালসঞ্জাত প্রাণীদিগের জীবাত্মাকে যিনি শিবস্বরূপ জানেন এবং প্রত্যেক জীবাত্মাকে শিবস্বরূপ জানিয়া কখনও কোন প্রাণীর প্রতি শত্রুতা করেন না, বরং যাবতীয় জীবের পরম বান্ধব হয়েন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ১১ ॥

আত্মা চিদাকাশস্বরূপ হয়েন। ব্রহ্মাণ্ড এবং আত্মা উভয়ই আমার গুরু এবং উভয়ে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় পরস্পর নির্লিপ্ত হয়েন। এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নাই। কেন না, ইঁহারা পরস্পর নির্লিপ্ত হইলেও কোন কালেই যে ইঁহাদের স্বতন্ত্রতা ঘটিবে, এ প্রকার সম্ভাবনা নাই। যিনি ইহা জ্ঞাত আছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১২ ॥

মানসিক চিন্তাতে জ্ঞানীদিগের দেহমধ্যে যে আত্মদর্শন হয়, তাহাকেই মন কহে। সেই মনই জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়। সেই

ঊর্দ্ধং ধ্যানেন পশ্যন্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে।
শূন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৪ ॥
অভ্যাসে রমতে নিত্যং মনো ধ্যানলয়ং গতম্।
বন্ধমোক্ষদ্বয়ং নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবগুণবর্জ্জিতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানরসাস্বাদো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

বায়ুসদৃশ মন আকাশস্বরূপ পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়। আমিই সেই পরমাত্মা, যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন ॥ ১৩ ॥

যিনি ধ্যান দ্বারা ঊর্দ্ধস্থিত আকাশের ন্যায় পরমাত্মাকে ভাবনা করেন অর্থাৎ সমাধিতে যাঁহার ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়, সেই সাধকের মনকে বিজ্ঞান বলা যায়; যাঁহার মন শূন্যস্বরূপ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সেই সাধকই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১৪ ॥

যিনি পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে অভ্যাস করিয়া সর্ব্বদা পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন এবং ধ্যান দ্বারা মনকে একেবারে লয়গত করিয়াছেন, সেই সাধক ব্যক্তির আর বন্ধ-মোক্ষ থাকে না। তিনি একেবারে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

যিনি স্বভাবের গুণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ রসের আস্বাদন করিবার জন্য অনবরত একাকী অবস্থিতি করেন এবং এই ভাবে একাকী অবস্থিতি করিলেই তাঁহার মনে প্রীতি জন্মে, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ ॥ ১৬ ॥

হৃদি ধ্যানেন পশ্যতি প্রকাশং ক্রিয়তে মনঃ।
সোঽহং হংসেতি পশ্যতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৭॥
শিবশক্তী মমাত্মানৌ পিণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডমেব চ।
চিদাকাশং হৃদং সোঽহং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৮॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিঞ্চ তুরীয়াবস্থিতং সদা।
সোঽহং মনো বিলীয়েত জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৯॥

যে পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে অবস্থিতি করিয়া মনকে প্রকাশ করিতেছেন, আমিই সেই পরমাত্মা। যিনি ধ্যানযোগে ইহা জানিতে পারেন এবং এইরূপে যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরে এবং বাহিরে সংস্থিত পরমাত্মাকে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা পরিদর্শন করেন, সেই সাধক পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়েন॥ ১৭॥

শিব ও শক্তি যেরূপ একই আত্মা, সেইরূপ আমার দেহ এবং মন একই পদার্থ। এই দেহ ও মনঃসংবলিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং বাহ্যদৃশ্য এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, এই উভয় একই পদার্থ। অতএব হৃদয়রূপ চিদাকাশে আমিই সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপী পরমাত্মা হইতেছি। এই ভাবে যিনি পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয়েন॥ ১৮॥

জাগ্রৎ, সুষুপ্তি, স্বপ্ন, এই ত্রিবিধ অবস্থা মায়া দ্বারা সেই একমাত্র পরমাত্মাতেই কল্পিত হইতেছে। আত্মা এই তিন অবস্থার অতীত চতুর্থ অবস্থায় অবস্থিত আছেন এবং এই তিন অবস্থার অতীত হইতেছেন। অতএব আমিই সেই ব্রহ্মপদার্থ। যিনি এইরূপ জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বদা আপন মনকে সেই চিৎস্বরূপ পরমব্রহ্মপদার্থে বিলীন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয়েন॥ ১৯॥

সোঽহং স্থিতং জ্ঞানমিদং সূত্রগভিত উত্তরম্।
সোঽহং ব্রহ্ম নিরাকারং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২০ ॥
মন এব মনুষ্যাণাং ভেদাভেদস্য কারণম্।
বিকল্পো নৈব সঙ্কল্পো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২১ ॥
মন এব বিদুঃ প্রাজ্ঞাঃ সিদ্ধাসিদ্ধান্ত এব চ।
যদা দৃঢ়ং তদা মোক্ষো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২২ ॥
যোগাভ্যাসি মনঃ শ্রেষ্ঠশ্চান্তস্ত্যাগী বহির্জড়ঃ।
অন্তস্ত্যাগী বহিস্ত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

আমিই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে অবস্থিতি করিতেছি, যিনি এতদ্রূপ জ্ঞানসূত্র অবলম্বন করিয়া পরিশেষে আমিই সেই নিরাকার ব্রহ্মপদার্থ, এইরূপ জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ২০ ॥

একমাত্র মনই মানবগণের ভেদ, অভেদ এবং দ্বৈতজ্ঞানের কারণ বলিয়া কথিত হইতেছে। অতএব যে ব্যক্তির মনে সঙ্কল্প এবং বিকল্প কিছুমাত্র দৃষ্ট হইতেছে না, যিনি মনকে একেবারে ব্রহ্মপদার্থে বিলীন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত হয়েন ॥ ২১ ॥

পণ্ডিতগণ একমাত্র মনকেই সমুদায় মঙ্গল এবং অমঙ্গলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেন না, জীবের মন যৎকালে একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে দৃঢ়তর অবস্থিতি করিবে, তখনই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন। যিনি ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ২২ ॥

পরমাত্মাতে অবস্থিত যোগসাধনতৎপর মনই শ্রেষ্ঠ। কেন না, যে মন অন্তর্যাগ পরিত্যাগ করিয়াছে, সে বহিঃস্থিত জড় আকারে ...

থাকে। ফলতঃ জীবের মন যৎকালে অন্তরে পরব্রহ্মের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ঘট, পট, মঠাদি বাহ্য বস্তুর বিষয় ভাবনা করে, তখন মন আপনিই ঘটাদির আকার ধারণ করিয়া থাকে এবং জড়রূপে পরিণত হয়; কিন্তু যে সাধকের মন অন্তস্ত্যাগী হইয়াছে এবং একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থমাত্র লাভ করিয়া তাহাতেই চিত্ত লয় করিতে সমর্থ হইয়াছে, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত জীবন্মুক্তি-গীতা সমাপ্ত।

অবধূত-গীতা

—০ঃ*ঃ০—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা।
মহদ্ভয়পরিত্রাণাদ্বিপ্রাণামুপজায়তে ॥ ১ ॥
যেনেদং পূরিতং সর্ব্বমাত্মনৈবাত্মনাত্মনি।
নিরাকারং কথং বন্দে হ্যভিন্নং শিবমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচিজলসন্নিভম্।
কস্যাপ্যহো নমস্কুর্য্যাদহমেকো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩ ॥
আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদো ন বিদ্যতে।
অস্তি নাস্তি কথং ব্রূয়াৎ বিস্ময়ঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৪ ॥

ঈশ্বরের অনুগ্রহে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ বিপ্রগণের মনে অদ্বৈত-বাসনা জন্মিয়া থাকে ॥ ১ ॥

আত্মাতে আত্মার ন্যায় যাঁহা কর্ত্তৃক এই সমুদয় বিশ্ব পরিপূরিত, সেই নিরাকার অভিন্ন অব্যয় শিবস্বরূপকে কি প্রকারে বন্দনা করি? ২ ॥

এই বিশ্ব মরীচিকাসন্নিভ পঞ্চভূতাত্মক; পরন্তু আমি এক ও নিরঞ্জন; অহো। আমি কাহাকেই বা নমস্কার করি? ৩ ॥

এই সমুদয়ই আত্মা—ইহাতে ভেদাভেদ নাই;—এতৎসম্বন্ধে অস্তি নাস্তি কি প্রকারে বলা যায়? আমার ইহা বিস্ময় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৪ ॥

বেদান্তসারসর্ব্বস্বং জ্ঞানবিজ্ঞানমেব চ।
অহমাত্মা নিরাকারঃ সর্ব্বব্যাপী স্বভাবতঃ ॥ ৫ ॥
যো বৈ সর্ব্বাত্মকো দেবো নিষ্কলো গগনোপমঃ।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধঃ স এবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ শুদ্ধবিজ্ঞানবিগ্রহঃ।
সুখং দুঃখং ন জানামি কথং কস্যাপি বর্ত্ততে ॥ ৭ ॥
ন মানসং কর্ম্ম শুভাশুভং মে, ন কায়িকং কর্ম্ম শুভাশুভং মে।
ন বাচিকং কর্ম্ম শুভাশুভং মে, জ্ঞানামৃতং শুদ্ধমতীন্দ্রিয়োঽহম্ ॥৮॥
মনো বৈ গগনাকারং মনো বৈ সর্ব্বতোমুখম্।
মনোঽতীতং মনঃ সর্ব্বং ন মনঃ পরমার্থতঃ ॥ ৯ ॥

বেদান্তের ইহাই সারসর্ব্বস্ব, ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞান যে, আমিই স্বভাবতঃ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা ॥ ৫ ॥

যে সর্ব্বাত্মক দেব গগনোপম ও নিষ্কল, যিনি স্বভাব-নির্ম্মল ও শুদ্ধস্বরূপ, আমিই তিনি, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৬ ॥

আমি শুদ্ধ, বিজ্ঞানবিগ্রহ, অব্যয় ও অনন্ত; সুখ-দুঃখ কি প্রকারে এবং কাহার উপস্থিত হয়, তাহা জানি না ॥ ৭ ॥

মানসিক কোন শুভাশুভ কর্ম্ম আমার নাই; কায়িক বা বাচিকও কোন শুভাশুভ কর্ম্ম আমার সম্বন্ধে নাই; আমি জ্ঞানামৃত, শুদ্ধ ও অতীন্দ্রিয় ॥ ৮ ॥

মনই গগনাকার, মনই সর্ব্বতোমুখ, মনই অতীত, মনই সর্ব্ব, পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে এই আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় মন আর নাই ॥ ৯ ॥

অহমেকমিদং সর্ব্বং ব্যোমাতীতং নিরন্তরম্।
পশ্যামি কথমাত্মানং প্রত্যক্ষং বা তিরোহিতম্ ॥ ১০ ॥
ত্বমেবমেকং হি কথং ন বুধ্যসে, সমং হি সর্ব্বেষু বিমৃষ্টমব্যয়ম্।
সদোদিতোঽসি ত্বমখণ্ডিতঃ প্রভো, দিবা চ নক্তং চ কথং হি মন্যসে॥১১॥
আত্মানং সততং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈকং নিরন্তরম্।
অহং ধ্যাতা পরং ধ্যেয়মখণ্ডং খণ্ড্যতে কথম্ ॥ ১২ ॥
ন জাতো ন মৃতোঽসি ত্বং ন তে দেহঃ কদাচন ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ ॥ ১৩ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরোঽসি ত্বং শিবঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
ইতস্ততঃ কথং ভ্রান্তঃ প্রধাবসি পিশাচবৎ ॥ ১৪ ॥

আমি এক, সমুদয় জগৎকে আমি ব্যাপিয়া আছি। আমি বোমাতীত ও নিরন্তর; অতএব আত্মাকে কি প্রকারে প্রত্যক্ষ বা তিরোহিত দেখা যায়? ১০ ॥

তুমি এক, অতএব সমতা দেখিতেছ না কেন? সর্ব্বভূতেই অব্যয় সমভাবে আছে। হে প্রভো! তুমি সদা প্রকাশিত ও অখণ্ড, তবে দিবা ও রাত্রি বলিয়া কেন মানিতেছ? ১১ ॥

আত্মাকে সর্ব্বত্র এক ও নিরন্তর বলিয়া সতত জানিও, আমি ধ্যাতা ও পরম ধ্যেয়, এই বলিয়া সেই অখণ্ড পুরুষকে কেন খণ্ডিত করিতেছ? ১২ ॥

তোমার জন্ম নাই, তোমার মৃত্যু নাই, তোমার কদাচ দেহ নাই, সমুদয়ই ব্রহ্ম, ইহা শ্রুতিবিহিত বাক্য॥ ১৩ ॥

তুমি সবাহ্যাভ্যন্তরময় শিবস্বরূপ ও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ; অতএব ভ্রান্ত হইয়া কেন পিশাচবৎ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছ? ১৪ ॥

সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ বর্ত্ততে ন চ তে ন মে।
ন ত্বং নাহং জগন্নেদং সর্ব্বমাত্মৈব কেবলম্ ॥ ১৫ ॥
শব্দাদিপঞ্চকস্যাস্য নৈবাসি ত্বং ন তে পুনঃ।
ত্বমেব পরমং তত্ত্বমতঃ কিং পরিতপ্যসে ॥ ১৬ ॥
জন্মমৃত্যুর্ন তে চিত্তং বন্ধমোক্ষৌ শুভাশুভৌ।
কথং রোদিষি রে বৎস নামরূপং ন তে ন মে ॥ ১৭ ॥
অহো চিত্ত কথং ভ্রান্তঃ প্রধাবসি পিশাচবৎ।
অভিন্নং পশ্য চাত্মানং রাগত্যাগাৎ সুখী ভব ॥ ১৮ ॥
ত্বমেব তত্ত্বং হি বিকারবর্জিতং, নিষ্কম্পমেকং হি বিমোক্ষবিগ্রহম্।
ন তে চ রাগো হ্যথবা বিরাগঃ, কথং হি সন্তপ্যসি কামকামতঃ ॥ ১৯ ॥

সংযোগ ও বিয়োগ তোমারও নাই, আমারও নাই; তুমিও নও আমিও নই, এই জগৎও নয়, সমুদয়ই কেবল আত্মা ॥ ১৫ ॥

শব্দাদি-পঞ্চকের তুমি কিছুই নও এবং তাহারাও কিছুই নহে; তুমি পরমতত্ত্ব, অতএব কেন পরিতাপ করিতেছ? ১৬ ॥

তোমার জন্ম-মৃত্যু নাই, তোমার চিত্ত নাই, তোমার বন্ধ-মোক্ষ বা শুভাশুভ নাই, অতএব রে বৎস! কেন রোদন করিতেছ, এই সমুদয় নাম ও রূপ তোমারও নয়, আমারও নয় ॥ ১৭ ॥

রে চিত্ত! কেন ভ্রান্তভাবে পিশাচের ন্যায় ধাবিত হইতেছ, আত্মাকে অভিন্নভাবে দেখ এবং বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া সুখী হও ॥ ১৮ ॥

তুমিই বিকার-বর্জ্জিত তত্ত্ব, এক নিষ্কম্প ও মোক্ষবিগ্রহ, তোমার রাগ বা বিরাগ কিছুই নাই; অতএব কামকামী হইয়া (বৃথা) কেন দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছ? ১৯ ॥

বদন্তি শ্রুতয়ঃ সর্ব্বা নির্গুণং শুদ্ধমব্যয়ম্।
অশরীরং সমং তত্ত্বং তন্মাং বিদ্ধি ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারং নিরন্তরম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসংভবঃ ॥ ২১ ॥
একমেব সমং তত্ত্বং বদন্তি হি বিপশ্চিতঃ।
রাগত্যাগাৎ পুনশ্চিত্তমেকানেকং ন বিদ্যতে। ২২ ॥
অনাত্মরূপঞ্চ কথং সমাধিরাত্মস্বরূপঞ্চ কথং সমাধিঃ।
অস্তীতি নাস্তীতি কথং সমাধির্মোক্ষস্বরূপং যদি সর্ব্বমেকম্ ॥২৩॥
বিশুদ্ধোঽসি সমং তত্ত্বং বিদেহস্ত্বমজোঽব্যয়ঃ।
জানামীহ ন জানামীত্যাত্মানং মন্যসে কথম্ ॥ ২৪ ॥

সমুদয় শ্রুতি সেই নির্গুণ, শুদ্ধ, অব্যয়, অশরীর ও সমতত্ত্বের কথা বর্ণন করেন; আমাকেই নিঃসংশয়রূপে সেই তত্ত্ব বলিয়া অবগত হইবে ॥ ২০ ॥

সাকারকে মিথ্যা পদার্থ এবং নিরাকারকে নিত্য বলিয়া জানিও। এই তত্ত্বে প্রকৃতরূপে উপদিষ্ট হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ২১ ॥

পণ্ডিতেরা বলেন, সেই সমতত্ত্ব একই। রাগত্যাগ হইলে পর চিত্তও থাকে না অথবা এক বা অনেক কিছুই থাকে না ॥ ২২ ॥

যাহা অনাত্মরূপ, কিরূপে তাহার সমাধি হইবে এবং যাহা আত্ম-স্বরূপে বিদ্যমান আছে, কিরূপেই বা তাহার সমাধি হইবে? যাহা আছে, যাহা নাই, তাহারই বা সমাধি কি প্রকারে হয়? সমুদয় এক ও মোক্ষস্বরূপ হইলে কোনরূপেই সমাধি-সম্ভাবনা হয় না ॥ ২৩ ॥

তুমি বিশুদ্ধ, সম, তত্ত্বস্বরূপ, বিদেহ, অজ ও অব্যয়; অতএব আত্মাকে জানি অথবা না জানি, এরূপ মনে কর কেন? ২৪ ॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন স্বাত্মা হি প্রতিপাদিতঃ।
নেতি নেতি শ্রুতির্ব্রূয়াদনৃতং পাঞ্চভৌতিকম্ ॥ ২৫ ॥
আত্মন্যেবাত্মনা সর্ব্বং ত্বয়া পূর্ণং নিরন্তরম্।
ধ্যাতা ধ্যানং ন তে চিত্তং নির্লজ্জং ধ্যায়তে কথম্ ॥ ২৬ ॥
শিবং ন জানামি কথং বদামি, শিবং ন জানামি কথং ভজামি।
অহং শিবশ্চেৎ পরমার্থতত্ত্বং, সমস্বরূপং গগনোপমঞ্চ ॥ ২৭
নাহং তত্ত্বং সমং তত্ত্বং কল্পনাহেতুবর্জ্জিতম্।
গ্রাহ্যগ্রাহকনির্ম্মুক্তং স্বসংবেদ্যং কথং ভবেৎ ॥ ২৮ ॥
অনন্তরূপং ন হি বস্তু কিঞ্চিৎ, তত্ত্বস্বরূপং ন হি বস্তু কিঞ্চিৎ।
আত্মৈকরূপং পরমার্থতত্ত্বং ন হিংসকো বাপি ন চাপ্যহিংসা ॥২৯॥

তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছেন; নেতি নেতি বাক্যে শ্রুতি আত্মাকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এই পাঞ্চভৌতিক ব্যাপার সমুদয়ই মিথ্যা, আত্মাতে আত্মার ন্যায় তোমা কর্তৃকই নিরন্তর এই সমুদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে; ধ্যাতা, ধ্যান বা চিত্ত কিছুই নাই; অতএব নির্লজ্জ হইয়া কেন ধ্যান করিতেছ? ২৫-২৬ ॥

শিবকে জানি না, অতএব সে সম্বন্ধে কি বলিব, শিবকে আমি জানি না, অতএব তাঁহার ভজনা কিরূপে করিব, আমিই পরমার্থতত্ত্ব, সমস্বরূপ, গগনোপম ও শিব ॥ ২৭ ॥

আমি কোন তত্ত্ব নহি, আমি কল্পনাহেতুবর্জ্জিত, সমতত্ত্ব ও গ্রাহ্যগ্রাহকনির্ম্মুক্ত; স্বসংবেদ্য কিরূপে হইবে? ২৮ ॥

অনন্তরূপ কোন বস্তু নাই, তত্ত্বস্বরূপও কোন বস্তু নাই, আত্মা একরূপ ও পরমার্থতত্ত্ব, হিংসা বা অহিংসার ভাব ইহাতে কিছুই নাই ॥ ২৯ ॥

বিশুদ্ধোঽসি সমং তত্ত্বং বিদেহমজমব্যয়ম্।
বিভ্রমং কথমাত্মার্থে বিভ্রান্তোঽহং কথং পুনঃ ॥ ৩০ ॥
ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশং সুলীনং ভেদবর্জ্জিতম্।
শিবেন মনসা শুদ্ধো ন ভেদঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৩১ ॥
ন ঘটো ন ঘটাকাশো ন জীবো জীববিগ্রহঃ।
কেবলং ব্রহ্ম সংবিদ্ধি বেদ্যবেদকবর্জ্জিতম্ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বমাত্মানং সততং ধ্রুবম্।
সর্ব্বং শূন্যমশূন্যঞ্চ তন্মাং বিদ্ধি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
বেদা ন লোকা ন সুরা ন যজ্ঞা, বর্ণাশ্রমো নৈব কুলং ন জাতিঃ।
ন ধূমমার্গো ন চ দীপ্তিমার্গো, ব্রহ্মৈকরূপং পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ৩৪ ॥

তুমি বিশুদ্ধ, সমতত্ত্ব, বিদেহ, অজ ও অব্যয়; অতএব আত্মার্থে তোমার বা আমার বিভ্রম হয় কেন? ৩০ ॥

ঘট ভিন্ন হইলে পর ঘটাকাশ ভেদবর্জ্জিত হইয়া মহাকাশে লীন হয়; মন শুদ্ধ হইলে পর শিবের সহিত কোন ভেদ প্রতিভাত হয় না ॥ ৩১ ॥

ঘটও নাই, ঘটাকাশও নাই, জীবও নাই, জীববিগ্রহও নাই, আমাকে বেদ্য-বেদকবর্জ্জিত কেবলমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জানিও ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বত্রই সমুদয়ই সতত ধ্রুব আত্মা, শূন্য অশূন্য সমুদয়ই ব্রহ্ম এবং আমাকে সেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, ইহাতে সংশয় করিও না ॥ ৩৩ ॥

বেদ নাই, লোক নাই, দেব নাই, যজ্ঞ নাই, বর্ণাশ্রম বা কুলজাতি কিছুই নাই, ধূমমার্গ বা জ্যোতির্ম্মার্গ এ সকলও নাই, কেবল পরমার্থতত্ত্ব এক ব্রহ্মরূপই আছেন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাপ্যব্যাপকনির্ম্মুক্তং ত্বমেকঃ সকলং যদি।
প্রত্যক্ষং চাপরোক্ষং চ আত্মানং মন্যসে কথম্ ॥ ৩৫ ॥
অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৬ ॥
শ্বেতাদিবর্ণরহিতং শব্দাদিগুণবর্জ্জিতম্।
কথয়ন্তি কথং তত্ত্বং মনোবাচামগোচরম্ ॥ ৩৭ ॥
যদাঽনৃতমিতং সর্ব্বং দেহাদি গগনোপমম্।
তদা হি ব্রহ্ম সংবেত্তি ন তে দ্বৈতপরম্পরা ॥ ৩৮ ॥
পরেণ সহজাত্মাপি হ্যভিন্নঃ প্রতিভাতি মে।
ব্যোমাকারং তথৈবৈকং ধ্যাতা ধ্যানং কথং ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

তুমি যদি ব্যাপ্যব্যাপকনির্ম্মুক্ত, এক ও পূর্ণ হও, তবে আত্মাকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বলিয়া কেন মনে কর ? ৩৫ ॥

লোকে কেহ অদ্বৈতবাদী হয়, কেহ বা দ্বৈতবাদী হয়, কিন্তু কেহই দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত সমতত্ত্বকে জানে না ॥ ৩৬ ॥

লোকে সেই পরমতত্ত্বকে শ্বেতাদি-বর্ণরহিত, শব্দাদি-গুণ বর্জ্জিত, বাক্যমনের অগোচর বলে কেন ? অর্থাৎ তাঁহার কোনরূপ বর্ণ নাই, তাঁহাতে শব্দাদি গুণও নাই ॥ ৩৭ ॥

যখন দেহাদি গগনোপম এই সমুদয়ই মিথ্যা বলিয়া জানিবে, তখনই ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানা হইবে, সে তত্ত্বের নিকট আর দ্বৈতপরম্পরা নাই ॥ ৩৮ ॥

এই সহজাত্মার সহিত সেই পরমাত্মার অভিন্নতা আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে, সমুদয়ই ব্যোমাকার ও এক বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব ধ্যাতা বা ধ্যান কি প্রকারে সম্ভবে ? ৩৯ ॥

যৎ করোমি যদশ্নামি যজ্জুহোমি দদামি যৎ।
এতৎ সর্ব্বং ন মে কিঞ্চিদ্বিশুদ্ধোঽহমজোঽব্যয়ঃ ॥ ৪০ ॥
সর্ব্বং জগদ্বিদ্ধি নিরাকৃতীদং, সর্ব্বং জগৎ বিদ্ধি বিকারহীনম্।
সর্ব্বং জগদ্বিদ্ধি বিশুদ্ধদেহং, সর্ব্বং জগদ্বিদ্ধি শিবৈকরূপম্ ॥ ৪১ ॥
তত্ত্বং ত্বং হি ন সন্দেহঃ কিং জানাম্যথবা পুনঃ।
অসংবেদ্যং স্বসংবেদ্যমাত্মানং মন্যসে কথম্ ॥ ৪২ ॥
মায়ামায়া কথং তাত ছায়াছায়া ন বিদ্যতে।
তত্ত্বমেকমিদং সর্ব্বং ব্যোমাকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ৪৩ ॥
আদিমধ্যান্তমুক্তোঽহং ন বদ্ধোঽহং কদাচন।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৪৪ ॥

আমি যাহা করি, যাহা খাই, যাহা হোম করি, যাহা দিই, এ সমুদয়ই আমার কিছু নয়, আমি বিশুদ্ধ, অজ ও অব্যয় ॥ ৪০ ॥

এই সমুদয় জগৎকে নিরাকার বলিয়া জানিও, সমুদয় জগৎকে বিকারহীন বলিয়া জানিও, সমুদয় জগৎকে বিশুদ্ধদেহ বলিয়া জানিও এবং সমুদয় জগৎকে শিবৈকরূপ বলিয়া জানিও ॥ ৪১ ॥

তুমিই পরমতত্ত্ব, ইহাতে সন্দেহ নাই অথবা আমিই বা ইহা ব্যতীত আর কি জানিতেছি, অতএব আত্মাকে অসংবেদ্য বা স্বসংবেদ্য বলিয়া কেন মনে কর ? ৪২ ॥

হে তাত ! মায়া, অমায়া বা ছায়া, অছায়া কি প্রকারে থাকিবে ? এই সমুদয়ই একতত্ত্ব, সমুদয়ই ব্যোমাকার নিরঞ্জন ॥ ৪৩ ॥

আমি আদি-মধ্যান্তমুক্ত, কখনই বদ্ধ নহি এবং স্বভাবনির্ম্মল ও শুদ্ধ, ইহাই আমার নিশ্চয় জ্ঞান ॥ ৪৪ ॥

মহদাদি জগৎ সর্ব্বং ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
ব্রহ্মৈব কেবলং সর্ব্বং কথং বর্ণাশ্রমস্থিতিঃ ॥ ৪৫ ॥
জানামি সর্ব্বথা সর্ব্বমহমেকো নিরন্তরম্।
নিরালম্বমশূন্যঞ্চ শূন্যং ব্যোমাদি-পঞ্চকম্ ॥ ৪৬ ॥
ন ষণ্ডো ন পুমান্ন স্ত্রী ন বোধো নৈব কল্পনা।
সানন্দং বা নিরানন্দমাত্মানং মন্যসে কথম্ ॥ ৪৭ ॥
ষড়ঙ্গযোগান্ন তু নৈব শুদ্ধং, মনোবিনাশান্ন তু নৈব শুদ্ধম্।
গুরূপদেশান্ন তু নৈব শুদ্ধং, স্বয়ঞ্চ তত্ত্বং স্বয়মেব বুদ্ধম্ ॥৪৮॥
ন হি পঞ্চাত্মকো দেহো বিদেহো বর্ত্ততে ন হি।
আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং তুরীয়ঞ্চ ত্রয়ং কথম্ ॥ ৪৯ ॥

মহত্তত্ত্ব আদি জগৎ সমুদয় আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না, এ সমুদয় কেবল ব্রহ্ম; অতএব বর্ণাশ্রমের স্থিতি কি প্রকারে হইবে? ৪৫ ॥

আমিই একমাত্র সর্ব্বতোভাবে সমুদয়কে এক নিরঞ্জন নিরালম্ব ও অশূন্য বলিয়া জানি; ব্যোমাদি পঞ্চতত্ত্ব শূন্যমাত্র ॥ ৪৬ ॥

আত্মা ষণ্ড নয়, পুরুষ বা স্ত্রী নয়, বোধ বা কল্পনাস্বরূপ নয়, তবে আত্মাকে সানন্দ বা নিরানন্দ বলিয়া কেন মনে কর? ৪৭ ॥

ষড়ঙ্গযোগ শুদ্ধ করিতে পারে না, মন বিনষ্ট হইলেও তথাপি শুদ্ধ হওয়া যায় না, গুরূপদেশ হইলেও শুদ্ধ হয় না, তত্ত্ব স্বয়ংই স্বয়ং কর্ত্তৃক বুদ্ধ হয় ॥ ৪৮ ॥

পঞ্চাত্মক দেহও নাই, বিদেহ-মুক্তিও নাই, সমুদয়ই কেবল আত্মা, তুরীয় যোগ স্বপ্নাদি-অবস্থাত্রয় কি প্রকারে সম্ভবে? ৪৯ ॥

ন বন্ধো নৈব মুক্তোঽহং ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্।
ন কর্ত্তা ন চ ভোক্তাহং ব্যাপ্যব্যাপকবর্জ্জিত ॥ ৫০ ॥

যথা জলং জলে ন্যস্তং সলিলং ভেদবর্জ্জিতম্।
প্রকৃতিং পুরুষং তদ্বদভিন্নং প্রতিভাতি মে ॥ ৫১ ॥

যদি নাম ন মুক্তোঽসি ন বদ্ধোঽসি কদাচন।
সাকারঞ্চ নিরাকারমাত্মানং মন্যসে কথম্ ॥ ৫২ ॥

জানামি তে পরং রূপং প্রত্যক্ষং গগনোপমম্।
যথাপরং হি রূপং তন্মরীচিজলসন্নিভম্ ॥ ৫৩ ॥

ন গুরুর্নোপদেশশ্চ ন চোপাধির্ন চ ক্রিয়া।
বিদেহং গগনং বিদ্ধি বিশুদ্ধোঽহং স্বভাবতঃ ॥ ৫৪ ॥

আমি বদ্ধও নহি, মুক্তও নহি, আমি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ও নহি, আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা নহি, আমি ব্যাপ্য-ব্যাপকবর্জ্জিত ॥ ৫০ ॥

জল যেমন জলে ন্যস্ত হইলে জলই থাকে, উহা যেমন ভেদবর্জ্জিত, প্রকৃতি ও পুরুষ তদ্রূপ আমার নিকট অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় ॥ ৫১ ॥

যদি তুমি মুক্তও নও, বদ্ধও নও, আত্মাকে সাকার বা নিরাকার মনে কর কেন? ৫২ ॥

আমি প্রত্যক্ষ গগনোপম তোমার পরমাত্মরূপ জানিয়াছি, তোমার যে অপর রূপ, তাহা মরীচিকাজলসদৃশ ॥ ৫৩ ॥

আমার গুরু বা উপদেশ, উপাধি বা ক্রিয়া, কিছুই নাই, আমি স্বভাবতঃ বিদেহ, গগনবৎ মুক্ত ও বিশুদ্ধ ॥ ৫৪ ॥

বিশুদ্ধোঽস্যশরীরোঽসি ন তে চিত্তং পরাৎপরম্।
অহং চাত্মা পরং তত্ত্বমিতি বক্তুং ন লজ্জসে ॥ ৫৫ ।
কথং রোদিষি রে চিত্ত হ্যাত্মৈবাত্মাত্মনা ভব।
পিব বৎস কলাতীতমদ্বৈতং পরমামৃতম্ ॥ ৫৬ ॥
নৈব বোধো ন চাবোধো ন বোধো বোধ এব চ।
যস্যেদৃশঃ সদাবোধঃ স বোধো নান্যথা ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
জ্ঞানং ন তর্কো ন সমাধিযোগো, ন দেশকালৌ ন গুরূপদেশঃ।
স্বভাবসংবিত্তিরহঞ্চ তত্ত্বমাকাশকল্পং সহজং ধ্রুবঞ্চ ॥ ৫৮ ॥
ন জাতোঽহং মৃতো বাপি ন মে কর্ম্ম শুভাশুভম্।
বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম বন্ধো মুক্তিঃ কথং মম ॥ ৫৯ ॥

তুমি বিশুদ্ধ ও অশরীরী, তোমার পরাৎপর আত্মা চিত্ত নাই, আমি আত্মা ও পরমতত্ত্ব, ইহা বলিতে লজ্জা করিও না ॥ ৫৫ ॥

রে চিত্ত! তুই কেন রোদন করিতেছিস্, আত্মযোগে আত্মা হও; রে বৎস! কলাতীত, অদ্বৈত, পরমামৃত পান কর ॥ ৫৬ ॥

আমি বোধও নহি, অবোধও নহি, বোধকেও বোধ বলে না, যাহার সদাই ঈদৃশ বোধ, সে-ই বোধস্বরূপ, ইহার অন্যথা নাই ॥ ৫৭ ॥

জ্ঞান, তর্ক, সমাধি-যোগ, দেশকাল, গুরূপদেশ, কিছুরই অপেক্ষা করে না, আমি স্বভাবতই জ্ঞানস্বরূপ, পরমতত্ত্ব, আকাশকল্প, সহজ ও ধ্রুব ॥ ৫৮ ॥

আমি জাত নহি, মৃতও নহি, আমার শুভাশুভ কর্ম্ম নাই, আমি বিশুদ্ধ ও নির্গুণ ব্রহ্ম; আমার বন্ধ বা মুক্তি কি প্রকারে হইবে? ৫৯ ॥

যদি সর্ব্বগতো দেবঃ স্থিরঃ পূর্ণো নিরন্তরঃ।
অন্তরং হি ন পশ্যামি সবাহ্যাভ্যন্তরঃ কথম্ ॥ ৬০ ॥
স্ফুরত্যেব জগৎ কৃৎস্নমখণ্ডিতনিরন্তরম্।
অহো মায়া মহামোহো দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা ॥ ৬১ ॥
সাকারঞ্চ নিরাকারং নেতি নেতীতি সর্ব্বদা।
ভেদাভেদবিনির্ম্মুক্তো বর্ত্ততে কেবলঃ শিবঃ ॥ ৬২ ॥
ন তে চ মাতা চ পিতা চ বন্ধুর্ন তে চ পত্নী ন স্বতশ্চ মিত্রম্।
ন পক্ষপাতো ন বিপক্ষপাতঃ, কথং হি সন্তপ্তিরিয়ং হি চিত্তে ॥ ৬৩ ॥
দিবা নক্তং ন তে চিত্ত উদয়াস্তময়ৌ ন হি।
বিদেহস্য শরীরত্বং কল্পয়ন্তি কথং বুধাঃ ॥ ৬৪ ॥

যদি সেই দেব সর্ব্বগত, স্থির, পূর্ণ এবং নিরন্তর হন, তবে অন্তরই আমি দেখিতে পাই না, তিনি সবাহ্যাভ্যন্তর কি প্রকারে হইবেন ? ৬০ ॥

এই সমগ্র জগৎ অখণ্ডিত ও নিরন্তর বলিয়া আমার নিকট স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। হায়! কি মায়া! কি মহামোহ! এই জগৎসম্বন্ধে দ্বৈতাদ্বৈত-কল্পনা করা হয় ॥ ৬১ ॥

সাকার নিরাকার সমুদয় সম্বন্ধেই সর্ব্বদা নেতি নেতীতি বলা যায়, পরন্তু কেবল ভেদাভেদ-বিনির্ম্মুক্ত শিবই বিদ্যমান ॥ ৬২ ॥

তোমার পিতা, মাতা, বন্ধু, পত্নী, সুত বা মিত্র কিছুই নাই; তোমার সম্বন্ধে পক্ষপাতও নাই, বিপক্ষভাবও নাই; অতএব চিত্তে কেন এরূপ সন্তাপ ভোগ কর ? ৬৩ ॥

রে চিত্ত! তোমার সম্বন্ধে দিন বা রাত্রি, উদয় বা অস্ত কিছুই নাই, তবে পণ্ডিতেরা বিদেহের শরীরত্ব কেন কল্পনা করেন ? ৬৪ ॥

নাবিভক্তং বিভক্তঞ্চ ন হি দুঃখসুখাদি চ।
ন হি সর্ব্বমসর্ব্বঞ্চ বিদ্ধি চাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৬৫ ॥
নাহং কর্ত্তা ন ভোক্তা চ ন মে কর্ম্ম পুরাধুনা।
ন মে দেহো বিদেহো বা নির্ম্মমেতি মমেতি কিম্ ॥ ৬৬ ॥
ন মে রাগাদিকো দোষো দুঃখং দেহাদিকং ন মে।
আত্মানং বিদ্ধি মামেকং বিশালং গগনোপমম্ ॥ ৬৭ ॥
সখে মনঃ কিং বহুজল্পিতেন, সখে মনঃ সর্ব্বমিদং বিতর্ক্যম্।
যৎ সারভূতং কথিতং ময়া তে, ত্বমেব তত্ত্বং গগনোপমোঽসি ॥ ৬৮ ॥
যেন কেনাপি ভাবেন যত্র কুত্র মৃতা অপি।
যোগিনস্তত্র লীয়ন্তে ঘটাকাশমিবাম্বরে ॥ ৬৯ ॥

অবিভক্ত, বিভক্ত, সুখদুঃখাদি, সর্ব্ব, অসর্ব্ব, আত্মার সম্বন্ধে এ সকল কিছুই নাই ; আত্মকে অব্যয় বলিয়া জানিও ॥ ৬৫ ॥

আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা নহি, আমার পুরা বা অধুনা কখনও কোন কর্ম্ম নাই, আমার দেহ বা বিদেহ নাই, নির্ম্মম বা মমতা কি প্রকারে থাকিবে ? ৬৬ ॥

আমার রাগাদি দোষ নাই, দেহাদিক দুঃখ নাই, আমাকে এক, বিশাল ও গগনোপম আত্মা বলিয়া জানিও ॥ ৬৬ ॥

হে সখে মন ! বহু জল্পনার প্রয়োজন কি ? এ সমুদয় বিতর্কেরই বা প্রয়োজন কি ? যাহা সারভূত, আমি তাহা কহিলাম, তুমিই গগনোপম পরমতত্ত্ব ॥ ৬৮ ॥

যে কোন ভাবেই হউক, আর যথায় তথায় হউক, মৃত্যুর পর যোগীরা তথায়ই লয় পান, যেমন আকাশ মহাকাশে লয় হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

তীর্থে চান্ত্যজগেহে বা নষ্টস্মৃতিরপি ত্যজন্।
সমকালে তনুং মুক্তঃ কৈবল্যব্যাপকো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ দ্বিপদাদিচরাচরম্।
মন্যন্তে যোগিনঃ সর্ব্বং মরীচিজলসন্নিভম্ ॥ ৭১ ॥
অতীতানাগতং কর্ম্ম বর্ত্তমানং তথৈব চ।
ন করোমি ন ভুঞ্জামি ইতি মে নিশ্চলা মতিঃ ॥ ৭২ ॥
শূন্যাগারে সমরসপূতস্তিষ্ঠত্যেকঃ সুখমবধূতঃ।
চরতি হি নগ্নস্ত্যক্ত্বা গর্ব্বং, বিন্দতি কেবলমাত্মনি সর্ব্বম্ ॥ ৭৩ ॥
ত্রিতয়তুরীয়ং ন হি ন হি যত্র, বিন্দতি কেবলমাত্মনি তত্র।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন হি ন হি যত্র, বদ্ধো মুক্তঃ কথমিহ তত্র ॥ ৭৪ ॥

তীর্থেই হউক আর অন্ত্যজগৃহেই হউক, নষ্টস্মৃতি ত্যাগ করিয়া যোগী তনুমুক্ত হইয়া কৈবল্যব্যাপকতা লাভ করেন ॥ ৭০ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, দ্বিপদাদি চরাচর, সমুদয়ই যোগী মরীচিজল-সন্নিভ বলিয়া মনে করেন ॥ ৭১ ॥

কি অতীত, কি অনাগত, কি বর্ত্তমান, কোন কর্ম্মই আমি করি না অথবা কর্ম্মফলও আমি ভোগ করি না, ইহা আমার নিশ্চল বুদ্ধি ॥ ৭২ ॥

অবধূত শূন্যগৃহে সমরসলাভে পবিত্র হইয়া বাস করেন এবং গর্ব্বত্যাগ করিয়া নগ্নভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন; তিনি আত্মাতেই সমুদয় লাভ করেন ॥ ৭৩ ॥

যথায় কেবল আত্মলাভ, তথায় ত্রিতয় বা তুরীয়াবস্থা নাই অথবা যেখানে কেবল আত্মলাভ, তথায় ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, বদ্ধ নাই এবং সেখানে মুক্তও নাই ॥ ৭৪ ॥

বিন্দতি বিন্দতি ন হি ন হি মন্ত্রং, ছন্দোলক্ষণং ন হি ন হি তন্ত্রম।
সমরসমগ্নো ভাবিতপূতঃ, প্রলপিতমেতৎ পরমাবধূতঃ ॥ ৭৫ ॥
সর্ব্বশূন্যমশূন্যঞ্চ সত্যাসত্যং ন বিদ্যতে।
স্বভাবভাবতঃ প্রোক্তং শাস্ত্রসংবিত্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিতায়ামবধূতগীতায়ামাত্মসংবিত্ত্যুপদেশো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

তথায় ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রেরও প্রয়োজন নাই বা তন্ত্রেরও প্রয়োজন নাই, সমরসে মগ্ন ধ্যানরত অবধূত কর্ত্তৃক এই প্রলাপ কথিত হইল ॥ ৭৫ ॥

তথায় শূন্যাশূন্য ও সত্যাসত্য কিছুই নাই, শাস্ত্রজ্ঞান পূর্ব্বক সহজভাব হইতেই অবধূত কর্ত্তৃক ইহা কথিত হইল ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূতগীতান্তর্গত আত্মসংবিত্ত্যুপদেশ
নামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অবধূত উবাচ।

বালস্য বা বিষয়ভোগরতস্য বাপি,
মূর্খস্য সেবকজনস্য গৃহস্থিতস্য।
এতদ্‌গুরোঃ কিমপি নৈব ন চিন্তনীয়ং,
রত্নং কথং ত্যজতি কোঽপ্যশুচৌ প্রবিষ্টম্‌ ॥১॥
নৈবাত্র কাব্যগুণ এব তু চিন্তনীয়ো,
গ্রাহ্যঃ পরং গুণবতা খলু সার এব।
সিন্দূরচিত্ররহিতা ভুবি রূপশূন্যা,
পারং ন কিং নয়তি নৌরিহ গন্তুকামান্‌ ॥ ২ ॥
প্রযত্নেন বিনা যেন নিশ্চলেন চলাচলম্‌।
গ্রস্তং স্বভাবতঃ শান্তং চৈতন্যং গগনোপমম্‌ ॥ ৩ ॥

অবধূত কহিলেন, ইনি বালক, বিষয়ভোগরত, মূর্খ, সেবকজন বা গৃহস্থ, গুরুর সম্বন্ধে এই প্রকার চিন্তা করিতে নাই, অশুদ্ধ স্থানে পতিত রত্নকে কোন্‌ ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া থাকে ? ১ ॥

গুরুর সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যগুণ বিচার করিতে নাই, গুণবান্‌ ব্যক্তিরা সারই গ্রহণ করিয়া থাকেন; সিন্দূরচিত্ররহিত কুরূপ নৌকা কি গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে পারে লইয়া যায় না ? ২ ॥

সে নিশ্চল পুরুষ কর্ত্তৃক চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রযত্ন ব্যতীত স্বভাবতই তাঁহাকে গগনোপম, শান্ত ও চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি হয় ॥ ৩ ॥

অযত্নাচ্চালয়েদ্যস্তু একমেব চরাচরম্।
সর্ব্বগং তৎ কথং ভিন্নমদ্বৈতং বর্ত্ততে মম ॥ ৪ ॥
অহমেব পরং যস্মাৎ সারাৎসারতরং শিবম্।
গমাগমবিনির্ম্মুক্তং নির্ব্বিকল্পং নিরাকুলম্ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বাবয়বনির্ম্মুক্তং তদহং ত্রিদশাধিকম্।
সম্পূর্ণত্বান্ন গৃহ্লামি বিভাগং ত্রিদশাদিকম্ ॥ ৬ ॥
প্রমাদেন ন সন্দেহঃ কিং করিষ্যামি বৃত্তিবান্।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে বুদ্বুদাশ্চ যথা জলে ॥ ৭ ॥
মহদাদীনি ভূতানি সমাপ্যৈবং সদৈব হি।
মৃদুদ্রব্যেষু তীক্ষ্ণেষু গুড়েষু কটুকেষু চ ॥ ৮ ॥
কটুত্বং চৈব শৈত্যত্বং মৃদুত্বঞ্চ যথা জলে।
প্রকৃতিঃ পুরুষস্তদ্বদভিন্নং প্রতিভাতি মে ॥ ৯ ॥

যিনি একা এই চরাচরকে প্রযত্ন ব্যতীত চালনা করিতেছেন, যিনি সর্ব্বত্রগামী, তিনি কি প্রকারে আত্মার সহিত ভিন্ন হইবেন? তিনি অদ্বৈত, এই আমার বোধ হয় ॥ ৪ ॥

আমিই পরম, সারাৎসারতর, গমাগম-বিনির্ম্মুক্ত, নির্ব্বিকল্প, নিরাকুল ও শিবস্বরূপ ॥ ৫ ॥

আমি সর্ব্বাবয়বনির্ম্মুক্ত ও দেবশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণতা-প্রযুক্ত আমি দেবাদি বিভাগ গ্রাহ্য করি না ॥ ৬ ॥

প্রমাদযুক্ত হইয়াও আমার সন্দেহ নাই, বৃত্তিবান্ হইয়াই বা আমি কি করিব? জলে যেমন বুদ্বুদ সকল উৎপন্ন হইয়া লয় পায়, তদ্রূপ এই সমুদয় আত্মাতে উৎপন্ন হইয়া লয় পাইতেছে ॥ ৭ ॥

মহদাদি ভূতসকল যেমন সদা সর্ব্বতোভাবে মৃদু, তীক্ষ্ণ, কটু বা

সর্ব্বাখ্যারহিতং যদ্‌যৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং পরম্।
মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াতীতমকলঙ্কং জগৎপতিম্॥ ১০ ॥
ঈদৃশং সহজং যত্র অহং তত্র কথং ভবে।
ত্বমেব হি কথং তত্র কথং তত্র চরাচরম্॥ ১১ ॥
গগনোপমং যৎ প্রোক্তং তদেব গগনোপমম্।
চৈতন্যং দোষহীনঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং পূর্ণমেব চ॥ ১২ ॥
পৃথিব্যাং চরিতং নৈব মারুতেন চ বাহিতম্।
বারিণা নিহিতং নৈব তেজোমধ্যে ব্যবস্থিতম্॥ ১৩ ॥
আকাশং তেন সংব্যাপ্তং ন তদ্ব্যাপ্তঞ্চ কেনচিৎ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং তিষ্ঠত্যবচ্ছিন্নং নিরন্তরম্॥ ১৪ ॥

মিষ্ট দ্রব্য ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এক জলে যেমন কটুত্ব, শৈত্যত্ব ও মৃদুত্ব আছে, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষকে আমার সদাই অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়॥ ৮-৯ ॥

যিনি সর্ব্বকর্ম্মরহিত, সূক্ষ্ম হইতে পরম সূক্ষ্ম, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অতীত, অকলঙ্ক ও জগৎপতি, তিনি যথায় সহজ, তথায় আমি বা তুমি কি প্রকারে থাকিবে? ১০-১১ ॥

যে গগনোপমের কথা বলা হইল, গগনের সঙ্গেই তাঁহার তুলনা হয়; তিনি চৈতন্যস্বরূপ, দোষহীন, সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণ॥ ১২ ॥

তিনি পৃথিবীতে বিচরণ করেন না, বায়ু কর্ত্তৃকও বাহিত হন না, জল কর্ত্তৃকও আবৃত নহেন অথবা তেজোমধ্যেও ব্যবস্থিত নহেন॥ ১৩ ॥

তৎকর্ত্তৃকই আকাশ সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, পরন্তু তিনি কাহারও কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত নহেন, তিনি নিরন্তরভাবে সবাহ্যাভ্যন্তর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মত্বাত্তদদৃশ্যত্বান্নির্গুণত্বাচ্চ যোগিভিঃ।
আলম্বনাদি যৎ প্রোক্তং ক্রমাদালম্বনং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥
সততাঽভ্যাসযুক্তস্তু নিরালম্বো যদা ভবেৎ।
তল্লয়াল্লীয়তে নাস্তর্গুণদোষবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬ ॥
বিষবিশ্বস্য রৌদ্রস্য মোহমূর্চ্ছাপ্রদস্য চ।
একমেব বিনাশায় হ্যমোঘং সহজামৃতম্ ॥ ১৭ ॥
ভাবগম্যং নিরাকারং সাকারং দৃষ্টিগোচরম্।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তমন্তরালং তদুচ্যতে ॥ ১৮ ॥
বাহ্যভাবং ভবেদ্বিশ্বমন্তঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
অন্তরাদন্তরং জ্ঞেয়ং নারিকেলফলাম্বুবৎ ॥ ১৯ ॥
ভ্রান্তিজ্ঞানং স্থিতং বাহ্যে সম্যগ্‌জ্ঞানঞ্চ মধ্যগম্।
মধ্যান্মধ্যান্তরং জ্ঞেয়ং নারিকেলফলাম্বুবৎ ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মত্বহেতু, অদৃশ্যত্বহেতু, নির্গুণত্বহেতু যোগিগণ কর্ত্তৃক যে আলম্বনাদি কথিত হইয়াছে, ক্রমশঃ সেই আলম্বন অভ্যাস করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

সতত অভ্যাসযুক্ত হওয়াতে যখন নিরালম্ব হইবে, তখন আলম্বন লয় হওয়াতে গুণ-দোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া লীন হইয়া যাইবে ॥ ১৬ ॥

মোহমূর্চ্ছাপ্রদ ভয়ানক এই সংসার-বিষ-বিনাশের একমাত্র ও অব্যর্থ উপায় সহজামৃত ॥ ১৭ ॥

নিরাকার পদার্থ ভাবগম্য অর্থাৎ ভাবনা দ্বারাই জানিতে পারা যায়, সাকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর, পরন্তু আত্মা ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত, এ কারণ তাঁহাকে অন্তরাল বলা যায় ॥ ১৮ ॥

এই বিশ্ব বাহ্যভাবাপন্ন, প্রকৃতি অন্তর্ভাবাপন্ন, পরন্তু নারিকেলফলে

পৌর্ণমাস্যাং যথা চন্দ্র এক এবাতিনির্ম্মলঃ।
তেন তৎসদৃশং পশ্যেৎ দ্বিধাদৃষ্টির্ব্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২১ ॥
অনেনৈব প্রকারেণ বুদ্ধিভেদো ন সর্ব্বগঃ।
দাতা চ ধীরতামেতি গীয়তে নামকোটিভিঃ ॥ ২২ ॥
গুরুপ্রজ্ঞাপ্রসাদেন মূর্খো বা যদি পণ্ডিতঃ।
যস্তু সংবুধ্যতে তত্ত্বং বিরক্তো ভবসাগরাৎ ॥ ২৩ ॥
রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
দৃঢ়বোধশ্চ ধীরশ্চ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ২৪ ॥

জল-প্রবেশের ন্যায় আত্মাকে অন্তর হইতেও অন্তর বলিয়া জানিবে। বাহ্যে ভ্রান্তিজ্ঞান অবস্থিত, মধ্যে সম্যক্ জ্ঞান এবং তন্মধ্যকেই নারিকেলফলাম্বুবৎ মধ্যান্তর জ্ঞেয় বলিয়া জানিবে ॥ ১৯-২০ ॥

পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র যেমন এক ও অতি নির্ম্মল দেখায়, আত্মাকে তৎসদৃশ দেখিবে; দ্বিধা দৃষ্টিবিপর্য্যয়ভাব হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ২১ ॥

এই প্রকারে বুদ্ধি স্থির করিবে, বুদ্ধিভেদ হইলে সর্ব্বজ্ঞ হয় না, বুদ্ধি স্থির হইলেই দাতা ও ধীর হয় এবং কোটি নামে তাহার যশঃকীর্ত্তন হয় ॥ ২২ ॥

মূর্খই হউক আর পণ্ডিতই হউক, গুরুপ্রজ্ঞাপ্রসাদে যাঁহার তত্ত্ব সম্পূর্ণ উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই ভবসাগর হইতে নিস্তার পাইতে পারেন ॥ ২৩ ॥

যিনি রাগদ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত, দৃঢ়জ্ঞান-সম্পন্ন ও ধীর, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশে লীয়তে যথা।
দেহাভাবে তথা যোগী স্বরূপে পরমাত্মনি ॥ ২৫ ॥
উক্তেয়ং কর্ম্মমুক্তানাং মতির্যান্তেঽপি সা গতিঃ।
ন চোক্তা যোগ-যুক্তানাং মতির্যান্তেঽপি সা গতিঃ ॥ ২৬ ॥
যা গতিঃ কর্ম্মযুক্তানাং স চ বাগিন্দ্রিয়াদ্বদেৎ।
যোগিনাং যা গতিঃ ক্বাপি হ্যকথা ভাবতোর্জ্জিতা ॥ ২৭ ॥
এবং জ্ঞাত্বা ত্বমুং মার্গং যোগিনাং নৈব কল্পিতম্।
বিকল্পবর্জ্জনং তেষাং স্বয়ং সিদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২৮ ॥
তীর্থে বান্ত্যজগেহে বা যত্র তত্র মৃতোঽপি বা।
ন যোগী পশ্যতে গর্ভং পরে ব্রহ্মণি লীয়তে ॥ ২৯ ॥

ঘট ভাঙ্গিলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লয় পায়, দেহাভাবে যোগীও তদ্রূপ পরমাত্মস্বরূপে লয় পান॥ ২৫ ॥

কর্ম্মমুক্তদিগের সম্বন্ধে এই গতি কথিত হইয়াছে, অন্তে যাহার যেরূপ মনন থাকে, তাহার সেইরূপ গতিই লাভ হয়; কিন্তু যোগযুক্তদিগের সম্বন্ধে এ কথা কথিত হয় নাই॥ ২৬ ॥

কর্ম্মযুক্তদিগের গতির কথা বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বর্ণনা করা যায়, কিন্তু যোগযুক্তদিগের যে কি গতি, তাহা বাক্যের দ্বারা বলা যায় না॥ ২৭ ॥

যোগীদিগের সম্বন্ধে যে অমুক মার্গ আছে, ইহা কল্পনা করা যায় না; বিকল্প-বর্জ্জনই তাঁহাদের গতি এবং তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ॥ ২৮ ॥

তীর্থেই হউক আর অন্ত্যজগৃহেই হউক, যোগী যথায় তথায় মৃত হউন না কেন, তাঁহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; তিনি পরমব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন॥ ২৯ ॥

সহজমজমচিন্ত্যং যস্তু পশ্যেৎ স্বরূপং,
ঘটতি যদি যথেষ্টং লিপ্যতে নৈব দোষৈঃ।
সকৃদপি তদভাবাৎ কর্ম্ম কিঞ্চিন্ন কুর্য্যাৎ,
তদপি ন চ বিবদ্ধঃ সংযমী বা তপস্বী ॥ ৩০ ॥
নিরাময়ং নিষ্প্রতিমং নিরাকৃতিং, নিরাশ্রয়ং নির্বপুষং নিরাশিষম্।
নির্দ্বন্দ্বনির্ম্মোহমলুপ্তশক্তিকং, তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥৩১॥
বেদো ন দীক্ষা ন চ মুণ্ডনক্রিয়া, গুরুর্ন শিষ্যো ন চ মন্ত্রসম্পদঃ।
মুদ্রাদিকং চাপি ন যত্র ভাসতে, তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥৩২॥
ন শাম্ভবং শক্তিকমানবং ন বা, পিণ্ডঞ্চ রূপঞ্চ পদাদিকং ন বা।
আরম্ভনিষ্পত্তিঘটাদিকঞ্চ নো, তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥৩৩॥

সহজ, অজ, অচিন্ত্য স্বরূপকে যিনি দর্শন করেন, তাঁহার যদি কোন ইষ্টঘটনা হয়, তাহা হইলে তিনি দোষলিপ্ত হয়েন না অথবা সেই ইষ্টের অভাবেও তিনি কোন কার্য্য করেন না, সংযমী তপস্বিগণ কিছুতেই কর্ম্মবদ্ধ হয়েন না ॥ ৩০ ॥

যিনি নিরাময়, অপ্রতিম, নিরাকার, নিরাশ্রয়, অদেহ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ম্মোহ, অলুপ্তশক্তি, ঈশ, সেই নিত্য আত্মাকেই যোগীরা প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩১ ॥

বেদ, দীক্ষা, মুণ্ডনক্রিয়া, গুরু, শিষ্য, মন্ত্রসমূহ, মুদ্রাদি কিছুই যে আত্মস্বরূপের নিকট দীপ্তি পায় না, যোগী সেই ঈশ নিত্য আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩২ ॥

তিনি শম্ভু বা শক্তিসম্ভূত নহেন, কিংবা রূপ বা পদাদি নহেন, আরম্ভ-নিষ্পত্তিবিশিষ্ট ঘটাদিও নহেন, যোগিগণ সেই ঈশ শাশ্বত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৩ ॥

যস্য স্বরূপাৎ সচরাচরং জগদুৎপদ্যতে তিষ্ঠতি লীয়তেঽপি বা।
পয়োবিকারাদিব ফেনবুদ্‌বুদাস্তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩৪ ॥

নাসানিরোধো ন চ দৃষ্টিরাসনং,
বোধোঽপ্যবোধোঽপি ন যত্র ভাসতে।
নাড়ীপ্রচারোঽপি ন যত্র কিঞ্চি-
ত্তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩৫ ॥

নানাত্বমেকত্বমুভত্বমন্যতা, অণুত্বদীর্ঘত্বমহত্ত্বশূন্যতা।
মানত্বমেয়ত্বসমত্ববর্জ্জিতং তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৩৬ ॥
সুসংযমী বা যদি বা ন সংযমী, সুসংগ্রহী বা যদি বা ন সংগ্রহী।
নিষ্কর্ম্মকো বা যদি বা সকর্ম্মকস্তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥৩৭॥

যাঁহার স্বরূপ হইতে এই সচরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থান করিতেছে এবং অন্তে যাঁহাতে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় লয় পাইবে, যোগিগণ তাঁহাকে শাশ্বত আত্মরূপে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৪ ॥

নাসিকা-নিরোধ কিংবা দৃষ্টিসাধন, কি কোন প্রকার আসন, কি উদ্বোধন-বিরহিত অন্য কোন সাধন, কোন সাধনই যথায় প্রকাশ পায় না, যথায় নাড়ীশুদ্ধিরও অধিকার নাই, সাধকগণ তথায় তাঁহাকে শাশ্বত আত্মরূপে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৫ ॥

নানাত্ব, একত্ব, উভত্ব, অন্যত্ব, অণুত্ব, দীর্ঘত্ব, মহত্ত্ব, শূন্যত্ব, মানত্ব, মেয়ত্ব এবং সমত্ববর্জ্জিত সেই ঈশ শাশ্বত আত্মাকে যোগীরা প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৬ ॥

সুসংযমী, অসংযমী, সুসংগ্রহী বা অসংগ্রহী, সকর্ম্মক বা নিষ্কর্ম্মক যথায় যাইতে পারে না, যোগী সেই ঈশ শাশ্বত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৭ ॥

মনো ন বুদ্ধির্ন শরীরমিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রভূতানি ন ভূতপঞ্চকম্।
অহংকৃতিশ্চাপি বিয়ৎস্বরূপকং, তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্॥ ৮॥
বিধৌ নিরোধে পরমাত্মতাং গতে, ন যোগিনশ্চেতসি ভেদবর্জ্জিতে।
শৌচং ন বা শৌচমলিঙ্গভাবনা, সর্ব্বং বিধেয়ং যদি বা নিষিধ্যতে॥৩৯॥
মনো বাচো যত্র ন শক্তমীরিতুং, নূনং কথং তত্র গুরূপদেশতা।
ইমাং কথামুক্তবতো গুরোস্তৎ, যুক্তস্য তত্ত্বং হি সমং প্রকাশতে॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়ামাত্মসংবিত্ত্যুপদেশো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

মন, বুদ্ধি, শরীর, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রভূত, পঞ্চমহাভূত এবং অহঙ্কারও যথায় যাইতে পারে না, যোগিগণ তাঁহাকে ঈশ শাশ্বত আত্মরূপে প্রাপ্ত হয়েন॥ ৩৮॥

বিধির নিরোধে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে যোগীর চিত্তভেদ বর্জ্জিত হয়। তখন শৌচ বা অশৌচ অথবা লিঙ্গরহিত ভাবনা সমুদয়, নিষিদ্ধ বিষয়ও বিহিত হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

যে বিষয় মন ও বাক্য বর্ণন করিতে সমর্থ নয়, সে বিষয়ে গুরূপদেশ কি করিবে? যে গুরু এই কথা বলিয়াছেন, তাঁহা হইতেই এই সমতত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে॥ ৪০॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিত অবধূত-গীতায় আত্মসংবিত্ত্যুপদেশ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অবধূত উবাচ।

গুণবিগুণবিভাগো বর্ত্ততে নৈব কিঞ্চি-
দ্রতিবিরতিবিহীনং নির্ম্মলং নিষ্প্রপঞ্চম্।
গুণবিগুণবিহীনং ব্যাপকং বিশ্বরূপং,
কথমিহ বন্দে ব্যোমরূপং শিবং বৈ ॥ ১ ॥

শ্বেতাদিবর্ণরহিতো নিয়তং শিবশ্চ,
কার্য্যং হি কারণমিদং হি পরং শিবশ্চ।
এবং বিকল্পরহিতোঽহমলং শিবশ্চ,
স্বাত্মানমাত্মনি সুমিত্র কথং নমামি ॥ ২ ॥

নির্ম্মূলমূলরহিতো হি সদোদিতোঽহং,
নির্ধূমধূমরহিতো হি সদোদিতোঽহম্।
নির্দীপদীপরহিতো হি সদোদিতোঽহং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩ ॥

অবধূত কহিলেন, গুণ-বিগুণ-বিভাগ তাঁহাতে কিছুই নাই, তিনি রতি-বিরতি-বিহীন, নির্ম্মল, নিষ্প্রপঞ্চ, অতএব সেই গুণ-বিগুণ-বিহীন ব্যাপক, বিশ্বরূপ, ব্যোমরূপ শিবকে কি প্রকারে এক্ষণে বন্দনা করি? ১॥ হে সুমিত্র! যিনি নিয়ত শ্বেতাদি বর্ণ-রহিত, কর্ম্ম ও কারণরূপ, যিনি বিকল্প-রহিত, অমল ও শিবস্বরূপ, যাঁহাকে আত্মাতেই আত্মরূপে দেখিতে পাইতেছি, সেই শিবস্বরূপকে কি প্রকারে নমস্কার করি? ২॥ আমি নির্ম্মূল, মূলরহিত, সদা প্রকাশরূপ; আমি নির্ধূম, ধূমরহিত

নিষ্কামকামমিহ নাম কথং বদামি,
নিঃসঙ্গসঙ্গমিহ নাম কথং বদামি।
নিঃসারসাররহিতঞ্চ কথং বদামি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৪ ॥

অদ্বৈতরূপমখিলং হি কথং বদামি,
দ্বৈতস্বরূপমখিলং হি কথং বদামি।
নিত্যং ত্বনিত্যমখিলং হি কথং বদামি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৫ ॥

স্থূলং হি নো ন হি কৃশং ন গতাগতং হি,
আদ্যন্তমধ্যরহিতং ন পরাপরং হি।
সত্যং বদামি খলু বৈ পরমার্থতত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৬ ॥

সদা প্রকাশরূপ ; আমি নির্দীপ, দীপরহিত, সদা প্রকাশরূপ ; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩ ॥

নিষ্কামের কামনা আমি এক্ষণে কি প্রকারে বলি ? নিঃসঙ্গের সঙ্গতা আমি কি প্রকারে বলি ? নিঃসারের সাররহিতত্ব আমি কি প্রকারে বলি ? আমি জ্ঞানামৃত, সমরস এবং গগনোপম ॥ ৪ ॥

অখিল অদ্বৈতরূপ আমি কি প্রকারে বলিব, অখিল দ্বৈতস্বরূপই বা আমি কি প্রকারে বলি, অখিল নিত্য এবং অনিত্যই বা আমি কি প্রকারে বলি, পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৫ ॥

স্থূল নয়, কৃশ নয়, গতাগত বা আদ্যন্ত-রহিত নয়, পরাপরও নয়, পরন্তু সত্য বলিতেছি যে, পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৬ ॥

সংবিদ্ধি সর্ব্বকরণানি নভোনিভানি,
সংবিদ্ধি সর্ব্ববিষয়াশ্চ নভোনিভাশ্চ।
সংবিদ্ধি চৈকমমলং ন হি বন্ধমুক্তং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৭ ॥

দুর্ব্বোধবোধগহনো ন ভবামি তাত,
দুর্লক্ষ্যলক্ষ্যগহনো ন ভবামি তাত,
আসন্নরূপগহনো ন ভবামি তাত,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৮ ॥

নিষ্কর্ম্ম-কর্ম্মদহনো জ্বলনো ভবামি,
নির্দুঃখদুঃখদহনো জ্বলনো ভবামি।
নির্দেহদেহদহনো জ্বলনো ভবামি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৯ ॥

সমুদয় ইন্দ্রিয়কে আকাশসদৃশ জানিও; সর্ব্ববিষয়কে আকাশনিভ জানিও, সমুদয়কে এক এবং অমল জানিও, বন্ধমুক্তভাব আমার নাই; পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৭ ॥

হে তাত! দুর্ব্বোধ-বোধ-গহন নহি, আমি দুর্লক্ষ্যলক্ষ্যসদৃশ নহি, আসন্নরূপ গহনও আমি নহি; পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৮ ॥

নিষ্কর্ম্ম আত্মার কর্ম্ম দগ্ধ করিতে আমিই জ্বলনস্বরূপ; নির্দুঃখ আত্মার দুঃখ দহন করিতে আমিই জ্বলনস্বরূপ; দেহহীনের দেহ দহন করিতে আমিই জ্বলনস্বরূপ; আমিই জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৯ ॥

নিষ্পাপপাপদহনো হি হুতাশনোঽহং,
নির্দ্ধর্ম্মধর্ম্মদহনো হি হুতাশনোঽহম্।
নির্ব্বন্ধবন্ধদহনো হি হুতাশনোঽহং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১০॥

নির্ভাবভাবরহিতো ন ভবামি বৎস,
নির্যোগযোগরহিতো ন ভবামি বৎস।
নিশ্চিত্তচিত্তরহিতো ন ভবামি বৎস,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১১॥

নির্ম্মোহমোহপদবীতি ন মে বিকল্পো,
নিঃশোকশোকপদবীতি ন মে বিকল্পঃ।
নির্লোভলোভপদবীতি ন মে বিকল্পো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১২॥

নিষ্পাপ আত্মার পাপদহন করিতে আমিই হুতাশন, নির্দ্ধর্ম্মের ধর্ম্ম দহন করিতে আমিই হুতাশন, নির্ব্বন্ধ আত্মার বন্ধ দহন করিতে আমিই হুতাশনস্বরূপ, আমিই জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১০॥

হে বৎস! আমি নির্ভাব, ভাবরহিত, নির্যোগযোগরহিত নহি; নিশ্চিত্ত চিত্তরহিত নহি; পরন্তু জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১১॥

নির্ম্মোহ আত্মার যে মোহভাবপ্রাপ্তি ও বিকল্প, তাহা আমার নাই; নিঃশোক শোকপদবী, এ বিকল্প আমার নাই; নির্লোভী আত্মার লোভপ্রাপ্তি হয়, এ বিকল্প আমার নাই; পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১২॥

সংসারসন্ততিলতা ন চ মে কদাচিৎ,

সন্তোষসন্ততিসুখে ন চ মে কদাচিৎ।

অজ্ঞানবন্ধনমিদং ন চ মে কদাচিৎ,

জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ১৩ ॥

সংসারসন্ততিরজো ন চ মে বিকারঃ,

সন্তাপসন্ততিতমো ন চ মে বিকারঃ।

সত্ত্বং স্বধর্ম্মজনকং ন চ মে বিকারো,

জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ১৪ ॥

সন্তাপদুঃখজনকো ন বিধিঃ কদাচিৎ,

সন্তাপযোগজনিতং ন মনঃ কদাচিৎ।

যস্মাদহংকৃতিরিয়ং ন চ মে কদাচিৎ,

জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ১৫ ॥

আমার কখন সংসারবিস্তৃতিরূপ লতাজাল নাই, এই বিস্তৃত সুখেও আমার কখন সন্তোষ নাই, এই অজ্ঞানবন্ধনও আমার কখন নাই; পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ১৩ ॥

সংসার-বিস্তৃতরূপ রজোবিকার আমার নাই, সন্তাপবিস্তৃতিরূপ তমোবিকার আমার নাই, স্বধর্ম্মজনক সত্ত্ববিকারও আমার নাই; পরন্তু জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ১৪ ॥

সন্তাপদুঃখজনক বিধি আমার কখনই নাই; আমার মন কখন সন্তাপ পায় নাই। যে হেতু, আমার কখন অহঙ্কার নাই; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ১৫ ॥

নিষ্কম্পকম্পনিধনং ন বিকল্পকল্পং,
স্বপ্নপ্রবোধনিধনং ন হিতাহিতং হি।
নিঃসারসারনিধনং ন চরাচরং হি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১৬॥

নো বেদ্যবেদকমিদং ন চ হেতুতর্ক্যং,
বাচামগোচরমিদং ন মনো ন বুদ্ধিঃ।
এবং কথং হি ভবতঃ কথয়ামি তত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১৭॥

নির্ভিন্নভিন্নরহিতং পরমার্থতত্ত্ব-
মন্তর্ব্বহির্ন হি কথং পরমার্থতত্ত্বম্।
প্রাক্সম্ভবং ন চ রতং ন হি বস্তু কিঞ্চিজ্-
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১৮॥

আমি নিষ্কম্প আত্মার কম্পনাশকারী, কিন্তু বিকল্পের কল্পনা নহি; স্বপ্নের প্রবোধনিধন, পরন্তু হিতের অহিতকারী নহি; নিঃসারের সারনিধন; পরন্তু চরাচর নহি; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১৬॥

ইনি বেদ্য বা বেদক নহেন, কার্য্য বা কারণ নহেন, ইনি বাক্যের অগোচর, মন ও বুদ্ধি তাঁহাকে পায় না—এই প্রকার আত্মতত্ত্ব আমি কিরূপে বলিব? আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১৭॥

ইনি নির্ভিন্নভেদরহিত পরমার্থতত্ত্ব, ইঁহার অন্তর্বাহ্য নাই, প্রাক্সম্ভবতা নাই, লিপ্ততা নাই, ইহা ব্যতীত আর কিছু বস্তু নাই; ইনি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১৮॥

রাগাদিদোষরহিতং ত্বহমেব তত্ত্বং,
দৈবাদিদোষরহিতং ত্বহমেব তত্ত্বম্।
সংসারশোকরহিতং ত্বহমেব তত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ১৯॥

স্থানত্রয়ং যদি চ নেতি কথং তুরীয়ং,
কালত্রয়ং যদি চ নেতি কথং দিশশ্চ।
শান্তং পদং হি পরমং পরমার্থতত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ২০॥

দীর্ঘো লঘুঃ পুনরিতীহ ন মে বিভাগো,
বিস্তারসঙ্কটমিতীহ ন মে বিভাগঃ।
কোণং হি বর্ত্তুলমিতীহ ন মে বিভাগো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ২১॥

অহংতত্ত্ব রাগাদি-দোষ-রহিত, দৈবাদি-দোষরহিত, সংসার-শোকরহিত; অহংতত্ত্ব জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ১৯॥

অহংতত্ত্ব-সম্বন্ধে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থারূপ স্থানত্রয় নাই, তবে তুরীয় কি প্রকারে থাকিবে? অহংতত্ত্ব সম্বন্ধে কালত্রয় নাই, তবে দিক্ সকল কি প্রকারে থাকিবে? পরমার্থতত্ত্ব পরম শান্তিপদস্বরূপ, জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ২০॥

আমার দীর্ঘত্ব বা লঘুত্ব এ বিভাগ নাই, বিস্তীর্ণত্ব বা সঙ্কীর্ণত্ব এ বিভাগ নাই, কোণত্ব বা বর্ত্তুলত্ব, এ বিভাগও আমাতে নাই; পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ২১॥

মাতাপিতাদি তনয়াদি ন মে কদাচি-
জ্জাতং মৃতং ন চ মনো ন চ মে কদাচিৎ।
নির্ব্ব্যাকুলং স্থিরমিদং পরমার্থতত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২২ ॥

শুদ্ধং বিশুদ্ধমবিচারমনন্তরূপং,
নির্লেপলেপমবিচারমনন্তরূপম্।
নিঃখণ্ডখণ্ডমবিচারমনন্তরূপং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণাঃ কথমত্র সন্তি,
স্বর্গাদয়ো বসতয়ঃ কথমত্র সন্তি।
যদ্যেকরূপমমলং পরমার্থতত্ত্বং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৪ ॥

আমার মাতা, পিতা, তনয়াদি কখন জন্মে নাই, আমি কখন মৃত হই নাই, আমার কখন মন নাই—এই পরমার্থতত্ত্ব নির্ব্যাকুল ও স্থির; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২২ ॥

আমি শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, অবিচার্য্য ও অনন্তরূপ; আমি নির্লেপলেপ, অধিকন্তু অনন্তরূপ; আমি নিঃখণ্ড, খণ্ড, অবিচার্য্য ও অনন্তরূপ; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ কি প্রকারে এই পরমার্থতত্ত্বে থাকিবে? স্বর্গাদি বসতি সকলও কি প্রকারে এ স্থানে থাকিতে পারে? যদি পরমার্থতত্ত্ব একরূপ ও অমল হয়, তাহা হইলেও আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৪ ॥

নির্নেতি নেতি বিমলো হি কথং বদামি,
নিঃশেষশেষবিমলো হি কথং বদামি।
নির্লিঙ্গলিঙ্গবিমলো হি কথং বদামি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৫ ॥

নিষ্কর্মকর্মপরমং সততং করোমি,
নিঃসঙ্গসঙ্গরহিতং পরমং বিনোদম্।
নির্দেহদেহরহিতং সততং বিনোদং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৬ ॥

মায়াপ্রপঞ্চরচনা ন চ মে বিকারঃ,
কৌটিল্যদম্ভরচনা ন চ মে বিকারঃ।
সত্যানৃতেতি রচনা ন চ মে বিকারো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ২৭ ॥

আমি নির্নেতি কি নেতি-বিমল, তাহা কি প্রকারে বলিব? আমি নিঃশেষ বা শেষ-বিমল, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? আমি নির্লিঙ্গ বা লিঙ্গবিমল, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৫ ॥

আমি নিষ্কর্ম, কিন্তু পরমকর্ম সতত করিতেছি, আমি নিঃসঙ্গ অথচ সঙ্গরাহিত্যের বিনোদ উপভোগ করিতেছি। আমি নির্দ্দেহ অথচ দেহরহিতের বিনোদ পাইতেছি, আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৬ ॥

এই মায়াপ্রপঞ্চরূপ আমার বিকার নাই, কৌটিল্যদম্ভরচনারূপ আমার বিকার নাই, সত্যমিথ্যাদি রচনারূপ আমার বিকার নাই; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ২৭ ॥

সন্ধ্যাদিকালরহিতং ন চ মে বিয়োগ,
অন্তঃপ্রবোধরহিতং বধিরো ন মূকঃ।
এবং বিকল্পরহিতং ন চ ভাবশুদ্ধং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ২৮॥

নির্নাথনাথরহিতং হি নিরাকুলং বৈ,
নিশ্চিত্তচিত্তবিগতং হি নিরাকুলং বৈ।
সংবিদ্ধি সর্ব্ববিগতং হি নিরাকুলং বৈ,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ২৯॥

কান্তারমন্দিরমিদং হি কথং বদামি,
সংসিদ্ধসংশয়মিদং হি কথং বদামি।
এবং নিরন্তরসমং হি নিরাকুলং বৈ,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ৩০॥

নির্জ্জীবজীবরহিতং সততং বিভাতি,
নির্বীজবীজরহিতং সততং বিভাতি।

আমি সন্ধ্যাদি কালরহিত, আমার বিয়োগ নাই; আমি অন্তঃ-প্রয়োগরহিত, কিন্তু আমি মূক বা বধির নহি; আমি বিকল্পরহিত, পরন্তু ভাবশুদ্ধ নহি; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ২৮॥

আমি নির্নাথ ও নাথরহিত এবং নিরাকুল; আমি নিশ্চিত্ত ও চিত্তবিগত, সুতরাং নিরাকুল; আমি সর্ব্ববিগত, সুতরাং নিরাকুল; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ২৯॥

কান্তার মন্দির বা সংসিদ্ধসংশয়ই বা কিরূপে বলি? আমি নিরন্তর সম, নিরাকুল, জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ৩০॥

আমি নির্জ্জীব ও জীবরহিত, ইহাই সতত আমাতে প্রতিভাত

নির্ব্বাণবন্ধরহিতং সততং বিভাতি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩১ ॥
সম্ভৃতিবর্জ্জিতমিদং সততং বিভাতি,
সংসারবর্জ্জিতমিদং সততং বিভাতি।
সংহারবর্জ্জিতমিদং সততং বিভাতি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩২ ॥
উল্লেখমাত্রমপি তে ন চ নামরূপং,
নির্ভিন্নভিন্নমপি তে ন হি বস্তু কিঞ্চিৎ।
নির্লজ্জমানস করোসি কথং বিষাদং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥৩৩ ॥
কিং নাম রোদিষি সখে ন জরা ন মৃত্যুঃ,
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ জন্মদুঃখম্।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিকারো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্ ॥ ৩৪ ॥

হইতেছে ; আমি নির্জ্জীব ও বীজরহিত, ইহাই আমাতে প্রতিভাত হয় ; আমি নির্ব্বাণ ও বন্ধরহিতরূপে প্রতিভাত ; আমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩১ ॥

ইনি সম্ভৃতিরহিত, সংসারবর্জ্জিত, সংহারবর্জ্জিত, ইহাই সতত আমার প্রতিভাত হয়, পরন্তু ইনি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥৩২॥

তোমার উল্লেখমাত্র হয়, পরন্তু তোমার নাম বা রূপ নাই ; তুমি নির্ভিন্ন, তোমা হইতে কোন বস্তুই ভিন্ন নাই ; তবে নির্লজ্জমনে কেন বিষাদ করিতেছ ? পরন্তু তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩৩ ॥

হে সখে ! রোদন করিতেছ কেন ? জরা বা মৃত্যু নাই ; সখে !

কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে স্বরূপং,
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিরূপম্॥
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বয়াংসি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ৩৫॥
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বয়াংসি,
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে মনাংসি।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তবেন্দ্রিয়াণি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ৩৬॥
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তেঽস্তি কামঃ,
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে প্রলোভঃ।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিমোহো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ৩৭॥

রোদন কর কেন? জন্মদুঃখ নাই; সখে! রোদন কর কেন? তোমার কোন বিকার নাই; পরন্তু তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ৩৪॥

সখে! রোদন কর কেন? তোমার স্বরূপ নাই, তোমার বিরূপ নাই, তোমার বয়স নাই; পরন্তু তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ৩৫॥

সখে! রোদন কর কেন? তোমার বয়স নাই, মন নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই; পরন্তু তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ৩৬॥

সখে! রোদন কর কেন? তোমার কোন কামনা নাই, লোভ নাই, ব্যামোহ নাই; পরন্তু তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ৩৭॥

ঐশ্বর্য্যমিচ্ছসি কথং ন চ হি ধনানি
ঐশ্বর্য্যমিচ্ছসি কথং ন চ তে হি পত্নী।
ঐশ্বর্য্যমিচ্ছসি কথং ন চ তে সমেতি,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোহহম্ ॥ ৩৮ ॥

লিঙ্গপ্রপঞ্চজনুষী ন চ তে ন মে চ,
নির্লজ্জমানসমিদঞ্চ বিভাতি ভিন্নম্।
নির্ভেদভেদরহিতং ন চ তে ন মে চ,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোহহম্ ॥ ৩৯ ॥

নো বাণুমাত্রমপি তে হি বিরাগরূপং
নো বাণুমাত্রমপি তে হি সরাগরূপম্।
নো বাণুমাত্রমপি তে হি সকামরূপং,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোহহম্ ॥ ৪০ ॥

তুমি ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করিতেছ কেন? তোমার ধন নাই, পত্নী নাই, সমকক্ষ নাই; তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩৮ ॥

লিঙ্গপ্রপঞ্চের উদ্ভব তোমারও নয়, আমারও নয়, উহা নির্লজ্জমানসে ভিন্ন প্রতিভাত হইতেছে, নির্ভেদ অথবা ভেদরহিতত্ব, ইহা তোমারও নয়, আমারও নয়; পরন্তু আমরা জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৩৯ ॥

অণুমাত্রও তোমার বিরাগরূপ নাই, অণুমাত্রও তোমার সরাগরূপ নাই, অণুমাত্রও তোমার সকামরূপ নাই; তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম ॥ ৪০ ॥

ধ্যাতা ন তে হি হৃদয়ে ন চ তে সমাধি-
ধ্যানং ন তে হি হৃদয়ে ন বহিঃপ্রদেশঃ।
ধ্যেয়ং ন চেতি হৃদয়ে ন হি বস্তুকালো,
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ৪১॥
যৎ সারভূতমখিলং কথিতং ময়া তে,
ন ত্বং ন মে ন মহতো ন গুরু র্ন শিষ্যঃ।
স্বচ্ছন্দরূপসহজং পরমার্থতত্ত্বং
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥ ৪২॥
কথমিহ পরমার্থং তত্ত্বমানন্দরূপং
কথমিহ পরমার্থং নৈবমানন্দরূপম্।
কথমিহ পরমার্থং জ্ঞানবিজ্ঞানরূপং,
যদি পরমহমেকং বর্ত্ততে ব্যোমরূপম্॥ ৪৩॥

তোমার হৃদয়ে ধ্যাতা নাই, ধ্যান নাই, বহিঃপ্রদেশ নাই, ধ্যেয় বস্তু নাই, কিংবা বস্তু বা কাল নাই; তুমি জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ৪১॥

যাহা অখিল সারভূত, তাহা তোমাকে কহিলাম, তুমি আমার বা মহাজনের গুরু বা শিষ্য নহ, পরন্তু তুমি সর্ব্বানন্দরূপ, সহজ, পরমার্থতত্ত্ব এবং জ্ঞানামৃত, সমরস ও গগনোপম॥ ৪২॥

পরমার্থ যে আনন্দরূপ, তাহা কি প্রকারে বলি? পরমার্থ যে আনন্দরূপ নয়, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরমার্থ যে জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ, তাহাই বা এখানে কিরূপে বলি? যদি এখানে এই স্থির হইল যে, আমি এক ও পরম ব্যোমরূপে বর্ত্তমান আছি॥ ৪৩॥

দহনপবনহীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকং,
অবনিজলবিহীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানরূপম্ ।
সমাগমনবিহীনং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকং,
গগনমিব বিশালং বিদ্ধি বিজ্ঞানমেকম্ ॥ ৪৪ ॥

ন শূন্যরূপং ন বিশূন্যরূপং, ন শুদ্ধরূপং ন বিশুদ্ধরূপম্ ।
রূপং বিরূপং ন ভবামি কিঞ্চিৎ, স্বরূপরূপং পরমার্থতত্ত্বম্ ॥৪৫॥

মুঞ্চ মুঞ্চ হি সংসারং ত্যাগং মুঞ্চ হি সর্ব্বথা ।
ত্যাগাত্যাগবিষং শুদ্ধমমৃতং সহজং ধ্রুবম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়ামাত্মসংবিত্ত্যুপদেশো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

এক বিজ্ঞানরূপকে দহন ও পবন-হীন বলিয়া জানিও, অবনী ও জলহীন বলিয়া জানিও এবং সমাগমনবিহীন বলিয়া জানিও, বিজ্ঞানরূপকে গগনের ন্যায় বিশাল জানিও ॥ ৪৪ ॥

শূন্য বা বিশূন্য, শুদ্ধ বা বিশুদ্ধ, রূপ বা বিরূপ, এ কিছুই আমি নহি ; আমি স্বরূপরূপ ; আমি পরমার্থতত্ত্ব ॥ ৪৫ ॥

সংসারকে ত্যাগ কর ; ত্যাগকেও সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ কর ; ত্যাগাত্যাগবিষকে পরিত্যাগ কর এবং শুদ্ধ, অমৃত, সহজ ও ধ্রুব হও ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূত-গীতায় আত্মসংবিত্ত্যুপদেশ নামক তৃতীয়াধ্যায় ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদত্ত উবাচ।

নাবাহনং নৈব বিসর্জ্জনং বা, পুষ্পাণি পত্রাণি কথং ভবন্তি।
ধ্যানানি মন্ত্রাণি কথং ভবন্তি, সমাসমং চৈব শিবার্চ্চনঞ্চ ॥ ১ ॥
ন কেবলং বন্ধবিবন্ধমুক্তো, ন কেবলং শুদ্ধবিশুদ্ধমুক্তঃ।
ন কেবলং যোগবিয়োগমুক্তঃ, স বৈ বিমুক্তো গগনোপমোঽহম ॥২॥
সঞ্জায়তে সর্ব্বমিদং হি তথ্যং, সঞ্জায়তে সর্ব্বমিদং বিতথ্যম্।
এবং বিকল্পো মম নৈব জাতঃ, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৩ ॥
ন সাঞ্জনং চৈব নিরঞ্জনং বা, ন চান্তরং বাপি নিরন্তরং বা।
অন্তর্ব্বিভিন্নং ন হি মে বিভাতি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীদত্ত কহিলেন, সেই দেবের আবাহন নাই, বিসর্জ্জন নাই, পুষ্প-পত্রে কি হইবে? ধ্যান বা মন্ত্রে কি হইবে? শিবার্চ্চন সমাসমস্বরূপ ॥১॥

কেবল বদ্ধ নহেন, পরন্তু বিবন্ধমুক্ত; কেবল শুদ্ধ নহেন, পরন্তু বিশুদ্ধমুক্ত; কেবল যুক্ত নহেন, পরন্তু বিয়োগযুক্ত; আমি সেই বিমুক্ত গগনোপম ॥ ২ ॥

এই সমুদয় তথ্য বা বিতথ্য, এইরূপ সন্দেহ আমার জন্মে না, আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৩ ॥

সাঞ্জন বা নিরঞ্জন, অন্তর বা নিরন্তর অথবা অন্তর্বিভিন্ন কিছুই প্রতিভাত হয় না, পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৪ ॥

অবোধবোধো মম নৈব জাতো, বোধস্বরূপং মম নৈব জাতম্।
নির্ব্বোধবোধঞ্চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৫ ॥
ন ধর্ম্মযুক্তো ন চ পাপযুক্তো, ন বন্ধযুক্তো ন চ মোক্ষযুক্তঃ।
যুক্তং ত্বযুক্তং ন চ মে বিভাতি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৬ ॥
পরাপরং বা ন চ মে কদাচিন্মধ্যস্থভাবো হি ন চারিমিত্রম্।
হিতাহিতং চাপি কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৭ ॥
নোপাসকো নৈবমুপাস্যরূপং, ন চোপদেশো ন চ মে ক্রিয়া চ।
সংবিৎস্বরূপং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৮ ॥
নো ব্যাপকং ব্যাপ্যমিহাস্তি কিঞ্চিন্ন চালয়ং বাপি নিরালয়ং বা।
অশূন্যশূন্যং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ৯ ॥

আমার অবোধ-বোধ জন্মায় না, বোধস্বরূপও আমার জন্মায় নাই, নির্ব্বোধ-বোধই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ৫ ॥

আমি ধর্ম্মযুক্ত বা পাপযুক্ত, বন্ধযুক্ত বা মোক্ষযুক্ত, যুক্ত বা অযুক্ত, এ সব কিছুই আমার প্রতিভাত হয় না, আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৬ ॥

আমার কখনও পর বা অপর নাই; মধ্যস্থভাব বা অরিমিত্রভাব নাই; হিতাহিতভাবই বা কিরূপে বলি? আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৭ ॥

উপাসক বা উপাস্যরূপ আমার নাই, উপদেশ বা ক্রিয়া আমার নাই, সংবিৎস্বরূপই বা আমি কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৮ ॥

[illegible] কিছুই নাই, [illegible] বা নিরালয় কিছুই নাই,

ন গ্রাহকো গ্রাহ্যকমেব কিঞ্চিন্ন কারণং বা মম নৈব কার্য্যম্।
অচিন্ত্যচিন্ত্যং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১০ ॥
ন ভেদকং বাপি ন চৈব ভেদ্যং, ন বেদকং বা মম নৈব বেদ্যম্।
গতাগতং তাত কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১১ ॥
ন চাস্তি দেহো ন চ মে বিদেহো, বুদ্ধির্মনো মে ন হি চেন্দ্রিয়াণি।
রাগো বিরাগশ্চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১২ ॥
উল্লেখমাত্রং ন হি ভিন্নমুচ্চৈরুল্লেখমাত্রং ন তিরোহিতং বৈ।
সমাসমং মিত্র কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ১৩ ॥

অশূন্যশূন্যস্বরূপই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ৯ ॥

স্বরূপে গ্রাহক-গ্রাহ্যক-ভাব নাই, কার্য্য-কারণ-ভাব নাই, অচিন্ত্য-চিন্ত্য-স্বরূপই বা আমি কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১০ ॥

ভেদক বা ভেদ্য, বেদক বা বেদ্য, এ সব আমার কিছুই নাই, তাত! আমার স্বরূপকে গতাগতই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১১ ॥

আমার দেহ নাই, বিদেহ নাই, বুদ্ধি, মন বা ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই, রাগ বা বিরাগ আমার স্বরূপ, ইহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১২ ॥

তিনি কেবল উল্লেখমাত্র নহেন, উল্লেখমাত্র হইতে তিনি ভিন্ন; উচ্চ উল্লেখমাত্রে তিনি তিরোহিত হন না; মিত্র! সমাসমস্বরূপ আমি কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ১৩ ॥

জিতেন্দ্রিয়োঽহং ত্বজিতেন্দ্রিয়ো বা ন সংযমো মে নিয়মো ন জাতঃ।
জয়াজয়ৌ মিত্র কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্॥ ১৪॥
অমূর্ত্তমূর্ত্তির্ন চ মে কদাচিদাদ্যন্তমধ্যং ন চ মে কদাচিৎ।
বলাবলং মিত্র কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্॥ ১৫॥
মৃতামৃতং বাপি বিষাবিষং চ, সঞ্জায়তে তাত ন মে কদাচিৎ।
অশুদ্ধশুদ্ধং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্॥ ১৬॥
স্বপ্নঃ প্রবোধো ন চ যোগমুদ্রা, নক্তং দিবা বাপি ন মে কদাচিৎ।
অতুর্য্যতূর্য্যং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্॥ ১৭॥
সংবিদ্ধি মাং সর্ব্ববিসর্ব্বমুক্তং, মায়া বিমায়া ন চ মে কদাচিৎ।
সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্॥ ১৮॥

মিত্র আমি জিতেন্দ্রিয় বা অজিতেন্দ্রিয়, সংযত বা নিয়ত জয় বা অজয়স্বরূপ, তাহা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময়॥ ১৪॥

অমূর্ত্তের মূর্ত্তি কদাচ নাই, আদ্যন্ত ও মধ্যও আমার কখন নাই; হে মিত্র! বলাবল আমার স্বরূপ, ইহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময়॥ ১৫॥

মৃতামৃত বা বিষাবিষ কখন আমার হয় নাই, অশুদ্ধ বা শুদ্ধ ইহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময়॥ ১৬॥

আমার স্বপ্ন, প্রবোধ বা যোগমুদ্রা, দিবারাত্রি কিছুই নাই, অতুরীর বা তুরীয়ভাব, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময়॥ ১৭॥

আমাকে সর্ব্ব-বিসর্ব্ব-মুক্ত বলিয়া জানিও, মায়া বা বিমায়ামুক্ত

সংবিদ্ধি মাং সর্ব্বসমাধিমুক্তং, সংবিদ্ধি মাং লক্ষ্যবিলক্ষ্যমুক্তম্।
যোগং বিয়োগং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্॥ ১৯ ॥
মূর্খোঽপি নাহং ন চ পণ্ডিতোঽহং, মৌনং বিমৌনং ন চ মে কদাচিৎ।
তর্ক-বিতর্কং চ কথং বদামি স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্॥ ২০ ॥
পিতা চ মাতা চ কুলং চ জাতির্জন্মাদি মৃত্যুর্ন চ মে কদাচিৎ।
স্নেহং বিমোহং চ কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্॥ ২১ ॥
অস্তঙ্গতো নৈব সদোদিতোঽহং, তেজো বিতেজো ন চ মে কদাচিৎ।
সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম কথং বদামি, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্॥ ২২ ॥

বলিয়া জানিও। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম আমার স্বরূপ, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময়॥ ১৮॥

আমাকে সর্ব্বসমাধিমুক্ত বলিয়া জানিও, আমাকে লক্ষ্য-বিলক্ষ্য-মুক্ত বলিয়া জানিও, যোগ বা বিয়োগ যে আমার স্বরূপ, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময়॥ ১৯॥

আমি মূর্খও নহি, পণ্ডিতও নহি, মৌন বা বিমৌন নহি, তর্ক বা বিতর্ক আমার স্বরূপ, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময়॥ ২০॥

আমার পিতা, মাতা, কুল, জাতি, জন্মাদি-মৃত্যু,—এ সব কিছুই নাই, স্নেহ বা বিমোহ আমার স্বরূপ, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময়॥ ২১॥

আমি অস্তগত নহি, পরন্তু সদা উদিত, তেজ বা বিতেজ আমার কখনও নাই, স্বরূপ যে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম, তাহাই বা কি প্রকারে বলি? পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময়॥ ২২॥

অসংশয়ং বিদ্ধি নিরাকুলং মামসংশয়ং বিদ্ধি নিরন্তরং মাম্।
অসংশয়ং বিদ্ধি নিরঞ্জনং মাং, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ২৩ ॥
ধ্যানানি সর্ব্বাণি পরিত্যজন্তি, শুভাশুভং কর্ম্ম পরিত্যজন্তি।
ত্যাগামৃতং তাত পিবন্তি ধীরাঃ, স্বরূপনির্ব্বাণমনাময়োঽহম্ ॥ ২৪ ॥
বিন্দতি বিন্দতি ন হি ন হি যত্র, ছন্দোলক্ষণং ন হি ন হি তত্র।
সমরসমগ্নো ভাবিতপূতঃ প্রলপতি তত্ত্বং পরমাবধূতঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়াং স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশে স্বরূপনির্ণয়ো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

আমাকে নিরাকুল বলিয়া নিশ্চয় জানিও, আমাকে নিরন্তর বলিয়া নিশ্চয় জানিও, আমাকে নিরঞ্জন বলিয়া নিশ্চয় জানিও, পরন্তু আমি স্বরূপনির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ২৩ ॥

হে তাত! ধীরগণ সমুদয় ধ্যান পরিত্যাগ করেন, শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ত্যাগামৃত পান করিতে থাকেন; পরন্তু আমি স্বরূপ-নির্ব্বাণ ও অনাময় ॥ ২৪ ॥

যথায় ছন্দোলক্ষণ নাই, তথায় সমরসমগ্ন, ভাবপবিত্র, পরমাবধূততত্ত্ব প্রলাপ করেন না ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূত-গীতায় স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশ-স্বরূপনির্ণয় নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদত্ত উবাচ।

ওমিতি গদিতং গগনসমং, তন্ন পরাপরসারবিচার ইতি।
অবিলাসবিলাসনিরাকরণং কথমক্ষরবিন্দুসমুচ্চরণম্॥ ১ ॥
ইতি তত্ত্বমসিপ্রভৃতিশ্রুতিভিঃ, প্রতিপাদিতমাত্মনি তত্ত্বমসি।
ত্বমুপাধিবিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ২ ॥
অধ-উর্দ্ধ-বিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, বহিরন্তরবর্জ্জিতসর্ব্বসমম্।
যদি চৈকবিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ৩
ন হি কল্পিতকল্পবিচার ইতি, ন হি কারণকার্য্যবিচার ইতি।
পদসন্ধিবিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ৪ ॥

শ্রীদত্ত কহিলেন, ওঙ্কারকে গগনসমতত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহা পরাপর-সারবিচার নহে। অক্ষর-বিন্দু-উচ্চারণমাত্রে অবিলাস-বিলাসের কি প্রকারে নিরাকরণ হইবে? ১॥

তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে আত্মাকে তত্ত্বমসিরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, কিন্তু ত্বং অর্থাৎ তুমি পদার্থ উপাধিবিবর্জ্জিত ও সর্ব্বময়, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২॥

অধঃ নাই, উর্দ্ধ নাই, সকলই সমান;—বহিঃ নাই, অন্তর নাই, সকলই সমান;—যদিচ একও বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বসমান হয়, তবে সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ৩॥

ইহা কল্পিত-কল্পের বিচার নহে, কার্য্যকারণের বিচার নহে, ইহা

ন হি বোধবিবোধসমাধিরিতি, ন হি দেশবিদেশসমাধিরিতি।
ন হি কালবিকালসমাধিরিতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥৫॥
ন হি কুম্ভনভো ন হি কুম্ভ ইতি, ন হি জীববপুর্ন হি জীব ইতি।
ন হি কারণকার্য্যবিভাগ ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥৬॥
ইহ সর্ব্বনিরন্তরমোক্ষপদং, লঘুদীর্ঘবিচারবিহীন ইতি।
ন হি বর্ত্তুলকোণবিভাগ ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥৭॥
ইহ শূন্যবিশূন্যবিহীন ইতি, ইহ শুদ্ধবিশুদ্ধবিহীন ইতি।
ইহ সর্ব্ববিসর্ব্ববিহীন ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ৮ ॥

পদ-সন্ধিবিবর্জ্জিত সর্ব্বসমভাব ; তুমি সর্ব্বময় হইয়া তবে কি জন্য মনে মনে রোদন করিতেছ ? ৪ ॥

ইহা বোধ বা বিরোধের সমাধি নহে, দেশ বা বিদেশের সমাধি নহে, কাল ও বিকালের সমাধি নহে ; তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ ? ৫ ॥

ইহা ঘটাকাশ বা ঘট নহে, জীবশরীর বা জীব নহে, ইহা কারণ বা কার্য্যের বিভাগ নহে ; তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ ? ৬ ॥

ইহা লঘুদীর্ঘ-বিচারহীন, বর্ত্তুল-কোণ-বিভাগ-হীন সর্ব্বনিরন্তর-মোক্ষ-পদ ; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ ? ৭ ॥

এই সর্ব্বসমভাব শূন্যাশূন্য, শুদ্ধ বা বিশুদ্ধ-হীন ; সর্ব্ববিসর্ব্ববিচার-বিহীন ; তবে তুমি সর্ব্বময় হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ ? ৮ ॥

ন হি ভিন্নবিভিন্নবিচার ইতি, বহিরন্তরসন্ধিবিচার ইতি
অরিমিত্রবিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ৯ ॥
ন হি শিষ্যবিশিষ্যস্বরূপ ইতি, ন চরাচরভেদবিচার ইতি।
ইহ সর্ব্বনিরন্তরমোক্ষপদং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১০ ॥
ননু রূপবিরূপবিহীন ইতি, ননু ভিন্নবিভিন্নবিহীন ইতি।
ননু সর্গবিসর্গবিহীন ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১১ ॥
ন গুণাগুণপাশনিবন্ধ ইতি, মৃতজীবনকর্ম্ম করোমি কথম্।
ইতি শুদ্ধনিরঞ্জনং সর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১২ ॥
ইহ ভাববিভাববিহীন ইতি, ইহ কামবিকামবিহীন ইতি।
ইহ বোধতমং খলু মোক্ষসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ১৩ ॥

ইহাতে ভিন্ন-বিভিন্ন-বিচার নাই, বহিঃ বা অন্তর-সন্ধির বিচার নাই, ইহা শত্রু-মিত্র বিমর্জ্জিত সর্ব্বসমভাব; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ৯ ॥

ইহাতে শিষ্য-বিশিষ্য নাই, চরাচর-ভেদ-বিচার নাই, সর্ব্বসমভাবে সর্ব্ব-নিরন্তর মোক্ষপদ আছে; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১০ ॥

ইহা রূপবিরূপ-হীন, ভিন্ন-বিভিন্ন-বিচার-বিহীন, ইহা সর্গ-বিসর্গ-বিহীন। অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১১ ॥

ইহা গুণাগুণ-পাশনিবদ্ধ নয়, মৃত বা জীবিত-বিচার নয়, ইহা শুদ্ধ, নিরঞ্জন, সর্ব্বসমতত্ত্ব; তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১২ ॥

সর্ব্বসমস্বরূপে ভাববিভাব নাই, কাম-বিকাম নাই, ইহা বোধতম

ইহ তত্ত্বনিরন্তরতত্ত্বমিতি, ন হি সন্ধিবিসন্ধিবিহীন ইতি।
যদি সর্ব্ববিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ১৪ ॥
অনিকেতকুটীপরিবারসমং, ইহ সঙ্গবিসঙ্গবিহীনপরম্।
ইহ বোধবিবোধবিহীনপরং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ১৫ ॥
অবিকারবিকারমসত্যমিতি, অবিলক্ষবিলক্ষমসত্যমিতি।
যদি কেবলমাত্মনি সত্যমিতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥১৬॥
ইহ সর্ব্বতমং খলু জীব ইতি, ইহ সর্ব্বনিরন্তরজীব ইতি।
ইহ কেবলনিশ্চলজীব ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ১৭ ॥

ও মোক্ষসম; অতএব তুমি সর্ব্বগম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৩॥

ইহাতে তত্ত্ব বা নিরন্তরতত্ত্ব নাই, সন্ধি-বিসন্ধি নাই, ইহা যদি সর্ব্ববিবর্জ্জিত, তবে সর্ব্বসম হইয়া তুমি মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৪॥

ইহাতে আলয় ও নিরালয় বা পরিবার নাই, ইহাতে সঙ্গ-বিসঙ্গ নাই, ইহাতে বোধ-বিবোধ নাই; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ১৫॥

অবিকার বা বিকার এ সব অসত্য, অবিলক্ষণ বা বিলক্ষণ এ সব অসত্য, যদি কেবল আত্মাই সত্য, ইহা স্থির হইল, তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৬॥

ইহাতে সর্ব্বতম জীব আছে; ইহাতে সর্ব্বনিরন্তর জীব আছে; ইহাতে কেবল নিশ্চল জীব আছে; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৭॥

অবিবেকবিবেকমবোধ ইতি, অবিকল্পবিকল্পমবোধ ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরবোধ ইতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥১৮॥
ন হি মোক্ষপদং ন হি বন্ধপদং, ন হি পুণ্যপদং ন হি পাপপদম্।
ন হি পূর্ণপদং ন হি রিক্তপদং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥১৯॥
যদি বর্ণবিবর্ণবিহীনসমং, যদি কারণকার্য্যবিহীনসমম্।
যদি ভেদবিভেদবিহীনসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ২০ ॥
ইহ সর্ব্বনিরন্তরসর্ব্বচিতে, ইহ কেবলনিশ্চলসর্ব্বচিতে।
দ্বিপদাদিবিবর্জ্জিতসর্ব্বচিতে, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥২১॥
অতিসর্ব্বনিরন্তরসর্ব্বগতং, রতিনির্ম্মলনিশ্চলসর্ব্বগতম্।
দিনরাত্রিবিবর্জ্জিতসর্ব্বগতং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্॥ ২২ ॥

অবিবেক বা বিবেক, ইহা অবোধমাত্র; অবিকল্প বা বিকল্প, ইহা অজ্ঞানমাত্র; যদি সর্ব্বসমতত্ত্ব এক ও নিরন্তর বোধমাত্র হইলেন, তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৮ ॥

ইহাতে মোক্ষবন্ধ, পুণ্য বা পাপ, পূর্ণতা বা রিক্ততা কিছুই নাই; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ১৯ ॥

সমতত্ত্ব যদি বর্ণ-বিবর্ণ-বিহীন, কারণকার্য্যবিহীন, ভেদবিভেদবিহীন হইল, তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২০ ॥

এই তত্ত্ব সর্ব্বনিরন্তর, সর্ব্বচৈতন্যজাগরূক, কেবল নিশ্চলভাবে সর্ব্বচৈতন্যে আছে এবং দ্বিপদাদিবিবর্জ্জিত সকলেরই চৈতন্যে আছে; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২১ ॥

এই তত্ত্ব নিরন্তর সর্ব্বগত আছে, রতি নির্ম্মল ও নিশ্চল হইয়া সর্ব্বগত আছে, দিন-রাত্রি-বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বগত আছে, অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২২ ॥

ন হি বন্ধবিবন্ধসমাগমনং, ন হি যোগবিয়োগসমাগমনম্।
ন হি তর্কবিতর্কসমাগমনং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৩ ॥
ইহ কালবিকালনিরাকরণং, অণুমাত্রকৃশানুনিরাকরণম্।
ন হি কেবলসত্যনিরাকরণং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৪ ॥
ইহ দেহবিদেহবিহীন ইতি, ননু স্বপ্নসুষুপ্তিবিহীনপরম্।
অভিধানবিধানবিহীনপরং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৫ ॥
গগনোপমশুদ্ধবিশালসমং, অতিসর্ব্ববিবর্জ্জিতসর্ব্বসমম্।
গতসারবিসারবিকারসমং কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৬ ॥
ইহ ধর্ম্মবিধর্ম্মবিরাগতরং, ইহ বস্তুবিবস্তুবিরাগতরম্।
ইহ কামবিকামবিরাগতরং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৭ ॥

এই তত্ত্বে বন্ধ-বিবন্ধের সমাগম নাই; যোগবিয়োগের সমাগম নাই; তর্ক-বিতর্কের সমাগম নাই; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২৩ ॥

এই তত্ত্বে কাল-বিকাল নিরাকৃত হয়, অণুমাত্র পদার্থও নিরাকৃত হয়, কেবল সত্যের নিরাকরণ হয় না; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ২৪ ॥

ইহাতে দেহ-বিদেহ নাই, স্বপ্ন-সুষুপ্তি নাই, অভিধান বা বিধান নাই; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ২৫ ॥

এই সমতত্ত্ব গগনোপম বিশাল, সর্ব্ববর্জ্জিত, বিগতসার, বিসার ও বিগত-বিকার; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ২৬ ॥

ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরাগ হয়, বস্তু-অবস্তুতে বিরাগ হয়,

সুখদুঃখবিবর্জ্জিতসর্ব্বসমং, ইহ শোকবিশোকবিহীনপরম।
গুরুশিষ্যবিবর্জ্জিততত্ত্বপরং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৮ ॥
ন কিলাঙ্কুরসারবিসার ইতি, ন চলাচলসাম্যবিসাম্যমিতি।
অবিচারবিচারবিহীনমিতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ২৯ ॥
ইহ সারসমুচ্চয়সারমিতি, কথিতং নিজভাববিভেদ ইতি।
বিষয়ে করণত্বমসত্যমিতি, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ৩০ ॥
বহুধা শ্রুতয়ঃ প্রবদন্তি যতো, বিয়দাদিরিদং মৃগতোয়সমম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বসমং, কিমু রোদিষি মানসি সর্ব্বসমম্ ॥ ৩১ ॥

কাম-বিকামে বিরাগ হয়; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া কেন মনে মনে রোদন করিতেছ? ২৭ ॥

ইহা সর্ব্বসমতত্ত্ব, সুখদুঃখ-বিবর্জ্জিত, শোক-বিশোকবিহীন, গুরুশিষ্য-বিবর্জ্জিত পরমতত্ত্ব; তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২৮ ॥

ইহাতে সারবিসারের অঙ্কুরমাত্রও নাই, চলাচল, সাম্য বা বৈষম্য, অবিচার বা বিচার কোন ভেদ নাই; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ২৯ ॥

ইহাতে সারসমুচ্চয়ের সার আছে, নিজ ভাবের বিভেদবশতঃ এই তত্ত্ব কথিত হইল, পার্থিব বিষয়ে যাহা কিছু করা যায়, সমুদয়ই অসত্য; অতএব তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ৩০ ॥

বহুশ্রুতিতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, আকাশাদি সমুদয় দৃশ্যজাতই মরীচিভ্রমমাত্র; অতএব যদি এক, নিরন্তর ও সর্ব্বসম হইল, তবে তুমি সর্ব্বসম হইয়া মনে মনে কেন রোদন করিতেছ? ৩১ ॥

বিন্দতি বিন্দতি ন হি ন হি যত্র, ছন্দোলক্ষণং ন হি ন হি তত্র।
সমরসমগ্নো ভাবিতপূতঃ, প্রলপতি তত্ত্ব পরমাবধূতঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়াং স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে আত্মসংবিত্ত্যুপদেশে সমদৃষ্টিকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যথায় যথায় ছন্দোলক্ষণ নাই, তথায় তথায় সমরসমগ্ন, ধ্যানপূত, পরমাবধূত তত্ত্ব প্রলাপ করেন না ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতঅবধূতগীতান্তর্গত সমদৃষ্টিকথন নামক পঞ্চমাধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদত্ত উবাচ

বহুধা শ্রুতয়ঃ প্রবদন্তি স্বয়ং, বিয়দাদিরিদং মৃগতোয়সমম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবমুপমেয়মথো হ্যুপমা চ কথম্॥ ১ ॥
অবিভক্তিবিভক্তিবিহীনপরং, ননু কার্য্যবিকার্য্যবিহীনপরম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, যজনঞ্চ কথং তপনঞ্চ কথম্॥ ২ ॥
মন এব নিরন্তরসর্ব্বগতং, হ্যবিশালবিশালবিহীনপরম্।
মন এব নিরন্তরসর্ব্বশিবং, মনসাপি কথং বচসা চ কথম্॥ ৩ ॥
দিনরাত্রিবিভেদনিরাকরণমুদিতানুদিতস্য নিরাকরণম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, রবিচন্দ্রমসো জ্বলনশ্চ কথম্॥ ৪ ॥

অনেক শ্রুতি বলেন যে, আকাশাদি এই সমস্ত জগৎ মরীচিকামাত্র; যদি এক নিরন্তর সর্ব্বশিব উপমেয় হন, তবে তাঁহার উপমা কোথায়? ১॥

তিনি অবিভক্তি-বিভক্তি-বিহীন পরম পদার্থ, তিনি কার্য্যবিকার্য্য-বিহীন পরমপদার্থ, যদি সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর হয়েন, তবে যজনই বা কি প্রকারে সম্ভবে, তপস্যাই বা কি প্রকারে সম্ভবে? ২ ॥

মনই নিরন্তর সর্ব্বগত, মনই অবিশাল এবং বিশালতা-বিহীন, মনই নিরন্তর সর্ব্বশিবময়, মন যদি এরূপ হইলেন, তবে মন ও বাক্য দ্বারা তাঁহার কি প্রকারে অর্চ্চনা হইবে? ৩ ॥

যদি সেই সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর হয়েন, তবে দিন-রাত্রি-বিভেদ, অথবা উদিত-অনুদিত-ভেদ নিরাকৃত হয়, রবি-চন্দ্রমা অথবা অগ্নিই বা কি প্রকারে সম্ভবে? ৪ ॥

গতকামবিকামবিভেদ ইতি, গতচেষ্টবিচেষ্টবিভেদ ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, বহিরন্তরভিন্নমতিশ্চ কথম্॥ ৫ ॥
যদি সারবিসারবিহীন ইতি, যদি শূন্যবিশূন্যবিহীন ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, প্রথমঞ্চ কথং চরমঞ্চ কথম্॥ ৬॥
যদি ভেদবিভেদনিরাকরণং, যদি বেদকবেদ্যনিরাকরণম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, তৃতীয়ঞ্চ কথং তুরীয়ঞ্চ কথম্॥ ৭ ॥
গদিতাগদিতং ন হি সত্যমিতি, বিদিতাবিদিতং ন হি সত্যমিতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, বিষয়েন্দ্রিয়বুদ্ধিমনাংসি কথম্॥ ৮ ॥
গগনং পবনো ন হি সত্যমিতি, ধরণী দহনো ন হি সত্যমিতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, জলদশ্চ কথং সলিলঞ্চ কথম্॥ ৯ ॥

যদি এক, নিরন্তর ও সর্ব্বশিব ইহা সত্য হয়, তবে কাম-বিকামবিভেদ বা চেষ্টা-বিচেষ্টা-বিভেদ নষ্ট হইয়া যায়; বহিঃ বা অন্তর, এইরূপ ভিন্ন বোধই বা কি প্রকারে থাকিবে? ৫ ॥

যদি সারবিসার, শূন্য-বিশূন্য এ সব কিছুই নয়, যদি এক ও নিরন্তর সর্ব্বশিব সত্য হয়েন, তবে প্রথম বা চরম কি প্রকারে সম্ভবে? ৬ ॥

যদি ভেদ-বিভেদ নিরাকৃত হইল, বেদক-বেদ্য নিরাকৃত হইল, যদি এক ও নিরন্তর সর্ব্বশিব সত্য, তবে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় অথবা তুরীয়াবস্থা কিরূপে সম্ভবে? ৭ ॥

কথিতাকথিত সত্য নয়, বিদিতাবিদিত বিষয় সত্য নয়, যদি এক নিরন্তর সর্ব্বশিব সত্য, তবে বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কোথায় থাকে? ৮॥

আকাশ বা বায়ু সত্য নহে, অগ্নি বা পৃথিবী সত্য নহে, যদি এক নিরন্তর সর্ব্বশিবই সত্য, তবে মেঘই বা কোথায় আর জলই বা কোথায়? ৯ ॥

যদি কল্পিতলোকনিরাকরণং, যদি কল্পিতদেবনিরাকরণম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, গুণদোষবিচারমতিশ্চ কথম্॥ ১০॥
মরণামরণং হি নিরাকরণং, করণাকরণং হি নিরাকরণম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, গমনাগমনং হি কথং বদতি॥ ১১॥
প্রকৃতিঃ পুরুষো ন হি ভেদ ইতি, ন হি কারণকার্য্যবিভেদ ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিষং, পুরুষাপুরুষং চ কথং বদতি॥ ১২॥
তৃতীয়ং ন হি দুঃখসমাগমনং, ন গুণাদ্দ্বিতীয়স্য সমাগমনম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, স্থবিরশ্চ যুবা চ শিশুশ্চ কথম্॥ ১৩॥
ননু আশ্রমবর্ণবিহীনপরং, ননু কারণকর্ত্তৃবিহীনপরম্।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, অবিনষ্টবিনষ্টমতিশ্চ কথম্॥ ১৪॥

যদি কল্পিত লোক সকল মিথ্যা স্থিরীকৃত হইল, যদি কল্পিত দেব-লোক মিথ্যা স্থিরীকৃত হইল, যদি এক, নিরন্তর সর্ব্বশিব সত্য, তবে গুণদোষবিচারবুদ্ধিই বা কি প্রকারে সম্ভবে? ১০॥

যদি মরণামরণ, করণাকরণ নিরাকৃত হইল, যদি এক, নিরন্তর সর্ব্বশিব সত্য, তবে গমনাগমনের কথাই বা বল কেন? ১১॥

পুরুষপ্রকৃতিতে ভেদ নাই, কার্য্যকারণে ভেদ নাই, ইহা যদি স্থির-সিদ্ধান্ত হইল, যদি এক, নিরন্তর ও সর্ব্বশিব সত্য, তবে পুরুষাপুরুষের কথা বল কেন? ১২॥

যদি সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর সত্য, তবে দ্বিতীয় গুণসমাগম বা তৃতীয় দুঃখসমাগম নাই। তবে আবার ইনি স্থবির, ইনি যুবা ও ইনি শিশু কেন বল? ১৩॥

যদি সেই পরতত্ত্ব আশ্রম ও বর্ণবিহীন, কারণ ও কর্ত্তৃবিহীন হইল,

গ্রসিতাগ্রসিতং চ বিতথ্যমিতি, জনিতাজনিতং চ বিতথ্যমিতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, অবিনাশি বিনাশি কথং হি ভবেৎ॥১৫॥
পুরুষাপুরুষস্য বিনষ্টমিতি, বনিতাবনিতস্য বিনষ্টমিতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবমবিনোদবিনোদমতিশ্চ কথম্॥ ১৬॥
যদি মোহবিষাদবিহীনপরো, যদি সংশয়শোকবিহীনপরঃ।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবমহমেতি মমেতি কথং চ পুনঃ॥ ১৭॥
ননু ধর্ম্মবিধর্ম্মবিনাশ ইতি, ননু বন্ধবিবন্ধবিনাশ ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবমিহ দুঃখবিদুঃখমতিশ্চ কথম্॥ ১৮॥
ন হি যাজ্ঞিকযজ্ঞবিভাগ ইতি, ন হুতাশনবস্তুবিভাগ ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, বদ কর্ম্মফলানি ভবন্তি কথম্॥ ১৯॥

যদি এক, নিরন্তর ও সর্ব্বশিব সত্য, তবে অবিনষ্ট বা বিনষ্টবুদ্ধি কেন জন্মায়? ১৪॥

যদি গ্রসিত বা অগ্রসিত, জনিত বা অজনিত ইহাই প্রকৃত, যদি এক, নিরন্তর ও সর্ব্বশিব সত্য, তবে অবিনাশী বা বিনাশী কি প্রকারে হইতে পারে? ১৫॥

পুরুষাপুরুষ ও বনিতাবনিত যদি নিরাকৃত হইল, যদি এক, নিরন্তর ও সর্ব্বশিব সত্য, তবে সুখদুঃখবুদ্ধি কোথা হইতে আসে? ১৬॥

যদি সেই পরতত্ত্ব মোহবিষাদ অথবা সংশয়-শোক-বিহীন হইলেন, যদি সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর হয়েন, তবে আমি ও আমার ইত্যাদি জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভবে? ১৭॥

যদি ধর্ম্ম-বিধর্ম্ম ও বন্ধ-বিবন্ধ বিনষ্ট হইল, যদি সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর, তবে দুঃখবিদুঃখবুদ্ধি হয় কেন? ১৮॥

যাজ্ঞিক কার্য্য বা যজ্ঞবিভাগ নাই, হুতাশন-বস্তুবিভাগও নাই, যদি

নন্থ শোকবিশোকবিমুক্ত ইতি, নন্থ দর্পবিদর্পবিমুক্ত ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, নন্থ রাগবিরাগমতিশ্চ কথম্ ॥ ২০ ॥
ন হি মোহবিমোহবিকার ইতি, ন হি লোভবিলোভবিকার ইতি।
যদি চৈকনিরন্তরসর্ব্বশিবং, হ্যবিবেকবিবেকমতিশ্চ কথম্ ॥ ২১ ॥
ত্বমহং ন হি হন্ত কদাচিদপি, কুলজাতিবিচারমসত্যমিতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি, অভিবাদনমত্র করোমি কথম্ ॥ ২২ ॥
গুরুশিষ্যবিচারবিশীর্ণ ইতি, উপদেশবিচারবিশীর্ণ ইতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি, অভিবাদনমত্র করোমি কথম্ ॥ ২৩ ॥

এক, নিরন্তর, সর্ব্বশিব সত্য, তবে কর্ম্মফল সকল কোথা হইতে আইসে, বল ? ১৯ ॥

যদি সেই পরতত্ত্ব শোকবিশোক ও দর্পবিদর্পমুক্ত নিশ্চয়, যদি সর্ব্বশিব এক, নিরন্তর, সত্য, তবে রাগবিরাগমতি কোথা হইতে আইসে ? ২০ ॥

মোহ-বিমোহ-বিকার নাই, লোভ-বিলোভ-বিকার নাই, যদি সর্ব্বশিব এক ও নিরন্তর, তবে অবিবেক বা বিবেকবুদ্ধি কোথা হইতে আইসে ? ২১ ॥

তুমি কি আমি কদাচিৎও সত্য হইতে পারি না, কুলজাতিবিচারও সত্য হইতে পারে না, কেবল আমিই শিব, ইহাই পরমার্থ সত্য ; অতএব এ স্থলে কি প্রকারে তাঁহার অভিবাদন করি ? ২২ ॥

গুরু-শিষ্য-বিচার নিরস্ত হইল, উপদেশবিচার নিরস্ত হইল, আমিই শিব, এই পরমার্থ প্রতিপন্ন হইল, অতএব এখানে আমি তাঁহাকে কি প্রকারে অভিবাদন করি ? ২৩ ॥

ন হি কল্পিতদেহবিভাগ ইতি, ন হি কল্পিতলোকবিভাগ ইতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি, অভিবাদনমত্র করোমি কথম্॥ ২৪॥
সরজো বিরজো ন কদাচিদপি, ননু নির্ম্মলনিশ্চলশুদ্ধ ইতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি, অভিবাদনমত্র করোমি কথম্॥ ২৫॥
ন হি দেহবিদেহবিকল্প ইতি, অনৃতং চরিতং ন হি সত্যমিতি।
অহমেব শিবঃ পরমার্থ ইতি, অভিবাদনমত্র করোমি কথম্॥ ২৬॥
বিন্দতি বিন্দতি ন হি ন হি যত্র, ছন্দোলক্ষণং ন হি ন হি তত্র।
সমরসমগ্নো ভাবিতপূতঃ, প্রলপতি তত্ত্বং পরমাবধূতঃ॥ ২৭॥
ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়াং স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে
আত্মসংবিত্ত্যুপদেশে মোক্ষনির্ণয়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

কল্পিত দেহ-বিভাগ নাই, কল্পিত লোক-বিভাগও নাই, আমিই শিব, ইহাই পরমার্থ; তবে আমি কি প্রকারে অভিবাদন করি? ২৪॥

সরাগ বা বিরাগ কদাচিৎ নাই, সেই পরতত্ত্ব নিশ্চয়ই নির্ম্মল, নিশ্চল ও শুদ্ধ, আমিই শিব, ইহাই পরমার্থ; আমি এখানে কি করিয়া সেই শিবকে অভিবাদন করি? ২৫॥

দেহ-বিদেহ-বিকল্পনা নাই, মিথ্যাচরিতও কিছুই নাই, আমিই শিব, ইহাই পরমার্থ; আমি কি করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করি? ২৬॥

যথায় যথায় ছন্দোলক্ষণ নাই, সমরসমগ্ন ভাবপূত পরমাবধূত তথায় তত্ত্ব-কথনে প্রলাপ করেন না॥ ২৭॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূতগীতাতে স্বামিকার্ত্তিক-সংবাদে স্বাত্ম-সংবিত্ত্যুপদেশে মোক্ষনির্ণয়নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদত্ত উবাচ।

রথ্যাকর্পটবিরচিতকন্থঃ, পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিতপন্থঃ।
শূন্যাগারে তিষ্ঠতি নগ্নো, শুদ্ধনিরঞ্জনসমরসমগ্নঃ ॥ ১ ॥
লক্ষ্যালক্ষ্যবিবর্জ্জিতলক্ষ্যো, যুক্তাযুক্তবিবর্জ্জিতদক্ষঃ।
কেবলতত্ত্বনিরঞ্জনপূতো, বাদবিবাদঃ কথমবধূতঃ ॥ ২ ॥
আশাপাশবিবন্ধবিমুক্তঃ শৌচাচারবিবর্জ্জিতযুক্তঃ।
এবং সর্ব্ববিবর্জ্জিতসন্তস্তত্ত্বং শুদ্ধনিরঞ্জনবন্তঃ ॥ ৩ ॥
কথমিহ দেহবিদেহবিচারঃ, কথমিহ রাগবিরাগবিচারঃ।
নির্ম্মলনিশ্চলগগনাকারং, স্বয়মিহ তত্ত্বং সহজাকারম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীদত্ত কহিলেন, পতিত ছিন্নবস্ত্র-নির্ম্মিত-কন্থা-যুক্ত হইয়া, পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিত পন্থা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ নিরঞ্জন-সমরসে মগ্ন হওত নগ্ন অবধূত শূন্যাগারে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১ ॥

লক্ষ্যালক্ষ্যে এবং যুক্তাযুক্ত-বিবর্জ্জনে দক্ষ হইয়া কেবল তত্ত্বস্বরূপ নিরঞ্জনে মগ্ন হইয়া আছেন ; অতএব এ প্রকারে অবধূতের বাদবিবাদ কি? ২ ॥

তিনি বিবিধ আশা-পাশ-মুক্ত হইয়াছেন, শৌচাচার-বিবর্জ্জিত ও যুক্ত হইয়াছেন এবং সর্ব্বতত্ত্ববিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ নিরঞ্জনবস্ত হইয়া আছেন ॥ ৩ ॥

একভূত অবস্থায় দেহ-বিদেহ-বিচারই বা কি, রাগ-বিরাগ-বিচারই

কহমিহ তত্ত্বং বিন্দতি যত্র, রূপমরূপং কথমিহ তত্র।
গগনাকারঃ পরমো যত্র, বিষয়ীকরণং কথমিহ তত্র ॥ ৫ ॥
গগনাকারনিরন্তরহংসস্তত্ত্ববিশুদ্ধনিরঞ্জনহংসঃ।
এবং কথমিহ ভিন্নবিভিন্নবন্ধবিবন্ধবিকারবিভিন্নম্ ॥ ৬ ॥
কেবলতত্ত্বনিরন্তরসর্ব্বং, যোগবিয়োগৌ কথমহি গর্ব্বম্।
এবং পরমনিরন্তরসর্ব্বং, এবং কথমিহ সারবিসারম্ ॥ ৭ ॥
কেবলতত্ত্বনিরঞ্জনসর্ব্বং, গগনাকারনিরন্তরশুদ্ধম্।
এবং কথমিহ সঙ্গবিসঙ্গং, সত্যং কথমিহ রঙ্গবিরঙ্গম্ ॥ ৮ ॥
যোগবিয়োগৈ রহিতো যোগী, ভোগবিভোগৈ রহিতো ভোগী।
এবং চরতি হি মন্দং মন্দং, মনসা কল্পিতসহজানন্দম্ ॥ ৯ ॥

বা কি? এ অবস্থায় কেবল নির্ম্মল নিশ্চয় গগনাকার তত্ত্ব—এ অবস্থায় কেবল সহজাকার স্বয়ংতত্ত্ব ॥ ৪ ॥

যাঁহার রূপ অরূপ কিছুই নাই, তথায় কি তত্ত্ব লাভ হইবে? যথায় গগনাকারই পরমতত্ত্ব, তথায় বিষয়ীকরণ কি প্রকারে সম্ভবে? ৫ ॥

গগনাকার নিরস্ত হইলে শুদ্ধ নিরঞ্জন হংসতত্ত্বের উদয় হয়; এই তত্ত্বে ভিন্ন-বিভিন্ন-বন্ধ-বিবন্ধ-বিকার-বিভিন্নাদি কি প্রকারে সম্ভবে? ৬ ॥

কেবল তত্ত্ব নিরন্তর; সে তত্ত্বে যোগ-বিয়োগ বা গর্ব্ব নাই, পরমনিরন্তরসর্ব্ব এইরূপ হয়, এই নিরন্তরসর্ব্বে সার-বিসার নাই ॥ ৭ ॥

নিরঞ্জন সর্ব্বই কেবল তত্ত্ব, ইহা গগনাকার ও নিরন্তরশুদ্ধ, ইহাতে সঙ্গবিসঙ্গ কিরূপে থাকিবে? ইহা সত্য, ইহাতে রঙ্গ-বিরঙ্গ কিরূপে সম্ভবে? ৮ ॥

এ তত্ত্বে যোগী যোগবিয়োগ-রহিত, ভোগী ভোগবিভোগ-রহিত হইয়া মনঃকল্পিত সহজানন্দে মন্দ মন্দ বিচরণ করেন ॥ ৯ ॥

বোধবিবোধৈঃ সততং যুক্তো, দ্বৈতাদ্বৈতৈঃ কথমিহ মুক্তঃ।
সহজো বিরজঃ কথমিহ যোগী, শুদ্ধনিরঞ্জনসমরসভোগী ॥ ১০ ॥
ভগ্নাভগ্নবিবর্জ্জিতভগ্নো, লগ্নালগ্নবিবর্জ্জিতলগ্নঃ।
এবং কথমিহ সারবিসারঃ সমরসতত্ত্বং গগনাকারঃ ॥ ১১ ॥
সততং সর্ব্ববিবর্জ্জিতযুক্তঃ সর্ব্বং তত্ত্ববিবর্জ্জিতমুক্তঃ।
এবং কথমিহ জীবিতমরণং ধ্যানাধ্যানৈঃ কথমিহ করণম্ ॥ ১২ ॥
ইন্দ্রজালমিদং সর্ব্বং যথা মরুমরীচিকা।
অখণ্ডিতঘনাকারো বর্ত্ততে কেবলং শিবঃ ॥ ১৩ ॥
ধর্ম্মাদৌ মোক্ষপর্য্যন্তং নিরীহাঃ সর্ব্বথা বয়ম্।
কথং রাগবিরাগৈশ্চ কল্পয়ন্তি বিপশ্চিতঃ ॥ ১৪ ॥

বোধবিবোধ ও দ্বৈতাদ্বৈত দ্বারা সতত যুক্ত থাকিলে কি প্রকারে মুক্ত হইতে পারা যায়? যোগীর সম্বন্ধে সহজ বা বিরজ কি প্রকারে ঘটিবে? যোগী শুদ্ধ নিরঞ্জন সমরস ভোগ করিতে থাকেন ॥ ১০ ॥

এ তত্ত্বে ভগ্নাভগ্ন নাই, লগ্নালগ্ন নাই এবং সার-বিসার নাই; সমরসতত্ত্ব গগনাকার ॥ ১১ ॥

এ তত্ত্বে যোগী সতত সর্ব্ববিবর্জ্জিত অথচ যুক্ত, সর্ব্বতত্ত্ববিবর্জ্জিত অথচ মুক্ত; এ তত্ত্বে জীবিত বা মরণই বা কি, ধ্যানাধ্যানই বা কি? ১২ ॥

মরুমরীচিকার ন্যায় এই সমুদয় ইন্দ্রজাল; কেবলমাত্র অখণ্ডিত ও ঘনাকার শিবরূপ বিদ্যমান ॥ ১৩ ॥

আমরা অবধূত, আমরা ধর্ম্মাদি মোক্ষ পর্য্যন্ত সমুদয় বিষয়েই সর্ব্বথা নিশ্চেষ্ট; পণ্ডিতেরা আমাদের রাগ-বিরাগ কি প্রকারে কল্পনা করেন? ১৪ ॥

বিন্দতি বিন্দতি ন হি ন হি যত্র, ছন্দোলক্ষণং ন হি ন হি তত্র।
সমরসমগ্নো ভাবিতপূতঃ প্রলপতি তত্ত্বং পরমাবধূতঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়াং স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে
স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

যথায় যথায় ছন্দোলক্ষণ নাই, তথায় তথায় সমরসমগ্ন ভাবপূত পরমাবধূত তত্ত্ব প্রলাপ করেন না ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিত অবধূতগীতায় স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে
স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশে সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদত্ত উবাচ।

ত্বদ্‌যাত্রয়া ব্যাপকতা হতা তে, ধ্যানেন চেতঃপরতা হতা তে।
স্তুত্যা ময়া বাক্‌পরতা হতা তে, ক্ষমস্ব নিত্যং ত্রিবিধাপরাধান্ ॥১॥

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥ ২ ॥
অপ্রমত্তো গম্ভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ৩ ॥
কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীদত্ত কহিলেন, তোমার যাত্রাতে ব্যাপকতা হত হইয়াছে, তোমার ধ্যানে চিন্তার বিষয়পরতা হত হইয়াছে, তোমার স্তুতি দ্বারা আমার বাক্‌পরতা হত হইয়াছে, হে গুরো! আমার নিত্য এই ত্রিবিধ অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১ ॥

কামনাসকল দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি হত হয় নাই, যিনি দান্ত, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, নিরীহ, মিতভুক্, শান্ত, স্থির এবং আত্মাশ্রয়, তাঁহাকেই মুনি কহে ॥ ২ ॥

যিনি অপ্রমত্ত, গম্ভীরাত্মা, ধৃতিমান্, জিতেন্দ্রিয়, অমানী, মানদ, কল্প-তরুসদৃশ, দাতা, মৈত্র, কারুণিক এবং কবি, যিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সর্ব্বদেহীর প্রতি তিতিক্ষু, সত্যসার, অনবদ্যাত্মা, সম ও সর্ব্বোপকারক, তিনিই মুনি ॥ ৩-৪ ॥

অবধূতলক্ষণং বর্ণৈর্জ্ঞাতব্যং ভগবত্তমৈঃ।
বেদবর্ণার্থতত্ত্বজ্ঞৈর্বেদবেদান্তবাদিভিঃ ॥ ৫ ॥
আশা-পাশ-বিনির্মুক্ত আদিমধ্যান্তনির্ম্মলঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যমকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৬ ॥
বাসনা বর্জ্জিতা যেন বক্তব্যং চ নিরাময়ম্।
বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত বকারং তস্য লক্ষণম্ ॥ ৭ ॥
ধূলিধূসরগাত্রাণি ধৃতচিত্তো নিরাময়ঃ।
ধারণা-ধ্যান-নির্ম্মুক্তো ধূকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৮ ॥
তত্ত্বচিন্তা ধৃতা যেন চিন্তা-চেষ্টা-বিবর্জ্জিতঃ।
তমোঽহঙ্কারনির্ম্মুক্তস্তকারস্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

এক্ষণে বেদবর্ণার্থতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ বেদবাদীরা বর্ণে বর্ণে অবধূতের যে লক্ষণ কহিয়াছেন, তাহা জানা উচিত ॥ ৫ ॥

অবধূত শব্দের অকারে আশাপাশবিনির্ম্মুক্ত, আদিমধ্যান্ত-নির্ম্মল এবং নিত্য আনন্দে বর্ত্তমানকে বুঝায় ॥ ৬ ॥

অবধূত শব্দের বকারে বাসনাবর্জ্জিত, নিরাময় বস্তুতে বর্ত্তমানকে বুঝায় ॥ ৭ ॥

অবধূত শব্দের ধূকারে ধূলিধূসরগাত্র, ধৃতচিত্ত, নিরাময় এবং ধারণা-ধ্যান-নির্ম্মুক্তকে বুঝা যায় ॥ ৮ ॥

অবধূত শব্দের তকারে তত্ত্বচিন্তাকারী, চিন্তা-চেষ্টা-বিবর্জ্জিত তমঃ বা অহঙ্কারনির্ম্মুক্তকে বুঝায় ॥ ৯ ॥

আত্মানং চামৃতং হিত্বা অভিন্নং মোক্ষমব্যয়ম্।
গতো হি কুৎসিতঃ কাকো বর্ত্ততে নরকং প্রতি ॥ ১০ ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা ত্যজ্যতাং মৃগলোচনে।
ন তে স্বর্গোঽপবর্গো বা সানন্দং হৃদয়ং যদি ॥ ১১ ॥
ন জানামি কথং তেন নির্ম্মিতা মৃগলোচনা।
বিশ্বাসঘাতকীং বিদ্ধি স্বর্গমোক্ষসুখার্গলাম্ ॥ ১২ ॥
মূত্রশোণিতদুর্গন্ধে হ্যমেধ্যদ্বারদূষিতে।
চর্ম্মকুণ্ডে যে রমন্তি তে লিপ্যন্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥
কৌটিল্যদম্ভসংযুক্তা সত্যশৌচবিবর্জ্জিতা।
কেনাপি নির্ম্মিতা নারী বন্ধনং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১৪ ॥

অভিন্ন অব্যয় মোক্ষস্বরূপ অমৃতময় আত্মাকে ত্যাগ করিয়া কাকই কুৎসিত নরকের প্রতি ধাবিত হয় ॥ ১০ ॥

বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা সদা স্ত্রীলোককে ত্যাগ করিবে; তাহা না করিলে তোমার স্বর্গ বা অপবর্গ অথবা হৃদয়ে আনন্দ থাকিবে না ॥ ১১ ॥

জানি না, কি জন্য মৃগলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে; তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকী এবং স্বর্গ ও মোক্ষ-সুখের অর্গলস্বরূপ জানিও ॥ ১২ ॥

মূত্র ও শোণিত দ্বারা দুর্গন্ধময়, অপবিত্রতা দ্বারা দূষিত চর্ম্মকুণ্ডে যাহারা রমণ করে, তাহারা যে পাপলিপ্ত হয়, ইহাতে আর সংশয় নাই ॥ ১৩ ॥

কৌটিল্য ও দম্ভসংযুক্ত, সত্য এবং শৌচ-বিবর্জ্জিত নারীজনকে কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? নারী সর্ব্বদেহীর বন্ধনস্বরূপ ॥ ১৪ ॥

ত্রৈলোক্যজননী ধাত্রী সা ভগী নরকো ধ্রুবম্।
তস্যাং জাতো রতস্তত্র হাহা সংসারসংস্থিতিঃ ॥ ১৫ ॥
জানামি নরকং নারীং ধ্রুবং জানামি বন্ধনম্।
যস্যাং জাতো রতস্তত্র পুনস্তত্রৈব ধাবতি ॥ ১৬ ॥
ভগাদি-কুচপর্য্যন্তং সংবিদ্ধি নরকার্ণবম্।
যে রমন্তি পুনস্তত্র তরন্তি নরকং কথম্॥ ১৭ ॥
বিষ্ঠাদিনরকং ঘোরং ভগঞ্চ পরিনির্ম্মিতম্।
কিমু পশ্যসি রে চিত্ত কথং তত্রৈব ধাবসি ? ১৮ ॥
ভগেন চর্ম্মকুণ্ডেন দুর্গন্ধেন ব্রণেন চ।
খণ্ডিতং হি জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ১৯ ॥

নারী ত্রৈলোক্যজননী ও ধাত্রী, পরন্তু সে নিশ্চয়ই নরক ; যাহাতে জন্ম হইয়াছে, তাহাতেই রত হওয়া, হাহা ! এ কি সংসারসংস্থিতি ! ১৫॥

নারীকে আমি নরক বলিয়া জানি, নারীকে বন্ধন বলিয়া নিশ্চয়ই মনে করি ; যাহা হইতে জন্ম, তাহাতেই রত, তাহাতেই ধাবমান ॥১৬॥

উৎপত্তিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কুচ পর্য্যন্ত সমুদয়কেই নরকসমুদ্র বলিয়া জানিও। যাহারা তাহাতে রমণ করে, তাহারা কিরূপে নরক উত্তীর্ণ হইবে ? ১৭ ॥

ভগ বিষ্ঠাদি ঘোর নরকরূপে নির্ম্মিত। রে চিত্ত ! তুমি কি তাহা দেখিতেছ না ? অতএব তথায় আবার কেন ধাবমান হও ? ১৮ ॥

সদেবাসুরমনুষ্য সমুদয় জগৎই দুর্গন্ধময়, ব্রণযুক্ত, চর্ম্মকুণ্ড যোনি দ্বারা খণ্ডিত রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

দেহার্ণবে মহাঘোরে পূরিতং চৈব শোণিতম্।
কেনাপি নির্ম্মিতা নারী ভগং চৈব অধোমুখম্? ২০ ॥
অন্তরে নরকং বিদ্ধি কৌটিল্যং বাহ্যমণ্ডিতম্।
ললিতামিহ পশ্যন্তি মহামন্ত্রবিরোধিনীম্॥ ২১ ॥
অজ্ঞাত্বা জীবিতং লব্ধং ভবন্তত্রৈব দেহিনাম্।
অহো জাতো রতস্তত্র অহো ভববিড়ম্বনা॥ ২২ ॥
তত্র মুগ্ধা রমন্তে চ সদেবাসুরমানবাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥ ২৩ ॥
অগ্নিকুণ্ডসমা নারী ঘৃতকুম্ভসমো নরঃ।
সংসর্গেণ বিলীয়েত তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ॥ ২৪ ॥

মহাঘোর দেহার্ণবে শোণিত পূর্ণ আছে। ইহাতে কে নারী ও অধোমুখ যোনিকে নির্ম্মাণ করিয়াছে? ২০ ॥

স্ত্রীজাতির অন্তর নরকময় এবং বাহ্যপ্রদেশ কৌটিল্য-পূর্ণ বলিয়া জানিও। পণ্ডিতগণ ললিতাগণকে মহামন্ত্রবিরোধিনী বলিয়া জানেন॥ ২১ ॥

দেহিগণ অজ্ঞানবশতঃ এই নারীজাতি হইতে জীবন লাভ করিয়া আবার তাহাতেই রত হয়; অহো, কি ভববিড়ম্বনা! ২২ ॥

সদেবাসুর-মানব এই স্ত্রীজাতিতে মুগ্ধ হইয়া ইহাতেই রমণ করে; যাহারা এইরূপ করে, তাহারা যে ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই॥ ২৩ ॥

নারীকে অগ্নিকুণ্ডের সমান ও পুরুষকে ঘৃতকুম্ভের তুল্য বলিয়া জানিও; সংসর্গ হইলেই বিলয় পাইতে হয়; অতএব নারীজাতিকে পরিত্যাগ করিবে॥ ২৪ ॥

গৌড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
চতুর্থী স্ত্রী-সুরা জ্ঞেয়া যয়েদং মোহিতং জগৎ ॥ ২৫ ॥
মদ্যপানং মহাপাপং নারীসঙ্গস্তথৈব চ।
তস্মাদ্দ্বয়ং পরিত্যজ্য তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেন্মুনিঃ ॥ ২৬ ॥
চিন্তাক্রান্তং ধাতুবদ্ধং শরীরং, নষ্টে চিত্তে ধাতবো যান্তি নাশম্।
তস্মাচ্চিত্তং সর্ব্বতো রক্ষণীয়ং, স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি ॥ ২৭ ॥
দত্তাত্রেয়াবধূতেন নির্ম্মিতানন্দরূপিণা।
যে পঠন্তি চ শৃণ্বন্তি তেষাং নৈব পুনর্ভবঃ ॥ ২৮ ॥
ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতায়ামবধূতগীতায়াং স্বামিকার্ত্তিকসংবাদে
স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী এই ত্রিবিধ সুরা আছে; কিন্তু স্ত্রী চতুর্থী সুরা, তদ্দ্বারা এই জগৎ মোহিত হইয়া আছে ॥ ২৫ ॥

মদ্যপান যেরূপ মহাপাপ, নারীসঙ্গও তদ্রূপ; অতএব মুনিজন এই দুইটি পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বনিষ্ঠ হইবেন ॥ ২৬ ॥

চিত্ত নষ্ট হইলে চিন্তাক্রান্ত ধাতুবদ্ধ শরীরও নষ্ট হইয়া যায়, এই কারণে চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত; চিত্ত সুস্থ থাকিলে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ॥ ২৭ ॥

আনন্দরূপী দত্তাত্রেয়াবধূত কর্ত্তৃক এই গীতা রচিত হইল, ইহা যাঁহারা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়-বিরচিত অবধূতগীতাতে স্বামিকার্ত্তিক-সংবাদে
স্বাত্মসংবিত্ত্যুপদেশে অষ্টমাধ্যায়।

ইতি দত্তাত্রেয়বিরচিত অবধূতগীতা সমাপ্ত।

ষড়্‌জ-গীতা

—০:*:০—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তবতি ভীষ্মে তু তূষ্ণীম্ভূতে যুধিষ্ঠিরঃ।
পপ্রচ্ছাবসথং গত্বা ভ্রাতৄন্ বিদুরপঞ্চমান্ ॥ ১ ॥
ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ লোকবৃত্তিঃ সমাহিতা।
তেষাং গরীয়ান্ কতমো মধ্যমঃ কো লঘুশ্চ কঃ। ২ ॥
কস্মিংশ্চাত্মা নিধাতব্যস্ত্রিবর্গবিজয়ায় বৈ।
সংহৃষ্টা নৈষ্ঠিকং বাক্যং যথাবদ্বক্তুমর্হথ ॥ ৩ ॥
ততোঽর্থগতিতত্ত্বজ্ঞঃ প্রথমং প্রতিভানবান্।
জগাদ বিদুরো বাক্যং ধর্ম্মশাস্ত্রমনুস্মরন্ ॥ ৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পিতামহ ভীষ্ম এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া নীরব হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজভবনে গমন করিয়া চারি ভ্রাতা এবং বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ১ ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের প্রভাববশতই লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু এই তিনের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান, কোন্‌টি মধ্যম এবং কোন্‌টি অপকৃষ্ট? ২ ॥

কামক্রোধাদি রিপুগণকে পরাভব করিবার জন্য কোন্‌টি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, এতদ্বিষয় যথাযথ বর্ণন কর ॥ ৩ ॥

অনন্তর প্রতিভাশালী বিদুর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মানুসারে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিদুর উবাচ।

বহুশ্রুত্যং তপস্ত্যাগঃ শ্রদ্ধা যজ্ঞক্রিয়া ক্ষমা।
ভাবশুদ্ধির্দ্দয়া সত্যং সংযমশ্চাত্মসম্পদঃ ॥ ৫ ॥
এতদেবাভিপদ্যস্ব মা তেঽভূচ্চলিতং মনঃ।
এতন্মূলৌ হি ধর্ম্মার্থাবেতদেকপদং হি মে ॥ ৬ ॥
ধর্ম্মেণৈবর্ষয়স্তীর্ণা ধর্ম্মে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ধর্ম্মেণ দেবা ববৃধুর্ধর্ম্মে চার্থঃ সমাহিতঃ ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মো রাজন গুণশ্রেষ্ঠো মধ্যমো হ্যর্থ উচ্যতে।
কামো যবীয়ানিতি চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৮ ॥

হে ধর্ম্মনন্দন! বহুল অধ্যয়ন, তপস্যার অনুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য এবং ইন্দ্রিয়সংযম এইগুলি ধর্ম্মের অমূল্য সম্পদ্ ॥ ৫ ॥

অতএব তোমাকে বলিতেছি, তুমি অবিচলিতচিত্তে ধর্ম্মই অবলম্বন কর, ধর্ম্মই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ ॥ ৬ ॥

ঋষিগণ একমাত্র ধর্ম্ম-বলেই সংসাররূপ সুদুস্তর সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদয় লোক একমাত্র ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (অন্য কথা কি) দেবগণও ধর্ম্মবলেই উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং অর্থও ধর্ম্মে সমাহিত রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

অর্থ একমাত্র ধর্ম্মেরই অনুগত। অতএব সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মই একমাত্র গুণশ্রেষ্ঠ। মনীষী ব্যক্তিরা একমাত্র ধর্ম্মকেই সর্ব্বপ্রধান অর্থকে মধ্যম এবং কামকে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

তস্মাদ্ধর্ম্মপ্রধানেন ভবিতব্যং যতাত্মনা।
তথা চ সর্ব্বভূতেষু বর্ত্তিতব্যং যথাত্মনি ॥ ৯ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সমাপ্তবচনে তস্মিন্নর্থশাস্ত্রবিশারদঃ।
পার্থো ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞো জগৌ বাক্যং প্রচোদিতঃ ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কর্ম্মভূমিরিয়ং রাজন্নিহ বার্ত্তা প্রশস্যতে।
কৃষির্বাণিজ্যগোরক্ষং শিল্পানি বিবিধানি চ ॥ ১১ ॥
অর্থ ইত্যেব সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামব্যতিক্রমঃ।
ন হ্যতেঽর্থেন বর্ত্তেতে ধর্ম্মকামাবিতি শ্রুতিঃ ॥ ১২ ॥
বিষয়ৈরর্থবান্ ধর্ম্মমারাধয়িতুমুত্তমম্।
কামঞ্চ চরিতুং শক্তো দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥ ১৩ ॥

অতএব তুমি সংযতচিত্তে নিয়তকাল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে থাক এবং নিজের আত্মার ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী হও ॥ ৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাভাগ বিদুরের কথাসমাপ্তির পর অর্থশাস্ত্র-বিশারদ ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অর্জ্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন ॥ ১০ ॥

রাজন্! ইহলোকই কর্ম্মভূমি, অতএব এ স্থানে বার্ত্তাই (কর্ম্মই) প্রশস্ত। কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও শিল্প প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই অর্থমূলক ॥ ১১ ॥

শ্রুতিই এই যে, অর্থ কর্ম্মসাধনের মূল-সাধন, অর্থ না হইলে ধর্ম্ম ও কাম লাভ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

অর্থবান্ মানব অর্থ দ্বারা অনায়াসে উত্তম ধর্ম্ম সমাধা করিতে

অর্থস্যাবয়বাবেতৌ ধর্ম্মকামাবিতি শ্রুতিঃ।
অর্থসিদ্ধ্যা বিনির্বৃত্তাবুভাবেতৌ ভবিষ্যতঃ॥ ১৪॥
তদ্গতার্থং হি পুরুষং বিশিষ্টতরযোনয়ঃ।
ব্রহ্মাণমিব ভূতানি সততং পর্য্যুপাসতে॥ ১৫॥
জটাজিনধরা দান্তাঃ পঙ্কদিগ্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
মুক্তা নিস্তন্তবশ্চাপি বসন্ত্যর্থার্থিনঃ পৃথক্॥ ১৬॥
কাষায়বসনাশ্চান্যে শ্মশ্রুলা হ্রীনিষেবিণঃ।
বিদ্বাংসশ্চৈব শান্তাশ্চ মুক্তাঃ সর্ব্বপরিগ্রহৈঃ॥ ১৭॥
অর্থার্থিনঃ সন্তি কেচিদপরে স্বর্গকাঙ্ক্ষিণঃ।
কুলপ্রত্যাগমাশ্চৈকে স্বং স্বং ধর্ম্মমনুষ্ঠিতাঃ॥ ১৮॥

পারে। এমন কি, অর্থসাহায্যে অতি হেয় ব্যক্তিরও অতি দুষ্প্রাপ্য কাম্যবিষয়ে সাফল্যলাভ হইয়া থাকে॥ ১৩॥

ধর্ম্ম ও কাম অর্থের অবয়বস্বরূপ, ইহাই শ্রুত হওয়া যায়। বাস্তবিক অর্থসিদ্ধি হইলেই সহজে উভয়কে লাভ করিতে পারা যায়॥ ১৪॥

সর্ব্বভূত যেমন ব্রহ্মার উপাসনা করে, তদ্রূপ বিশিষ্টবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ অর্থবান্ পুরুষকে সতত উপাসনা করিয়া থাকেন॥ ১৫॥

জটাজিনধারী, দান্ত, ভস্মদিগ্ধকলেবর, জিতেন্দ্রিয়, মুক্ত, দিগম্বর যতিরাও অর্থার্থী হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বিচরণ করেন॥ ১৬॥

বিদ্বান্, শান্তস্বভাব, লজ্জাশীল, মুক্ত পুরুষেরাও শ্মশ্রুধারী ও কাষায়বস্ত্রপরিধায়ী হইয়া অর্থের সেবা করিয়া থাকেন॥ ১৭॥

কেহ কেহ অর্থার্থী, কেহ কেহ বা স্বর্গাকাঙ্ক্ষী, কেহ কেহ বা কুলক্রমাগত ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা॥ ১৮॥

আস্তিকা নাস্তিকাশ্চৈব নিয়তাঃ সংযমেঽপরে।
অপ্রজ্ঞানং তমোভূতং প্রজ্ঞানন্তু প্রকাশিতা ॥ ১৯ ॥
ভৃত্যান্ ভোগৈর্দ্বিষো দণ্ডৈর্যো যোজয়তি সোঽর্থবান্।
এতন্মতিমতাং শ্রেষ্ঠ মতং মম যথাতথম্ ॥ ২০ ॥
অনয়োস্তু নিবোধ ত্বং বচনং বাক্যকণ্ঠয়োঃ ॥ ২১ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ধর্ম্মার্থকুশলৌ মাদ্রীপুত্রাবনন্তরম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ বাক্যং জগদতুঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

নকুলসহদেবাবূচতুঃ।

আসীনশ্চ শয়ানশ্চ বিচরন্নপি বা স্থিতঃ।
অর্থযোগং দৃঢ়ং কুর্য্যাদ্‌যোগৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ২৩ ॥

কেহ বা নাস্তিক, কেহ বা আস্তিক, কেহ বা সংযমী, কেহ বা অজ্ঞানী, কেহ বা জ্ঞানী ॥ ১৯ ॥

সংসারে এইরূপ বিচিত্র বিচিত্র পুরুষ বিদ্যমান আছেন, কিন্তু অর্থে প্রয়োজন নাই, এমন পুরুষ দেখা যায় না। যিনি ভরণীয় পোষ্যবর্গকে ভোগ দ্বারা প্রতিপালন করেন ও শত্রুগণকে দণ্ড দ্বারা শাসনে রাখেন, তিনিই যথার্থ অর্থবান্। ফলতঃ হে মতিমতাম্বর! ইহাই আমার মত ॥ ২০ ॥

মহারাজ! আমার যাহা অভিমত, তাহা বলিলাম, এক্ষণে নকুল ও সহদেবের বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ২১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মার্থকুশল মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব কহিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

হে মহারাজ! মনুষ্য আসীন, শয়ান, স্থিত বা বিচরণকারী হউক

অস্মিংস্তু বৈ বিনির্বৃত্তে দুর্লভে পরমপ্রিয়ে।
ইহ কামানবাপ্নোতি প্রত্যক্ষং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
যোঽর্থো ধর্ম্মেণ সংযুক্তো ধর্ম্মো যশ্চার্থসংবৃতঃ।
তদ্ধিত্বামৃতসংবাদং তস্মাদেতৌ মতাবিহ ॥ ২৫ ॥
অনর্থস্য ন কামোঽস্তি তথার্থোঽধর্ম্মিণঃ কুতঃ।
তস্মাদুদ্বিজতে লোকো ধর্ম্মার্থাদ্‌যো বহিষ্কৃতঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মাদ্ধর্ম্মপ্রধানেন সাধ্যোঽর্থঃ সংযতাত্মনা।
বিশ্বস্তেষু হি ভূতেষু কল্পতে সর্ব্বমেব হি ॥ ২৭ ॥

না কেন, সর্ব্বাবস্থায় নানা প্রকার উপায়ে অর্থ-সংস্থানে দৃঢ়তর যত্নবান্ হওয়া তাহার কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

মহারাজ! এই দুর্লভ প্রিয়পদার্থ অর্থ হস্তগত হইলে সংসারের সমুদয় কামনাই চরিতার্থ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ, ইহাতে আর সংশয় নাই ॥ ২৪ ॥

যে অর্থ ধর্ম্মসংযুক্ত ও যে ধর্ম্ম অর্থসংযুক্ত, তাহা অমৃত, ইহাই আমাদের মত ॥ ২৫ ॥

অর্থহীন ব্যক্তির কামনা কোথায়, অধর্ম্মী ব্যক্তিরই বা অর্থ কোথায়? এ হেতু যে বক্তি ধর্ম্মার্থবহিষ্কৃত, লোকে তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

অতএব সংযতাত্মা ব্যক্তিগণ প্রধান পদার্থ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া অর্থ-সাধন করিবেন। আমাদের এই বাক্যে যাহাদের আস্থা আছে, তাহারা সমুদয়ই লাভ করিতে পারে ॥ ২৭ ॥

ধর্ম্মং সমাচরেৎ পূর্ব্বং ততোঽর্থং ধর্ম্মসংযুতম্।
ততঃ কামং চরেৎ পশ্চাৎ সিদ্ধার্থঃ স হি তৎপরম্॥ ২৮ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিরেমতুস্তু তদ্বাক্যমুক্তা তাবশ্বিনীসুতৌ।
ভীমসেনস্তদা বাক্যমিদং বক্তুং প্রচক্রমে॥ ২৯ ॥

ভীমসেন উবাচ।

নাকামঃ কামযত্যর্থং নাকামো ধর্ম্মমিচ্ছতি।
নাকামঃ কামমানোঽস্তি তস্মাৎ কামো বিশিষ্যতে॥ ৩০ ॥
কামেন যুক্তা ঋষয়স্তপস্যেব সমাহিতাঃ।
পলাশফলমূলাদা বায়ুভক্ষ্যাঃ সুসংযতাঃ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বে ধর্ম্মাচরণ, পরে ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থোপার্জ্জন, পশ্চাৎ কামনার সাধন করা মানবের পক্ষে কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলে সিদ্ধকাম হওয়া যায়॥ ২৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নকুল ও সহদেব বিরত হইলে পর ভীমসেন তখন নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন॥ ২৯ ॥

ভীমসেন কহিলেন, কামনা না থাকিলে লোকে ধর্ম্ম বা অর্থ কিছুরই চেষ্টা করিত না, অথবা কামনাসাধনেরও প্রয়াস পাইত না; অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া গণ্য॥ ৩০ ॥

ফলমূলাশী, বায়ুভোজী, সংযতচিত্ত ঋষিগণ কামনা-সংযুক্ত হওয়াতেই সমাহিতমনে তপস্যা করিয়া থাকেন॥ ৩১ ॥

বেদোপবেদেষপরে যুক্তাঃ স্বাধ্যায়পারগাঃ।
শ্রাদ্ধযজ্ঞক্রিয়ায়াঞ্চ তথা দানপ্রতিগ্রহে ॥ ৩২ ॥
বণিজঃ কর্ষকা গোপাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা।
দৈবকর্ম্মকৃতশ্চৈব যুক্তাঃ কামেন কর্ম্মসু ॥ ৩৩ ॥
সমুদ্রং বা বিশন্ত্যন্যে নরাঃ কামেন সংবৃতাঃ।
কামো হি বিবিধাকারঃ সর্ব্বং কামেন সন্ততম্ ॥ ৩৪ ॥
নাস্তি নাসীন্নাভবিষ্যৎ ভূতং কামাত্মকাৎ পরম্।
এতৎ সারং মহারাজ ধর্ম্মার্থাবত্র সংস্থিতৌ ॥ ৩৫ ॥
নবনীতং যথা দধ্নস্তথা কামোঽর্থধর্ম্মতঃ।
শ্রেয়স্তৈলং হি পিণ্যাকাৎ ঘৃতং শ্রেয় উদশ্বিতঃ।
শ্রেয়ঃ পুষ্পফলং কাষ্ঠাৎ কামো ধর্ম্মার্থয়োর্ব্বরঃ ॥ ৩৬ ॥

কামনাপ্রভাবেই শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, দান, প্রতিগ্রহ, বেদ-উপবেদ-শিক্ষার পাঠ সমুদয়ই প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥

বণিক, কৃষক, গোপ, কারুকর, শিল্পী, দৈবকার্য্যকারী সকলেই কামনাপ্রভাবেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

কামপ্রভাবেই লোকে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছে, কামই বিবিধাকার ধারণ করিয়া জগৎকে ভ্রমণ করাইতেছে ও জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

কামনাশূন্য জীব থাকিতে পারে না—থাকিবে না বা ছিলও না। হে মহারাজ! কামনাই সার পদার্থ, ধর্ম্ম ও অর্থ ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

যেমন দধি অপেক্ষা নবনীত, পিণ্যাক অপেক্ষা তৈল, তক্র

পুষ্পতো মাধ্বীকরসঃ কাম আভ্যাং তথা স্মৃতঃ।
কামো ধর্ম্মার্থয়োর্যোনিঃ কামশ্চাথ তদাত্মকঃ ॥ ৩৭ ॥
নাকামতো ব্রাহ্মণাঃ স্বন্নমর্থান্নাকামতো দদতি ব্রাহ্মণেভ্যঃ।
নাকামতো বিবিধা লোকচেষ্টা, তস্মাৎ কামঃ প্রাক্ ত্রিবর্গস্য দৃষ্টঃ ॥৩৮॥
সুচারুবেশাভিরলঙ্কৃতাভির্ম্মদোৎকটাভিঃ প্রিয়দর্শনাভিঃ।
রমস্ব যোষাভিরুপেত্য কামং, কামো হি রাজন্ পরমো ভবেন্নঃ ॥৩৯॥
বুদ্ধির্ম্মমৈষা পরিখাস্থিতস্য, মা ভূদ্বিচারস্তব ধর্ম্মপুত্র।
স্যাৎ সংহিতং সদ্ভিরফল্‌গুসারং, মমেতি বাক্যং পরমানৃশংসম ॥ ৪০ ॥

অপেক্ষা ঘৃত, কাষ্ঠ অপেক্ষা পুষ্প ও ফল উৎকৃষ্ট, সেইরূপ ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেষ্ঠ পদার্থ ॥ ৩৬ ॥

পুষ্পের সার যেমন মধু, কাম তেমনই ধর্ম্মার্থের সার। কামই ধর্ম্মার্থের যোনি ও আত্মস্বরূপ ॥ ৩৭ ॥

কাম না থাকিলে কেহই উপাদেয় অন্ন গ্রহণ করেন না এবং কাম-বিহীন হইলে কেহই ব্রাহ্মণদিগকে দান করে না। কাম না থাকিলে বিবিধ চেষ্টা থাকে না, অতএব ধর্ম্ম এবং অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেষ্ঠ ॥৩৮॥

মহারাজ! আপনি কামপ্রভাবেই সুচারুবেশা, বিবিধ অলঙ্কার-বিভূষিতা, মদনোন্মত্তা, প্রিয়দর্শনা প্রমদাগণের সহিত বিহার করিতে থাকুন। কামই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষতাবিধান করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

হে ধর্ম্মনন্দন! আমার এইরূপ ধর্ম্মার্থকামের সিদ্ধান্তের প্রতি আপনি কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। বলিতে কি, সাধুগণ আমার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পরম অনৃশংস সারবাক্যের প্রতি অবশ্যই সমাদর করিবেন ॥ ৪০ ॥

ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা, যো হ্যেকভক্তঃ স নরো জঘন্যঃ।
তয়োস্তু দাক্ষ্যং প্রবদন্তি মধ্যং, স উত্তমো যোঽভিরতস্ত্রিবর্গে॥ ৪১॥
প্রাজ্ঞঃ সুহৃচ্চন্দনসারলিপ্তো বিচিত্রমাল্যাভরণৈরুপেতঃ।
ততো বচঃ সংগ্রহবিস্তরেণ, প্রোক্ত্বা বীরো বিররাম ভীমঃ॥ ৪২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো মুহূর্ত্তাদথ ধর্ম্মরাজো, বাক্যানি তেষামনুচিন্ত্য সম্যক্।
উবাচ বাচা বিতথং স্মরন্ বৈ, লব্ধশ্রুতাং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ॥ ৪৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নিঃসংশয়ং নিশ্চিতধর্ম্মশাস্ত্রাঃ, সর্ব্বে ভবন্তি বিদিতপ্রমাণাঃ।
বিজ্ঞাতুকামস্য মমেহ বাক্য-মুক্তং যদ্বৈ নৈষ্ঠিকং তৎ শ্রুতং মে॥
ইদং ত্ববশ্যং গদতো মমাপি, বাক্যং নিবোধধ্বমনন্যভাবাঃ॥ ৪৪॥

ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম সমস্তই তুল্যরূপে সেবনীয় বলিয়া জানিবেন। যে মানব উহার মধ্যে একটির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, সে অতীব জঘন্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ তিনটির মধ্যে যে মানব দুইটির প্রতি ভক্তিভাবসম্পন্ন হয়, তাহাকে সুদক্ষ এবং মধ্যমস্থানীয় বলা যাইতে পারে। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি বর্গের প্রতি সমভাবসম্পন্ন হন, তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ। চন্দনচর্চ্চিত-বিচিত্র-পুষ্পমালা-বিভূষিত, মহাবীর, প্রাজ্ঞ, হৃদয়বান্ ভীমসেন কামের এই প্রকার প্রশংসা করিয়া নীরব হইলেন॥ ৪১-৪২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পরম সুপণ্ডিত ধর্ম্মশীল ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের বাক্য ক্ষণকাল পর্য্যালোচনা করিয়া সমুদয় অসারবোধ হওয়াতে বলিলেন॥ ৪৩॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমরা সকলেই সংশয়রহিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের

যো বৈ ন পাপে নিরতো না পুণ্যে, নার্থে ন ধর্ম্মে মনুজো ন কামে।
বিমুক্তদোষঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনো, বিমুচ্যতে দুঃখসুখার্থসিদ্ধেঃ ॥ ৪৫ ॥
ভূতানি জাতিস্মরণাত্মকানি, জরাবিকারৈশ্চ সমন্বিতানি।
ভূয়শ্চ তৈস্তৈঃ প্রতিবোধিতানি, মোক্ষং প্রশংসন্তি ন তঞ্চ বিদ্মঃ ॥ ৪৬ ॥
স্নেহেন যুক্তস্য ন চাস্তি মুক্তিরিতি স্বয়ম্ভুর্ভগবানুবাচ।
বুধাশ্চ নির্ব্বাণপরা ভবন্তি, তস্মান্ন কুর্য্যাৎ প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ ॥ ৪৭ ॥
এতৎ প্রধানঞ্চ ন কামকারো, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।
ভূতানি সর্ব্বাণি বিধির্নিযুঙ্‌ক্তে, বিধির্ব্বলীয়ানিতি বিত্ত সর্ব্বে ॥ ৪৮ ॥
ন কর্ম্মণাপ্নোত্যনবাপ্যমর্থং, যদ্ভাবি তদ্বৈ ভবতীতি বিত্ত।
ত্রিবর্গহীনোঽপি হি বিন্দতেঽর্থং, তস্মাদহো লোকহিতায় গুহ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

প্রকৃত তাৎপর্য্যজ্ঞ হইয়াছ। তোমরা আমাকে যাহা বর্ণন করিলে, আমি তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অনন্যমনে শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥

যে মহাত্মা পাপ বা পুণ্যানুষ্ঠান করেন না, যিনি ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে যাঁহার সমান জ্ঞান, যিনি কোন দোষে লিপ্ত নন, তিনি সুখদুঃখ ও অর্থসিদ্ধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন ॥ ৪৫ ॥

ইহলোকে সমুদয় জীবই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও বিকারের বশীভূত। লোকে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি দুরতিক্রমণীয় যাতনায় বারংবার নিপীড়িত হইয়া মোক্ষেরই প্রভাব কীর্ত্তন করে ; কিন্তু মোক্ষ যে কি পদার্থ, তাহা আমরা জানি না। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যাহারা সংসারস্নেহে আবদ্ধ, তাহারা কদাপি মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না। আর যাঁহারা সাংসারিক সুখদুঃখকে অতিক্রম করেন, তাঁহারাই মুক্তিভাজন হন।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তদগ্র্যং বচনং মনোঽনুগং, সমস্তমাজ্ঞায় ততো হি হেতুমৎ।
তদা প্রণেমুশ্চ জহর্ষিরে চ তে, কুরুপ্রবীরায় চ প্রচক্রিরেঽঞ্জলিম্ ॥৫০॥
সুচারুবর্ণাক্ষরচারুভূষিতাং, মনোঽনুগাং নির্ধুতবাক্যকণ্টকাম্।
নিশম্য তাং পার্থিবপার্থভাষিতাং, গিরং নরেন্দ্রাঃ প্রশশংসুরেব তে ॥৫১॥
স চাপি তান্ ধর্ম্মসুতো মহামনাস্তদা প্রতীতান্ প্রশশংস বীর্য্যবান্।
পুনশ্চ পপ্রচ্ছ সরিদ্বরাসুতং, ততঃ পরং ধর্ম্মমহীনতেজসম্ ॥ ৫২ ॥

সমাপ্তেয়ং ষড়্জগীতা।

অতএব কাহাকেও প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করিতে নাই। আমি যাহা কহিলাম, ইহাই সার। বিধি কর্ত্তৃক যেরূপ নিযুক্ত হইয়াছি, আমি তাহাই করি। প্রকৃতপক্ষে দেখিলে এ সংসারে কেহই ইচ্ছানুসারে কার্য্যক্ষম নহে। বিধাতৃপ্রেরিত হইয়াই সকলে কার্য্য করিতেছে, ভগবান্ বিধাতা সমুদয় প্রাণীকেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব তিনিই বলবান্। ফলতঃ যখন ত্রিবর্গবিহীন হইয়াও মনুষ্য মুক্তি পাইতে পারে, তখন আমার মতে মোক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা অতিগুহ্য ও লোকহিতকর ॥ ৪৬-৪৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই তাঁহার যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে যার-পর-নাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অন্যান্য পার্থিবগণও ধর্ম্মরাজের সেই সুচারু বর্ণাক্ষরভূষিত, মনোনুগ, সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহামনা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির বিশ্বস্ত ভ্রাতা ও অন্তরঙ্গ আত্মীয়দিগের যথেষ্ট গৌরববর্দ্ধন করিলেন এবং পুনর্ব্বার গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে নীচজাতির ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন ॥ ৫০-৫২ ॥

ষড়্জ-গীতা সমাপ্ত।

হংস-গীতা

—০:※:০—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সত্যং দমং ক্ষমাং প্রজ্ঞাং প্রশংসন্তি পিতামহ।
বিদ্বাংসো মনুজা লোকে কথমেতন্মতং তব ॥ ১ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্ত্তয়িষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
সাধ্যানামিহ সংবাদং হংসস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ২ ॥
হংসো ভূত্বাথ সৌবর্ণস্ত্বজো নিত্যঃ প্রজাপতিঃ।
স বৈ পর্য্যেতি লোকাংস্ত্রীনথ সাধ্যানুপাগমৎ ॥ ৩ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন; এক্ষণে আপনার এ বিষয়ে মত কি, আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! এই বিষয়ে পূর্ব্বকালে সাধ্যগণের সহিত হংসের যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ২ ॥

কোন সময়ে ভগবান্ প্রজাপতি সুবর্ণময় হংসমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্যগণের সন্নিধানে উপনীত হইলেন ॥ ৩ ॥

সাধ্যা উচুঃ।

শকুনে বয়ং স্ম দেবা বৈ সাধ্যাস্ত্বামনুযুঙ্‌ক্ষ্মহে।
পৃচ্ছামস্ত্বাং মোক্ষধর্ম্মং ভবাংশ্চ কিল মোক্ষবিৎ॥ ৪॥
শ্রুতোঽসি ত্বং পণ্ডিতো ধীরবাদী, সাধুশব্দশ্চরতে তে পতত্রিন্।
কিং মন্যসে শ্রেষ্ঠতমং দ্বিজ ত্বং, কস্মিন্ মনস্তে রমতে মহাত্মন্॥ ৫॥
তন্নঃ কার্য্যং পক্ষিবর প্রশাধি, যৎকর্ম্মণাং মন্যসে শ্রেষ্ঠমেকম্।
যৎ কৃত্বা বৈ পুরুষঃ সর্ব্ববন্ধৈর্বিমুচ্যতে বিহগেন্দ্রেহ শীঘ্রম্॥ ৬॥

হংস উবাচ।

ইদং কার্য্যমমৃতাশাঃ শৃণোমি, তপো দমঃ সত্যমাত্মাভিগুপ্তিঃ।
গ্রন্থীন্ বিমুচ্য হৃদয়স্য সর্ব্বান্, প্রিয়াপ্রিয়ে স্বং বশমানয়ীত॥ ৭॥

সাধ্যগণ হংসকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বিহংগরাজ! আমরা সাধ্যদেব, তুমি মোক্ষধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, অতএব তোমার সন্নিধানে মোক্ষধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্ন করিতেছি॥ ৪॥

তুমি সুপণ্ডিত, ধীরবাদী এবং বচন-রচনায় সুদক্ষ; অতএব ইহলোকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ মনে কর? কিসে তোমার মন আনন্দিত হয়? ৫॥

তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ? কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণন কর। আমরা তাহার অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইব॥ ৬॥

হংসরূপী ভগবান্ প্রজাপতি (সাধ্যগণকে প্রণাম করিয়া) কহিলেন, দেবগণ! আমি জানিয়াছি, তপস্যা, দমগুণাবলম্বন, সত্যবাক্যপ্রয়োগ

নারুন্তুদঃ স্যান্ন নৃশংসবাদী, ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত।
যয়াস্য বাচা পর উদ্বিজেত, ন তাং বদেদুষতীং পাপলোক্যাম্॥ ৮ ॥
বাক্‌সায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি, যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি।
পরস্য না মর্ম্মসু তে পতন্তি, তান্ তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু॥৯॥
পরশ্চেদেনমতিবাদবাণৈর্ভৃশং বিধ্যেচ্ছম এবেহ কার্য্যঃ।
সংরোষ্যমাণঃ প্রতিহৃষ্যতে যঃ, স আদত্তে সুকৃতং বৈ পরস্য॥ ১০ ॥
ক্ষেপায়মাণমভিষঙ্গব্যলীকং, নিগৃহ্লাতি জ্বলিতং যশ্চ মন্যুম্।
অদুষ্টচেতা মুদিতোঽনসূয়ুঃ, স আদত্তে সুকৃতং বৈ পরেষাম্॥ ১১ ॥

ও চিত্তজয় করিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হয়। রাগাদি হৃদয়গ্রন্থি সমুদয় মোচন পূর্ব্বক প্রিয় বিষয়ের সংযোগে হর্ষ পরিত্যাগ করিবে এবং অপ্রিয় ঘটনা উপস্থিত হইলে বিমর্ষ হইবে না॥ ৭ ॥

এইরূপ সংযতভাব অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। মর্ম্মভেদী নৃশংস বাক্য কহিবে না এবং নীচব্যক্তির নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে না। যে বাক্য ব্যবহার করিলে অন্যলোক উদ্বেজিত ও পাপস্পৃষ্ট হয়, তাদৃশ অশুভ বাক্য কখন বলিবে না॥ ৮ ॥

মুখ হইতে বাক্য-শল্য বিনির্গত হইলে তদ্দারা দিবানিশি অনুতাপা-নলে দগ্ধ হইতে হয়। অতএব যাহাতে পরের মর্ম্মপীড়ন হয়, পণ্ডিত-গণের সর্ব্বতোভাবে তাদৃশ কুবাক্য পরিত্যাগ করা উচিত॥ ৯ ॥

ইতর ব্যক্তিরা যদি কখনও কটুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শান্তি অবলম্বন করিয়া তাহা ক্ষমা করিতে যত্নবান্ হইবে। অন্যে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিলে, যিনি ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক প্রশান্তভাব অবলম্বন করিতে পারেন, তিনি তৎকৃত পুণ্যেরও ভাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন॥ ১০-১১ ॥

আক্রুশ্যমানো ন বদামি কিঞ্চিৎ, ক্ষমাম্যহং তাড্যমানশ্চ নিত্যম্।
শ্রেষ্ঠং হ্যেতৎ যৎ ক্ষমামাহুরার্য্যাঃ, সত্যং তথৈবার্জ্জবমানৃশংস্যম্॥ ১২॥

বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্দমঃ।
দমস্যোপনিষন্মোক্ষং এতৎ সর্ব্বানুশাসনম্॥ ১৩॥

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং, বিধিৎসাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেদুদীর্ণান্, তং মন্যেহহং ব্রাহ্মণং বৈ মুনিঞ্চ॥১৪॥
অক্রোধনঃ ক্রুধ্যতাং বৈ বিশিষ্টস্তথাতিতিক্ষুরতিতিক্ষোর্বিশিষ্টঃ।
অমানুষান্মানুষো বৈ বিশিষ্টস্তথাজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানবিদ্বৈ বিশিষ্টঃ॥ ১৫॥

আক্রুশ্যমানো নাক্রুশ্যেৎ মন্যুরেনং তিতিক্ষতঃ।
আক্রোষ্টারং নির্দ্দহতি সুকৃতং চাস্য বিন্দতি॥ ১৬॥

কেহ আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে তৎপ্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুপুরুষেরা ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও অনৃশংসতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ১২॥

বেদের উপনিষদ্ সত্য-ব্যবহার এবং সত্যের উপনিষদ্ দম। দমের উপনিষদ্ মোক্ষ, এই সমস্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছ॥ ১৩॥

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধবেগ, বিধিৎসার বেগ, উদর ও উপস্থবেগ এই সকল বেগ যিনি সহ্য করিতে পারেন, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং মুনি বলিয়া পূজিত হন॥ ১৪॥

ক্রোধপরায়ণ অপেক্ষা অক্রোধী, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান ব্যক্তি অপেক্ষা জ্ঞানবান্ মানব শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হন॥ ১৫॥

কেহ ক্রোধ প্রকাশ করিলে যিনি তৎপ্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, প্রত্যুত হর্ষভাব প্রদর্শন করেন, তিনি এই আক্রোশকারীর সমস্ত

যো নাত্যুক্তঃ প্রাহ রুক্ষং প্রিয়ং বা, যো বা হতো ন প্রতিহন্তি ধৈর্য্যাৎ।
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্তুস্তস্যেহ দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যম্ ॥ ১৭ ॥

পাপীয়সঃ ক্ষমেতৈব শ্রেয়সঃ সদৃশস্য চ।
বিমানিতা হতোৎক্রুষ্ট এবং সিদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

সদাহমার্য্যান্ নিভৃতোঽপ্যুপাসে, ন মে বিধিৎসোৎসহতে ন রোষঃ।
ন চাপ্যহং লিপ্সমানঃ পরৈমি, ন চৈব কিঞ্চিৎ বিষয়েণ যামি ॥ ১৯ ॥

নাহং শপ্তঃ প্রতিশমাপি কিঞ্চিৎ, দমং দ্বারং হ্যমৃতস্যেহ বেদ্মি।
গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বা ব্রবীমি, ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ॥ ২০ ॥

পুণ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। অন্য কথা কি, আক্রোশ-কর্ত্তাকে প্রতিনিয়ত কুকার্য্য-নিবন্ধন মনস্তাপে দগ্ধ হইতে হয় ॥ ১৬ ॥

অন্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে যিনি তৎপ্রতি কটূক্তি না করেন, স্তুতিবাদ করিলে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, প্রহার করিলে প্রতিপ্রহার বা প্রহারকর্ত্তার অনিষ্টবাসনা না করেন, তিনিই দেবতাদিগের সালোক্য প্রাপ্ত হন ॥ ১৭ ॥

যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি পাপাত্মা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন ॥ ১৮ ॥

আমার সমুদয় বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি সাধুসেবা আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, আমার কার্য্যে রোষের লেশমাত্র নাই। আমি ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই এবং ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কাহারও নিকট যাচ্ঞা করি নাই ॥ ১৯ ॥

আমাকে কেহ অভিসম্পাত করিলে আমি তাহাকে প্রতিশাপ দিই না। দমগুণই পুণ্যের দ্বারস্বরূপ বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি জানি, মানব অপেক্ষা কোন জন্তুই প্রধান নহে ॥ ২০ ॥

নির্মুচ্যমানঃ পাপেভ্যো ঘনেভ্য ইব চন্দ্রমাঃ।
বিরজাঃ কালমাকাঙ্ক্ষন্ ধীরো ধৈর্য্যেণ সিধ্যতি ॥ ২১ ॥
যঃ সর্ব্বেষাং ভবতি হৃর্চ্চনীয়, উৎসেধনস্তম্ভ ইবাভিজাতঃ।
তস্মৈ বাচং সুপ্রসন্নাং বদন্তি, স বৈ দেবান্ গচ্ছতি সংযতাত্মা ॥ ২২ ॥
ন তথা বক্তুমিচ্ছন্তি কল্যাণান্ পুরুষে গুণান্।
যথৈষাং বক্তুমিচ্ছন্তি নৈর্গুণ্যমনুযুঞ্জকাঃ ॥ ২৩ ॥
যস্য বাঙ্মনসী গুপ্তে সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
বেদাস্তপশ্চ ত্যাগশ্চ স ইদং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥
আক্রোশনাবমানাভ্যাং নাবুধান্ গর্হয়েদ্বুধঃ।
তস্মান্ন বর্দ্ধয়েদন্যং ন চাত্মানং বিহিংসয়েৎ ॥ ২৫ ॥

ধীরপুরুষ মেঘমালাবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন এবং আপন ধৈর্য্যগুণের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। যাবতীয় লোক যাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়া থাকে, প্রিয়বাক্য ব্যবহার করাতে সকল লোকেই যাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে, সেই সংযতাত্মা অনায়াসে দেবলোকে গমন করিতে পারেন ॥ ২১-২২ ॥

স্পর্দ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ মানুষের দোষ দর্শন করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে যেমন ব্যগ্র হয়, গুণভাগ গ্রহণ করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে সেইরূপ ইচ্ছুক হয় না ॥ ২৩ ॥

যিনি বাক্য এবং মনকে সংযত করিয়া সর্ব্বদাই ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি অনায়াসে বেদ, তপস্যা এবং নানাবিধ ফল লাভ করিতে পারেন ॥ ২৪ ॥

অজ্ঞান লোকেরা আক্রোশ প্রদর্শন অথবা অপমানসূচক বাক্য

অমৃতস্যেব সংতৃপ্যেদবমানস্য পণ্ডিতঃ।
সুখং হ্যবমতং শেতে যোঽবমন্তা স নশ্যতি ॥ ২৬ ॥
যৎ ক্রোধনো যজতি যদ্দদাতি, যদ্বা তপস্তপ্যতি যজ্জুহোতি।
বৈবস্বতস্তদ্ধরতোঽস্য সর্ব্বং, মোঘঃ শ্রমো ভবতি হি ক্রোধনস্য ॥২৭॥
চত্বারি যস্য দ্বারাণি সুগুপ্তান্যমরোত্তমাঃ।
উপস্থমুদরং হস্তৌ বাক্ চতুর্থী স ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৮ ॥
সত্যং দমং হ্যার্জ্জবমানৃশংস্যং, ধৃতিং তিতিক্ষাঞ্চ সংসেবমানঃ।
স্বাধ্যায়যুক্তোঽস্পৃহয়ন্ পরেষামেকান্তশীলূর্দ্ধগতির্ভবেৎ সঃ ॥ ২৯ ॥

প্রয়োগ করিলেও জ্ঞানী লোকেরা তাহার প্রতি হিংসা বা ক্রোধ প্রকাশ করেন না, আত্মার ও অন্য ব্যক্তির হিংসা করা অকর্ত্তব্য ॥ ২৫ ॥

পণ্ডিতেরা আপনাকে অমৃত তুল্য জ্ঞান করেন এবং পরমসুখে সুনিদ্রা সম্ভোগ করেন, কিন্তু অবমানকারীকে অবমাননা জন্য অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয় ॥ ২৬ ॥

ক্রোধপরায়ণ হইয়া দান, যজ্ঞ এবং হোমাদি করিলে যম স্বয়ং ঐ সমুদয়ের ফল হরণ করিয়া লইয়া যায়, সুতরাং কোপনস্বভাব মানবগণের সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

হে অমরোত্তমগণ! উদর, উপস্থ, হস্ত এবং বাক্য, এই চারিটি যাঁহার সুরক্ষিত আছে, তাঁহাকেই ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়নিরত এবং পরবস্তুতে স্পৃহাশূন্য ও সৎস্বভাব-বিশিষ্ট; যে ব্যক্তি সত্য, দম, সরলতা, অনৃশংসতা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি স্বর্গলোকের অধিকারী হন ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বাংশ্চৈনানুচরন্ বৎসবচ্চতুরঃ স্তনান্।
ন পাবনতমং কিঞ্চিৎ সত্যাদধ্যগমং ক্বচিৎ ॥ ৩০ ॥
আচক্ষেঽহং মানুষেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রতিসঞ্চরন্।
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব ॥ ৩১ ॥
যাদৃশৈঃ সন্নিবসতি যদৃশাংশ্চোপসেবতে।
যাদৃগিচ্ছেচ্চ ভবিতং তাদৃগ্ ভবতি পূরুষঃ ॥ ৩২ ॥
যদি সন্তং সেবতি যদ্যসন্তং, তপস্বিনং যদি বা স্তেনমেব।
বাসো যথা রঙ্গবশং প্রয়াতি, তথা স তেষাং বশমভ্যুপৈতি ॥ ৩৩ ॥

বৎস যেমন গাভীর চারি স্তন হইতে দুগ্ধপান করে, তদ্রূপ সত্য, দম, ক্ষমা, প্রজ্ঞা, এই চারিটি গুণে অনুরক্ত হওয়া মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ৩০ ॥

সত্যের তুল্য পবিত্র পদার্থ জগতে আর কিছুই নাই। আমি সুরলোক ও মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং উহার বলেই বলিতেছি যে, অর্ণবযান যেমন সমুদ্রপারে গমনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ, সত্যই স্বর্গযাত্রার তদ্রূপ একমাত্র সোপান, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

যে যেরূপ লোকের সহিত বাস করে, যে প্রকার লোকের উপাসনা করিয়া থাকে এবং যেরূপ হইবার আশা করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২ ॥

সাধুকে বা অসাধুকে অথবা তপস্বীকে বা চৌরকে যদি সেবা করা যায়, তাহা হইলে বস্ত্র যে বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, যেমন সেই বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উক্ত সেবাকারী সেব্যের বশীভূত হইয়া তৎস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

সদা দেবাঃ সাধুভিঃ সংবদন্তে, মানুষং বিষয়ং যান্তি দ্রষ্টুম্।
নেন্দুঃ সমঃ স্যাদসমো হি বায়ুরুচ্চাবচং বিষয়ং যঃ স বেদ ॥ ৩৪ ॥
অদুষ্টং বর্ত্তমানে তু হৃদয়ান্তরপুরুষে।
তেনৈব দেবাঃ প্রিয়ন্তে সতাং মার্গস্থিতেন বৈ ॥ ৩৫ ॥
শিশ্নোদরে যে নিরতাঃ সদৈব, স্তেনা নরা বাক্‌পরুষাশ্চ নিত্যম্।
অপেতদোষানপি তান্ বিদিত্বা, দূরাদ্দেবাঃ সংপরিবর্জ্জয়ন্তি ॥ ৩৬ ॥
ন বৈ দেবা হীনসত্ত্বেন তোষ্যাঃ, সর্ব্বাশিনা দুষ্কৃতকর্ম্মণা বা।
সত্যব্রতা যে তু নরাঃ কৃতজ্ঞা, ধর্ম্মে রতাস্তৈঃ সহ সংভজন্তে ॥ ৩৭ ॥
অব্যাহৃতং ব্যাহৃতাচ্ছ্রেয় আহুঃ, সত্যং বদেদ্ব্যাহৃতং তদ্দ্বিতীয়ম্।
ধর্ম্মং বদেদ্ব্যাহৃতং তত্তৃতীয়ং, প্রিয়ং বদেদ্ব্যাহৃতং তচ্চতুর্থম্ ॥ ৩৮ ॥

দেবতারা নিয়তই সাধুদিগের সহিত সম্ভাষণ করেন। সাধুপুরুষেরা এ জন্য লৌকিক সম্পদ্ দর্শনের লালসা করেন না। যিনি যাবতীয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সাধুপুরুষ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন, বায়ু, চন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার অনুরূপ নহে ॥ ৩৪ ॥

যে ব্যক্তির হৃদয়স্থ জীব রাগদ্বেষাদিদোষপরিশূন্য হয়, দেবগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন ॥ ৩৫ ॥

শিশ্নোদরপরায়ণ, তস্কর ও অপ্রিয়ভাষী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দেবতারা তাহা গ্রহণ করেন না। নীচবুদ্ধি সর্ব্বভোজী দুষ্কার্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোনও প্রকারেই দেবতাদিগের তুষ্টি জন্মাইতে সমর্থ হয় না। সত্যপরায়ণ কৃতজ্ঞ ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ দেবতাদিগের সহিত সম্মিলিত হন ও তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৩৬-৩৭ ॥

বহুভাষী অপেক্ষা মৌন অবলম্বন শ্রেয়ঃ, যদি কথা কহিতে হয়, তবে সত্যকথনই সঙ্গত, কিন্তু ধর্ম্ম ও সত্যসংমিশ্রিত বাক্যই সর্ব্বাপেক্ষা

সাধ্যা উচুঃ।

কেনায়মাবৃতো লোকঃ কেন বা ন প্রকাশতে।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

হংস উবাচ।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকো মাৎসর্য্যান্ন প্রকাশতে।
লোভাত্ত্যজতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

সাধ্যা উচুঃ।

কঃ স্বিদেকো রমতে ব্রাহ্মণানাং, কঃ স্বিদেকো বহুভির্জোষমাস্তে।
কঃ স্বিদেকো বলবান্ দুর্বলোঽপি, কঃ স্বিদেষাং কলহং নান্ববৈতি ॥ ৪১ ॥

শ্রেয়স্কর। যদি ধর্ম্মসঙ্গত শ্রেয়োবাক্য প্রিয় হয়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার তুল্য শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই ॥ ৩৮ ॥

সাধ্যগণ কহিলেন, হে বিহগরাজ! কোন্ পদার্থে এই সংসার আবৃত রহিয়াছে এবং কোন্ কারণেই বা অপ্রকাশিত থাকে, কি জন্যই বা লোকে মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং কি হেতুতেই বা স্বর্গে গমন করিতে পারগ হয় না, আমার নিকট এই সমস্ত বর্ণন করুন ॥ ৩৯ ॥

হংস কহিলেন, মানবগণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, মাৎসর্য্যলোভে আকৃষ্ট হইয়া অপ্রকাশিত থাকে এবং লোভ বশতঃ তাহারা মিত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, সংসর্গদোষেই তাহাদিগের স্বর্গ-প্রাপ্তি ঘটে না ॥ ৪০ ॥

সাধ্যগণ কহিলেন, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সর্ব্বদা কে পরিতৃপ্ত হইয়া আছেন? কেই বা মৌনী হইয়াও বহুবিধ লোকের সহিত বাস করিতে পারগ হন? কোন্ ব্যক্তি বলহীন হইয়াও বলবান্ বলিয়া গণিত হন,

হংস উবাচ।

প্রাজ্ঞ একো রমতে ব্রাহ্মণানাং, প্রাজ্ঞশ্চৈকো বহুভির্জোষমাস্তে।
প্রাজ্ঞ একো বলবান্ দুর্ব্বলোঽপি, প্রাজ্ঞ এষাং কলহং নান্বেতি ॥ ৪২ ॥

সাধ্যা উচুঃ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কিঞ্চ সাধুত্বমুচ্যতে।
অসাধুত্বঞ্চ কিং তেষাং কিমেষাং মানুষং মতম্॥ ৪৩ ॥

হংস উবাচ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং ব্রতং সাধুত্বমুচ্যতে।
অসাধুত্বং পরীবাদো মৃত্যুর্মানুষ্যমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

কেহই বা কাহারও সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, ইহা আমাদের নিকটে বর্ণন করুন ॥ ৪১ ॥

হংস কহিলেন, সাধ্যগণ! ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সতত পরিতৃপ্ত থাকেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই মৌনী হইয়া বহুলোকের সহিত বাস করিতে পারেন, প্রাজ্ঞ লোক বলহীন হইলেও বলবান্ বলিয়া গণ্য হন এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই কদাপি কাহার সহিত বিরোধ করেন না ॥ ৪২ ॥

সাধ্যগণ জিজ্ঞাসিলেন, বিহগরাজ, ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি, সাধুত্বই বা কি, অসাধুত্ব এবং মনুষ্যত্বই বা কি, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৪৩ ॥

তখন হংসরূপী ব্রহ্মা কহিলেন, হে সাধ্যগণ! স্বাধ্যায়পাঠ ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব, ব্রতাচরণ তাঁহাদের সাধুত্ব, অপবাদ উঁহাদের অসাধুত্ব এবং মৃত্যুভাবাপন্ন হওয়া উঁহাদের মনুষ্যত্ব ॥ ৪৪ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

সংবাদ ইত্যয়ং শ্রেষ্ঠঃ সাধ্যানাং পরিকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষেত্রং বৈ কর্ম্মণাং যোনিঃ সদ্ভাবঃ সত্যমুচ্যতে॥ ৪৫ ॥

সমাপ্তেয়ং হংসগীতা।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট হংস ও সাধ্যগণের উৎকৃষ্ট কথোপকথন কীর্ত্তন করিলাম। জানিও, সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রই কর্ম্মের যোনিস্বরূপ; সকলের সহিত সদ্ভাবই সত্যরূপে উক্ত হইয়া থাকে॥ ৪৫ ॥

হংস-গীতা সমাপ্ত।

মঙ্কি-গীতা

—০:*:০—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ঈহমানঃ সমারম্ভান্ যদি নাসাদয়েদ্ধনম্।

ধনতৃষ্ণাভিভূতশ্চ কিং কুর্ব্বন্ সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

সর্ব্বসাম্যমনায়াসং সত্যবাক্যঞ্চ ভারত।

নির্ব্বেদশ্চাবিধিৎসা চ যস্য স্যাৎ স সুখী নরঃ ॥ ২ ॥

এতান্যেব পদান্যাহুঃ পঞ্চ বৃদ্ধাঃ প্রশান্তয়ে।

এষ স্বর্গশ্চ ধর্ম্মশ্চ মোক্ষশ্চানুত্তমং মতম্ ॥ ৩ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি ধনতৃষ্ণাভিভূত কোন ব্যক্তি কৃষিকার্য্য এবং বাণিজ্য করিয়া ধনলাভ করিতে অপরাগ হয়, তবে তাহার কি উপায়ে সুখলাভ হইতে পারে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা আমার নিকটে বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি সত্যবাক্, অনায়াস, সর্ব্ববিষয়ে সাম্য, বৈরাগ্য ও কর্ম্মানুষ্ঠানে বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী ॥ ২ ॥

পণ্ডিতেরা এই পাঁচ বিষয়কে সুখের এবং মোক্ষলাভের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহারাই স্বর্গ এবং উৎকৃষ্ট সুখের সোপানস্বরূপ হইতেছে ॥ ৩ ॥

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
নির্ব্বেদান্মঙ্কিনা গীতং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৪ ॥
ঈহমানো ধনং মঙ্কির্ভগ্নেহশ্চ পুনঃ পুনঃ।
কেনচিদ্ধনশেষেণ ক্রীতবান্ দম্যগোযুগম ॥ ৫ ॥
সুসংবদ্ধৌ তু তৌ দম্যৌ দমনায়াভিনিঃসৃতৌ।
আসীনমুষ্ট্রং মধ্যেন সহসৈবাভ্যধাবতাম্ ॥ ৬ ॥
তয়োঃ সম্প্রাপ্তয়োরুষ্ট্রঃ স্কন্ধদেশমমর্ষণঃ।
উত্থায়োৎক্ষিপ্য তৌ দম্যৌ প্রসসার মহাজবঃ ॥ ৭ ॥
হ্রিয়মাণৌ তু তৌ দম্যৌ তেনোষ্ট্রেণ প্রমাথিনা।
ম্রিয়মাণৌ চ সংপ্রেক্ষ্য মঙ্কিস্তত্রাব্রবীদিদম্ ॥ ৮ ॥

হে যুধিষ্ঠির! আমি এতদুপলক্ষে তোমার সন্নিধানে একটি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে মঙ্কি এই গীতা বর্ণন করেন ॥ ৪ ॥

বারংবার ধনলাভের চেষ্টা করিয়াও মঙ্কি কোন প্রকারে কামনা সফল করিতে পারেন নাই। তিনি অবশেষে কোন উপায়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিলেন এবং তদ্দ্বারা দুইটি গোবৎস ক্রয় করিলেন ॥ ৫ ॥

মঙ্কির সেই দুইটি গোবৎস পরম যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। একদা হতভাগ্য মঙ্কি উহাদিগকে ক্ষেত্রকর্ষণের উপযুক্ত মনে করিয়া যুগ-কাষ্ঠে যোজিত করত ক্ষেত্র অভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে একটি উষ্ট্রকে দেখিতে পাইয়া উহারা ভয়ে বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক মহাবেগে সেই উষ্ট্রের স্কন্ধে পতিত হইল। উষ্ট্র উহাতে যার-পর-নাই ক্রোধপরবশ হইয়া গাত্রোত্থান করত তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষেপণ করিতে করিতে মহাবেগে গমন

ন চৈবাবিহিতং শক্যং দক্ষেণাপীহিতুং ধনম্।
যুক্তেন শ্রদ্ধয়া সম্যগীহাং সমনুতিষ্ঠতা ॥ ৯ ॥
কৃতস্য পূর্ব্বং চানর্থৈর্যুক্তস্যাপ্যনুতিষ্ঠতঃ।
ইমং পশ্যত সঙ্গত্যা মম দৈবমুপপ্লবম্ ॥ ১০ ॥
উদ্যম্যোদ্যম্য মে দম্যৌ বিষমে নৈব গচ্ছতঃ।
উৎক্ষিপ্য কাকতালীয়মুৎপথেনৈব ধাবতঃ ॥ ১১ ॥
মণীবোষ্ট্রস্য লম্বতে প্রিয়ৌ বৎসতরৌ মম।
শুদ্ধং হি দৈবমেবেদং হঠেনৈবাস্তি পৌরুষম্ ১২ ॥
যদি বাপ্যুপপদ্যেত পৌরুষং নাম কর্হিচিৎ।
অন্বিষ্যমাণং তদপি দৈবমেবাবতিষ্ঠতে ॥ ১৩ ॥

করিতে লাগিল। তখন মঙ্কি বৎসদ্বয়কে উষ্ট্র কর্তৃক এইরূপে ম্রিয়মাণ ও হ্রিয়মাণ দেখিয়া বলিলেন ॥ ৬-৮ ॥

যে অর্থ দৈব দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিগণ যত্ন সহকারে চেষ্টা করিলেও তাহা পাইতে পারেন না। আমি নানা প্রকার যত্ন করিয়া পরিশেষে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া এই বৎসদ্বয় কিনিয়াছিলাম, ইহাতে ধন-লাভের বাসনাও করিয়াছিলাম। এক্ষণে এ বিষয়েও এই দুর্য্যোগ উপস্থিত; দেখিতেছি, আমার প্রিয় এই বৎস দুইটি উষ্ট্রের তাড়নে উৎক্ষিপ্ত মণিদ্বয়ের ন্যায় বারংবার উৎক্ষিপ্ত হইতেছে এবং লম্বমান হইয়া যাইতেছে; দৈব ভিন্ন এই দুর্ঘটনার অন্যবিধ কারণ নাই। সুতরাং পুরুষকার এই ক্ষেত্রে কোনই কার্য্যকর হইতে পারিতেছে না ৯-১২ ॥

কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষকারের অস্তিত্ব দেখায় বটে, কিন্তু বিশেষ চিন্তা

তস্মান্নির্ব্বেদ এবেহ গন্তব: সুখমিচ্ছতা।
সুখং স্বপিতি নির্ব্বিণ্ণো নিরাশশ্চার্থসাধনে ॥ ১৪ ॥
অহো সম্যক্ শুকেনোক্তং সর্ব্বত: পরিমুচ্যতা।
প্রতিষ্ঠতা মহারণ্যং জনকস্য নিবেশনাৎ ॥ ১৫ ॥
য: কামানাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥ ১৬ ॥
নান্তং সর্ব্ববিধিৎসানাং গতপূর্ব্বোঽস্তি কশ্চন।
শরীরে জীবিতে চৈব তৃষ্ণা মন্দস্য বর্দ্ধতে ॥ ১৭ ॥

করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাও যে দৈবের অধীন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৩ ॥

যাহা হউক, যাহার সুখলাভের বাসনা আছে, তাহার বৈরাগ্য আশ্রয় করাই প্রধান উপায়। যিনি বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করেন, তিনি একেবারে অর্থসাধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে পারেন ॥ ১৪ ॥

মহাত্মা শুকদেব সর্ব্বত্যাগী হইয়া যৎকালে পিতৃভবন হইতে বনে গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে বলিয়াছিলেন, যিনি ক্রমে ক্রমে কামনার বস্তু প্রাপ্ত হন এবং যিনি একে একে কাম্যবস্তু পরিত্যাগ করেন, ইঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে যিনি কাম্যবস্তু ত্যাগ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন ॥ ১৫-১৬ ॥

প্রাচীনকালে কেহই ভোগাভিলাষের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই শরীর ও জীবনরক্ষার্থ যত্নবান্ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

নিবর্ত্তস্ব বিধিৎসাভ্যঃ শাম্যং নির্বিদ্য কামুক।
অসকৃচ্ছাসি নিকৃতো ন চ নির্বিদ্যসে ততঃ ॥ ১৮ ॥
যদি নাহং বিনাশ্যস্তে যদ্যেবং রমসে ময়া।
মা মাং যোজয় লোভেন বৃথা ত্বং বিত্তকামুক ॥ ১৯ ॥
সঞ্চিতং সঞ্চিতং দ্রব্যং নষ্টং তব পুনঃ পুনঃ।
কদাচিন্মোক্ষ্যসে মূঢ় ধনেহাং ধনকামুক ॥ ২০ ॥
অহো নু মম বালিশ্যং যোঽহং ক্রীড়নকস্তব।
কিং নৈবং জাতু পুরুষঃ পরেষাং প্রেষতামিয়াৎ ॥ ২১ ॥
ন পূর্ব্বে ন পরে জাতু কামানামন্তমাপ্নুবন্।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বসমারম্ভান্ পূর্ব্বং জাগৃমি কেবলম্ ॥ ২২ ॥

হে অর্থলোভপরবশ মন ! তুমি আশা ত্যাগ কর এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শান্তি লাভ কর। তুমি পূর্ব্ব হইতে বার বার আশা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছ, তথাপি তোমার বৈরাগ্যভাব জন্মিল না ; যদি আমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা না থাকে, যদি আমার সহিত ক্রীড়া করিতে চাও, তবে আমাকে বৃথা ধনলোভ প্রদর্শন করিও না। বার বার অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও তাহা রক্ষা করিতে পার না, তথাপি তোমার অর্থতৃষ্ণার বিরাম হইতেছে না ॥ ১৮-২০ ॥

যাহা হউক, এখন যে ঐ তৃষ্ণা দূরীভূত হইবে, তাহাও জানি না। হায়, আমি কি নির্ব্বোধ ! আমি এক্ষণে তোমার খেলার পাত্র হইয়া আছি এবং এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি ; জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে বা পরে কি কোনও ব্যক্তি আশা-সমুদ্রের পরপার হয় নাই ? অতএব আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলে

নূনং তে হৃদয়ং কাম বজ্রলেপসমং দৃঢ়ম্।
যদনর্থশতাবিষ্টং শতধা ন বিদীর্য্যতে ॥ ২৩ ॥
জানামি কাম ত্বাং চৈব যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রিয়ং তব।
তবাহং প্রিয়মন্বিচ্ছন্ নাত্মন্যুপলভে সুখম্ ॥ ২৪ ॥
কাম জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাৎ কিল জায়সে।
ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি ॥ ২৫ ॥
ঈহা ধনস্য ন সুখা লব্ধা চিন্তা চ ভূয়সী।
লব্ধনাশে যথা মৃত্যুর্লব্ধং ভবতি বা ন বা ॥ ২৬ ॥

পরের অধীন হইতে হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সমুদয় ত্যাগ করাতে আমার মোহনিদ্রাভঙ্গ হইল ॥ ২১-২২ ॥

হে কাম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তোমার হৃদয় বজ্র সদৃশ কঠিন। নচেৎ বার বার কত শত আঘাত পাইতেছ, তথাপি তুমি ভগ্ন হইতেছ না কেন? ৩॥

হে কাম! আমি তোমার এবং তোমার প্রিয় পদার্থের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছি। আমি প্রিয়পদার্থের কামনাবশতঃ পরমাত্মা হইতে সুখ লাভ করিব। তুমি মানসিক কল্পনায় উৎপন্ন হইয়াছ। আমি যদি সে কল্পনাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, তুমি সমূলে উন্মুলিত হইবে ॥ ২৪-২৫ ॥

অর্থস্পৃহা কদাচ সুখকরী নহে। অর্থ লাভ করিতে হইলে, দুরূহ কষ্ট সহ্য করিতে হয়। আবার অর্থ হস্তগত হইলে সর্ব্বদা চিন্তাকুল হইতে হয়। দৈবাৎ অধিক অর্থ বিনষ্ট হইলে মৃত্যুতুল্য ভয়ানক মনস্তাপ জন্মে ॥ ২৬ ॥

পরিত্যাগে ন লভতে ততো দুঃখতরং নু কিম্।
ন চ তুষ্যতি লব্ধেন ভূয় এব চ মার্গতি ॥ ২৭ ॥
অনুতর্ষুল এবার্থঃ স্বাদু গাঙ্গমিবোদকম্।
মদ্বিলাপনমেতত্তু প্রতিবুদ্ধোঽস্মি সংত্যজ ॥ ২৮ ॥
য ইমং মামকং দেহং ভূতগ্রামঃ সমাশ্রিতঃ।
স যাত্বিতো যথাকামং বসতাং বা যথাসুখম্ ॥ ২৯ ॥
ন যুষ্মাস্বিহ মে প্রীতিঃ কামলোভানুসারিষু।
তস্মাদুৎসৃজ্য কামান্ বৈ সত্ত্বমেবাশ্রয়াম্যহম্ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বভূতান্যহং দেহে পশ্যন্ মনসি চাত্মনঃ।
যোগে বুদ্ধিং শ্রুতে সত্ত্বং মনো ব্রহ্মণি ধারয়ন্ ॥ ৩১ ॥

অন্যের নিকট ভিক্ষা করিয়াও যদি লাভ না হয়, তখন লোকের মনে যে দুঃখ জন্মে, বোধ করি, তদপেক্ষা গুরুতর দুঃখ জগতে আর নাই। যদিচ অর্থলাভ হয়, তাহাতেও লোকের পরিতোষ জন্মে না, বরং দিন দিন লালসা আরও বাড়িয়া উঠে; আমি বেশ জানিতে পাইতেছি যে, অর্থলালসাতেই আমি বিনষ্ট হইলাম, উহাই আমার অনিষ্টের হেতু হইয়াছে। হে বাসনা! তুমি অতঃপর আমাকে পরিত্যাগ কর। যে পঞ্চভূত আমার দেহমধ্যে বাস করিতেছে, আমার দেহ ছাড়িয়া তাহারা যথা ইচ্ছা চলিয়া যাউক। অহঙ্কারাদি কাম ও লোভের অনুবর্ত্তী, তাহাদের প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রীতি নাই। আমি অতঃপর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব এবং একাগ্রতার আশ্রয় গ্রহণ করিব, আমি হৃৎপদ্মে সর্ব্বভূত ও আত্মাকে দর্শন করিব এবং যোগবিষয়ে বুদ্ধি, শ্রবণাদিজ্ঞানে একাগ্রতা ও পরব্রহ্মে মনঃ-সমাধান করিয়া আসক্তিশূন্যচিত্তে নির্ব্বিঘ্নে ইহলোকে বিচরণ করিতে

বিহরিষ্যাম্যনাসক্তঃ সুখী লোকান্নিরাময়ঃ।
যথা মাং ত্বং পুনর্নৈবং দুঃখেষু প্রণিধাস্যসি ॥ ৩২ ॥
ত্বয়া হি মে প্রণুন্নস্য গতিরন্যা ন বিদ্যতে।
তৃষ্ণাশোকশ্রমাণাং হি ত্বং কাম প্রভবঃ সদা ॥ ৩৩ ॥
ধননাশেঽধিকং দুঃখং মন্যে সর্ব্বমহত্তরম্।
জ্ঞাতয়ো হ্যবমন্যন্তে মিত্রাণি চ ধনাচ্যুতম্ ॥ ৩৪ ॥
অবজ্ঞানসহস্রৈস্তু দোষাঃ কষ্টতরাঽধনে।
ধনে সুখকলা যা তু সাপি দুঃখৈর্বিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥
ধনমস্যেতি পুরুষং পুরো নিঘ্নন্তি দস্যবঃ।
ক্লিশ্যন্তি বিবিধৈর্দণ্ডৈর্নিত্যমুদ্বেজয়ন্তি চ ॥ ৩৬ ॥

থাকিব। হে বাসনা! তুমি অতঃপর আমাকে কোনও কার্য্যে প্রেরণ করিয়া দুঃখে পাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। তৃষ্ণা, শোক প্রভৃতি তোমা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাকে পরিত্যাগ করিব। ধনের অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে গুরুতর দুঃখ জন্মে এবং উহা না থাকিলে অর্থাৎ নির্ধন হইলে, জ্ঞাতি ও মিত্র প্রভৃতি নিতান্ত অবজ্ঞা করে এবং নির্ধনকে নানাপ্রকার অপমান সহ্য করিতে হয়। ধনে যে অত্যল্প সুখলাভ হয়, সেই সুখও দুঃখে বিজড়িত ॥ ২৭-৩৫ ॥

ধন থাকিলে দস্যুগণ নানাপ্রকার ক্লেশ-দান এবং অনিষ্ট-চেষ্টা করে। আমি এত দিনে জানিলাম যে, অর্থনাশ যার-পর-নাই ক্লেশদায়ক। অতএব বলিতেছি, হে বাসনা! তুমি আর আমাকে বৃথা ক্লেশ প্রদান করিও না। তুমি অগ্নি সদৃশ হইয়া মানবদেহ ভস্মীভূত করিয়া থাক। তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী এবং দুরাকাঙ্ক্ষ। তোমার যখন যাহা অভিরুচি

অর্থলোলুপতা দুঃখমিতি বুদ্ধং চিরান্ময়া।
যদ্‌যদালম্বসে কামং তত্তদেবানুরুধ্যসে ॥ ৩৭ ॥
অতত্বজ্ঞোঽসি বালশ্চ দুস্তোষো পূরণোঽনলঃ।
নৈব ত্বং বেত্থ সুলভং নৈব ত্বং বেত্থ দুর্লভম্ ॥ ৩৮ ॥
পাতাল ইব দুষ্পূরো মাং দুঃখৈর্যোক্তুমিচ্ছসি।
নাহমদ্য সমাবিষ্টুং শক্যঃ কাম পুনস্ত্বয়া। ৩৯ ॥
নির্ব্বেদমহমাসাদ্য দ্রব্যনাশাদ্‌যদৃচ্ছয়া।
নিবৃত্তিং পরমং প্রাপ্য নাদ্য কামান্ বিচিন্তয়ে ॥ ৪০ ॥
অতিক্লেশান্ সহামীহ নাহং বুধ্যাম্যবুদ্ধিমান্।
নিকৃতো ধননাশেন শয়ে সর্ব্বাঙ্গবিজ্বরঃ ॥ ৪১ ॥

হয়, তুমি তাহাতেই আসক্ত করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ কর। কোন্ বিষয় সুলভ, কি কি-ই বা প্রাপ্ত হইতে মহান্ কষ্ট, তুমি তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পার না। অতলস্পর্শ পাতালের ন্যায় কিছুতেই তোমাকে পূর্ণ করিতে পারা যায় না। তুমি আবার আমাকে দুঃখে পাতিত করিতে চাহিতেছ ; আজি হইতে আর আমাকে বশীভূত করিতে পারিবে না ॥ ৩৬-৩৯ ॥

আজি দ্রব্যনাশ হওয়াতে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য আমি একেবারে ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, সুতরাং কিছুতেই আর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব না। পূর্ব্বে তোমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিবার জন্য যার-পর-নাই কষ্টভোগ করিয়াছি ; কিন্তু আমার এক্ষণে ধনাকাঙ্ক্ষা জন্য বৈরাগ্যভাবের উদয় হওয়াতে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া

পরিত্যজামি কাম ত্বাং হিত্বা সর্ব্বমনোগতীঃ।
ন ত্বং ময়া পুনঃ কাম বৎস্যসে ন চ রংস্যসে ॥ ৪২ ॥
ক্ষমিষ্যে ক্ষিপ্যমাণানাং ন হিংসিষ্যে বিহিংসিতঃ।
দ্বেষ্যযুক্তঃ প্রিয়ং বক্ষ্যাম্যনাদৃত্য তদপ্রিয়ম্ ॥ ৪৩ ॥
তৃপ্তঃ স্বস্থেন্দ্রিয়ো নিত্যং যথালব্ধেন বর্ত্তয়ন্।
ন সকামং করিষ্যামি ত্বামহং শত্রুমাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥
নির্ব্বেদং নির্ব্বৃতিং তৃপ্তিং শান্তিং সত্যং দমং ক্ষমাম্।
সর্ব্বভূতদয়াঞ্চৈব বিদ্ধি মাং সমুপাগতম্ ॥ ৪৫ ॥
তস্মাৎ কামশ্চ লোভশ্চ তৃষ্ণা কার্পণ্যমেব চ।
ত্যজন্তু মাং প্রতিষ্ঠন্তং সত্ত্বস্থো হ্যস্মি সাম্প্রতম্ ॥ ৪৬ ॥

পরম সুখে গমন করিব। বলিতে কি, তুমি আর আমার সহিত বাস করিতে কি আমাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে পারিবে না ॥ ৪০-৪২ ॥

এক্ষণে যদি কেহ আমার অপমান করে কিংবা আমার প্রতি হিংসা করে, তাহাকে ক্ষমা করিব এবং কোনও ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিলে কিংবা অপ্রিয় কথা বলিলে তাহাতে অনাদর প্রদর্শন করিব ও তাহাকে প্রিয়বাক্য বলিব ॥ ৪৩ ॥

নিত্য যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব এবং তাহাতেই তৃপ্ত থাকিব। তুমি আমার প্রবল শত্রু হইয়া রহিয়াছ, সুতরাং আর তোমার অভীষ্টসিদ্ধি করিব না। এক্ষণে বৈরাগ্য, নিবৃত্তি, তৃপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা এবং দয়া আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিয়াছে ॥ ৪৪-৪৫ ।

অতঃপর কাম, লোভ, তৃষ্ণা, দীনতা আমাকে ছাড়িয়া দূরে প্রস্থান করুক, আমি এক্ষণে লোভপরিশূন্য হইয়া সুখী হইয়াছি। আর কখনও

প্রহায় কামং লোভঞ্চ সুখং প্রাপ্তোঽস্মি সাম্প্রতম্।
নাস্ত লোভবশং প্রাপ্তো দুঃখং প্রাপ্স্যাম্যনাত্মবান্॥ ৪৭॥
যদ্‌যত্ত্যজতি কামানাং তৎ সুখস্যাভিপূর্য্যতে।
কামস্য বশগো নিত্যং দুঃখমেব প্রপদ্যতে॥ ৪৮॥
কামানুবন্ধং নুদতে যৎকিঞ্চিৎ পুরুষো রজঃ।
কামক্রোধোদ্ভবং দুঃখমহ্রীররতিরেব চ॥ ৪৯॥
এষ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠোঽহং গ্রীষ্মে শীতমিব হ্রদম্।
শাম্যামি পরিনির্ব্বামি সুখং মামেতি কেবলম্॥ ৫০॥
যচ্চ কামসুখং লোকে যথা দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥ ৫১॥

অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের ন্যায় লোভের বশীভূত হইব না এবং কদাচিৎ দুঃখ ভোগ করিব না॥ ৪৬-৪৭॥

যিনি কামকে যে পরিমাণে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, তিনি সেই পরিমাণে সুখও লাভ করিতে পারেন। কামনার অধীন পুরুষ নিয়তই কষ্ট ভোগ করে। রজোগুণবশেই লোকের কামনার উৎপত্তি হয় এবং কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়াই বিবিধ দুঃখ, নির্লজ্জতা ও অসুস্থভাবের উদ্রেক হয়, অতএব রজোগুণ পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। এক্ষণে আমি গ্রীষ্ম-ঋতুতে সুশীতল হ্রদজলের ন্যায় পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি এবং সমুদয় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া যথার্থ সুখ অনুভব করিতেছি। কামজনিত ঐহিক সুখ ও পারত্রিক সুখ সমুদয় তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে॥ ৪৮-৫১॥

কামমতঃপরং সত্ত্বো হত্বা শক্রমিবোত্তমম্।
প্রাপ্যাবধ্যং ব্রহ্মপুরং রাজেব স্যামহং সুখী ॥ ৫২ ॥
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় মঙ্কিনির্ব্বেদমাগতঃ।
সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য প্রাপ্য ব্রহ্ম মহৎ সুখম্ ॥ ৫৩ ॥
দম্যনাশকৃতে মঙ্কিমমৃতত্বং কিলাগমৎ।
অচ্ছিনৎ কামমূলং স তেন প্রাপ মহৎ সুখম্ ॥ ৫৪ ॥

সমাপ্তেয়ং মঙ্কি-গীতা।

অতঃপর আমি ভয়ানক শত্রুর ন্যায় কামকে বিনাশ করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মরূপ আনন্দময় আবাসে প্রবেশ করিব এবং রাজরাজেশ্বরের ন্যায় পরম সুখে অবস্থিতি করিব ॥ ৫২ ॥

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা মঙ্কি গোবৎসের বিনাশ হইতে দেখিয়া এইরূপ বৈরাগ্যপ্রভাবে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিলেন এবং ব্রহ্মানন্দ-রূপ উৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগ করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন ॥ ৫৩-৫৪ ॥

মঙ্কি-গীতা সমাপ্ত।

রাস-গীতা

—০:*:০—

নারদ উবাচ।

শ্রীরাধা মাধবস্যাপি রাধায়াশ্চাপি মাধবঃ।
করোতি পরমানন্দং প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকম্॥ ১॥
রাধা-সুখ-সুধাসিন্ধুঃ কৃষ্ণশ্চুম্বতি রাধিকাম্।
শ্যাম-প্রেমময়ী রাধা সদা চুম্বতি মাধবম্॥ ২॥
ত্রিভঙ্গললিতঃ কৃষ্ণো মুরলীং পূরয়েন্মুদা।
চালয়েদ্বেণুরন্ধ্রেষু রাধিকা চ করাঙ্গুলীঃ॥ ৩॥
শ্রীনামাকর্ষণং কৃষ্ণং রাধা গায়তি সুন্দরম্।
শব্দব্রহ্মধ্বনিং রাধাং কৃষ্ণো ধারয়তি ধ্রুবম॥ ৪॥

নারদ কহিলেন, শ্রীরাধিকা এবং রাধাবল্লভ উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরমানন্দ বিস্তার করিতেছেন॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সুখ-সুধার সিন্ধুস্বরূপ, তিনি রাধিকাকে এবং শ্যামপ্রেম-ময়ী রাধা মাধবকে নিয়ত চুম্বন করিতেছেন॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণ ললিত ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিতে বিরাজিত, তিনি প্রফুল্ল-মনে মুরলী পূর্ণ করিতেছেন, রাধিকাও প্রেমভরে বেণুরন্ধ্রে করাঙ্গুলী চালন করিতেছেন॥ ৩॥

রাধিকা রাধারমণের মনোহর নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণও শব্দব্রহ্মময়ী রাধাধ্বনি করিতেছেন॥ ৪॥

মুরলী-কল-সঙ্গীতং শ্রুত্বা মুগ্ধা ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
কদম্বমূলমায়াতা যত্রাস্তি মুরলীধরঃ ॥ ৫ ॥
রাধাকান্তো ব্রজস্ত্রীভির্বেষ্টিতো ব্রজমোহনঃ।
শোভতে তারকামধ্যে তারকানায়কো যথা ॥ ৬ ॥
কিশোরী সুন্দরী রাধা কিশোরঃ শ্যামসুন্দরঃ।
কিশোর্য্যো ব্রজসুন্দর্য্যো বিহরন্তি নিরন্তরম্ ॥ ৭ ॥
নিত্যবৃন্দাবনে রাধ্যা রাধাকৃষ্ণশ্চ গোপিকাঃ।
মণ্ডলং পূর্ণরাসস্য লীয়য়া সংবিতথ্যতে ॥ ৮ ॥
রাধয়া সহ কৃষ্ণেন ক্রিয়তে রাসমণ্ডলম্।
কল্পিতানেকরূপেণ মায়য়া পরমাত্মনা ॥ ৯ ॥

ব্রজনারীগণ মুরলীর কলসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যেখানে মুরলীধারী অবস্থিতি করিতেছেন, সেই কদম্বমূলে উপনীত হইতেছেন ॥ ৫ ॥

যেরূপ তারামধ্যে তারাপতির শোভা, তাহার ন্যায় গোপীমধ্যে গোপীবল্লভের শোভা হইতেছে ॥ ৬ ॥

রাধা সুন্দরী কিশোরী, শ্যামসুন্দরও কিশোরবয়স্ক, কিশোরী ব্রজনারীগণও নিরন্তর বিহারে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ৭ ॥

শ্রীরাধা নিত্যকাল বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও বিহারে রত আছেন, তিনি এইরূপে পূর্ণ রাসমণ্ডলে লীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত রাসমণ্ডলে কেলি করিতেছেন, সেই পরমাত্মা প্রভু মায়ার আশ্রয়ে অনেক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

মাধবরাধয়োর্মধ্যে রাধামাধবয়োরপি।
মাধবো রাধয়া সার্দ্ধং রাজতে রাসমণ্ডলে ॥ ১০ ॥
গোপালবল্লভা গোপ্যো রাধিকায়াঃ কলাত্মিকাঃ।
ক্রীড়ন্তি সহ কৃষ্ণেন রাসমণ্ডল-মণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥
কৃত্বা চানেকরূপাণি গোপী-মণ্ডল-সংশ্রয়ঃ।
গোবিন্দো রমতে তত্র তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১২ ॥
প্রেমস্পর্শমণিং কৃষ্ণং শ্লিষ্যন্ত্যো ব্রজ-যোষিতঃ।
ভবন্তি সর্ব্বকালাঢ্যা গোবিন্দ-হৃদয়ঙ্গমাঃ ॥ ১৩ ॥
একৈকগোপিকাপার্শ্বে হরেরেকৈকবিগ্রহঃ।
সুবর্ণ-গুটিকা-যোগে মধ্যে মারকতো যথা ॥ ১৪ ॥

এইরূপে রাধা ও মাধব এবং মাধব ও রাধিকা পরস্পরে রাসমণ্ডলে শোভাসম্পাদন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

রাধিকার সহচরী তাঁহার অংশরূপিণী গোপীগণ রাসমণ্ডলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১১ ॥

শ্রীগোবিন্দ অনেক রূপ ধারণ করিয়া রাসমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া এক এক গোপীর সহিত এক একটি কৃষ্ণদেহ ধারণপূর্ব্বক কেলি করিতেছেন ॥ ১২ ॥

ব্রজসুন্দরীগণ প্রেমস্পর্শমণি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সতত হৃদয়বিহারিণী ॥ ১৩ ॥

যেরূপ সুবর্ণ-গুটিকাযোগে মরকতমণি মধ্যে শোভা পায়, সেইরূপ এক একটি গোপীকে পার্শ্বে লইয়া এক এক কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন ॥ ১৪ ॥

হেম-কল্প-লতা-গোপী-বাহুভিঃ কণ্ঠমালয়া।
তমালশ্যামলঃ কৃষ্ণো ঘূর্ণ্যতে রাসলীলয়া ॥ ১৫ ॥
কিঙ্কিণীনূপুরাদীনাং ভূষণানাঞ্চ ভূষণম্।
কৈশোরং সফলং কুর্ব্বন্ গোপীভিঃ সহ মোদতে ॥ ১৬ ॥
রাধাকৃষ্ণেতি সঙ্গীতং গোপ্যো গায়ন্তি সুস্বরম্।
রাধাকৃষ্ণনরীনার্ত্তহস্তকাম্নুপদক্রমৈঃ ॥ ১৭ ॥
জয় কৃষ্ণ মনোহর যোগধরে, যদুনন্দন নন্দকিশোর হরে।
জয় রাসরসেশ্বরি পূর্ণতমে, বরদে বৃষভানুকিশোরি রমে ॥ ১৮ ॥
জয়তীহ কদম্বতলে মিলিতঃ, কলবেণুসমীরিতগানরতঃ।
সহ রাধিকয়া হরিরেকমতঃ, সততং তরুণীগণ-মধ্যগতঃ ॥ ১৯ ॥

গোপী সুবর্ণ-লতার ন্যায় তদীয় বাহু দ্বারা প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার আশ্রয়ে তমাল-তরুর ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ১৫ ॥

তিনি কিঙ্কিণী ও নূপুরাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া কিশোর অবস্থাকে সফল করত গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

গোপীগণ রাধাকৃষ্ণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক হস্তাদি-সঞ্চালন করত সুমধুর সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ১৭ ॥

তাহারা বলিতে লাগিল, জয় কৃষ্ণ মনোহর যোগধর, জয় যদুনন্দন জয় হরে, জয় নন্দকিশোর, জয় বরদাত্রি বৃষভানুনন্দিনি রাসরসেশ্বরি রাধিকে ॥ ১৮ ॥

হরির জয় হউক, তিনি কদম্বতলে মিলিত হইয়া সুমধুর মুরলীধ্বনি করিতেছেন, তিনি তরুণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাধিকার সহিত সম্মিলিত হইয়া আছেন ॥ ১৯ ॥

বৃষভানুসুতা পরমা প্রকৃতিঃ, পুরুষো ব্রজরাজ-সুত-প্রকৃতিঃ।
মুহুর্ন্ত্যতি গায়তি বাদয়তে, সহ গোপিকয়া বিপিনে রমতে॥২০॥
যমুনা-পুলিনে বৃষভানুসুতা, নবকা-ললিতাদি-সখী-সহিতা।
রমতে বিধুনা সহ নৃত্যরতা, গতি-চঞ্চল-কুণ্ডল-হারবতা॥ ২১ ॥
স্ফুট-পদ্মমুখী বৃষভানুসুতা, নবনীত-সুকোমল-বাহু-লতা।
পরিরভ্য হরিং প্রিয়মাত্মসুখং পরিচুম্বতি শারদ-চন্দ্রমুখম্॥ ২২ ॥
রসিকো ব্রজরাজ-সুতঃ সুরতে, রসিকাং বৃষভানুসুতাং ভজতে।
নবপল্লব-কল্পিত-তল্পগতাং, সুকুমার-মনোভব-ভাব-রতাম্॥ ২৩ ॥
বসুদেব-সুতোরসি হেমলতা, স্ফুটপীন-পয়োধর-ভারযুতা।
শয়নং কুরুতে বৃষভানুসুতা, বিপরীত-রতি-শ্রম-বিন্দু-যুতা॥ ২৪ ॥

বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা পরমা প্রকৃতি, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তন্মধ্যে সুশোভিত; তাঁহারা উভয়ে নৃত্য করিতেছেন, গান করিতেছেন ও বেণুবাদন করিতেছেন, গোপীগণ তাঁহাদের সঙ্গিনী॥ ২০ ॥

বৃষভানুসুতা যমুনাপুলিনে শোভা পাইতেছেন, ললিতাদি সখীগণ তাঁহার সঙ্গিনী, ঐ রাধিকাসুন্দরী চন্দ্রের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহার গতি চঞ্চল, তিনি কুণ্ডল ও হারে সমলঙ্কৃত॥ ২১ ॥

বৃষভানুনন্দিনী প্রফুল্ল পদ্মতুল্য, তাঁহার বাহুলতা সুকোমল, তিনি শরৎশশীর ন্যায় আত্মসুখকর শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছেন॥ ২২ ॥

ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র সুরতরসে রসিক, তিনি সুরসিকা রাধিকার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ঐ রাধিকা নবপল্লব-নির্ম্মিত শয্যাশায়িনী, তিনি সুকুমার কামভরে আক্রান্ত॥ ২৩ ॥

বসুদেবনন্দনের বক্ষঃস্থলে হেমলতা রাধা শোভা পাইতেছেন,

জগদাদিগুরুং ব্রজরাজসুতং, প্রণমামি সদা বৃষভানুসুতাম্।
নবনীরদ-সুন্দর-নীলতনুং, তড়িদুজ্জ্বলকুণ্ডলিনীং সুতনুম্ ॥ ২৫ ॥
শিখিকণ্ঠ-শিখণ্ড-লসন্মুকুটং, কবরী-পরিবদ্ধ-কিরীট-ঘটাম্।
কমলাশ্রিত-খঞ্জন-নেত্রযুগং মকরাকৃতি-কুণ্ডল-গণ্ডযুগম্ ॥ ২৬ ॥
পরিপূর্ণ-মৃগাঙ্ক-সুচারুমুখং, মণিকুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগাম্।
কনকাঙ্গদ-শোভিতবাহুবরং, মণিকঙ্কণ-শোভিতশঙ্খকরাম্ ॥ ২৭ ॥
মণি-কৌস্তুভ-ভূষিত-হারযুতং, কুচকুম্ভবিরাজিতহারলতাম্।
তুলসীদলদাম-সুগন্ধি-তনুং, হরিচন্দন-চর্চ্চিত-গৌরতনুম্ ॥ ২৮ ॥

তাঁহার পয়োধর পীনোন্নত এবং ভারযুক্ত, রাধিকা বিপরীত রতিশ্রমে খিন্ন হইয়া শয়ন করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

ব্রজেন্দ্রকুমার জগতের আদিগুরু, তদীয় কলেবর নব-নীরদ তুল্য নীলবর্ণ, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি ; শ্রীরাধিকা তড়িদুজ্জ্বল-কুণ্ডল-ধারিণী, তিনি সুতনু, তাঁহার চরণে অভিবাদন করি ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুকুট শিখিপুচ্ছে বিশোভিত, তাঁহার নেত্রযুগল কমলাশ্রিত খঞ্জনের শোভা ধারণ করিয়াছে, শ্রীরাধার কবরীতে কিরীট সুশোভিত, তদীয় গণ্ডযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডল দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, তদীয় বাহু সুবর্ণ-অঙ্গদে অলঙ্কৃত ; শ্রীরাধার গণ্ডযুগল মণিময় কুণ্ডলে পরিশোভিত, তাঁহার হস্তে সুবর্ণ-কঙ্কণ ও শঙ্খ শোভমান ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি ও হার প্রলম্বিত ; তদীয় কলেবর সুগন্ধি তুলসীদামে বিভূষিত ; শ্রীরাধিকার কুচকুম্ভে হারলতা বিরাজিত, তাঁহার শরীর হরিচন্দনে চর্চ্চিত ॥ ২৮ ॥

তনুভূষিতপীতধটী-জড়িতং, রশনান্বিতনীলনিচোল-যুতাম্।
তরসাঞ্জনদিগ্‌গজ-রাজগতিং, কলনূপুর-হংস-বিলাসগতিম্॥ ২৯ ॥
রতিনাথ-মনোহর-বেশধরং, নিজনাথ-মনোহর-বেশধরাম্।
মণিনির্ম্মিত-পঙ্কজমধ্যগতং, রসরাসমনোহরমধ্যরতাম্॥ ৩০ ॥
মুরলীমধুরশ্রুতিরাগপরং, স্বরসপ্তসমন্বিতগানপরাম্।
নবনায়ক-বেশ-কিশোর-বয়ো, ব্রজরাজ-সুতঃ সহ রাধিকয়া॥ ৩১ ॥
ইতরেতরবদ্ধকরভ্রমণং, কুরুতে কুসুমায়ুধ-কেলিবনম্।
অধিকেহিতমাধবরাধিকয়োঃ, কৃতরাসপরস্পরমণ্ডলয়োঃ॥ ৩২ ॥
মণিকঙ্কণ-শিঞ্জিততালবনং, হরতে সনকাদিমুনের্ম্মননম্।
বৃষভানুসুতা ব্রজরাজসুতঃ, কনকপ্রতিমা মণিমারকতঃ॥ ৩৩ ॥

পীতাম্বর পীতবসনে বিভূষিত, তাঁহার গতি গজরাজ তুল্য; শ্রীরাধা-সুন্দরী নীলনিচোলে সুশোভিত, তিনি কলহংসের গতিকে পরাস্ত করিয়াছেন॥ ২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বেশ কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী, তিনি মণিময় পদ্মাসনে সমাসীন, শ্রীরাধা আপন প্রণয়ীর স্পৃহণীয় বেশধারিণী, তিনি মনোহর রাসমণ্ডলে পরিবেষ্টিত॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মধুর মুরলীগানে আসক্তচিত্ত, তাঁহার বয়স কিশোর এবং তিনি নবনায়করূপে প্রকাশিত; শ্রীরাধা সপ্তস্বরসমন্বিত সঙ্গীত-পরায়ণা ও রাধানাথের সহিত বিরাজিত॥ ৩১ ॥

তাঁহারা উভয়ে করবন্ধন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারা কন্দর্প-কেলিতে নিমগ্ন এবং পরস্পরে রাসলীলায় সংপ্রবৃত্ত॥ ৩২ ॥

তাঁহাদের মণি-কঙ্কণ-শিঞ্জনে তালবন প্রতিধ্বনিত, কিন্তু ঐ রবে

ভ্রমতীহ যথা-বিধি যন্ত্রগতঃ, সহযোগগতো যমিতান্তরিতঃ।
উভয়োরুভয়োরাধয়োর্দয়িতে, পৃথগন্তরিতে বৃষভানুসুতে ॥ ৩৪ ॥
বৃষভানুসুতা-ভুজবদ্ধগলঃ, কুশলী ব্রজরাজসুতঃ সকলঃ।
যদুনন্দনয়োর্ভুজবদ্ধগলা, বৃষভানুসুতা রুচিরা সকলা ॥ ৩৫ ॥
বৃষভানুসুতা ব্রজরাজসুতঃ, ব্রজরাজসুতো বৃষভানুসুতা।
কেলিকদম্বতলে বনমালী, নৃত্যতি চঞ্চল-চন্দ্রক-মৌলী ॥ ৩৬ ॥
রাধিকয়া সহ রাসবিলাসী, গোপবধূপ্রিয়-গোকুলবাসী।
ক্রীড়তি রাধিকয়া সহ কৃষ্ণঃ, শ্রীমুখচন্দ্রসুধারসতৃষ্ণঃ ॥ ৩৭ ॥
নর্ত্তকখঞ্জন-লোচনলোলঃ, কুণ্ডলমণ্ডিতচারুকপোলঃ।
কুঞ্জগৃহে কুসুমোত্তমতল্পে, সূর্য্যসুতা-জলবায়ু-সুকল্পে ॥ ৩৮ ॥

সনকাদি মুনিগণের মন আকৃষ্ট হইতেছে, বৃষভানুনন্দিনী কনকপ্রতিমা-তুল্য, ব্রজবল্লভ মরকত-মণি-সদৃশ ॥ ৩৩ ॥

যথাবিধি যন্ত্রসংযোগে তাঁহারা সঙ্গীতালাপপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারা কখনও একত্রে মিলিত, কখনও বা পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত আছেন ॥ ৩৪ ॥

ব্রজরাজসুতা বাহুপাশে প্রণয়ীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া আছেন, এইরূপ সুন্দরী রাধিকাকে রাধারমণও বেষ্টন করিয়া আছেন। নন্দনন্দন সর্ব্বথা কুশলী ॥ ৩৫ ॥

চঞ্চলচন্দ্রমৌলি ব্রজরাজসুত বনমালী ও বৃষভানুসুতা রাধিকাসুন্দরী কেলিকদম্বতলে নৃত্য করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার মুখচন্দ্রপানে পিয়াসী হইয়া তাঁহার সহিত কেলিকৌতুকে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে খঞ্জন-গঞ্জন-লোচন কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ কুসুমসমাকীর্ণ

কেশব আদিরসং প্রতিশেতে, রাধিকয়া সহ চন্দ্রমুখীতে।
রাসরসে সুবিরাজিতরাধা, চন্দনচর্চ্চিতপঙ্কজগন্ধা ॥ ৩৯ ॥
মাধব-সঙ্গমবর্দ্ধিতরঙ্গা, পূর্ণমনোরথমন্মথসঙ্গা।
শোভন-কোমল-দিব্য-শরীরা, কৃষ্ণবপুঃপরিমাণকিশোরা ॥ ৪০ ॥
ভাবময়ী বৃষভানুকিশোরী, কাঞ্চনচম্পককুঙ্কুমগৌরী।
রাধয়োরাধয়োর্মধ্যতো মধ্যতো, মাধবো মাধবো মণ্ডলে ॥ ৪১ ॥
রাধিকা রাধিকা মাধবং চুম্বতি, মাধবো মাধবো রাধিকাং শ্লিষ্যতি।
রাধিকা রাধিকা মাধবং গায়তি, মাধবো রাধিকাং বেণুনা গায়তি ॥৪২॥

কালিন্দীজলতুল্য নির্ম্মল কুঞ্জমধ্যে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার কপোলদেশ কুণ্ডলে বিমণ্ডিত ॥ ৩৮ ॥

পদ্মগন্ধা চন্দনচর্চ্চিতা রাধা রাসরসে মগ্নপ্রায়; সুধাকরধবলিত শয়নে অনন্তশায়ী হরি আদিরসে লিপ্ত হইতেছেন ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে মাধবের সঙ্গমে মনঃসাধ পূর্ণ করিয়া শ্রীরাধা শোভা পাইতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর সুশোভন, তিনি কিশোর কান্তের অনুরূপিণী ॥ ৪০ ॥

কিশোরী কৃষ্ণপ্রিয়া ভাবময়ী, তাঁহার শরীর কাঞ্চন এবং চম্পকের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং প্রতি দুই রাধিকার মধ্যে দুই দুই কৃষ্ণ রাসমণ্ডল শোভা করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

রাধিকা রাধিকানাথের মুখচুম্বন এবং রাধানাথ রাধিকাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, মাধবের উদ্দেশে মাধব-মোহিনী সঙ্গীতালাপ করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

কল্পিতে মণ্ডলে রাজতে রাধিকা, মাধব-প্রেম-সন্দোহ-সংরাধিকা।
রাধিকাং রাধিকাং চান্তরেণান্তরঃ, মাধবং মাধবং চান্তরেণান্তরা।
মাধবো মাধবো রাধিকা রাধিকা, রাধিকা রাধিকা মাধবো মাধবঃ ॥৪৩॥

রাসাবতারবিস্তারং বংশীবদনসুন্দরং,
রতিকামমদাক্রান্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৪ ॥
ভ্রমন্তং রাসচক্রেণ নৃত্যন্তং তালশিঞ্জিতৈঃ।
গোপীভিঃ সহ গায়ন্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥
রাসমণ্ডল-মধ্যস্থং প্রফুল্ল-বদনাম্বুজম্।
অনন্যহৃদয়াসক্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৬ ॥
বিদ্যুদ্‌গৌরং ঘনশ্যামং প্রেমালিঙ্গন-তৎপরম্।
পরস্পরকমর্দ্ধাঙ্গং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৭ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসংবর্দ্ধিনী শ্রীরাধা কল্পিত মণ্ডলমধ্যে শোভা পাইতেছেন, তাঁহারা উভয়ে উভয়ের অন্তরঙ্গ হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই রাধিকা রাধিকা, মাধব মাধব বিরাজিত ॥ ৪৩ ॥

যাহা হউক, আমি রাসলীলাবিস্তারক বংশীবাদক রতিকামতুল্য শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৪৪ ॥

যিনি রাসচক্রে ভ্রাম্যমাণ, যিনি তালে তালে নৃত্যকারী, গোপীগণ সমভিব্যাহারে যিনি সঙ্গীতালাপে উন্মত্ত, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৫ ॥

যিনি রাসমণ্ডলমধ্যগত, যাঁহার বদনকমল প্রফুল্ল, যিনি পরস্পরের প্রতি তুল্যভাবে সমাসক্ত, সেই রাধাকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৬ ॥

যাঁহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায়, যিনি নিবিড় শ্যামবর্ণ, যিনি প্রেমালাপে

রাধিকারূপিণং কৃষ্ণং রাধিকাং কৃষ্ণরূপিণীম্।
রাসযোগানুসারেণ রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥
পুষ্পিতে মাধবীকুঞ্জে পুষ্পতল্পোপরি স্থিতম্।
বিপরীতরতাসক্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৯ ॥
রাসক্রীড়াপরিশ্রান্তং মধুপান-পরায়ণম্।
তাম্বূলপূর্ণবক্ত্রেন্দুং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৫০ ॥
রাসোল্লাসকলাপূর্ণং গোপীমণ্ডলমণ্ডিতম্।
শ্রীমাধবং রাধিকাখ্যং পূর্ণচন্দ্রমুপাস্মহে ॥ ৫১ ॥
চতুর্ব্বর্গফলং ত্যক্ত্বা শ্রীবৃন্দাবনমধ্যতঃ।
শ্রীরাধা-শ্রীপাদপদ্মং প্রার্থয়ে জন্মজন্মনি ॥ ৫২ ॥

উন্মত্তপ্রায়, যাঁহারা অর্দ্ধাঙ্গরূপে সমুদিত, সেই রাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৪৭ ॥

রাসযোগে রাধিকা কৃষ্ণরূপিণী এবং কৃষ্ণ রাধারূপী, আমি সেই রাধাকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৪৮ ॥

পুষ্পিত মাধবীকুঞ্জে পুষ্পতল্পস্থিত পরস্পর বিপরীত সুরতপরায়ণ সেই রাধাকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৯ ॥

যাঁহারা রাসক্রিয়া সমাধা করিয়া মধুপানে মত্ত ও তাম্বূলরাগে রঞ্জিতমুখ হইয়াছেন, আমি সেই রাধাকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৫০ ॥

যাঁহারা রাসোল্লাসে প্রফুল্লচিত্ত, যাঁহারা গোপীমণ্ডলের মধ্যগত, আমি সেই পূর্ণচন্দ্র রাধাকুমুদচন্দ্র ও রাধিকাকে আরাধনা করি ॥ ৫১ ॥

আমি চতুর্ব্বর্গফল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরাধার শ্রীপাদপদ্ম জন্মজন্মান্তরে প্রার্থনা করি ॥ ৫২ ॥

রাধাকৃষ্ণ-সুধাসিন্ধু-রাসগঙ্গাঙ্গসঙ্গমে।
অবগাহ্য মনোহংসো বিহরেচ্চ যথাসুখম্ ॥ ৫৩ ॥
রাসগীতাং পঠেৎ যস্তু শৃণুয়াৎ বাপি যো নরঃ।
বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ॥ ৫৪ ॥
লক্ষ্মীস্তস্য বসেদ্‌গেহে মুখে ভাতি সরস্বতী।
ধর্ম্মার্থকামকৈবল্যং লভতে সত্যমেব সঃ ॥ ৫৫ ॥

সমাপ্তেয়ং রাস-গীতা।

আমার প্রার্থনা, যেন রাধাকৃষ্ণের রাস-গঙ্গা-সঙ্গমে অবগাহনপূর্ব্বক মানসরাজহংস সুখে সন্তরণ করে ॥ ৫৩ ॥

যে ব্যক্তি রাস-গীতা পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং প্রেমলক্ষণা ভক্তি তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হয় ॥ ৫৪ ॥

অধিক কি বলিব, তাহার গৃহে লক্ষ্মী এবং মুখে সরস্বতী আবির্ভূত হন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও কৈবল্যবিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

রাস-গীতা সমাপ্ত।

পাণ্ডব-গীতা

—০:*:০—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মেঘশ্যামং পীতকৌষেয়বাসং, শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গম্।
পুণ্যাত্মানং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং, বিষ্ণুং বন্দে সর্ব্বলোকৈকনাথম্ ॥ ১ ॥

ভীমসেন উবাচ।

জলৌঘমগ্না সচরাচর ধরা, বিষাণকোট্যাখিলবিশ্বমূর্ত্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহমূর্ত্তিনা, স মে স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ প্রসীদতু ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমচ্যুতং, বিভুং প্রভুং কারণং ভূতভাবিনম্।
ত্রৈলোক্যবিস্তারবিভাবভাবিনং, হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতিং মহাত্মনাম্ ॥৩॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যাঁহার মূর্ত্তি মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পরিধান পীতবসন, যিনি শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি দ্বারা বিভূষিত, যাঁহার চক্ষু পদ্মের ন্যায় আয়ত, আমি সেই সর্ব্বশরণ্য পবিত্রাত্মা বিষ্ণুর চরণ বন্দনা করি ॥ ১ ॥

ভীমসেন কহিলেন, যিনি বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক চরাচরসহিত ধরাকে বিশাল দশনাগ্রে স্থাপিত করিয়াছেন, সেই স্বয়ম্ভু ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, যিনি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত ও অচ্যুত, যিনি সর্ব্বভূতের কারণ ও প্রভু, যাঁহার বিভুতা ত্রৈলোক্যমধ্যে বিস্তৃত

সহদেব উবাচ।

অপাং সমীপে শয়নং গৃহেঽপি বা, দিবা চ রাত্রৌ চ পথা চ গচ্ছতা।
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া, জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু ॥ ৪ ॥

নকুল উবাচ।

যদি গমনমধস্তাৎ কর্ম্মপাশানুবন্ধাৎ,
যদি চ কুলবিহীনে জন্ম মে পক্ষিকীটে।
কৃমিশতমপি গত্বা তদ্গতাভ্যন্তরাত্মা,
ভবতু হৃদয়সংস্থা কেশবে ভক্তিরেকা ॥ ৫ ॥

কুন্ত্যুবাচ।

যস্য যজ্ঞবরাহস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
প্রণামং যেঽপি কুর্ব্বন্তি তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ৬ ॥

রহিয়াছে, যিনি মহাত্মগণেরও গতি, সেই হরিকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৩ ॥

সহদেব কহিলেন, দিবা কিম্বা রাত্রিকালে জলশায়ী বা গৃহাভ্যন্তরস্থ বা পথে যাইতে যাইতে আমার যে পুণ্য ঘটিয়াছে, তদ্দ্বারা জনার্দ্দন যেন আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন ॥ ৪ ॥

নকুল কহিলেন, যদি কর্ম্ম-পাশানুবন্ধ নিবন্ধন আমার অধোগতি ঘটে, যদিও বা কুলহীন পক্ষিপতঙ্গযোনিতে আমার জন্ম হয়, যদি কৃমিকীটমধ্যে আমার আত্মা অবস্থিতি করে, তাহা হইলেও হে কেশব! যেন তোমাতে আমার ভক্তি অবিচলিত থাকে ॥ ৫ ॥

কুন্তী কহিলেন, যাঁহারা অমিততেজা বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তদীয় চরণে প্রণত হইয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে বারংবার প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

সুভদ্রোবাচ।

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্গতমানসাঃ।
তেষাং দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥ ৭॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে॥ ৮॥

ধৌম্য উবাচ।

কীটেষু পক্ষিষু সরীসৃপেষু,
রক্ষঃপিশাচমনুজেষ্বপি যত্র তত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ,
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী চ॥ ৯॥

সুভদ্রা কহিলেন, যাঁহারা বাসুদেবের ভক্ত এবং যাঁহাদের অন্তঃকরণ শান্তিপথে প্রস্থিত, আমি যেন জন্মজন্মান্তরে তাঁহাদের দাসানুদাস হই॥ ৭॥

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি নিজকর্ম্মানুসারে যে যে যোনি প্রাপ্ত হই না কেন, হে হৃষীকেশ! যেন সেই সেই জন্মে তোমার প্রতি আমার ভক্তি দৃঢ় থাকে॥ ৮॥

ধৌম্য কহিলেন, কি কীট, কি পক্ষী, কি সরীসৃপ, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি মনুষ্য, যে যোনি প্রাপ্ত হই না, হে কেশব! যেন সেই সেই জন্মে তোমার প্রসাদে তোমাতে আমার অব্যভিচারিণী অচলা ভক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে॥ ৯॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তাবত্তবতু মে দুঃখং চিন্তাসাগরসঙ্গমে।
যাবৎ কমলপত্রাক্ষং ন স্মরামি জনার্দ্দনম্॥ ১০॥

বিদুর উবাচ।

আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥ ১১॥

ব্যাস উবাচ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং যুক্তিমদ্বিদুরোঽব্রবীৎ।
নাস্তি বেদাৎ পরং সত্যং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥ ১২।

ভীষ্ম উবাচ।

একোঽপি কৃষ্ণে সকৃৎপ্রণামী, দশাশ্বমেধী ন চ যাতি তুল্যম্।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম, কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥ ১৩॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া তত কাল দুঃখানুভব করি, যত কাল কমললোচন ভগবানের স্মরণ না ঘটে॥১০॥

বিদুর কহিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রানুশীলন এবং বারংবার পর্য্যালোচনা দ্বারা আমার ইহাই একমাত্র প্রতীতি হইয়াছে যে, নারায়ণের ধ্যান করা মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥ ১১॥

ব্যাস কহিলেন, আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি যে, বিদুর যে কথা বলিলেন তাহা যুক্তিপূর্ণ। বাস্তবিক, বেদের অপেক্ষা সত্য এবং কেশবের অপেক্ষা দেবতা আর নাই॥ ১২॥

ভীষ্ম কহিলেন, কৃষ্ণচরণে একবার প্রণাম করিয়া যে ফলপ্রাপ্তি

কর্ণ উবাচ।

যে সর্ব্বদা কৃষ্ণমনুস্মরন্তি, কৃষ্ণে চ ভক্ত্যা প্রণমন্তি কৃষ্ণম্।
তে মৃত্যুকালে প্রবিশন্তি কৃষ্ণং, হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশম্॥ ১৪॥

সঞ্জয় উবাচ।

যে নরা বিগতরাগপরায়ণাস্তং, নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানাবধানহতকিল্বিষবেদনাস্তে,
মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি॥ ১৫॥

দ্রোণ উবাচ।

একাদশীমুপবসন্তি নিরম্বুভক্ষাঃ, সংবৎসরন্তু কুসুমৈর্হরিমর্চ্চয়ন্তি।
তে ধৌতপাণ্ডরপটা ইব রাজহংসাঃ,
সংসারসাগরজলস্য তরন্তি পারম্॥ ১৬॥

ঘটে, দশবার অশ্বমেধ করিলেও তত্তুল্য ফল হয় না; কারণ, দশাশ্বমেধী জনের পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে প্রণাম করে, তাহাকে আর পুনর্জ্জন্ম ভোগ করিতে হয় না॥ ১৩॥

কর্ণ কহিলেন, যে সকল ব্যক্তি সতত কৃষ্ণনামোচ্চারণ করে এবং যে সকল ভক্ত কৃষ্ণচরণে প্রণিপাত করে, তাহাদের চরমে হবি যেরূপ সমন্ত্রক হুতাশনে প্রবিষ্ট হয়, তাহার ন্যায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে॥১৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, যাঁহারা রাগদ্বেষবিহীন হইয়া সুরগুরু নারায়ণকে সতত স্মরণ করেন, তাঁহাদের সমস্ত মনোবেদনা ও পাপ বিদূরিত হয় এবং তাঁহাদিগকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না॥ ১৫॥

দ্রোণ কহিলেন, যাঁহারা একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করেন বা

দুঃশাসন উবাচ।

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ দৈত্যাস্ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন।
তে তে গতাস্তন্নিলয়ং সুরাণাং, ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ॥ ১৭॥

অশ্বত্থামোবাচ।

রত্নসারং সমাসাদ্য জম্বুদ্বীপং মহামুনে।
ন ত্রাতা কেশবাদন্যো বৈদ্যঃ পাপচিকিৎসকঃ॥ ১৮॥

গান্ধার্য্যুবাচ।

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ॥ ১৯॥

পুষ্পদ্বারা সংবৎসরকাল হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা অনায়াসে ধৌতপক্ষ রাজহংসের ন্যায় সংসারসমুদ্র-সলিল পার হইয়া থাকেন॥ ১৬॥

দুঃশাসন কহিলেন, চক্রধারী হরি চক্রধারণে যে সকল দানবদলকে নির্ম্মূলিত করিয়াছেন, তাহারা দেবলোকে প্রস্থান করিয়াছে; কারণ, দেবতার ক্রোধও বরের অনুরূপ॥ ১৭॥

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে মহামুনে। রত্নসার জম্বুদ্বীপে দেহধারণ করিয়া দেখিতেছি, কেশবের অপেক্ষা ত্রাণকর্ত্তা ও পাপীর চিকিৎসা-কর্ত্তা অন্য কেহই নাই॥ ১৮॥

গান্ধারী কহিলেন, ইন্দীবর তুল্য শ্যামবর্ণ জনার্দ্দন যাঁহাদের হৃদয়বিহারী, তাঁহারাই জয়ী ও লাভবান্; বাস্তবিক তাঁহাদের পরাভবসম্ভাবনা কোথায়? ১৯॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

নিত্যং শ্রীবিজয়ো নিত্যং নিত্যং কল্যাণমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥ ২০ ॥

শল্য উবাচ।

কৃষ্ণ ত্বদীয়-পদ-পঙ্কজ-পঞ্জরান্তে,
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ,
কর্ণাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, ভগবান্ মঙ্গলালয় হরি যাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরস্থ দেবতা, তাঁহাদের বিজয়, কল্যাণ ও মঙ্গল নিত্যস্থায়ী ॥ ২০ ॥

শল্য কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার পদপঙ্কজ-পঞ্জরান্তে আমার মানস-রাজহংস অদ্যই প্রবিষ্ট হউক ; আমার আশঙ্কা, প্রাণপ্রয়াণকালে কফ, বাত ও পিত্তের আক্রমণে কর্ণাবরোধ হইলে কিরূপে তোমায় মনে পড়িবে? ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমাকে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়া যে ব্যক্তি স্মরণ করে, যেরূপ জলভেদ করিয়া জলজ-পদ্মের উৎপত্তি, আমি তাহার ন্যায় তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

ইদং পবিত্রমায়ুষ্যং পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্।
দুঃস্বপ্ননাশনং স্তোত্রং পাণ্ডবৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৩ ॥
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শৃণুয়াদ্বাপি যো নরঃ।
গবাং শতসহস্রস্য দত্তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি পাণ্ডবগীতা সমাপ্তা।

আয়ুষ্কর, পাপপ্রণাশক, দুঃস্বপ্ননিবারক এই পবিত্র স্তোত্র পাণ্ডবেরা পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্তোত্র পাঠ কিংবা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি শতসহস্র গোদানের তুল্য ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

পাণ্ডব-গীতা সমাপ্ত।

শ্রীমদ্গীতাসারঃ

—০ঃ#ঃ০—

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অর্জ্জুনায়োদিতং পুরা।
অষ্টাঙ্গযোগযুক্তাত্মা সর্ব্ববেদান্তপারগঃ ॥ ১ ॥
আত্মলাভঃ পরো নান্য আত্মা দেহাদিবর্জ্জিতঃ।
রূপাদিহীনো দেহান্তঃকরণত্বাদিলোচনম্ ॥ ২ ॥
বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তোঽহং প্রতীয়তে।
নাহমাত্মা চ দুঃখাদি সংসারাদিসমন্বয়াৎ ॥ ৩ ॥

ভগবান্ কহিলেন, আমি (ব্রহ্মবিদ্যা) গীতাসার বলিব। ইহা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। সর্ব্ববেদান্তপারগ ব্যক্তিই অষ্টাঙ্গ-যোগযুক্তাত্মা হয় ॥ ১ ॥

আত্মলাভই পরম লাভ, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। এই আত্মা দেহাদিবর্জ্জিত, রূপাদিবিহীন এবং দেহান্তরস্থ লোচনাদি ইন্দ্রিয়-স্বরূপ ॥ ২ ॥

প্রাণ বিজ্ঞানরহিত হইলেই আমি সুষুপ্ত ছিলাম, এইরূপ প্রতীতি হয়। আমি আত্মা, সংসারাদি সংসর্গবশতঃ আমার কোনরূপ দুঃখ হয় না ॥ ৩॥

বিধুমা ইব দীপ্তার্চ্চিরাদীপ্ত ইব দীপ্তিমান্।
বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে হৃৎসঙ্গে আত্মনাত্মনি॥ ৪ ॥
শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বং স্বমাত্মানমাত্মনা।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ ক্ষেত্রজ্ঞস্তানি পশ্যতি ॥ ৫ ॥
যদা প্রকাশতে হ্যাত্মা পটে দীপো জ্বলন্নিব।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ ॥ ৬ ॥
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মহাভূতানি পঞ্চকম্॥ ৭ ॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারমব্যক্তং পুরুষস্তথা।
প্রসংখ্যানপরাব্যাপ্তৌ বিমুক্তো বন্ধনৈর্ভবেৎ ॥ ৮ ॥

যেমন বিধূম অগ্নি দীপ্তি পায়, সেইরূপ আত্মা স্বয়ং প্রদীপ্ত হয়েন। আর যেমন আকাশে বিদ্যুতাগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ হৃদয়ে আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন॥ ৪ ॥

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের কোনরূপ জ্ঞান নাই, তাহারা আপনাকেও জানিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী আত্মাই সেই সকল ইন্দ্রিয় দর্শন করেন ॥ ৫ ॥

উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় যখন আত্মা চিত্রপটে প্রকাশ পায়, তখনই পুরুষের পাপকর্ম্ম ক্ষয় হইয়া জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥

যেমন আদর্শতলে দৃষ্টি করিলে আপনাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আত্মাতে দৃষ্টি করিতে পারিলেই পঞ্চ মহাভুতের দর্শন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অব্যক্ত পুরুষ, এই সকলের জ্ঞানের দ্বারা বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়গ্রামমখিলং মনসাভিনিবেশ্য চ।
মনশ্চৈবাপ্যহঙ্কারে প্রতিষ্ঠাপ্য চ পাণ্ডব ॥ ৯ ॥
অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিঞ্চ প্রকৃতাবপি।
প্রকৃতিং পুরুষে স্থাপ্য পুরুষং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ ॥ ১০ ॥
নবদ্বারমিদং গেহং তিসৃণাং পঞ্চসাক্ষিকম্।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদঃ স বরঃ কবিঃ ॥ ১১ ॥
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
জ্ঞানযজ্ঞস্য সর্ব্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যমশ্চ নিয়মঃ পার্থ আসনং প্রাণসংযমঃ,
প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণার্জ্জুন সপ্তমী।
সমাধিরিতি চাষ্টাঙ্গো যোগ উক্তো বিমুক্তয়ে ॥ ১৩ ॥

মনে ইন্দ্রিয় সকলের অভিনিবেশ করিয়া মনকে অহঙ্কারে স্থাপিত করিবে এবং অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে পুরুষে এবং পুরুষকে পরব্রহ্মে বিলীন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তখনই সেই পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯-১০ ॥

নবদ্বারবিশিষ্ট গুণত্রয়ের আশ্রয় পঞ্চভূতাত্মক আত্মাধিষ্ঠিত দেহকে যে জ্ঞানী ব্যক্তি জানিতে পারেন, তাঁহাকে মহাকবি বলা যায় ॥ ১১ ॥

শত অশ্বমেধ এবং সহস্র বাজপেয় এই জ্ঞানযজ্ঞের ষোড়শাংশ ফলও প্রদান করিতে পারে না ॥ ১২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন ! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,

কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
হিংসাবিরামকো ধর্ম্মো হ্যহিংসা পরমং সুখম্॥ ১৪ ॥
বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা সা ত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা।
সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৫ ॥
যচ্চ দ্রব্যাপহরণং চৌর্য্যাদ্বাথ বলেন বা।
স্তেয়ং তস্যানাচরণং অস্তেয়ং ধর্ম্মসাধনম্॥ ১৬ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥ ১৭ ॥

প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গযোগ মুক্তির নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে॥ ১৩॥

কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বভূত-হিংসার নিবৃত্তি করিবে, আর অহিংসাই পরম ধর্ম্ম ও পরম সুখ॥ ১৪॥

বিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ যাগাদিতে যে পশুবলিদানাদিরূপ হিংসা করা যায়, তাহা হিংসা নহে। সর্ব্বদা সত্য ও প্রিয়বাক্য বলিবে, কদাচ সত্য অথচ অপ্রিয়বাক্য কহিবে না, আর প্রিয় অথচ মিথ্যাবাক্যও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম॥ ১৫॥

চৌর্য্য অথবা বলপূর্ব্বক যে পরদ্রব্যের অপহরণ, তাহাকেই স্তেয় বলে, কখন স্তেয়কার্য্য করিবে না, যেহেতু অস্তেয়ই ধর্ম্ম-সাধনের উপায়॥ ১৬॥

সর্ব্বদা ও সর্ব্বাবস্থাতে কর্ম্ম দ্বারা, মনো দ্বারা ও বাক্য দ্বারা মৈথুন পরিত্যাগ করিবে, ইহাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকে॥ ১৭॥

দ্রব্যাণামপ্যনাদানমাপৎস্বপি তথেচ্ছয়া।
অপরিগ্রহমিত্যাহুস্তং প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮ ॥
দ্বিধা শৌচং মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্যং ভাবাদথান্তরম্।
যদৃচ্ছালাভতস্তুষ্টিঃ সন্তোষঃ সুখলক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমন্তপঃ।
শরীরশোষণং বাপি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ ॥ ২০ ॥
বেদান্তশতরুদ্রীয়প্রণবাদিজপং বুধাঃ।
সত্ত্বশুদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ষতে ॥ ২১ ॥
স্তুতিস্মরণপূজাদি বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
অনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনম্ ॥ ২২ ॥

আপদ্সময় উপস্থিত হইলেও যে ইচ্ছাপূর্ব্বক দ্রব্য গ্রহণ করে না, তাহাকেই অপরিগ্রহ বলা যায়। সাধুব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক পরিগ্রহ বর্জ্জন করিবে ॥ ১৮ ॥

শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্য ও আন্তর। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য এবং ভাব-দ্বারা আন্তরশৌচ হইয়া থাকে। যদৃচ্ছালব্ধতে যে তুষ্টি, তাহার নাম সন্তোষ, এই সন্তোষ সর্ব্বপ্রকার সুখের কারণ ॥ ১৯ ॥

মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা এবং কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা যে শোধন, তাহাকেও তপস্যা কহিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

পুরুষের সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত যে বেদান্ত ও শতরুদ্রীয় পাঠ এবং ওঙ্কারাদি মন্ত্রজপ, তাহাকে পণ্ডিতগণ স্বাধ্যায় বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ২১ ॥

স্তব, নামস্মরণ, পূজাদি এবং কায়মনোবাক্যে যে হরিতে অচলা ভক্তি, তাহাকেই ঈশ্বরচিন্তা বলা যায় ॥ ২২ ॥

আসনং স্বস্তিকং প্রোক্তং পদ্মমর্দ্ধাসনন্তথা ।
প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুরায়ামস্তন্নিরোধনম্ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু ত্বসৎস্বিব ।
নিরোধঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ প্রত্যাহারস্তু পাণ্ডব ॥ ২৪ ॥
মূর্ত্তামূর্ত্তব্রহ্মরূপচিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে ।
যোগারম্ভে মূর্ত্তহরিং অমূর্ত্তমপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
অগ্নিমণ্ডলমধ্যস্থো বায়ুর্দেবশ্চতুর্ভুজঃ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্তঃ কৌস্তভসংযুতঃ ॥ ২৬ ॥
বনমালী কৌস্তভেন যতোঽহং ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ ।
ধারণেত্যুচ্যতে চেয়ং ধার্য্যতে যন্মনোলয়ে ॥ ২৭ ॥

স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন ও অর্দ্ধাসন ইহাই আসনস্বরূপ প্রতিপাদ্য। আর স্বীয় দেহগত বায়ুর নাম প্রাণ এবং সেই বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম বলিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ইন্দ্রিয়গণ অসদ্বিষয়ে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিষয় হইতে নিবারণ করিবে। হে পাণ্ডব! এইরূপ ইন্দ্রিয়নিরোধকে সাধুগণ প্রত্যাহার বলিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপচিন্তনকে ধ্যান কহিয়া থাকে ; যোগারম্ভ-কালে হরিকে চিন্তা করিবে, অনন্তর সেই ব্রহ্মরূপ ধ্যান করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

তেজোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ কৌস্তভচিহ্ন-বিরাজিত বনমালী বায়ুরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দেব বিদ্যমান আছেন, মনকে লয় করিয়া উক্ত দেবকে ধারণা করিতে পারিলেই ধারণা হয় এবং উক্ত ধারণাকেই ধারণা বলা যায় ॥ ২৬-২৭ ॥

অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরভিধীয়তে।
অহং ব্রহ্মাস্মি বাক্যাচ্চ জ্ঞানান্মোক্ষো ভবেন্নৃণাম্ ॥ ২৮ ॥
শ্রদ্ধয়ানন্দচৈতন্যং লক্ষয়িত্বা স্থিতস্য চ।
ব্রহ্মাহমস্ম্যহং ব্রহ্ম অহং-ব্রহ্ম-পদার্থয়োঃ ॥ ২৯ ॥

হরিরুবাচ।

গীতাসারং ইতি প্রোক্তং বিধিনাপি ময়া তব।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি সোঽপি মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০ ॥
ইতি ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
শ্রীমদ্গীতাসারঃ সমাপ্তঃ ॥

"আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানে যে অবস্থিতি, তাহাকেই সমাধি বলে। "আমি ব্রহ্ম" এই বাক্য ও জ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

শ্রদ্ধাপুরঃসর সচ্চিদানন্দকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত হইলে "আমিই ব্রহ্ম" এবং "ব্রহ্মই আমি" এইরূপ অহং ও ব্রহ্ম পদার্থের পরিজ্ঞান হয় ॥ ২৯ ॥

হরি কহিলেন, আমি যথাবিধি গীতাসার তোমার নিকট বলিলাম, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে মোক্ষপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্গীতাসার সমাপ্ত।

পিতৃ-গীতা

—০:*:০—

অয়ি ধন্যঃ কুলে জায়াদস্মাকং মতিমান্ নরঃ।
অকুর্ব্বন্ বিত্তশাঠ্যং যঃ পিণ্ডান্ নো নির্বপিষ্যতি ॥ ১ ॥
রত্নবস্ত্রমহীযান-সর্ব্বভোগাদিকং বসু।
বিভবে সতি বিপ্রেভ্যো যোঽস্মানুদ্দিশ্য দাস্যতি ॥ ২ ॥
অন্নেন বা যথাশক্ত্যা কালেঽস্মিন্ ভক্তিনম্রধীঃ।
ভোজয়িষ্যতি বিপ্রাগ্র্যান্ তন্মাত্রবিভবো নরঃ ॥ ৩ ॥
অসমর্থোঽন্নদানস্য ধান্যমামং স্বশক্তিতঃ।
প্রদাস্যতি দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ স্বল্পাল্পাং বাপি দক্ষিণাম্ ॥ ৪ ॥

যিনি বিত্তশাঠ্য না করিয়া আমাদিগকে পিণ্ডদান করেন, এরূপ ধন্য কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমরা কৃতকৃত্য হই ॥ ১ ॥

এই সন্তানের যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, যান, ধন ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য দান করিবেন ॥ ২ ॥

যদি তাদৃশ বিষয়বিভব না থাকে, তাহা হইলে যথাকালে ভক্তিনম্র হইয়া যথাশক্তি অন্ন দ্বারা প্রধান ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে ॥ ৩ ॥

যদি অন্নদানেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে স্বশক্তি অনুসারে আমধান্য অথবা যৎকিঞ্চিন্মাত্র দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ৪ ॥

তত্রাপ্যসামার্থ্যযুতঃ করাগ্রাগ্রস্থিতাংস্তিলান্।
প্রণম্য দ্বিজমুখ্যায় কস্মৈচিদ্ভূপ·দাস্যতি ॥ ৫ ॥
তিলৈঃ সপ্তাষ্টভির্বাপি সমবেতান্ জলাঞ্জলীন্।
ভক্তিনম্রঃ সমুদ্দিশ্য ভুব্যস্মাকং প্রদাস্যতি ॥ ৬ ॥
যতঃ কুতশ্চিৎ সংপ্রাপ্য গোভ্যো বাপি গবাহ্নিকম্।
অভাবে প্রীণয়ন্নস্মান্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ প্রদাস্যতি ॥ ৭ ॥
সর্ব্বাভাবে বনং গত্বা কক্ষামূলপ্রদর্শকঃ।
সূর্য্যাদিলোকপালানামিদমুচ্চৈঃ পঠিষ্যতি ॥ ৮ ॥
ন মেঽস্তি বিত্তং ন ধনং ন চান্যৎ, শ্রাদ্ধোপযোগ্যং স্বপিতৄন্ নতোঽস্মি।
তৃপ্যন্তু ভক্ত্যা পিতরো ময়ৈতৌ, ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য ॥ ৯ ॥

রাজন্! যদি কোন ব্যক্তি ইহাতেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে করাগ্র দ্বারা কতকগুলি তিল গ্রহণ করিয়া কোন ব্রাহ্মণকে নমস্কারপূর্ব্বক দান করিবে ॥ ৫ ॥

অথবা ভক্তিনম্র হইয়া সাতটি বা আটটি তিলমাত্র জলাঞ্জলি আমাদের উদ্দেশ্যে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে ॥ ৬ ॥

অথবা যদি ইহাতেও অপারগ হয়, তাহা হইলে যে কোন স্থান হইতে গবাহ্নিক তৃণ সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাদের প্রীতির উদ্দেশ্যে গাভীকে প্রদান করিবে ॥ ৭ ॥

যদি কিছুই সঙ্গতি না হয়, তাহা হইলে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কক্ষামূল প্রদর্শন পূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া আদিত্য প্রভৃতি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ৮ ॥

আমার স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বিত্ত নাই, ধান্য প্রভৃতি ধন নাই,

ঔর্ব্ব উবাচ।

ইত্যেতৎ পিতৃভির্গীতং ভাবাভাব প্রয়োজনম্।
যঃ করোতি কৃতং তেন শ্রাদ্ধং ভবতি পার্থিব॥ ১০॥

ইতি পিতৃগীতা সমাপ্তা।

আমার পিতৃশ্রাদ্ধোপযোগী আর কোন বস্তুই নাই, অতএব আমি পিতৃগণকে নমস্কার করিতেছি, আমার একমাত্র ভক্তি দ্বারাই পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হউন, আমি এই বাহুদ্বয় আকাশে নিক্ষেপ করিলাম॥ ৯॥

ঔর্ব্ব কহিলেন, রাজন! ধন থাকিলে কি করিতে হইবে, ধন না থাকিলেই বা কিরূপ করিতে হইবে, তাহা এই পিতৃগণ বলিয়াছেন। যিনি উক্তরূপ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পাদন করা হয়॥ ১০॥

পিতৃগীতা সমাপ্ত।

পৃথিবী-গীতা

—:০•০:—

মৈত্রেয় পৃথিবী-গীতা শ্লোকাশ্চাত্র নিবোধ তান্।
যানাহ ধর্ম্মধ্বজিনে জনকায়াসিতো মুনিঃ ॥ ১ ॥

পৃথিব্যুবাচ।

কথমেষাং নরেন্দ্রাণাং মোহো বুদ্ধিমতামপি।
যেন কেন সধর্ম্মাণোঽপ্যতিবিশ্বস্তচেতসঃ ॥ ২ ॥
পূর্ব্বমাত্মজয়ং কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিণঃ।
ততো ভৃত্যাংশ্চ পৌরাংশ্চ জিগীষন্তে তথা রিপূন্ ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয়! এ স্থলে পৃথিবীগীতার কয়েকটি শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি অসিত ধর্ম্মপরায়ণ জনকের নিকট এই শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

পৃথিবী কহিলেন, রাজগণ বুদ্ধিমান্ হইয়াও কি জন্য ঈদৃশ মোহে অভিভূত হন যে, তাঁহারা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণধ্বংসী হইয়াও আপনাদিগকে চিরজীবীর ন্যায় বিশ্বাস করেন? ২ ॥

তাঁহারা প্রথমতঃ আত্মজয় করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। পরে ক্রমশঃ ভৃত্যগণকে ও পরিশেষে শত্রুগণকে জয় করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

ক্রমেণানেন জেষ্যামো বয়ং পৃথ্বীং সসাগরাম্।
ইত্যাসক্তধিয়ো মৃত্যুং ন পশ্যন্ত্যবিদূরগম্॥ ৪ ॥
সমুদ্রাবরণং যাতি মন্মণ্ডলমথো বশম্।
কিয়দাত্মজয়াদেতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্॥ ৫ ॥
উৎসৃজ্য পূর্ব্বজা যাতা যাং নাদায় গতঃ পিতা।
তাং মমেতি বিমূঢ়ত্বাৎ জেতুমিচ্ছন্তি পার্থিবাঃ॥ ৬ ॥
মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চাপি বিগ্রহাঃ॥
জায়ন্তেঽত্যন্তমোহেন মমতাধৃতচেতসাম্॥ ৭ ॥

তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, আমরা এই রীতিতে ক্রমে ক্রমে সসাগরা বসুন্ধরা পরাজয় করিব। তাঁহাদের অন্তঃকরণ নিরন্তর এইরূপ চিন্তায় আসক্ত থাকাতে জানিতে পারেন না যে, মৃত্যু তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে॥ ৪ ॥

আত্মজয় হইতে ক্রমশঃ সমুদ্রাবরণা পৃথিবী বশতাপন্ন হয়, তাহা হইলে ত ইহা সামান্য ফললাভ হইল; কারণ, আত্মজয়ের অপর ফল পরমপুরুষার্থ মুক্তি। যোগীর ন্যায় আত্মজয় করিয়া অনিত্য বিষয়স্পৃহা থাকিতে আত্মজয়ের প্রধান ফল পরমপুরুষার্থ মুক্তিতে বঞ্চিত হওয়া সামান্য নির্ব্বোধের কর্ম্ম নহে॥ ৫ ॥

পূর্ব্বপুরুষগণ যে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পিতাও যাহা লইয়া যাইতে সমর্থ হয়েন নাই, রাজগণ মূঢ়তা হেতু সেই পৃথিবীকেই জয় করিতে ইচ্ছা করেন ও 'আমার আমার' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন॥ ৬ ॥

আমার অর্থাৎ এই পৃথিবীর নিমিত্ত পিতার সহিত, পুত্রের সহিত

পৃথ্বী মমেয়ং সকলা মমৈষা, মমান্বয়স্যাপি চ শাশ্বতেয়ম্।
যো যো মৃতো হ্যত্র বভূব রাজা, কুবুদ্ধিরাসীদিতি তস্য তস্য ॥ ৮ ॥
দৃষ্ট্বা মমত্বাধৃতচিত্তমেকং বিহায় মাং মৃত্যুপথং ব্রজন্তম্।
তস্যান্বয়স্থস্য কথং মমত্বং, হৃদ্যাস্পদং মৎপ্রভবং করোতি ॥ ৯ ॥
পৃথ্বী মমৈষাশু পরিত্যজৈনাং, বদন্তি যে দূতমুখৈঃ স্বশত্রুম্।
নরাধিপাস্তেষু মমাতিহাসঃ পুনশ্চ মূঢ়েষু দয়াভ্যুপৈতি ॥ ১০ ॥

ও ভ্রাতৃগণের সহিত মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার কারণ সাতিশয় মোহ ও মমতা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না ॥ ৭ ॥

যে যে রাজা এই পৃথিবীতে কিছু কাল রাজ্যভোগ করিয়া পশ্চাৎ কাল-কবলে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল যে, এই পৃথিবী আমারই অধিকৃত, ইহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই এবং ইহা আমারই বংশীয়দিগের হস্তে স্থিরতররূপে নিহিত থাকিবে ॥ ৮ ॥

এক ব্যক্তি আমার জন্য মমতাকৃষ্ট-হৃদয় হইয়া পশ্চাৎ আমাকে (পৃথিবীকে) পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা দেখিয়াও তদ্বংশীয় অপর ব্যক্তির হৃদয়ে অস্মৎসম্বন্ধীয় মমতা কি প্রকারে স্থান প্রাপ্ত হয়, বুঝিতে পারি না ॥ ৯ ॥

যে সকল মূঢ় ভূপতি দূতমুখ দ্বারা বিপক্ষ ভূপতিকে এই কথা বলে যে, এই পৃথিবী আমারই অধিকৃত, তুমি শীঘ্র ইহা পরিত্যাগ কর, তাহাদের কথায় আমার হাস্যের উদয় এবং তাহাদের প্রতি দয়াও উদিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যেতে ধরণীগীতাশ্লোকা মৈত্রেয় যৈঃ শ্রুতৈঃ।
মমত্বং বিলয়ং যাতি তাপস্থস্তং যথা হিমম্॥ ১১॥

ইতি পৃথিবীগীতা সমাপ্তা।

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! এই ধরণীগীতার শ্লোক শ্রবণ করিলে উষ্ণ বস্তুর উপর নিহিত হিমের ন্যায় সমুদয় মমতা দূর হইয়া যায়॥ ১১॥

পৃথিবীগীতা সমাপ্ত।

শ্রীসপ্তশ্লোকী-গীতা

—০:*:০—

শ্রীভগবানুবাচ।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ২॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা, জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি, সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক ব্রহ্মস্বরূপকে উচ্চারণ করত দেহ ত্যাগ করিতে করিতে আমাকে অনুস্মরণ করিয়া যে দেহত্যাগ করে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়॥ ১॥

তিনি সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, শির ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র কর্ণবিশিষ্ট এবং লোকে সকলই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন॥ ২॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য-সঙ্কীর্ত্তনে কেবল আমি নহি, কিন্তু জগৎ যে প্রহৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়, রাক্ষসেরা ভীত হইয়া দিকে দিকে পলায়ন করে ও সিদ্ধগণ যে নমস্কার করে, এ সকলই যুক্তিযুক্ত বটে॥ ৩॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোণীয়াংসমনুস্মরেৎ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন, ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুধোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্, স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ৫ ॥

পুরাতন পুরুষ, কবি, সকল জগতের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম, সকলের পালক, বিধাতা অপরিমিতমহিমা জন্য মলীমস মনো-বুদ্ধির অগোচর, অচিন্ত্যরূপ, তমঃপ্রকৃতির অতীত, স্বপরপ্রকাশাত্মক আদিত্যস্বরূপকে অন্তকালে ভক্তিযুক্ত হইয়া নিশ্চলমানসে এবং যোগবলের দ্বারা ও সুষুম্নামার্গে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সম্যক্‌রূপে প্রাণকে আবেশিত করিয়া যিনি অনুসরণ করেন, তিনি সেই দ্যোতনাত্মক পরমাত্মস্বরূপ পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, শ্রুতিতে যাঁহাকে ক্ষরাক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট, পুরুষোত্তমরূপ, ঊর্দ্ধমূলবিশিষ্ট এবং তাহা হইতে অধঃ অর্থাৎ অর্ব্বাচীন হিরণ্যগর্ভাদিরূপ অধঃশাখাবিশিষ্ট, প্রবাহরূপে অবিচ্ছেদ জন্য অব্যয় এবং শ্বঃ অর্থাৎ কল্য থাকিবে এরূপ বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া অশ্বত্থবৃক্ষ বলে, আর ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলের দ্বারা পত্রের ন্যায় সর্ব্বজীবের আশ্রয়ণীয়ত্ব-প্রতিপাদন জন্য বেদ সকল যাহার পত্র, অর্থাৎ সেই সংসারকে যিনি বিদিত হয়েন, তিনিই বেদবিৎ ॥ ৫ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৬ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যো মাং গীতাসমূহেন স্তোতুমিচ্ছতি পাণ্ডব।
স এব সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ স্তুত এব ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ইতি সপ্তশ্লোকী-গীতা সমাপ্তা।

আমি জঠরের অগ্নি হইয়া প্রাণীদিগের দেহকে আশ্রয় করিয়া তদুদ্দীপক প্রাণ ও অপানবায়ু-সংযুক্ত হইয়া দন্ত-সাধ্য অপূপাদি ভক্ষ্য (১), জিহ্বা-বিলোড়নসাধ্য পায়সাদি ভোজ্য (২), জিহ্বাতে নিক্ষেপ করিয়া রসাস্বাদনে গলিত হয়, এরূপ দ্রবীভূত গুড়াদি লেহ্য (৩) ও ইক্ষু প্রভৃতি চূষ্য (৪), এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করি ॥ ৬ ॥

মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও মৎপূজক হও, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপ মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমাধান করিয়া পরমানন্দরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন, যে কেহ আমায় সমূহ-গীতায় স্তবেচ্ছু হইবে, আমি তাহা কর্ত্তৃক এই সপ্ত শ্লোকেই নিশ্চয় স্তুত হইব, হে পাণ্ডব! ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই জানিবে ॥ ৮ ॥

সপ্তশ্লোকী-গীতা সমাপ্ত।

পরাশর-গীতা

—০:*:০—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতঃপরং মহাবাহো যচ্ছ্রেয়স্তদ্ব্রবীহি মে।
ন তৃপ্যাম্যমৃতস্যেব বচসস্তে পিতামহ ॥ ১ ॥
কিং কর্ম্ম পুরুষঃ কৃত্বা শুভং পুরুষসত্তম।
শ্রেয়ঃ পরমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ তদ্বদ ॥ ২ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্ত্তয়িষ্যামি যথাপূর্ব্বং মহাযশাঃ।
পরাশরং মহাত্মানং পপ্রচ্ছ জনকো নৃপঃ ॥ ৩ ॥
কিং শ্রেয়ঃ সর্ব্বভূতানামস্মিন্ লোকে পরত্র চ।
যদ্ভবেৎ প্রতিপত্তব্যং তদ্ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ৪ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি যত আপনার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে মানবগণ কিরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উভয়-লোকে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, হে পুরুষোত্তম, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১-২ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে মহাযশস্বী জনক রাজা

ততঃ স তপসা যুক্তঃ সর্ব্বধর্ম্মবিধানবিৎ।
নৃপায়ানুগ্রহমনা মুনির্ব্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

পরাশর উবাচ।

ধর্ম্ম এব কৃতঃ শ্রেয়ানিহ লোকে পরত্র চ।
তস্মাদ্ধি পরমং নাস্তি যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৬ ॥
প্রতিপদ্য নরো ধর্ম্মং স্বর্গলোকে মহীয়তে।
ধর্ম্মাত্মকঃ কর্ম্মবিধির্দেহিনাং নৃপসত্তম ॥ ৭ ॥
তস্মিন্নাশ্রমিনঃ সন্তঃ স্বকর্ম্মাণীহ কুর্ব্বতে ॥ ৮ ॥
চতুর্ব্বিধা হি লোকেঽস্মিন্ যাত্রা তাত বিধীয়তে।
মর্ত্ত্যা যত্রাবতিষ্ঠন্তে সা চ কামাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৯ ॥

একদিন মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! কি কার্য্য দ্বারা মানবগণের ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ৩-৪ ॥

মহারাজ জনক এই কথা কহিলে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা মহাতপাঃ মননশীল পরাশর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

পরাশর কহিলেন, রাজন্! ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই ॥ ৬ ॥

হে নৃপসত্তম! ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভাবে মানবগণ স্বর্গলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহলোকে জীবিকানির্ব্বাহার্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের করগ্রহণ, বৈশ্যের কৃষ্যাদিকার্য্য এবং শূদ্রের

স্বকৃতাস্বকৃতং কর্ম্ম নিষেব্য বিবিধৈঃ ক্রমৈঃ।
দশার্দ্ধপ্রবিভক্তানাং ভূতানাং বহুধা গতিঃ ॥ ১০ ॥
সৌবর্ণং রাজতঞ্চাপি যথাভাণ্ডং নিষিচ্যতে।
তথা নিষিচ্যতে জন্তুঃ পূর্ব্বকর্ম্মবশানুগঃ ॥ ১১ ॥
নাবীজাজ্জায়তে কিঞ্চিন্নাকৃত্বা সুখমেধতে।
সুকৃতৈর্বিন্দতে সৌখ্যং প্রাপ্য দেহক্ষয়ং নরঃ ॥ ১২ ॥
দৈবং তাত ন পশ্যামি নাস্তি দৈবস্য সাধনম্।
স্বভাবতো হি সংসিদ্ধা দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা—এই চারি প্রকার উপায় বিহিত হইয়াছে। মানবগণ ঐ সমুদয় উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ৭-৯ ॥

উহারা জীবিকানির্ব্বাহার্থ নানাপ্রকার পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া উহাদের গতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় ॥ ১০ ॥

তাম্রাদিনির্ম্মিত পাত্র যেমন স্বুবর্ণ বা রাজত-রসে অভিষিক্ত হইলে তদ্দ্বারা লিপ্ত হয়, তদ্রূপ মানবগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে পুণ্যপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বীজ ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি ও কর্ম্ম ব্যতীত সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ দেহাবসানে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুখলাভ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

চার্ব্বাকেরা কহে, অদৃষ্ট বা অদৃষ্টকর্ম্ম কিছুই নাই। দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবযোনিপ্রাপ্তি স্বভাবতই হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

প্রেত্য যান্ত্যকৃতং কর্ম্ম ন স্মরন্তি সদা জনাঃ।
তে বৈ তস্য ফলপ্রাপ্তৌ কর্ম্ম চাপি চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥
লোকযাত্রাশ্রয়শ্চৈব শব্দো বেদাশ্রয়ঃ কৃতঃ।
শান্ত্যর্থং মনসস্তাত নৈতদ্বৃদ্ধানুশাসনম্ ॥ ১৫ ॥
চক্ষুষা মনসা বাচা কর্ম্মণা চ চতুর্ব্বিধম্।
কুরুতে যাদৃশং কর্ম্ম তাদৃশং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৬ ॥
নিরন্তরঞ্চ মিশ্রঞ্চ লভতে কর্ম্ম পার্থিব।
কল্যাণং যদি বা পাপং ন তু নাশোঽস্য বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥
কদাচিৎ সুকৃতং তাত কূটস্থমিব তিষ্ঠতি।
মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্দুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

ফলপ্রাপ্তির সময় জন্মান্তরীণ কর্ম্মকে উহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নহে ॥ ১৪ ॥

বেদনির্দ্দিষ্ট বাক্য-সমুদায় লোকযাত্রানির্ব্বাহ ও লোকের মনস্তুষ্টির নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে; ঐ সমুদয় জ্ঞানবৃদ্ধদিগের অনুশাসনবাক্য নহে ॥ ১৫ ॥

চার্ব্বাকদিগের এই মত নিতান্ত অবিশুদ্ধ। কায়মনোবাক্যে যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ভোগ ব্যতীত কখনই পুণ্য ও পাপের নাশ হয় না। মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মগুণেই কেবল সুখ, কেবল দুঃখ ও সুখদুঃখ-মিশ্রিত অবস্থা লাভ করে ॥ ১৭ ॥

সংসারসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের দুঃখভোগের সময় সুখ আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে; দুঃখের অবসান হইলেই সেই সুখের উদয়

ততো দুঃখক্ষয়ং কৃত্বা সুকৃতং কর্ম্ম সেবতে।
সুকৃতক্ষয়াদ্দুষ্কৃতঞ্চ তদ্বিদ্ধি মনুজাধিপ ॥ ১৯ ॥
দমঃ ক্ষমা ধৃতিস্তেজঃ সন্তোষঃ সত্যবাদিতা।
হ্রীরহিংসা ব্যসনিতা দাক্ষ্যং চেতি সুখাবহাঃ ॥ ২০ ॥
দুষ্কৃতে সুকৃতে চাপি ন জন্তুর্নিয়তো ভবেৎ।
নিত্যং মনঃ সমাধানে প্রযতেত বিচক্ষণঃ ॥ ২১ ॥
নায়ং পরস্য সুকৃতং দুষ্কৃতং চাপি সেবতে।
করোতি যাদৃশং কর্ম্ম তাদৃশং প্রতিপদ্যতে ॥ ২২ ॥
সুখদুঃখে সমাধায় পুমানন্যেন গচ্ছতি।
অনেনৈব জনঃ সর্ব্বঃ সঙ্গতো যশ্চ পার্থিবঃ ॥ ২৩ ॥

হয়। আবার সুখের ক্ষয় হইলেই পুনরায় দুঃখের আবির্ভাব হয় ॥ ১৮-১৯ ॥

দম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজ, সন্তোষ, সত্যবাদিতা, লজ্জা, অহিংসা, বাসনা-পরিত্যাগ ও দক্ষতা মনুষ্যগণের সুখের আদিকারণ ॥ ২০ ॥

মনুষ্যমধ্যে কাহাকেও নিয়ত সুখ বা নিয়ত দুঃখভোগ করিতে হয় না। সতত চিত্ত সংযত করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

একের পুণ্য বা পাপ অন্যকে ভোগ করিতে হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যাঁহারা সুখদুঃখ বিলীন করিয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন, আর যাঁহারা স্ত্রীপুত্ত্রাদির সহিত সঙ্গত হইয়া সংসারমধ্যে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই পথ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩ ॥

পরেষাং যদসূয়েত ন তৎ কুর্য্যাৎ স্বয়ং নরঃ।
যো হ্যসূয়ুস্তথাযুক্তঃ সোঽবহাসং নিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
ভীরু রাজন্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বভক্ষ্যো, বৈশ্যোঽনীহাবান্ হীনবর্ণোঽলসশ্চ।
বিদ্বাংশ্চাশীলো বৃত্তহীনঃ কুলীনঃ, সত্যাদ্বিভ্রষ্টো ব্রাহ্মণঃ স্ত্রী চ দুষ্টা ॥২৫॥
রাগী যুক্তঃ পচমানঃ স্বহেতোর্ম্মূর্খো বক্তা নৃপহীনঞ্চ রাষ্ট্রম্।
এতে সর্ব্বে শোচ্যতাং যান্তি রাজন্, যশ্চাযুক্তঃ স্নেহহীনঃ প্রজাসু ॥২৬॥

ইতি পরাশরগীতায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্যকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিন্দা করা যায়, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে; করিলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয় ॥ ২৪ ॥

ভীরু রাজা, মিথ্যাবাদী সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, চেষ্টাবিহীন বৈশ্য, অলস শূদ্র, অসচ্চরিত্র বিদ্বান্, অসদ্ব্যবহারযুক্ত কুলীন, ব্যাভিচারিণী স্ত্রী, রাগযুক্ত যোগী, মূর্খ বক্তা এবং রাজ্যবিহীন বা প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য নরপতি—ইহারা সকলেরই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে ॥ ২৫-২৬ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

পরাশর উবাচ।

মনোরথ-রথং প্রাপ্য ইন্দ্রিয়ার্থ-হয়ং নরঃ।
রশ্মিভির্জ্ঞানসম্ভূতৈর্যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্ ॥ ১ ॥
সেবাশ্রিতেন মনসা বৃত্তিহীনস্থ শস্যতে।
দ্বিজাতিহস্তান্নিবৃত্তা ন তু তুল্যাৎ পরস্পরাৎ ॥ ২ ॥
আয়ুর্ন সুলভং লব্ধ্বা নাবকর্ষেদ্বিশাম্পতে।
উৎকর্ষার্থং প্রযতেত নরঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥ ৩ ॥
বর্ণেভ্যো হি পরিভ্রষ্টো ন বৈ সম্মানমর্হতি।
ন তু যঃ সৎক্রিয়াং প্রাপ্য রাজসং কর্ম্ম সেবতে ॥ ৪ ॥

হে রাজর্ষে! যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা শরীররথের শব্দাদি-বিষয়রূপ অশ্ব-সমূদয়কে সংযমিত করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া আচার্য্যের প্রসাদে ঈশ্বরভক্তি লাভ করিতে পারেন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা দুর্লভ আয়ু বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব মানবগণ পুণ্যকার্য্য দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইবেন ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিয়া রাজসকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহকে বর্ণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও সম্মানলাভে বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ৪ ॥

বর্ণোৎকর্ষমবাপ্নোতি নরঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা।
দুর্ল্ভং তমলব্ধ্বা হি হন্যাৎ পাপেন কর্ম্মণা ॥ ৫ ॥
অজ্ঞানাদ্ধি কৃতং পাপং তপসৈবাভিনির্নুদেৎ।
পাপং হি কর্ম্ম ফলতি পাপমেব স্বয়ং কৃতম্।
তস্মাৎ পাপং ন সেবেত কর্ম্ম দুঃখফলোদয়ম্ ॥ ৬ ॥
পাপানুবন্ধং যৎ কর্ম্ম যদ্যপি স্যান্মহাফলম্।
তন্ন সেবেত মেধাবী শুচিঃ কুশলিনং যথা ॥ ৭ ॥
কিং কষ্টমনুপশ্যামি ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ।
প্রত্যাপন্নস্য হি ততো নাত্মা তাবদ্বিরোচতে ॥ ৮ ॥
প্রত্যাপত্তিশ্চ যস্যেহ বালিশস্য ন জায়তে।
তস্যাপি সুমহাংস্তাপঃ প্রস্থিতস্যোপজায়তে ॥ ৯ ॥

পাপাত্মা কখনই পুণ্যোৎপাদ্য দুর্ল্ভ উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত পাপকার্য্য দ্বারা আত্মাকে নরকভাগী করিয়া থাকে ॥৫॥

অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়; আর জ্ঞানকৃত পাপ দুঃখরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব দুঃখজনক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখনও বিধেয় নহে ॥ ৬ ॥

যেমন পবিত্র পুরুষেরা চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা পাপকার্য্য দ্বারা মহৎফললাভ হইলেও উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়েন ॥ ৭ ॥

পাপকার্য্যের ফল অতি কুৎসিত। পাপাত্মারা পাপকার্য্যনিবন্ধন বিপরীতদৃষ্টি হইয়া দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে ॥ ৮ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি ইহলোকে বৈরাগ্য অবলম্বন না করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকজনিত সন্তাপ ভোগ করিতে হয় ॥ ৯ ॥

বিরক্তং শোধ্যতে বস্ত্রং ন তু কৃষ্ণোপসংহিতম্।
প্রযত্নেন মনুষ্যেন্দ্র পাপমেবং নিবোধ মে ॥ ১০ ॥
স্বয়ং কৃত্বা তু যঃ পাপং শুভমেবানুতিষ্ঠতি।
প্রায়শ্চিত্তং নরং কর্ত্তুমুভয়ং সোহশ্নুতে পৃথক্ ॥ ১১ ॥
অজ্ঞানাত্তু কৃতাং হিংসামহিংসা ব্যপকর্ষতি।
ব্রাহ্মণাঃ শাস্ত্রনির্দ্দেশাদিত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১২ ॥
তথা কামকৃতং নাস্য বিহিংসৈবানুকর্ষতি।
ইত্যাহুর্ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৩ ॥
অহং তু তাবৎ পশ্যামি কর্ম্ম যৎ বর্ত্ততে কৃতম্।
গুণযুক্তং প্রকাশং বা পাপেনানুপসংহিতম্ ॥ ১৪ ॥

যেমন নীলাদিরাগে অরঞ্জিত বস্ত্র মলিন হইলে ক্ষারাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা-সম্পাদন করা যায়, কিন্তু নীলাদিরাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনরূপেই শুক্লতা-সম্পাদন করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্তজনিত স্বর্গ ও পাপজনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয় ॥ ১০-১১ ॥

ব্রহ্মবাদীরা বেদবিধি দর্শনপূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে, অজ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ অহিংসাব্রত দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ ফলভোগ ব্যতীত কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে। যাহা হউক, আমার মতে পাপপুণ্য অজ্ঞানকৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক, ভোগ ব্যতীত কখনই বিনষ্ট হয় না ॥ ১২-১৪ ॥

যথা স্থূলানি কর্ম্মাণি ফলন্তীহ যথাতথম্।
বুদ্ধিযুক্তানি তানীহ কৃতানি মনসা সহ ॥ ১৫ ॥
ভবত্যল্পফলং কর্ম্ম সেবিতং নিত্যমুল্বণম্।
অবুদ্ধিপূর্ব্বং ধর্ম্মজ্ঞ কৃতমুগ্রেণ কর্ম্মণা ॥ ১৬ ॥
কৃতানি যানি কর্ম্মাণি দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা।
ন চরেত্তানি ধর্ম্মাত্মা শ্রুত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ ॥ ১৭ ॥
সঞ্চিন্ত্য মনসা রাজন্ বিদিত্বা শক্যমাত্মনঃ।
করোতি যঃ শুভং কর্ম্ম স বৈ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥ ১৮ ॥
নবে কপালে সলিলং সন্ন্যস্তং হীয়তে যথা।
নবেতরে তথা ভাবং প্রাপ্নোতি সুখভাবিতম্ ॥ ১৯ ॥
সতোয়েঽন্যত্তু যত্তোয়ং তস্মিন্নেব প্রসিচ্যতে।
বৃদ্ধে বৃদ্ধিমবাপ্নোতি সলিলে সলিলং যথা ॥ ২০ ॥

ইহলোকে জ্ঞানকৃত স্থূল সূক্ষ্ম কর্ম্মসমুদয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাকর উৎকট কার্য্যসমুদয়ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেবতা বা মহর্ষিগণের ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম দর্শন করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা তাঁহাদের নিন্দা করা ধর্ম্মাত্মাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি মনে মনে বিচার করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই মঙ্গললাভে সমর্থ হয় ॥ ১৫-১৮ ॥

যেমন অপক্ব মৃৎপাত্রস্থ জল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু পক্ব মৃৎপাত্রস্থ জলের কোন হানি হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য ক্রমে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য সমভাবে অবস্থিত

এবং কর্ম্মাণি যানীহ বুদ্ধিযুক্তানি পার্থিব।
সমানি চৈব যানীহ তানি পুণ্যতমান্যপি ॥ ২১ ॥
রাজ্ঞা জেতব্যাঃ শত্রবশ্চোন্নতাশ্চ,
সম্যক্ কর্ত্তব্যং পালনঞ্চ প্রজানাম্।
অগ্নিশ্চেয়ো বহুভিশ্চাপি যজ্ঞৈ-
রন্ত্যে মধ্যে বা বনমাশ্রিত্য স্থেয়ম্ ॥ ২২ ॥
দমান্বিতঃ পুরুষো ধর্ম্মশীলো, ভূতানি চাত্মানমিবানুপশ্যেৎ।
গরীয়সং পূজয়েদাত্মশক্ত্যা, সত্যেন শীলেন সুখং নরেন্দ্র ॥ ২৩ ॥
ইতি পরাশরগীতায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

হইয়া ক্রমে ক্রমে সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যেমন কোন পাত্রস্থিত জলে জল প্রদান করিলে সেই জলের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের পুণ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১৯-২১ ॥

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর রাজধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ কর। নরপতি প্রথমতঃ প্রবল শত্রুদিগের পরাজয়, যথাবিধি প্রজাপালন ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বনে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমুদয় প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন, শক্তি অনুসারে গুরুজনের শুশ্রূষা এবং সত্য ও সৎস্বভাবজনিত বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করিবেন ॥ ২২-২৩ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

পরাশর উবাচ।

কঃ কস্য চোপকুরুতে কশ্চ কস্মৈ প্রযচ্ছতি।
প্রাণী করোত্যয়ং কর্ম্ম সর্ব্বমাত্মার্থমাত্মনা॥ ১॥
গৌরবেণ পরিত্যক্তং নিঃস্নেহং পরিবর্জ্জয়েৎ।
সোদর্য্যং ভ্রাতরমপি কিমুতান্যং পৃথক্ জনম্॥ ২॥
বিশিষ্টস্য বিশিষ্টাচ্চ তুল্যৌ দান-প্রতিগ্রহৌ।
তয়োঃ পুণ্যতরং দানং তদ্দ্বিজস্য প্রযচ্ছতঃ॥ ৩॥
ন্যায়াগতং ধনং চৈব ন্যায়েনৈব বিবর্দ্ধিতম্।
সংরক্ষ্যং যত্নমাস্থায় ধর্ম্মার্থমিতি নিশ্চয়ঃ॥ ৪॥

হে মহারাজ! ইহলোকে কেহ কাহার উপকার বা কেহ কাহাকে কিছুই প্রদান করে না; সকলেই স্ব স্ব উপকারসাধনার্থ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অন্যের কথা দূরে থাকুক, সহোদর ভ্রাতাও যদি স্নেহ-পরিশূন্য ও লঘুচেতা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য॥ ১-২॥

সৎপাত্রে ধনদান ও সৎপাত্র হইতে ধনগ্রহণ—এই উভয় কার্য্যেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রতিগ্রহ অপেক্ষা দানের পুণ্য অধিক॥ ৩॥

যে ধন ন্যায়পথে পরিবর্দ্ধিত হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥ ৪॥

ন ধর্ম্মার্থী নৃশংসেন কর্ম্মণা ধনমর্জ্জয়েৎ।
শক্তিতঃ সর্ব্বকার্য্যাণি কুর্য্যান্নর্দ্ধিমনুস্মরেৎ ॥ ৫ ॥
অপো হি প্রযতঃ শীতাস্তাপিতা জ্বলনেন বা।
শক্তিতোঽতিথয়ে দত্ত্বা ক্ষুধার্ত্তায়াশ্নুতে ফলম্ ॥ ৬ ॥
রন্তিদেবেন লোকেষ্টা সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা মহাত্মনা।
ফলপত্রৈরথো মূলৈর্ম্মুনীনর্চ্চিতবাংশ্চ সঃ ॥ ৭ ॥
তৈরেব ফলপত্রৈশ্চ সমাঠরমতোষয়ৎ।
তস্মাল্লেভে পরং স্থানং শৈব্যোঽপি পৃথিবীপতিঃ ॥ ৮ ॥
দেবতাতিথিভৃত্যেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চাত্মনস্তথা।
ঋণবান্ জায়তে মর্ত্ত্যস্তস্মাদনৃণতাং ব্রজেৎ ॥ ৯ ॥

নৃশংসকার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অর্থ-চিন্তায় অভিভূত না হইয়া আপনার শক্তি অনুসারেই সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত ॥ ৫ ॥

তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিকে শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক, সাধ্যানুরূপ সলিল প্রদান করিতে পারিলে অর্থদানের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মহাত্মা রন্তিদেব ফল, মূল ও পত্র দ্বারা মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন ॥ ৭ ॥

নরপতি শৈব্যও ফলমূল দ্বারা পার্শ্বদগণের সহিত ভগবান্ ভাস্করের সন্তোষসাধন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

মানবগণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দেবতা, ঋষি, পিতৃ, অতিথি ও পুত্রাদি পোষ্যগণ এবং স্ব স্ব আত্মার নিকট ঋণী হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের, স্বাধ্যায় দ্বারা

স্বাধ্যায়েন মহর্ষিভ্যো দেবেভ্যো যজ্ঞকর্ম্মণা।
পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধদানেন নৃণামভ্যর্চ্চনেন চ ॥ ১০ ॥
বাচা শেষাবহার্য্যেণ পালনে নাত্মনোঽপি চ।
যথাবদ্ভৃত্যবর্গস্য চিকীর্ষেৎ কর্ম্ম আদিতঃ ॥ ১১ ॥
প্রযত্নেন চ সংসিদ্ধা ধনৈরপি বিবর্জ্জিতাঃ।
সম্যক্ হুত্বা হুতবহং মুনয়ঃ সিদ্ধিমাগতাঃ ॥ ১২ ॥
বিশ্বামিত্রস্য পুত্রত্বমৃচীকতনয়োঽগমৎ।
ঋগ্‌ভিঃ স্তুত্বা মহাবাহো দেবান্ বৈ যজ্ঞভাগিনঃ ॥ ১৩ ॥
গতঃ শুক্রত্বমুশনা দেবদেবপ্রসাদনাৎ।
দেবীং স্তুত্বা তু গগনে মোদতে যশসাবৃতঃ ॥ ১৪ ॥

ঋষিদিগের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকের, সৎকার দ্বারা অতিথিকুলের, জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রাদির এবং বেদশাস্ত্র শ্রবণ, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন ও সাধ্যানুসারে রক্ষা দ্বারা আত্মার ঋণ পরিশোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৯-১১ ॥

ধনবিহীন মুনিগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

মহাত্মা ঋচীকতনয় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব লাভপূর্ব্বক ঋক্‌বেদগান দ্বারা যজ্ঞভোজী দেবগণকে স্তব করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

দৈত্যগুরু উশনা দেবী পার্ব্বতী ও দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে দেবলোকে কীর্ত্তি ও শুক্রত্ব লাভ করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অসিতো দেবলশ্চৈব তথা নারদপর্ব্বতৌ।
কাক্ষীবান্ জামদগ্ন্যশ্চ রামস্তাণ্ড্যস্তথাত্মবান্॥ ১৫॥
বশিষ্ঠো জমদগ্নিশ্চ বিশ্বামিত্রোঽত্রিরেব চ।
ভরদ্বাজো হরিশ্মশ্রুঃ কুণ্ডধারঃ শ্রুতশ্রবাঃ॥ ১৬॥
এতে মহর্ষয়ঃ স্তুত্বা বিষ্ণুমৃগ্ভিঃ সমাহিতাঃ।
লেভিরে তপসা সিদ্ধং প্রসাদাত্তস্য ধীমতঃ॥ ১৭॥
অনর্হাশ্চার্হতাং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ স্তুত্বা তমেব হ।
ন তু বৃদ্ধিমিহান্বিচ্ছেৎ কর্ম্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্॥ ১৮॥
যেঽর্থা ধর্ম্মেণ তে সত্যা যেঽধর্ম্মেণ ধিগস্তু তান্।
ধর্ম্মং বৈ শাশ্বতং লোকে ন জহ্যাদ্ধনকাঙ্ক্ষয়া॥ ১৯॥

এতদ্ভিন্ন অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, কাক্ষীবান্, জামদগ্ন্য, জিতেন্দ্রিয় তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, কুণ্ডধার, হরিশ্মশ্রু ও শ্রুতশ্রবা প্রভৃতি মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্তে ঋক্‌বেদ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন॥ ১৫-১৭॥

ইহলোকে নিন্দনীয় অনেকানেক ব্যক্তিও একমাত্র বিষ্ণুর স্তব-প্রভাবেই সকলের পূজনীয় হইয়াছে। নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতিলাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে॥ ১৮॥

ধর্ম্মপথে অবস্থানপূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। অধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে ধিক্! ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ; ধনলাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে॥ ১৯॥

আহিতাগ্নিহি ধর্ম্মাত্মা যঃ স পুণ্যকৃত্তমঃ ।
বেদা হি সর্ব্বে রাজেন্দ্র স্থিতাস্ত্রিষগ্নিষু প্রভোঃ ॥ ২০ ॥
স চাপ্যাগ্ন্যাহিতো বিপ্রঃ ক্রিয়া যস্য ন হীয়তে ।
শ্রেয়ো হ্যনাহিতাগ্নিত্বমগ্নিহোত্রং ন নিষ্ক্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥
অগ্নিরাত্মা চ মাতা চ পিতা জনয়িতা তথা ।
গুরুশ্চ নরশার্দ্দূল পরিচর্য্যা যথাতথম্ ॥ ২২ ॥
মানং ত্যক্ত্বা যো নরো বৃদ্ধসেবী,
বিদ্বান্ ক্লীবঃ পশ্যতি প্রীতিযোগাৎ ।
দাক্ষ্যেণ হীনো ধর্ম্মযুক্তো ন দান্তো,
লোকেঽস্মিন্ বৈ পূজ্যতে সদ্ভিরার্য্যঃ ॥ ২৩ ॥
ইতি পরাশরগীতায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

আহিতাগ্নি ব্যক্তিরা পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নিতেই বেদ-সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ২০ ॥

যিনি ক্রিয়াবিহীন নহেন, তিনিই যথার্থ সাগ্নিক। ক্রিয়াবিহীন হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই শ্রেয়ঃ। অগ্নি, আত্মা, পিতা, মাতা ও গুরু ইঁহাদিগকে বিধিপূর্ব্বক সেবা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ২১-২২ ॥

যিনি সর্ব্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ, নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা এবং কামনাপরিশূন্য হইয়া স্নেহ সহকারে সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকেই সাধু বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

পরাশর উবাচ।

বৃত্তিঃ সকাশাদ্বর্ণেভ্যস্ত্রিভ্যো হীনস্য শোভনা।
প্রীতোপনীতা নির্দ্দিষ্টা ধর্ম্মিষ্ঠান্ কুরুতে সদা॥ ১॥
বৃত্তিশ্চেন্নাস্তি শূদ্রস্য পিতৃপৈতামহী ধ্রুবা।
ন বৃত্তিং পরতো মার্গেচ্ছুশ্রূষাস্তু প্রযোজয়েৎ॥ ২॥
সদ্ভিস্তু সহ সংসর্গঃ শোভতে ধর্ম্মদর্শিভিঃ।
নিত্যং সর্ব্বাস্ববস্থাসু নাসদ্ভিরিতি মে মতিঃ॥ ৩॥
যথোদয়গিরৌ দ্রব্যং সন্নিকর্ষেণ দীপ্যতে।
তথা সৎসন্নিকর্ষেণ হীনবর্ণোঽপি দীপ্যতে॥ ৪॥

হে মহারাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করাই শূদ্রের শ্রেয়স্কর। ঐ সেবা দ্বারা শূদ্রেরা সময়ক্রমে বিপুল ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়॥ ১॥

যদি কোন শূদ্রের পিতৃপিতামহাদি কখন কাহারও সেবা না করিয়া থাকে, তথাপি সেবা ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা তাহার কদাপি বিধেয় নহে॥ ২॥

সেবাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্মদর্শী সাধুদিগের সংসর্গে বাস ও অসৎ-সংসর্গ পরিত্যাগ করা তাহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥ ৩॥

উদয়াচলস্থিত মণিমুক্তাদি যেমন সূর্য্যের সন্নিধানবশতঃ সমধিক শোভমান হয়, তদ্রূপ শূদ্রজাতিও সাধুসংসর্গনিবন্ধন সমধিক শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইতে পারে॥ ৪॥

যাদৃশেন হি বর্ণেন ভাব্যতে শুক্লমম্বরম্।
তাদৃশং কুরুতে রূপমেতদেবমবেহি মে ॥ ৫ ॥
তস্মাদ্‌গুণেষু রজ্যেথা মা দোষেষু কদাচন।
অনিত্যমিহ মর্ত্ত্যানাং জীবিতং হি চলাচলম্ ॥ ৬ ॥
সুখে বা যদি বা দুঃখে বর্ত্তমানো বিচক্ষণঃ।
যশ্চিনোতি শুভান্যেব স তন্ত্রাণীহ পশ্যতি ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মাদপেতং যৎ কর্ম্ম যদ্যপি স্যান্মহাফলম্।
ন তৎ সেবেত মেধাবী ন তদ্ধিতমিহোচ্যতে ॥ ৮ ॥
যো হৃত্বা গোসহস্রাণি নৃপো দদ্যাদরক্ষিতা।
স শব্দমাত্রফলভাগ্‌ রাজা ভবতি তস্করঃ ॥ ৯ ॥

শুক্লবস্ত্র নীল-পীতাদি যে বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, সেই বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব দোষ পরিহারপূর্ব্বক গুণসমূহে অনুরাগ প্রকাশ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহলোকে মানবদিগের জীবন নিতান্ত অস্থির ও অনিত্য ॥ ৫-৬ ॥

যিনি সুখ ও দুঃখ এই উভয় অবস্থাতেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী ॥ ৭ ॥

অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কদাপি উচিত নহে ॥ ৮ ॥

নরপতি সহস্র সহস্র গাভী অপহরণ করিয়া যদি সৎপাত্রে সমর্পণ করেন, তাঁহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না, প্রত্যুত তাঁহাকে তস্করতাপাপে লিপ্ত হইতে হয় ॥ ৯ ॥

স্বয়ম্ভূরসৃজচ্চাগ্রে ধাতারং লোকসৎকৃতম্।
ধাতাসৃজৎ পুত্রমেকং লোকানাং ধারণে রতম্॥ ১০॥
তমর্চ্চয়িত্বা বৈশ্যস্তু কুর্য্যাদত্যর্থমৃদ্ধিমৎ।
রক্ষিতব্যন্তু রাজন্যৈরুপযোজ্যং দ্বিজাতিভিঃ॥ ১১॥
অজিহ্মৈরশঠক্রোধৈর্হব্যকব্যপ্রয়োক্তৃভিঃ।
শূদ্রৈর্নির্ম্মার্জ্জনং কার্য্যমেবং ধর্ম্মো ন নশ্যতি॥ ১২॥
অপ্রণষ্টে ততো ধর্ম্মে ভবন্তি সুখিতাঃ প্রজাঃ।
সুখেন তাসাং রাজেন্দ্র মোদন্তে দিবি দেবতাঃ॥ ১৩॥
তস্মাদ্‌যো রক্ষতি নৃপঃ স ধর্ম্মেণেতি পূজ্যতে।
অধীতে চাপি যো বিপ্রো বৈশ্যো যশ্চার্জ্জনে রতঃ॥ ১৪॥
যশ্চ শুশ্রূষতে শূদ্রঃ সততং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
অতোঽন্যথা মনুষ্যেন্দ্র স্বধর্ম্মাৎ পরিহীয়তে॥ ১৫॥

ভগবান্ স্বয়ম্ভূ সর্ব্বপ্রথমে ত্রিলোকপূজিত বিধাতার সৃষ্টি করেন। তৎপরে বিধাতা লোকরক্ষণার্থ জনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশ্যগণ সেই দেবতার অর্চ্চনা করিয়া কৃষি-গোরক্ষাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বৈশ্যের শস্যোৎপাদন, ক্ষত্রিয়ের শস্যরক্ষা, ব্রাহ্মণের উপভোগ এবং শূদ্রের ক্রোধ ও শঠতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ ও যজ্ঞস্থান মার্জ্জনাদি করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলে কখনই ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। ধর্ম্ম নষ্ট না হইলেই প্রজাগণ সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় এবং প্রজাগণ সুখী হইলেই দেবগণের পরম পরিতোষ জন্মে॥ ১০-১৩॥

ফলতঃ নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন এবং শূদ্র শুশ্রূষানিরত হইলেই সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া

প্রাণসন্তাপনির্দ্দিষ্টাঃ কাকিণ্যোঽপি মহাফলাঃ।
ন্যায়েনোপার্জ্জিতা দত্তাঃ কিমুতান্যাঃ সহস্রশঃ॥ ১৬॥
সংকৃত্য হি দ্বিজাতিভ্যো যো দদাতি নরাধিপঃ।
যাদৃশং তাদৃশং নিত্যমশ্নাতি ফলমূর্জ্জিতম্॥ ১৭॥
অভিগম্য চ তত্তুষ্ট্যা দত্তমাহুরভিষ্টুতম্।
যাচিতেন তু যদ্দত্তং তদাহুর্মধ্যমং বুধাঃ॥ ১৮॥
অবজ্ঞয়া দীয়তে যত্তথৈবাশ্রদ্ধয়াপি বা।
তমাহুরধমং দানং মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ॥ ১৯॥
অতিক্রমেন্মজ্জমানো বিবিধেন নরঃ সদা।
তথা প্রযত্নং কুর্ব্বীত যথা মুচ্যেত সংশ্রয়াৎ॥ ২০॥

থাকেন। যে ব্যক্তি এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়॥ ১৪-১৫॥

ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভূরিদান করা দূরে থাকুক, অতি কষ্টে কাকিণীমাত্র দান করিলেই মহাফললাভ হইয়া থাকে॥ ১৬॥

নরপতিদিগের মধ্যে যিনি সমাদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ ধনদান করেন, তাঁহার তদনুরূপ মহাফললাভ হয়॥ ১৭॥

স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহার সন্তোষ-সাধনার্থ যাহা দান করা যায়, সেই দান উৎকৃষ্ট, গ্রহীতা যাচ্ঞা করিলে যে দান করা যায়, তাহা মধ্যম, আর যাহা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাসহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে॥ ১৮-১৯॥

সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিদিগের এই ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্ন-সহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥ ২০॥

দমেন শোভতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিজয়েন তু।
ধনেন বৈশ্যঃ শূদ্রস্ত নিত্যং দাক্ষ্যেণ শোভতে ॥ ২১ ॥

ইতি পরাশরগীতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রাহ্মণ দমগুণান্বিত, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনী এবং শূদ্র নিয়ত ইঁহাদিগের সেবাতৎপর হইলেই সমধিক সম্মানভাজন হইয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পরাশর উবাচ।

প্রতিগ্রহাগতা বিপ্রে ক্ষত্রিয়ে যুধি নির্জ্জিতাঃ।
বৈশ্যে ন্যায়ার্জ্জিতাশ্চৈব শূদ্রে শুশ্রূষয়ার্জ্জিতাঃ ॥ ১ ॥
স্বল্পাপ্যর্থাঃ প্রশস্যন্তে ধর্ম্মস্যার্থে মহাফলাঃ।
নিত্যং ত্রয়াণাং বর্ণানাং শুশ্রূষুঃ শূদ্র উচ্যতে ॥ ২ ॥
ক্ষত্রধর্ম্মা বৈশ্যধর্ম্মা নাবৃত্তিঃ পততে দ্বিজঃ।
শূদ্রধর্ম্মা যদা তু স্যাত্তদা পততি বৈ দ্বিজঃ ॥ ৩ ॥
বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ তথা শিল্পোপজীবনম্।
শূদ্রস্যাপি বিধীয়ন্তে যদা বৃত্তির্ন জায়তে ॥ ৪ ॥

হে রাজর্ষে! ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহলব্ধ, ক্ষত্রিয়ের জয়প্রাপ্ত, বৈশ্যের ন্যায়ার্জ্জিত ও শূদ্রের শুশ্রূষা দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ধর্ম্মফলপ্রদ ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ত্রিবর্ণের সেবা করাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম ॥ ১-২ ॥

ব্রাহ্মণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম বা বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পতিত হয়েন না; কিন্তু শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয় ॥ ৩ ॥

শূদ্র ত্রিবর্ণ-সেবা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে বাণিজ্য, পশুপালন বা শিল্পকর্ম্ম করিতে পারে ॥ ৪ ॥

রঙ্গাবতরণঞ্চৈব তথা রূপোপজীবনম্।
মদ্যমাংসোপজীব্যঞ্চ বিক্রয়ং লোহচর্ম্মণোঃ ॥ ৫ ॥
অপূর্ব্বিণা ন কর্ত্তব্যং কর্ম্ম লোকে বিগর্হিতম্।
কৃতপূর্ব্বং তু ত্যজতো মহান্ ধর্ম্ম ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৬ ॥
সংসিদ্ধঃ পুরুষো লোকে যদাচরতি পাপকম্।
মদেনাভিপ্লুতমনাস্তচ্চ ন গ্রাহ্যমুচ্যতে ॥ ৭ ॥
শ্রূয়ন্তে হি পুরাণেষু প্রজা ধিগ্দণ্ডশাসনাঃ।
দান্তা ধর্ম্মপ্রধানাশ্চ ন্যায়ধর্ম্মানুবৃত্তিকাঃ ॥ ৮ ॥
ধর্ম্ম এব সদা নৃণামিহ রাজন্ প্রশস্যতে।
ধর্ম্মবৃদ্ধা গুণানেব সেবন্তে হি নরা ভুবি ॥ ৯ ॥
তং ধর্ম্মমসুরাস্তাত নামৃষ্যন্ত জনাধিপ।
বিবর্দ্ধমানাঃ ক্রমশস্তত্র তেঽন্বাবিশন্ প্রজাঃ ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি কদাপি নাট্য, বহুরূপ-প্রদর্শন এবং মদ্যমাংস ও লৌহ-চর্ম্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে নাই, তাহার জীবিকার্থ ঐ সমুদয় অবলম্বন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর যে ব্যক্তির বহুকালাবধি ঐ সকল কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, সে যদি ঐ সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পরম ধর্ম্মলাভ হয়, ইহাই শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট ॥ ৫-৬ ॥

ইহলোকে মানবগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে ধার্ম্মিক লোকেরাই প্রশংসনীয় ও নানা গুণের আধার হয়েন। পূর্ব্বকালে প্রজাগণ দান্ত, নীতিবিশারদ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ দৈবাৎ কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত

তাসাং দর্পঃ সমভবৎ প্রজানাং ধর্ম্মনাশনঃ।
দর্পাত্মনাং ততঃ পশ্চাৎ ক্রোধস্তাসামজায়ত ॥ ১১ ॥
ততঃ ক্রোধাভিভূতানাং বৃত্তং লজ্জাসমন্বিতম্।
হ্রীশ্চৈবাপ্যনশদ্রাজংস্ততো মোহো ব্যজায়ত ॥ ১২ ॥
ততো মোহপরীতাস্তা নাপশ্যন্ত যথা পুরা।
পরস্পরাবমর্দ্দেন বর্দ্ধয়ন্ত্যো যথাসুখম্ ॥ ১৩ ॥
তাঃ প্রাপ্য তু স ধিগ্‌দণ্ডো ন কারণমতোহভবৎ ॥
ততোহভ্যগচ্ছন্ দেবাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাবমন্য হ ॥ ১৪ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু দেবদেববরং শিবম্।
অগচ্ছন্ শরণং ধীরং বহুরূপং গুণাধিকম্ ॥ ১৫ ॥

হইলে তাহাকে ধিক্কার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড করা হইত। কিয়ৎকাল পরে অসুরগণ প্রজাগণকে ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া ধর্ম্মকে নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে কামাদিরূপে তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিল। কামাদি প্রবিষ্ট হওয়াতে প্রজাগণের শরীরে ধর্ম্মনাশন দর্পের আবির্ভাব হইল। তৎপরে দর্প হইতে ক্রোধ সম্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের সুশীলতা ও লজ্জা বিনষ্ট করিল ॥ ৭-১২ ॥

তখন প্রজাগণ মোহে অভিভূত হইয়া পূর্ব্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত করত ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমান করিয়া নিরন্তর বিষয়ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেবল ধিক্কার-প্রদান দ্বারা তাহাদিগের শাসন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল ॥ ১৩-১৪ ॥

এইরূপে প্রজাগণ যার-পর-নাই উচ্ছৃঙ্খল হইলে দেবগণ

তেন স্ম তে গগনগাঃ সপুরাঃ পতিতাঃ ক্ষিতৌ।
ত্রিধাপ্যেকেন বাণেন দেবাপ্যায়িত-তেজসা ॥ ১৬ ॥
তেষামধিপতিস্ত্বাসীদ্‌ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
দেবতানাং ভয়করঃ স হতঃ শূলপাণিনা ॥ ১৭ ॥
তস্মিন্ হতেঽথ স্বং ভাবং প্রত্যপদ্যন্ত মানবাঃ।
প্রাপদ্যন্ত চ দেবান্ বৈ শাস্ত্রাণি চ যথা পুরা ॥ ১৮ ॥
ততোঽভিষিচ্য রাজ্যেন দেবানাং দিবি বাসবম্।
সপ্তর্ষয়শ্চান্বযুঞ্জন্নরাণাং দণ্ডধারণে ॥ ১৯ ॥
সপ্তর্ষীণামথোর্দ্ধঞ্চ বিপৃথুর্নাম পার্থিবঃ।
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব মণ্ডলেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০ ॥

বহুরূপধারী দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান শূলপাণি দেবগণের মুখে প্রজাদিগের বিপরীত আচরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে প্রজাগণের শরীরস্থ কামক্রোধাদিকে প্রথমতঃ বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে সর্ব্বপ্রধান মহামোহকে নিপাতিত করিলেন। ঐ সকল প্রজার অধিপতি মহাপরাক্রমশালী ও দেবগণের ভয়প্রদ ছিল, শূলপাণির হস্তে তাহাকেও বিনষ্ট হইতে হইল ॥ ১৫-১৭ ॥

মহামোহ বিনষ্ট হইলে মানবগণ পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

অনন্তর সপ্তর্ষিমণ্ডল ইন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা মানবগণের শাসনে নিযুক্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

সপ্তর্ষিমণ্ডল কিয়ৎকাল মানবগণের শাসন করিয়া নিরস্ত হইলে

মহাকুলেষু যে জাতা বৃদ্ধাঃ পূর্ব্বতরাশ্চ যে।
তেষামপ্যাসুরো ভাবো হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥ ২১ ॥
তস্মাত্তেনৈব ভাবেন সানুসঙ্গেন পার্থিবাঃ।
আসুরাণ্যেব কর্ম্মাণি ন্যসেবন্ ভীমবিক্রমাঃ ॥ ২২ ॥
প্রত্যতিষ্ঠংশ্চ তেষ্বেব তান্যেব স্থাপয়ন্ত্যপি।
ভজন্তে তানি চাদ্যাপি যে বালিশতরা নরাঃ ॥ ২৩ ॥
তস্মাদহং ব্রবীমি ত্বাং রাজন্ সংচিন্ত্য শাস্ত্রতঃ।
সংসিদ্ধাধিগমং কুর্য্যাৎ কর্ম্ম হিংসাত্মকং ত্যজেৎ ॥ ২৪ ॥
ন সঙ্করেণ দ্রবিণং প্রচিন্বীয়াদ্বিচক্ষণঃ।
ধর্ম্মার্থং ন্যায়মুৎসৃজ্য ন তৎকল্যাণমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

বিপৃথু ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপতি হইয়া প্রজাগণের শাসন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

যে সময় দেবাদিদেব মহাদেব প্রজাগণের কামক্রোধাদি বিনষ্ট করেন, সেই সময়ে কোন কোন মহাকুলসম্ভূত বৃদ্ধতম ব্যক্তির হৃদয় হইতে ঐ সমুদয় আসুরভাব অপনীত হয় নাই ॥ ২১ ॥

সেই সমস্ত ব্যক্তির সংসর্গে অনেকানেক ভীমপরাক্রম ভূপাল আসুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মূঢ় ব্যক্তিরা স্বয়ং তাঁহাদের সেই কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং অন্যকেও উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতেছে ॥ ২২-২৩ ॥

অতএব আমি শাস্ত্র সমালোচনপূর্ব্বক তোমাকে কহিতেছি যে, হিংসাত্মক কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত নীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপকার্য্য দ্বারা

স ত্বমেবংবিধো দান্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
প্রজা ভৃত্যাংশ্চ পুত্রাংশ্চ স্বধর্ম্মেণানুপালয় ॥ ২৬ ॥
ইষ্টানিষ্টসমাযোগে বৈরং সৌহার্দ্দমেব চ।
অথ জাতিসহস্রাণি বহূনি পরিবর্ত্ততে ॥ ২৭ ॥
তস্মাদ্‌গুণেষু রজ্যেথা মা দোষেষু কথঞ্চন।
নির্গুণোঽপি হি দুর্ব্বুদ্ধিরাত্মনঃ সোঽতিরজ্যতে ॥ ২৮ ॥
মানুষেষু মহারাজ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবর্ত্ততঃ।
ন তথান্যেষু ভূতেষু মনুষ্যরহিতেষ্বিহ ॥ ২৯ ॥
ধর্ম্মশীলো নরো বিদ্বানীহকোঽনীহকোঽপি বা।
আত্মভূতঃ সদা লোকে চরেদ্‌ভূতানহিংসয়া ॥ ৩০ ॥

অর্থোপার্জ্জন করিলে কখনই কল্যাণলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কখন উহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না ॥ ২৫ ॥

এক্ষণে তুমি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিরত ও বান্ধবপ্রিয় হইয়া ধর্ম্মানুসারে পুত্র, ভৃত্য ও প্রজাগণকে প্রতিপালন কর ॥ ২৬ ॥

ইষ্ট ও অনিষ্টের সহযোগেই সৌহার্দ্দ ও শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইষ্ট ও অনিষ্টকে সমান জ্ঞান না করে, তাহাকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ২৭ ॥

অতঃপর গুণে অনুরক্ত হওয়া ও দোষ পরিত্যাগ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরাও আপনাদের অল্পমাত্র গুণ প্রকাশ হইলে আহ্লাদিত হয় ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মনুষ্যগণমধ্যেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। অন্যান্য প্রাণীতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই ॥ ২৯ ॥

কি ধর্ম্মশীল, কি বিদ্বান্, কি যাচক, কি অযাচক সকলের হিংসা

যদা ব্যপেত-হৃল্লেখং মনো ভবতি তস্য বৈ।
নানৃতং চৈব ভবতি তদা কল্যাণমৃচ্ছতি ॥ ৩১ ॥

ইতি পরাশরগীতায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া কালযাপন করা উচিত। যখন লোকের মন বাসনাবিহীন ও সত্যনিরত হয়, তখনই তাহার যথার্থ মঙ্গললাভ হইয়া থাকে ॥ ৩০-৩১ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

পরাশর উবাচ ।

এষ ধর্ম্মবিধিস্তাত গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ।
তপোবিধিং তু বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১ ॥
প্রায়েণ চ গৃহস্থস্য মমত্বং নাম জায়তে ।
সঙ্গাগতং নরশ্রেষ্ঠ ভাবৈ রাজসতামসৈঃ ॥ ২ ॥
গৃহাণ্যাশ্রিত্য গাবশ্চ ক্ষেত্রাণি চ ধনানি চ ।
দারাঃ পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ ভবন্তীহ নরস্য বৈ ॥ ৩ ॥
এবং তস্য প্রবৃত্তস্য নিত্যমেবানুপশ্যতঃ ।
রাগদ্বেষৌ বিবর্দ্ধেতে হ্যনিত্যত্বমপশ্যতঃ ॥ ৪ ॥
রাগদ্বেষাভিভূতং চ নরং দ্রব্যবশানুগম্ ।
মোহজাতা রতির্নাম সমুপৈতি নরাধিপ ॥ ৫ ॥

হে মহারাজ ! এই আমি গৃহস্থধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তপোনিয়ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

প্রায় সকল গৃহস্থেরই রাজসিক গুণপ্রভাবে সাংসর্গিক মমতা জন্মিয়া থাকে । মানবগণ স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, গো, ক্ষেত্র ও ধনসম্পন্ন হইলে তাহাদিগের আর কিছুই অনিত্য বলিয়া বোধ থাকে না । তাহারা সতত ঐ সমুদয় সন্দর্শন করিতে করিতে রাগদ্বেষে একান্ত অভিভূত ও মোহজনিত সম্ভোগবাসনায় একান্ত আক্রান্ত হয় ॥ ২-৫ ॥

কৃতার্থং ভোগিনং মত্বা সর্ব্বো রতিপরায়ণঃ।
লাভং গ্রাম্যসুখাদন্যং রতিতো নানুপশ্যতি ॥ ৬ ॥
ততো লোভাভিভূতাত্মা সঙ্গাদ্বর্দ্ধয়তে জনম্।
পুষ্ট্যর্থং চৈব তস্যেহ জনস্যার্থং চিকীর্ষতি ॥ ৭ ॥
স জানন্নপি চাকার্য্যমর্থার্থং সেবতে নরঃ।
বালস্নেহপরীতাত্মা তৎক্ষয়াচ্চানুতপ্যতে ॥ ৮ ॥
ততো মানেন সম্পন্নো রক্ষনাত্মপরাজয়ম্।
করোতি যেন ভোগী স্যামিতি তস্মাদ্বিনশ্যতি ॥ ৯ ॥
তথা হি বুদ্ধিযুক্তানাং শাশ্বতং ব্রহ্মবাদিনাম্।
অন্বিচ্ছতং শুভং কর্ম্ম নরাণাং ত্যজতাং সুখম্ ॥ ১০ ॥

তখন ভোগপরায়ণ ব্যক্তিকেই কৃতার্থ ও স্ত্রীসম্ভোগই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া তাহাদের বিবেচনা হয় এবং তাহারা চিরপরিচিত লোভে একান্ত বিমোহিত হইয়া দাসদাসী প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহাদিগের সন্তোষ-সাধনার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক বিবিধ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় নির্ব্বোধ অপত্যস্নেহে যার-পর-নাই অভিভূত ও অপত্যবিয়োগে নিতান্ত কাতর হয় ॥ ৬-৮ ॥

গৃহস্থেরা সমাজমধ্যে সম্মানলাভ করিয়া যে স্ত্রীপুত্ত্রাদিরূপ বিষয় দ্বারা ভোগী হইবে বলিয়া স্থির করে, অচিরাৎ সেই সমুদয় হইতে বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

ঐ সমুদয় গৃহস্থের মধ্যে যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি শুভকর্ম্মের কামনা করিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা চিরকাল অসীম সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

স্নেহায়তননাশাচ্চ ধননাশাচ্চ পার্থিব।
আধিব্যাধিপ্রতাপাচ্চ নির্ব্বেদমুপগচ্ছতি ॥ ১১ ॥
নির্ব্বেদাদাত্মসংবোধঃ সংবোধাচ্ছাস্ত্রদর্শনম্।
শাস্ত্রার্থদর্শনাদ্রাজংস্তপ এবানুপশ্যতি ॥ ১২ ॥
দুর্লভো হি মনুষ্যেন্দ্র নরঃ প্রত্যবমর্শনাৎ।
যো বৈ প্রিয়সুখে ক্ষীণস্তপঃ কর্ত্তুং ব্যবস্যতি ॥ ১৩ ॥
তপঃ সর্ব্বগতং তাত হীনস্যাপি বিধীয়তে।
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য স্বর্গমার্গপ্রবর্ত্তকম্ ॥ ১৪ ॥
প্রজাপতিঃ প্রজাঃ পূর্ব্বমসৃজত্তপসা বিভুঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিদ্‌ব্রতপরো ব্রতান্যাস্থায় পার্থিব ॥ ১৫ ॥

পীড়া এবং স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদিনাশনিবন্ধন ঐরূপ লোকের অন্তঃকরণে ঘোরতর নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় ॥ ১১ ॥

ঐ নির্ব্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হইতে শাস্ত্রদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন হইতে তপস্যার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদিজনিত সুখ পরিণামে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, গৃহস্থদিগের মধ্যে এতাদৃশ লোক নিতান্ত দুর্লভ। তপস্যা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। দয়াদাক্ষিণ্যবিহীন শূদ্রাদি হীনবর্ণেরও উহাতে অধিকার আছে। তপঃপ্রভাবে দমগুণান্বিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির স্বর্গলাভ হইয়া থাকে ॥ ১২-১৪ ॥

ভগবান্ প্রজাপতি বিবিধ ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিয়া প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

আদিত্যা বসবো রুদ্রাস্তথৈবাগ্ন্যশ্বিমারুতাঃ।
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যাঃ পিতরোঽথ মরুদ্গণাঃ ॥ ১৬ ॥
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চান্যে দিবৌকসঃ।
সংসিদ্ধাস্তপসা তাত যে চান্যে স্বর্গবাসিনঃ ॥ ১৭ ॥
যে চাদৌ ব্রাহ্মণাঃ সৃষ্টা ব্রহ্মণা তপসা পুরা।
তে ভাবয়ন্তঃ পৃথিবীং বিচরন্তি দিবং তথা ॥ ১৮ ॥
মর্ত্ত্যলোকে চ রাজানো যে চান্যে গৃহমেধিনঃ।
মহাকুলেষু দৃশ্যন্তে তৎ সর্ব্বং তপসঃ ফলম্ ॥ ১৯ ॥
কৌশিকানি চ বস্ত্রাণি শুভান্যাভরণানি চ।
বাহনাসনপানানি তৎ সর্ব্বং তপসঃ ফলম্ ॥ ২০ ॥
মনোঽনুকূলাঃ প্রমদা রূপবত্যঃ সহস্রশঃ।
বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠে চ তৎ সর্ব্বং তপসঃ ফলম্ ॥ ২১ ॥
শয়নানি চ মুখ্যানি ভোজ্যানি বিবিধানি চ।
অভিপ্রেতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি শুভকর্ম্মিণাম্ ॥ ২২ ॥

আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, বায়ু, বিশ্বেদেব, সাধ্য, পিতৃলোক, মরুদ্গণ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবগণ একমাত্র তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছেন ॥১৬-১৭॥

ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব তপঃপ্রভাবে পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে স্বর্গ-লোকে বিচরণ করিতেছেন। মর্ত্ত্যভূমিতে যে সমুদয় নরপতি ও মহাবংশসম্ভূত ধনাঢ্য গৃহস্থকে পট্টবস্ত্র, উৎকৃষ্ট আভরণ, বাহন, আসন, যান, পরমরূপবতী অসংখ্য কামিনী, অট্টালিকা, উৎকৃষ্ট শয্যা,

নাপ্রাপ্যং তপসঃ কিঞ্চিত্ত্রৈলোক্যেঽপি পরন্তপ।
উপভোগপরিত্যাগঃ ফলান্যকৃতকর্ম্মণাম্ ॥ ২৩ ॥
সুখিতো দুঃখিতো বাপি নরো লোভং পরিত্যজেৎ।
অবেক্ষ্য মনসা শাস্ত্রং বুদ্ধ্যা চ নৃপসত্তম ॥ ২৪ ॥
অসন্তোষোঽসুখায়েতি লোভাদিন্দ্রিয়সম্ভ্রমঃ।
ততোঽস্য নশ্যতি প্রজ্ঞা বিদ্যেবাভ্যাসবর্জ্জিতা ॥ ২৫ ॥
নষ্টপ্রজ্ঞো যদা তু স্যাত্তদা ন্যায়ং ন পশ্যতি।
তস্মাৎ সুখক্ষয়ে প্রাপ্তে পুমানুগ্রং তপশ্চরেৎ ॥ ২৬ ॥
যদিষ্টং তৎ সুখং প্রাহুর্দ্বেষ্যং দুঃখমিহেষ্যতে।
কৃতাকৃতস্য তপসঃ ফলং পশ্যতু যাদৃশম্ ॥ ২৭ ॥

উত্তমোত্তম বিবিধ ভোজ্য-বস্তু এবং অন্যান্য অভিলষিত সামগ্রী সম্ভোগ করিতে দেখা যায়, তৎসমুদয় পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফল ॥ ১৮-২২ ॥

ত্রিলোকমধ্যে তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। তপোবলে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগেরও বৈরাগ্যোদয় হয় ॥ ২৩ ॥

মনুষ্য সুখীই হউক বা দুঃখীই হউক, স্বীয় বুদ্ধিমত্তাপ্রভাবে শাস্ত্র সন্দর্শন করিয়া লোভ পরিত্যাগ করা তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্য ॥ ২৪ ॥

অসন্তোষ সকল দুঃখের আদিকারণ, লোভ হইতে ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম এবং ইন্দ্রিয়সম্ভ্রমনিবন্ধন অভ্যাসবর্জ্জিত বিদ্যার ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

প্রজ্ঞানাশ হইলে ন্যায়-অন্যায়-বিবেচনা থাকে না। যাহা হউক, লোকের দুঃখ উপস্থিত হইলে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান করাই তাহার কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

ইহলোকে প্রিয়বস্তুই সুখকর ও অপ্রিয়বস্তু দুঃখজনক বলিয়া

নিত্যং ভদ্রাণি পশ্যন্তি বিষয়াংশ্চোপভূঞ্জতে।
প্রাকাশ্যং চৈব গচ্ছন্তি কৃত্বা নিষ্কল্মষং তপঃ ॥ ২৮ ॥
অপ্রিয়াণ্যবমানাংশ্চ দুঃখং বহুবিধাত্মকম্।
ফলার্থী তৎ ফলং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি বিষয়াত্মকম্ ॥ ২৯ ॥
ধর্ম্মে তপসি দানে চ বিধিৎসা চাস্য জায়তে।
স কৃত্বা পাপকান্যেব নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০ ॥
সুখে তু বর্ত্তমানো বৈ দুঃখে বাপি নরোত্তম।
স্ববৃত্তাদযো ন চলতে শাস্ত্রচক্ষুঃ স মানবঃ ॥ ৩১ ॥
ইষুপ্রপাতমাত্রং হি স্পর্শযোগে রতিঃ স্মৃতা।
রসনে দর্শনে ঘ্রাণে শ্রবণে চ বিশাম্পতে ॥ ২ ॥

কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তপস্যার ফল সুখ। আর তপস্যা না করিলে অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব তপস্যা করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। নিষ্পাপ তপোনুষ্ঠান করিতে পারিলে প্রতিনিয়ত বিবিধ মঙ্গলদর্শন, বিষয়সম্ভোগ ও খ্যাতিলাভ হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি ফলার্থী হইয়া সৎপথ পরিত্যাগ করে, তাহার সতত অপ্রিয়সংঘটন, বিষয়সম্ভোগজনিত বিবিধ ক্লেশ ও অপমান উপস্থিত হয় ॥ ২৭-২৯ ॥

তপস্যা ও দান প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের কর্ত্তব্যতা সত্ত্বেও মানবগণ অবিহিত কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া বিবিধ পাপানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিরয়গামী হয় ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি কি সুখের সময়, কি দুঃখের সময়, কখনই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত নহেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্ ॥ ৩১ ॥

স্পর্শ, দর্শন, রসন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদনজনিত সুখ অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী। ঐ সুখ ক্ষয় হইলেই আবার দুঃখের আবির্ভাব

ততোঽস্য জায়তে তীব্রা বেদনা তৎক্ষয়াৎ পুনঃ।
অবুধা ন প্রশংসন্তি মোক্ষং সুখমনুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥
ততঃ ফলার্থং সর্ব্বস্য ভবন্তি জ্যায়সো গুণাঃ।
ধর্ম্মবৃত্ত্যা চ সততং কামার্থাভ্যাং ন হীয়তে ॥ ৩৪ ॥
অপ্রযত্নাগতাঃ সেব্যা গৃহস্থৈর্ব্বিষয়াঃ সদা।
প্রযত্নেনোপগম্যশ্চ স্বধর্ম্ম ইতি মে মতিঃ ॥ ৩৫ ॥
মানিনাং কুলজাতানাং নিত্যং শাস্ত্রার্থচক্ষুষাম্।
ক্রিয়াধর্ম্মবিমুক্তানামশক্ত্যা সংবৃতাত্মনাম্ ॥ ৩৬ ॥
ক্রিয়মাণং যদা কর্ম্ম নাশং গচ্ছতি মানুষম্।
তেষাং নান্যদৃতে লোকে তপসঃ কর্ম্ম বিদ্যতে ॥ ৩৭ ॥

হয়। মোক্ষসুখ চিরস্থায়ী; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই ঐ সুখের প্রশংসা করে না ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিবেকী ব্যক্তিরাই মোক্ষলাভার্থ শমদমাদি গুণ অবলম্বন করেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কখনই তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৪ ॥

অনায়াসেই বিষয় সমুদয় উপভোগ ও যত্নপূর্ব্বক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥

কুলসম্ভূত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিরা কখনই তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সমুদয় নশ্বর; অতএব আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করাই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য। আর যে সকল গৃহস্থ কর্ম্মনিরত, স্বধর্ম্মানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ৩৬-৩৭ ॥

সর্ব্বাত্মনানুকুর্ব্বীত গৃহস্থঃ কর্ম্ম নিশ্চয়ম্।
দাক্ষ্যেণ হব্যকব্যার্থং স্বধর্ম্মে বিচরন্ নৃপ ॥ ৩৮ ॥
যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
এবমাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি পরাশরগীতায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যেমন নদ-নদী প্রভৃতি জলাশয় সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমিগণ গৃহস্থদিগকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

জনক উবাচ।

বর্ণো বিশেষবর্ণানাং মহর্ষে কেন জায়তে।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তদ্‌ব্রূহি বদতাং বর॥ ১॥
যদেতজ্জায়তেঽপত্যং স এবায়মিতি শ্রুতিঃ।
কথং ব্রহ্মণতো জাতো বিশেষে গ্রহণঙ্গতঃ॥ ২॥

পরাশর উবাচ।

এবমেতন্মহারাজ যেন জাতঃ স এব সঃ।
তপসস্বপকর্ষেণ জাতিগ্রহণতাং গতঃ॥ ৩॥
সুক্ষেত্রাচ্চ সুবীজাচ্চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ।
অতোঽন্যতরতো হীনাদবরো নাম জায়তে॥ ৪॥

জনক কহিলেন, মহর্ষে! শ্রুতিতে কথিত আছে যে, পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তবে এক ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া বর্ণ কেন হইল? আমার ইহা জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। হে বাগ্মিবর! আপনি আমার নিকটে ইহা কীর্ত্তন করুন॥ ১-২॥

পরাশর কহিলেন, মহারাজ! পিতাই অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তপস্যার অপকর্ষ এবং উৎকর্ষানুসারে জাতিগ্রহণ হইয়াছে॥ ৩॥

উত্তম ক্ষেত্র এবং উত্তম বীজ হইতেই পুণ্যবান্ সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পিতা এবং মাতার পাপেই সন্তানগণ অধার্ম্মিক অর্থাৎ হীনবর্ণ হয়॥ ৪॥

বক্ত্রাদ্ভুজাভ্যামূরুভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চৈবাথ জজ্ঞিরে।
সৃজতঃ প্রজাপতের্লোকানিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥ ৫ ॥
মুখজা ব্রাহ্মণাস্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ঊরুজা ধনিনো রাজন্ পাদজাঃ পরিচারকাঃ ॥ ৬ ॥
চতুর্ণামেব বর্ণানামাগমঃ পুরুষর্ষভ।
অতোঽন্যে ত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥
ক্ষত্রিয়াঽতিরথাম্বষ্ঠা উগ্রা বৈদেহকাস্তথা।
শ্বপাকাঃ পুক্কসা স্তেনা নিষাদাঃ সূতমাগধাঃ ॥ ৮ ॥
অয়োগাঃ করণা ব্রাত্যাশ্চণ্ডালাশ্চ নরাধিপ।
এতে চতুর্ভ্যো বর্ণেভ্যো জায়ন্তে বৈ পরস্পরাৎ ॥ ৯ ॥

জনক উবাচ।

ব্রহ্মণৈকেন জাতানাং নানাত্বং গোত্রতঃ কথম্।
বহূনীহ হি লোকে বৈ গোত্রাণি মুনিসত্তম ॥ ১০ ॥

ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের, ঊরু হইতে বৈশ্যের ও চরণ হইতে পরিচারক শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৫-৬ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বোক্ত চারিবর্ণ শ্রেষ্ঠ, যাহারা এই চারিবর্ণ হইতে পৃথক্, তাহাদিগকেই বর্ণসঙ্কর বলা যায় ॥ ৭ ॥

অতিরথ ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কস, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অয়োগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারিবর্ণের পরস্পর সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৮-৯ ॥

জনক কহিলেন, ভগবান্! ইহলোকে নানা গোত্র ও নানা বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন

যত্র তত্র কথং জাতাঃ স্বযোনিং মুনয়ো গতাঃ।
শুদ্ধযোনৌ সমুৎপন্না বিযোনৌ চ তথাপরে॥ ১১॥

পরাশর উবাচ।

রাজন্নৈতদ্‌ভবেদ্ গ্রাহ্যং অপকৃষ্টেন জন্মনা।
মহাত্মনাং সমুৎপত্তিস্তপসা ভাবিতাত্মনাম্॥ ১২॥
উৎপাদ্য পুত্রান্ মুনয়ো নৃপতে যত্র তত্র হ।
স্বেনৈব তপসা তেষাং ঋষিত্বং বিদধুঃ পুনঃ॥ ১৩॥
পিতামহশ্চ মে পূর্ব্বং ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ কশ্যপঃ।
বেদস্তাণ্ড্যঃ কৃপশ্চৈব কাক্ষীবৎ কমঠাদয়ঃ॥ ১৪॥
যবক্রীতশ্চ নৃপতে দ্রোণশ্চ বদতাং বরঃ।
আয়ুর্মতঙ্গো দত্তশ্চ দ্রুপদো মাৎস্য এব চ॥ ১৫॥

হইয়া প্রজাগণ কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং গোত্র লাভ করিল? কি জন্য ইহারা অপকৃষ্ট বর্ণে উৎপন্ন হইয়াও অনেকে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কিরূপে বা ব্রাহ্মণত্বলাভ ঘটিয়াছে? ১০-১১॥

পরাশর কহিলেন, রাজন্! ধ্যানপরায়ণ মহাত্মগণের নীচ যোনিতে জন্ম হইয়াছে বলিয়া কোন প্রকারে অপকৃষ্টতা জন্মে না॥ ১২॥

তাঁহারা স্বকীয় তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পিতা অপকৃষ্ট ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিলেও, তপোবলেই তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণত্ববিধান করিয়া থাকেন॥ ১৩॥

পূর্ব্বকালে আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, কশ্যপ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান্, কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুপদ ও মাৎস্য প্রভৃতি ঋষিগণ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপস্যার

এতে স্বাং প্রকৃতিং প্রাপ্তা বৈদেহ তপসোশ্রয়াৎ।
প্রতিষ্ঠাতা বেদবিদো দমেন তপসৈব হি ॥ ১৬ ॥
মূলগোত্রাণি চত্বারি সমুৎপন্নানি পার্থিব।
অঙ্গিরাঃ কশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠো ভৃগুরেব চ ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মতোঽন্যানি গোত্রাণি সমুৎপন্নানি পার্থিব।
নামধেয়ানি তপসা তানি চ গ্রহণং সতাম্ ॥ ১৮ ॥

জনক উবাচ।

বিশেষধর্ম্মান্ বর্ণানাং প্রব্রূহি ভগবন্ মম।
ততঃ সামান্যধর্ম্মাংশ্চ সর্ব্বত্র কুশলো হ্যসি ॥ ১৯ ॥

পরাশর উবাচ।

প্রতিগ্রহো যাজনঞ্চ তথৈবাধ্যাপনং নৃপ।
বিশেষধর্ম্মো বিপ্রাণাং রক্ষা ক্ষত্রস্য শোভনা ॥ ২০ ॥

বলে আপন আপন ঋষিপ্রকৃতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা দমগুণ-সম্পন্ন, তপস্যার বলেই বেদবিদ্ হইয়াছেন ॥ ১৪-১৬ ॥

হে রাজন্! অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ এবং ভৃগু প্রভৃতি ঋষি হইতে চারিটি মূল গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

পরিশেষে কর্ম্মানুসারে অন্যান্য গোত্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে, অদ্যাপি সাধু-সমাজে সেই সকল গোত্রের নাম প্রচলিত রহিয়াছে ॥১৮॥

জনক কহিলেন, হে ভগবন্! বর্ণ সকলের বিশেষ ধর্ম্ম কি, আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। তাহাদের সামান্য ধর্ম্মও জানিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে। আপনি সকল বিষয়েই সুদক্ষ, অতএব এই সমস্ত আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন্ ॥ ১৯ ॥

পরাশর কহিলেন, রাজন্! প্রতিগ্রহ, যাজন এবং অধ্যাপনই

কৃষিশ্চ পাশুপাল্যঞ্চ বাণিজ্যঞ্চ বিশামপি।
দ্বিজানাং পরিচর্য্যা চ শূদ্রকর্ম্ম নরাধিপ ॥ ২১ ॥
বিশেষধর্ম্মা নৃপতে বর্ণানাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ধর্ম্মান্ সাধারণাংস্তাত বিস্তরেণ শৃণুষ্ব মে ॥ ২২ ॥
আনৃশংস্যমহিংসা চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা।
শ্রদ্ধাকর্ম্মাতিথেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ ॥ ২৩ ॥
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মাঃ সাধারণা নৃপ ॥ ২৪ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
অত্র তেষামধিকারো ধর্ম্মেষু দ্বিপদাং বর ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ ধর্ম্ম, প্রজারক্ষাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য এবং শোভনীয় ধর্ম্ম ॥ ২০ ॥

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বৈশ্যদিগের ধর্ম্ম এবং দ্বিজগণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রগণের ধর্ম্ম ॥ ২১ ॥

বর্ণ সকলের এই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম কথিত হইল, এক্ষণে উহাদিগের সাধারণ ধর্ম্ম বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, সকলকে যথাযোগ্য বিভাগানুসারে অংশদান, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, আতিথেয়তা, সত্যনিষ্ঠা, অক্রোধ, স্বীয় স্ত্রীতে সন্তোষ, শৌচাচার, নিত্যকাল অনসূয়তা, আত্মজ্ঞান এবং তিতিক্ষা, এই সকল সকল বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ২৩-২৪ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের দ্বিজাতি আখ্যা হইয়াছে। ইঁহাদিগেরই বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার আছে ॥ ২৫ ॥

বিকর্ম্মাবস্থিতা বর্ণা পতন্তে নৃপতে ত্রয়ঃ।
উন্নমন্তি যথা সন্তং আশ্রিত্যেহ স্বকর্ম্মসু ॥ ২৬ ॥

ন চাপি শূদ্রঃ পততীতি নিশ্চয়ো, ন চাপি সংস্কারমিহার্হতীতি বা।
শ্রুতিপ্রবৃত্তং ন চ ধর্ম্মমাপ্নুতে, ন চাস্য ধর্ম্মে প্রতিষেধনং কৃতম্ ॥ ২৭ ॥
বৈদেহকং শূদ্রমুদাহরন্তি, দ্বিজা মহারাজ শ্রুতোপপন্নাঃ।
অহং হি পশ্যামি নরেন্দ্রদেবং, বিশ্বস্য বিষ্ণুং জগতঃ প্রধানম্ ॥ ২৮ ॥

সতাং বৃত্তমধিষ্ঠায় নিহীনাদুদ্দিধীর্ষবঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দূষ্যন্তি কুর্ব্বাণাঃ পৌষ্টিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৯ ॥
যথা যথা হি সদ্বৃত্তমালম্বন্তীতরে জনাঃ।
তথা তথা সুখং প্রাপ্য প্রেত্য চেহ চ মোদতে ॥ ৩০ ॥

ইহারা বিগতকর্ম্মা হইলে পতিত হইবে, কিন্তু স্বকর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ইহাদিগের উন্নতিলাভ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

শূদ্রজাতির নিশ্চয়ই পতন হয় আর শূদ্র কদাপি সংস্কারলাভেরও যোগ্য নহে। শ্রুতিপ্রবৃত্ত ব্রহ্মচর্য্য আদি ধর্ম্মে শূদ্রের অধিকার নাই, পরন্তু তাহারা অহিংসাপরায়ণতাদি ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারে ॥ ২৭ ॥

শ্রুতোপপন্ন দ্বিজগণ সত্যধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া মনে করেন এবং ঐরূপ শূদ্রকে আমিও বিষ্ণুস্বরূপ জগতের প্রধান বলিয়া জ্ঞান করি ॥ ২৮ ॥

শূদ্রগণ উন্নতি কামনা করিয়া সাধুগণের আচরণ অবলম্বন পুরঃসর মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়াও পুষ্টিজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে এবং তাহাতেই তাহাদের সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ২৯ ॥

ইতর জনগণ যে পরিমাণে সাধুজনোচিত পথের অনুসরণ করিয়া

জনক উবাচ।

কিং কর্ম্ম দূষয়ত্যেনং অধোজাতির্মহামুনে।
সন্দেহো মে সমুৎপন্নস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

পরাশর উবাচ।

অসংশয়ং মহারাজ উভয়ং দোষকারকম্।
কর্ম্ম চৈব হি জাতিশ্চ বিশেষন্তু নিশাময় ॥ ৩২ ॥
জাত্যা চ কর্ম্মণা চৈব দুষ্টং কর্ম্ম ন সেবতে।
জাত্যা দুষ্টশ্চ যঃ পাপং ন করোতি স পুরুষঃ ॥ ৩৩ ॥
জাত্যা প্রধানং পুরুষং কুর্ব্বাণং কর্ম্মধিক্কৃতম্।
কর্ম্মতদ্দূষয়ত্যেনং তস্মাৎ কর্ম্ম ন শোভনম্ ॥ ৩৪ ॥

থাকে, সেই পরিমাণেই ইহলোকে এবং পরলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩০ ॥

জনক কহিলেন, ভগবন্! কি কার্য্য করিয়া ইতরজাতি দূষিত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, অতএব আপনি তাহা বর্ণন করিয়া আমার সংশয় দূর করুন ॥ ৩১ ॥

পরাশর কহিলেন, রাজর্ষে! আপনি সবিশেষ শ্রবণ করুন। কর্ম্ম ও জন্ম এই উভয় দ্বারাই লোকের হীনদশা ঘটিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

যিনি জাতিতে নীচ হইয়াও পাপকার্য্যের আচরণ না করেন, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, আর যিনি জাতিতে প্রধান হইয়াও নিকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে নিকৃষ্ট বলা যায়. অতএব কর্ম্মকেই হীনত্বের প্রধান সাধন বলিতে হইবে ॥ ৩৩-৩৪ ॥

জনক উবাচ।

কানি কর্ম্মাণি ধর্ম্মাণি লোকেঽস্মিন্ দ্বিজসত্তম।
ন হিংসন্তীহ ভূতানি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বদা॥ ৩৫॥

পরাশর উবাচ।

শৃণু মিত্র মহারাজ যন্মাত্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যানি কর্ম্মাণ্যহিংস্রাণি নরং ত্রায়ন্তি সর্ব্বদা॥ ৩৬॥
সন্ন্যস্যাগ্নীনুদাসীনাঃ পশ্যন্তি বিগতজ্বরাঃ।
নৈঃশ্রেয়সং কর্ম্মপথং সমারুহ্য যথাক্রমম্॥ ৩৭॥
প্রশ্রিতা বিনয়োপেতা দমনিত্যাঃ সুশংসিতাঃ।
প্রয়ান্তি স্থানমজরং সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৩৮॥

জনক কহিলেন, রাজন্! কি কি কার্য্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মানব সর্ব্বদা হিংসাশূন্য হইয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন॥ ৩৫॥

পরাশর কহিলেন, রাজন্! আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অহিংসাজনক এই সকল অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মনুষ্যগণকে সতত ত্রাণ করিয়া থাকে॥ ৩৬॥

হে বন্ধো! প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সন্তাপহীন ও শ্রেষ্ঠ পদ-সমারূঢ় হইতে পারিলে অনায়াসে মোক্ষলাভ-জনক পদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়॥ ৩৭॥

বিনয়ী, দান্ত, সংযতচিত্ত ও সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাত্মারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন॥ ৩৮॥

সর্ব্বে বর্ণা ধর্ম্মকার্য্যাণি সম্যক্, কৃত্বা রাজন্ সত্যবাক্যানি চোক্ত্বা।
ত্যক্ত্বাধর্ম্মং দারুণং জীবলোকে, যান্তি স্বর্গং নাত্র কার্য্যো বিচারঃ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীপরাশরগীতায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তেয়ং পরাশরগীতা।

ফলতঃ অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ও সত্যবাক্য কহিলে সকল বর্ণেরই যে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও বিচার করিবে না ॥ ৩৯ ॥

পরাশর-গীতা সমাপ্ত।

উত্তর-গীতা

—০:*:০—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ১ ॥
কৈবল্যং কেবলং শান্তং শুদ্ধমত্যন্তনির্ম্মলম্।
কারণং যোগনির্ম্মুক্তং হেতুসাধনবর্জ্জিতম্ ॥ ২ ॥

যৎকালে ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবদিগের মহাসংগ্রাম সংঘটিত হয়, তখন মহাবল অর্জ্জুন আত্মীয়বর্গকে সমরার্থ সমবেত দেখিয়া মমতাবশে যার-পর-নাই শোকমোহে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং সমরে অনিচ্ছু হইয়া বিমুখ হন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় শোকবিদূরণার্থ পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ প্রদান করেন। পরে ধনঞ্জয় রাজ্যলাভপূর্ব্বক সুখভোগে আসক্ত হওয়াতে সেই সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া যান। যখন কালসহকারে তাঁহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, তখন মন ক্রমশঃ বিষয়-বাসনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পরমার্থপথে ধাবমান হইলে তিনি পুনরায় সেই জ্ঞানলাভার্থ কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! যিনি একমাত্র নিষ্কল, তত্ত্বাতীত, নিরঞ্জন, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, বিনাশ ও উৎপত্তিবর্জ্জিত, কৈবল্যস্বরূপ, শান্ত, শুদ্ধ, অত্যন্ত

হৃদয়াম্বুজমধ্যস্থং জ্ঞানজ্ঞেয়স্বরূপকম্।
তৎক্ষণাদেব মুচ্যেত যজ্‌জ্ঞানাৎ ব্রূহি কেশব ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাবাহো বুদ্ধিমানসি পাণ্ডব।
যন্মাং পৃচ্ছসি তত্ত্বার্থমশেষং তদ্বদাম্যহম্ ॥ ৪ ॥

নির্ম্মল, যোগনির্ম্মুক্ত, সকলের কারণ, হেতুসাধনবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতের হৃদয়-কমলস্থ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ, আর যাঁহাকে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন্ ॥ ১-৩ ॥ *

ধনঞ্জয়ের ঈদৃশ জ্ঞানগর্ভ বচন শ্রবণ করিয়া বাসুদেব কহিলেন, হে মহাবাহো ! তুমি যার-পর-নাই উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, তুমি পরম বুদ্ধিমান্

---

* এক—স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় এই তিন প্রকার ভেদ-রহিত। নিষ্কল—উপাধি-বর্জ্জিত অর্থাৎ নিরাকার। তত্ত্বাতীত—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি ও অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। নিরঞ্জন—স্বপ্রকাশ অর্থাৎ যাঁহাতে অবিদ্যাজনিত মালিন্য নাই। অপ্রতর্ক্য—কোনরূপ তর্ক দ্বারা যাঁহাকে জানিতে পারা যায় না অর্থাৎ মন দ্বারাও যাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া দুরূহ। অবিজ্ঞেয়—প্রমাণাবিষয় অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না। বিনাশ ও উৎপত্তিবর্জ্জিত—অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ। কৈবল্যস্বরূপ—মুক্তিস্বরূপ। শান্ত—শান্তিগুণের আধার। শুদ্ধ—সর্ব্ববিধ কলুষবাহিভূ ত। যোগনির্ম্মুক্ত—বস্ত্বন্তরসম্বন্ধরহিত। কারণ—যাঁহা হইতে সকলের উৎপত্তি হয়। হেতুসাধনবর্জ্জিত—যাঁহার কোন কারণ বা সাধন নাই অর্থাৎ যিনি দৃশ্যমান প্রপঞ্চের একমাত্র হেতু ও সাধন। হৃদয়কমলস্থ—সর্ব্বান্তর্য্যামী। জ্ঞানজ্ঞেয়স্বরূপ—জ্ঞান অর্থাৎ বিষয়প্রকাশ এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ বিষয়, এতদুভয়সত্তাত্মক অর্থাৎ যিনি বিষয় সকলের প্রকাশ করেন।

আত্মমন্ত্রস্য হংসস্য পরস্পরসমন্বয়াৎ।
যোগেন গতকামানাং ভাবনা ব্রহ্ম উচ্যতে ॥ ৫ ॥
শরীরিণামজস্যান্তং হংসত্বং পরিদর্শনম্।
হংসো হংসাক্ষরশ্চৈতং কূটস্থং যত্তদক্ষরম্।
যদ্বিদ্বানক্ষরং প্রাপ্য জহান্মরণজন্মনী ॥ ৬ ॥

সন্দেহ নাই। তুমি তত্ত্বার্থ অবগত হইতে সমুৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিয়াছ, অতএব আমি সেই সকল বিষয়ে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৪ ॥

আত্মমন্ত্র অর্থাৎ প্রণবাত্মক মন্ত্র এবং সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয় যে পরমাত্মা, এই উভয়ের পরস্পর প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকাভাব বশতঃ আত্মতত্ত্ববিচার দ্বারা যে সকল ব্যক্তি কাম প্রভৃতি রিপুগণকে পরাজয় করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মা তত্ত্বমসি এই মহাবাক্য আশ্রয়পূর্ব্বক মায়োপাধিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম সহ অবিদ্যোপাধিক জীবের ঐক্যরূপ যে অপরোক্ষজ্ঞান প্রতীতি করিয়া থাকেন, তাহাকেই ব্রহ্ম বলা যায়। সেই ব্রহ্ম একমাত্র চিন্তনীয় পদার্থ। এই কারণেই শ্রুতিতে তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভাবনা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। কোন কোন মহাত্মা বলেন, যোগপ্রভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একত্রীভূত করিয়া বন্ধন সমূহের আদিকামনা দূরীভূত হইলে যিনি সেই অবস্থায় চিন্তনীয় হন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা যায় ॥ ৫ ॥

অবধীভূত পরব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেই জীবের পরম জ্ঞান হয় অর্থাৎ জীব স্বায় অবধীভূত পরব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম ও নশ্বর জীব এই উভয়ের সাক্ষিরূপে যিনি নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকেই কূটস্থ চৈতন্যরূপী অক্ষর

কাকীমুখ-ককারান্তো হ্যকারশ্চেতনাকৃতিঃ।
অকারস্য চ লুপ্তস্য কোঽর্থঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৭ ॥
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ সদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরম্।
সর্ব্বকালপ্রয়োগেণ সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥ ৮ ॥

পুরুষ বলা যায়। তখন সেই অক্ষর পুরুষলাভ হয়, সুতরাং তৎকালেই জন্ম-মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করা যাইতে পারে ॥ ৬ ॥

এক্ষণে অধ্যাহারাপবাদ দ্বারা প্রপঞ্চবিহীন ব্রহ্ম নিরূপিত হইতেছে। ক, অক এবং ঈ এই শব্দত্রয় একত্র হইয়া "কাকী" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক শব্দে সুখ, অক শব্দে দুঃখ এবং ঈ এই শব্দে তদ্‌বিশিষ্ট বুঝায়; সুতরাং কাকী শব্দ দ্বারা সুখদুঃখবান্ জীব বুঝা যাইতেছে। কাকী শব্দের প্রথম ককারের পরবর্ত্তী যে অকার, তাহাকেই ব্রহ্মের চেতনাকৃতি মূল প্রকৃতি কহে। ঐ অকার বিলুপ্ত করিলে মুখমাত্র-স্বরূপ ক অবশিষ্ট থাকে, সেই ককারই অদ্বিতীয় চিদানন্দ ব্রহ্ম। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বিশেষরূপে ঐ ককারের পরিজ্ঞানে যত্নবান্ হইবেন। কারণ, নির্ব্বাণ-সুখ ঐ একমাত্র ককারেই নিহিত আছে। ক এই বর্ণের শেষস্থ অকার মূলপ্রকৃতিস্বরূপ। কেহ কেহ বলেন, ঐ অকার বিলুপ্ত করিলে যে ককার অবশিষ্ট থাকে, তাহাই একমাত্র সৎস্বরূপ, আনন্দময় ব্রহ্ম। যিনি ঐ ব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৭ ॥

এক্ষণে প্রাণায়ামপরায়ণ ও যোগধারণাদিসম্পন্ন উপাসকদিগের অবান্তরফল কথিত হইতেছে। কি গমনসময়ে, কি অবস্থিতিকালে, সকল সময়েই শরীরমধ্যে প্রাণবায়ু ধারণ পূর্ব্বক প্রাণায়াম করা বিধেয়। নিরন্তর এইরূপে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিলে সহস্র বৎসর জীবিত থাকা

যাবৎ পশ্যেৎ খগাকারং তদাকারং বিচিন্তয়েৎ।
খমধ্যে কুরু চাত্মানমাত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৯ ॥
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
বহির্ব্ব্যোমস্থিতং নিত্যং নাসাগ্রে চ ব্যবস্থিতম্।
নিষ্কলং তং বিজানীয়াৎ শ্বাসো যত্র লয়ং গতঃ ॥ ১০ ॥

যায়। স্বরোদয় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, মনুষ্যগণের দেহাভ্যন্তরে যে দ্বাদশাঙ্গুলী নিশ্বাস প্রবিষ্ট হয়, যদি তাহার মধ্যে নবাঙ্গুলী পরিমাণে বায়ু শরীরাভ্যন্তরে ধারণ করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কদাচ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না ॥ ৮ ॥

যদি বল যে, এইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা কত দিনে পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—এই দৃশ্যমান আকাশ যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে ততদূর পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবে। পরে আত্মাকে আকাশে এবং আকাশকে আত্মার মধ্যে সংস্থাপন করিতে হইবে। এই প্রকারে আত্মা ও আকাশ এই উভয়েই একীভূত হইলে আর কিছু চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা প্রাণায়ামসাধন করিবেন, তাঁহাদের এইরূপ করাই সর্ব্বথা বিধেয়। কারণ, যে পর্য্যন্ত দৃশ্য পদার্থের মার্জ্জনা না হয়, তাবৎকাল কোনরূপেই ব্রহ্মলাভের সম্ভাবনা থাকে না। যদি কোন ব্যক্তিকে দেখিবার বাসনা হয় এবং তাহার মধ্যে অন্য কোন পদার্থ অন্তরাল থাকে, তাহা হইলে সেই অভিলষিত বস্তুর দর্শন কিরূপে হইতে পারে? ৯ ॥

উল্লিখিতরূপে যোগধারণাপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া কর্ত্তব্য, এই

পুটদ্বয়বিনির্ম্মুক্তো বায়ুর্যত্র বিলীয়তে।
তত্র সংস্থং মনঃ কৃত্বা তং ধ্যায়েৎ পার্থ ঈশ্বরম্॥ ১১॥
নির্ম্মলং তং বিজানীয়াৎ ষড়ূর্ম্মিরহিতং শিবম্।
প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ম্॥ ১২॥
সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।
ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ১৩॥

বিষয়ে বলা যাইতেছে।—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি উল্লিখিত প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করত স্থিরবুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া, যাহাতে নিশ্বাস-বায়ুর লয় হয়, সেই নাসাগ্রের বহিরাকাশ এবং অন্তরাকাশ এই দুই স্থানে নিষ্কল ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন, ইহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে॥ ১০॥

হে রাজন্! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি কিরূপে মন স্থিরীভূত করিবে, তাহা শ্রবণ কর। নিশ্বাসবায়ু নাসাপুটদ্বয় হইতে বিনির্গত হইয়া যে স্থানে লয়প্রাপ্ত হয়, মনকে সেই স্থানে সংস্থাপনপূর্ব্বক পরাৎপর ঈশ্বরের ধ্যান করিবে। এইরূপ করিলেই মন স্থির হইবে সন্দেহ নাই॥ ১১॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য, এই ষড়রিপুকে উর্ম্মি কহে, শৈশবাদি ষড়্বিধ অবস্থাকেও উর্ম্মি বলা যায়। সেই পরব্রহ্ম ষড়্বিধ উর্ম্মির অতিক্রান্ত, তিনি নির্ম্মল, কল্যাণস্বরূপ, প্রভাবিহীন, মনঃশূন্য, বুদ্ধিহীন ও নিরাময়। ব্রহ্মকে এইরূপে ধ্যান করিবে॥ ১২॥

যে ব্যক্তি ঐরূপে পরমাত্মাকে সর্ব্বশূন্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়রহিত বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই সমাধিস্থ ও ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই; অর্থাৎ যখন ধ্যানযোগ সহকারে বিষয়াদি সর্ব্বশূন্য ও আভাসবিহীন হইয়া বায়ুহীন দীপবৎ শান্তিভাবাপন্ন নিশ্চল ব্রহ্মরূপে অবস্থান করে, সেই অবস্থাই সমাধি বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি

স্বয়মুচ্চলিতে দেহে দেহী ন্যস্তসমাধিনা।
নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥
অমাত্রং শব্দরহিতং স্বরব্যঞ্জনবর্জ্জিতম্।
বিন্দুনাদকলাতীতং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৫ ॥
প্রাপ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদিসংস্থিতে।
লব্ধশান্তিপদে দেহে ন যোগো নৈব ধারণম্ ॥ ১৬ ॥

এইরূপে সমাধিযোগে স্থির হইয়া ব্রহ্মকে ত্রিগুণাতীত চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানেন, তাঁহারই মুক্তিলাভ হয় ॥ ১৩ ॥

যখন সমাধি করা যায়, তখন চৈতন্য-জ্যোতিঃ কর্ত্তৃক মায়াচক্রে পরিচালিত হওয়াতে আপন শরীর উর্দ্ধাধোভাবে আন্দোলিত হয়; পরন্তু তৎকালেও সমাধিস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্থির বলিয়া জ্ঞান করিবে। ইহাই সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ ॥ ১৪ ॥

যিনি পরমাত্মাকে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতাদি-রহিত, স্বরব্যঞ্জনাত্মক বর্ণসমূহের অতীত এবং বিন্দু, কণ্ঠাদিনিঃসৃত শব্দ ও নাদৈকদেশের বহির্ভূত বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনিই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্যজ্ঞ জানিবে ॥ ১৫ ॥

যিনি সদ্গুরুর উপদেশে এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন যে, "আমিই ব্রহ্ম" কিংবা "যিনি সত্য, আনন্দ ও অনন্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম," এইরূপ জানিয়াছেন অথবা যাঁহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, বেদান্তের তাৎপর্য্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই শুদ্ধ বিশুদ্ধ-স্বভাব যোগিবরের আর যোগধারণা প্রভৃতি কোন কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই; কারণ, যদি কার্য্যফল সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে কারণের প্রয়োজন থাকে না ॥ ১৬ ॥

যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
নাবর্থী হি ভবেৎ তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্॥ ১৮ ॥
গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ ॥ ১৯ ॥
উল্কাহস্তো যথা কশ্চিদ্দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ ॥ ২০ ॥

বেদের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে যে প্রণবাত্মক স্বর কথিত আছে, যিনি সেই প্রকৃতিযুক্ত প্রণব হইতে প্রধান, সেই জ্ঞানীই ঈশ্বররূপে বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

যাবৎ নদী পার হওয়া না যায়, তাবৎকালই মানব নৌকার প্রার্থী হইয়া থাকে, কিন্তু নদী সমুত্তীর্ণ হইলে আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না; সেইরূপ যে পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বাপরোক্ষানুভব না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্তই যোগাভ্যাসে ও প্রাণায়ামাদিসাধনে যত্নবান হইবে, কিন্তু পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হইলে আর সেই সকল যোগাদি-সাধনে প্রয়োজন নাই ॥ ১৮ ॥

ধান্যার্থী ব্যক্তি যেরূপ পলাল মর্দ্দন করিয়া ধান্য গ্রহণ করে এবং তৃণগুলি ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি বহুবিধ শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মজ্ঞানী হইলে পরে সেই সকল শাস্ত্র দূরে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

তিমিরাবৃত নিশাতে কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর করিতে হইলে যেরূপ মানব উল্কা গ্রহণপূর্ব্বক গমন করে এবং সেই অন্বেষ্টব্য বস্তু

যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনম।
এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনম্‌ ॥ ২১ ॥
জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥ ২২ ॥

দৃষ্ট হইলে উল্কা ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ অবিদ্যারূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসাররূপ নিশাভাগে পরমার্থদর্শনাভিলাষী ব্যক্তি জ্ঞানোল্কার প্রভাবে পরমাত্মাকে দৃষ্টিগোচর করিয়া অবশেষে যোগাদি জ্ঞান সকল বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি অমৃত পান করিয়াছে, তাহার যেরূপ জলে কোন প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ পরমব্রহ্মকে জানিতে পারিলে আর বেদাদিতে কোন আবশ্যক করে না ॥ ২১ ॥

যিনি জ্ঞানামৃত পান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, সেই যোগীর আর কোনরূপ যোগানুষ্ঠানাদি করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, নিজ শরীরের ভোগদৃষ্টির ন্যায় চৈতন্য-সাহায্যে সকল দেহের ভোগদৃষ্টি থাকাতে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সকল সুখই সর্ব্বথা সিদ্ধ আছে। কেবল লোকসংগ্রহার্থ কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যদি অভিনিবেশ সহকারে বিধিনিবিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। বস্তুতঃ জ্ঞেয়-স্বরূপ পরমাত্মার পরিজ্ঞান হইলে যেরূপ সকলই বিদিত হওয়া যায়, সেইরূপ তাঁহাকে লাভ করিলে সকলই লাভ হইয়া থাকে; কারণ, তিনিই সংসারের সকল পদার্থ-স্বরূপ। জগতে তিনি ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই ॥ ২২ ॥

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণবস্যাগ্রং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ২৩ ॥
আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ২৪ ॥
তাদৃশং পরমং রূপং স্মরেৎ পার্থ হ্যনন্যধীঃ।
বিধূমাগ্নিনিভং দেবং পশ্যেদত্যন্তনির্ম্মলম্ ॥ ২৫ ॥

একমাত্র প্রণব দ্বারাই পরব্রহ্মকে জানা যায়; বেদের অর্থ না বুঝিয়া কেবল বেদ অধ্যয়ন করিলেই তাহাকে বেদজ্ঞ বলা যায় না। যেরূপ তৈলধারা ও দীর্ঘঘণ্টা শব্দের বিচ্ছেদ নাই, সেইরূপ তিনিও বিচ্ছেদশূন্য। কি বাক্য, কি মন, কিছু দ্বারাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাঁহার এইরূপ ধারণা আছে, তিনিই যথার্থ বেদের তাৎপর্য্যজ্ঞ। বস্তুতঃ বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে তত্ত্বরূপে জানিয়া হৃদয়ে ধারণা করাই বেদপাঠের ফল। এইরূপ করিতে যিনি সমর্থ, তিনিই প্রকৃত বেদজ্ঞ ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি আত্মাকে এক অরণি * এবং ওঙ্কারকে দ্বিতীয় অরণিরূপে কল্পনা করিয়া ধ্যানরূপ মন্থনাভ্যাস করেন, তিনিই নিগূঢ় ব্রহ্মাগ্নির দর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ দুইখানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া তাহা পরস্পর ঘর্ষণ করিলে যেমন তন্মধ্য হইতে গুপ্ত অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ জীবাত্মা ও প্রণব এই উভয়কে একযোগে গ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিলে গূঢ়স্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

হে পার্থ! পরমাত্মা ধূমহীন অগ্নির ন্যায় স্বপ্রকাশমান; যে পর্য্যন্ত

---

* অরণি অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ।

দূরস্থোঽপি ন দূরস্থঃ পিণ্ডস্থঃ পিণ্ডবর্জ্জিতঃ ॥
বিমলঃ সর্ব্বদা দেহী সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ ॥ ২৬ ॥
কায়স্থোঽপি ন কায়স্থঃ কায়স্থোঽপি ন জায়তে।
কায়স্থোঽপি ন ভুঞ্জানঃ কায়স্থোঽপি ন বধ্যতে ॥ ২৭ ॥

তাঁহার দর্শনলাভ না হয়, তাবৎকাল একমনে সেই পরমরূপ চিন্তা করিবে ॥ ২৫ ॥

হে ধনঞ্জয়! জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে দূরবর্ত্তী হইলেও দূরবর্ত্তী নহেন, কারণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কোন ভিন্নতা নাই। পুত্র যেরূপ পিতার প্রতিবিম্ব, জীবাত্মা ও পরমাত্মাতেও তদ্রূপ সম্বন্ধ জানিবে। পদ্মপত্রে জল রাখিলে সেই জল যেমন পদ্মপত্রের সন্নিহিত হইয়াও তাহাতে সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ জীবাত্মা পঞ্চভূতাত্মক শরীরে অবস্থিত বটে, কিন্তু তথাপি দেহে লিপ্ত নহে। শরীর অনিত্য আবরণমাত্র। যেরূপ বসন পুরাতন হইলে মানবগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করে; সুতরাং জীবাত্মা দেহে লিপ্ত নহে। এই জীবাত্মা নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বথা মালিন্যরহিত। তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলেই এইরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ২৬ ॥

জীবাত্মা শরীরস্থ হইয়াও শরীরস্থ নহেন, মানবেরা ভ্রমবশেই ঐরূপ কল্পনা করিয়া থাকে। জীবাত্মা শরীরস্থ হইলেও জন্ম-মৃত্যুশীল দেহের ন্যায় জন্মমৃত্যুর বশঙ্গত নহেন। কারণ, দেহের ন্যায় জীবাত্মা পঞ্চভূতাত্মক নহে। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই নাই। আর জীবাত্মা দেহস্থিত হইয়াও কিছুমাত্র ভোগ করেন না,

তিলমধ্যে যথা তৈলং ক্ষীরমধ্যে তথা ঘৃতম্।
পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধঃ ফলমধ্যে যথা রসঃ।
কাষ্ঠাগ্নিবৎ প্রকাশে তু আকাশে বায়ুবচ্চরেৎ ॥ ২৮ ॥
তথা সর্ব্বগতো দেহী দেহমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মনঃস্থো দেহিনাং দেবো মনোমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৯ ॥

কারণ, তিনি সুখ-দুঃখের অতীত, পূর্ণ পরমাত্মার রূপভেদমাত্র জীবাত্মা দেহস্থিত হইয়াও কি রোগ, কি শোক প্রভৃতি বন্ধনে বন্দীভূত নহেন, কারণ, তিনি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল; আকাশ যেরূপ কিছুতেই সংবদ্ধ নহে, তদ্রূপ জীবাত্মাও কিছুতে বন্দীভূত হন না। ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ! যেরূপ তিলমধ্যে তৈল বিদ্যমান থাকে, দুগ্ধমধ্যে ঘৃত অবস্থিত হয়, কুসুমের অভ্যন্তরে গন্ধ থাকে এবং ফলের মধ্যে রস-সঞ্চার হয়, সেইরূপ শরীরমধ্যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বস্বরূপ, জগতে তিনি ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। যেরূপ কাষ্ঠের মধ্যে বহ্নি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মরূপী ঈশ্বর মনোমধ্যে প্রকাশিত হইতেছেন। এই বিষয় না জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিরা তীর্থাদিতে ইতস্ততঃ পরমাত্মার অন্বেষণ করিয়া থাকে। বায়ু যেমন সর্ব্বদা আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, অথচ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ আত্মরূপী ঈশ্বর হৃদয়াকাশে বিরাজমান আছেন। যোগিগণ এই জন্যই হৃদয়াকাশে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। তিলমধ্যগত তৈলবৎ জীব নানা দেহস্থ হইয়াও একত্বরূপে অবস্থিত আর অখিল দেহীর মনঃস্থ ঈশ্বর সাক্ষিস্বরূপে মনোমধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৮-২৯ ॥

মনঃস্থং মনোমধ্যস্থং মনঃস্থং মনোবর্জ্জিতম্।
মনসা মন আলোক্য স্বয়ং সিধ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৩০ ॥
আকাশং মানসং কৃত্বা মনঃ কৃত্বা নিরাস্পদম্।
নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥
যোগামৃতরসং পীত্বা বায়ুভক্ষ্যঃ সদা সুখী।
যং স ল্যভস্যতে নিত্যং সমাধির্মৃত্যুনাশকৃৎ ॥ ৩২ ॥
উৰ্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকম্।
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৩ ॥

যিনি মন ও মনের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন, যিনি মনস্থ হইয়াও মনের ধর্ম্ম সংকল্পবিকল্পাদিরহিত, যোগিগণ সেই পরমাত্মরূপী ঈশ্বরকে মনোদ্বারা মনোমধ্যে দর্শন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনের সাহায্য বিনা কার্য্য সিদ্ধ হয় না, মনের দোষেই কার্য্যে বিঘ্ন ঘটে, অতএব মনকে সর্ব্বথা বশীভূত করা কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি মনকে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও বিষয়-বাসনা-পরিশূন্য করিয়া নিশ্চল সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তিনিই সমাধিমান্ সন্দেহ নাই অর্থাৎ মনকে সংকল্পাদিরহিত ও আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী এবং নির্লিপ্ত করিতে পারিলেই পরমাত্মাকে অবগত হওয়া যায় ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ! যিনি যোগামৃত পান ও বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক নিরন্তর আনন্দ ভোগ করিবার বাসনায় সমাধি অভ্যাস করেন, তাঁহাকে জন্মমরণাদিমান্ সংসারে পতিত হইতে হয় না; তিনি নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥

যাঁহার উৰ্দ্ধ শূন্য, মধ্য শূন্য ও অধঃ শূন্য অর্থাৎ যাঁহার উৰ্দ্ধভাগ

শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি।
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়স্তি যোগিনঃ ॥ ৩৫ ॥

শূন্যমাত্র, চন্দ্রাদি কিছুই নাই, মধ্যভাগ শূন্য অর্থাৎ শরীরাদি নাই এবং নিম্ন শূন্য অর্থাৎ পৃথিব্যাদি কোন বস্তুই নাই, তিনিই পরমাত্মা। এইরূপে পরমাত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া যিনি তাঁহাকে ধ্যান করেন, তাঁহাকেই যথার্থ সমাধিমান্ বলা যায় এবং ঐরূপ আত্মভাবনাই যথার্থ সমাধির লক্ষণ। ইহাকেই নিরালম্ব সমাধি কহে। এই সমাধি দ্বারাই নির্ব্বাণপদ লাভ করা যায় ॥ ৩৩ ॥

এই প্রকারে সর্ব্বশূন্য পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিলেই পুণ্যপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ তাহা হইলে বিধিনিষিদ্ধ করণাকরণজনিত ইষ্টানিষ্টের উৎপত্তি হয় না ॥ ৩৪ ॥

দেবদেব নারায়ণ এই প্রকারে সমাধিলক্ষণ কীর্ত্তন করিলে জ্ঞানিপ্রবর ধনঞ্জয় তাহার প্রাকৃত তাৎপর্য্য বিদিত হইয়া মানবগণের হিতসাধনার্থ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! যে পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাকে চিন্তা করা নিতান্ত অসম্ভব, আর এই দৃশ্যমান জগৎও অনিত্য ; অতএব যদি অদৃশ্য পদার্থের চিন্তন অসম্ভব এবং দৃশ্যমান পদার্থও বিনশ্বর হইল, তবে যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই নামরূপাদি-বিহীন পরব্রহ্মের ধ্যান কিরূপে করিবে? কৃপা করিয়া এই সমস্ত বর্ণন পূর্ব্বক আমার সংশয় দূর করুন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

উর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণঃ স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥ ৩৬॥

অর্জ্জুন উবাচ।

সালম্বস্যাপ্যনিত্যত্বং নিরালম্বস্য শূন্যতা।
উভয়োরপি দোষিত্বাৎ কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥ ৩৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হৃদয়ং নির্ম্মলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বা হ্যনাময়ম্।
অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখী॥ ৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে নিরালম্ব সমাধি বর্ণন করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন অজ্ঞের ন্যায় তাহা না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করাতে এক্ষণে সাবলম্ব সমাধির লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন।—তিনি কহিলেন, হে পার্থ! যিনি উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যে অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন, তিনি আত্মা এবং যিনি সেই আত্মাকে তাদৃশভাবে চিন্তা করেন, তিনিই সমাধিস্থ আর তাদৃশ চিন্তাকেই সাবলম্ব সমাধি কহে॥ ৩৬॥

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! যদি আত্মা সাকার হন, তাহা হইলে তিনি নশ্বর সন্দেহ নাই, কারণ, যাবতীয় দৃশ্যমান সাকার পদার্থই বিনাশশীল। যদি তাঁহাকে নিরাকার বলা যায়, তাহা হইলে তিনি শূন্য; সুতরাং আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় সন্দেহ নাই; অতএব যাহা নশ্বর অথবা শূন্য, তাহাকে যোগিগণ কি প্রকারে হৃদয়ে ধ্যান করিবে? ৩৭॥

অর্জ্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বাসুদেব পুনরায় সবিস্তার সাবলম্ব সমাধির লক্ষণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন,

অর্জ্জুন উবাচ।

অক্ষরাণি সমাত্রাণি সর্ব্বে বিন্দুং সদাশ্রিতাঃ।
বিন্দুর্নাদেন ভিদ্যেত স নাদঃ কেন ভিদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৪০ ॥

হে অর্জ্জুন! রাগ দ্বেষ প্রভৃতিই হৃদয়ের মল, সেই মলসমূহ বিধৌত করিয়া অনাময় পরমাত্মাকে ধ্যান করত "আমিই অখণ্ড বিশ্ব" এইরূপ অবলোকন করিতে হইবে। এই প্রকারে আপনাকে জগৎস্বরূপে অবগত হইলেই চিদানন্দ সুখ লাভ করা যায় ॥ ৩৮ ॥

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! অকারাদি বর্ণ সকল মাত্রাবিশিষ্ট এবং বিন্দুসমন্বিত, আর বিন্দু ভিন্ন হইলে নাদসম্পন্ন হয়, সেই নাদ ভিন্ন হইয়া কাহার সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তাহা শুনিতে বাসনা করি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অনাহত শব্দের নাদমধ্যে জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছেন; সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে মন অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, ব্রহ্মে সেই মন বিলীন হয়; সেই লয়স্থানই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া অভিহিত অর্থাৎ অনাহত শব্দের নাদমধ্যে যে পরম জ্যোতিঃ আছে, সেই জ্যোতির ধ্যান করিতে করিতে মন ব্রহ্মের সহিত লয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং বিষ্ণুর পরমপদলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

ওঁকারধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণান্তিকম্।
নিরালম্বং সমুদ্দিশ্য যত্র নাদো লয়ং গতঃ ॥ ৪১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

ভিন্নে পঞ্চাত্মকে দেহে গতে পঞ্চসু পঞ্চধা।
প্রাণৈর্বিমুক্তে দেহে তু ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ক্ব গচ্ছতঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ মনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানি চ।
ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চৈব যশ্চান্যাঃ পঞ্চ দেবতাঃ ॥
তাশ্চৈব মনসঃ সর্ব্বে নিত্যমেবাভিমানতঃ ॥
জীবেনে সহ গচ্ছন্তি যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভগবান্ এই বলিয়া পুনর্ব্বার সবিস্তার কহিতেছেন। ওঁকারধ্বন্যাত্মক নাদসহ প্রাণবায়ুর রেচক-পূরকাদি ক্রমে নির্বিশেষে ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া যে স্থানে ওঙ্কারধ্বনিময় নাদের লয় হয়, সেই স্থানই বিষ্ণুর পরম পদ জানিবে ॥ ৪১ ॥

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক এই দেহ বিনষ্ট হইলে ও প্রাণ বিমুক্ত হইলে কিংবা পঞ্চভূত পঞ্চ প্রকারে মিশ্রিত হইলে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট কোথায় গমন করে? ইহা পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা করি ॥ ৪২ ॥

বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! যে পর্য্যন্ত জীব আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তাবৎকাল তাহার ভৌতিকত্বও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট, পঞ্চভূতের সত্তাত্মক মন, ইন্দ্রিয়সমূহ ও তদধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, ইহারা সকলেই অভিমান হেতু লিঙ্গদেহোপাধিক

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
জীবা জীবেন সিধ্যন্তি স জীবঃ কেন সিধ্যতি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মুখনাসিকয়োর্মধ্যে প্রাণঃ সঞ্চরতে সদা।
আকাশঃ পিবতি প্রাণং জীবঃ কেন স জীবতি ॥ ৪৫ ॥

জীবের সহিত প্রস্থান করে। বস্তুতঃ লিঙ্গদেহে যে প্রকৃতিসিদ্ধ অভিমান আছে, সেই অভিমানই মুক্তির বিঘ্ন। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে সেই অভিমানরূপ অন্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কারণে লয় পায়। সুতরাং যেমন অভিমানস্বরূপ অহঙ্কারের বিনাশ হয়, অমনি তৎসহ ধর্ম্মাধর্ম্ম অদৃষ্টও বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! স্থূল-সূক্ষ্মদেহাভিমানী জীব সমাধিস্থিত হইয়া চরাচর পদার্থ সহ অখিল বিশ্বের অভিমান পরিত্যাগ করেন; পরন্তু কি প্রকারে তাঁহার নিজের ভ্রমস্বরূপ জীবত্বের পরিহার হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ৪৪ ॥

ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! বদন ও নাসা ইহাদের অভ্যন্তরে যে প্রাণবায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে পঞ্চত্বকালে আকাশ সেই বায়ুকে সংহার করত অপানেতে বিলীন করে; সুতরাং সেই প্রাণবায়ু বিগত হইলে জীব আর কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারে? বস্তুতঃ প্রাণই জীবের জীবন। প্রাণবায়ু বিগত হইলে জীবনও বিগত হয় ॥ ৪৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিতং ব্যোম ব্যোম্না চাবেষ্টিতং জগৎ।
অন্তর্বহিস্ততো ব্যোম কথং দেবো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

আকাশো হ্যবকাশশ্চ আকাশব্যাপিতঞ্চ যৎ।
আকাশস্য গুণং শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! আপনার বাক্য পীযূষময়, উহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে পরলোকভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। আমি যতই শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শ্রবণ-লালসা বলবতী হইতেছে; অতএব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আকাশ যেরূপ বিশ্বব্যাপিত, সেইরূপ এই অখিল জগৎ আকাশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। যদি জগতে কি বাহ্য, কি মধ্য, সকল স্থানই আকাশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল, তাহা হইলে আকাশাতিরিক্ত পরমাত্মা কি প্রকারে কোথায় অবস্থিতি করেন? ৪৬ ॥

বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! আকাশ শূন্যস্বভাব, শব্দ উহার গুণ। এখন বিবেচনা কর, যখন আকাশের গুণ শব্দ হইল, তখন আকাশ অদৃশ্য বস্তু। যেরূপ বায়ুর রূপ নাই, উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্পর্শ দ্বারা উহার অনুভব হয়, সেইরূপ আকাশ অদৃশ্য পদার্থ, কেবল শব্দ দ্বারা উহার অনুমান করিতে হয়। যে বস্তু শূন্য, তাহার গুণ কখনই সম্ভব হয় না। পরমাত্মা শব্দশূন্য ও সর্ব্বব্যাপী। এই বৃহৎ আকাশ, যাবতীয় ভূত ও ভৌতিক বস্তু সকলই সেই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; বস্তুতঃ তিনি আকাশাদিসম্পন্ন নিখিল ব্রহ্মাণ্ড হইতে বৃহৎ, এই জন্যই তিনি ব্রহ্ম নামে পরিকীর্ত্তিত ॥ ৪৭ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন দেহে পশ্যন্তি মানবাঃ।
দেহে নষ্টে কুতো বুদ্ধির্বুদ্ধিনাশে কুতোঽজ্ঞতা ॥ ৪৮ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দন্তৌষ্ঠতালুজিহ্বানামাস্পদং যত্র দৃশ্যতে।
অক্ষরত্বং কুতস্তেষাং ক্ষরত্বং বর্ত্ততে সদা ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরঞ্চ, অতালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ।
অরেখজাতং পরমূষ্মবর্জ্জিতং তদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ ॥৫০॥

হে অর্জ্জুন! যোগীরা প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবর্ত্তিত ও বশীভূত করিয়া শরীরমধ্যে স্বপ্রকাশমান পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন, অনন্তর দেহ ধ্বংস হইলে তৎসহ সেই অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও নাশপ্রাপ্ত হয়, বুদ্ধি বিনাশপ্রাপ্ত হইলেই অজ্ঞানও দূরীভূত হইয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানের অন্তর্ধানই মুক্তির হেতু ॥ ৪৮ ॥

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! অকারাদি অক্ষর সকল দন্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বা, কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানকে আশ্রয় করত সঞ্জাত হয়, যাবতীয় উৎপন্ন পদার্থই বিনাশশীল। অতএব উৎপন্ন বর্ণ সকলও যে বিনাশশীল, তাহাতে সংশয় নাই; সুতরাং শব্দ দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতে পারে? ৪৯ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যিনি নাদরহিত, ব্যঞ্জনরহিত, স্বররহিত, তালু কণ্ঠ প্রভৃতি উচ্চারণস্থানরহিত, রেখারহিত ও উষ্মবর্ণরহিত, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৫০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতাধিবাসিতম্।
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন কথং সিধ্যন্তি যোগিনঃ॥ ৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন দেহে পশ্যন্তি মানবাঃ।
দেহে নষ্টে কুতো বুদ্ধির্বুদ্ধিনাশে কুতোঽজ্ঞতা॥ ৫২॥
তাবদেব নিরোধঃ স্যাৎ যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।
বিদিতে চ পরে তত্ত্বে একমেবানুপশ্যতি॥ ৫৩॥

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাধব! পরমাত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত, তিনি সর্ব্বজীবের অন্তরে ও বাহে বিরাজ করিতেছেন। যোগিগণ ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে মোক্ষলাভ করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন॥ ৫১॥

ভগবান কহিলেন, যোগী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক আপন দেহমধ্যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; সুতরাং দেহদার্ঢ্যই জ্ঞানের উপায়। দেহ নষ্ট হইলে জ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞান বিনষ্ট হইলেই অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায়; সুতরাং অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে॥ ৬২॥

যাবৎকাল সেই অপরোক্ষ-জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎকাল ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে হইবে। অনন্তর ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা অখণ্ড চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল সেই একমাত্র নিত্যানন্দকেই দর্শন করিতে থাকে॥ ৫৩॥

নবচ্ছিদ্রান্বিতা দেহাঃ স্রবতে জালিকা ইব।
নৈব ব্রহ্ম ন শুদ্ধং স্যাৎ পুমান্ ব্রহ্ম ন বিন্দতি ॥ ৫৪ ॥
অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী অত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং মত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে ॥ ৫৫ ॥

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নবচ্ছিদ্রবিশিষ্ট শরীর হইতে নিরন্তর জ্ঞানবিজ্ঞানাদি নিঃসৃত হইতেছে। মানবগণ ইন্দ্রিয়সংযম করত দেহাভিমান ও রাগাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সাক্ষাৎ ব্রহ্মবৎ পরিশুদ্ধ না হইলে কোন প্রকারেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না; বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, যে পদার্থ যাদৃশ, তদ্রূপ না হইলে কখনই তাহার সম্মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই। যে মানব এইরূপ তত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

এই দেহ অত্যন্ত মলিন এবং দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা অতি বিশুদ্ধ। যিনি তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি মার্জ্জিত করত দেহ ও আত্মার পরস্পর বিভিন্নতা জানিতে পারিয়াছেন, তিনি আর কাহার শৌচবিধান করিবেন? বস্তুতঃ স্নানাদি করিয়া দেহের মল দূরীভূত হইলে যেমন পুনর্ব্বার আর স্নানাদির প্রয়োজন করে না, সেইরূপ অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইলে আর শৌচাদির কি প্রয়োজন? ৫৫ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরম্।
অহং ব্রহ্মেতি নির্দ্দেষ্টুঃ প্রমাণং তত্র কিং ভবেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্।
অবিশেষো ভবেৎ তদ্বৎ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ২ ॥
জীবে পরেণ তাদাত্ম্যং সর্ব্বগং জ্যোতিরীশ্বরঃ।
প্রমাণলক্ষণৈর্জ্ঞেয়ং স্বয়মেকাগ্রবেদিনা ॥ ৩ ॥

জীবের যে ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি? এই বিষয় জানিতে অভিলাষী হইয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাধব! সর্ব্বগত, সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া "আমি-ই সেই ব্রহ্ম", জীব যে এইরূপ জ্ঞান করে, তাহার প্রমাণ কি? ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যেমন জলমধ্যে জল, দুগ্ধমধ্যে দুগ্ধ এবং ঘৃতমধ্যে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে তাহা একত্রিত হইয়া যায়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে রাগাদি বিকারভাব বিনিষ্ট হইয়া শুদ্ধিযুক্ত হইলে নির্ব্বিকার পরমাত্মার সহিত একতা জন্মিয়া থাকে ॥ ২ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মপরায়ণ সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যার্থ-বিচার দ্বারা জীবে পরমাত্মার একতা জ্ঞান করিবে, তাহা হইলেই জ্যোতির্ম্ময় চিদানন্দ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্ঞানেনৈব ভবেজ্‌জ্ঞেয়ং বিদিত্বা তৎক্ষণেন তু।
জ্ঞানমাত্রেণ মুচ্যেত কিং পুনর্যোগধারণম্‌॥ ৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

জ্ঞানেন দীপিতে দেহে বুদ্ধির্ব্রহ্মসমন্বিতা।
ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনা বিদ্বান্নির্দ্দহেৎ কর্ম্মবন্ধনম্‌॥ ৫॥

ততঃ পবিত্রং পরমেশ্বরাখ্যমদ্বৈতরূপং বিমলাম্বরাভম্‌।
যথোদকে তোয়মনুপ্রবিষ্টং, তথাত্মরূপো নিরুপাধিসংস্থিতঃ॥ ৬॥

যদি ঐরূপ গুরূপদিষ্ট জ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষানুভব হয়, তাহা হইলে যোগধারণার প্রয়োজন কি? এই বিষয় জানিতে অভিলাষী হইয়া অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! যদি গুরুর উপদেশেই জ্ঞেয় বিষয় অবগত হওয়া যায় এবং তাহাতেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে আর তত্ত্বজ্ঞানমাত্রেই যদি মুক্তি হইল, তাহা হইলে আর যোগধারণাদি অভ্যাসের আবশ্যক কি? এই সমস্ত বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন॥ ৪॥

ভগবান্‌ কহিলেন, হে পার্থ! যেমন তিমিরাবৃত যামিনীতে আলোক দ্বারা সমস্ত পদার্থ প্রদীপিত হয়, সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানাবৃত মলিন দেহ সমুদ্ভাসিত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মার বুদ্ধি সেই পরমব্রহ্মে নিহিত হইয়া থাকে, সেই সময়ে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ বহ্নি দ্বারা শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন দগ্ধীভূত করিয়া থাকেন॥ ৫৫॥

জল যেমন জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতেই মিলিত হইয়া যায়, সেই রূপ পরম পবিত্র, নির্ম্মল, অদ্বৈত পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে তদ্বলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্ববিধ উপাধিশূন্য হইয়া আত্মারূপে পরমাত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন॥ ৬॥

আকাশবৎ সূক্ষ্মশরীরআত্মা, ন দৃশ্যতে বায়ুবদন্তরাত্মা।
সবাহ্যশ্চাভ্যন্তরনিশ্চলাত্মা, অন্তর্ম্মুখঃ পশ্যতি তত্ত্বমৈক্যম্॥ ৭।

যত্র তত্র মৃতো জ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা।
যদা সর্ব্বগতং ব্যোম তত্র তত্র লয়ং গতঃ॥ ৮॥

শরীরব্যাপি চৈতন্যং জাগ্রদাদিপ্রভেদতঃ।
ন ত্বেকদেশবর্ত্তিত্বমন্বয়ব্যতিরেকতঃ॥ ৯॥

মুহূর্ত্তমপি যো গচ্ছেন্নাসাগ্রে মনসা সহ॥
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং তস্য জন্মশতার্জ্জিতম্। ১০॥

হে অর্জ্জুন! পরমাত্মা যেমন অকস্মাৎ সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য, অন্তরাত্মাও তদ্রূপ বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য। যে মহাত্মা বিকল্পশূন্য সমাধি দ্বারা আত্মাকে নিশ্চল করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত, বাহ্য বিষয় হইতে বিরত ও আত্মনিরত হইয়াছে, সেই পরম যোগীই ঐ পরমাত্মা ও অন্তরাত্মা এই উভয়ের একীভাব দর্শন করিয়া থাকেন॥ ৭॥

যেরূপ সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী আকাশ উপাধি-বিনাশে সেই মহাকাশেই বিলীন হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে কোনরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হউন্ না কেন, ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৮॥

হে অর্জ্জুন! চৈতন্যরূপী যে আত্মা এই দেহ পরিব্যাপ্ত করত অধিষ্ঠিত আছেন, অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা সেই আত্মাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সমতীত বলিয়া জানিতে হইবে॥ ৯॥

যে যোগী চৈতন্য-জ্যোতির অনুভব নিবন্ধন মুহূর্ত্তকাল নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তিনি শতজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন, সন্দেহ নাই॥ ১০॥

দক্ষিণা পিঙ্গলা নাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা।
দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী ॥ ১১ ॥
ইড়া চ বামনিশ্বাসঃ সোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযানমিতি জ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥
গুদস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভৃৎ।
দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে ॥ ১৩ ॥
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ ॥ ১৪ ॥

হে অর্জ্জুন! শরীরের দক্ষিণাংশে নিম্ন হইতে শিরস্থিত সহস্রদল-কমল পর্য্যন্ত পিঙ্গলা নামে যে নাড়ী বিদ্যমান আছে, উহা অগ্নির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী ও পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী, উহাকে দেবযান বলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনকে বশীভূত ও ঐ নাড়ীতে নিহিত করত সাধনা করেন, তিনি সুরগণের ন্যায় শূন্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সকল স্থানে গমনাগমন করিতে সমর্থ হন। এই কারণেই ঐ নাড়ীকে দেবযান বলা যায় ॥ ১১ ॥

শরীরাভ্যন্তরে বাম-চরণের নিম্নভাগ হইতে শিরঃস্থিত সহস্রদল-কমল পর্য্যন্ত ইড়া নামে যে নাড়ী বিদ্যমান আছে, উহা শশাঙ্কমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশমানা। সেই নাড়ীকে পিতৃযান বলে। যে যোগী ঐ নাড়ীতে মন নিহিত করিয়া সাধনা করেন, তিনি শূন্যপথে পিতৃ-লোকের বাসস্থান চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে সমর্থ হন, এই কারণেই উহার পিতৃযান নাম হইয়াছে ॥ ১২ ॥

জীবের শরীরাভ্যন্তরে মূলাধার হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত বীণাদণ্ডের ন্যায় একটি দীর্ঘ অস্থি বিদ্যমান আছে, উহাকে মেরুদণ্ড কহে। উহা দ্বারাই দেহ ধৃত রহিয়াছে। উহাকে ব্রহ্মদণ্ড বলে। ঐ দণ্ডের মধ্যে

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী।
সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখম্।
তস্যা মধ্যগতাঃ সূর্য্যসোমাগ্নিপরমেশ্বরাঃ।
ভূতলোকা দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ।
দ্বীপাশ্চ নিম্নগা বেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যা কুলাক্ষরাঃ ॥ ১৫ ॥
স্বর-মন্ত্র-পুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বগঃ।
বীজজীবাত্মকস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণবায়বঃ।
সুষুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৬ ॥

যে ক্ষুদ্র রন্ধ্রের অভ্যন্তরে শিরোদেশ হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত একটি নাড়ী আছে, বুধগণ তাহাকেই সুষুম্না নাড়ী বলিয়া থাকেন। যিনি ঐ নাড়ীতে মন নিহিত করিয়া সাধনা করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ॥ ১৩-১৪ ॥

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যভাগে সূক্ষ্মরূপিণী যে সুষুম্না নাড়ী বিদ্যমান আছে, তাহার শিখাতেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতোমুখ সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মজ্যোতিঃ অবস্থিত রহিয়াছেন। হে অর্জ্জুন! এই সুষুম্নানাড়ী জগতের বীজস্বরূপ, পরব্রহ্ম নিরন্তর ইহাতে অবস্থিত আছেন, ইহা মস্তিষ্ক ও বুদ্ধির স্থান, এই জন্যই ইহাকে জ্ঞাননাড়ী বলে। চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি, পরমেশ্বর, পঞ্চভূত, চতুর্দ্দশ ভুবন, দশদিক্, বারাণসী প্রভৃতি ধর্ম্মক্ষেত্র, সপ্তসাগর, মেরু প্রভৃতি অচল, যজ্ঞশিলা, সপ্তদ্বীপ, সপ্ত নদী, সপ্ত নদ, চতুর্ব্বেদ, শাস্ত্রবিদ্যা, চতুস্ত্রিংশৎ বর্ণ, ষোড়শ স্বর, মন্ত্রবর্গ, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, সত্ত্বাদি গুণত্রয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, নাগাদি পঞ্চ বায়ু, এই সকলই ঐ সুষুম্নাতে অবস্থান করিতেছে ॥ ১৫-১৬ ॥

নানানাড়ীপ্রসবগং সর্ব্বভূতান্তরাত্মনি।
উর্দ্ধমূলমধঃশাখং বায়ুমার্গেণ সর্ব্বগম্ ॥ ১৭ ॥
দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি নাড্যঃ স্যুর্বায়ুগোচরাঃ।
কর্ম্মমার্গেণ শুষিরা তির্য্যঞ্চ শুষিরাত্মিকা ॥ ১৮ ॥
অধশ্চোর্দ্ধং গতাস্তাস্ত নবদ্বারাণি রোধয়ন্।
বায়ুনা সহ জীবোর্দ্ধজ্ঞানী মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥
অমরাবতীন্দ্রলোকেহস্মিন্নাসাগ্রে পূর্ব্বতো দিশি।
অগ্নিলোকা হ্যথ জ্ঞেয়শ্চক্ষুস্তেজোবতী পুরী ॥ ২০ ॥

হে অর্জ্জুন! এই সুষুম্না নাড়ী জীবসমূহের আধারস্বরূপ। উহা হইতে নানাবিধ নাড়ী সঞ্জাত হইয়া দেহের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সুতরাং উর্দ্ধভাগে মূল ও নিম্নভাগে শাখাসমাযুক্ত একটি তরুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানী যোগী প্রাণবায়ু সহায়ে ঐ নাড়ীর সর্ব্বত্রই যাতায়াত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

এই শরীরাভ্যন্তরে দ্বিসপ্ততি সহস্র-সংখ্যক নাড়ী বিদ্যমান রহিয়াছে। বায়ুর সাহায্যে প্রতি নাড়ীতে যাতায়াত করা যায়। যোগী ব্যক্তিরা বায়ুর সহায়তাবলে ঐ সকল ছিদ্রবিশিষ্ট নাড়ীর অভ্যন্তরে গমনাগমন করত তাহাদের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। ১৮ ॥

যে সমস্ত নাড়ী সুষুম্না হইতে বহির্গত হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ নবদ্বার নিরোধপূর্ব্বক উর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রসৃত হইয়াছে, জীব বায়ুর সহায়তায় উপরিস্থিত জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ সেই সকল দ্বার অবগত হইলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

সুষুম্নার পূর্ব্বে নাসার অগ্রদেশে অমরাবতী নামে ইন্দ্রলোক এবং নয়নমধ্যে তেজোবতী নামে বহ্নিলোক বিদ্যমান অর্থাৎ কতকগুলি ধমনী

যাম্যাং সংযমনী শ্রোত্রে যমলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
নৈর্ঋতো হ্যথ তৎপার্শ্বে নৈর্ঋতো লোক-আশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥
বিভাবরী প্রতীচ্যান্তু পৃষ্ঠে বারুণিকী পুরী।
বায়োর্গন্ধবতী কর্ণপার্শ্বে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২২ ॥

নেত্রের সমীপে গমন করিয়া মণ্ডলাকারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নেত্রদ্বয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে তেজোবতী বলে এবং নাসার নিকটস্থ যে ধমনী অর্থাৎ নাসার সমীপ হইতেই মণ্ডলাকারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নাসাদ্বয়ের অভ্যন্তরে গিয়াছে তাহাকে অমরাবতী বলে। অমরাবতী দ্বারা ঘ্রাণশক্তি এবং তেজোবতী দ্বারা দর্শনশক্তি জন্মে ॥ ২০ ॥

কর্ণের নিকটে দক্ষিণভাগে সংযমনী নামে যমলোক এবং তাহার পার্শ্বে নৈর্ঋতলোক বিদ্যমান আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ণের পার্শ্বে এরূপ একটি স্থান আছে যে, তাহাতে আঘাত লাগিবামাত্র জীব অচেতন হইয়া পড়ে, অধিক কি, মৃত্যু পর্য্যন্তও হয়, এইজন্য উহাকে যমলোক বলে। উহারই পার্শ্বে এরূপ একটি স্থান আছে যে, তাহার সাহায্যে জীব মাংসাদি চর্ব্ব্য বস্তু ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, এইজন্য তাহাকে নৈর্ঋতলোক বা রাক্ষসলোক কহে ॥ ২১ ॥

শরীরের পশ্চিমদিকে পৃষ্ঠদেশে বরুণের পুরী বিদ্যমান, উহাকে বিভাবরী পুরী বলে ; কর্ণের পার্শ্বদেশে বায়ুর গন্ধবতী নগরী বিরাজিত আছে। পৃষ্ঠস্থ ধমনীসমূহে চিত্ত নিহিত করিলে জীব নিদ্রায় অচেতন হয়, এই জন্য সেই স্থানকে বিভাবরী কহে। এই প্রকার কর্ণের নিকটে যে স্থান চন্দনাদি অনুলেপন প্রদান করা যায়, সেই গন্ধ নাসারন্ধ্রে

সৌম্যাং পুষ্পবতী সৌম্যা সোমলোকস্তু কণ্ঠতঃ।
বামকর্ণে তু বিজ্ঞেয়া দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ২৩ ॥
বামচক্ষুষি চৈশানী শিবলোকো মনোন্মনী।
মূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মপুরী জ্ঞেয়া ব্রহ্মাণ্ডং দেহসংশ্রিতম্ ॥ ২৪ ॥
পাদাদধঃস্থিতোঽনন্তঃ কালাগ্নিঃ প্রলয়াত্মকঃ।
অনাময়মধশ্চোর্দ্ধং মধ্যমন্তর্বহিঃ শিবম্ ॥ ২৫ ॥
অধঃপাদেঽতলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চ বিতলং বিদুঃ।
নিতলং পাদসন্ধিস্তু সুতলং জঙ্ঘ উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

প্রবিষ্ট হয় বলিয়া সেই স্থানকে গন্ধবতী কহে। উহা বায়ুর সাহায্যে সম্পাদিত হয়, এই জন্য উহার নাম বায়ুলোক ॥ ২২ ॥

সুষুম্নার উত্তরে কণ্ঠ হইতে বামকর্ণ পর্য্যন্ত কুবেরলোক বিদ্যমান, উহাকে পুষ্পবতী পুরী বলে। চন্দ্রলোক বামদেহ আশ্রয়পূর্ব্বক ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ২৩ ॥

বামচক্ষুতে একটি নাড়ী বিদ্যমান আছে, ঈশান তথায় অবস্থিতি করেন, উহাকে মনোন্মনী বলে। মস্তকমধ্যে যে স্থানে ব্রহ্মপুরী বিদ্যমান, তাহাই দেহসংশ্রিত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কীর্ত্তিত। ঐ ব্রহ্মপুরীই সুষুম্নার মূল জানিবে ॥ ২৪ ॥

প্রলয়সময়ের অনলের ন্যায় সমুজ্জ্বল ভগবান্ অনন্ত চরণযুগলের নিম্নে শোভা পাইতেছেন। কি উর্দ্ধ, কি অধঃ, কি মধ্য, কি বাহ্য, কি অন্তর, তিনি সকল স্থানেই কল্যাণবিধান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

পদকে বিতল, পদের অধোদেশকে অতল, গুল্‌ফের উর্দ্ধস্থ গ্রন্থিকে নিতল এবং জঙ্ঘাকে সুতল কহে ॥ ২৬ ॥

মহাতলং হি জান্বোঃ স্যাৎ উরুদেশে রসাতলম্।
কটিস্তলাতলং প্রোক্তং সপ্তপাতালসংজ্ঞয়া ॥ ২৭ ॥
কালাগ্নিনরকং ঘোরং মহাপাতালসংজ্ঞয়া।
পাতালং নাভ্যধোভাগে ভোগীন্দ্রফণিমণ্ডলম্।
বেষ্টিতঃ সর্ব্বতোঽনন্তঃ স বিভ্রজ্জীবসংজ্ঞকঃ ॥ ২৮ ॥
ভূর্লোকং নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তু কুক্ষিতঃ।
হৃদয়ং স্বর্গলোকস্তু সূর্য্যাদিগ্রহতারকম্ ॥ ২৯ ॥
সূর্য্যসোমসুনক্ষত্রং বুধশুক্রকুজাঙ্গিরাঃ।
মন্দশ্চ সপ্তমো জ্ঞেয়ো ধ্রুবোঽন্তঃসর্ব্বলোকতঃ।
হৃদয়ে কল্পয়েদ্‌যোগী তস্মিন্ সর্ব্বসুখং লভেৎ ॥ ৩০ ॥

জানু মহাতল, উরু রসাতল এবং কটি তলাতল বলিয়া কীর্ত্তিত। হে অর্জ্জুন! এইরূপে সপ্ত পাতাল জীবশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥

নাভির নিম্নদেশে যে স্থানে ফণীন্দ্র ও সাধারণ ভুজঙ্গের বাসস্থান, সেই পাতাল কালাগ্নিনরক-সমান মহাভয়ঙ্কর মহাপাতাল জানিবে। জীবরূপী অনন্ত কুণ্ডলাকারে ঐ স্থানে শোভা পাইতেছেন ॥ ২৮ ॥

নাভিকে ভূর্লোক, কুক্ষিকে ভুবর্লোক এবং হৃদয়কে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহাদি-সমন্বিত স্বর্গলোক কহে। দেবদেব স্বয়ম্ভু এই লোকত্রয় অধিকারপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই কারণেই তাঁহাকে ত্রিধামা বলিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

হে অর্জ্জুন! তত্ত্বজ্ঞানী যোগী ব্যক্তি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এবং নক্ষত্রাদি সপ্তলোক ও ধ্রুবাদি সমস্ত লোক কল্পনা করিবেন। এইরূপে কল্পনা করিতে করিতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥

হৃদয়েঽস্থ মহর্লোকং জনলোকস্তু কণ্ঠতঃ।
তপোলোকং ভ্রুবোর্মধ্যে মূর্দ্ধি সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথ্বী তোয়মধ্যে বিলীয়তে।
অগ্নিনা পচ্যতে তত্ত্বং বায়ুনা গ্রস্যতেঽনলঃ ॥ ৩২ ॥
আকাশস্তু পিবেৎ বায়ুং মন আকাশমেব চ।
বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি ॥ ৩৩ ॥
অহং ব্রহ্মেতি মাং ধ্যায়েদেকাগ্রমনসা কৃতম্।
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং কল্পকোটিশতৈঃ কৃতম্ ॥ ৩৪ ॥
ঘটসংবৃতমাকাশং লীয়মানং যথা ঘটে।
ঘটে নষ্টে মহাকাশং তদ্বজ্জীবঃ পরাত্মনি ॥ ৩৫ ॥

যে যোগী পূর্ব্বোক্তরূপে হৃদয়মধ্যে ঐ সমস্ত কল্পনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে মহর্লোক, কণ্ঠে জনলোক, ভ্রূমধ্যে তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক বিদ্যমান থাকে ॥ ৩১ ॥

হে ধনঞ্জয়! ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথিবী জলে, জল বহ্নিতে এবং বহ্নি বায়ুতে বিলীন হইয়া থাকে। এই প্রকার বায়ু আকাশে, আকাশ মনে এবং মন বুদ্ধিতে লয় পাইয়া থাকে। পরে সেই বুদ্ধি অহঙ্কারে, অহঙ্কার চিত্তে এবং চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞে বিলীন হইয়া থাকে। অবশেষে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাতে বিলীন হয়। ৩২-৩৩

ঐরূপ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যে ব্যক্তি "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান করত একান্তমনে ধ্যান করেন, তিনি শতকোটিকল্পকৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ পান, সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

হে অর্জ্জুন! ঘট ভগ্ন হইয়া গেলে তন্মধ্যগত আকাশ যেরূপ

ঘটাকাশমিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানলোকং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
তপেদ্বর্ষসহস্রাণি একপাদস্থিতো নরঃ।
একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩৭ ॥
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ভ্রূণহত্যাশতানি চ।
এতানি ধ্যানযোগশ্চ দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥ ৩৮ ॥
আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা।
যোঽহং ব্রহ্ম ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা ॥ ৩৯ ॥

মহাকাশে লয় পায়, সেইরূপ অবিদ্যা দূরীভূত হইলে জীবও পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

ঘটস্থ আকাশ যেমন ঘট ভগ্ন হইলে মহাকাশে লীন হয়, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় পাইয়া থাকে, যে ব্যক্তি ইহা বিশেষরূপে বোধগম্য করিয়াছেন, তিনি মায়ান্ধকার পরিত্যাগ করিয়া চিদানন্দময় সুখধামে প্রস্থান করেন ॥ ৩৬ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমি যে ধ্যানযোগ কীর্ত্তন করিলাম, একপদে দণ্ডায়মান হইয়া সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিলেও তাহার ষোড়শাংশের একাংশ ফললাভ হয় না ॥ ৩৭ ॥

হুতাশন যেরূপ মুহূর্ত্তকালমধ্যে কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ এই ধ্যানযোগ সহস্র ব্রহ্মহত্যা ও শত শত ভ্রূণহত্যাজনিত পাতকসমূহ বিনাশ করিয়া দেয় ॥ ৩৮ ॥

দর্ব্বী যেমন রাশি রাশি অত্যুত্তম দ্রব্য প্রস্তুত করে, কিন্তু স্বাদ-গ্রহণে তাহার সামর্থ্য নাই, সেইরূপ নিখিল বেদ ও যাবতীয় শাস্ত্র

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী, ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য, সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ ॥৪০॥
অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞস্তথৈব চ।
তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥ ৪১ ॥
স্বয়মুচ্চলিতে দেহে অহং ব্রহ্মাত্র সংশয়ী।
চতুর্ব্বেদধরো বিপ্রঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্ম ন বিন্দতি ॥ ৪২ ॥
গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরং স্যাদেকবর্ণতঃ।
ক্ষীরবদ্দৃশ্যতে জ্ঞানং দেহানাঞ্চ গবাং যথা ॥ ৪৩ ॥

পর্য্যালোচনা করিয়াও যে ব্যক্তি "আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞান লাভ না করিয়াছেন, তিনি আত্মানন্দরসাস্বাদনে সক্ষম হইতে পারেন না ॥ ৩৯ ॥

গর্দ্দভ চন্দনাদির ভার বহন করে, কিন্তু সে যেরূপ চন্দনাদির গুণ পরিজ্ঞাত নহে, সেইরূপ যাবতীয় শাস্ত্র পাঠ করিয়াও যে ব্যক্তি সকল শাস্ত্রের সার চিদানন্দ ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়নই গর্দ্দভের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার না হয়, তাবৎকাল শৌচ, তপ, যজ্ঞ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৪১ ॥

হে পার্থ! দেহ আপনি উচ্চালিত হইলেও "আমি ব্রহ্ম কি না?" যাহার মনে এই প্রকার সংশয় উপস্থিত হয়, সেই বিপ্র বেদচতুষ্টয়ে পারদর্শী হইলেও সূক্ষ্মস্বরূপ ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

ধেনু সকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ণবিশিষ্ট হইলেও তাহাদিগের দুগ্ধ যেরূপ একবর্ণ বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ জীবগণের দেহ ভিন্ন ভিন্ন রূপবিশিষ্ট হইলেও তাহাদিগের আত্মা ভিন্ন নহে, সকলের আত্মাই একরূপ ॥ ৪৩ ॥

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ, সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো, জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥৪৪॥
প্রাতর্মূত্রপুরীষাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া।
তৃপ্তাঃ কামেন বাধ্যন্তে চান্তে বা নিশি নিদ্রয়া ॥ ৪৫ ॥
নাদবিন্দুসহস্রাণি জীবকোটিশতানি চ।
সর্ব্বঞ্চ ভস্মনির্ধূতং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৬ ॥
অহং ব্রহ্মেতি নিয়তো মোক্ষহেতুর্ম্মহাত্মনাম্ ॥ ৪৭ ॥
দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় নির্ম্মমেতি মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

হে ধনঞ্জয়! কি আহার কি নিদ্রা, কি ভয়, কি মৈথুন, এই সমস্ত বিষয়ে পশুর সহিত মানবের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। একমাত্র জ্ঞানলাভ করিলেই মানব পশু হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যাহারা জ্ঞানশূন্য, তাহারা পশুতুল্য সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

প্রভাতকালে মানবগণ যেমন মলমূত্র বিসর্জ্জন করে, মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া ভোজনপূর্ব্বক তৃপ্ত হয় আর নিশাকালে বিহারান্তে নিদ্রা যায়, পশুগণও সেইরূপ করিয়া থাকে, সুতরাং মনুষ্যের সহিত তাহাদিগের কি প্রভেদ আছে? একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চার হইলেই পশু হইতে প্রভিন্ন হওয়া যায় ॥ ৪৫ ॥

সহস্র সহস্র নাদবিন্দু এবং কোটি কোটি জীব দগ্ধীভূত হইয়া নিরঞ্জন ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং "আমিই ব্রহ্ম" যাহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মুক্তিলাভে সমর্থ হয় ॥ ৪৬-৪৭ ॥

হে অর্জ্জুন। নির্ম্মমতা ও মমতা এই দুইটি জীবের মুক্তি ও বন্ধনের

মনসো হ্যুন্মনীভাবাৎ দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্ ॥ ৪৯ ॥
হন্যান্মুষ্টিভিরাকাশং ক্ষুধার্ত্তঃ কুণ্ডয়েত্তু যম্।
নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তির্ন বিদ্যতে ॥ ৫০ ॥
ইতি শ্রীমদুত্তরগীতায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

একমাত্র কারণ; "আমি", "আমার" ইত্যাদি মমতাজ্ঞান যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ জীব বদ্ধ থাকে, কিন্তু যখন "আমি", "আমার" ইত্যাদি জ্ঞান দূরীভূত হইয়া নির্ম্মমতাসঞ্চার হয়, তখনই জীব মোক্ষলাভ করে, সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥

হে পার্থ! মন অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হইলে মায়িক পদার্থের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে। মনের যে উন্মনীভাব অর্থাৎ অহঙ্কারাদি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অদ্বৈতজ্ঞানসঞ্চার, উহা হইলেই তাহাকে পরম পদ বলা যায়। কারণ, মন ঈদৃশ অবস্থায় বাহ্য পদার্থ পরিহার পুরঃসর পরম স্বস্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরমব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ক্ষুধাতুর ব্যক্তি মুষ্টি দ্বারা নভোমণ্ডলে প্রহার করিলে অথবা তুষ কুণ্ডন করিলে যেমন তাহাতে অন্ন লাভ করিতে পারে না, কেবল তাহার পরিশ্রমমাত্র সার হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত না আছে, সে কদাচ মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ সে বেদাদি শিক্ষায় যে পরিশ্রম ও যত্ন করে, তাহা তাহার কষ্টমাত্র হয়, তাহাতে কোন ফল দর্শে না। সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই সকলের শেষ ফল, তদ্ব্যতিরেকে মানব পশুবৎ পরিগণিত হয়, সন্দেহনাই ॥৫০॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং, হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥ ১ ॥
পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
পুত্রদারাদিসংসারে যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ ॥ ২ ॥
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয় যৎ সত্যং জ্ঞাতুমিচ্ছসি।
অপি বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছসি ॥ ৩ ॥

হে অর্জ্জুন! শাস্ত্রের অবধি নাই, এক একটি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বহু পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ হইয়া থাকে, কিন্তু জীবন অল্পদিনস্থায়ী, তাহাতে আবার এই অনিত্য জীবন রোগ, শোক প্রভৃতি দ্বারা সমাকীর্ণ; পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু যেমন চঞ্চল, এই জীবনও তদ্রূপ অনিত্য। ঈদৃশ অবস্থায় নিখিল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব হংস যেরূপ জলমিশ্রিত ক্ষীরমধ্য হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করে, তদ্রূপ ধীমান্ ব্যক্তি অখিল শাস্ত্রের মধ্যে যাহা সারাংশ, তাহাই গ্রহণ করিবেন। ১ ॥

হে অর্জ্জুন! কি বেদ, কি পুরাণ, কি ভারত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এই পুত্রকলত্রাদিময় সংসারে যোগশিক্ষার অন্তরায়স্বরূপ অর্থাৎ সংসারমধ্যে পুত্রকলত্রাদি যেমন যোগাভ্যাসের বিঘ্ন. তদ্রূপ বেদাদি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন হেতুবাদ আছে, তদ্দ্বারা মন বিচলিত হয়, সুতরাং যোগশিক্ষার বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে ॥ ২ ॥

"এইটি জ্ঞান, এইটি জ্ঞেয়" এই প্রকার সকল বিষয় পরিজ্ঞাত

বিজ্ঞেয়োঽক্ষরসন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্॥ ৪॥
পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তকম্।
জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্॥ ৫॥
তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ॥ ৬॥
অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥ ৭॥

হইবার বাসনা হইলে, সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়াও শাস্ত্রের পার দর্শন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না॥ ৩॥

হে অর্জ্জুন! জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরমাত্মা অক্ষয় ও সৎ, এই বিষয় বিদিত হইয়া নিখিল শাস্ত্র পরিহার-পুরঃসর যাহা সত্য, তাহারই আরাধনায় প্রবৃত্ত হও॥ ৪॥

ধরাতলে যে কোন পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ই রসনা ও উপস্থ এই উভয়ের সম্ভোগের নিমিত্ত উৎপন্ন। যদি এই ইন্দ্রিয়ের ভোগ বিসর্জ্জন দেওয়া যায়, তাহা হইলে ধরাধামে আর কি প্রয়োজন আছে? ৫॥

যাঁহারা আত্মধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদিগের দেহাভ্যন্তরে কাশী প্রভৃতি নিখিল তীর্থ এবং নারায়ণ প্রভৃতি যাবতীয় দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন; সুতরাং তাঁহারা জলরূপী তীর্থে পরিভ্রমণ বা পাষাণাদিময় প্রতিমা পূজা করেন না॥ ৬॥

যে সকল ব্যক্তি যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর, অগ্নিই তাঁহাদের দেবতা; যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর পরমপুরুষের চিন্তা করেন, অন্তর্য্যামী

সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্যেজ্জনার্দ্দনম্।
জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যমিবোদিতম্॥ ৮॥
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পরম্।
তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্॥ ৯॥
দৃশ্যন্তে দৃশি রূপাণি গগনং ভাতি নির্ম্মলম্।
অহমিত্যক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বিষ্ণুমব্যয়ম্॥ ১০॥

আত্মাই তাঁহাদিগের দেবতা; যাঁহারা অল্পবুদ্ধি, মৃত্তিকাপাষাণময়াদি প্রতিমাই তাঁহাদের দেবতা এবং যে সকল ব্যক্তি সমদর্শী, তাঁহাদের দেবতা সর্ব্বব্যাপী সৎরূপ পরব্রহ্ম॥ ৭॥

পূর্ণ শান্তস্বরূপ দেবদেব জনার্দ্দন সকল স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু যেমন দিবাকর সকল স্থানে সমভাবে উদিত থাকিলেও অন্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ মূঢ় জনেরা জ্ঞাননেত্রের অভাবে সেই সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দনকে দেখিতে সক্ষম হয় না॥ ৮॥

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদের চিত্ত অতি বিশুদ্ধ, তাঁহাদিগের মন যে স্থানেই গমন করুক না কেন, সেই স্থানেই পরমাত্মাকে নেত্রগোচর করিতে সমর্থ হন আর সেই স্থানেই তাঁহার (ব্রহ্মের) পরম পদ দেখিতে পাইয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, পরমাত্মস্বরূপ পরব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছেন, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানীরা যে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন, ইহা বিচিত্র নহে॥ ৯॥

বিমল আকাশ যেরূপ নেত্রে স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয় আর তত্রস্থ নামরূপাদি দ্রব্যসমূহ যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সেইরূপ যে ব্যক্তি "আমিই অক্ষয় ব্রহ্মরূপ" এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি অব্যয়স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার দর্শন পাইয়া থাকেন; বস্তুতঃ

অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখম্।
দৃশ্যতে তৎ খগাকারং খগাকারং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১১ ॥
সকলং নিষ্কলং সূক্ষ্মং মোক্ষদ্বারবিনির্গতম্।
অপবর্গস্য নির্ব্বাণং পরমং বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বাত্মজ্যোতিরাকারং সর্ব্বভূতাধিবাসিতম্।
সর্ব্বত্র পরমাত্মানং ব্রহ্মাত্মপরমাত্মনৌ ॥ ১৩ ॥
অহং ব্রহ্মেতি যঃ সর্ব্বং বিজানাতি নরঃ সদা।
হন্যাৎ স্বয়মিমান্ কামান্ সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে যোগিগণ সেই নিত্য পরমাত্মাকে বাহ্যবস্তুর ন্যায় অন্তরে ও বাহ্যে দেখিতে পাইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি যোগতত্ত্বজ্ঞ, তিনি "আমিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড" এই প্রকারে পরম সুখস্বরূপ আত্মাকে জ্ঞাননেত্রে দৃষ্টিগোচর করেন আর ঐ অবস্থায় তিনি যৎকালে আপনাকে অখণ্ড আকাশরূপে দর্শন করেন, তৎকালেই পরমাত্মাকে আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

পরমাত্মা সকল, নিষ্কল, সূক্ষ্ম, মোক্ষ-দ্বার-বিনির্গত, অপবর্গের কারণ, অব্যয় এবং পরম বিষ্ণুস্বরূপ ॥ ১২ ॥

তিনি সকলের আত্মা ও জ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহা হইতে কোন বস্তু বা কোন স্থান ভিন্ন নাই। সেই আত্মাই পরমাত্মা ও যোগিগণের আত্মরূপী ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ১৩ ॥

"আমিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং আমিই ব্রহ্ম"—যে ব্যক্তির

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠান্তি যোগিনঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনম্॥ ১৫॥
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণিনোঽধ্যাত্মচিন্তকাঃ।
ক্রতুকোটিসহস্রাণাং ধ্যানমেকো বিশিষ্যতে॥ ১৬॥
ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনা চাপি নির্দ্দহেৎ পুণ্যপাপকৌ।
মিত্রামিত্রে সুখং দুঃখমিষ্টানিষ্টং শুভাশুভম্।
এবং মানাপমানঞ্চ তথা নিন্দাপ্রশংসনম্॥ ১৭॥

এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই ভোজন, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি সকল কামনা বিসর্জ্জন করেন॥ ১৪॥

যোগীজন নিমেষকাল বা তাহার অর্দ্ধসময় যে স্থলে অবস্থান করেন, সেই স্থলেই কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি তীর্থসমূহ বিরাজিত থাকে॥ ১৫॥ *

আত্মধ্যানপরায়ণ মহাত্মারা নিমেষকাল বা নিমেষার্দ্ধ সময়ও যে আত্মধ্যান করেন, সহস্র কোটি যজ্ঞফল অপেক্ষাও সেই ধ্যান শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই॥ ১৬॥

আত্মধ্যানপরায়ণ যোগী ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা পাপ ও পুণ্য উভয়কেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে কি মিত্র, কি শত্রু, কি সুখ, কি দুঃখ, কি ইষ্ট, কি অনিষ্ট, কি শুভ, কি অশুভ, কি মান, কি অপমান, কি প্রশংসা, কি নিন্দা, সকলই তাঁহার নিকট সমান বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; সুতরাং শত্রু-মিত্র, সুখ-দুঃখ, ইষ্ট-অনিষ্ট, শুভ-অশুভ, মান-অপমান, প্রশংসা-নিন্দা প্রভৃতি সকলেই

---

* ইহার দ্বারা যোগীর মাহাত্ম্যই বিশেষরূপে ব্যক্ত হইতেছে।

শতচ্ছিদ্রান্বিতা কন্থা শীতাশীতনিবারণম্। *
অচলা কেশবে ভক্তিবিভবৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥ ১৮॥
ভিক্ষান্নং দেহরক্ষার্থং বস্ত্রং শীতনিবারণম্।
অশ্মানঞ্চ হিরণ্যঞ্চ শাকং শাল্যোদনস্তথা।
সমানং চিন্তয়েদ্‌যোগী যদি মোক্ষমপেক্ষতে॥ ১৯॥
ভূতবস্ত্বন্যশোচিত্বে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ২০॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগীতা সমাপ্তা।

যাঁহার নিকট সমান বোধ হইল, তাঁহার পাপপুণ্য কিরূপে হইতে পারে? ১৭॥

শতচ্ছিদ্রসমন্বিত কন্থা দ্বারাও শীতনিবারণ হইয়া থাকে, কিন্তু কেশবের প্রতি যে ব্যক্তির অচলা ভক্তি আছে, সেই ভক্তিমাত্র ভিন্ন অন্য বিভবে তাহার কি প্রয়োজন? ১৮॥

যে যোগী মুক্তি কামনা করেন, তিনি বিষয়-চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক কেবল শরীর-রক্ষার্থ ভিক্ষান্ন-ভোজন ও শীত-নিবারণের জন্য বস্ত্রধারণ করিবেন, আর কি পাষাণ, কি স্বর্ণ, কি শাক, কি শাল্যোদন, এই সমস্ত দ্রব্যকেই সমান জ্ঞান করা তাঁহার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য॥ ১৯॥

কি গত বিষয়, কি প্রাপ্ত বিষয়, কিছুতেই যাঁহার শোক নাই, তাঁহাকে পুনর্জ্জন্ম ধারণ করিতে হয় না॥ ২০॥

---

* শীতক্লেশনিবারণম্—পাঠান্তর।

উত্তরগীতা সমাপ্ত।

গীতাসারঃ

—০:*:০—

অর্জ্জুন উবাচ।

ওঁকারস্য চ মাহাত্ম্যং স্বরূপং স্থানং তথাক্ষরম্।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি মে পুরুষোত্তম ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সাধু পার্থ মহাবাহো যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদত শৃণু ॥ ২ ॥
পৃথিব্যামগ্নি ঋগ্‌বেদো ভূরিত্যেব পিতামহঃ।
অকারে তু লয়ং প্রাপ্তে প্রথমে প্রণবাংশকে ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম। ওঁকারের মাহাত্ম্য, তাহার স্বরূপ, যে স্থানে ওঁকারের স্থিতি এবং যে যে অক্ষরে তাহার সৃষ্টি, এ সমস্তই শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমার নিকট যে সাধু বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তাহা সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

প্রণবের প্রথমাংশ অকার লয় প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীতে অগ্নি, ঋগ্বেদ, ভূ ও পিতামহ, এই কয়েকটি বর্ত্তমান থাকে ॥ ৩ ॥

অন্তরীক্ষং যজুর্বায়ুর্ভবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
উকারে তু লয়ং প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে প্রণবাংশকে ॥ ৪ ॥
দিবি সূর্য্যঃ সামবেদঃ স্বরিত্যেব মহেশ্বরঃ।
মকারে তু লয়ং প্রাপ্তে তৃতীয়ে প্রণবাংশকে ॥ ৫ ॥
অকারো রক্তবর্ণঃ স্যাদুকারঃ কৃষ্ণ উচ্যতে।
মকারঃ শুক্লবর্ণাভস্ত্রিবর্ণঃ সিদ্ধিরুচ্যতে ॥ ৬ ॥
অকারঃ পীতবর্ণশ্চ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
উকারঃ সাত্ত্বিকঃ শুক্লো মকারঃ কৃষ্ণতামসঃ ॥ ৭ ॥
অকারে তু উকারে তু মকারে তু ধনঞ্জয়।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ওমিতি জ্যোতীরূপকম্ ॥ ৮ ॥
ত্রিস্থানঞ্চ ত্রিমাত্রঞ্চ ত্রিব্রহ্ম ত্রিতয়াক্ষরম্।
ত্রিমাত্রঞ্চার্দ্ধমাত্রঞ্চ যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয় প্রণবাংশ উকার লয়প্রাপ্ত হইলে অন্তরীক্ষ, যজুর্ব্বেদ, বায়ু, শিব এবং সনাতন বিষ্ণু লয় পাইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

তৃতীয় প্রণবাংশ মকার লয়প্রাপ্ত হইলে আকাশে সূর্য্য, সামবেদ, স্বর্গ ও মহেশ্বর লয় পাইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

অকার রক্তবর্ণ, উকার কৃষ্ণ, মকার শুক্লবর্ণবিশিষ্ট, এই তিন বর্ণ সম্মিলিত হইলেই সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত অকারের বর্ণ পীত, উকার সত্ত্বগুণাবলম্বী শুক্লবর্ণ, মকার কৃষ্ণবর্ণ ॥ ৭ ॥

হে ধনঞ্জয়! অকার, উকার ও মকারে জ্যোতির্বিশিষ্ট ওঁ এই পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি ত্রিস্থান, ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট, তিন অক্ষরযুক্ত, তিন

যোনিবীজং মহাবীজং বীজত্বং বীজমন্ত্রিতম্ ।
ত্রিমাত্রো দশমাত্রেণ প্রণবঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥
অষ্টমঞ্চ চতুর্দ্দ্বারং ত্রিস্থানং পঞ্চদেবতা ।
সবিষ্ণোরুদ্ভবং বীজং কেচিদ্বিদ্যা চিদিত্যুভৌ ॥ ১১ ॥
ওঁকারপ্রভবা দেবা ওঁকারপ্রভবাঃ স্বরাঃ ।
ওঁকারপ্রভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১২ ॥
পাদয়োস্তু তলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা ।
সুতলং জঙ্ঘদেশে তু গুল্‌ফদেশে রসাতলম্ ॥ ১৩ ॥
তলাতলঞ্চোরুদেশে গুহ্যদেশে মহাতলম্ ।
পাতালং সন্ধিদেশে তু সপ্তমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪ ॥

অর্দ্ধমাত্রা-বিশিষ্ট ওঁকারের স্বরূপ অবগত আছেন, তিনিই বেদবেত্তা ॥ ৯ ॥

বীজরূপী, বীজমন্ত্রে মন্ত্রিত, মহাবীজস্বরূপ এই প্রণব ত্রিমাত্রা বা দশমাত্রায় উচ্চারিত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয় ॥ ১০ ॥

ইহার অষ্টম মাত্রা চতুর্দ্দারবিশিষ্ট, পঞ্চদেবতা ইহার তিন স্থান অধিকার করিয়া আছেন, বিষ্ণু হইতে বীজের উৎপত্তি, ইহাকে কেহ বিদ্যা এবং কেহ বা চিৎ বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ১১ ॥

ওঁকার হইতে দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে ; স্বর সকল ওঁকার হইতে উদ্ভূত, সচরাচর ত্রৈলোক্যের সকল পদার্থই ওঁকার হইতে উৎপন্ন ॥ ১২ ॥

ওঁকারের পাদমূলে তল অবস্থিত, তদূর্দ্ধে বিতল, জঙ্ঘাদেশে সুতল, গুল্‌ফে রসাতল, উরুদেশে তলাতল, গুহ্যদেশে মহাতল, সন্ধিদেশে পাতাল, নাভিদেশে ভূর্লোক, কুক্ষিতে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, বক্ষে

ভূর্লোকং নাভিদেশস্থং ভুবর্লোকঞ্চ কুক্ষিগম্।
হৃদিস্থং স্বর্গলোকঞ্চ মহর্লোকঞ্চ বক্ষসি ॥ ১৫ ॥
জনলোকঞ্চ কণ্ঠস্থং তপোলোকং মুখে স্থিতম্।
সত্যলোকঞ্চ মূর্দ্ধি স্থং ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ১৬ ॥
হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যমপানো গুহ্যমণ্ডলে।
সমানো নাভিদেশস্থ উদানঃ কণ্ঠদেশগঃ ॥ ১৭ ॥
ব্যানঃ সর্ব্বশরীরস্থঃ প্রধানাশ্চেতি বায়বঃ।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম হৃৎপদ্মান্তরসংস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥
তস্মাত্তমভ্যসেন্নিত্যং সর্ব্বাঙ্গে পরমেশ্বরম্।
ধৃতিরগ্নির্মনো যূপং সন্তোষঃ সমিধঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯ ॥
ইন্দ্রিয়াণি পশূন্ হত্বা আত্মা জয়তি দীক্ষিতঃ।
আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্ ॥ ২০ ॥

মহর্লোক, কণ্ঠে জনলোক, মুখে তপোলোক, মস্তকে সত্যলোক, এইরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন বিরাজমান ॥ ১৩-১৬ ॥

হৃদয়ে নিত্যকাল প্রাণের অবস্থিতি, গুহ্যমণ্ডলে অপানের অবস্থান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান, সর্ব্বশরীরে ব্যান, এইরূপে প্রধান প্রধান বায়ু সকল প্রবাহিত আছে, তন্মধ্যে ওঁ এই অক্ষর ব্রহ্মময়, ইহা হৃদয়পদ্মে অবস্থিত ॥ ১৭-১৮ ॥

এই কারণে সর্ব্বাঙ্গে সতত পরমেশ্বরের ধ্যানাভ্যাসপরায়ণ হওয়া লোকের কর্ত্তব্য ; এরূপ যজ্ঞে অগ্নিই ধৃতি, মন যূপকাষ্ঠ এবং সন্তোষই যজ্ঞকাষ্ঠ-স্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি এই যজ্ঞে দীক্ষিত হয়, ইন্দ্রিয়রূপ পশুগণকে হত্যা

হ্রস্বো দহতি পাপানি দীর্ঘো মোক্ষপ্রদায়কঃ।
ইড়ায়াং বায়ুমারোপ্য পূরয়িত্বোদরং তথা ॥ ২১ ॥
ধ্যায়ন্ তং রেচয়েৎ পশ্চাৎ শনৈঃ পিঙ্গলয়া পুনঃ।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী ॥ ২২ ॥
পূরিতো প্রণবেনৈব আত্মধ্যানপরায়ণঃ।
প্রাণায়ামঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মা তু পূরকো জ্ঞেয়ঃ কুম্ভকো বিষ্ণুরুচ্যতে।
রেচকস্তু মহাদেবঃ পশ্চাৎ পরতরঃ শিবঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়া আত্মাকে অরণিরূপে আরোপিত করত উত্তরোত্তর প্রণবের অনুশীলনপূর্ব্বক আত্মার উৎকর্ষসাধন করা তাহার কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

এইরূপে অভ্যাসবলে ধ্যানমন্থন করিলে প্রণবাগ্নি যখন ক্ষীণ থাকে, তখন পাপসমূহ দগ্ধ হইয়া থাকে, যদি উহা প্রবল হয়, তাহা হইলে মোক্ষবিধান করিয়া থাকে। ক্রমে ইড়াতে বায়ু আরোপণ করিয়া উদর পূর্ণ করিতে হয় ॥ ২১ ॥

তদনন্তর ক্রমশঃ পিঙ্গলার সাহায্যে ধ্যেয় ব্রহ্ম পদার্থের ধ্যান করিয়া রেচকের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাহা হউক, সুষুম্না অতিশয় সূক্ষ্মরূপিণী এবং তাহা ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে অবস্থিতি করে ॥ ২২ ॥

যে ব্যক্তি আত্মধ্যানপরায়ণ, তিনি এইরূপে প্রণবসাহায্যে পূর্ণ হইয়া থাকেন, যে প্রাণায়ামের কথা শুনিতে পাও, উহা চতুর্ম্মুখ এবং পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মা পূরক, বিষ্ণু কুম্ভক এবং রেচক পরতর মহাদেব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অক্ষরাণি চ মাত্রাণি সর্ব্বে বিন্দুসমাশ্রিতাঃ।
বিন্দুং ভিনত্তি যো নাদঃ স নাদঃ কেন ভিদ্যতে॥ ২৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ওঁকারধ্বনিনাদেন বায়ুঃ সংহরণাত্মকঃ।
মুখনাসিকয়োর্মধ্যে বায়ুঃ সঞ্চরণাদ্গতঃ॥ ২৬॥
নিরালম্বং সমুদ্দিশ্য তত্র নাদো লয়ং গতঃ।
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ॥ ২৭॥
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ২৮॥
তৎ পদং পরমং ধ্যানং তদ্ধ্যানং ব্রহ্ম উচ্যতে।
নাভিমূলে স্থিতং পদ্মং নালং তস্য দশাঙ্গুলম্॥ ২৯॥

অর্জ্জুন কহিলেন, অক্ষর ও মাত্রাসমূহ সকলই বিন্দুর আশ্রয় গ্রহণ করে, আবার দেখিতেছি, বিন্দুকে ভেদ করিয়া নাদের উৎপত্তি হয়, যাহা হউক, সেই নাদের কিরূপে ভেদ ঘটিয়া থাকে, বলুন॥ ২৫॥

ভগবান্ কহিলেন, যে বায়ু, মুখ ও নাসিকার মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হয়, তাহা ওঁকারধ্বনিনাদ নিবন্ধন সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে॥২৬॥

বায়ুর আলয় শূন্যস্থানের উদ্দেশে যে নাদ উত্থিত হয়, তাহাই লয়ে পর্য্যবসিত হয়, অনাহত শব্দের যে নাদ, তাহাই ধ্বনিপদবাচ্য॥ ২৭॥

ধ্বনির অভ্যন্তরে জ্যোতির অবস্থান, তদভ্যন্তরে মনের অধিষ্ঠান, সেই মনই বিষ্ণুর কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

ঐ পদপ্রাপ্তির কার্য্যই পরম ধ্যান এবং উহাই ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত

কোমলং তস্য তন্নালং নিম্নপত্রমধোমুখম্।
কদলীপুষ্পসঙ্কাশং চন্দ্রকান্তিসুনির্ম্মলম্॥ ৩০॥
হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং, সকর্ণিকং কেশরমধ্যনালম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং মুনয়ো বিদন্তি, ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং প্রধানম্॥ ৩১॥
বিশালদলসম্পূর্ণসুপ্রভং তৎ সুনির্ম্মলম্।
নিত্যানন্দময়ং জ্ঞানং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৩২॥
অর্জ্জুন উবাচ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং দুরারাধ্যং দুঃখগম্যং জনার্দ্দন।
অধোমুখং যথা গত্বা হৃদয়ং কেন গচ্ছতি॥ ৩৩॥

হইয়া থাকে, জীবের নাভিমূলে দশাঙ্গুলি-পরিমিত পদ্মনাল বিরাজিত আছে॥ ২৯॥

উহা কোমল, নিম্নপত্রবিশিষ্ট এবং অধোমুখে অবস্থিত, উহা দেখিতে কদলীপুষ্পের ন্যায়, উহা সুনির্ম্মল ও চন্দ্রের ন্যায় রমণীয়॥ ৩০॥

হৃদয়মধ্যে যে অষ্টপত্রবিশিষ্ট পঙ্কজ অবস্থিতি করে, উহার কেশরের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ এবং উহা কর্ণিকায় বিশোভিত। উহার আকার অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ; মুনিগণ উহাকেই প্রধান পুরুষ বিষ্ণু বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন॥ ৩১॥

যৎকালে জীবের অন্তরে বিশালদলশোভী, সুপ্রভাশালী, সুনির্ম্মল, নিত্যানন্দময় জ্ঞানালোক সংপ্রবর্ত্তিত হয়, তখন বিষ্ণুর পরমপদ উপলব্ধি হইয়া থাকে॥ ৩২॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যিনি দুর্বিজ্ঞেয়, দুরারাধ্য ও দুঃখলভ্য, সেই পরমপদার্থ অধোমুখে কিরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করেন? ৩৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইড়ায়াং বায়ুমাকৃষ্য পূরিতোদরসংস্থিতঃ।
ততোঽগ্নিদেহমধ্যস্থং ধ্যায়েত্তমবনীযুতম্ ॥ ৩৪ ॥
হংসঞ্চ বিধিসংযুক্তং বহ্নিমণ্ডলমধ্যগম্।
ধ্যায়েদ্বৃত্তিঞ্চ যঃ পশ্চাদন্তঃ পিঙ্গলয়া পুনঃ ॥ ৩৫ ॥
ততঃ পিঙ্গলয়া পূর্ব্বং নাম দক্ষিণয়া সুধীঃ।
অধোমুখস্ত হৃৎপদ্মং উদ্ধৃত্য প্রণবেন তু ॥ ৩৬ ॥
গত্বা তু পদ্মকোষান্তং বিকর্ষেদ্ব্যাহৃতং পুনঃ।
ততঃ পশ্চাদ্ভবেৎ পদ্মং সর্ব্বগাত্রে সুখাবহম্ ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যোগীকে প্রথমে ইড়াতে বায়ু আকর্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করত স্থিতি করিতে হয়, পশ্চাৎ অগ্নিদেহমধ্যস্থিত পুরুষকে চিন্তা করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

ক্রমে যথাবিধি হংস-মন্ত্রোচ্চারণে বহ্নিমণ্ডলমধ্যগত বস্তুকে চিন্তা করিতে হয়; তদনন্তর পুনর্ব্বার পিঙ্গলার সাহায্যে কার্য্য করিতে হয় ॥ ৩৫ ॥

পরে সুধী ব্যক্তি পিঙ্গলার সাহায্যে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকস্থ নাড়ীর সাহায্যে বামদিকে অধোমুখস্থিত হৃদয়-পদ্মকে প্রণব দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে পদ্মকোষাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, পুনর্ব্বার, ব্যাহৃতিক্রিয়ানুষ্ঠান কর্ত্তব্য; তাহা হইলে পশ্চাৎ সর্ব্বশরীরে সুখাবহ পথের আবির্ভাব ঘটিবে ॥ ৩৭ ॥

অষ্টপত্রন্তু হৃৎপদ্মং দ্বাত্রিংশৎ কেশরং তথা।
অষ্টপত্রস্থিতং ধ্যায়েদিন্দ্রাদ্যা দশদেবতাঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্য মধ্যগতো ভানুর্ভানোর্মধ্যে গতঃ শশী।
শশিমধ্যগতো বহ্নির্বহ্নিমধ্যগতা প্রভা ॥ ৩৯ ॥
প্রভামধ্যগতং পীঠং নানারত্নপ্রবেষ্টিতম্।
অনেকরত্নসংকীর্ণং জ্বলনার্কসমপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥
তস্য মধ্যস্থিতং দেবং নারায়ণমনাময়ম্।
শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্ ॥ ৪১ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মভূষণং স্বর্ণমেব চ।
ধনুশ্চৈব তু বাণাদি অষ্টবাহুধরং হরিম্ ॥ ৪২ ॥

জীবের হৃদয়-পদ্ম অষ্টপত্রবিশিষ্ট, উহার কেশর সকল দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যায় বিভক্ত ; যাহা হউক, অষ্টপত্রস্থ আধারে ইন্দ্রাদি দশ দেবতার অর্চ্চনা করিবে ॥ ৩৮ ॥

ঐ পদ্মের মধ্যে ভানুর আবির্ভাব, তন্মধ্যে সূর্য্যের সমুদয়, তদভ্যন্তরে চন্দ্রের আবির্ভাব, উহার অন্তরে বহ্নি এবং তন্মধ্যে সুন্দর প্রভা জাজ্বল্যমান ॥ ৩৯ ॥

ঐ প্রভার অভ্যন্তরে নানারত্নসমাকীর্ণ পীঠের অবস্থিতি, উহা দেখিতে সূর্য্যরশ্মি অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ ॥ ৪০ ॥

ইহারই অভ্যন্তরে নিরাময় নারায়ণ দেবের অবস্থিতি, তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস ও কৌস্তভমণি দ্বারা সমলঙ্কৃত, তদীয় চক্ষু প্রফুল্ল পুণ্ডরীকসদৃশ, তিনি অচ্যুত ॥ ৪১ ॥

তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিদ্যমান ; স্বর্ণালঙ্কারে তাঁহার

পদ্মকিঞ্জল্কসঙ্কাশং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং চন্দ্রকান্তসমপ্রভম্॥ ৪৩॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
কেয়ূরনূপুরৌ পদ্ভ্যাং কটিসূত্রঞ্চ নির্ম্মলম্॥ ৪৪॥
কৃতে শ্বেতং হরিং বিদ্যাৎ ত্রেতায়াং কালবর্ণকম্।
দ্বাপরে পীতবর্ণঞ্চ কালবর্ণং কলৌ যুগে॥ ৪৫॥
শুদ্ধং সূক্ষ্মং নিরাকারং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
অপ্রমেয়মজং দেবং তং বিদ্যাৎ পুরুষোত্তমম্॥ ৪৬॥
তেনাগ্নিবর্ত্তিসংযোগে নির্ধূমং জ্যোতীরূপকম্।
কারণং হেতুনির্ব্বাণং হেতুসাধনবর্জ্জিতম্॥ ৪৭॥

শরীর সমলঙ্কৃত; তিনি অষ্টবাহুসম্পন্ন; শর ও শরাসন প্রভৃতি তাঁহাতে শোভমান, তিনিই হরি নামে পরিচিত॥ ৪২॥

কমলকেশর ও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার বর্ণ সুনির্ম্মল, শরীরের লাবণ্য শুদ্ধস্ফটিক বা চন্দ্রকান্তমণি-সদৃশ॥ ৪৩॥

দেহের তেজ কোটিসূর্য্যের ন্যায়, উহা স্নিগ্ধতায় কোটিচন্দ্রতুল্য; তদীয় চরণযুগলে নূপুর ও কেয়ূরাদির সমাবেশ, কটিদেশ সুনির্ম্মল কটিসূত্রে সুশোভিত॥ ৪৪॥

এই হরির বর্ণ সত্যযুগে শ্বেত, ত্রেতাযুগে কৃষ্ণ, দ্বাপরে পীত এবং কলিযুগাধিকারে কৃষ্ণবর্ণ॥ ৪৫॥

তিনি শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন, অপ্রমেয়, অজ ও পুরুষোত্তম॥ ৪৬॥

অগ্নিবর্ত্তিসংযোগে যেরূপ নির্ধূম তেজ প্রকাশিত হইয়া জ্যোতি

অমাত্রশব্দরহিতং স্বরব্যঞ্জনবর্জ্জিতম্ ।
নাদবিন্দুকলাতীতং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ৪৮ ॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

অদৃশ্যভাবনা নাস্তি দৃশ্যমানো বিনশ্যতি ।
অবর্ণমক্ষয়ং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অন্তঃপূর্ণং বহিঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং তথাত্মনি ।
সর্ব্বসম্পূর্ণমাত্মানং সমাধেস্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৫০ ॥
সম্পূর্ণঞ্চ যদা পশ্যেৎ সমাধেস্তস্য লক্ষণম্ ।
যাবৎ পশ্যেৎ খগাকারং তঞ্চ কালং বিচারয়েৎ ॥ ৫১ ॥

বিকিরণ করে, তদ্রূপ যোগবহ্নি দ্বারা তাঁহার জ্যোতি প্রকাশিত হয় ; অধিক কি বলিব, তিনি নির্ব্বাণের হেতু ॥ ৪৭ ॥

তিনি মাত্রা ও শব্দশূন্য, স্বরব্যঞ্জনবিরহিত, নাদবিন্দু এবং কলাকে অতিক্রম করিয়া তিনি শোভা পাইয়া থাকেন ; প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে যে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই বেদবেত্তা ॥ ৪৮ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, যে অদৃশ্য পদার্থের ভাবনা হইতে পারে না, দেখিবামাত্র যিনি অদৃশ্য হইয়া থাকেন, বর্ণ ও অক্ষরে যিনি অপ্রকাশিত, সেই ব্রহ্মকে যোগীরা কিরূপে ধ্যান করে, বলুন ? ৪৯ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যাঁহার অন্তঃকরণ, বহিঃপ্রদেশ এবং মধ্যস্থান পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার আত্মা সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্‌প্রকারে পূর্ণভাব ধারণ করিয়াছে, জানিও, ইহাই সমাধির লক্ষণ ॥ ৫০ ॥

যখন সকল বস্তুই পূর্ণজ্ঞানে দর্শন ঘটে, তখনই সমাধিলক্ষণ প্রকাশ

খমধ্যে কুরু চাত্মানমাত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং স্বে লয়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৫২ ॥
ভিন্নে কুম্ভে যথাকাশো মহাকাশে বিলীয়তে।
ভিন্নে চ প্রাকৃতে দেহে তথাত্মা পরমাত্মনি ॥ ৫৩ ॥
তদ্দেশং পরমাত্মানং স্মরেৎ পার্থ অনন্যভাক্।
হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে শুভদাগ্নিশিখাকৃতি। ৫৪ ॥
অঙ্গুষ্ঠাৎ পবনং ধ্যেয়ং ধ্যায়েত্তৎ পরমেশ্বরম্।
অশ্বারূঢ়ো গজারূঢ়ঃ সংগ্রামে সঙ্কটে রণে ॥ ৫৫ ॥

পায়, যে কাল পর্য্যন্ত পক্ষীর আকার দর্শন হয়, সে কাল পর্য্যন্ত বিচার-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ৫১ ॥

আকাশমধ্যে আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে আকাশকে স্থির করিবার জন্য প্রস্তুত হও, এইরূপ আত্মাকে স্বকীয় পদে স্থিতি করাইলে চিন্তার বিষয় কিছুই থাকিবে না ॥ ৫২ ॥

যেরূপ কুম্ভ ভগ্ন হইলে তন্মধ্যস্থ আকাশ মহাকাশে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় দেহীর প্রাকৃত দেহ বিনষ্ট হইলে পরমাত্মাতে আত্মার বিলীনভাব ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

হে পার্থ! এই জন্য বলি, হৃদয়-পদ্মস্থিত কর্ণিকামধ্যে শুভদায়ক অগ্নিশিখাসদৃশ যে পরমাত্মার স্থান বিদ্যমান আছে, তাহা একমনে ভাবনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৫৪ ॥

অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া পবনের ধ্যান করা কর্ত্তব্য; সংগ্রামে বা সঙ্কটে নিপতিত হইলেও, অশ্ব বা গজপৃষ্ঠে থাকিয়াও পরমেশ্বরের ধ্যানচ্যুত হইতে নাই ॥ ৫৫ ॥

এতদেব সদা ধ্যায়েৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
আসীনো বা শয়ানো বা গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ সদা শুচিঃ ॥ ৫৬ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ॥ ৫৭ ॥
বিষয়াসক্তেম্বেবেদং শাস্ত্রমন্ধস্য দর্পণম্।
অনলস্তুতিহীনস্য মোহভাজো বিবেকতা ॥ ৫৮ ॥
সর্ব্বসংকল্পনির্ম্মুক্তঃ পশ্যেদাত্মানমাত্মনি।
নিরালম্বে পদে শূন্যে যত্তেন উপজায়তে ॥ ৫৯ ॥
তদ্গর্ভমভ্যসেন্নিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিনাম্।
নিরালম্বে পদে প্রাপ্তে চিত্তে বিলয়তাং গতে ॥ ৬০ ॥

জীব উপবিষ্ট থাকুক বা শয্যাশায়ী হউক, গমন করিতে থাকুক বা স্থিরভাব অবলম্বন করুক, সর্ব্বদা শুচি হইয়া ধ্যেয় ঈশ্বরের ধ্যান করিলে তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

হে অর্জ্জুন! এই জন্য বলি, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে আমাকে পাইবার জন্য যোগাবলম্বন কর; জানিও, যোগিগণ তদ্গতচিত্ত হইয়া অন্তরে আমার জন্য যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

অন্ধজনের পক্ষে দর্পণ যে প্রকার, বিষয়াসক্ত জনের পক্ষে এই যোগশাস্ত্রও সেই প্রকার। তাহা না হইলে জানিও, অগ্নির স্তববিহীন মোহমুগ্ধ ব্যক্তিরও বিবেকোদয় হইতে পারে ॥ ৫৮ ॥

অধিক কি বলিব, যে ব্যক্তি সকল প্রকার বাসনা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে, তাহার আলম্বনবিহীন শূন্যপদে যে তেজ প্রকাশিত হয়, তাহাতেই আত্মাতে আত্মবস্তুর দর্শন ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

অতএব যাহাতে সেই তেজের উদ্গিরণ হয়, নিত্যকাল তাহার

নিবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।
শিলামৃদ্দারুরচিতা দেবতা বুদ্ধিকল্পিতা ॥ ৬১ ॥
অকল্পিতং স্বয়ং জ্যোতিরাত্মনো দেবতা ন কিম্।
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ ॥ ৬২ ॥
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
স্বদেহে পূজয়েদ্দেবং নান্যদেহে কদাচন।
স্বদেহোপায়মজ্ঞাত্বা ভিক্ষামটতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৬৪ ॥

অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, ইহাই যোগিগণের ধ্যান, জানিও, নিরালম্ব পদপ্রাপ্ত হইলে চিত্তের বিলীনদশা ঘটিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

তখন পরাবর ব্রহ্মবস্তু দৃষ্ট হয়, সুতরাং জীবের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অধিক কি বলিব, এ সময়ে বুদ্ধিকল্পিত শিলা, মৃত্তিকা বা প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবতার আদর থাকে না ॥ ৬১ ॥

বাস্তবিক, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যে অকল্পিত জ্যোতিঃ আত্মা হইতে সমুদ্ভূত হয়, তাহা কি দেবতা না হইবার কথা? যথার্থ জ্ঞান ঘটিলে দেহীর দেহই দেবালয় এবং জীব সদাশিবদেবতুল্য হয় ॥ ৬২ ॥

এই দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইলে অজ্ঞাননির্ম্মাল্য পরিত্যাগ ও সোঽহং মন্ত্রে পূজা করিতে হয় ॥ ৬৩ ॥

আপনার দেহস্থ দেবতার অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য, কখন অন্য দেবতার পূজা করিতে নাই; যে ব্যক্তি স্বশরীরস্থ উপায়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কাল হরণ করে, সেই দুর্ম্মতি গৃহে অন্নাদি থাকিলেও অজ্ঞাতদোষে ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
অভেদদর্শনং ধ্যানং জ্ঞানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥ ৬৫ ॥
অক্রিয়ৈব পরা পূজা মৌনমেব পরো জপঃ।
অচিন্তৈব পরো যোগ অনিচ্ছৈব পরং সুখম্ ॥ ৬৬ ॥
নাস্তি শান্তিপরো মন্ত্রো ন দেবশ্চাত্মনঃ পরঃ।
নানুসন্ধেঃ পরা পূজা ন তু তৃপ্তেঃ পরং ফলম্ ॥ ৬৭ ॥
ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশো মহাকাশে বিলীয়তে।
দেহাভাবে তথা যোগী স্বরূপে পরমাত্মনি ॥ ৬৮ ॥

বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে ব্যক্তি মনের মালিন্য পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার তাহাই স্নান, ইন্দ্রিয়-সংযমই পবিত্রতা, তাঁহার অভেদদর্শনই ধ্যান এবং বিষয়বাসনা-বিহীন অন্তঃকরণই জ্ঞান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

জীবের যে ক্রিয়াশূন্যতা, তাহাই পরমপূজা, মৌনাবলম্বনই প্রধান জপ, চিন্তা-বিহীনতাই উৎকৃষ্ট যোগ এবং ইচ্ছার অভাবই প্রকৃত সুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

ব্রহ্ম অপেক্ষা আর মন্ত্র নাই, আত্মা ব্যতিরেকে আর প্রধান দেবতা নাই, অনুসন্ধান অপেক্ষা অর্চ্চনা আর নাই এবং তৃপ্তির অপেক্ষা আর ফল দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৬৭ ॥

ঘট যেরূপ ভগ্ন হইলে তদভ্যন্তরস্থ আকাশ মহাকাশে লয় পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যোগী দেহ বিনষ্ট হইলে পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥ ৬৯ ॥
বাসনাস্থ বিলীনাস্থ চিত্তে নির্ব্বিষয়ং মনঃ।
যস্য নির্ব্বিষয়ং চেতো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৭০ ॥
ক্ব করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পেঽম্বুনা যথা ॥ ৭১ ॥
নৈব কশ্চিৎ পরো বন্ধো মোক্ষদো হ্যমুনা ভবেৎ।
বন্ধমোক্ষবিকল্পোঽয়ং কিঞ্চিদজ্ঞানলক্ষণম্ ॥ ৭২ ॥
যদস্তি যদ্ভাতি তদাত্মরূপং, ন চান্যতো ভাতি ন চান্যদস্তি।
স্বভাবসংবিৎ প্রতিভাতি কেবলা, গ্রাহ্যং গৃহীতে চ মৃষা বিকল্পনা ॥ ৭৩॥

সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, যেখানে যেখানে মনের গতি, তত্তৎস্থলে সমাধিরও সঞ্চরণ আছে ॥ ৬৯ ॥

বাসনা লয়প্রাপ্ত হইলে মন নির্ব্বিষয় হইয়া থাকে, অধিক কি বলিব, যিনি নির্ব্বাসনচিত্ত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

কল্পান্তকালীন মহাম্বুস্বরূপ আত্মা দ্বারা যেরূপ এই সংসার পূর্ণ হয়, তাহার ন্যায় জীবের অন্তরে কি করি, কোথায় যাই, কি গ্রহণ করি বা কি পরিত্যাগ করি, এই চিন্তাই প্রবল হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষা প্রধান বন্ধন আর নাই, কিন্তু ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। এই আমি বন্ধ-মোক্ষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানাজ্ঞানের লক্ষণ তোমার নিকটে বলিলাম ॥৭১॥

এই সংসারে যাহা আছে এবং যাহা শোভা পাইয়া থাকে, তাহাই ব্রহ্মরূপ বলিয়া জানিও; তদ্ব্যতিরেকে অন্য কিছুই প্রকাশ পায় না এবং অন্য পদার্থও নাই; এই পদার্থ গ্রাহ্য এবং ইনি গ্রহীতা, এ সকল

ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষো বা ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ম্।
নৈকমস্তি ন চ দ্বিত্বং সচ্চিৎকারং বিজৃম্ভতে ॥ ৭৪ ॥
গীতাসারমিদং শাস্ত্রং সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিশ্চিতম্ ॥ ৭৫ ॥
যত্র স্থিতং ব্রহ্মজ্ঞানং বেদশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
ইদং শাস্ত্রং ময়া প্রোক্তং ব্রহ্মবেদার্থদর্পণম্ ॥ ৭৬ ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা স গচ্ছেৎ বিষ্ণুশাশ্বতম্।
এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধন্যং দুঃখপ্রণাশনম্ ॥ ৭৭ ॥
পঠতাং শৃণ্বতাং বাপি বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
স্বর্গোঽপি স্বল্পকস্তেষামপবর্গো ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৭৮ ॥

বিচার মিথ্যা মাত্র; জানিও, কেবল স্বভাবশক্তিতে ব্রহ্মসংবিৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জীবের বন্ধন বা মোক্ষ কিছুই নাই, কেবল নিরাময় এক ব্রহ্মমাত্র বিরাজমান আছেন; তাঁহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈতভাব নাই, তিনি চৈতন্যরূপে বিজৃম্ভিত আছেন ॥ ৭৪ ॥

এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে এই গীতাসার-শাস্ত্র নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ॥ ৭৫ ॥

ইহাতে বেদজ্ঞান ও ব্রহ্মনিরূপণ বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পক্ষে ইহা দর্পণতুল্য, আমি ইহার বিষয় তোমাকে উপদেশ দিলাম ॥ ৭৬ ॥

যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে পাপনিবারক, দুঃখবিনাশক এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার নিত্যকাল বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

যাঁহারা এই উৎকৃষ্ট বিষ্ণু-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের স্বর্গবাস ত সামান্য কথা, নিশ্চয়ই অপবর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

অষ্টাদশপুরাণানি নব ব্যাকরণানি চ।
নির্মথ্য চতুরো বেদান্ মুনিনা ভারতং কৃতম্। ৭৯ ॥
ভারতোদধিকুণ্ডস্য গীতানির্মথিতস্য চ।
সারমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণেণ অর্জ্জুনস্য মুখে হুতম্ ॥ ৮০ ॥
মলাদিশোচিনাং পুংসাং গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৮১ ॥
কেবলেনোদকেনৈব মন্ত্রং জপ্ত্বেদমর্চ্চয়েৎ।
স্বল্পদোষবিনাশার্থং স্নানায়ৈতদুদাহৃতম্ ॥ ৮২ ॥
গীতানামসহস্রেণ স্তবরাজো বিনির্ম্মিতঃ।
যস্য কুক্ষৌ চ বর্ত্তেত সোঽপি নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৩ ॥

ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ, নব ব্যাকরণ ও বেদচতুষ্টয় মন্থনপূর্ব্বক মহাভারত রচনা করিয়াছেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভারতরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া গীতারূপ ঘৃত দ্বারা অর্জ্জুন-মুখে হোম করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

যাহারা অশুচি এবং মালিন্য-দোষদিগ্ধ, নিত্যকাল গঙ্গাস্নানে নিরত হইলে তাহাদের অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়, কিন্তু যদি একবারমাত্র গীতাসলিলে অবগাহন ঘটে, তাহা হইলে অন্য মলের কথা কি, সংসারমালিন্য বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

অধিক কি বলিব, গীতাজলে স্নান করিবার প্রয়োজন নাই, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জপান্তে গীতাকে অর্চ্চনা করিলেই অপবিত্রতার শান্তি হইয়া থাকে, স্বল্পদোষ-বিনাশের জন্য ইহাতে অবগাহনের কথা উল্লেখ আছে ॥ ৮২ ॥

সহস্র গীতানামোচ্চারণে স্তবরাজের সৃষ্টি হইয়াছে; অধিক কি

সর্ব্বদেবময়ী গীতা সর্ব্বধর্ম্মময়ো মনুঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ ॥ ৮৪ ॥
পাদস্যাপ্যর্দ্ধপাদং বা শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
নিত্যং ধারয়তে যস্তু স মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণবৃক্ষসমুদ্ভূতা গীতামৃতহরীতকী।
মানুষঃ কিং ন স্বদেত কলৌ মলবিরেচনী ॥ ৮৬ ॥
গঙ্গা গীতা তথা ভিক্ষুঃ কপিলাসাধুসেবনম।
সুপ্রিয়ং পদ্মনাভস্য পাবনং কঃ কলৌ যুগে ॥ ৮৭ ॥

বলিব, যাঁহার কুক্ষিতে ইহা অবস্থিতি করে, তিনি নারায়ণস্বরূপ উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৮৩ ॥

গীতা সর্ব্বদেবময়ী, মনু সর্ব্বধর্ম্মময়, গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী এবং হরি সর্ব্বদেবময় ॥ ৮৪ ॥

যে ব্যক্তি এই গীতার একপাদ, অর্দ্ধপাদ, পূর্ণ শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ নিত্যকাল ধারণ করে, তাহার মোক্ষলাভ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

যেরূপ বৃক্ষ হইতে হরীতকীর সৃষ্টি হইয়া তাহার অমৃতময় রস-প্রদানে মনুষ্যের মল শোধিত করে, তাহার ন্যায় কৃষ্ণস্বরূপ বৃক্ষ হইতে অমৃতময় হরীতকীতুল্য গীতার উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব কলিযুগের জীবগণ অন্তরের মালিন্য দূর করিবার জন্য তাহা কি সেবন করিবে না? ৮৬ ॥

গঙ্গাতীর, গীতাশাস্ত্র, ভিক্ষুকাশ্রমাশ্রয়, কপিলা ধেনুর পরিচর্য্যা ও সাধুসেবাই কলিতে একমাত্র পবিত্রতার কারণ এবং ব্রহ্মারও প্রিয়জনক, এতদ্ভিন্ন কলিতে অন্য পবিত্রতা আর কি আছে? ৮৭ ॥

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ৮৮ ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা নিশি বা সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
তস্য নশ্যন্তি সর্ব্বাণি পাপানি যানি কানি চ ॥ ৮৯ ॥
এতত্তে কথিতা গীতা সর্ব্বকল্মষনাশিনী।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ক্রূরে ধূর্ত্তে শঠে খলে ॥ ৯০ ॥
ভক্তায় শুদ্ধচিত্তায় সদাচারপরায় চ।
দাতব্যেয়ং সুধাগীতা সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী ॥ ৯১ ॥
আপদং নরকং ঘোরং গীতাধ্যায়ী ন পশ্যতি।
গঙ্গা গীতা চ গায়ত্রী গোবিন্দো হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ৯২ ॥

এই গীতাশাস্ত্র পদ্মনাভ ভগবান্ বিষ্ণুর মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে; অতএব অন্য বহুলশাস্ত্রচর্চ্চার প্রয়োজন কি, সুন্দররূপে ইহার অধ্যয়ন করাই কর্ত্তব্য ॥ ৮৮ ॥

যে ব্যক্তি প্রযত হইয়া রাত্রিকালে বা উভয় সন্ধ্যায় এই গীতা পাঠ করে, তাহার যে কোনরূপ পাপ থাকুক, সমস্তই বিনষ্ট হয় ॥ ৮৯ ॥

এই আমি সর্ব্বকল্মষনাশিনী গীতা কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ক্রূর, ধূর্ত্ত, শঠ বা খল, তাহার নিকট ইহা সযত্নে গোপন করিবে ॥ ৯০ ॥

যে ব্যক্তি ভক্ত, শুদ্ধচিত্ত ও সদাচারপরায়ণ, এই সর্ব্বসৌভাগ্য-দায়িনী গীতাসুধা তাহাকে প্রদান করিবে; অধিক কি বলিব, যাহার হৃদয়ে গীতাশাস্ত্র, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দের অধিকার, সেই গীতাধ্যায়ী ব্যক্তিকে ঘোর বিপদ্ বা দুস্তর নরকে নিপতিত হইতে হয় না ॥ ৯১-৯২ ॥

চতুর্ব্বর্গঃ করে প্রাপ্তঃ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
এতদ্রহস্যং দ্রব্যস্তু পুণ্যং দুঃখপ্রণাশনম্ ॥ ৯৩ ॥
পঠতাং শৃণ্বতাং বাপি বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ভবেদ্বিঘ্নং ন সর্ব্বত্র দুঃখং পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৪ ॥

ইতি গীতাসারঃ সম্পূর্ণঃ।

অন্য ফলের কথা কি, চতুর্ব্বর্গ তাঁহার করস্থ হয় এবং তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তোমাকে অধিক কি বলিব, এই গীতা-রহস্য দুঃখনিবারক ও পুণ্যপ্রদ ॥ ৯৩ ॥

যাহারা গীতাশাস্ত্রোক্ত বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাদিগকে কোনও বিঘ্ন বা কোনও দুঃখই অধিকার করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহারা নানাপ্রকার পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

গীতাসার সম্পূর্ণ।

রাম-গীতা

—০:*:০—

মহাদেব উবাচ।

ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা বিধায় রামায়ণকীর্ত্তিমুত্তমাম্।
চচার পূর্ব্বাচরিতং রঘূত্তমো, রাজর্ষিবর্য্যৈরপি সেবিতং যথা ॥ ১ ॥
সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা, রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো, দ্বিজস্য তির্য্যক্‌ত্বমথাহ রাঘবঃ ॥ ২ ॥

মহাদেব কহিলেন, * অনন্তর রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র, যাহা জগতের মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গলের একমাত্র কারণ, সেই স্বরূপ দ্বারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষদায়িনী রামায়ণকীর্ত্তি ধরাতলে প্রথিত করিয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত প্রজাপালন, সৎকথাশ্রবণাদি যাবতীয় কর্ম্ম ও অন্যান্য রাজর্ষিগণানুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কার্য্যও সুসম্পন্ন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি কোন সময়ে উদারবুদ্ধি † সৌমিত্রি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া

---

* দেবদেব শঙ্কর রামলক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কথোপকথনচ্ছলে বর্ণিত পরতত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতেছেন। ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র ধরাতলবাসিগণের হিতসাধনোদ্দেশে স্বমুখে মোক্ষসাধক তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে অনুজ লক্ষ্মণের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহা সংসারানলে অতিসন্তপ্ত জনগণের সুমহৎ উপকারী সন্দেহ নাই। দেবদেব ভগবান্ পিনাকপাণি প্রথমে মহাদেবীর নিকট, তৎপরে ব্রহ্মা নারদের নিকট এবং অবশেষে উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যবাসী তাপসগণের নিকট এই রামগীতা কীর্ত্তন করেন।

† উদার শব্দে দাতা অথবা গুরুদেবতাদির প্রতি বিশ্বাসরূপ গুণযুক্ত।

কদাচিদেকান্ত উপস্থিতং প্রভুং, রামং রমালালিতপাদপঙ্কজম্।
সৌমিত্রিরাসাদিতশুদ্ধভাবনঃ, প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোঽব্রবীৎ ॥৩॥
ত্বং শুদ্ধবোধোঽসি হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশোঽসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ম্।
প্রতীয়সে জ্ঞানদৃশাং মহামতে, পাদাব্জভৃঙ্গাহিতসঙ্গসঙ্গিনাম্ ॥ ৪ ॥
অহং প্রপন্নোঽস্মি পদাম্বুজং প্রভো, ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতম্।
যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং, সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধি মাম্ ॥ ৫ ॥

শুভপ্রদ পুরাতনী কথা * সকল বর্ণন করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণের অভিশাপে মহীপতি নৃগের তির্য্যক্‌যোনি-প্রাপ্তির বিবরণও যথাবৎ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন † ॥ ২ ॥

একদা প্রভু রামচন্দ্র একান্তে সমুপবিষ্ট আছেন, আর লক্ষ্মী তদীয় পাদপঙ্কজ সেবা করিতেছেন, ইত্যবসরে শুদ্ধান্তঃকরণ লক্ষ্মণ তৎসমীপে উপনীত হইয়া ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক বিনয় সহকারে কহিলেন ॥৩॥

হে মহামতে! আপনি অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ, আপনিই দেহিগণের আত্মা ও নিয়ন্তা, আপনি নিরাকৃতি। যাহাদিগের চিত্ত আপনার চরণকমলে ভৃঙ্গবৎ সংলগ্ন হইয়াছে, একমাত্র সেই সকল জ্ঞানচক্ষু ভক্তেরাই আপনার স্বরূপ অবগত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

হে প্রভো! যোগিগণ নিরন্তর যাহা ধ্যান করেন, যদ্দ্বারা

---

* পুরাতনী—প্রাচীনরাজসম্বন্ধিনী।

† নরপতি নৃগ অতীব ধর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মস্বাপহরণ বশতঃ অতীব দুর্দ্দশাপন্ন হন; তিনি কোন সময়ে ব্রাহ্মণকে গোদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গোসমূহমধ্যে ব্রাহ্মণের গো মিশ্রিত ছিল, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই; কাজে কাজেই তাঁহাকে ব্রহ্মস্বাপহরণজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইল; সুতরাং ব্রহ্মস্ববিমুখতা যে পরম ধর্ম্ম, তাহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে।

শ্রুত্বাথ সৌমিত্রিবচোঽখিলং তদা, প্রাহ প্রপন্নার্ত্তিহরং প্রসন্নধীঃ।
বিজ্ঞানমজ্ঞানতমোপশান্তয়ে, শ্রুতিপ্রপন্নং ক্ষিতিপালভূষণঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ, কৃত্বা সমসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ, সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে ॥ ৭ ॥
ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা, প্রিয়া প্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।
ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং, পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ ॥ ৮ ॥

সংসারবন্ধন বিদূরিত হয়, আমি আপনার সেই চরণকমলে শরণাপন্ন হইলাম। যাহাতে অবিলম্বে অনায়াসে অপার বারিধিরূপ সংসারমূল-কারণ অজ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারি, আমাকে তদ্রূপ উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

শরণাগতদুঃখহারী, প্রসন্নমতি, ক্ষিতিপালগণের ভূষণস্বরূপ রামচন্দ্র সৌমিত্রির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-বিদূরণার্থ শ্রুতিপ্রতিপাদিত আত্মতত্ত্বজ্ঞান বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

রাম কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! সর্ব্বাগ্রে স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্ম সাধনপূর্ব্বক অন্তঃকরণে বিশুদ্ধিলাভ হইলে শমদমাদি সাধন করিয়া * পরিশেষে আত্মজ্ঞানলাভার্থ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ৭ ॥

সংসার চক্রবৎ পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছে। দেহিগণ পূর্ব্বজন্মে আদর পূর্ব্বক যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করে, সেই সকল ক্রিয়াই তাহাদিগের জন্ম মরণের কারণ হইয়া থাকে। বিষয়াভিলাষিগণের

---

* এ স্থলে ইহাই প্রকাশিত হইতেছে যে, শমদমাদির দার্ঢ্যসাধন পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং, তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে।
বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী, ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্ ॥ ৯ ॥
নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো, ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা, তস্মাদ্বুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ॥১০॥

অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মই তাহাদিগের সুখদুঃখের ও পুনঃ পুনঃ শরীরধারণের কারণ হয় ॥ ৮ ॥ *

অজ্ঞানই এই সংসারের মূল কারণ, এই জন্য নিবৃত্তিমার্গোপলক্ষিত চিত্তশুদ্ধিসম্পাদন-বিষয়ে সেই অজ্ঞানের বিনাশসাধনই বিধেয়। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই অজ্ঞান-বিনাশে সমর্থ। যদি এরূপ বিবেচনা করা যায় যে, কর্ম্মই অজ্ঞাননাশক, জ্ঞানের কি প্রয়োজন? তাহাও হইতে পারে না, কারণ, অজ্ঞানোৎপন্ন কর্ম্ম অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অজ্ঞান-বিরোধী জ্ঞানই অজ্ঞানবিনাশে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞানবিনাশ হয় না এবং চিত্তশুদ্ধিও জন্মে না, বরং তদনুষ্ঠান বশতঃ দোষকর কর্ম্মের উদ্ভব হয় এবং পুনরায় অবারিত সংসারের উৎপত্তি হইয়া থাকে, মুক্তিলাভের কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকে না; অতএব বিবেকী ব্যক্তি জ্ঞানবিচারবান্ হইতে যত্ন করিবে † ॥১০॥

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহাদিগের মধ্যে কেহ ধর্ম্মানুসারে এবং কেহ বা অধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সুতরাং সেই সেই কর্ম্মের ফলে তাহাদিগকে দেহান্তে পুনর্ব্বার উচ্চ বা নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে সুখদুঃখভোগ হইয়া থাকে। এই প্রকারেই সংসার চক্ররূপে ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

† ইহার তাৎপর্য্যে এই বুঝা যাইতেছে যে, বিবেকী ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি মুক্তিলাভাদির প্রত্যাশা করেন, তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সর্ব্বথা যত্নবান হইবেন।

নন্থ ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা, যথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনম্।
কর্ত্তব্যতা প্রাণভৃতঃ প্রচোদিতা, বিদ্যা সহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ ॥ ১১ ॥
কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ, তস্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা।
নন্থ স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী, বিদ্যা ন কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে ॥ ১২ ॥
ন সত্যকার্য্যোঽপি হি যদ্বদধ্বরঃ, প্রকাঙ্ক্ষতেঽন্যানপি কারকাদিকান্।
তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈর্বিশিষ্যতে কর্ম্মভিরেব মুক্তয়ে ॥ ১৩ ॥
কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিনস্তদপ্যসদ্দৃষ্টবিরোধকারণাৎ।
নেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া বিদ্যা গতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিধ্যতি ॥ ১৪ ॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান মুক্তিসাধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ স্বকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চনা করিলে মোক্ষলাভ হয়, ইত্যাদিসূচক স্মৃত্যাদি দ্বারা নিত্যত্বরূপে বিহিত ক্রিয়াসকলও পুরুষার্থসাধনরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, অতএব বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান জীবগণ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির পরেও মুক্তিবিষয়ক জ্ঞানের সহায়ত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥

শ্রুতিতে কথিত আছে যে, কর্ম্ম না করিলে দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে; কারণ, জ্ঞান কর্ম্মযোগীদের অনপেক্ষ স্বাধীনরূপে মোক্ষসম্পাদক নহে, অতএব নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানমাত্রকেই অঙ্গস্বরূপে অপেক্ষা করে ॥ ১২ ॥

যাহার কর্ম্মসকল সত্য, তাদৃশ যজ্ঞ যেরূপ ক্রিয়াসম্পাদক স্রুবাদি ও দেশ কালাদি আকাঙ্ক্ষা করে, তদ্ব্যতিরেকে অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবিহিত নিত্যাদি কর্ম্মসমূহের সহিত মুক্তির নিমিত্ত সমর্থ হয় ॥ ১৩ ॥

কোন কোন বিতর্কবাদী ব্যক্তিগণ যাহা বলেন, তাহাও অসৎ অর্থাৎ

বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিবেচনাঙ্কিতা, বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে।
উদেতি কর্ম্মাখিলকারকাদিভির্নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকম্॥ ১৫ ॥
তস্মাত্ত্যজেৎ কার্য্যমশেষতঃ সুধীর্বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।
আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদা, নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ॥ ১৬॥
যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্।
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ,
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥ ১৭॥

যদ্রূপ কেবল কর্ম্মকেই মোক্ষসাধন বলা যাইতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়কেও বিধেয় বলা অযুক্ত। কারণ, তাহাতে বিরোধ দৃষ্ট হয়। দেহাভিমান দ্বারাই ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারাই দেহাভিমান বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৪॥

বেদান্তবাক্যের বিচার দ্বারা যে চরম জ্ঞান, বুধগণ তাহাকে বিদ্যা বলিয়া বর্ণন করেন। কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্যকর্ম্মাদি অঙ্গের সহিত ফলভোগ দান করে এবং বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধির বিনাশ করিয়া দেয়॥ ১৫॥

বিরোধিতানিবন্ধন বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে এবং ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইতে যত্নবান্ হইবে॥ ১৬॥

যে পর্য্যন্ত এই অনাত্মভূত শরীরে অবিদ্যাকৃত অহংবুদ্ধি বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ বেদবিধানোক্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া এবং ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে ও পরমাত্মাকে অবগত হইলে এই অখিল জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তখন ক্রিয়া সকল সম্যক্ বিসর্জ্জন করিবে॥ ১৭॥

যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং, বিজ্ঞানমাত্মন্যবভাতি ভাস্বরম্।
তদৈব মায়া প্রবিলীতেঽঞ্জসা, সকারকাকারণমাত্মসংস্থতেঃ ॥ ১৮ ॥
শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতা চ সা, কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী।
বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্বিতীয়তস্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
যদি স্ম নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে, কর্ত্তাহমস্যেতি মতিঃ কথং ভবেৎ।
তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে, বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা ॥২০॥
সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং, ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতির্জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনম্॥ ২১ ॥

জ্ঞান ঈশ্বর এবং জীবের মায়া ও অবিদ্যাস্বরূপ উপাধিদ্বয়কৃত রূপভেদের বিনাশক এবং স্বয়ংপ্রকাশরূপ, যখন গুরুর কৃপায় সেই জ্ঞান লাভ হয়, তখনই সংসারকারণ অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞাননাশ হইলেই সংসারাদির বিনাশ হয়, সুতরাং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের আর উপায়ান্তর নাই ॥ ১৮ ॥

শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা বিনাশিত অবিদ্যা কোন কোন সময়ে কার্য্যকারিণী হইয়া থাকে, কিন্তু বিশুদ্ধ ও অদ্বিতীয় বিজ্ঞান দ্বারা বিনাশিত অবিদ্যা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥

যদি তত্ত্বজ্ঞানবিনাশিতা অবিদ্যা আর পুনরুৎপন্না না হয়, তাহা হইলে কারণাভাব নিবন্ধন অহংবুদ্ধিই বা কিরূপে জন্মিতে পারে? অতএব মুক্তির নিমিত্ত জ্ঞানই স্বাধীন, কর্ম্মাদি কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না ॥ ২০ ॥

"কর্ম্মসন্ন্যাস করাই শ্রেষ্ঠ," ইত্যাদিসূচক তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে কর্ম্মত্যাগের বিষয় আদরপূর্ব্বক লিখিত আছে এবং অদ্বৈতজ্ঞানই নিশ্চিত, অন্য কোন সহকারী কারণের অপেক্ষা না করিয়া মুক্তির

বিদ্যাসমত্বেন তু দর্শিতস্ত্বয়া, ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ।
ফলৈঃ পৃথক্ত্বাদ্বহুকারকৈঃ ক্রতুঃ, সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্য্যয়ম্ ॥২২॥
সপ্রত্যবায়ো হ্যহমিত্যনাত্মধীরজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাদ্‌বুধৈস্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মভির্ব্বিধানতঃ কর্ম্ম বিধিপ্রকাশিতম্ ॥২৩॥
শ্রদ্ধান্বিতস্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো, গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্মজীবয়োঃ, সুখী ভবেন্মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ ॥ ২৪ ॥

কারণ হয়, ইত্যর্থসূচক বাজসনেয় নামক বৃহদারণ্যকোপনিষদে তত্ত্বজ্ঞানই যে মুক্তির কারণ, তাহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

যদি বল যে, পূর্ব্বে কর্ম্মকে বিদ্যাসদৃশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছ, এখন এরূপ বলিতেছ কেন? তাহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বে দৃষ্টান্তমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, পরন্তু অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মকে বিদ্যার সদৃশ বলিয়া বর্ণন করা হয় নাই, কর্ম্মের ফল এবং বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের ফলপৃথকৃকৃত্ব-জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ ও কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২২ ॥

যদি ইহা বল যে, বিদ্যার সহিত কর্ম্মের এইরূপ তুল্যত্ব হইলেও বেদবিহিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যে প্রত্যবায় হয়, তাহার পরিহারার্থ কর্ম্ম করা উচিত। ইহার উত্তরে বল' যাইতেছে।—"কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই অনিষ্টসাধন হইবে," অনাত্মদেহাদিতে যাহাদিগের অহঙ্কারাদি বিদ্যমান আছে, সেই অজ্ঞানিগণই ঐরূপ বিবেচনা করে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা কদাচ ওরূপ জ্ঞান করেন না ; সুতরাং বুধগণ সর্ব্বথা বিধিবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

প্রথমতঃ শ্রদ্ধা সহকারে গুরু-সকাশে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া পরমাত্মা ও জীবের ঐকাত্ম্য

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং, বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ।
তত্ত্বংপদার্থৌ পরমাত্মজীবকাবসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ ॥ ২৫ ॥
প্রত্যক্‌পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনোর্ব্বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাম্।
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং, জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদ্বয়ো ভবেৎ ॥২৬॥
একাত্মকত্বাজ্জহতী ন সম্ভবেত্তথাজহল্লক্ষণতাবিরোধতঃ।
সোঽহয়ং পদার্থামিব ভাগলক্ষণা, যুজ্যেত তত্ত্বংপদয়োরদোষতঃ ॥ ২৭ ॥

পরিজ্ঞাত হইবে, তাহা হইলেই বিষয়-ভোগাভিলাষে অনিচ্ছুক হইয়া পরম আনন্দ লাভ করা যায় ॥ ২৪ ॥

হে লক্ষ্মণ! 'তত্ত্বমসি' শব্দের অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, অতএব উহার অর্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর। "তৎ" ও "ত্বং" এই দুই পদে পরমাত্মা ও জীব এবং "অসি" এই শব্দে "তৎ" ও "ত্বং" এই উভয়ের ঐক্য বুঝাইবে ॥ ২৫ ॥

"তৎ" ও "ত্বং" পদার্থস্বরূপ জীব ও ঈশ্বরের অপরোক্ষজ্ঞত্বাদি ও পরোক্ষত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ বিরুদ্ধাংশ পরিহার-করণানন্তর যুক্তি দ্বারা স্থূলদেহাদি হইতে সম্যক্ বিচারিত এবং কথিত লক্ষণার দ্বারা লক্ষিত সেই তত্ত্বং-পদার্থভূত ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশস্বরূপ চিৎরূপকে সম্যক্ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মকে নিজ স্বরূপ জ্ঞান করত অবশেষে অদ্বয় হইবে ॥ ২৬ ॥

যদি বল যে, তত্ত্বং পদার্থের চিৎরূপতা গ্রহণকরণাদি কথিত হইল, কিন্তু উহা কি জহৎ-স্বার্থলক্ষণা কিংবা অজহৎ-স্বার্থলক্ষণা? ইহার উত্তর এই যে, "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থের চিদংশক্রমে একরূপতা হেতু জহৎস্বার্থলক্ষণা সম্ভবে না, কারণ, বাক্যার্থকে অশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অর্থান্তরে বর্ত্তনকেই জহল্লক্ষণা বলে। অপ্রত্যক্ষত্ব ও

রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং, ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকর্ম্মণাম্।
শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্ম্মজং, মায়াময়ং স্থূলমুপাধিমাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥
সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং, প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।
ভোক্তুঃ সুখাদেরনুসাধনং ভবেৎ, শরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনো বুধাঃ ॥ ২৯ ॥

প্রত্যক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের একত্বের বিরোধ হেতু অজহৎস্বার্থলক্ষণাও সম্ভবে না, কারণ, বাচ্যার্থের অপরিত্যাগক্রমে এতৎসম্বন্ধীয় বর্ত্তনকেই অজহল্লক্ষণা বলে। আর "সোঽহয়ং" পদার্থের ন্যায় "তৎ" ও "ত্বং" পদের জহদজহল্লক্ষণাই যুক্তিসঙ্গত হয়, কারণ, বাচ্যার্থের একদেশ পরিত্যাগ এবং একদেশ গ্রহণ করাকেই জহদজহল্লক্ষণা কহে ॥ ২৭ ॥

এক্ষণে স্থূলসূক্ষ্ম শরীর হইতে আত্মার বিবেচনাক্রম ও তদীয় বিবেচনার ফলপ্রদর্শন জন্য আত্মার উপাধি সকল কথিত হইতেছে। জ্ঞানিগণ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতে সমুৎপন্ন, সুখদুঃখাদি কর্ম্মের ভোগাশ্রয়, উৎপত্তি ও নাশবিশিষ্ট, প্রাক্তনকর্ম্মজ এবং মায়াময় শরীরকে আত্মার স্থূলশরীর বলিয়া বর্ণন করেন এবং যাহা দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও পঞ্চপ্রাণ এই সপ্তদশসমন্বিত, অপঞ্চীকৃত, আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন, স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন এবং যাহা অধিষ্ঠানের সহিত চিদাভাসস্বরূপ ভোক্তার ইহ ও পরলোকগমনক্রমে সুখদুঃখাদি অনুভবের সাধনস্বরূপ, তাহাকেই আত্মার সূক্ষ্মশরীর বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদ, মুখ, গুহ্য, লিঙ্গ, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান, এই সকল বিশিষ্ট স্থূলদেহ হইতে পৃথক্ যে লিঙ্গদেহ, তিনি অধিষ্ঠানের সহিত চিদাভাসস্বরূপ ভোক্তার সুখদুঃখ প্রভৃতি প্রতীতির সাধনস্বরূপ হন। ইহাকেই বুধগণ আত্মার সূক্ষ্মদেহ বলিয়া থাকেন ॥ ২৮-২৯ ॥

অনাত্মনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং, মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকম্।
উপাধিভেদাত্তু যতঃ পৃথক্‌স্থিতং, স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥৩০॥
কোষেষু পঞ্চস্বপি তত্তদাকৃতির্বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো যথা।
অসঙ্গরূপোঽয়মজো যতোঽদ্বয়ো,
বিজ্ঞায়তেঽস্মিন্ পরিতো বিচারিতে ॥ ৩১ ॥
বুদ্ধেস্ত্রিধা বৃত্তিরপীহ দৃশ্যতে, স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ।
অন্যোন্যতোঽস্মিন্ ব্যভিচারতো মৃষা,
নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে ॥ ৩২ ॥
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং, সঙ্ঘাদজস্রং পরিবর্ত্ততে ধিয়ঃ।
বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞলক্ষণা, যাবদ্ভবেত্তাবদসৌ ভবোদ্ভবঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানিগণ আত্মার কারণরূপও পরিজ্ঞাত আছেন, উহা উৎপত্তিহীন, অনির্ব্বাচ্য, সকল প্রপঞ্চের কারণ, মায়াপ্রধান এবং চৈতন্যস্বরূপ। জ্ঞানিগণ উহাকেই স্বাত্মসদৃশ বিবেচনা করেন ॥ ৩০ ॥

স্ফটিক যেরূপ জবাদিসঙ্গ নিবন্ধন তত্তদ্বর্ণে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ এই আত্মাও অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি কোষসমূহে তত্তৎসঙ্গ বশতঃ সেই আকৃতিতে প্রতিভাত হয়, বস্তুতঃ উহা অসঙ্গরূপ, অজ ও অদ্বয় ॥ ৩১ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিভেদে যে তিন প্রকার বৃত্তি দৃষ্ট হয়, উহা সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপা বুদ্ধির কর্ম্ম, আত্মার নহে, আত্মা উৎপত্তিনাশ-রহিত, গুণত্রয়াতীত, সর্ব্বজ্ঞাপক, অসঙ্গ ও আনন্দময় ॥ ৩২ ॥

যদি ইহা বল যে, এই জড়রূপা বুদ্ধিবৃত্তি কি প্রকারে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়? ইহার কারণ কি, তাহা বলা যাইতেছে।—ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও চিদাত্মার অধ্যাসকৃতত্ব হেতু সর্ব্বদা একত্রাবস্থান নিবন্ধন অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়, সেই বৃত্তি তমোগুণনিবন্ধন যাবৎ

নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো, হৃদা সমাস্বাদিতচিদ্‌ঘনামৃতঃ।
ত্যজেদশেষং জগদাত্তসদ্রসং, পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলম্ ॥ ৩৪ ॥
কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে, ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽনবঃ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ স্বয়ংপ্রভঃ, সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
এবংবিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে, কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে।
অজ্ঞানতোঽধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে,
জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥
যদন্যদন্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমাদধ্যাসমিত্যাহুরমুং বিপশ্চিতঃ।
অসর্পভূতেঽহিবিভাবনং যথা, রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ ॥ ৩৭ ॥

বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই পুনঃ পুনঃ সংসারোদ্ভব হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

যদি ইহা বল যে, কি প্রকারে সংসারকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়? তদ্বিষয়ে বলা যাইতেছে।—লোক যেরূপ নারাঙ্গাদি ফলের রস পান করিয়া সেই নিঃসার ফল পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জ্ঞানিগণ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ জগৎকারণ আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইয়া পরিশেষে এই নিখিল জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করত পরিত্যাগ করেন ॥ ৩৪ ॥

সদা একভাবে অবস্থিত আত্মার মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, হ্রাস নাই বা বৃদ্ধি নাই, আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ, সর্ব্বগত, অদ্বয় ও আনন্দময় ॥ ৩৫ ॥

যদি বল যে, ঈদৃশ জ্ঞানময় সুখাত্মক আত্মাতে কিরূপে সংসারজ্ঞান হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, অজ্ঞানাধ্যাসবশাৎ ঐরূপ হয়, জ্ঞানোদয় হইলেই উহার বিনাশ হইয়া যায় ॥ ৩৬ ॥

যেরূপে জীবের সংসারভ্রম হয়, এক্ষণে সেই অধ্যাসবিষয় বিবৃত হইতেছে।—অজ্ঞান হেতু এক দ্রব্যে অপর দ্রব্যের যে জ্ঞান, তাহাই

বিকল্পমায়ারহিতে চিদাত্মকেঽহঙ্কার এষঃ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ।
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্বকারণং, নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে ॥ ৩৮ ॥
ইচ্ছাদিরাগাদিসুখাদিধর্ম্মিকাঃ, সদা ধিয়ঃ সংসৃতিহেতবঃ পরে।
যস্মাৎ সুষুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ, সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হি নঃ ॥ ৩৯ ॥
অনাদ্যবিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিম্বিতো, জীবঃ প্রকাশোঽয়মিতীর্য্যতে চিতঃ।
আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্‌স্থিতো বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি ॥৪০॥

অধ্যাস। যেমন সহসা রজ্জু দর্শনে সর্পজ্ঞান হয়, কিন্তু রজ্জুজ্ঞান হইলে তাহার বিনাশ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবিনাশ হইলেই ঈশ্বরে জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

পুনরায় উল্লিখিত অধ্যাসবিষয় সবিস্তার বর্ণন করিতেছেন।—যাবতীয় বিকল্পের কারণস্বরূপ, মায়াবিরহিত, চিৎস্বরূপ, সর্ব্বকারণ, নিরাময়, সর্ব্ববিকারশূন্য, সর্ব্বব্যাপক আত্মাতে প্রথমে অহঙ্কার কল্পিত হয়, সেই অহংবুদ্ধিই অধ্যাস, উহাই সর্ব্বসংসারের কারণ ॥ ৩৮ ॥

ইচ্ছোপেক্ষাবিশিষ্ট রাগ, দ্বেষ ও সুখদুঃখাদিধর্ম্মসমন্বিত অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ হইতে সর্ব্বসাক্ষী আত্মাতে সংসারকারণ লক্ষিত হয়, কেন না, সুষুপ্তি অবস্থায় সেই বৃত্তি সকল বিদ্যমান থাকে না, সুতরাং তদভাবহেতু আমাদের দ্বারা পরস্পর চৈতন্য স্বস্বরূপানন্দরূপে প্রতীয়মান হয় না ॥ ৩৯ ॥

পুনরায় তত্ত্বং-পদার্থের স্বরূপ কথিত হইতেছে।—অনাদিস্বরূপ অবিদ্যা হইতে যে বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদ্রূপ আত্মার চিদংশই জীবনামে অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মা ধীধর্ম্মাসঙ্গহেতু দ্রষ্টৃরূপে পৃথকস্থিত বুদ্ধ্যাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ-রহিত এবং পরশব্দে অভিহিত ॥ ৪০ ॥

চিদ্বিম্বসাক্ষ্যাত্মধিয়াং প্রসঙ্গতস্ত্বেকত্র বাসাদনলাক্তলোহবৎ।
অন্যোহন্যমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে, জড়াজড়ত্বঞ্চ চিদাত্মচেতসোঃ॥ ৪১।
গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ, সঞ্জাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্য তম্।
স্বাত্মানমাত্মস্থমুপাধিবর্জ্জিতং, ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরম্॥ ৪২॥
প্রকাশরূপোঽহমজোঽহমদ্বয়োঽসকৃদ্বিভাতোঽহমতীবনির্ম্মলঃ।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানময়ো নিরাময়ঃ, সংপূর্ণ-আনন্দময়োঽহমক্রিয়ঃ॥ ৪৩॥
সদৈব মুক্তোঽহমচিন্ত্যশক্তিমানতীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ।
অনন্তপারোঽহমহর্নিশং বুধৈর্বিভাবিতোঽহং হৃদি বেদবাদিভিঃ॥ ৪৪॥

চিৎ এবং অন্তঃকরণ এই উভয়ের জড়াজড়ত্বও অধ্যাসজনিত, ইহাই বিবৃত হইতেছে।—অধ্যাসবশতই সাক্ষিচৈতন্য ও অন্তঃকরণ এই উভয়ের পরস্পর জড়াজড়ত্ব হইয়া থাকে। অনল ও লৌহের একত্র সংসর্গ বশতঃ যেরূপ লৌহের দাহকত্বাদি প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ চিদাভাস সাক্ষিচৈতন্য ও অন্তঃকরণ প্রসঙ্গক্রমে ইহাদের একত্রাবস্থান হেতুই জড়াজড়ত্ব প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ৪১॥

গুরুসকাশে উপদেশবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ হইলে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখনই স্বাত্মাকে উপাধিবর্জ্জিত ও হৃদিস্থ বলিয়া নিরীক্ষিত হইয়া থাকে॥ ৪২॥

"আমি স্ব-প্রকাশস্বরূপ, জন্মাদিরহিত, অদ্বিতীয়, প্রকাশমান, অতীব নির্ম্মল, বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানময়, নিরাময়, সম্পূর্ণ আনন্দস্বরূপ, অক্রিয়, সদামুক্ত, অচিন্ত্য-শক্তিমান্, অতীন্দ্রিয়, অপরিণামী, অনন্তপার," বেদবাদী জ্ঞানিগণ অহর্নিশ হৃদয়ে এইরূপ ভাবনা করেন॥ ৪৩-৪৪॥

এবং সদাত্মানমখণ্ডিতাত্মনা, বিচারমাণস্থ বিশুদ্ধভাবনা।
হন্যাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈ রসায়নং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ ॥ ৪৫ ॥
বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ো, বিনিজিতাত্মা বিমলান্তরাশয়ঃ।
বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো, বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥
বিশ্বং যদেতৎ পরমাত্মদর্শনং, বিলাপয়েদাত্মনি সর্ব্বকারণে।
পূর্ণশ্চিদানন্দময়োঽবতিষ্ঠতে, ন বেদ বাহ্যং ন চ কিঞ্চিদান্তরম্ ॥ ৪৭ ॥
পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়েদোঁকারমাত্রং সচরাচরং জগৎ।
তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো, বিভাব্যতেঽজ্ঞানবশান্ন বোধতঃ॥৪৮॥

তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা পূর্ব্বকথিত প্রকারে ধ্যাননিমগ্ন হইলে কি প্রকার অবস্থাপন্ন হয়, তাহাই কথিত হইতেছে।—এইরূপে চিত্তকে বিষয়াকর্ষণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মার ধ্যান করিলে ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তি উদিত হয়। রসায়ন যেরূপ রোগের বিনাশ করে, তদ্রূপ ঐরূপ জ্ঞান জন্মিলেই কর্ম্মাদি সহ অবিদ্যা বিলুপ্ত হয় ॥৪৫॥

বিজ্ঞানদৃক্ ব্যক্তি নির্জ্জনে সমাসীন হইয়া উপারতেন্দ্রিয়, বিনির্জিতাত্মা, বিমলচিত্ত, ভ্রমরহিত, সঙ্গহীন ও আত্মসংস্থিত হইয়া নিরন্তর আত্মাকে ভাবনা করিবে ॥ ৪৬ ॥

দ্বৈতস্বরূপ প্রপঞ্চ বিশ্বের বিদ্যমানতা থাকিলেও যে প্রকারে অদ্বৈতস্বরূপ আত্মভাবনা হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে।—এই বিশ্বকে পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞান হইলেই বাহ্য ও আন্তর-দৃষ্টি বিলয় হইয়া যায় অর্থাৎ হৃদয়ে নিরন্তর ব্রহ্মদর্শনই হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

এক্ষণে যে প্রকারে পরমাত্মার ধ্যান করিতে হয়, তাহা বিস্তার-পূর্ব্বক বর্ণিত হইতেছে।—সমাধির পূর্ব্বে এই সচরাচর জগৎকে ওঁকারমাত্র বলিয়া বিবেচনা করিবে। জগৎ বাচ্য, প্রণবাখ্য ওঙ্কার

অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিশ্বকো, হ্যুকারকস্তৈজস ঈর্য্যতে ক্রমাৎ।
প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেঽখিলৈঃ,
সমাধিপূর্ব্বং ন তু তত্ত্বতো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥
বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়েদুকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতম্।
ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্য চান্তিমম্ ॥ ৫০ ॥
মকারমপ্যাত্মনি চিদ্ঘনে পরে, বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণম্।
সোঽহং পরং ব্রহ্ম সদা বিমুক্তিমদ্বিজ্ঞানদৃঙ্‌মুক্ত উপাধিতোঽমলঃ ॥৫১॥
এবং সদা জাতপরাত্মভাবনঃ, স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।
আস্তে স নিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ, সাক্ষাদ্বিমুক্তোঽচলবারিসিন্ধুবৎ ॥ ৫২ ॥

বাচক, অজ্ঞানবশতঃই এইরূপ প্রতীতি হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে ঐ প্রতীতি থাকে না ॥ ৪৮ ॥

ওঁকারের অন্তর্গত অকারবাচ্য শরীরস্থ পুরুষ বিশ্ব, উকার তৈজস এবং মকার প্রাজ্ঞ শব্দে অভিহিত; এই সমস্তই সমাধির পূর্ব্বে হয়, তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে আর এ সমস্ত জ্ঞান থাকে না ॥ ৪৯ ॥

যে প্রকারে লয়ভাবনা করিতে হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে।—সেই অকারাখ্য পুরুষকে উকার অর্থাৎ তৈজসে, উকারকে মকারে এবং মকারকে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে বিলীন ভাবনা করিবে ॥ ৫০ ॥

অনন্তর "আমিই সদামুক্ত, বিজ্ঞানদৃক, উপাধিরহিত, অমল পরব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে ॥ ৫১ ॥

এক্ষণে আত্মোপাসনার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে।—এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে আত্মজ্ঞানলাভ হইলেই সেই ব্যক্তি বিষয়বাসনারহিত, নিত্য সুখী ও জীবন্মুক্ত হইয়া অচলবারি সিন্ধুবৎ বিরাজমান থাকেন ॥ ৫২ ॥

এবং সদাভ্যস্তসমাধিযোগিনো, নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরস্য হি।
বিনির্জ্জিতাশেষরিপোরহং সদা, দৃশ্যো ভবেয়ং জিতষড়্‌গুণাত্মনঃ ॥৫৩॥
ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনিস্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ।
প্রারব্ধমশ্নন্নভিমানবর্জিতো, ময্যেব সাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ॥ ৫৪ ॥
আদৌ চ মধ্যে চ তথৈব চান্ততো, ভবং বিদিত্বা ভয়শোককারণম্।
হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচোদিতং, ভজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাম্॥ ৫৫ ॥
আত্মন্যভেদেন বিভাবয়ন্নিদং, ভবত্যভেদেন ময়াত্মনা তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ, ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্ন্যনিলে যথানিলঃ ॥৫৬॥

এই প্রকারে সমাধিযোগ অভ্যাস করিলে কাম-ক্রোধাদি রিপু-সকল পরাজিত হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি ষড়্‌গুণ পরাভূত হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়বিষয় সকল সেই ব্যক্তির নিকট পরাজিত হয়, সুতরাং আমি সর্ব্বদা সেই ব্যক্তিকে দর্শন দিয়া থাকি ৫৩ ॥

হে লক্ষ্মণ! মননশীল ব্যক্তি এইরূপে অহর্নিশ আত্মধ্যান করিয়া নিরভিমানে প্রারব্ধ ভোগ করত সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলেই আমাতে বিলীন হইতে পারে ॥ ৫৪ ॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কি প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট, তাহাই বলা যাইতেছে।—এইরূপে সংসারকে কি আদি, কি মধ্য, কি অন্ত সকল সময়েই ভয় ও শোকের কারণ জ্ঞান করিয়া সমস্ত বিধিবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আত্মাকেই ভজনা করিবে। ৫৫ ॥

যেরূপ সাধারণ বারি ও সমুদ্রবারিতে, গবাদির ক্ষীরে ও দুগ্ধে এবং এক মহাকাশে যেরূপ ঘটাকাশ ও মহানিলের সহিত ক্ষুদ্র বায়ু অভিন্ন, তদ্রূপ আত্মার সহিত জগতের অভেদজ্ঞান হইলেই আমার সহিত অভিন্নতালাভ হয় ॥ ৫৬ ॥

ইত্থং যদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতো, জগন্ম ৈবেতি বিভাবয়েন্মুনিঃ।
নিরাকৃতত্বাচ্ছ্রুতিযুক্তিমানতো, যথেন্দুভেদো দিশি দিগ্‌ভ্রমাদয়ঃ ॥৫৭॥
যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং, তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।
শ্রদ্ধালুরত্যূর্জিতভক্তিলক্ষণো, যস্তস্য দৃশ্যোঽহমহর্নিশং হৃদি ॥ ৫৮ ॥
রহস্যমেতচ্ছ্রুতিসারসংগ্রহং, ময়া বিনিশ্চিত্য তবোদিতং প্রিয়।
যস্ত্বেতদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্, স মুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ ক্ষণাৎ ॥৫৯॥
ভ্রাতর্যদীদং পরিদৃশ্যতে জগন্মায়ৈব সর্ব্বং পরিহৃত্য চেতসা।
মদ্ভাবনাভাবিতশুদ্ধমানসঃ সুখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ ॥ ৬০ ॥

এইরূপ হইলেই সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত ও জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি এই নিখিল জগৎ দর্শন করেন সত্য, কিন্তু চন্দ্রে যেরূপ দ্বিচন্দ্রভ্রম ও পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহে দিগ্‌ভ্রম হয়, তদ্রূপ শ্রুতিপ্রমাণানুসারে বাধিতত্ব বশতঃ সকলই মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

ভক্তিযোগ কি প্রকারে জন্মে, তাহারই দৃঢ় উপায় বলা যাইতেছে।—যাবৎ এই অখিল বিশ্ব মদাত্মক বলিয়া অনুমিত না হয়, তাবৎ আমার আরাধনায় নিরত থাকিবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে মৎপ্রতি পরমভক্তি প্রকাশ করে, আমি তাহার হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থিতি করি ॥ ৫৮ ॥

হে বৎস! আমি এই তোমার নিকট শ্রুতিসারসংগ্রহ-রহস্য কীর্ত্তন করিলাম, যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিরন্তর ইহা আলোচনা করে, তাহার যাবতীয় পাপরাশি বিদূরিত হয় ॥ ৫৯ ॥

হে ভ্রাতঃ! তুমি এই জগৎকে মায়ামাত্রজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া

যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎ পরং হৃদা কদা বা যদি বা গুণাত্মকম্।
সোঽহং স্বপাদাঞ্চিতরেণুভিঃ স্পৃশন্,
পুনাতি লোকত্রিতয়ং যথা রবিঃ ॥ ৬১ ॥
বিজ্ঞানমেতদখিলং শ্রুতিসারমেকং, বেদান্তবেদ্যচরণেন ময়ৈব গীতম্।
যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেদ্‌গুরুভক্তিযুক্তো,
মদ্রূপমেতি যদি মদ্বচনেষু ভক্তিঃ ॥ ৬২ ॥

শ্রীরামগীতা সমাপ্তা।

বিমলচিত্তে আমাকে চিন্তা করিলেই পরমসুখ ও নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিবে॥ ৬০ ॥

অধুনা ভগবান্ দাশরথি আপন ভক্তজনের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন।—আমি অগুণ, গুণাতীত ও গুণাত্মক, যে ব্যক্তি হৃদয়ে আমাকে ভাবনা করেন, তিনি মৎস্বরূপ হইয়া সূর্য্যের ন্যায় চরণরেণু দ্বারা ত্রিভূবন পবিত্র করেন॥ ৬১ ॥

হে লক্ষ্মণ! এই আমি তোমার নিকট বেদান্তপ্রতিপাদিত শ্রুতিপ্রতিপন্ন বিষয় বর্ণন করিলাম, আমার বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ইহা পাঠ করিলে মৎসারূপ্যলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ৬২ ॥

শ্রীরাম-গীতা সমাপ্ত।

শান্তি-গীতা

—০:*:০—

মঙ্গলাচরণম্।

শান্তায়াব্যক্তরূপায় মায়াধারায় বিষ্ণবে।
স্বপ্রকাশায় সত্যায় নমোঽস্তু বিশ্বসাক্ষিণে॥ ১॥

বাণী যস্য প্রকটতি পরং ব্রহ্মতত্ত্বং সুগূঢ়ং,
মুক্তীচ্ছূনাং গময়তি পদং পূর্ণমানন্দরূপম্।
বিভ্রান্তানাং শময়তি মতিং ব্যাকুলাং ভ্রান্তিমূলাং,
ব্রহ্মাত্মৈক্যং বিদিশতি পরং শ্রীগুরুং তং নমামি॥ ২॥

যিনি শান্ত এবং অব্যক্তরূপ, মায়ার আশ্রয়, স্বয়ম্প্রকাশ, বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক, সেই সত্য-স্বরূপ বিশ্বসাক্ষী পরমাত্মাকে নমস্কার॥ ১॥

যাঁহার বাণী অতি সুগূঢ় পরমব্রহ্ম-তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া দেয়, মুমুক্ষুগণকে নিরাবরণ, পূর্ণানন্দস্বরূপকে প্রাপ্তি ও অবিশ্রান্ত বিভ্রান্তচিত্তদিগের ভ্রান্তিমূলা ব্যাকুলা বুদ্ধিকে শান্তিলাভ করায় এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানরূপ পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি॥ ২॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

বিখ্যাতঃ পাণ্ডবে বংশে নৃপেশো জনমেজয়ঃ।
তস্য পুত্রো মহারাজঃ শতানীকো মহামতিঃ ॥ ১ ॥
একদা সচিবৈর্মিত্রৈর্বেষ্টিতো রাজমন্দিরে।
উপবিষ্টঃ শুশ্রূষমাণৈর্মাগধৈঃ সূতবন্দিভিঃ ॥ ২ ॥
সিংহাসনসমারূঢ়ো মহেন্দ্রসদৃশপ্রভঃ।
নানাকাব্যরসালাপৈঃ পণ্ডিতৈঃ সহ মোদিতঃ ॥ ৩ ॥
এতস্মিন্ সময়ে শ্রীমান্ শান্তব্রতো মহাতপাঃ।
সমাগতঃ প্রসন্নাত্মা তেজোরাশিস্তপোনিধিঃ ॥ ৪ ॥
রাজা দর্শনমাত্রেণ সামাত্যমিত্রবান্ধবৈঃ।
প্রোত্থিতো ভক্তিভাবেন হর্ষেণোৎফুল্লমানসঃ ॥ ৫ ॥
প্রণম্য বিনয়াপন্নঃ প্রহ্বীভাবেন শ্রদ্ধয়া।
দদৌ সিংহাসনং তস্মৈ চোপবেশনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৬ ॥

পাণ্ডববংশে বিখ্যাত নৃপকুলচূড়ামণি জনমেজয়ের পুত্র, দেবেন্দ্র-সমপ্রভ, মহামতি মহারাজ শতানীক একদা রাজমন্দিরে বন্ধু ও অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে সুখাসীন আছেন এবং মাগধ-সূত প্রভৃতির স্তুতিবাক্য দ্বারা বন্দিত হইয়া পণ্ডিতগণের সহিত নানাপ্রকার রসালাপ করিতেছেন, এমত সময়ে প্রসন্নাত্মা তেজোরাশি-সমন্বিত তপোনিধি শ্রীমান্ শান্তব্রত ঋষি রাজসন্নিধানে সমাগত হইলেন ॥ ১-৪ ॥

নৃপতি মুনিবরকে দর্শনমাত্র হর্ষোৎফুল্লচিত্তে অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিভাবে বিনয় ও নম্রতা সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং যথাযোগ্য সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া

পাদ্যমর্ঘ্যং যথাযোগ্যং ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
দিব্যাসনে সমাসীনং মুনিং শান্তব্রতং নৃপঃ ॥ ৭ ॥
পপ্রচ্ছ বিনতঃ স্বাস্থ্যং কুশলং তপসস্ততঃ।
মুনিঃ প্রোবাচ সর্ব্বত্র সুখং সর্ব্বসুখান্বয়াৎ ॥ ৮ ॥
অস্মাকং কুশলং রাজন্ রাজ্ঞঃ কুশলতঃ সদা।
স্বাচ্ছন্দ্যং রাজদেহস্য রাজ্যস্য কুশলং বদ ॥ ৯ ॥
রাজোবাচ যত্র ব্রহ্মন্নীদৃশস্তাপসোঽনিশম্।
তিষ্ঠন্বিরাজতে তত্র কুশলং কুশলেপ্সয়া ॥ ১০ ॥
ক্ষেমমূর্ত্তো প্রসাদেন ভবতঃ শুভদৃষ্টিতঃ।
দেহে গেহে শুভং রাজ্যে শান্তির্মে বর্ত্ততে সদা ॥ ১১ ॥
প্রণিপত্য ততো রাজা বিনয়াবনতঃ পুনঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রহ্বঃ প্রাহ তং মুনিসত্তমম্ ॥ ১২ ॥

ভক্তিযুক্ত চিত্তে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক যথোচিত পূজা ও সৎকার করিলেন। মুনি দিব্যাসনে সমাসীন হইলে রাজা বিনীতভাবে শারীরিক স্বাস্থ্য এবং তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিবর কহিলেন, রাজন্! যে সুখ সর্ব্বত্র অন্বিত অর্থাৎ যে সুখের সর্ব্বত্রই সম্বন্ধ, সেই সুখই সুখ। মহারাজের কুশলেই আমাদিগের কুশল। অতএব রাজদেহের স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজ্যের কুশল বলুন ॥ ৫-৯ ॥

রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে স্থানে ঈদৃশ তপোমূর্ত্তি বিরাজমান, কুশল আত্মকুশললাভেচ্ছায় সেই স্থানে বিরাজমান থাকে। আপনার ক্ষেমমূর্ত্তি ও শুভদৃষ্টির প্রসাদে আমার দেহ, গৃহ ও রাজ্য সর্ব্বত্র শুভ এবং শান্তি সর্ব্বদাই বিরাজিত আছে ॥ ১০-১১ ॥

অনন্তর রাজা মুনিবরকে বিনীতভাবে প্রণিপাত করিয়া

শ্রুতা ভবৎপ্রসাদেন তত্ত্ববার্ত্তা সুধা পুরা।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যচ্চ সারতরং প্রভো।
শ্রুত্বা তৎ কৃতকৃত্যঃ স্যাং কৃপয়া বদ মে মুনে ॥ ১৩ ॥

শান্তব্রত উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি সারং গুহ্যতমং পরম্।
যদুক্তং বাসুদেবেন পার্থায় শোকশান্তয়ে ॥ ১৪ ॥
শান্তিগীতেতি বিখ্যাতা সদা শান্তিপ্রদায়িনী।
পুরা শ্রীগুরুণা দত্তা কৃপয়া পরয়া মুদা ॥ ১৫ ॥
তাং তে বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র রক্ষিতা যত্নতো ময়া।
ভবদ্‌বুভুৎসয়া রাজন্ শৃণুষ্বাবহিতঃ স্থিরঃ ॥ ১৬ ॥

কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে আপনার প্রসাদে যে সুধাপূর্ণ তত্ত্ববার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলাম, অধুনা সেই সারতম কথা পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে; অতএব হে প্রভু! যাহা শ্রুতিগোচর হইলে কৃতকৃত্য হই, কৃপা করিয়া সেই সারতর পরমার্থতত্ত্ব কীর্ত্তন করুন ॥ ১২-১৩ ॥

শান্তব্রত মুনি বলিলেন, হে রাজন্! শান্তিগীতা নামে বিখ্যাতা গীতা সদা শান্তিরসপ্রদায়িনী, ঐ অতি গুহ্যতম্ সারতত্ত্ব পূর্ব্বে অর্জ্জুনের শোকশান্তির নিমিত্ত ভগবান্ বাসুদেব যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, কোন সময়ে গুরু কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সেই সারতত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন, আমিও তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছি, হে নৃপেন্দ্র! এক্ষণে তোমার আগ্রহ ও বুভুৎসায় সেই গুহ্যতম তত্ত্বকথা বলিতেছি, সমাহিতচিত্তে স্থিরভাবে শ্রবণ কর ॥ ১৪-১৬ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

যুদ্ধে বিনিহতে পুত্রে শোকবিহ্বলমর্জ্জুনম্।
দৃষ্ট্বা তং বোধয়ামাস ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কিং শোচসি সখে পার্থ বিস্মৃতোঽসি পুরোদিতম্।
মূঢ়প্রায়ো বিমুগ্ধোঽসি মগ্নোঽসি শোকসাগরে ॥ ২ ॥
মায়িকে সত্যবজ্‌জ্ঞানং শোকমোহস্য কারণম্।
ত্বং বুদ্ধোঽসি চ ধীরোঽসি শোকং ত্যক্ত্বা সুখী ভব ॥ ৩ ॥
সংসারে মায়িকে ঘোরে সত্যভাবেন মোহিতঃ।
মমতাবদ্ধচিত্তোঽসি দেহাভিমানযোগতঃ ॥ ৪ ॥

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্র অভিমন্যু নিহত হইলে, তাঁহার পিতা অর্জ্জুনকে শোকে বিহ্বল দেখিয়া, ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

ভগবান্ বলিলেন, সখে পার্থ! পূর্ব্বোপদিষ্ট হিতবাক্যসমূহ বিস্মৃত হইয়া বৃথা কেন শোক করিতেছ এবং মূঢ়লোকের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া শোকসাগরে কেনই বা নিমগ্ন হইতেছ? মায়িক মিথ্যা পদার্থ-সমূহে সত্যবুদ্ধিই একমাত্র শোক ও মোহের কারণ; তুমি বুদ্ধিমান্ ও ধীরপ্রকৃতি, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও ॥ ২-৩ ॥

মিথ্যা এই ঘোর মায়িক সংসারকে সত্যজ্ঞান করিয়া দেহাভিমান বশতঃ মমতাবদ্ধ-চিত্তে বিমোহিত হইয়াছ ॥ ৪ ॥

কো বাসি ত্বং কথং জাতঃ কঃ সুতো বা কলত্রকম্।
কথং বা স্নেহবদ্ধোঽসি ক্ষণমাত্রং বিচারয় ॥ ৫ ॥
অজ্ঞানপ্রভবং সর্ব্বং জীবা মায়াবশঙ্গতাঃ।
দেহাভিমানযোগেন নানাদুঃখাদি ভুঞ্জতে ॥ ৬ ॥
মনঃকল্পিতসংসারং সত্যং মত্বা মৃষাত্মকম্।
দুঃখং সুখঞ্চ মন্যন্তে প্রাতিকূল্যানুকূল্যয়োঃ ॥ ৭ ॥
মমতাপাশসংবদ্ধঃ সংসারে ভ্রমপ্রত্যয়ে।
অনাদিকালতো জীবঃ সত্যবুদ্ধ্যা বিমোহিতঃ ॥ ৮ ॥
ত্যক্ত্বা গৃহং যাতি নরঃ পুরাণমালম্বতে দিব্যগৃহং যথান্যৎ।
জীবস্তথা জীর্ণবপুর্বিহায়, গৃহ্নাতি দেহান্তরমাশু দিব্যম্ ॥ ৯ ॥

তুমি কে, কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং পুত্রকলত্রাদিই বা কে আর কি প্রকারেই বা তাহাদের স্নেহে আবদ্ধ হইয়াছ, ক্ষণকাল বিচার করিয়া দেখ ॥ ৫ ॥

মায়ার অবস্থাবিশেষের নাম অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া হইতে নামরূপাত্মক এই বিশ্ব-সংসার সমস্ত সমুদ্ভূত হইয়াছে, জীবগণ সেই মায়ার অধীন হইয়া দেহাভিমানবশে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিতেছে ॥ ৬ ॥

মনঃকল্পিত এই মিথ্যা-সংসারকে সত্য মনে করিয়া প্রাণিগণ মনের অনুকূল বিষয়ে সুখ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অনাদিকাল হইতে জীবপরম্পরা এই ভ্রম-প্রত্যয়সংসারকে সত্য জ্ঞান করিয়া মমতাপাশে আবদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া আছে ॥ ৮ ॥

মানব যেরূপ পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য নূতন গৃহ

অভাবঃ প্রাগভাবস্য চাবস্থাপরিবর্ত্তনাৎ।
পরিণামান্বিতে দেহে পূর্ব্বভাবো ন বিদ্যতে ॥ ১০ ॥
ন দৃশ্যতে বাল্যভাবো দেহস্য যৌবনোদয়ে।
অবস্থান্তরসম্প্রাপ্তৌ দেহঃ পরিণমেদযতঃ ॥ ১১ ॥
অতীতে বহুলে কালে দৃষ্ট্বা ন জ্ঞায়তে হি সঃ।
বুদ্ধেঃ প্রত্যয়মাত্রং তৎ স এবেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥
ন পশ্যন্তি বাল্যভাবং দেহস্য যৌবনাগমে।
সুতস্য জনকস্তেন ন শোচতি ন রোদিতি।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্মত্বা শোকং সখে জহি ॥ ১৩ ॥
যৎ পশ্যসি মহাবাহো জগত্তৎ প্রাতিভাসিকম্।
সংস্কারবশতো বুদ্ধের্দৃষ্টপূর্ব্বেতি প্রত্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অবলম্বন করে, জীবও সেইরূপ জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া দিব্য নূতন শরীরান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

দেহের অবস্থাপরিবর্ত্তন হইলে তাহাতে পূর্ব্বভাবের অভাব হয়, সুতরাং পরিণত দেহে আর পূর্ব্বভাব বর্ত্তমান থাকে না ॥ ১০ ॥

যেমন যৌবন উদয় হইলে শরীরে বাল্যভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি জন্য দেহ পরিণত হইলে বহুকালের পর তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারা যায় না, একমাত্র বুদ্ধি দ্বারা 'সেই এই' ইহা নিশ্চয় করা হইয়া থাকে, যেমন দেহের যৌবনাগমে পুত্রের বাল্যভাব না দেখিয়া পিতা শোক অথবা রোদন করেন না, হে সখে! সেইরূপ অবস্থান্তরপ্রাপ্তির ন্যায় দেহান্তরপ্রাপ্তি মনে করিয়া শোক পরিত্যাগ কর ॥ ১১—১৩ ॥

হে মহাবাহো! ভ্রান্তিবশতঃ যেরূপ শুক্তিতে প্রাতিভাসিক অর্থাৎ

দৃষ্ট্বা তু শুক্তিরজতং লোভং গ্রহীতুমুদ্যতঃ।
প্রাক্ চ বাধোদয়াৎ দ্রষ্টা স্থানান্তরগতস্ততঃ ॥ ১৫ ॥
পুনরাগত্য তত্রৈব রজতং স প্রপশ্যতি।
পূর্ব্বদৃষ্টং মন্যমানো রজতং হর্ষমোদিতঃ।
বুদ্ধেঃ প্রত্যয়সংস্কারাৎ নাস্তি রূপ্যং ত্রিকালকে ॥ ১৬ ॥
দেহো ভার্য্যা ধনং পুত্রস্তরুরাজিনিকেতনম্।
শুক্তিরজতবৎ সর্ব্বং ন কিঞ্চিৎ সত্যমস্তি তৎ ॥ ১৭ ॥

প্রতীতিকালমাত্র স্থায়ী মিথ্যা রজত-জ্ঞান হইয়া থাকে, এই সমস্ত জগৎও সেইরূপ শুক্তি-রজতের ন্যায় প্রাতিভাসিক মিথ্যা, কেবল বুদ্ধির প্রত্যয়ে পূর্ব্ব-দৃষ্ট সংস্কারবশে প্রতীত হয় মাত্র। যেরূপ শুক্তিতে আরোপিত রজত দর্শন করিয়া বিভ্রান্ত পুরুষ লোভাভিভূত হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হয় এবং সেই ভ্রান্তিনাশের পূর্ব্বে, দ্রষ্টা যদ্যপি কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করে, পরে সেই স্থানে পুনরাগত হইয়া যদিও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালেই শুক্তিতে রজত-সত্তার সম্পূর্ণ অভাব, তথাপি তাহার ভ্রান্তিজ্ঞানের বাধ্য হয় নাই বলিয়া, বুদ্ধিতে সত্য রজত-জ্ঞান থাকাতে যে রজতই দর্শন করে এবং পূর্ব্ব-দৃষ্ট সেই রজত এই, ইহা মনে করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হয়; যে পর্য্যন্ত শুক্তি-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হয়, ততকাল রজতভ্রম নিবারণ হয় না, সুতরাং বুদ্ধির সংস্কার বশতঃ যেমন বারংবার রজতই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহ, ভার্য্যা, ধন, পুত্র, তরুরাজি, নিকেতন, সমস্তই শুক্তি-রজতের ন্যায় কল্পিত—মিথ্যা, ইহারা কিছুই সত্য নহে ॥ ১৪-১৭ ॥

সুষুপ্তিকালে ন হি দৃশ্যমানং, মনঃস্থিতং সর্ব্বমনন্তবিশ্বম্ ।
সমুত্থিতে তন্মনসি প্রভাতি, চরাচরং বিশ্বমিদং ন সত্যম্ ॥১৮॥
সদেবাসীৎ পুরা সৃষ্টের্নান্যৎ কিঞ্চিন্মিষত্ততঃ ।
ন দেশো নাপি বা কালো ন ভূতং নাপি ভৌতিকম্ ॥ ১৯ ॥
মায়াবিজৃম্ভিতে তস্মিন্ স্রক্‌ফণীবোত্থিতং জগৎ ।
তৎ সৎ মায়াপ্রভাবেন বিশ্বাকারেণ ভাসতে ॥ ২০ ॥
ভোক্তা ভোগস্তথা ভোগ্যং কর্ত্তা চ করণং ক্রিয়া ।
জ্ঞাতা জ্ঞানং তথা জ্ঞেয়ং স্বপ্নবদ্ভাতি সর্ব্বশঃ ॥ ২১ ॥

সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি অজ্ঞানে বিলীন হইলে, এই অনন্ত বিশ্বসংসার কিছুই বিদ্যমান থাকে না, জাগ্রদবস্থাতে মন সমুত্থিত হইলে চরাচর বিশ্ব সমস্ত প্রকাশ পায়। অতএব শুক্তি-রজতের ন্যায় মনঃকল্পিত এই অনন্ত বিশ্বসংসার প্রাতিভাসিক মিথ্যা ॥ ১৮ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক "সৎ" মাত্র ছিল, তখন দেশ, কাল, ভূত, ভৌতিকাদি অন্য কোন পদার্থই স্ফুরিতভাবে ছিল না ॥ ১৯ ॥

যখন তাঁহাতে মায়াশক্তি বিজৃম্ভিত হয়, তখন মাল্য-ভুজঙ্গের ন্যায় এই জগৎ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যেমন দেশ, কাল ও অবস্থা-বিশেষে ভ্রান্তি বশতঃ মালাতে সর্পের অধ্যাস হয়, তদ্রূপ তাঁহাতে এই জগৎ অধ্যাসিত হয় এবং মায়ার প্রভাবেই সেই "সৎ" বিশ্বাকারে অবভাসিত হন ; সুতরাং ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ, কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ইত্যাদি সমস্ত স্বপ্নকল্পিত পদার্থের ন্যায় তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥২০-২১ ॥

মায়ানিদ্রাবশাৎ স্বপ্নঃ সংসারে জীবগঃ খলু।
কারণং হ্যাত্মনোঽজ্ঞানং সংসারস্য ধনঞ্জয় ॥ ২২ ॥
অজ্ঞানং গুণভেদেন শক্তিভেদেন বৈ পুনঃ।
মায়াঽবিদ্যা ভবদেকা চিদাভাসেন দীপিতা ॥ ২৩ ॥
মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতি চ পৃথগ্বিধৌ।
মায়াভাসো ভবেদীশোঽবিদ্যোপাধিশ্চ জীবকঃ ॥ ২৪ ॥

হে ধনঞ্জয়! মায়ারূপ নিদ্রাবশে স্বপ্নতুল্য সংসার ও জীবাদি সমূহ প্রতীয়মান হয়। এই সংসারের কারণ কেবল একমাত্র আত্মগত অজ্ঞান। যেরূপ মাল্যগত অজ্ঞানে তাঁহাতে সর্পের অধ্যাস হয়, তদ্রূপ আত্মগত অজ্ঞানে তাহাতে সংসারের অধ্যাস হইয়া থাকে ॥২২॥

সেই আত্মগত অজ্ঞান গুণ এবং শক্তিভেদে চিদাভাস দ্বারা বিভাসিত হইয়া মায়া এবং অবিদ্যারূপে দুই ভাগে বিভক্ত হয় অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় প্রতিবিম্বিত সত্ত্ব, রজ, তমোগুণস্বরূপ সেই অজ্ঞান, যাহাকে প্রকৃতি বলা যায়, তাহা দুইভাগে বিভক্ত হয়। রজস্তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞান মায়া এবং রজস্তমোদ্বারা অভিভূত মলিন সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞান অবিদ্যা নামে অভিহিত হয় ॥ ২৩ ॥

সেই মায়া চৈতন্যের প্রতিবিম্বসংযুক্ত হইয়া জীব এবং ঈশ্বরের স্বরূপকে পৃথক্‌রূপে কল্পনা করে। শুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান মায়া-প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর নামে কথিত হন এবং মলিন সত্ত্বপ্রধান অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তিনি জীব উপাধিবিশিষ্ট হন ॥ ২৪ ॥

চিদধ্যাসাচ্চিদাভাসৌ ভাসিতৌ চেতনাকৃতী।
মায়াবচ্ছিন্নচৈতন্যকাভাসাধ্যাসযোগতঃ ॥ ২৫ ॥
ঈশঃ কর্ত্তা ব্রহ্ম সাক্ষী মায়োপহিতসত্তয়া।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং সর্ব্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা ন দহ্যতে ন শোষ্যতে।
অবিকারঃ সদাসঙ্গো নিত্যমুক্তো নিরঞ্জনঃ।
ইত্যুক্তং তে ময়া পূর্ব্বং স্মৃত্বাত্মন্যবধারয় ॥ ২৭ ॥
শুক্রশোণিতযোগেন দেহোঽয়ং ভৌতিকঃ স্মৃতঃ।
বাল্যে বালকরূপোঽসৌ যৌবনে যুবকঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥

মায়া এবং অবিদ্যাগত যে চিদাভাস অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তাহা চৈতন্যের অধ্যাসবশতঃ চৈতন্যের ন্যায় অবভাসিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব-গুণ প্রধান মায়া ও তদবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং তদ্গত প্রতিবিম্বিত চৈতন্য মিলিত হইয়া অধ্যাসযোগে কর্ত্তৃত্বাদি গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশর, সর্ব্বান্তর্য্যামী, বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বররূপে উক্ত হয়েন। আর মায়া-উপহিত চৈতন্য অর্থাৎ মায়ার আধাররূপ যে শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি সাক্ষী, ব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সকলের অধিষ্ঠান ও অব্যয়। তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই। ঔপাধিক শরীরাদি দগ্ধ অথবা শুষ্ক হইলে তিনি দগ্ধ বা শুষ্ক হন না। তিনি সততই নির্ব্বিকার, অসঙ্গ, নিত্য মুক্ত এবং নিরঞ্জন। ইহা আমি তোমাকে পূর্ব্বে উপদেশ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া আত্মার স্বরূপ অবধারণ কর ॥ ২৫—২৭ ॥

এই যে দৃশ্যমান স্থূল শরীর, ইহা পিতৃমাতৃভুক্ত অন্নের পরিণামরূপ শুক্র ও শোণিত-সংযোগে জন্মান্তরীণ কর্ম্মবীজের অনুসারে পঞ্চীকৃত

গৃহীত্বাঽন্যস্য কন্যাং হি পত্নীভাবেন মোহিতঃ।
পুরা যয়া ন সম্বন্ধঃ সার্দ্ধাঙ্গী সহধর্ম্মিণী ॥ ২৯ ॥
তদ্‌গর্ভে রেতসা জাতঃ পুত্রশ্চ স্নেহভাজনঃ।
দেহমলোদ্ভবঃ পুত্রঃ কীটবন্মলনির্ম্মিতঃ।
পিতরৌ মমতাপাশং গলে বদ্ধা বিমোহিতৌ ॥ ৩০ ॥
ন দেহে তব সম্বন্ধো ন দারেষু সুতে ন চ।
পাশবদ্ধঃ স্বয়ং ভূত্বা মুগ্ধোঽসি মমতাগুণৈঃ ॥ ৩১ ॥
দুর্জ্জয়ো মমতা-পাশশ্চাচ্ছেদ্যঃ সুরমানবৈঃ।
মম ভার্য্যা মমাপত্যং মত্বা মুগ্ধোঽসি মূঢ়বৎ ॥ ৩২ ॥

পঞ্চ মহাভূত হইতে উদ্ভূত। এই ভৌতিক দেহ বাল্যকালে বালকরূপে থাকে। যৌবন কালে পরিণত হইয়া যুবকরূপ ধারণ করে ॥ ২৮ ॥

জীব অন্যের কন্যাকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে পত্নীভাব সংস্থাপন পূর্ব্বক মোহে অভিভূত হয়; যাহার সহিত পূর্ব্বে কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, সে পত্নীরূপে অর্দ্ধাঙ্গী এবং সহধর্ম্মিণী হয়। সেই পত্নীর গর্ভে অন্নের পরিণাম মলরূপ শুক্র দ্বারা পুত্র উৎপন্ন হয় এবং সেই পুত্রই অতিশয় স্নেহের পাত্র হইয়া থাকে। দেহমল হইতে যেরূপ কীট সকল উদ্ভূত হয়, পুত্রও সেইরূপ মলনির্ম্মিত কীটের তুল্য; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তথাপি পিতা-মাতা মমতাপাশ গলায় বাঁধিয়া পুত্র বলিতেই বিমোহিত হয় ॥ ২৯—৩০ ॥

যখন দেহের সহিত তোমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, তখন সেই দেহ-সম্বন্ধী পত্নী এবং পুত্রের সহিতও কোন সম্বন্ধ নাই। তুমি মমতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া বিমুগ্ধ হইতেছ। মমতা-পাশ অতি দুর্জয়, সুর, নর কেহই উহা ছেদন করিতে সমর্থ হন না। সেই দুর্জয়

ন ত্বং দেহো মহাবাহো তব পুত্রঃ কথং বদ।
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিচারেণ স্বরূপমবধারয় ॥ ৩৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং করোমি জগন্নাথ শোকেন দহ্যতে মনঃ।
পুত্রস্য গুণকর্ম্মাণি রূপঞ্চ স্মরতো মম ॥ ৩৪ ॥
চিন্তাপরং মনো নিত্যং ধৈর্য্যং ন লভতে ক্ষণম্।
উপায়ং বদ মে কৃষ্ণ যেন শোকঃ প্রশাম্যতি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মনসি শোকসন্তাপৌ দহ্যমানস্ততো মনঃ।
ত্বং পশ্যসি মহাবাহো দ্রষ্টাসি ত্বং মনো ন হি ॥ ৩৬ ॥

মমতা-পাশে তুমি আবদ্ধ হইয়া আমার ভার্য্যা, আমার পুত্র বলিয়া মূঢ়ের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছ। হে মহাবাহো! যখন তুমি দেহ নহ, তখন তোমার পুত্র কি প্রকারে হইবে? অতএব বিচার দ্বারা অনাত্মবস্তু সকলে আমি ও আমার ভাব ত্যাগ করিয়া আপনার স্বরূপ অবধারণ কর ॥ ৩১—৩৩ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে জগন্নাথ! আমি কি করিব, পুত্রের রূপ, গুণ ও কর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া আমার মন নিরন্তর শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। চিন্তা-নিমগ্ন মন ক্ষণমাত্রও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অশক্ত। অতএব হে কৃষ্ণ! কৃপা করিয়া এমন কিছু উপায় বলুন, যাহা দ্বারা এই শোক প্রশান্ত হয় ॥ ৩৪—৩৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! শোকসন্তাপাদি মনের ধর্ম্ম, মন কর্ত্তৃকই উহা কল্পিত হয় এবং মনই স্বয়ং উহাতে দগ্ধ হইয়া থাকে।

দ্রষ্টা দৃশ্যাৎ পৃথক্ ন্যায়াৎ ত্বং পৃথক্ চ বিলক্ষণঃ।
অবিবেকাৎ মনো ভূত্বা দগ্ধোঽহমিতি মন্যসে ॥ ৩৭ ॥
অন্তঃকরণমেকং তচ্চতুর্বৃত্তিসমন্বিতম্।
মনঃ সঙ্কল্পরূপং বৈ বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা ॥ ৩৮ ॥
অনুসন্ধানবচ্চিত্তমহঙ্কারোঽভিমানকঃ।
পঞ্চভূতাংশসম্ভূতা বিকারী দৃশ্যচঞ্চলঃ ॥ ৩৯ ॥
যদঙ্গমগ্নিনা দগ্ধং জানাতি পুরুষো যথা।
তথা মনঃ শুচা তপ্তং ত্বং জানাসি ধনঞ্জয় ॥ ৪০ ॥
দগ্ধহস্তো যথা লোকো দগ্ধোঽহমিতি মন্যতে।
অবিবেকাত্তথা শোকতপ্তোঽহমিতি মন্যসে ॥ ৪১ ॥

পঞ্চভূতাংশ হইতে সমুদ্ভূত মন ভৌতিক, বিকারী, চঞ্চল এবং দৃশ্য, সে মন তুমি নহ। তুমি অসঙ্গ, নিত্য-মুক্ত, বিকার-বিহীন, চিদানন্দস্বরূপ ; মনের গুণ ধর্ম্মভাব এবং অভাবের দ্রষ্টা। দৃশ্য পদার্থ হইতে দ্রষ্টা পৃথক্, এই ন্যায় অনুসারে দৃশ্য মন হইতে তাহার দ্রষ্টাস্বরূপ তুমি পৃথক্ ও বিলক্ষণ। অবিবেক বশতঃ দৃশ্য-দ্রষ্টার অভেদজ্ঞানে আমিই মন, ইহা নিশ্চয় করিয়া "আমি দগ্ধ হইতেছি" এইরূপ মনে করিতেছ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

এক অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—এই চারি প্রকারে বিভক্ত। সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তি মন, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বুদ্ধি, অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি চিত্ত এবং অভিমানাত্মিকা বৃত্তি অহঙ্কার, ইহারা আত্মার দৃশ্য, আত্মা ইহাদের দ্রষ্টা ॥ ৩৮—৩৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! অঙ্গ দগ্ধ হইলে দেহে তাদাত্ম্য অধ্যাস বশতঃ পুরুষ

জাগ্রতি জায়মানং তৎ সুষুপ্তৌ লীয়তে পুনঃ।
ত্বং চ পশ্যসি বোধস্ত্বং ন মনোঽসি শুগালয়ঃ ॥ ৪২ ॥
সুষুপ্তৌ মানসে লীনে ন শোকোঽপ্যণুমাত্রকঃ।
জাগ্রতি শোকদুঃখাদি ভবেন্মনসি চোত্থিতে ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বং পশ্যসি সাক্ষী ত্বং তব শোকঃ কথং বদ।
শোকো মনোময়ে কোষে দুঃখোদ্বেগভয়াদিকম্ ॥ ৪৪ ॥
স্বরূপাঽনববোধেন তাদাত্ম্যাধ্যাসযোগতঃ।
অবিবেকান্মনোধর্ম্মং মত্বা চাত্মনি শোচসি ॥ ৪৫ ॥

আপনাকে দগ্ধ জ্ঞান করে, সেইরূপ মনে তাদাত্ম্যঅধ্যাস বশতঃ মনের শোকসন্তাপে তুমি আপনাকে সন্তাপিত মনে করিতেছ ॥৪০—৪১॥

জাগ্রৎ অবস্থাতে যাঁহার সত্তা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি অবস্থাতে যাহা লয় প্রাপ্ত হয়, সেই উৎপত্তি-বিনাশশালী শোকের আলয়স্বরূপ মন তুমি নহ। তুমি বোধস্বরূপ, স্বয়ং অসঙ্গ এবং অবিকৃতভাবে সংস্থিত থাকিয়া মনের ভাব এবং অভাবকে দর্শন অর্থাৎ প্রকাশ কর। দেখ, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি অবস্থাতে মন বিলীন হইলে আর কিছুমাত্র শোক-সন্তাপাদি থাকে না, জাগ্রদবস্থায় পুনর্ব্বার মন সমুত্থিত হইলে তদ্ধর্ম্ম শোক-দুঃখাদি সমস্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। তুমি সাক্ষিস্বরূপে তৎসমস্তের দ্রষ্টা। তোমার শোক কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? শ্রবণ, ত্বক্‌, চক্ষু, রসনা এবং ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন মনোময় কোষ শব্দে উক্ত হয়। শোক, দুঃখ, ভয়, লজ্জা, উদ্বেগ, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য ইত্যাদি সেই মনোময় কোষেরই হইয়া থাকে। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাববশতঃ মনে তাদাত্ম্য অধ্যাস হওয়াতে অবিবেকে মনের ধর্ম্ম আত্মাতে স্বীকার করিয়া তুমি শোকাকুল হইতেছ।

শোকং তরতি চাত্মজ্ঞঃ শ্রুতিবাক্যং বিনিশ্চিনু ।
অতঃ প্রযত্নতো বিদ্বান্নাত্মানং বিদ্ধি ফাল্গুন ॥ ৪৬ ॥
ইত্যধ্যাত্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শান্তিগীতায়াং শ্রীবাসুদেবার্জ্জুন-
সংবাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ । ২ ॥

আত্মস্বরূপজ্ঞান হইলে মনের সহিত তাদাত্ম্য অধ্যাস নিবারিত হয়, সুতরাং মনোধর্ম্ম শোকমোহাদি আত্মস্বরূপে অবলোকিত হয় না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। অতএব হে ফাল্গুন! তুমি যত্নপূর্ব্বক আত্মস্বরূপ অবধান কর, তাহা হইলেই শোক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ॥ ৪২—৪৬ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনাং য আত্মা ন হি গোচরঃ।
স কথং লভ্যতে কৃষ্ণ তদ্‌ব্রূহি যদুনন্দন॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

আত্মাতিসূক্ষ্মরূপত্বাৎ বুদ্ধ্যাদীনামগোচরঃ।
লভ্যতে বেদবাক্যেন চাচার্য্যানুগ্রহেণ বৈ॥ ২॥

মহাবাক্যবিচারেণ গুরূপদিষ্টমার্গতঃ।
শিষ্যো গুণাভিসম্পন্নো লভেত শুদ্ধমানসঃ॥ ৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে যদুনন্দন কৃষ্ণ! মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের আত্মা অগোচর বস্তু, সুতরাং তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন॥ ১॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আত্মা অতি সূক্ষ্ম, সেই জন্য তিনি মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ দৃশ্য এবং জ্ঞেয়, আর সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাহাদিগের দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা। তিনি দৃশ্য ও পদার্থসমূহকে প্রকাশ করেন, পরন্তু দৃশ্য ও জ্ঞেয় পদার্থসমূহ স্বীয় দ্রষ্টৃ-রূপ আত্মাকে প্রকাশ করিতে অশক্ত। অতএব আত্মা অতি সূক্ষ্মরূপ হইলেও কেবল একমাত্র আচার্য্যের অনুগ্রহ বশতঃ বেদবাক্যের অনুসারে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান, শ্রদ্ধা এই ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব আদি চতুর্ব্বিধ সাধন-সম্পন্ন, শান্ত, বিনীত ও শুদ্ধচিত্ত শিষ্য গুরূপদিষ্ট মার্গে মহাবাক্য-বিচারের দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন। চারিবেদে যে চারিটি মহাকাব্য

একার্থবোধকং বেদে মহাবাক্যচতুষ্টয়ম্ ।
তত্ত্বমসি গুরোর্ব্বক্ত্রাৎ শ্রুত্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥
গুরুসেবাং প্রকুর্ব্বাণো গুরুভক্তিপরায়ণঃ ।
গুরোঃ কৃপাবশাৎ পার্থ লভ্য আত্মা ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥
আত্মবাসনয়া যুক্তো জিজ্ঞাসুঃ শুদ্ধমানসঃ ।
বিষয়াসক্তিসংত্যক্তঃ স্বাত্মানং বেত্তি শ্রদ্ধয়া ॥ ৬ ॥
বৈরাগ্যং কারণঞ্চাদৌ যদ্ভবেদ্বুদ্ধিশুদ্ধিতঃ ।
কর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাদ্বিশেষং শৃণু কথ্যতে ॥ ৭ ॥
স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ বেদোক্তেন চ কর্ম্মণা ।
নিষ্কামেণ সদাচার ঈশ্বরং পরিতোষয়েৎ ॥ ৮ ॥

উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদকস্বরূপ একার্থ-বোধক বাক্য। অতএব তাহার অন্যতম "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের সাধনরূপ বিচার গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিলে ব্রহ্মাত্ম-ঐক্যবোধরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। হে পার্থ! গুরুভক্তিপরায়ণ হইয়া গুরুসেবা করিলে গুরু-কৃপাবশে আত্মলাভ হইয়া থাকে, সংশয় নাই ॥ ২—৫ ॥

আত্ম-বাসনা-সংযুক্ত অর্থাৎ আত্মাকে জানিতে যাহার অভিলাষ হইয়াছে, এরূপ শুদ্ধচিত্ত জিজ্ঞাসু বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন ॥ ৬ ॥

তাহার আদিকারণ বৈরাগ্য। চিত্তশুদ্ধি হইলে সেই বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে; তাহার বিবরণ বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

সদাচারযুক্ত ও কামনারহিত হইয়া বেদোক্ত বিধানানুসারে স্ব স্ব বর্ণ ও স্বাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে ॥৮॥

কামসঙ্কল্পসন্ত্যাগাদীশ্বরপ্রীতিমানসাৎ।
স্বধর্ম্মপালনাচ্চৈব শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বয়াৎ ॥ ৯ ॥
নিত্যনৈমিত্তিকাচারাৎ ব্রহ্মণি কর্ম্মণোঽর্পণাৎ।
দেবায়তনতীর্থানাং দর্শনাৎ পরিষেবনাৎ।
যথাবিধি ক্রমেণৈব বুদ্ধিশুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১০ ॥
পাপেন মলিনা বুদ্ধিঃ কর্ম্মণা শোধিতা যদা ॥
তদা শুদ্ধা ভবেৎ সৈব মলদোষবিবর্জ্জনাৎ ॥ ১১ ॥
নির্ম্মলায়াং তত্র পার্থ বিবেক উপজায়তে।
কিং সত্যং কিমসত্যং বেত্যাত্মালোচনতৎপরঃ ॥ ১২ ॥
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা বিবেকাদ্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ততো বৈরাগ্যমাসক্তেস্ত্যাগো মিথ্যাত্মকেষু চ ॥ ১৩ ॥

ঈশ্বরের প্রীতিসাধন মানসে কামনা ও সঙ্কল্পাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত-চিত্তে স্বধর্ম্মপালন এবং সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং দেবতা ও তীর্থস্থানসমূহ যথাবিধি দর্শন ও সেবা করিলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় ॥ ৯—১০ ॥

পাপ দ্বারা মলিনা বুদ্ধি যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সংশোধিত হয়, তখন মলদোষরহিত হইয়া বুদ্ধি নির্ম্মল হয় ॥ ১১ ॥

হে পার্থ! বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে তাহাতে বিবেক উদয় হয়। তখন সত্য এবং অসত্য কি, এই আলোচনাতে তৎপর হইলে, 'ব্রহ্ম সত্য এবং জগন্মিথ্যা' বিবেক দ্বারা ইহা দৃঢ়নিশ্চয় হয় এবং জগৎ মিথ্যা বোধ হইলে, মিথ্যা বস্তুতে আস্থা ও আসক্তি পরিত্যাগ হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয় ॥ ১২—১৩ ॥

ভোগ্যং বৈ ভোগিভোগং বিষময়বিষয়ং প্লোষিণী চাপি পত্নী,
বিত্তং চিত্তপ্রমাথং নিধনকরধনং শত্রুবৎ পুত্রকন্যে।
মিত্রং মিত্রোপতাপং বনমিব ভবনং চান্ধুবদ্বন্ধুবর্গাঃ,
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিরাগী নিজহিতনিরতঃ সৌখ্যলাভে প্রসক্তঃ ॥ ১৪ ॥
ভোগাসক্তাঃ প্রমুগ্ধাঃ সততধনপরা ভ্রাম্যমাণা যথেচ্ছং,
দারাপত্যাদিরক্তা নিজজনভরণে ব্যগ্রচিত্তা বিষণ্ণাঃ।
লপ্স্যেঽহং কুত্র দর্ভং স্মরণমনুদিনং চিন্তয়া ব্যাকুলাত্মা,
হাহা লোকা বিমূঢ়াঃ সুখরসবিমুখাঃ কেবলা দুঃখভারাঃ ॥ ১৫ ॥

বৈরাগ্য উদিত হইলে ভোগ্য বিষয় ও তাহার সম্ভোগ বিষতুল্য জ্ঞান হয়। পত্নী তাপদায়িনী, বিত্ত চিত্তপীড়ক, ধন নিধনকারী, পুত্র-কন্যা শত্রুবৎ, মিত্রগণ মার্ত্তণ্ড-সদৃশ উত্তাপদায়ী, স্বভবন অরণ্যের ন্যায়, বন্ধুবর্গ অন্ধকূপের সদৃশ ভীষণ বোধ হয়। অতএব বিরাগী পুরুষ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র নিজ হিতসাধনে নিরন্তর অনুরক্ত ও সুখলাভ জন্য সতত ব্যগ্র থাকেন ॥ ১৪ ॥

তিনি বিষয়াসক্ত সংসারী পুরুষদিগকে দেখিয়া মনে মনে এইরূপ খেদ করেন, আহা! মূঢ় লোকেরা ভোগে আসক্ত ও বিমুগ্ধ এবং ধনোপার্জ্জনপরায়ণ হইয়া সংসারমার্গে যদৃচ্ছাক্রমে নিয়ত ভ্রাম্যমাণ, স্ত্রীপুত্রাদিতে একান্ত অনুরক্ত, আত্মীয়জনগণের ভরণপোষণার্থ নিরন্তর ব্যগ্রচিত্ত ও বিষাদযুক্ত এবং তাহার প্রাপ্তিবাসনায় সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুলিত রহিয়াছে। ইহারা সকল প্রকার সুখরসে বঞ্চিত হইয়া কেবল দুঃখভার মাত্র বহন করিতেছে ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং বস্তু সর্ব্বং জুগুপ্সিতম্।
শুনো বিষ্ঠাসমং ত্যাজ্যং ভোগাবসনয়া সহ ॥ ১৬ ॥
নোদেতি বাসনা ভোগে ঘৃণা বান্তাশনে যথা।
ততঃ শমদমৌ চৈব মন ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥ ১৭ ॥
তিতিক্ষোপরতিশ্চৈব সমাধানং ততঃ পরম্।
শ্রদ্ধা শ্রুতি-গুরোর্ব্বাক্যে বিশ্বাসঃ সত্যনিশ্চয়াৎ ॥ ১৮ ॥
সংসারগ্রন্থিভেদেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা।
এতৎসাধনসম্পন্নো জিজ্ঞাসুগুরুমাশ্রয়েৎ ॥ ১৯ ॥
জ্ঞানদাতা গুরুঃ সাক্ষাৎ সংসারার্ণবতারকঃ।
শ্রীগুরুকৃপয়া শিষ্যস্তরেৎ সংসারবারিধিম্ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত বস্তুসকল শ্ব-বিষ্ঠা তুল্য নিন্দিত জ্ঞানে সেই বিরক্ত পুরুষ তৎসমস্ত ও তাহার ভোগবাসনা পরিত্যাগ করেন॥ ১৬ ॥

বমন করিয়া সেই বান্তাশন করিলে যেরূপ ঘৃণা বোধ হয়, তদ্রূপ পরিত্যক্ত বিষয় সমস্ত বান্তপদার্থের ন্যায় ঘৃণিত বোধে তাহাতে ভোগবাসনা পুনরুদ্দীপ্ত হয় না। তখন সেই পুরুষ ক্রমে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা ও মুমুক্ষুত্বাদি সাধনসম্পন্ন হয়। সত্য বুদ্ধিতে শ্রুতি এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা এবং দুর্ভেদ্য সংসারবন্ধন হইতে কি প্রকারে ও কি উপায়ে মুক্ত হইব, এইরূপ দৃঢ় বাসনাকে মুমুক্ষুতা বলে। এই সাধন-সমূহ-সম্পন্ন পুরুষ আত্মজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত গুরুকে আশ্রয় করিবেন॥ ১৭—১৯ ॥

গুরুই সাক্ষাৎ জ্ঞানদাতা এবং সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণকর্ত্তা। একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপাবশতই শিষ্য সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে॥ ২০ ॥

বিনাচার্য্যং ন হি জ্ঞানং ন মুক্তির্নাপি সদ্গতিঃ।
অতঃ প্রযত্নতো বিদ্বান্ সেবয়া তোষয়েদ্গুরুম্ ॥ ২১ ॥
সেবয়া সম্প্রসন্নাত্মা গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ।
ন ত্বং দেহো নেন্দ্রিয়াণি ন প্রাণো ন মনো ধিয়ঃ ॥ ২২ ॥
এষাং দ্রষ্টা চ সাক্ষী ত্বং সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
প্রতিবন্ধকশূন্যস্য জ্ঞানং স্যাৎ শ্রুতিমাত্রতঃ ॥ ২৩ ॥
ন চেন্মননযোগেন নিদিধ্যাসনতঃ পুনঃ।
প্রতিবন্ধক্ষয়ে জ্ঞানং স্বয়মেবোপজায়তে ॥ ২৪ ॥
বিস্মৃতং স্বরূপং তত্র লব্ধ্বা চামীকরং যথা।
কৃতার্থঃ পরমানন্দো মুক্তো ভবতি তৎক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

গুরু ভিন্ন জ্ঞানলাভ, মুক্তি বা সদ্গতি কখনই হয় না। অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি শুশ্রূষা দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন ॥ ২১ ॥

সেবা দ্বারা সুপ্রসন্ন হইলে গুরু শিষ্যকে এবম্প্রকারে জ্ঞানোপদেশ করেন।—হে শিষ্য! এই দেহ তুমি নহ। তুমি ইন্দ্রিয়গণ নহ এবং তুমি মন ও বুদ্ধি নহ ॥ ২২ ॥

তুমি বায়ুরূপী প্রাণ নহ, তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সকলের সাক্ষী এবং দ্রষ্টা। গুরুর নিকট এই প্রকার শ্রবণ করিয়া প্রতিবন্ধশূন্য উত্তমাধিকারী শিষ্যের তৎক্ষণাৎ জ্ঞানলাভ হয়। নচেৎ পুনঃ পুনঃ মনন-নিদিধ্যাসন অভ্যাস দ্বারা প্রতিবন্ধক্ষয় হইলে জ্ঞান স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৩—২৪ ॥

স্বকণ্ঠাদিস্থিত সুবর্ণাদি অদৃশ্যরূপে পৃষ্ঠভাগে লম্বমান থাকিলে অথবা বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে যেরূপ তাহার অভাব প্রতীত হয়, পরন্তু কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহা তাঁহার কণ্ঠেই আছে বলিয়া

অর্জ্জুন উবাচ।

জীবঃ কর্ত্তা সদা ভোক্তা নিষ্ক্রিয়ং ব্রহ্ম যাদব।
ঐক্যজ্ঞানং তয়োঃ কৃষ্ণ! বিরুদ্ধত্বাৎ কথং ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি প্রপন্নোঽহং জনার্দ্দন!
ত্বাং বিনা সংশয়চ্ছেত্তা নাস্তি কশ্চিদ্বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

সংশোধ্য ত্বং-পদং পূর্ব্বং স্বরূপমবধারয়েৎ।
প্রকারং শৃণু বক্ষ্যামি বেদবাক্যানুসারতঃ ॥ ২৮ ॥

প্রদর্শিত হইলে তাঁহার সেই ভ্রম নিবারিত হইয়া যেরূপ তাহা প্রাপ্তবৎ অনুভব হয়, তদ্রূপ আত্মা সতত প্রাপ্ত আছেন। যখন গুরূপদেশানুসারে অবিদ্যাবরণ নিবারিত হয়, তখন তাঁহাকে প্রাপ্তবৎ জ্ঞান হয়। এই অবস্থায় শিষ্য কৃতকৃতার্থ ও পরমানন্দ লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করে ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে যাদব! হে কৃষ্ণ! আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অন্তঃকরণ-উপাধিবিশিষ্ট জীব সতত কর্ত্তা ভোক্তা, অভিমানী আর ব্রহ্ম অকর্ত্তা হন। অতএব পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম হেতু উভয়ের ঐক্যজ্ঞান কিরূপে সম্ভাবিত হয়? ২৬ ॥

হে জনার্দ্দন! তুমি ভিন্ন সংশয় ছেদন করিতে পারে, এমত আর কেহ নাই। আমি নিতান্ত শরণাগত, আমার এই সংশয় ছেদন করিয়া দেও ॥ ২৭ ॥

বাসুদেব বলিলেন, হে সখে অর্জ্জুন! জীব কর্ত্তা, ভোক্তা বলিয়া অনুভূত হইলেও বস্তুতঃ জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম নাই। অতএব "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অন্তর্গত "ত্বং" পদের শোধন দ্বারা অগ্রে

দেহত্রয়ং জড়ত্বেন নাশ্যত্বেন নিরাসয়।
স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ পুনঃ পুনর্ব্বিচারয় ॥ ২৯ ॥
কাষ্ঠাদি লোষ্ট্রবৎ সর্ব্বমনাত্মজড়নশ্বরম্।
কদলীদলবৎ সর্ব্বং ক্রমেণৈব পরিত্যজ ॥ ৩০ ॥
তদ্বাধস্য হি সীমানং ত্যাগযোগ্যং স্বয়ম্প্রভম্।
ত্বমাত্মত্বেন সংবিদ্ধি চেতি 'ত্বং'-পদ-শোধনম্ ॥ ৩১ ॥
তৎপদস্য চ পারোক্ষ্যং মায়োপাধিং পরিত্যজ।
তদধিষ্ঠানচৈতন্যং পূর্ণমেকং সদব্যয়ম্ ॥ ৩২ ॥

কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিহীন আত্মস্বরূপকে অবধারণ করিবে। বেদবাক্য অনুসারে সেই 'ত্বং' পদ-শোধনের প্রণালী বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥২৮॥

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এই তিনটি দেহ এবং তদন্তর্গত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চকোষের পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া তাহাদিগকে ভৌতিক জড় ও নশ্বর জানিয়া পরিত্যাগ কর ॥২৯॥

যেরূপ কদলীবৃক্ষের বল্কল ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া তদ্গর্ভস্থিত ত্যাগের অযোগ্য, অবশিষ্ট বস্তু গৃহীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিচার দ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষকে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় অনাত্মা ও জড়ভাবে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া যখন আর কিছুই পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না, তখন উহাই বাধের সীমা, ইহা নিশ্চয় করিয়া, বাধের অযোগ্য, সর্ব্ববাধের সাক্ষী, অহং-শব্দ ও প্রত্যয়ের আলম্বনস্বরূপ স্বপ্রকাশবস্তুকে তুমি আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আত্মস্বরূপে জান। ইহাকেই "ত্বং" পদের শোধন বলা যায়। অগ্রে "ত্বং" পদের শোধন করিয়া এই প্রকারে "তৎ" পদের শোধন করিবে ॥ ৩০-৩১ ॥

"তৎ" পদের শোধনপ্রণালী এই।—মায়া-উপাধি, পরোক্ষত্ব,

তয়োরৈক্যং মহাবাহো নিত্যাখণ্ডাবধারণম্।
ঘটাকাশো মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি।
ঐক্যমখণ্ডভাবং ত্বং জ্ঞাত্বা তূষ্ণীং ভবার্জ্জুন ॥ ৩৩ ॥

ঈশ্বরত্ব জগৎকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি লক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল একমাত্র দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ-শূন্য, মায়ার অধিষ্ঠান, অজ, অবিনাশী, পূর্ণ, এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া জান। ইহাকেই তৎপদের শোধন বলা যায় ॥ ৩২ ॥

হে মহাবাহো! এক্ষণে "অসি" পদের দ্বারা, শোধিত ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ অন্তঃকরণ-উপহিত, অসঙ্গ, অজ, অবিনাশী-প্রত্যক্ চৈতন্যের সহিত শোধিত তৎপদের লক্ষ্যার্থ মায়া-উপহিত, দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ শূন্য, অজ, অবিনাশী ব্রহ্ম-চৈতন্যের অখণ্ডরূপে ঐক্য অবধারণ কর। যেরূপ ঘটস্থিত আকাশের সহিত বহিঃস্থ মহাকাশের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহা অখণ্ডরূপ এক, সেই প্রকার অন্তঃকরণ-উপহিত প্রত্যক্-চৈতন্যরূপ প্রত্যগাত্মার সহিত মায়া-উপহিত ব্রহ্মচৈতন্যরূপ পরমাত্মার কিছুমাত্র ভেদ নাই, তাহাও অখণ্ডরূপ এক। হে অর্জ্জুন! যেমন উপাধি ঘট পরিত্যক্ত হইলে ঘটাকাশই অখণ্ড মহাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ "ত্বং" পদের অবিদ্যামূলক অন্তঃকরণ-উপাধি ও "তৎ" পদের মায়া-উপাধি পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইলে অন্তঃকরণ-উপহিত প্রত্যক্-চৈতন্যই অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব এইরূপে তুমি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট উপাধিদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যক্ ও ব্রহ্মচৈতন্যের অখণ্ডভাবে ঐক্য অবধারণ করিয়া মৌনাবলম্বন কর ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞাত্বৈবং যোগযুক্তাত্মা স্থিরপ্রজ্ঞঃ সদা সুখী
প্রারব্ধবেগপর্য্যন্তং জীবন্মুক্তো বিহারবান্ ॥ ৩৪ ॥
ন তস্য পুণ্যং ন হি তস্য পাপং, নিষেধনং নৈব পুনর্ন বৈধম্।
সদা স মগ্নঃ সুখবারিরাশৌ, বপুশ্চরেৎ প্রাকৃকৃতকর্ম্মযোগাৎ ॥৩৫॥

ইত্যধ্যাত্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীবাসুদেবার্জ্জুনসংবাদে
শান্তিগীতায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

যোগী পুরুষ এই প্রকারে প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মার অখণ্ডরূপ অভেদ-জ্ঞান লাভ করিয়া বায়ুশূন্য স্থলস্থ দীপের ন্যায় সংশয়-বিপর্য্যয়-ভাব-রহিত হইয়া অবিচলিতচিত্তে স্বরূপাবস্থিতিপূর্ব্বক নিরতিশয় তৃপ্তি-রূপ আনন্দ উপভোগ করেন এবং প্রারব্ধবেগ * পর্য্যন্ত উপাধিস্থ হইয়াও আকাশের তুল্য উপাধির গুণ-ধর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত ও অসঙ্গ থাকিয়া, জীবন্মুক্তরূপে ভোগ বিহার দ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের অবসান করেন। ৩৪ ॥

সেই জীবন্মুক্ত মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যরূপ বিধি বা নিষেধ কিছুই থাকে না। সুকৃতি বা দুষ্কৃতিজন্য পাপপুণ্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সুখ-সাগরে সতত নিমগ্ন থাকেন! তাঁহার শরীর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে অর্থাৎ প্রারব্ধের অনুবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করে॥ ৩৫ ॥

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যেরূপ ধনুক হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে লক্ষ্য-ভেদকাল পর্য্যন্ত তাহার বেগ নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসান-কাল পর্য্যন্ত তাহার বেগ নিবারিত হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগের নিমিত্ত যে শরীর, তাহাতে অবশ্যই প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হইয়া থাকে। ভোগাবসান হইলেই দেহাবসান হয়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

যোগী মুক্তঃ কথং কৃষ্ণ ব্যবহারে চরেদ্ বদ।
বিনা কস্যাপ্যহঙ্কারং ব্যবহারো ন সম্ভবেৎ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু তত্ত্বং মহাবাহো গুহ্যাৎ গুহ্যতরং পরম্।
যৎ শ্রুত্বা সংশয়চ্ছেদাৎ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি॥ ২॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! অহঙ্কার ব্যতিরেকে কাহারও ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। কারণ, আমি শুনিতেছি, আমি দেখিতেছি, আমি উপদেশ করিতেছি, আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি তৃষ্ণার্ত্ত, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কামী, আমি ক্রোধী, আমি জ্ঞানী অথবা অজ্ঞ ইত্যাদি অভিমান, পঞ্চকোষে তাদাত্ম্য অধ্যাস থাকাতেই হইয়া থাকে। পরন্তু সর্ব্বাভিমানশূন্য, কোষধর্ম্ম হইতে বিনির্ম্মুক্ত, জীবন্মুক্তরূপে স্থিত যোগী পুরুষের অহঙ্কারযুক্ত ব্যবহারিক ক্রিয়া কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? ১॥

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো! জীবন্মুক্তরূপে স্থিত যোগী পুরুষের সাহঙ্কার ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তোমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব অতি গুহ্যতর সেই পরমতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে তোমার সংশয় অপনোদন হইবে, তুমি কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে॥ ২॥

ব্যবহারিকদেহেঽস্মিন্নাত্মবুদ্ধ্যা বিমোহিতঃ।
করোতি বিবিধং কর্ম্ম জীবোঽহঙ্কারযোগতঃ ॥ ৩ ॥
ন জানাতি স্বমাত্মানমহং কর্ত্তেতি মোহিতঃ।
অহঙ্কারস্য সদ্ধর্ম্মং সংঘাতং স বিচালয়েৎ ॥ ৪ ॥
আত্মা শুদ্ধঃ সদা মুক্তঃ সঙ্গহীনশ্চিদক্রিয়ঃ।
ন হি সম্বন্ধগন্ধং তৎসংঘাতৈর্মায়িকৈঃ ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥
সচ্চিদানন্দমাত্মানং যদা জানাতি নিষ্ক্রিয়ম্।
তদা তেভ্যঃ সমুত্তীর্ণঃ স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৬ ॥

এই ব্যবহারিক স্থূলশরীরে আত্ম-বুদ্ধি থাকায় জীব বিমোহিত হইয়া অর্থাৎ এই স্থূলশরীরই আমি, ইহা নিশ্চয় করিয়া অহঙ্কার বশতঃ বিবিধ প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

আপনার আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন, নিত্য-মুক্ত নির্ব্বিকার, সদ্রূপ দেহাদির দ্রষ্টারূপে না জানিয়া, দেহাত্ম-বুদ্ধিবশতঃ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি অভিমানে বিমোহিত হয়। অহঙ্কারের ধর্ম্ম এই যে, সে সংঘাতকে চৈতন্যবিশিষ্টের ন্যায় করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় ॥ ৪ ॥

আত্মা নিত্য-শুদ্ধ, নিত্য-মুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, চৈতন্যস্বরূপ, মায়িক সংঘাতের সহিত তাঁহার কোন কালে সম্বন্ধগন্ধমাত্র নাই ॥ ৫ ॥

অতএব যোগী পুরুষ যখন আপনার নিষ্ক্রিয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারেন, তখন মায়িক সংঘাতসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ আপনাকে সংঘাত হইতে বিলক্ষণ জানিয়া স্বরূপে অবস্থিত হয়েন ॥ ৬ ॥

প্রারব্ধাদ্বিচরেদ্দেহো ব্যবহারং করোতি চ।
স্বয়ং স সচ্চিদানন্দো নিত্যঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
সুপ্তস্য স্বপ্নবৎ কার্য্যং ব্যবহারোঽপি তত্তথা ॥ ৭ ॥
অখণ্ডমদ্বয়ং পূর্ণং সদা সচ্চিৎসুখাত্মকম।
দেশকালজগজ্জীবা ন হি তত্র মনাগপি ॥ ৮ ॥
মায়াকার্য্যমিদং সর্ব্বং ব্যবহারিকমেব তু।
ইন্দ্রজালসমং মিথ্যা মায়ামাত্রবিজৃম্ভিতম্ ॥ ৯ ॥
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তং মায়িকং জীবকল্পিতম্।
জীবস্যানুভবঃ সর্ব্বঃ স্বপ্নবদ্ভরতবর্ষভ ॥ ১০ ॥

প্রারব্ধের অনুবর্ত্তী হইয়া দেহ বিচরণ করত ব্যবহারিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। তিনি স্বয়ং সঙ্গবিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ব্যবহারিক কার্য্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে প্রকার সুপ্তপুরুষের অযত্নসম্পাদিত স্বপ্নকার্য্যসমূহ প্রাতিভাসিক-মাত্র, কেবল তদবস্থায় ও তৎকালে প্রতীতি হইয়া থাকে, বাস্তবিক সুপ্ত পুরুষকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ জীবন্মুক্তরূপে স্থিত যোগী পুরুষের দৈহিক প্রারব্ধ অনুসারে স্বপ্নবৎ ব্যবহারিক কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হয়, বাস্তবিক তিনি দেহ হইতে ভিন্ন, অসঙ্গ ও নির্লিপ্ত। দৈহিক কার্য্যসমূহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অখণ্ড, অদ্বিতীয়, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। দেশ, কাল, জগৎ জীব ইত্যাদির সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই ॥ ৭-৮ ॥

জগৎ, জীব ও সমস্ত ব্যবহারিক পদার্থ মায়িক, ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় মিথ্যা ॥ ৯ ॥

হে ভরতর্ষভ! জাগ্রদবস্থা হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সংসারসমূহ মায়িক

ন ত্বং নাহং ন বা পৃথ্বী ন দারা ন সুতাদিকম্।
ভ্রান্তোঽসি শোকসন্তাপৈঃ সত্যং মত্বা মৃষাত্মকম্॥ ১১॥
শোকং জহি মহাবাহো জ্ঞাত্বা মায়াবিলাসকম্।
ত্বং সদাঽদ্বয়রূপোঽসি দ্বৈতলেশবিবর্জ্জিতঃ।
দ্বৈতং মায়াময়ং সর্ব্বং ত্বয়ি ন স্পৃশ্যতে ক্বচিৎ॥ ১২॥
একং ন সংখ্যাবদ্ধত্বাৎ ন দ্বয়ং তত্র শোভতে।
একং স্বজাতিহীনত্বাদ্ বিজাতিশূন্যমদ্বয়ম্॥ ১৩॥
কেবলং সর্ব্বশূন্যত্বাদক্ষয়াচ্চ সদব্যয়ম্।
তুরীয়ং ত্রিতয়াপেক্ষং প্রত্যক্ প্রকাশকত্বতঃ॥ ১৪॥

জীব কর্ত্তৃক কল্পিত ও মিথ্যা, স্বপ্নতুল্য, মায়িক জীবের অনুভব মাত্র॥ ১০॥

যখন মায়াকল্পিত দেশ, কাল, জগৎ, জীব ইত্যাদি সমুদয় মিথ্যা, বাস্তবিক কিছুই নাই; তখন তুমিও নাই, আমিও নাই, পৃথিবীও নাই। কেবল ভ্রান্তিবশতঃ মিথ্যা বস্তুকে সত্য মানিয়া তুমি শোক-সন্তাপে নিমগ্ন হইতেছ॥ ১১॥

হে মহাবাহো! এই সমস্ত মায়াবিলাসমাত্র, মিথ্যা, ইহা বিশিষ্ট-রূপে জ্ঞাত হইয়া শোক পরিত্যাগ কর। তুমি সতত অদ্বৈতরূপ, তোমাতে কস্মিন্‌কালেও দ্বৈতলেশমাত্র নাই। দ্বৈতপদার্থ সমস্তই মায়াময়, উহা তোমাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না॥ ১২॥

তুমি এক, অদ্বিতীয়, কেবল, সৎ ও অব্যয়, তুরীয়রূপ প্রত্যক্‌চৈতন্য সকলের সাক্ষী, দ্রষ্টা, অলক্ষ্য, জ্ঞানস্বরূপ মাত্র। এক ইহা সংখ্যাবাচক উদ্দেশ্যে বলা হইল না। অনেকের সংখ্যাবদ্ধতা নির্ণয় করিতে হইলে, এক, দুই, তিন ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে; এই স্থলে কেবল

সাক্ষি-সাক্ষ্যমপেক্ষ্যৈব দ্রষ্টৃ দৃশ্যব্যপেক্ষয়া।
অলক্ষ্যং লক্ষণাভাবাজ্ জ্ঞানং বৃত্ত্যধিরূঢ়তঃ ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কা মায়া যাঽদ্ভুতা কৃষ্ণ কাঽবিদ্যা জীবসূতিকা।
নিত্যা ব্যাপ্যথবাঽনিত্যা কঃ স্বভাবস্তয়োর্হরে ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু মহাদ্ভুতা মায়া সত্ত্বাদিত্রিগুণান্বিতা।
উৎপত্তিরহিতাঽনাদির্নৈসর্গিকাপি কথ্যতে ॥ ১৭ ॥

স্বজাতিভেদরহিত বলিয়া তোমাকে এক বলা হইল। তোমার স্বজাতি-বস্ত্বন্তর নাই বলিয়া, দ্বৈতের অভাব হেতু তুমি স্বজাতিভেদরহিত 'এক' এবং বিজাতিভেদরহিত বলিয়া তুমি অদ্বিতীয়। সর্ব্বশূন্য হেতু অর্থাৎ তোমা ভিন্ন ইতর পদার্থ আর কিছুই নাই বলিয়া তুমি 'কেবল' এবং তোমার ক্ষয় নাই বলিয়া তুমি 'সৎ ও অব্যয়'। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়কে অপেক্ষা করিয়া তুমি 'তুরীয়,' সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া 'প্রত্যক্', সাক্ষ্য বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া 'সাক্ষী', দৃশ্যবস্তুকে অপেক্ষা করিয়া 'দ্রষ্টা', লক্ষণাভাব হেতু অলক্ষ্য এবং তুমি বুদ্ধিবৃত্তিতে আরূঢ়, এইজন্য জ্ঞানশব্দে উক্ত হও ॥ ১৩-১৫ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! হে হরে! অদ্ভূত মায়া কি পদার্থ? এই জীবপ্রসবকারিণী অবিদ্যাই বা কি! তাহারা নিত্যা কি অনিত্যা এবং এতদুভয়ের স্বভাবই বা কি? তৎসমস্ত কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ বলিলেন, তুমি মায়া সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর। সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণসমন্বিতা, মহাবলবতী ও মহা

অবস্তু বস্তুবদ্ভাতি বস্তু-সত্তা-সমাশ্রিতা।
সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা সাস্তা চ ভাবরূপিণী ॥ ১৮

অদ্ভুতা সেই মায়া ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ মাত্র। সেই মায়া অনাদি; কারণ, তাহার উৎপত্তি নাই, এই হেতু স্বাভাবিক বলিয়া কথিত হয়। জগৎকার্য্য দ্বারা পরমাশক্তি মায়া অনুভূতা হয়। আর স্বীয় আশ্রয় বা কার্য্যে শক্তির স্থায়িত্ব দেখা যায় না। যেমন অগ্নির আশ্রয় অঙ্গার ও কার্য্য, স্ফোটকাদি হইতে তাহার দাহিকাশক্তি পৃথক্রূপ অনুভব হয়, সেইরূপ স্বীয় আশ্রয় ব্রহ্ম ও কার্য্য-জগৎ হইতে ব্রহ্মশক্তি মায়া পৃথক্রূপ হয়। যেমন মৃত্তিকার ঘটোৎপাদিকা-শক্তি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চবিষয়ের আধার মৃত্তিকারূপ আশ্রয় ও ঘটরূপ কার্য্য উভয় হইতে ভিন্ন। কারণ, মৃত্তিকার ঘটোৎপাদিকা-শক্তিতে স্থূলোদর ও কম্বুগ্রীবা ইত্যাদি ঘটের আকার নাই এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ও নাই। যখন আশ্রয় ও কার্য্য উভয় হইতে শক্তি বিলক্ষণরূপে লক্ষিত হয়, তখন তাহার ভেদাভেদ নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়া তাহাকে অনির্ব্বচনীয়া বলা যায়। পরব্রহ্মশক্তি মায়ারও সেই প্রকার আশ্রয়স্বরূপ সদ্বস্তু ব্রহ্ম হইতে ও কার্য্যরূপ অসদ্বস্তু জগৎ হইতে ভেদাভেদ নির্ণয় করিতে পারা যায় না বলিয়া সে সদসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় বলিয়া কথিত হয়। ঘটকার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটোৎপাদিকা-শক্তি আশ্রয়রূপ মৃত্তিকাতে নিহিত থাকে, কুম্ভকারের ব্যাপার দ্বারা বিকৃত হইয়া ঘটাকার ধারণ করে। লোকে অবিচার বশতঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির আধার কারণরূপ মৃত্তিকা হইতে স্থূলোদর, কম্বুগ্রীবা ইত্যাদি বিকার পর্য্যন্ত সমুদয়কে ঘট বলিয়া গ্রহণ করে। ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকাতে

ব্রহ্মাশ্রয়া চিদ্বিষয়া ব্রহ্মশক্তির্মহাবলা।
দুর্ঘটোদ্ঘটনাশীলা জ্ঞাননাশ্যা বিমোহিনী ॥ ১৭ ॥

যে সকল অংশ থাকে, তাহাকে কেহ ঘট বলে না, পশ্চাৎ কুম্ভকারের ব্যাপার দ্বারা স্থুলোদর কম্বুগ্রীবাদি আকারবিশিষ্ট হইলে তাহাকে ঘট বলিয়া থাকে। সেই ঘট মৃত্তিকা ভিন্ন অন্ন পদার্থ নহে, কারণ, মৃত্তিকা হইতে বিযুক্ত হইয়া ক্ষণমাত্র আর ঘট থাকিতে পারে না এবং মৃত্তিকা হইতে অভিন্নরূপ নহে, কারণ, ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে পিণ্ডাকৃতি অবস্থাতে ঘট আলোকিত হয় না। ঘটের অব্যক্ত অবস্থাতে যাহাকে শক্তি বলা যায়, ব্যক্ত হইলে তাহাই কার্য্যভূত ঘট বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পরমাত্মশক্তি মায়া, যাহা জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে, নামরূপে পরিণত হইয়া তাহাই জগদাকারে প্রকাশিত হয়। নামরূপাত্মক জগৎ অসত্য, কেবল সদ্বস্তু-ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সত্যবস্তুর মত অবভাসিত হয়। পরব্রহ্মের আশ্রিত সেই মায়া তাঁহার আভাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই বিষয় করে, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মকে অচেতন জড়ভাবে প্রতীত করায় এবং তাঁহাতে কোনরূপ অন্যথাভাব না ঘটাইয়া তাঁহারই আভাসে আভাসবৎ হইয়া ঈশ্বর ও জীবস্বরূপ কল্পনা করে। মায়ার এই চমৎকারিতা-গুণ আছে বলিয়া সে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলিয়া কথিত হয়। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিচার দ্বারা তৎপদবাচ্য ঈশ্বরের ও ত্বংপদবাচ্য জীবের ভাব অবগত হইলে, অর্থাৎ বাচ্যাংশ মায়াকার্য্য মিথ্যা ও লক্ষ্যাংশ উভয়ের অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ঘটাকাশ ও মঠাকাশের ন্যায় এক এবং অভেদভাবে জ্ঞাত হইলে মায়ার চমৎকারিতা আর থাকে না; তাহাকে অবস্তু মিথ্যা বলিয়া

শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপকম্।
তমোঽধিকাবৃতিঃ শক্তির্বিক্ষেপাখ্যা তু রাজসী ॥ ২০ ॥
বিদ্যারূপা শুদ্ধসত্ত্বা মোহিনী মোহনাশিনী।
তমঃপ্রাধান্যতোঽবিদ্যা সা বৃতিঃ শক্তিমত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
মায়াঽবিদ্যা ন বৈ ভিন্না সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপতঃ।
মায়াবিদ্যা সমষ্টিঃ সা চৈকৈব বহুধা মতা ॥ ২২ ॥

বোধ হয়; সুতরাং তাহার নাশ হইয়া যায়। সেই জন্য মায়া অনাদিভাবে বিশ্বব্যাপিনী হইলেও জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হয় বলিয়া তাহাকে অসতী বলা হয়। আর মায়াতে নানাপ্রকার ভাব উদয় হয় বলিয়া তাহাকে ভাবময়ী বলা হয় ॥ ১৭-১৮ ॥

অজ্ঞান অবস্থায় মোহকে জন্মায় বলিয়া বিমোহিনী বলা যায়। মায়াতে বিক্ষেপ ও আবরণ নামক দুইটি শক্তি আছে। তমোগুণ-প্রধানা আবরণশক্তি ও রজোগুণপ্রধানা বিক্ষেপশক্তি। আবার সেই মোহিনী মায়া যখন শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা বিদ্যারূপা, তখন মোহকে নাশ করিয়া জীবকে স্বরূপাবস্থিত করে। তমোগুণপ্রধানা আবরণ-শক্তিবিশিষ্ট মায়াই অবিদ্যানামে বিখ্যাত হয়। নতুবা মায়া ও অবিদ্যাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; সমষ্টি-ব্যষ্টিই কেবল তাহাদিগের ভেদমাত্র। সত্ত্বগুণ-প্রধানা মায়া স্বাধিষ্ঠান চৈতন্যের আভাসবিশিষ্ট হইয়া, সুষুপ্তিকালীন অনুভূত এক এবং অদ্বৈত আনন্দময় সমস্ত জগতের বাসনা সূক্ষ্মভাবে তাহাতে অবস্থিত, এইজন্য প্রজ্ঞান-সমষ্টি, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, জগদ্‌যোনি শ্রুতিপতিপাদিত ঈশ্বর শব্দে কথিত হয়েন। আর তমোগুণপ্রধানা মায়া অর্থাৎ অবিদ্যা স্বাধিষ্ঠান-চৈতন্যের আভাসবিশিষ্ট হইয়া, আবরণ শক্তির প্রভাবে স্বরূপের অনভিজ্ঞতা

চিদাশ্রয়া চিতিভাস্যা বিষয়ং তাং করোতি হি।
আবৃতঃ চিৎস্বভাবং সদ্‌বিক্ষেপং জনয়েত্ততঃ ॥ ২৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

সদ্‌ব্রহ্ম-শক্তির্যা মায়া সাপি নাশ্যা ভবেৎ কথম্।
যদি মিথ্যা হি সা মায়া নাশস্তস্যাঃ কথং বদ ॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মায়াখ্যাং ভাবসংযুক্তাং কথয়ামি শৃণুষ্ব মে।
প্রকৃতিং গুণ-সাম্যাত্তাং মায়াঞ্চাদ্ভুতকারিণীম্ ॥ ২৫ ॥

বশত স্বল্পজ্ঞ, স্বল্পশক্তিমান্, দীনভাবাপন্ন, ব্যষ্টিবিজ্ঞানময় জীব শব্দে কথিত হয়। চৈতন্যই সেই মায়ার একমাত্র আশ্রয়, চৈতন্যেই সেই মায়া ভাসিত হইয়া থাকে এবং সেই অধিষ্ঠান-চৈতন্যের সত্তাকে গ্রহণ করিয়া আবরণশক্তির প্রভাবে তাঁহার চিৎস্বভাবকে আবরণ করে ও বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে তাঁহাকেই রজ্জু-সর্পের ন্যায় জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত করে ॥ ১৯-২৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, আপনি বলিলেন, ব্রহ্মের শক্তিবিশেষের নাম মায়া। অতএব সদ্‌ব্রহ্মের শক্তির দ্বারা যে মায়া, সেও সৎ, সদ্বস্তুর নাশ কখনই সম্ভব হয় না, তবে সে কি প্রকারে নাশ হইতে পারে? আর যদি তাহাকে মিথ্যা বলেন, তাহা হইলেও তাহার নাশ কি প্রকারে সম্ভব হয়? কারণ, যে বস্তু মিথ্যা, তাহার আবার নাশ কি? হে ভগবান্! দয়া করিয়া এই বিষয় আমাকে বলুন ॥ ২৪ ॥

ভগবান্ বলিলেন, বিবিধ ভাববিশিষ্ট সেই মায়ার বিবরণ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় সেই অদ্ভুতকারিণী মায়া প্রকৃতি শব্দে কথিত হয় ॥ ২৫ ॥

প্রধানমাত্মসাৎ কৃত্বা সর্ব্বং তিষ্ঠেদুদাসিনী।
বিদ্যা নাশ্যা তথাঽবিদ্যা শক্তির্ব্রহ্মাশ্রয়ত্বতঃ ॥ ২৬ ॥
বিনা চৈতন্যমন্যত্র নোদেতি ন চ তিষ্ঠতি।
অতএব ব্রহ্মশক্তিরিত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৭ ॥
শক্তিতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব তৎ সমাহিতঃ।
ব্রহ্মণশ্চিজ্জড়ৈর্ভেদাৎ দ্বে শক্তী পরীকীর্ত্তিতে ॥ ২৮ ॥
চিচ্ছক্তিঃ স্বরূপং জ্ঞেয়া মায়া জড়া বিকারিণী।
কার্য্যপ্রসাধিনী মায়া নির্ব্বিকারা চিতিঃ পরা ॥ ২৯ ॥

যখন প্রকৃতি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া উদাসীনভাবে থাকে, তখন তাহাকে প্রধান বলে। এই প্রকৃতি বিদ্যা দ্বারা নাশ হয় বলিয়া অবিদ্যা নামে বিখ্যাত। ইনি ব্রহ্মাশ্রয়ে স্থিতা, এই জন্য ব্রহ্মশক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২৬ ॥

চৈতন্য ব্যতিরেকে ইনি অন্যত্র উদিত হন না ও চৈতন্য ব্যতিরেকে অন্যত্র স্থিতিও করেন না, এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদিগণ ইঁহাকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ২৭ ॥

শক্তিতত্ত্ব বিশেষপ্রকারে বলিতেছি, সমাহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। পরব্রহ্মের চিৎ ও জড় ভিন্ন ভিন্ন দুইটি শক্তি আছে। চিৎশক্তি তাঁহার স্বরূপ ও জড়শক্তি বিকারী মায়া। মায়া হইতে সমস্ত জগৎকার্য্য সাধিত হয় বলিয়া তাহাকে কার্য্যপ্রসাধিনী বলা যায়; আর চিৎশক্তি নির্ব্বিকার। অগ্নির যে প্রকার দাহিকা ও প্রকাশিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন দুইটি শক্তি আছে, কিন্তু দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। দাহকার্য্যের পূর্ব্বে সে কি প্রকারে কোথায় ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না, কেবল কার্য্য দ্বারা তাহার

অগ্নের্যথা দ্বয়ী শক্তির্দাহিকা চ প্রকাশিকা।
ন হি ভিন্নাথবাঽভিন্না দাহশক্তিশ্চ পাবকাৎ ॥ ৩০ ॥
ন জ্ঞায়তে কথং কুত্র বিদ্যতে দাহতঃ পুরা।
কার্য্যানুমেয়া সা জ্ঞেয়া দাহেনানুমিতির্যতঃ ॥ ৩১ ।
মণিমন্ত্রাদি-যোগেন রুধ্যতে ন প্রকাশতে।
সা শক্তিরনলাদ্ভিন্না রোধনান্ন হি তিষ্ঠতি ॥ ৩২ ॥
নোদেতি পাবকাদ্ভিন্না ততোঽভিন্নেতি মন্যতে।
নানলে বর্ত্ততে সা চ ন কার্য্যে স্ফোটকে তথা ॥ ৩৩ ॥
অনির্বাচ্যাদ্ভূতা চৈব মায়া শক্তিস্তথেষ্যতাম্।
যা শক্তির্নানলাদ্ভিন্না তাং বিনাগ্নির্ন কিঞ্চন ॥ ৩৪ ॥

অনুমান করা হয় মাত্র। অগ্নি ভিন্ন সে অন্যত্র প্রকাশ পায় না। সুতরাং তাহাকে অগ্নি হইতে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং মণিমন্ত্রাদি দ্বারা দাহিকাশক্তি রুদ্ধ হইলে আর যখন প্রকাশ পায় না, তখন অগ্নিতে তাহার স্থিতি দেখা যায় না; অতএব তাহাকে অগ্নি হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, ভিন্ন বা অভিন্নভাবে নির্ব্বাচন করা যায় না, এই জন্য যদিও উহা অনির্ব্বনীয়ভাবে কথিত হয়, তথাপি মণিমন্ত্রাদি-যোগে রুদ্ধ হইলে যখন তাহার অস্তিত্বের অভাব-জ্ঞান হয়, তখন তাহা অনল হইতে ভিন্ন, ইহা অবধারিত এবং কার্য্যরূপ স্ফোটকেও উহা থাকে না, অতএব আশ্রয়রূপ অনল ও কার্য্য-রূপ স্ফোটক হইতে ঐ দাহিকাশক্তি ভিন্ন বলিয়া তাহাকে অসত্যভাবে নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মশক্তি মায়াও এই প্রকার অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়া। সেই মায়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন, ইহাই নির্ণয় করা যায় না। জগৎকার্য্যের পূর্ব্বে সে কি ভাবে কোথায় ছিল, তাহা জানিতে পারা

অনলস্বরূপা জ্ঞেয়া শক্তিঃ প্রকাশরূপিণী।
চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণস্তদ্বৎ স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
দাহিকাসদৃশী মায়া জড়া নাশ্যা বিকারিণী।
মৃষাত্মিকা তু যাঽবস্তু তন্নাশস্তত্ত্বদৃষ্টিতঃ ॥ ৩৬ ॥

যায় না; কেবল কার্য্যের দ্বারা অনুমান করা যায় মাত্র। ব্রহ্ম ভিন্ন সে অন্যত্র উদয় হয় না, সুতরাং তাহাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং নানারূপাত্মক মায়িক জগতের অধিষ্ঠান নির্ব্বিকার, নিত্য-শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে বেদান্তশাস্ত্রোক্ত মহাবাক্যের বিচার দ্বারা যথাবৎ অবগত হইলে বিকারী মায়া আর তাঁহাতে অবলোকিত হয় না, এই হেতু তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্নভাবে নির্ব্বাচন করা যায় না বলিয়া যদিও উহা অনির্ব্বচনীয়ভাবে কথিত হয়, তথাপি মহাবাক্যের বিচার দ্বারা নামরূপাত্মক জগতের অধিষ্ঠান, নির্ব্বিকার, নিত্যশুদ্ধ, সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইলে যখন তাঁহাতে মায়ার অস্তিত্বের অভাবজ্ঞান হয়, তখন তাহা পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইহা অবধারিত। স্বকার্য্য নামরূপাত্মক জগতে উহা থাকে না, কারণ, নাম কেবল বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত শব্দ এবং রূপ কেবল মনোবিকার মাত্র। তাহাতে মায়ার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না; অতএব আশ্রয় পরব্রহ্ম ও কার্য্য-জগৎ হইতে মায়া ভিন্ন বলিয়া তাহাকে অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বলা যায়। যে প্রকার অগ্নির প্রকাশ অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, অগ্নি হইতে প্রকাশ ভিন্ন হইলে তাহা অগ্নি বলিয়াই গণ্য হয় না, সুতরাং প্রকাশ অগ্নির স্বরূপ; সেই প্রকার চিৎশক্তি পরব্রহ্মের স্বরূপ। অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় পরমাত্মার

মিথ্যেতি নিশ্চয়াৎ পার্থ মিথ্যাবস্তু বিনশ্যতি।
আশ্চর্য্যরূপিণী মায়া স্বনাশেন হি হর্ষদা॥ ৩৭॥
অজ্ঞানাং মোহিনী মায়া প্রেক্ষণেন বিনশ্যতি।
মায়া স্বভাববিজ্ঞানাং সান্নিধ্যং ন হি বাঞ্ছতি॥ ৩৮॥

মায়া জড়, বিকারী ও বিনাশশালী। মিথ্যাবস্তুর তত্ত্ব অবগত হইলেই তাহার বিনাশ হয় অর্থাৎ মিথ্যা-বস্তুতে মিথ্যা নিশ্চয় হইলেই তাহার নাশ হয়। যে প্রকার রজ্জুতে ভ্রমাত্মক যে সর্পজ্ঞান হয়, তাহা অধিষ্ঠান রজ্জুতত্ত্ব অবগত হইতে মিথ্যা বোধ হয়। ভ্রমকল্পিত সর্পকে যে মিথ্যাজ্ঞান হয়, সেই তাহার নাশ। বাস্তবিক সর্প যখন কোন কালে নাই, তখন তাহার নাশ আর কি হইবে? পরব্রহ্মশক্তি মায়ারও নাশ সেরূপ হইয়া থাকে। অধিষ্ঠান, নিত্য, শুদ্ধ, নির্ব্বিকার, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইলে মায়া ও তৎকার্য্যসমূহ যে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সেই তাহার বিনাশ॥ ২৮—৩৬॥

অজ্ঞানীদিগের মোহকারিণী সেই মায়া তাহাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ জন্মাইয়া আবরণ-শক্তির প্রভাবে অধিষ্ঠান নিত্য-শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের স্বরূপ গোপন করিয়া, বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে স্বয়ং রজ্জু-সর্পের ন্যায় সত্যরূপ জগদাকারে অবভাসিত হয়। বিচারশীল পুরুষ মহাবাক্যের বিচার দ্বারা অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইলে রজ্জুজ্ঞানে সর্প মিথ্যা নিশ্চয় হওয়ার ন্যায় মায়া ও তৎকার্য্যসমূহ মিথ্যা নিশ্চয় হইলে তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যরূপিণী সেই মায়া আপনার নাশে হর্ষদায়িনী হয়॥ ৩৭॥

যিনি বিশিষ্টরূপে মায়ার স্বভাবকে জানিয়াছেন, মায়া আর তাঁহার সহবাস বাঞ্ছা করে না॥ ৩৮॥

মহামায়া ঘোরা জনয়তি মহামোহমতুলং,
ততো লোকাঃ স্বার্থে বিবশপতিতাঃ শোক-বিকলাঃ।
সহন্তে দুঃসহং জনি-মৃতি-জরা-ক্লেশবহুলং,
সুভুঞ্জানা দুঃখং ন হি গতিপরাং জন্মবহুভিঃ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যধ্যাত্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীবাসুদেবার্জ্জুনসংবাদে শান্তিগীতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

তমোগুণপ্রধানা ঘোরা সেই মায়া যখন কেবল সত্তামাত্ররূপে স্ফূর্ত্তি পায়, তখন তাহাকে মহামায়া বলে; সেই মোহিনীরূপা মহামায়া মহামোহকে উৎপাদন করে। জীব সকল সেই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং দেহাত্ম-বুদ্ধি বশতঃ বিপর্য্যয়রূপ স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া, আমার দেহ, আমার গেহ, আমার স্ত্রী ইত্যাদি মায়িক পদার্থসমূহের অধীন হইয়া বিবশ হইয়া পড়ে ও অনুকূল বিষয়ে হর্ষ ও প্রতিকূল বিষয়ে শোকবিকল হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যাদি বহুবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে; শতকোটি জন্মেও মুক্তিরূপ পরমগতি লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

মায়াঽবস্তু মৃষারূপা কার্য্যং তস্যা ন সম্ভবেৎ।
বন্ধ্যাপুত্রো রণে দক্ষো জয়ী যুদ্ধে তথা ন কিম্॥ ১॥
ব্যোমারবিন্দবাসেন যথা বাসঃ সুবাসিতম্।
মায়ায়াঃ কার্য্যবিস্তারস্তথা যাদব মে মতিঃ॥ ২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

দৃশ্যতে কার্য্যবাহুল্যং মিথ্যারূপস্য ভারত।
অসত্যো ভুজগো রজ্জ্বাং জনয়েদ্ বেপথুং ভয়ম্॥ ৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে যাদব! যখন মায়া অবস্তু মিথ্যারূপ, তখন তাহার কার্য্যও সম্ভব হইতে পারে না। যেমন রণনিপুণ বন্ধ্যাপুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী অজাত কুমারের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করা; অথবা আকাশে প্রস্ফুটিত পদ্মের সুগন্ধে বস্ত্রাদি সুবাসিত হওয়া অসম্ভব, তেমন মায়ারও কার্য্যকারিতা অসম্ভব, ইহাই আমার মত॥ ১-২॥

ভগবান্ বলিলেন, হে ভারত! মিথ্যা বস্তুর বিবিধ প্রকার কার্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। যথা—রজ্জুতে উৎপন্ন মিথ্যাসর্প-ভয়-কম্পনাদি জন্মায় এবং শুক্তিতে উৎপন্ন যে মিথ্যারজত তাহাকে দেখিয়া লোক লোভে বিমোহিত হয়। কারণ, যে পর্য্যন্ত অধিষ্ঠানের তত্ত্ব অবগত হওয়া না যায়, তাবৎকাল আরোপিত মিথ্যা বস্তুতে সত্য-জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তৎসম্বন্ধী কার্য্য সকলও সত্য বোধ হয়। অধিষ্ঠান-রজ্জু-তত্ত্বানভিজ্ঞ পুরুষ সর্পকে সত্য বলিয়াই জানে, নতুবা তদ্দর্শনে ভয়-কম্পনাদির উদয় কেন হইবে এবং অধিষ্ঠান-শক্তি-তত্ত্বানভিজ্ঞ

উৎপাদয়েদ্ রূপ্যখণ্ডং শুক্তৌ চ লোভমোহনম্ ।
স্থূয়তে হি মৃষা মায়া ব্যবহারাস্পদং জগৎ ॥ ৪ ॥
তত্ত্বজ্ঞস্য মৃষা মায়া পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ !
মৃষা মায়া চ তৎকার্য্যং মৃষা-জীবঃ প্রপশ্যতি ।
সর্ব্বং তৎ স্বপ্নবত্তানং চৈতন্যেন বিভাস্যতে ॥ ৫ ॥
অজ্ঞঃ সত্যং বিজানাতি তৎকার্য্যেণ বিমোহিতঃ ॥ ৬ ॥

পুরুষ রজতকে সত্য বলিয়া না জানিলে তদ্দর্শনে লোভে মোহিত হইয়া তাহা গ্রহণের নিমিত্ত কেন ধাবিত হইবে? লক্ষণের দ্বারা বিচার করিয়া অধিষ্ঠানের তত্ত্ব অবগত হইলে আরোপিত বস্তুর বাধ হয়। বাধের পূর্ব্বে আরোপিত বস্তুতে সত্যত্বজ্ঞান কোনরূপেই নিবারিত হয় না এবং ঐ আরোপিত বস্তুতে সত্যজ্ঞান হেতু তৎসম্বন্ধী কার্য্যসমূহও সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। বিচার দ্বারা অধিষ্ঠান রজ্জু ও শুক্তিতত্ত্ব অবগত হইলে, আরোপিত সর্প ও রজত এবং তৎসম্বন্ধী কার্য্যসমূহ বাধিত হইয়া যায়। অধিষ্ঠান রজ্জু ও শুক্তি-তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ অজ্ঞাততত্ত্ব পুরুষের ভয়কম্পনাদি ও লোভাভিভূততা দর্শনে হাস্য করিয়া থাকেন। অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া, মিথ্যা মায়াও সেইরূপ মৃষাত্মক এই ব্যবহারিক চরাচর বিশ্ব প্রসব করিয়া থাকে। মায়া মিথ্যা, তাহার কার্য্যও মিথ্যা, জীব তাহা দর্শন করে, এই সমস্ত একমাত্র অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে অবভাসিত হয়। যেরূপ স্বপ্নাবস্থাতে প্রাতিভাসিক মিথ্যা জগৎ, প্রাতিভাসিক মিথ্যা ব্যবহার ও প্রাতিভাসিক মিথ্যা জীব একমাত্র কূটস্থ-চৈতন্যে বিভাসিত হয়। তৎকালে সেই প্রাতিভাসিক মিথ্যা জীব আপনাকে ও প্রাতিভাসিক মিথ্যা জগৎ এবং প্রাতিভাসিক

প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য তু পূর্ণবোধে, ন সত্যমায়া ন চ কার্য্যমস্যাঃ।
তমস্তমঃকার্য্যমসত্যসর্ব্বং, ন দৃশ্যতে ভানুর্মহাপ্রকাশে ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অকর্ম্ম-কর্ম্মণোর্ভেদং পুরোক্তং যত্ত্বয়া হরে।
তত্তাৎপর্য্যং সুগূঢ়ং যদ্‌বিশেষং কথয়াধুনা ॥ ৮ ॥

বাসুদেব উবাচ।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদ্ যদুক্তং কুরুনন্দন।
শৃণুষ্বাবহিতো বিদ্বন্ তত্তাৎপর্য্যং বদামি তে ॥ ৯ ॥

মিথ্যা ব্যবহারকে মিথ্যা বলিয়া জানে না, সত্যরূপেই অনুভব করে। যেমন প্রবুদ্ধ হইলে, স্বপ্নাবস্থার প্রাতিভাসিক জীব, জগৎ ও ব্যবহার সমস্ত মিথ্যা বোধ হয়। রজ্জু ও শুক্তি-তত্ত্বানভিজ্ঞ পুরুষের ন্যায় অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্য-তত্ত্বানভিজ্ঞ পুরুষ মায়া ও তৎকার্য্যসমূহকে সত্য জ্ঞান করিয়া বিমোহিত হয়। হে অনঘ! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, সকলের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মচৈতন্যের তত্ত্ব যিনি অবগত হইয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের নিকট মায়া মিথ্যা। অজ্ঞাততত্ত্ব পুরুষই সকার্য্য সেই মায়াকে সত্য বলিয়া মানে। যে প্রকার সূর্য্যোদয়ে মহাজ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে তম ও তমঃকার্য্যসমূহ কিছুই থাকে না, সেই প্রকার সর্ব্বাধিষ্ঠান অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যের তত্ত্ববোধ হইলে মায়া ও মায়াকার্য্য কিছুই থাকে না ॥ ৬-৭ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে হরে! অকর্ম্ম ও কর্ম্মের ভেদ যাহা আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তাহার সুগূঢ় তাৎপর্য্য এক্ষণে আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৮ ॥

বাসুদেব বলিলেন, হে কুরুনন্দন! কর্ম্মে যে অকর্ম্ম দেখে ইত্যাদি

ভবতি স্বপ্নে যৎ কর্ম্ম শয়ানস্য ন কর্ত্তৃতা।
পশ্যত্যকর্ম্ম বুদ্ধঃ সন্নসঙ্গং ন ফলং যতঃ ॥ ১০ ॥
স্বপ্নব্যাপারমিথ্যাত্বাৎ সত্যং কর্ম্ম তৎফলম্।
অতোঽকর্ম্মৈব তৎ কর্ম্ম দার্ষ্টান্তিকমতঃ শৃণু ॥ ১১ ॥
সংঘাতৈর্ম্মায়িকৈঃ কর্ম্ম ব্যবহারশ্চ লৌকিকঃ।
মায়ানিদ্রাবশাৎ স্বপ্নমনৃতং সর্ব্বমেব হি ॥ ১২ ॥
সাভাসাহঙ্কৃতির্জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ তত্র বৈ।
জ্ঞানী প্রবুদ্ধো নিদ্রায়াঃ সর্ব্বং মিথ্যেতি-নিশ্চয়ী ॥ ১৩ ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম পশ্যেৎ স স্বয়ং সাক্ষিস্বরূপতঃ।
জ্ঞানাভিমানিনস্ত্বজ্ঞস্ত্যক্তা কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥

বাক্য যাহা পূর্ব্বে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥৯॥

স্বপ্নাবস্থায় যে সকল কর্ম্ম হয়, শয়ান পুরুষের তাহাতে কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় পুরুষ ঐ স্বপ্নাবস্থার কর্ম্মসমূহকে অকর্ম্ম দেখে। কারণ, স্বপ্নাবস্থার কর্ম্মের সহিত তাহার কোন সঙ্গ বা কোন ফল নাই ॥ ১০ ॥

স্বপ্নব্যাপার মিথ্যা হেতু তাহার কর্ম্ম ও কর্ম্মফলও মিথ্যা। অতএব সে সকল কর্ম্ম অকর্ম্মবৎ জানিবে। অতঃপর দৃষ্টান্তের সহিত উপমেয়ের কি সম্বন্ধ তাহা বিবৃত করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

মায়িক সংঘাতে লৌকিক ব্যবহাররূপ যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহা মায়ানিদ্রাজন্য স্বপ্নবৎ মিথ্যা। স্বপ্নাবস্থার স্বপ্নকল্পিত প্রাতিভাসিক জীব যে প্রকার তৎকালোচিত ব্যবহার ও বিষয়ের কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়, সেই প্রকার মায়ানিদ্রাজনিত লৌকিক ব্যবহাররূপ স্বপ্নাবস্থায় সাভাস

প্রত্যবায়াদ্ভবেদ্ভোগঃ জ্ঞানী কর্ম্ম তদিচ্ছতি।
উদ্দেশ্যং সর্ব্ববেদানাং যৎফলং কৃৎস্নকর্ম্মণাম্ ॥ ১৫ ॥
তত্ত্বজ্ঞো যতো বিদ্বানতঃ স কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।
সর্ব্বে বেদা যত্র চৈকীভবন্তীতি প্রমাণতঃ।
উদ্দেশ্যং সর্ব্ববেদানাং ফলং তৎ কৃৎস্নকর্ম্মণাম্ ॥ ১৬ ॥

অহঙ্কারবিশিষ্ট জীব স্বপ্নবৎ ব্যবহারিক কর্ম্ম ও বিষয়ের কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়। যেরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া পুরুষ স্বপ্নাবস্থার কর্ম্মসমূহ মিথ্যা জানিয়া তাহাকে অকর্ম্ম বলিয়া মনে করে, সেই প্রকার মায়া-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ লৌকিক ব্যবহাররূপ কর্ম্ম সকলকে স্বপ্নাবস্থার কর্ম্মের মত মিথ্যা নিশ্চয় করিয়া তাহাকে অকর্ম্ম বলিয়া দেখেন এবং স্বয়ং অসঙ্গ সাক্ষিস্বরূপে বিরাজিত থাকেন। ইহাকেই কর্ম্মে অকর্ম্মভাব বলা যায়। আর জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞলোক সকল—তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বেদোক্ত বিধানানুসারে যে সকল কর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া অবস্থিতি করে এবং বিহিতকর্ম্মের বিধানানুসারে অনুষ্ঠান না করাতে প্রত্যবায় হেতু তাহাতে তাহাদিগের যে পাপ হয়, সেই পাপকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তাহাকেই কর্ম্ম কহেন। ইহাকেই অকর্ম্মে কর্ম্ম-দর্শন বলা যায়। বেদ সকলের যাহা উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মসমূহের যে ফল, তাহার তত্ত্বজ্ঞানীকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ কহে। সেই তত্ত্বজ্ঞানফল যেখানে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের সকল কর্ম্মই করা হইয়াছে। কেন না সকল বেদ যাহাতে মিলিত ও সমস্ত বেদের যাহা উদ্দেশ্য, সেই তত্ত্বজ্ঞান কৃৎস্ন কর্ম্মের ফল স্বরূপ, অজ্ঞানী ব্যক্তিরা জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করে, যাহারা সদসতের

অজ্ঞানিনাং জগৎ সত্যং তত্তুচ্ছং হি বিচারিণাম্।
বিজ্ঞানাং মায়িকং মিথ্যা ত্রিবিধো ভাবনির্ণয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্ঞাত্বা তত্ত্বমিদং সত্যং কৃতার্থোঽহং ন সংশয়ঃ।
অন্যৎ পৃচ্ছামি তত্তথ্যং কথয়স্ব সবিস্তরম্ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
পুরা প্রোক্তস্য তাৎপর্য্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বদ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্বাভাব্যঞ্চ নিষেধিতম্।
এতৎ পঞ্চবিধং কর্ম্ম বিশেষং শৃণু কথ্যতে ॥ ২০ ॥

বিচার করিতে সমর্থ, তাহারা জগৎকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করে, আর যাহারা বিজ্ঞ, তাহারা মায়িক পদার্থ সমস্তই মিথ্যা বলিয়া মনে করে, এই তিন প্রকার ভাব নির্ণীত হইয়া থাকে ॥ ১২-১৭ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি বিস্তীর্ণভাবে এই সত্যতত্ত্ব যাহা বর্ণন করিলেন, তাহা অবগত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, ইহাতে সংশয় নাই। এক্ষণে অন্যবিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার তথ্য বিস্তার করিয়া বলুন ॥ ১৮ ॥

আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, তাহার তাৎপর্য্য কি, প্রকাশ করুন, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৯ ॥

ভগবান্ বলিলেন, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, স্বাভাবিক ও নিষিদ্ধ, এই পঞ্চবিধ বেদোক্ত কর্ম্ম বিশেষরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২০ ॥

কর্ত্তুং বিধানং যদ্বেদে নিত্যাদি বিহিতং মতম্।
নিবারয়তি যদ্বেদস্তন্নিষিদ্ধং পরন্তপ।
বেদঃ স্বাভাবিকে সর্ব্ব ঔদাসীন্যাবলম্বিতঃ ॥ ২১ ॥
প্রত্যবায়ো ভবেদ্‌যস্যাঽকরণে নিত্যমেব তৎ।
ফলং নাস্তীতি নিত্যস্য কেচিদ্বদন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২২ ॥
ন সৎ তদ্‌যুক্তিতঃ পার্থ কর্ত্তব্যং নিষ্ফলং কথম্।
ন প্রবৃত্তিঃ ফলাভাবে তাং বিনাচরণং ন হি ॥ ২৩ ॥

নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম যাহা বেদ কর্ত্তব্যরূপে বিধান করিয়াছেন, তাহা কেবল বিহিত কর্ম্ম। হে পরন্তপ! বেদ যে সকল কর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন, তাহাকে নিষিদ্ধ বলে। আর স্বাভাবিক কর্ম্মসম্বন্ধে বেদ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন। পান, ভোজন, মলমূত্রাদি বিসর্জ্জন ইত্যাদি দৈহিক কার্য্যসমূহ জীবের স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হয়। সন্ধ্যাবন্দনাদি, যাহা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং যাহা না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বলে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, নিত্যকর্ম্মের ফল নাই। বাস্তবিক নিত্যকর্ম্মের কাম্যকর্ম্মের ন্যায় কোন ফল না থাকিলেও, কর্ম্মফলের অন্যথা হয় না। কর্ম্মমাত্রেরই ফল আছে। যেরূপ নির্গুণ উপাসনা ও তত্ত্ববিচার এবং তদন্তরঙ্গ সাধনরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদির ফল তত্ত্বজ্ঞান, তদ্রূপ নিত্যকর্ম্মের ফল দেবলোকপ্রাপ্তি ও চিত্তশুদ্ধি। ভোগাসক্তিপ্রযুক্ত কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত ঐহিক বা পারলৌকিক সুখসম্ভোগরূপ যে ফল অথবা নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত ঐহিক বা পারলৌকিক দুঃখভোগরূপ যে ফল, তাহাই প্রকৃত কর্ম্মফলরূপে কথিত হইয়াছে। অতএব যে সকল

নিত্যেনৈব দেবলোকং তথৈব বুদ্ধিশোধনম্।
ফলমকরণে পাপং প্রত্যবায়াচ্চ দৃশ্যতে ॥ ২৪ ॥
প্রত্যবায়ঃ ফলং পাপং ফলাভাবে ন সম্ভবেৎ।
নাভাবাদ্ জায়তে ভাবো ফলাভাবো ন সম্মতঃ ॥ ২৫ ॥
নৈমিত্তিকং নিমিত্তেন কর্ত্তব্যং বিহিতং সদা।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে দানং শ্রাদ্ধাদি তর্পণং যথা ॥ ২৬ ॥

পণ্ডিত নিত্যকর্ম্মের ফল নাই বলেন, তাঁহাদিগের বাক্য যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে পার্থ! নিষ্ফল কর্ম্ম কিরূপে কর্ত্তব্য হইতে পারে? ফলের আশা না থাকিলে তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না এবং প্রবৃত্তি না হইলে তাহার আচরণও সম্ভব হয় না ॥ ২১-২৩ ॥

নিত্যকর্ম্মের দ্বারা দেবলোকপ্রাপ্তি ও চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যাহার অকরণে প্রত্যবায় হেতু পাপ-ফল উৎপন্ন হয়, তাহার অনুষ্ঠানে তদ্বিপরীত শুভ ফল অবশ্যই হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

একান্ত ফলাভাব হইলে প্রত্যবায় জন্য পাপ-ফলের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। যেরূপ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, সেইরূপ যাহাতে ফলের অভাব, তাহা হইতে পাপ-ফলের উৎপত্তিও হইতে পারে না; অতএব নিত্যকর্ম্মে ফলাভাব, ইহা সম্মত হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

আর নিমিত্তজন্য যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বলা হয়। পুত্র-জন্মাদি উপলক্ষে জাতেষ্টি, অন্নপ্রাশন ও বিবাহাদি উপলক্ষে আভ্যুদয়িক, মৃত পিতৃ-মাতৃ-বন্ধুগণের শ্রাদ্ধ এবং চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহণোপলক্ষে দান, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্ম্ম নৈমিত্তিক বলিয়া কথিত হয়। এই নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল কেবলমাত্র চিত্তশুদ্ধি ॥ ২৬ ॥

কাম্যং তৎ কামনাযুক্তং স্বর্গাদিসুখসাধনম্।
ধনাগমশ্চ কুশলং সমৃদ্ধির্জয় ঐহিকে ॥ ২৭ ॥
তদ্বন্ধদৃঢ়তাহেতুঃ সত্যবুদ্ধেস্তু সংস্মৃতৌ।
অতঃ প্রযত্নতস্ত্যাজ্যং কামঞ্চৈব নিষেধিতম্ ॥ ২৮ ॥
অধিকারি-বিশেষে তু কাম্যস্যাপ্যুপযোগিতা।
কামনাসিদ্ধেরুক্তত্বাৎ কাম্যে লোভপ্রদর্শনাৎ ॥ ২৯ ॥
প্রবৃত্তিজননাচ্চৈব লোভবাক্যং প্রলোভনাৎ।
বহির্মুখানাং দুর্বৃত্তি-নিবৃত্তিঃ কাম্যকর্ম্মভিঃ ॥ ৩০ ॥

কাম্যকর্ম্মের কথা প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। স্বর্গাদি সুখ-সম্ভোগের কামনায় এবং ঐহিক ধনাগম, সুখসমৃদ্ধি, কুশল ও জয়লাভ ইত্যাদি কামনায় যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাম্যকর্ম্ম বলিয়া কথিত ॥ ২৭ ॥

দেহাত্মবুদ্ধির দৃঢ়তা বশতঃ ঐ সকল বিষয়ে যে দৃঢ়তা এবং সত্যবুদ্ধি, তাহাই সংসার-বন্ধনের কারণ। অতএব কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে ॥ ২৮ ॥

কাম্যকর্ম্ম হেয় বলিয়া ত্যাজ্য হইলেও অধিকারিবিশেষের পক্ষে উহা উপযোগী হয়। কেন না কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কামনাসিদ্ধি হয়, পরন্তু যাহারা বেদ-বিহিত সমস্ত কর্ম্ম হইতে বহির্ম্মুখ, দুরাচার ও দুর্বৃত্ত সেই সকল পামর লোকদিগকে বাক্যে প্রলোভন দেখাইয়া লোভজনক তাহাদের সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ ও দুষ্প্রবৃত্তির নিবারণ কাম্যকর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য।

কাম্যকর্ম্মের অবান্তর ফলভোগান্তে চিত্তশুদ্ধি হয়। কারণ, ফলাকাঙ্ক্ষায় লোভাকৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে বহুজন্মান্তরে

সৎপ্রবৃত্তিবিবৃদ্ধ্যর্থং বিধানং কাম্যকর্ম্মণাম্।
কাম্যেঽবান্তরভোগস্তু তদন্তে বুদ্ধিশোধনম্॥ ৩১॥
ঈশ্বরারাধনা-দুগ্ধং কামনাজলমিশ্রিতম্।
বৈরাগ্যানলতাপেন তজ্জলং পরিশোষ্যতে॥ ৩২॥
ঈশ্বরারাধনা তত্র দুগ্ধবদবশিষ্যতে।
তেন শুদ্ধং ভবেচ্চিত্তং তাৎপর্য্যং কাম্যকর্ম্মণঃ॥ ৩৩॥
কর্ম্মবীজাদিহৈকস্মাদ্ জায়তে চাঙ্কুরদ্বয়ম্
অপূর্ব্বমেকমপরা বাসনা পরিকীর্ত্তিতা॥ ৩৪॥
ভবত্যপূর্ব্বতো ভোগো দত্ত্বা ভোগং স নশ্যতি।
বাসনা সৃয়তে কর্ম্ম শুভাশুভবিভেদতঃ॥ ৩৫॥
বাসনয়া ভবেৎ কর্ম্ম কর্ম্মণা বাসনা পুনঃ।
এতাভ্যাং ভ্রমিতো জীবঃ সংসৃতের্ন নিবর্ত্ততে॥ ৩৬॥

সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হওয়াতে নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে॥ ২৯-৩১॥

ঈশ্বরের আরাধনারূপ দুগ্ধ কামনারূপ জলমিশ্রিত করিয়া বৈরাগ্যরূপ অনলের তাপে সেই জলকে পরিশোষণ করিবে, অবশেষে ঈশ্বরারাধনারূপ দুগ্ধই অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই চিত্তশুদ্ধি হইবে। ইহাই কাম্যকর্ম্মের তাৎপর্য্য॥ ৩২-৩৩॥

একটি কর্ম্মবীজ হইতে দুইটি অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে একটি অপূর্ব্ব অর্থাৎ পাপপুণ্য ও অপরটি বাসনা নামে উক্ত হয়। অপূর্ব্ব হইতে কর্ম্মফলের ভোগ হইয়া থাকে, ভোগ প্রদান করিয়া সে বিনষ্ট হয়। আর বাসনা শুভাশুভভেদে বহুবিধ কর্ম্মের সৃষ্টি করে॥ ৩৪-৩৫॥

বাসনা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি, আবার কর্ম্ম হইতে পুনঃ বাসনার

দুঃখহেতুস্ততঃ কর্ম্ম জীবানাং পদশৃঙ্খলম্।
চিন্তা বৈষম্যচিত্তস্থ অশেষদুঃখকারণম॥ ৩৭॥
সর্ব্বং কর্ম্ম পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজেৎ।
মাংশব্দস্তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু ন হি সংঘাতদৃষ্টিতঃ॥ ৩৮॥
একোঽহং সচ্চিদানন্দস্তাৎপর্য্যেণ তমাশ্রয়।
সদেকাসীদিতি শ্রৌতং প্রমাণমেকশব্দকে
একং মাং সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৩৯॥

সৃষ্টি। এইরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর, আবার অঙ্কুর হইতে বীজের ন্যায় বাসনা ও কর্ম্মসূত্রে জীবসকল আবদ্ধ হইয়া, জন্ম-মরণরূপ সংসারমার্গে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে, কিছুতেই নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব কর্ম্ম কেবল দুঃখের কারণ ও জীবের স্বচ্ছন্দগতির শৃঙ্খলা-স্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসনা অনুসারে অন্তঃ-করণের বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হেতু ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিন্তা-বিলাপাদি অশেষ প্রকার দুঃখভোগ হয়॥ ৩৬-৩৭॥

অতএব আমি যে বলিয়াছি, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম এই, সংঘাতদৃষ্টিতে আমার শরণাপন্ন হও, আমি তাহা বলি নাই, স্বরূপদৃষ্টিতে তাহা উক্ত হইয়াছে॥ ৩৮॥

আমি এক সচ্চিদানন্দরূপ, সেই স্বরূপকে আশ্রয় কর। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু আর কিছুই নাই, ইত্যাদি। অতএব শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আমাকে সংঘাতরূপ উপাধিসমূহ হইতে বিলক্ষণ, সজাতীয়-ভেদ-রহিত, এক,

সর্ব্বকর্ম্ম মহাবাহো ত্যজেৎ সন্ন্যাসপূর্ব্বকম্।
সর্ব্বকর্ম্ম তথা চিন্তাং ত্যক্ত্বা সন্ন্যাসযোগতঃ।
জানীয়াদেকমাত্মানং সদা তচ্চিত্তসংযতঃ ॥ ৪০ ॥
বিধিনা কর্ম্মসন্ত্যাগঃ সন্ন্যাসেন বিবেকতঃ।
অবৈধং স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম ত্যক্ত্বা পাপেন লিপ্যতে ॥ ৪১ ॥
আত্মজ্ঞানং বিনা ন্যাসং পাতিত্যায়ৈব কল্পতে।
কর্ম্ম-ব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টো নদ্যাং দ্বিকূলবর্জ্জিতঃ।
অহঙ্কারমহাগ্রাহ-গ্রস্যমানো বিনশ্যতি ॥ ৪২ ॥

অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম জানিবে। যে একমাত্র আমাকে সর্ব্বভূতে দেখে, সেই যথার্থ তত্ত্বদর্শী ॥ ৩৯ ॥

হে মহাবাহো! সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। সন্ন্যাসপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম ও তদ্বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সংযত-চিত্ত হইয়া একমাত্র আত্মাকে জানিবে ॥ ৪০ ॥

বিবেক বশতঃ বিহিত কর্ম্মের বিধিপূর্ব্বক যে ত্যাগ, তাহাই সন্ন্যাস বলিয়া উক্ত হয়। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধি-বিবর্জ্জিত কর্ম্মত্যাগ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয় ॥ ৪১ ॥

সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ সম্যক্‌প্রকারে ত্যাগ। আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্ম্মত্যাগ করিলে পতিত হয়। যেমন নদীর উভয় তীরের এক তীর আশ্রয় করিতে না পারিলে নদীর মধ্যে পতিত হইয়া কুম্ভীরাদি-গ্রস্ত হয়, তেমনই আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্ম্মত্যাগ করিলে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অহঙ্কাররূপ ভীষণ কুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হয় ॥ ৪২ ॥

জাঠরে ভরণে রক্তঃ সংসক্তঃ সঞ্চয়ে তথা।
পরাঙ্মুখঃ স্বাত্মতত্ত্বে স সন্ন্যাসী বিড়ম্বিতঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বকর্ম্মবিরাগেণ সংন্যসেদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
অথবা সংন্যসেৎ কর্ম্ম জন্মহেতুং হি সর্ব্বতঃ ॥ ৪৪ ॥
একং মাং সংশ্রয়েৎ পার্থ সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্।
অহংপদস্য লক্ষ্যং তদহমঃ সাক্ষি নিষ্কলম্ ॥ ৪৫ ॥
স্বাত্মানং ব্রহ্মরূপেণ জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥
দেহাত্মমানিনাং দৃষ্টির্দেহেঽহং-মমশব্দতঃ।
কুবুদ্ধয়ো ন জানন্তি মম ভাবমনাময়ম্ ॥ ৪৭ ॥

উদরপূরণের নিমিত্ত বিশেষ অনুরক্ত, দ্রব্যসঞ্চয়ে আসক্ত, আত্মতত্ত্ব-পরাঙ্মুখ যে সন্ন্যাসী, তাহার সকলই বিড়ম্বনামাত্র ; অতএব বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

আমি এক এবং অবিনাশী সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমাকেই আশ্রয় করিবে। সেই ব্রহ্ম অহংপদের লক্ষ্য ও অহং আদির সাক্ষী, নিষ্কল ও নিষ্ক্রিয় জানিবে। হে অর্জ্জুন! আপনার আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া অহঙ্কারাদি দেহ পর্য্যন্ত অবিদ্যাকৃত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর ॥ ৪৫-৪৬ ॥

'আমি' ও 'আমার' এই শব্দ প্রয়োগ করাতে দেহাত্ম-বুদ্ধি লোকেরা আমার দেহেতে দৃষ্টি করিয়া, আমাকে দেহরূপ জ্ঞান করে, মূঢ় লোকেরা আমার নিত্য-শুদ্ধ নির্ব্বিকার ভাব জানে না ॥ ৪৭ ॥

চৈতন্যং ত্বমহং সর্ব্বং স্বরূপমবলোকয়।
ইতি তে কথিতং তত্ত্বং সর্ব্বসারমনুত্তমম্॥ ৪৮॥

ইত্যধ্যাত্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীবাসুদেবার্জ্জুন-সংবাদে
শান্তিগীতায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

তুমি, আমি এবং সমস্ত পদার্থ চৈতন্যস্বরূপ, বিচার দ্বারা সংঘাতকে পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ অবলোকন কর। এই সর্ব্বোত্তম সমস্তের সারতত্ত্ব তোমাকে বলিলাম॥ ৪৮॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং কর্ত্তব্যং বিদাং কৃষ্ণ কিং নিষিদ্ধং বদস্ব মে।
বিশেষলক্ষণং তেষাং বিস্তরেণ প্রকাশয় ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কর্ত্তব্যং বাপ্যকর্ত্তব্যং নাস্তি তত্ত্ববিদাং সখে।
তেঽকর্ত্তারো ব্রহ্মরূপা নিষেধবিধিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের কি কর্ত্তব্য ও কি নিষিদ্ধ এবং তাঁহাদিগের বিশেষ লক্ষণ কি, তাহা আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক প্রকাশ করুন ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ বলিলেন, হে সখে! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। তাঁহারা বিধিনিষেধবিবর্জ্জিত, অকর্ত্তা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মরূপ হয়েন। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" অধিকারিভেদে অজ্ঞাত-তত্ত্ব সাধকদিগের নিমিত্ত বিধিনিষেধযুক্ত কাম্যকর্ম্ম হইতে নির্ব্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্ম বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত। তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমী ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তাহাদিগের সাধন ও অধিকারের অনুরূপ বিধিনিষেধযুক্ত কর্ম্মসকল বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহারা বেদের অধীনতা স্বীকার করিয়া, স্ব স্ব আশ্রমোচিত বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কালে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। বেদ তাহাদিগের বিধিনিষেধের প্রভু ॥ ২ ॥

বেদঃ প্রভুর্ন বৈ তেষাং নিয়োজননিষেধনে।
স্বয়ং ব্রহ্ম সদানন্দা বিশ্রান্তাঃ পরমাত্মনি ॥ ৩ ॥
ন প্রবৃত্তিনিবৃত্তির্বা শুভে বাপ্যঽশুভে তথা।
ফলং ভোগস্তথাকর্ম্ম নাদেহস্য ভবেৎ ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥
দেহঃ প্রাণো মনো বুদ্ধিশ্চিত্তাহঙ্কারমিন্দ্রিয়ম্।
দৈবঞ্চ বাসনা চেষ্টা তদ্‌যোগাৎ কর্ম্ম সম্ভবেৎ ॥ ৫ ॥
জ্ঞানী সর্ব্বং বিচারেণ নিরস্য জড়বোধতঃ।
স্বরূপে সচ্চিদানন্দে বিশ্রান্তশ্চাদ্বয়স্বতঃ ॥ ৬ ॥

পরন্তু যাঁহারা স্বয়ং ব্রহ্ম সদানন্দরূপ পরমাত্মস্বরূপে বিশ্রাম করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিয়োগ বা নিষেধবিষয়ে বেদের প্রভুতা নাই। ৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞপুরুষদিগের শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই এবং অশুভকর্ম্মে নিবৃত্তি নাই। দেহাভিমানশূন্য অদেহ পুরুষের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলভোগ কখনও হয় না। ৪ ॥

দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, বাসনা, * চেষ্টা ও দৈব, ইহাদিগের সংসর্গে কর্ম্ম হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞপুরুষ বিচার দ্বারা অচেতনবোধে সে সকল নিরাস করিয়া স্বীয় অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপে বিশ্রাম করিয়াছেন ॥ ৫-৬ ॥

---

* "দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা।
বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা বুধৈঃ।
মলিনা জন্মহেতুঃ স্যাচ্ছুদ্ধা জন্মবিনাশিনী।
অজ্ঞান-সুঘনাকারাঽহঙ্কারঘনশালিনী।
পুনর্জন্মকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ।

কর্ম্মলেশো ভবেন্নাস্য নিষ্ক্রিয়াত্মতয়া যতেঃ।
তস্যৈব ফলভোগঃ স্যাদ্‌ যেন কর্ম্ম কৃতং ভবেৎ ॥ ৭॥
শরীরে সতি যৎ কর্ম্ম ভবতীতি প্রপশ্যসি।
অহঙ্কারশ্চ সাভাসঃ কর্ত্তা ভোক্তাত্র কর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥
সাক্ষিণা ভাস্যতে সর্ব্বং জ্ঞানী সাক্ষী স্বয়ম্প্রভঃ।
সঙ্গস্পর্শো ততো ন স্তো ভানুবল্লোককর্ম্মভিঃ ॥ ৯ ॥

এই যতিবরের নিষ্ক্রিয় আত্মাতে কর্ম্মের লেশমাত্র সম্ভব হয় না। যে কর্ম্মের কর্ত্তা হয়, সেই ফলের ভোক্তা হইয়া থাকে, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ। যে সকল কর্ম্ম শরীর সত্ত্বে হয় দেখিতে পাও, সে স্থলেও সাভাস অহঙ্কার কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা হয় এবং সাক্ষী কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে তাহা আরোপিত হয়। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ স্বয়ং স্বপ্রকাশ সাক্ষী কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ ব্যাপক, তাঁহাতে সঙ্গস্পর্শ নাই। যেরূপ সূর্য্যোদয়ে ব্যবহারে প্রবৃত্ত লোক সকলের কর্ম্মসমূহ সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমন মাতৃবধ, পিতৃবধ, চৌর্য্য, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদিজনিত পাপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৭-৯ ॥

পুনর্জ্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্ত্বা স্থিতা সংভৃষ্টবীজবৎ।
দেহার্থে ধ্রিয়তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া শুদ্ধেতি চোচ্যতে ॥"

পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া দৃঢ় ভাবনার সহিত পদার্থের যে প্রাপ্তিবিষয়ে ইচ্ছা, তাহাই বাসনা নামে কীর্ত্তিত হয়। ঐ বাসনা শুদ্ধা এবং মলিনাভেদে দ্বিবিধ। মলিনা বাসনা জীবের জন্মের কারণ এবং শুদ্ধা বাসনা জন্মের বিনাশসাধিনী। ঘোর অজ্ঞান এবং রজস্তমোগুণশালিনী অহঙ্কারযুক্ত যে বাসনা, তাহাকেই পণ্ডিতগণ পুনর্জ্জন্মকরী মলিনবাসনা নামে নির্দ্দেশ করেন। পুনর্জ্জন্মের অঙ্কুররূপ উক্ত মলিনবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভৃষ্ট বীজের ন্যায় যে সংস্থিতি—কেবল দেহধারণ-উপযোগী কার্য্যাদি দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর যে জ্ঞান লাভ

বিচরতি গৃহকার্য্যে ত্যক্তদেহাভিমানে,
বিহরতি জনসঙ্গে লোকযাত্রানুরূপম্ ।
পবনসমবিহারী রাগসঙ্গপ্রমুক্তো,
বিলসতি নিজরূপে তত্ত্ববিদ্ব্যক্তলিঙ্গঃ ॥ ১০ ॥

তত্ত্বজ্ঞপুরুষ দেহাভিমানরহিত হইয়া গৃহকার্য্যে বিচরণ করেন; লোকযাত্রানুরূপ লোক-সঙ্গ বিহার করেন। আসক্তি ও সঙ্গরহিত পবনের ন্যায় তাঁহাদের বিহার। তত্ত্ববিৎ পুরুষ বাহ্যবিষয়ে লোকদৃষ্টিতে শরীরধারী হইয়াও নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বীয় আত্মাতে অবস্থিতি করেন ॥ ১০ ॥

করা, তাহাই শুদ্ধবাসনা বলিয়া কথিত হয়। যোগবাশিষ্ঠে এইরূপ বর্ণিত আছে।

শঙ্করাচার্য্যের উক্তি যথা ;—

লোকানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্ত্তনম্ ।
শাস্ত্রানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥
লোকবাসনয়া জন্তোর্দ্দেহবাসনয়াপি চ ।
শাস্ত্রবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে ॥

স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ে অভিলাষ মলিনবাসনা জানিবে। বিবেক বশতঃ তাহাতে দোষ দর্শন করিয়া তৎসান্নিধ্য ও সঙ্গত্যাগ করিলে তদ্বিপরীত শুদ্ধ বাসনা উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা অন্তঃকরণ হইতে মলিনবাসনা সমূহ সমূলে দূরীভূত হয়। এবম্প্রকারে বাসনাক্ষয় অভ্যাস হইয়া থাকে। যথা—

অনাত্ম-বাসনাজালৈস্তিরোভূতাত্মবাসনা।
নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটম্ ॥
যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মনস্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনা।
নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানামাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্যা ॥
স্বাত্মন্যেব সদা স্থিত্বা মনো নশ্যতি যোগিনঃ।
বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥

লক্ষণং কিন্তে বক্ষ্যামি স্বভাবতো বিলক্ষণঃ।
ভাবাতীতস্য কো ভাবঃ কিমলক্ষ্যস্য লক্ষণম্॥ ১১॥

তুমি তত্ত্ববিৎ পুরুষের বিশেষ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছ। যিনি স্বভাবতঃ বিলক্ষণ, তাঁহার লক্ষণ তোমাকে কি বলিব? উপাধিতেই লক্ষণালক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিরস্ত-উপাধি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কোনই লক্ষণ নাই। তবে যে তটস্থলক্ষণ এবং স্বরূপলক্ষণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল লক্ষ্য-বস্তুকে প্রবোধন করাইবার নিমিত্ত। নতুবা অলক্ষ্যের লক্ষণ ও ভাবাতীতের ভাব কিছুই সম্ভব হয় না॥ ১১॥

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যং বার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্ব্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে॥
সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্দ্বয়ং প্রদহেদ্যতিঃ।
বাসনাবৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ॥
তাভ্যাং প্রবর্দ্ধমানা সা সূতে সংসৃতিমাত্মনঃ।
ত্রয়াণাঞ্চ ক্ষয়োপায়ঃ সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বতঃ সর্ব্বং ব্রহ্মমাত্রাবলোকনৈঃ।
সদ্ভাববাসনা দার্ঢ্যাত্তত্রয়ং লয়মশ্নুতে॥
ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে॥
সদ্বাসনা স্ফূর্ত্তিবিজৃম্ভণে সত্যসৌ বিলীনাপ্যহমাদিবাসনা।
অতি প্রকৃষ্টাপ্যরুণপ্রভায়াং, বিলীয়তে সাধু যথা তমিস্রা॥

অনাত্ম-বাসনা-জালে অর্থাৎ লোকবাসনা, দেহবাসনা ও শাস্ত্রবাসনারূপ সংসারজালে আত্মবাসনা তিরোভূত হইয়া আছে। গুরুর নিকট হইতে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের পদার্থ ও বাক্যার্থ অবগত হইয়া স্বরূপাবগতি দ্বারা নিত্য আত্মনিষ্ঠা হইলে অনাত্মবাসনাজাল নাশ হইবে, তখন আত্মা স্বয়ম্প্রকাশরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ক্রমে ক্রমে যেমন প্রত্যগাত্মাতে মন

বিহরেদ্বিবিধৈর্ভাবৈর্ভাবাভাববিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বাচারানতীতঃ স নানাচারৈশ্চরেদ্‌যতিঃ ॥ ১২ ॥

তিনি পরমার্থ ভাবাভাববিবর্জ্জিত, পরন্তু উপাধি-দৃষ্টিতে নানাভাবে বিচরণ করেন। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পরমার্থতঃ সর্ব্বাচারের অতীত হইয়াও উপাধিদৃষ্টিতে নানাচারে বিচরণ করেন ॥ ১২ ॥

অবস্থিত হইবে, তেমনই বাহ্যবাসনাসমূহ ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হইবে। আত্মাতে সর্ব্বদা স্থিত থাকাতে যোগীদিগের মনোনাশ হইয়া থাকে, তাহাতেই বাসনাক্ষয় হয়, অতএব মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় দ্বারা স্বীয় অধ্যাসকে অপনয়ন কর। বাসনাবৃদ্ধি দ্বারাই কার্য্য হয় এবং কার্য্যবৃদ্ধিতে বাসনার বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পুরুষের পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারনিবৃত্তি হয় না। যতি ব্যক্তি সংসারবন্ধনচ্ছেদনের নিমিত্ত উক্ত বাসনা ও কার্য্যকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিবেন। মানসিক চিন্তা ও বাহ্যক্রিয়া দ্বারা বাসনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। চিন্তা ও ক্রিয়া দ্বারা প্রবর্দ্ধমানা বাসনা জীবের সংসারের কারণ হয়; অতএব সর্ব্বাবস্থাতে সর্ব্বদা বাসনা, চিন্তা ও ক্রিয়া, এই তিনেরই যাহাতে ক্ষয় হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিবে। সকল স্থানে, সকল বিষয়ে, সকল পদার্থে সর্ব্বতোভাবে কেবল ব্রহ্মমাত্র অবলোকন করিয়া সদ্বাসনা দৃঢ়তররূপ অভ্যস্ত হইলে সংসারের কারণ উক্ত মলিনবাসনা, তাহার চিন্তা ও ক্রিয়া, তিনই নাশ প্রাপ্ত হয়। ক্রিয়ানাশ হইলে চিন্তানাশ হয়; তাহাতেই বাসনাক্ষয় হইয়া থাকে, বাসনাক্ষয় হওয়াই মোক্ষ, তাহাকেই জীবন্মুক্তি বলে। সদ্বাসনা উদিত হইলে অহঙ্কারাদি মলিন-বাসনার বিলয় হইয়া যায়;—যেমন অতি প্রখর অরুণ-প্রভায় তমোরাশি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া থাকে। অতএব স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়াদি অনাত্মবস্তুসমূহের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ ও আত্মনিষ্ঠা দ্বারা সদ্বাসনা দৃঢ়ীভূত হইলে, মলিন অসদ্বাসনাসমূহ বিনষ্ট হয়। 'দুঃখ-জন্ম-জরা-দুঃখং দুঃখং মৃত্যুঃ পুনঃ পুনঃ। সংসারমণ্ডলে দুঃখং পচ্যন্তে তত্র জন্তবঃ ॥' মাতৃগর্ভরূপ অন্ধতামিস্র নরকে বাস ও প্রসব-বায়ু দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া জন্মগ্রহণ করা জীবের পক্ষে অতিশয় দুঃখ। জরা-অবস্থায় বলবীর্য্যবিহীন, জীর্ণশীর্ণ-শরীর, পলিতকেশ, গলিতদন্ত, শ্বাসকাসাদি-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পরাধীন অবস্থায় অবস্থান

প্রারব্ধৈর্নীয়তে দেহঃ কঞ্চুকং পবনৈর্যথা।
ভোগে নিযোজ্যতে কালে যথাযোগ্যং শরীরকম্ ॥ ১৩॥

যেমন পবন দ্বারা কঞ্চুক (সর্পত্বক্) বিচালিত হয়, সেই প্রকার প্রারব্ধ কর্ম্মবশে আত্মজ্ঞের শরীর পরিচালিত হয় অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম যথাযোগ্য ভোগকালে শরীরকে নিয়োগ করে ॥ ১৩ ॥

ভয়ানক দুঃখ এবং পুনঃ পুনঃ দারুণ মৃত্যুযন্ত্রণাভোগও ভয়ঙ্কর দুঃখ। এই সংসারমণ্ডল কেবল দুঃখেরই নিলয়। জীবসমূহ সেই দুঃসহ দুঃখানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। প্রগাঢ়রূপে ইহা চিন্তা করিলে সংসারবাসনা নিবৃত্ত হইয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে,—'নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং, সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ। আরূঢ়-যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ ॥' নিঃসঙ্গতাই যতিদিগের একমাত্র মুক্তি-পদলাভের কারণ। সঙ্গ দ্বারা অশেষ প্রকার দোষ সংঘটিত হয়; এমন কি, সঙ্গদোষে যোগারূঢ় ব্যক্তিও অধঃপতিত হইয়া থাকেন, অল্পসিদ্ধি লোকদিগের ত কথাই নাই। ভাগবতে লিখিত আছে যে, 'সঙ্গং ত্যজেন্মিথুনব্রতিনাং মুমুক্ষুঃ, সর্ব্বাত্মনা ন বিসৃজেদ্বহিরিন্দ্রিয়াণি। একশ্চরেদ্রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে, যুঞ্জীত তদ্ব্রতিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ।' মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে মিথুন-ব্রতী অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন এবং সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যবিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিরা নির্জ্জনে অবস্থিতি পূর্ব্বক অনন্ত ঈশ্বরে চিত্ত নিমগ্ন রাখিবেন এবং সাধুসঙ্গরূপ রতিতে মনকে যোজনা করিবেন। 'স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্। ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ।' আত্মাভিলাষী পুরুষ স্ত্রী এবং স্ত্রী-সঙ্গী মানবের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শুভকর স্থানে একাকী আসীন হইয়া আলস্য পরিত্যাগ করিয়া আমাকে চিন্তা করিবেন। অপরঞ্চ,—'যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু মূঢ়ঃ। প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ।' কামিনী, কাঞ্চন, বসন ও আভরণাদি দ্রব্য উপভোগের নিমিত্ত লুব্ধ বিবেকহীন লোকসকল দীপশিখায় দগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রতিকূল বাসনা অর্থাৎ অনাত্মবাসনা এবং মৈত্রীবাসনা, এই দুই প্রকার বাসনাই

নানাবেশধরো যোগী বিমুক্তঃ সর্ব্ববেশতঃ।
ক্বচিদ্ভিক্ষুঃ ক্বচিন্নগ্নো ভোগে মগ্নমনাঃ ক্বচিৎ ॥ ১৪ ॥
শৈলূষসদৃশো বেশৈর্নানারূপধরঃ সদা।
ভিক্ষাচাররতঃ কশ্চিৎ কশ্চিত্তু রাজবৈভবঃ ॥ ১৫ ॥
কশ্চিদ্ভোগরতঃ কামী কশ্চিদ্বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ।
দিব্যবাসাশ্চীরাচ্ছন্নো দিগ্বাসা বদ্ধমেখলঃ ॥ ১৬ ॥

যোগিবর স্বরূপ-দৃষ্টিতে সর্ব্ববেশবিনির্ম্মুক্ত হইয়াও উপাধি-দৃষ্টিতে নানা বেশধারী হয়েন। কখনও ভিক্ষু-বেশধারী, কখন নগ্ন, কখন বা ভাবে মগ্ন থাকেন ॥ ১৪ ॥

বহুরূপীর ন্যায় সর্ব্বদা তিনি নানারূপ ধারণ করেন। কেহ ভিক্ষাচারে, কেহ রাজবিভব-যুক্ত, কেহ কামভোগ-রত, কেহ বৈরাগ্য আশ্রয় করেন। কেহ দিব্য বসনাদিতে বিভূষিত, কেহ চীরবাসধারী, কেহ উলঙ্গ, কেহ বা বদ্ধমেখল, কেহ চন্দনাদি দিব্য সুগন্ধি দ্রব্যাদিতে বিলিপ্তাঙ্গ, কেহ ভস্মবিলিপ্ত-কলেবর। কেহ যুবতী-যান-তাম্বূলাদি-ভোগবিহারী। কেহ উন্মত্তপ্রায়, কেহ পিশাচের তুল্য ; কেহ বা

প্রদর্শিত হইল। জীবন্মুক্তিসুখাভিলাষী পুরুষ সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে মৈত্র্যাদি বাসনা অভ্যাস করিবেন। পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে যে, 'মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যভাবনাতশ্চিত্ত-প্রসাধনম্।' মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারিটিকে মৈত্র্যাদি বাসনা কহে। সুখী প্রাণীদিগকে দেখিয়াই আমিই সুখী, এইরূপ বিবেচনা করাকে মৈত্রী বাসনা বলে। দুঃখী প্রাণীদিগের প্রতি দুঃখপ্রদর্শন করুণা বলিয়া কথিত হয়। পুণ্যশীল পুরুষদিগকে দেখিয়া হৃষ্ট হওয়ার নাম মুদিতা এবং পাপাচারী পুরুষদিগকে উপেক্ষা করার নাম উপেক্ষা। এই মৈত্র্যাদি বাসনার অভ্যাস দ্বারা ক্রমে মাৎসর্য্যাদি বৃত্তিসমূহ নিবৃত্ত হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে।

কশ্চিদ্গন্ধবিলিপ্তাঙ্গঃ কশ্চিদ্ভস্মানুলেপিতঃ।
কশ্চিদ্ভোগবিহারী চ যুবতিযানতাম্বূলৈঃ ॥ ১৭ ॥
কশ্চিদুন্মত্তবদ্বেশঃ পিশাচ ইব বা বনে।
কশ্চিন্মৌনী ভবেৎ পার্থ কশ্চিদ্বক্তাতি তার্কিকঃ ॥ ১৮ ॥
কশ্চিচ্ছুভাশী সৎপাত্রঃ কশ্চিত্তদ্ভাববর্জিতঃ।
কশ্চিদ্গৃহী বনস্থোঽন্যঃ কশ্চিন্মূঢোঽপরঃ সুখী ॥ ১৯ ॥
ইত্যাদিবিবিধৈর্ভাবৈশ্চরতি জ্ঞানিনা ভুবি।
অব্যক্তা ব্যক্তলিঙ্গাশ্চ ভ্রমন্তি ভ্রমবর্জ্জিতাঃ ॥ ২০ ॥
নানাভাবেন বেশেন চরন্তি গতসংশয়াঃ।
ন জ্ঞায়তে তু তান্ দৃষ্ট্বা কিঞ্চিচ্চিহ্নঞ্চ বাহ্যতঃ ॥ ২১ ॥
দেহাত্মবুদ্ধিতো লোকে বাহ্যলক্ষণমীক্ষতে।
অন্তর্ভাবো ন বৈ বেদ্যো বহির্লক্ষণতঃ ক্বচিৎ ॥ ২২ ॥

বনবাসী হয়েন। কেহ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাবে স্থিত, কেহ অতিবক্তা, তার্কিক, কেহ অতি সৎপাত্র শুভাশীর্যুক্ত, কেহ বা তাহার বিপরীত। কেহ গৃহস্থ, কেহ বানপ্রস্থ, কেহ মূঢ়বৎ, কেহ পণ্ডিত। এইরূপ বিবিধভাবে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পৃথিবীতে বিচরণ করেন। স্বরূপতঃ অব্যক্ত হইয়াও লোক-দৃষ্টিতে ব্যক্তরূপ দেহাদি উপাধিধারীর ন্যায় ভ্রমবর্জ্জিত হইয়া ভ্রমণ করেন। বিগতসংশয় পুরুষ নানাভাবে ও বেশে বিচরণ করেন। বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া তাঁহাদিগকে কখন জানিতে পারা যায় না ॥ ১৫-২১ ॥

দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ লোক বাহ্যলক্ষণই দৃষ্টি করিয়া থাকে, পরন্তু বাহ্যলক্ষণের দ্বারা কখন অন্তর্ভাব জানা যায় না ॥ ২২ ॥

যো জানাতি স জানাতি নান্যে বাদরতা জনাঃ।
শাস্ত্রারণ্যে ভ্রমন্তে তে ন তেষাং নিষ্কৃতিঃ ক্বচিৎ ॥ ২৩ ॥
দুষ্প্রাপতত্ত্বং বহুসাধনেন, লভ্যং পরং জন্মশতেন চৈব।
ভাগ্যং যদি স্যাচ্ছুভসঞ্চয়েন, পুণ্যেন চাচার্য্যকৃপাবশেন ॥২৪॥
যদি সর্ব্বং পরিত্যজ্য ময়ি ভক্তি-পরায়ণঃ।
সাধয়েদেকচিত্তেন সাধনানি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৫ ॥
বিধায় কর্ম্ম নিষ্কামং মৎপ্রীতি-লাভ-মানসঃ।
ময়ি কৃত্বার্পণং সর্ব্বং চিত্তশুদ্ধিরবাপ্যতে ॥ ২৬ ॥
ততো বিবেক-সম্প্রাপ্তঃ সাধনানি সমাচরেৎ।
আত্মবাসনয়া যুক্তো বুভুৎসুর্ব্যগ্রমানসঃ ॥ ২৭ ॥

যে জানিয়াছে, সেই জানিয়াছে; তার্কিক লোকেরা কখনও জানিতে পারেন না। তাঁহারা শাস্ত্ররূপ অরণ্যে নিয়ত ভ্রমণ করেন, কখনও তাঁহাদিগের নিষ্কৃতি নাই ॥ ২৩ ॥

এই তত্ত্ব অতি দুষ্প্রাপ্য। বহুবিধ সাধনের দ্বারা শত শত জন্মান্তরে যদি শুভকর্ম্ম ও সঞ্চিত পুণ্যফলে ভাগ্যোদয় হয়, তাহা হইলে গুরুর কৃপায় এই তত্ত্বলাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, আমাতে ভক্তিপরায়ণ হইয়া, একাগ্রচিত্তে পুনঃ পুনঃ সাধন-সমূহের অনুষ্ঠান করে ও আমার প্রীতিমানসে বিধিপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া আমাতে সমস্ত অর্পণ করে, তাহা হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় ॥ ২৫-২৬ ॥

চিত্তশুদ্ধি হইলে বিবেকের উদয় হয়। বিবেকোদয় হইলে, অন্যান্য সাধনসমূহের যথাবিহিত সম্যক্‌রূপ আচরণ দ্বারা সাধন সুসম্পন্ন হইলে, আত্মবাসনা উদয় হয়। তখন আপনাকে জানিবার ইচ্ছায়

সংশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুং প্রাজ্ঞং দম্ভাদিদোষবর্জ্জিতঃ।
গুরুসেবারতো নিত্যং তোষয়েদ্‌গুরুমীশ্বরম্।
তত্ত্বাতীতো ভবেত্তত্ত্বং লব্ধ্বা গুরুপ্রসাদতঃ ॥ ২৮ ॥
গুরৌ প্রসন্নে পরতত্ত্বলাভস্ততঃ কৃতার্থো ভববন্ধমুক্তঃ।
বিমুক্তসঙ্গঃ পরমাত্মরূপো,
ন সংসরেৎ সোঽপি পুনর্ভবাব্ধৌ ॥ ২৯ ॥
জ্ঞানী কশ্চিদ্বিরক্তঃ প্রবিরতবিষয়স্ত্যক্তভোগো নিরাশঃ,
কশ্চিদ্ভোগী প্রসিদ্ধো বিচরতি বিষয়ে ভোগরাগপ্রসক্তঃ।
প্রারব্ধস্তত্র হেতুর্জনয়তি বিবিধা বাসনাঃ কর্ম্মযোগাৎ।
প্রারব্ধে যস্য ভোগঃ স যততি বিভবে ভোগহীনো বিরক্তঃ॥৩০॥

উদ্বিগ্ন-মানস ও দম্ভাদি-দোষ-বর্জ্জিত হইয়া সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবে। পরে গুরু-সেবাতে নিরত হইয়া, ঈশ্বরবুদ্ধিতে নিয়ত গুরুকে তুষ্ট করিবে। এই প্রকার করিলে একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপাতে তত্ত্বলাভ করিয়া তত্ত্বাতীত হওয়া যায় ॥ ২৭-২৮ ॥

গুরু প্রসন্ন হইলে পরমতত্ত্বলাভ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হয়। গুরু প্রসন্ন হইলে তাঁহার মুখ হইতে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের পদার্থ ও বাক্যার্থ অবগত হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদিসাধন দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধরূপ পরমতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হয়। বিমুক্ত-সঙ্গ পুরুষ পরমাত্মস্বরূপ, তাঁহার সংসার-সমুদ্রে আর সংসরণ হয় না অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার হইতে তিনি নিবৃত্তি লাভ করেন ॥ ২৯ ॥

কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বিরক্ত, বিষয়ভোগ-বিরত, ভোগত্যাগী এবং

প্রারব্ধাদ্বাসনা চেচ্ছা প্রবৃত্তির্জায়তে নৃণাম্।
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা প্রভুত্বং তস্য সর্ব্বতঃ ॥ ৩১ ॥
ভোগো জ্ঞানং ভবেদ্দেহে একেনারব্ধকর্ম্মণা।
প্রারব্ধং ভোগদং লোকে দত্ত্বা ভোগং বিনশ্যতি ॥ ৩২ ॥
প্রারব্ধং লক্ষ্যসম্পন্নে ঘটবজ্‌জ্ঞানজন্মতঃ।
শেষস্তিষ্ঠেৎ সমুৎপন্নে ঘটে চক্রস্য বেগবৎ ॥ ৩৩ ॥

আশাশূন্য হয়েন। কেহ বা ভোগী, ভোগে অনুরক্ত ও আসক্ত হইয়া বিষয়ে বিচরণ করেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ভাববিষয়ে প্রারব্ধই হেতু। এই প্রারব্ধ কর্ম্মই বিবিধ বাসনা উৎপাদন করে। যাহার ভোগের প্রারব্ধ, সে বিভবে যত্ন করে ও বিষয়ভোগে অনুরক্ত হয় আর যাহার ভোগহীন প্রারব্ধ, সে বিরক্ত অর্থাৎ বিষয়ভোগ-ত্যাগী হয় ॥ ৩০ ॥

প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা মানবগণের বাসনা, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জন্মে। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রারব্ধেরই প্রভুত্ব ॥ ৩১ ॥

শরীরের ভোগ ও জ্ঞান উভয়ই এক প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে। লোকে ভোগদাতা প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ দান করিয়া শরীরের সহিত বিনষ্ট হয়। জ্ঞানোৎপাদক প্রারব্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও শরীরের ভোগ ও জ্ঞান উভয়ই এক প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল; সুতরাং জ্ঞান উৎপন্ন হইলে শরীর যত দিন বর্ত্তমান থাকে, ভোগদাতা প্রারব্ধ তত দিন শরীরকে ভোগ প্রদান করে। যেরূপ শরাসন হইতে নির্মুক্ত শর লক্ষ্যকে ভেদ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ ভোগ ও জ্ঞান উভয় উদ্দেশে আরব্ধ কর্ম্ম, উভয়কে সম্পাদন না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।

প্রারব্ধং বিদুষাং পার্থ জ্ঞানোত্তরমৃষাত্মকম্।
কর্ত্তুং নাতিশয়ং কিঞ্চিৎ প্রারব্ধং জ্ঞানিনাং ক্ষমম্॥ ৩৪॥
তদ্দেহারম্ভিকা শক্তির্ভোগদানায় দেহিনাম্।
দত্ত্বাজ্জ্ঞানোত্তরং ভোগং দেহাভাসং বিধায় তৎ॥ ৩৫॥

যেরূপ ঘট-নির্ম্মাণ উদ্দেশে বিঘূর্ণিত চক্র ঘটকে নির্ম্মাণ করিয়াও কিয়ৎকাল বেগবান্ থাকে, তদ্রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও শরীরের ভোগ-শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপাদক প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগদাতৃত্ব-বেগ নিবারিত হয় না॥ ৩২-৩৩॥

হে পার্থ! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের প্রারব্ধ তত্ত্বজ্ঞানের পর কেবল মিথ্যারূপ থাকে; কারণ, শরীরাদি মিথ্যারূপে নিরস্ত হইলে, তাহার প্রারব্ধও মিথ্যারূপে নিরস্ত হয়। সেই প্রারব্ধ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের কিছুমাত্র অতিশয় করিতে পারে না। জগতের সত্যত্ববোধে যে প্রকার অজ্ঞাততত্ত্ব পুরুষ সুখ-দুঃখাদি ভোগ জন্য বিমোহিত হয়, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জগৎকে অসত্য বলিয়া জানেন, সুতরাং শরীর ও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ সমুদয় মিথ্যা জানিয়া তদ্রূপ বিমোহিত হন না। প্রারব্ধের শরীর উৎপন্ন করিবার শক্তি, তত্ত্বজ্ঞানের পর দেহীদিগের ভোগপ্রদানের নিমিত্ত আভাসরূপ দেহ নির্ম্মাণ করিয়া ভোগ প্রদান করে। অতএব প্রারব্ধ-কল্পিত আভাস দেহেই ভোগ হইতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞ মুক্ত পুরুষ জ্ঞানোৎপত্তিকালেই স্বীয় অসঙ্গ ও নিত্যমুক্তস্বরূপে অবস্থিত থাকেন; সুতরাং তিনি ভোগবর্জ্জিত অর্থাৎ প্রারব্ধবশে

আভাসশরীরে ভোগো ভবেৎ প্রারব্ধকল্পিতে।
মুক্তো জ্ঞানদশায়াস্তু তত্ত্বজ্ঞো ভোগবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥

ইত্যধ্যাত্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীবাসুদেবার্জ্জুনসংবাদে শান্তিগীতায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

বিষয় ভোগ করিলেও তদ্দ্বারা তাঁহার সংস্কার উৎপন্ন হয় না ॥ ৩৪-৩৬ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

সারং তত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ সখেঽর্জ্জুন।
অতিগুহ্যং মহৎপুণ্যং যৎ শ্রুত্বা মুচ্যতে নরঃ ॥ ১ ॥

পূর্ণং চৈতন্যমেকং সত্ততোঽন্যন্ন হি কিঞ্চন।
ন মায়া নেশ্বরো জীবো দেশঃ কালশ্চরাচরম্ ॥ ২ ॥

ন ত্বং নাহং ন বা পৃথ্বী নেমে লোকা ভুবাদয়ঃ।
কিঞ্চিন্নাস্ত্যপি লেশেন নাস্তি নাস্তীতি নিশ্চিনু ॥ ৩ ॥

কেবলং ব্রহ্মমাত্রং সন্নাস্ত্যদস্তীতি ভাবয়।
পশ্যসি স্বপ্নবৎ সর্ব্বং বিবর্ত্তং চেতনে খলু ॥ ৪ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে সখে অর্জ্জুন! যাহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই অতি গুহ্যতম মহৎপুণ্যকর সারতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

এক, অদ্বিতীয়, পরিপূর্ণ, সদ্রূপ, চৈতন্যমাত্র আছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ।" 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। মায়া, ঈশ্বর, জীব, দেশ, কাল, চরাচর কিছুই নাই ॥ ২ ॥

তুমিও নাই, আমিও নাই, পৃথিবীও নাই, ভুবাদি লোক সকলও নাই, অধিক কি, কোন বস্তুর লেশমাত্র সত্তা নাই, ইহা নিশ্চয় কর ॥ ৩ ॥

কেবল এক সদ্রূপ ব্রহ্মমাত্র আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, ইহা অবধারণ কর। সেই সদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্যে বিবর্ত্তরূপ নামরূপাত্মক এই দৃশ্য বিশ্বসংসার স্বপ্নতুল্য দেখিতেছি ॥ ৪ ॥

বিষয়ং দেশকালাদি ভোক্তৃজ্ঞাতৃক্রিয়াদিকম্।
মিথ্যা তৎ স্বপ্নবদ্ভানং ন কিঞ্চন্নাপি কিঞ্চন ॥ ৫ ॥
তৎ সত্বং সততং প্রকাশমমলং সংসারধারাবহং,
নান্যৎ কিঞ্চ তরঙ্গফেনসলিলং সত্তৈব বিশ্বং তথা।
দৃশ্যং স্বপ্নসমং ন চাস্তি বিততং মায়াময়ং দৃশ্যতে,
চৈতন্যং বিষয়ো বিভাতি বহুধা ব্রহ্মাদিকং মায়য়া ॥ ৬ ॥

দেশকালাদি বিষয় এবং ভোক্তা, জ্ঞাতা, ক্রিয়াদি সমূহ স্বপ্নবৎ মিথ্যা আভাত হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে ইহারা কিছুই নয় ॥ ৫ ॥

যাহা নির্ম্মল, নিত্য, প্রকাশস্বরূপ, তাহাই সত্তা। ধারাবাহিক অসৎ, ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন তাহার পৃথক্ সত্তা নাই। যেরূপ জলের সত্তাতেই নামরূপাত্মক তরঙ্গ, ফেন, বুদবুদাদির সত্তা, তাহাদিগের পৃথক্ সত্তা নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মসত্তাতেই নামরূপাত্মক জগতের সত্তা, তাহার আর পৃথক সত্তা নাই। মায়াকল্পিত নামরূপাত্মক সমস্ত দৃশ্য পদার্থ মিথ্যা স্বপ্নকল্পিত পদার্থের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক ইহার সত্তা নাই। একমাত্র সদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্যই বিচিত্র মায়াশক্তির প্রভাবে বিবর্ত্তরূপে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়াকারে প্রকাশ পাইতেছেন। বাস্তবিক নামরূপকল্পিত এই সংসার মিথ্যা, একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য। সুসূক্ষ্ম-বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিলে নাম কেবল বাগিন্দ্রিয়-উচ্চারিত একটি শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং রূপ কল্পিত মনোবিকারমাত্র। যে প্রকার এক সুবর্ণ বলয়, কিরীট ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পায়, সুবর্ণ ভিন্ন উহারা অন্য বস্তু নহে; বলয়, হার, কিরীট ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন যাহা দেখা যায়, তাহাদের নাম কল্পিত শব্দ ও রূপ কল্পিত মনোবিকারমাত্র; বলয়, কিরীট হইতে

বিশ্বং দৃশ্যমসত্যমেতদখিলং মায়াবিলাসাস্পদং,
আত্মাঽজ্ঞাননিদানভানমনৃতং সদ্বচ্চ মোহালয়ম্।
বাধ্যং নাশ্যমচিন্ত্যচিত্ররচিতং স্বপ্নোপমং তদ্ধ্রুবং,
আস্থাং তত্র জহি স্বদুঃখনিলয়ে রজ্জ্বাং ভুজঙ্গোপমে॥ ৭ ॥

নামরূপ পৃথক করিলে সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, অতএব সুবর্ণ একমাত্র সত্য, নামরূপাত্মক বলয়, কিরীট ইত্যাদি কল্পিত, সুতরাং মিথ্যা ; সেই প্রকার নামরূপাত্মক জগৎ কল্পিত, সুতরাং মিথ্যা, একমাত্র সকলের অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য॥ ৬ ॥

নামরূপাত্মক দৃশ্য এই নিখিল বিশ্ব-সংসার অসত্য, মায়াবিলাসের সামগ্রী। আত্মার অজ্ঞানই ইহার একমাত্র কারণ। যে প্রকার রজ্জুর অজ্ঞান বশতঃ উহাতে মিথ্যা সর্পের ভান হয় এবং ঐ মিথ্যাসর্প ভয়-দুঃখের কারণ হয় ; সেই প্রকার আত্মার অজ্ঞান-নিবন্ধন এই নামরূপাত্মক সমস্ত জগৎ মিথ্যা হইয়াও মোহাচ্ছন্নতা বশতঃ সত্যের ন্যায় আভাত হওয়াতে জীবের ভয়-দুঃখাদির কারণ হয়। সেই কল্পিত সর্প বাধিত হইলে অর্থাৎ বিচার দ্বারা অধিষ্ঠান-রজ্জুতত্ত্ব অবগত হইলে সর্পজ্ঞান নিবারিত হয়, তখন সেই মিথ্যা সর্পের যেরূপ অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ বিচার দ্বারা কার্য্যরূপ নামরূপাত্মক দৃশ্য জগৎ হইতে কারণরূপ অজ্ঞান পর্য্যন্ত বাধিত হইয়া অধিষ্ঠান সদ্রূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যের তত্ত্ব অবগত হইলে মিথ্যা জগতের অস্তিত্ব থাকে না, অতএব অচিন্ত্যরচনারূপ এই বিশ্বসংসার স্বদুঃখের আস্পদ, স্বপ্ন-তুল্য মিথ্যা, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তাহাতে আস্থা পরিত্যাগ কর॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

নির্গুণং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং বিনিষ্ক্রিয়ম্।
জগৎসৃষ্টিঃ কথং তস্মাদ্ভবতি তদ্বদস্ব মে ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সৃষ্টির্নাস্তি জগন্নাস্তি জীবো নাস্তি তথেশ্বরঃ।
মায়য়া দৃশ্যতে সর্ব্বং ভাস্যতে ব্রহ্মসত্তয়া ॥ ৯ ॥
যথা স্তিমিতগম্ভীর জলরাশৌ মহার্ণবে।
সমীরণবশাদ্বীচির্ন বস্তু সলিলেতরৎ ১০ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! পরব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয়; তাঁহা হইতে জগৎসৃষ্টি কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৮ ॥

ভগবান্ বলিলেন, সৃষ্টি নাই, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বর নাই। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপবিশিষ্ট সমস্ত পদার্থ মায়া দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে ও ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। যে প্রকার স্তিমিত গম্ভীর জলরাশি মহাসমুদ্রে সমীরণ-সংযোগে নামরূপবিশিষ্ট তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদাদি উত্থিত হয়, তাহা জল ভিন্ন অন্য বস্তু নহে, সেই প্রকার অধিষ্ঠান পূর্ণব্রহ্ম চৈতন্যে মায়াপ্রভাবে নামরূপাত্মক এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ব্রহ্ম ভিন্ন ইহা অন্য বস্তু নহে। অর্থাৎ মায়াশক্তির প্রভাবে সেই অধিষ্ঠান পূর্ণব্রহ্ম চৈতন্য নামরূপবিশিষ্ট বিশ্বাকারে প্রকাশ পাইতেছেন। যে প্রকার মহাসমুদ্রে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদাদি উদ্গত হইয়া তাহাতেই স্থিত ও পশ্চাৎ তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদাদি নামরূপ দ্বারা কল্পিত ও

তথা হি পূর্ণচৈতন্যে মায়য়া দৃশ্যতে জগৎ।
ন তরঙ্গো জলাদ্ভিন্নো ব্রহ্মণোঽন্যজ্জগন্ন হি ॥ ১১ ॥

চৈতন্যং বিশ্বরূপেণ ভাসতে মায়য়া তথা।
কিঞ্চিদ্ভবতি নো সত্যং স্বপ্নকর্ম্মেব নিদ্রয়া ॥ ১২ ॥

যাবন্নিদ্রা শ্বতং তাবৎ তথাঽজ্ঞানাদিদং জগৎ।
ন মায়া কুরুতে কিঞ্চিন্মায়াবী ন করোত্যণু।
ইন্দ্রজালসমং সর্ব্বং বদ্ধদৃষ্টিঃ প্রপশ্যতি ॥ ১৩ ॥

মিথ্যা হইলেও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যেমন তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদাদি হইতে কল্পিত নামরূপ বিযুক্ত হইলে কেবল জলমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, তেমন এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড হইতে কল্পিত নামরূপ বিযুক্ত হইলে কেবল একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ৯-১১ ॥

যেরূপ নিদ্রাবস্থাতে দৃষ্টপ্রাতিভাসিক স্বপ্নকার্য্য সমূহ কিঞ্চিন্মাত্র সত্য না হইলেও, যে পর্য্যন্ত নিদ্রাভঙ্গ না হয়, তাবৎকালেই তাহা সত্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান অবস্থাতে দৃষ্ট এই স্বপ্নতুল্য প্রাতিভাসিক জগৎ কিঞ্চিন্মাত্র সত্য না হইলেও যাবৎ অজ্ঞানের নাশ না হয়, তাবৎ সত্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকল যে প্রকার অযথার্থ বলিয়া বিবেচনা হয় ন', তখন যেরূপ দেখে, তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার অজ্ঞানরূপ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নতুল্য এই ব্যবহারিক জগতের যথার্থতা ও অযথার্থতা বিষয়ে কিছুই বিবেচনা হয় না, যেরূপ দেখে, তাহাই সত্য বোধ হয়। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নাবস্থার ব্যাপার সমূহ যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা বোধ হয়, সুতরাং তাহার শুভাশুভ জন্য কেহ হর্ষ বা শোকদুঃখাদিতে বিকল হয় না, তেমন

অজ্ঞানজনবোধার্থং বাহ্যদৃষ্ট্যা শ্রুতীরিতম্।
বালানাং প্রীতয়ে যদ্বদ্ধাত্রী জল্পতি কল্পিতম্।
তৎপ্রকারং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কুন্তিনন্দন ॥ ১৪ ॥

অজ্ঞানরূপ নিদ্রাভঙ্গে অর্থাৎ অজ্ঞাননাশে প্রবোধ প্রাপ্ত হইলে, এই স্বপ্ন-তুল্য জগৎও মিথ্যা বোধ হয় এবং সেই প্রবুদ্ধ পুরুষ জগদ্ব্যাপারের শুভাশুভ জন্য হর্ষ বা শোকদুঃখাদিতে বিমোহিত হয়েন না। যাহার কারণ মিথ্যা, সেই কার্য্য কখনও সত্য হইতে পারে না। যেরূপ শুক্তিকায় কল্পিত মিথ্যা রৌপ্য হইতে বলয়-কঙ্কণাদি নির্ম্মিত হওয়া কখনই সম্ভব হইতে পারে না, তদ্রূপ মিথ্যা উপাদান মায়া হইতে জীব, ঈশ্বর ও জগতের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। যে প্রকার অধিষ্ঠান শুক্তি ভিন্ন কল্পিত রজত ও তৎকার্য্য বলয়-কঙ্কণাদি সমস্তই মিথ্যা, সেই প্রকার অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন কল্পিত মায়া ও তৎকার্য্য জীব, ঈশ্বর ও জগৎ ইত্যাদি সমস্ত মিথ্যা। মিথ্যা মায়াতে কর্ত্তৃত্ব নাই, অতএব মায়া কিছুই করে না এবং সেই মিথ্যা মায়া-উপাধিবিশিষ্ট মায়াবীও অণুমাত্র কিছুই করেন না। লোক সকল ইন্দ্রজালের ন্যায় বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সমস্ত ব্যাপার সত্যের ন্যায় দেখে ॥ ১২-১৩ ॥

অজ্ঞানী জনগণকে অধিষ্ঠান নিষ্প্রপঞ্চ এক এবং অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে বোধ করাইবার নিমিত্ত শ্রুতিতে অধ্যারোপসৃষ্টি-প্রকরণ ও তাহার অপবাদ কথিত হইয়াছে। অধ্যারোপসৃষ্টিপ্রকরণ দ্বারা নিষ্প্রপঞ্চ এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রপঞ্চিত করিয়া অপবাদ দ্বারা তাঁহার নিষ্প্রপঞ্চত্ব প্রতিপাদান করা হইয়াছে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান এক অদ্বিতীয়

চৈতন্যে বিমলে পূর্ণে কস্মিন্ দেশেঽণুমাত্রকম্।
অজ্ঞানমুদিতং সত্তাং চৈতন্যস্ফূর্ত্তিমাশ্রিতম্ ॥ ১৫ ॥
তদজ্ঞানং পরিণতং স্বস্যৈব শক্তিভেদতঃ।
মায়ারূপা ভবেদেকা চাবিদ্যারূপিণীতরা ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বপ্রধানমায়ায়াং চিদাভাসো বিভাসিতঃ।
চিদধ্যাসাচ্চিদাভাস ঈশ্বরোঽভূৎ স্বমায়য়া ॥ ১৭ ॥
মায়াবৃত্ত্যা ভবেদীশঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিমান্।
ইচ্ছাদিসর্ব্বকর্ত্তৃত্বং মায়াবৃত্ত্যা তথেশ্বরে ॥ ১৮ ॥

সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সত্যত্ব ও মায়াকল্পিত সৃষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতিসমূহের অভিপ্রায়, সুতরাং তাহারই এই স্থানে প্রয়োজন। তবে অজ্ঞানী জনগণের বোধের জন্য শ্রুতি বাহ্যদৃষ্টিতে জগৎসৃষ্টির বিষয় এইরূপ কহিয়াছেন, যেমন বালকগণের প্রীতির জন্য ধাত্রী কল্পনা করিয়া গল্প বলে, সেইরূপ বিচারশূন্য অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বালকের নিকট কল্পিত আখ্যায়িকার ন্যায় এই সংসার-রচনারূপ আখ্যায়িকাও সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়। হে কুন্তী-নন্দন, বালকের নিকট কল্পিত আখ্যায়িকার ন্যায় অজ্ঞানীদের প্রতি অধ্যারোপশ্রুতি যে প্রকার জগৎসৃষ্টির আখ্যায়িকা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥

বিমল পূর্ণ চৈতন্যের কোন এক দেশে চৈতন্যের সত্তা স্ফূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া অণুমাত্র অজ্ঞান উদিত হয়। সেই অজ্ঞান স্বীয় গুণ ও শক্তিভেদে পরিণত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একের নাম মায়া ও দ্বিতীয়ের নাম অবিদ্যা। শুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞান মায়া ও মলিন সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞান অবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। শুদ্ধ

ততঃ সঙ্কল্পবানীশস্তদ্‌বৃত্ত্যা স্বেচ্ছয়া স্বতঃ।
বহুঃ স্যাম্যহমেবৈকঃ সঙ্কল্পোঽস্য সমুত্থিতঃ ॥ ১৯ ॥
মায়ায়া উদ্গতঃ কালো মহাকাল ইতি স্মৃতঃ।
কালশক্তির্মহাকালী চাদ্যা সদ্যঃসমুদ্ভবাৎ ॥ ২০ ॥
কালেন জায়তে সর্ব্বং কালে চ পরিতিষ্ঠতি।
কালে বিলয়মাপ্নোতি সর্ব্বে কালবশানুগাঃ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বব্যাপী মহাকালো নিরাকারো নিরাময়ঃ।
উপাধিযোগতঃ কালো নানাভাবেন ভাসতে ॥ ২২ ॥

সত্ত্বগুণপ্রধান হেতু মায়াতে যে চৈতন্যের আভাস ভাসিত হয়, সেই চিদাভাসে চৈতন্যের অধ্যাস হওয়াতে চিদাভাসযুক্ত মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর শব্দে উক্ত হয়েন। সেই মায়া উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বর মায়াবৃত্তিরূপ মননী শক্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও ইচ্ছাদি সর্ব্বকর্তৃত্বগুণবিশিষ্ট হয়েন। তখন তিনি স্বেচ্ছা বশতঃ সঙ্কল্পবান্ হওয়াতে "একোঽহং বহু স্যাং" এক আমি অনেক হইব, এই সঙ্কল্প তাঁহাতে উদিত হয়। সঙ্কল্প উদয় হইবামাত্র যুগপৎ তিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। ক্রমসৃষ্টি অনুসারে মায়াশক্তি হইতে মহাকাল নামে কাল উৎপন্ন হইল, মহাকালের শক্তি মহাকালী, তিনি প্রথমে উৎপন্না হয়েন। এই কারণে আদ্যাশক্তি বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ১৫-২০ ॥

কালে সমস্ত উৎপন্ন হয়, কালে স্থিতি করে এবং কালেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, সকলই কালের বশ ॥ ২১ ॥

সেই মহাকাল সর্ব্বাধিষ্ঠান সত্তামাত্ররূপে সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ও নিরাময়, সেই মহাকাল উপাধিযোগে নানাভাবে ভাসিত হইয়া থাকেন ॥২২॥

নিমেষাদির্যুগঃ কল্পঃ সর্ব্বং তস্মিন্ প্রকল্পিতম্।
কালতোঽভূন্মহত্তত্ত্বং মহত্তত্ত্বাদহঙ্কৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
ত্রিবিধঃ সোঽপ্যহঙ্কারঃ সত্ত্বাদিগুণভেদতঃ।
অহঙ্কারাত্তবেৎ সূক্ষ্মতন্মাত্রাণ্যপি পঞ্চ বৈ ॥ ২৪ ॥
সূক্ষ্মাণি পঞ্চভূতানি স্থূলানি ব্যাকৃতানি তু।
সত্ত্বাংশাৎ সূক্ষ্মভূতানাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
অন্তঃকরণমেকং তৎ সমষ্টিগুণসম্ভবতঃ ॥ ২৫ ॥

নিমেষ, পল, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, যাম, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, অব্দ, যুগ, কল্প ইত্যাদি সকলই তাঁহাতে কল্পিত হয়। কাল হইতে মহত্তত্ত্ব এবং মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় ॥ ২৩ ॥

সেই অহঙ্কার সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণভেদে তিন প্রকার। সত্ত্বগুণ-প্রধান অহঙ্কার শান্তবৃত্তিরূপ, রজোগুণপ্রধান ঘোরবৃত্তিরূপ ও তমোগুণপ্রধান মূঢ়বৃত্তিরূপ হয়। সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম সকল বৃত্তিতে সমভাবে প্রকাশ পান না। স্বচ্ছতা হেতু শান্তবৃত্তিতে তাঁহার সত্তা চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত থাকে। মালিন্য বশতঃ ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে কেবল সত্তা ও চৈতন্যস্বরূপমাত্র প্রকাশিত হয়, উহাতে আনন্দরূপ প্রতিভাত হয় না। যেমন নির্ম্মল জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র স্পষ্ট দৃষ্ট হয় ও অপরিষ্কৃত পঙ্কিল জলে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় মাত্র, সেইরূপ এই অহঙ্কার হইতে শব্দমাত্রাত্মক আকাশ, স্পর্শমাত্রাত্মক বায়ু, রূপমাত্রাত্মক তেজ, রসমাত্রাত্মক জল ও গন্ধমাত্রাত্মক পৃথিবী, এই পঞ্চ সূক্ষ্ম তন্মাত্রের উৎপত্তি হয় ॥ ২৪ ॥

সত্ত্ব, রজ, তম, ত্রিগুণাত্মক এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের তামসাংশ পঞ্চীকৃত হইয়া আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, এই পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি রজসঃ প্রত্যেকং ভূতপঞ্চকাৎ।
পঞ্চবৃত্তিময়ঃ প্রাণঃ সমষ্টিঃ পঞ্চরাজসৈঃ ॥ ২৬ ॥

হয়। ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মভূত হইতে সূক্ষ্মসৃষ্টি ও স্থূলভূত হইতে স্থূলসৃষ্টি হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে এক এক জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে স্পর্শ, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনা ও পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল এবং সমস্ত সূক্ষ্মভূতের সত্ত্বাংশ হইতে এক অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইল। তাহা বৃত্তিভেদে চারি প্রকার;—সঙ্কল্পাত্মক মনোবৃত্তি, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিবৃত্তি, অনুসন্ধানাত্মক চিত্তবৃত্তি ও অভিমানাত্মক অহঙ্কারবৃত্তি ॥ ২৫ ॥

আর প্রত্যেক সূক্ষ্মভূতের রজ-অংশ হইতে এক এক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল; যথা—আকাশের রজোঽংশ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজোঽংশ হইতে হস্ত, তেজের রজোঽংশ হইতে পদ, জলের রজোঽংশ হইতে উপস্থ ও পৃথিবীর রজোঽংশ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয়, এই প্রকার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল এবং সমস্ত পঞ্চভূতের রজোঽংশ হইতে এক প্রাণের উৎপত্তি হইল। এই প্রাণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার। হৃদয়স্থিত প্রাণের ধর্ম্ম উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাস, গুহ্যদেশস্থিত অপানের ধর্ম্ম মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ, কণ্ঠস্থ উদানের কার্য্য ভক্ষ্য অন্ন-পানাদি গলাধঃকরণ ও বমন, হিক্কা, উদ্গিরণ, নাভিস্থ সমান বায়ুর কার্য্য ভুক্ত অন্ন-পানাদির পরিপাক করিয়া তাহার সার ও অসার ভাগ বিভাগকরণ এবং সর্ব্বশরীরবর্ত্তী ব্যান বায়ুর কার্য্য সকল স্থানের উপযোগী রসাদির সঞ্চালন দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন ॥ ২৬ ॥

পঞ্চীকৃতং তামসাংশং তৎপঞ্চস্থূলতাং গতম্।
স্থূলভূতাং স্থূলসৃষ্টির্ব্রহ্মাণ্ডশরীরাদিকম্ ॥ ২৭ ॥
মায়োপাদির্ভবেদীশশ্চাবিদ্যা জীবকারণম্।
শুদ্ধসত্ত্বাধিকা মায়া চাবিদ্যা সা তমোময়ী ॥ ২৮ ॥
মলিনসত্ত্বপ্রধানা হ্যবিদ্যাবরণাত্মিকা।
চিদাভাসস্তত্র জীবঃ স্বল্পজ্ঞশ্চাপি তদ্বশঃ।
চৈতন্যে কল্পিতং সর্ব্বং বুদ্বুদ ইব বারিণি ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের তামসাংশ পঞ্চীকৃত হইয়া পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে স্থূলসৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তর্বর্ত্তী চতুর্দ্দশ লোক ও ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়। ওষধিসমূহ হইতে অন্ন এবং পিতৃমাতৃভুক্ত অন্নের পরিমাণরূপ রেতোরক্ত দ্বারা বা অন্নরসের অন্যপ্রকার বিকৃতি দ্বারা স্থূলশরীরসমূহের উৎপত্তি হয় * ॥ ২৭ ॥

মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অবিদ্যোপহিত চৈতন্য জীব নামে কথিত হয়। মায়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধানা। অবিদ্যা তমোময়ী মলিন সত্ত্বগুণপ্রধানা। শুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধানা মায়াতে আবরণ নাই, সেই হেতু মায়োপহিত ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন। অবিদ্যাতে মলিন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বশতঃ তদুপহিত চৈতন্য স্বল্পজ্ঞ শক্তিমান্ জীব নামে কথিত হয়। জলে বুদ্বুদের ন্যায় অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যে সমস্ত কল্পিত হইয়াছে ॥ ২৮-২৯ ॥

---

* স্থূলশরীর জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জভেদে চারি প্রকার। মনুষ্য ও পশ্বাদির শরীর জরায়ুজ, পক্ষি-সর্পাদির দেহ অণ্ডজ, যূক-মশকাদির শরীর স্বেদজ, তৃণগুল্মবৃক্ষাদির দেহ উদ্ভিদ্‌জাত।

তৈলবিন্দুর্যথা ক্ষিপ্তঃ পতিতঃ সরসীজলে।
নানারূপেণ বিস্তীর্ণো ভবেত্তন্ন জলং তথা ॥ ৩০ ॥
অনন্তপূর্ণ-চৈতন্যে মহামায়া বিজৃম্ভিতা।
কস্মিন্ দেশে চাণুমাত্রং বিস্তৃতা নামরূপতঃ ॥ ৩১ ॥
ন মায়াতিশয়ং কর্ত্তুং ব্রহ্মণি কশ্চিদর্হতি।
চৈতন্যং স্ববলেনৈব নানাকারং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩২ ॥
বিবর্ত্তং স্বপ্নবৎ সর্ব্বমধিষ্ঠানে তু নির্ম্মলে।
আকাশে ধূমবন্মায়া তৎকার্য্যমপি বিস্তৃতম্।
সঙ্গঃ স্পর্শস্ততো নাস্তি নাম্বরং মলিনং ততঃ ॥ ৩৩ ॥
কার্য্যানুমেয়া সা মায়া দাহকাঽনলশক্তিবৎ।
অভিজ্ঞৈরনুমীয়েত জগদ্দৃষ্ট্যাঽস্য কারণম্ ॥ ৩৪ ॥

যে প্রকার সরোবরের জলে এক বিন্দু তৈল পতিত হইলে নানারূপে বিস্তৃত হয়, কিন্তু তাহা জলভাব প্রাপ্ত হয় না, সেই প্রকার অনন্ত পূর্ণ চৈতন্যের কোন একদেশে অণুমাত্র মহামায়া বিজৃম্ভিত হইয়া বিবিধ প্রকার নামরূপে বিস্তৃত হয়। সে মায়া ব্রহ্মে কিছুমাত্র অতিশয় করিতে পারে না অর্থাৎ তাঁহাতে কোন প্রকার বিকার জন্মাইতে পারে না। আপনার অঘটনঘটনপটীয়সী বিচিত্র শক্তি দ্বারা নির্ব্বিকার, নির্ম্মল, শুদ্ধ চৈতন্যকে অচিন্ত্যরচনারূপ এই বিশ্বাকারে প্রদর্শন করায় নির্ম্মল অধিষ্ঠানরূপ এই ব্রহ্ম-চৈতন্যে এই নিখিল সংসার স্বপ্নবৎ বিবর্ত্তমাত্র। আকাশে যেমন ধূম, তেমন নির্ম্মল অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্যে মায়া। সে মায়ার কার্য্য বহু বিস্তাররূপ হয়। যেরূপ ধূম দ্বারা আকাশ স্পৃষ্ট বা মলিন হয় না, তদ্রূপ নির্ম্মল অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্য মায়া বা মায়াকার্য্য দ্বারা স্পৃষ্ট বা বিকৃত হয়েন

ন মায়া চৈতন্যে ন হি দিনমণাবন্ধকারপ্রবেশঃ,
দিবান্ধাঃ কল্পন্তে দিনকরকরে শার্ব্বরং ঘোরদৃষ্ট্যা।
ন সত্যং তদ্ভাবং স্বমতিবিষয়ং নাস্তি তল্লেশমাত্রং,
তথা মূঢ়াঃ সর্ব্বে মনসি সততং কল্পয়ন্ত্যেব মায়া ॥ ৩৫ ॥
স্বসত্তাহীনরূপত্বাদবস্তুত্বাত্তথৈব চ।
অনাত্মত্বাজ্জড়ত্বাচ্চ নাস্তি মায়েতি নিশ্চিনু ॥ ৩৬ ॥
মায়া নাস্তি জগন্নাস্তি নাস্তি জীবস্তথেশ্বরঃ।
কেবলং ব্রহ্মমাত্রত্বাৎ স্বপ্নকল্পৈব কল্পনা ॥ ৩৭ ॥

না। যেরূপ অগ্নির দাহিকা শক্তি কার্য্যানুমেয়া, ব্রহ্মশক্তি মায়াও সেই প্রকার কার্য্যানুমেয়া। যেরূপ স্ফোটকাদির দ্বারা অগ্নির দাহিকাশক্তির অনুমান করা যায়, তদ্রূপ পণ্ডিতগণ জগৎ দেখিয়া তাহার কারণ ব্রহ্মশক্তি মায়ার অনুমান করিয়া থাকেন ॥ ৩০-৩৪ ॥

স্বপ্রকাশ নির্ম্মল ব্রহ্ম-চৈতন্যে মায়ার সম্পূর্ণ অভাব। যেমন পেচকাদি দিবান্ধ প্রাণিগণ দিবসে দর্শন-শক্তিবিহীন হওয়াতে সূর্য্যকিরণে নৈশ অন্ধকার কল্পনা করে, সে কল্পনা তাহাদের বুদ্ধির বিষয় বিকারমাত্র, বাস্তবিক তাহা মিথ্যা; কারণ, দিবাকরের করে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই, সেইরূপ মূঢ়লোকেরা স্বপ্রকাশরূপ নির্ম্মল ব্রহ্মচৈতন্যে বিবেকবিহীন বুদ্ধি দ্বারা মায়া কল্পনা করে, বাস্তবিক তাহাদের সে কল্পনা মিথ্যা; কারণ, নির্ম্মল ব্রহ্মচৈতন্যে মায়ার লেশমাত্রও নাই ॥ ৩৫ ॥

যাহার সত্তা নাই, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং সত্তাবিহীন অবস্তু, অনাত্মা জড়রূপ মায়া নাই, ইহা নিশ্চয় কর ॥ ৩৬ ॥

মায়া নাই, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বর নাই কেবল এক ব্রহ্মমাত্র

একং বক্তুং ন যোগ্যং তদ্দ্বিতীয়ং কুত ইষ্যতে।
সংখ্যাবদ্ধং ভবেদেকং ব্রহ্মণি তন্ন শোভতে॥ ৩৮॥
লেশমাত্রং ন হি দ্বৈতং দ্বৈতং ন সহতে শ্রুতিঃ।
শব্দাতীতং মনোঽতীতং বাক্যাতীতং সদামলম্।
উপমাভাবহীনত্বাদীদৃশস্তাদৃশো ন হি॥ ৩৯॥

আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তু স্বপ্নকল্পিত পদার্থের মত কেবল কল্পনা মাত্র॥ ৩৭॥

তিনি যখন এক বলিবার যোগ্য নহেন, তখন উঁহার দ্বিতীয় কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? এক বলিলে সংখ্যাবদ্ধ হয়। স্বজাতীয় বিজাতীয় ও ভেদরহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাহা সম্ভাবিত হয় না॥ ৩৮॥

অতএব ব্রহ্মে দ্বৈতলেশমাত্র নাই, শ্রুতি ব্রহ্মের দ্বৈত সহ্য করিতে পারেন না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। তিনি শব্দ, মন, বাক্যের অতীত, সদা অমলরূপ। তিনি উপমারহিত হেতু তাঁহাকে ঈদৃশ বা তাদৃশ বলা যায় না। ঘটাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় হইলে ঈদৃশ বলা যায় ও পরোক্ষ হইলে তাদৃশ বলা যায়। তিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন, সুতরাং ঈদৃশ বলা যাইতে পারে না এবং তিনি সত্তারূপ, এই জন্য পরোক্ষ নহেন; সুতরাং তাদৃশ বলাও যাইতে পারে না। তিনি অবেদ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, পরন্তু ইন্দ্রিয়াদির অগোচর হইয়াও তিনি অপরোক্ষ অর্থাৎ মহাবাক্যের বিচার দ্বারা প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন; সুতরাং তিনি স্বপ্রকাশরূপ *॥ ৩৯॥

---

* শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।' ব্রহ্ম সত্য ও অনন্তস্বরূপ। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, তিন কালে যাহার বাধ হয় না, সেই

ন হি তৎ শ্রূয়তে শ্রোত্রৈর্ন স্পৃশ্যতে ত্বচা তথা।
ন হি পশ্যতি চক্ষুস্তদ্রসনা স্বাদয়েন্ন হি।
ন চ জিঘ্রতি তৎ ঘ্রাণং ন বাক্যং ব্যাকরোতি চ ॥ ৪০ ॥

কর্ণ তাঁহাকে শ্রবণ করে না, স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করে না, চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করে না, রসনেন্দ্রিয় তাঁহাকে আস্বাদন করে না, নাসিকা তাঁহার ঘ্রাণ লইতে পারে না, বাক্য তাঁহাকে বর্ণন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা, নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা" ॥ ৪০ ॥

বাধবিরহিত বস্তুকেই সত্য বলা যায়, আর যাহার বাধ হয়, তাহা মিথ্যা। বাধ তিন প্রকার ;—শাস্ত্রীয় বাধ, যৌক্তিক বাধ এবং প্রত্যক্ষ বাধ। 'নেহ নানাস্তি, কিঞ্চন' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য বস্তু আর কিছুই নাই, এইরূপ নিশ্চয় করাকে শাস্ত্রীয় বাধ বলে। মৃত্তিকা ব্যতিরেকে নিখিল মৃন্ময় পদার্থ যে প্রকার মিথ্যা, সেই প্রকার ব্রহ্ম ব্যতিরেকে দৃশ্যমান সকল পদার্থ মিথ্যা, কেবল এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্রই সত্য, যুক্তি দ্বারা এই প্রকার নিশ্চয় করাকে যৌক্তিক বাধ বলে। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বিচার দ্বারা আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয় হইলে অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারলাভ হইলে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসমূহ নিবৃত্ত হইয়া যায়, ইহাকে প্রত্যক্ষবাধ বলে। জগৎরূপ স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিসমূহ বাধিত হইলে অর্থাৎ সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও সমাধি অবস্থাতে তাহাদের সমান্যতঃ অভাব প্রতীতি হইলে, সেই অভাবের সাক্ষিরূপে যিনি বর্ত্তমান থাকেন, সেই সাক্ষীর বাধ কখনও সম্ভব হয় না ; তাহা হইলে সাক্ষিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। মূর্ত্তিমান্ ঘট-পটাদি পদার্থসমূহ বিনষ্ট হইলে যেমন বিনাশের অযোগ্য একমাত্র আকাশ অবশিষ্ট থাকে, তেমন অতদ্ব্যাবৃত্তি বা অতন্নিরসন বিচার দ্বারা "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে সকল বাহ্য-জগৎ ও দেহ ইন্দ্রিয়াদিসমূহ নিরাকৃত হইলে অর্থাৎ অনাত্মরূপে বাধিত হইলে সর্ব্ববাধের সাক্ষী যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই বাধরহিত আত্মা। যদি কেহ

সদ্রূপো হ্যবিনাশিত্বাৎ প্রকাশত্বাচ্চিদাত্মকঃ।
আনন্দঃ প্রিয়রূপত্বান্নাত্মন্যপ্রিয়তা ক্বচিৎ ॥ ৪১ ॥
ব্যাপকত্বাদধিষ্ঠানাদ্দেহস্যাত্মেতি কথ্যতে।
বৃংহণত্বাদ্বৃহত্ত্বাচ্চ ব্রহ্মেতি গীয়তে শ্রুতৌ ॥ ৪২ ॥

তিনি অবিনাশী, এই জন্য আনন্দরূপ হয়েন। আত্মা হইতে প্রিয়তম বস্তু আর কিছুই নাই। ঐহিক বা পারলৌকিক সকল পদার্থই আত্মপ্রীতির জন্য প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

ইনি ব্যাপক ও স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের আশ্রয় হেতু আত্মাশব্দে কথিত হয়েন এবং ইনি শরীর-বর্দ্ধনের কারণ ও বৃহৎ, এই জন্য শ্রুতি ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৪২ ॥

এমন বলে, দেহেন্দ্রিয়াদি দৃশ্য বস্তুসমূহ বাধিত হইলে যে অবশিষ্ট আরও কিছু থাকে, এমন বোধ হয় না, সেই অভাবস্বরূপ বোধই সাক্ষী শব্দবাচ্য, বাধরহিত, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, অতএব শ্রুত্যুক্ত অতদ্ব্যাবৃত্তি বিচারের দ্বারা স্থূল হইতে কারণ পর্য্যন্ত অনাত্ম বস্তুসমূহকে যুক্তির সহিত "ইহা আত্মা নহে," এইরূপে নিষেধ করিলে নিষেধের অযোগ্য প্রত্যক্স্বরূপ আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণের অনুভবগম্য ও প্রত্যক্ষ দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত নিখিল বস্তু বাধিতরূপে ত্যাগ করিতে পারা যায়। পরন্তু মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণের অগম্য, প্রত্যক্ চৈতন্যরূপ আত্মা বাধের অযোগ্য, সর্ব্ববাধের সাক্ষী, তিনিই সত্য, ইহা সিদ্ধান্তিত হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞানান্তরের অভাব জন্য তিনি অজ্ঞেয় অর্থাৎ তিনি বুদ্ধ্যাদিকৃত জ্ঞানের বিষয় নহেন, তিনি স্বয়ং অনুভবরূপ জ্ঞানস্বরূপ, তিনি দেশ, কাল, বস্তু-পরিচ্ছেদশূন্য, অনন্ত। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্, আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" ইত্যাদি। দেশ, কাল, বস্তুসমূহ মায়াকল্পিত মিথ্যা, সুতরাং দেশ, কাল, বস্তু-পরিচ্ছেদ তাঁহাতে সম্ভব হয় না। অতএব তিনি দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদশূন্য অনন্ত।

যদা জ্ঞাত্বা স্বরূপং স্বং বিশ্রান্তিং লভসে সখে।
তদা ধন্যঃ কৃতার্থঃ সন্ জীবন্মুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ৪৩ ॥
মোক্ষরূপং তমেবাহুর্যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
স্বরূপজ্ঞানমাত্রেণ লাভস্তৎকণ্ঠহারবৎ ॥ ৪৪ ॥
প্রবুদ্ধতত্ত্বস্থ তু পূর্ণবোধে, ন সত্যমায়া ন চ কার্য্যমস্যাঃ।
তমস্তমঃকার্য্যমসত্যসর্ব্বং, ন দৃশ্যতে ভানুর্মহাপ্রকাশে ॥ ৪৫ ॥

হে সখে! যখন তুমি আপনার স্বরূপ জানিয়া তাহাতে বিশ্রান্তিলাভ করিবে, তখন তুমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া জীবন্মুক্ত হইবে ॥ ৪৩ ॥

তত্ত্বদর্শী যোগিগণ ইহাকেই মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন কণ্ঠস্থিত হার পৃষ্ঠভাগে বিলম্বিত হইয়া পড়িলে কণ্ঠহার নাই বলিয়া বোধ হয়, অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইলে, হস্তাদি-প্রসারণ দ্বারা তাহা স্পর্শ করিয়া প্রাপ্তের ন্যায় অনুভব হয়, তেমন পরিপূর্ণ অদ্বয়ানন্দস্বরূপ আত্মা অন্তঃকরণের সাক্ষিরূপে সর্ব্বদা প্রাপ্ত থাকিয়াও অবিদ্যাবরণ বশতঃ অপ্রাপ্তের ন্যায় বোধ হয়েন। গুরূপদেশানুসারে মহাবাক্যের বিচার দ্বারা অবিদ্যা নাশ হইয়া আত্মজ্ঞান উদয় হইবামাত্র স্বরূপের লাভ হইল বলিয়া মনে হয় ॥ ৪৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের অখণ্ড বোধ উদিত হইলে মায়া ও মায়াকার্য্য সকল মিথ্যা প্রতীত হয়। যেমন সূর্য্যের প্রকাশরূপ মহাজ্যোতিতে তম ও তমঃকার্য্য কিছুই থাকে না, তেমনই বিশুদ্ধ অদ্বয়ানন্দ পরব্রহ্মে নামরূপাত্মক জগৎ অণুমাত্রও নাই। নামরূপ সকলই কল্পিত

অতস্ততো নাস্তি জগৎপ্রসিদ্ধং, শুদ্ধে পরে ব্রহ্মণি লেশমাত্রম্।
মৃষাময়ং কল্পিতনামরূপং, রজ্জ্বাং ভুজঙ্গো মৃদি কুম্ভভাণ্ডম্ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যধ্যাত্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীবাসুদেবার্জ্জুন-সংবাদে
শান্তিগীতায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

মিথ্যা ;—যেরূপ রজ্জুতে ভুজঙ্গ ও মৃত্তিকাতে কুম্ভ, ভাণ্ড ইত্যাদি কল্পনা ॥ ৪৫-৪৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং লক্ষ্যং স্বাত্মরূপেণ যদ্‌ব্রহ্ম কথ্যতে বিদা।
যজ্‌জ্ঞাত্বা ব্রহ্মরূপেণ স্বাত্মানং বেদ্মি তদ্বদ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো হৃৎপদ্মে যো ব্যবস্থিতঃ।
তমাত্মানঞ্চ বেত্তারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া ॥ ২ ॥
হৃদয়কমলং পার্থ হ্যঙ্গুষ্ঠপরিমাণতঃ।
তত্র তিষ্ঠতি যো ভাতি বংশ-পর্ব্বস্বিবাম্বরম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং তেনৈব বদতি শ্রুতিঃ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, স্বীয় আত্মরূপে লক্ষ্য কোন্ বস্তু? যাঁহাকে তত্ত্ববেত্তৃগণ ব্রহ্ম কহেন এবং যাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ জানিতে পারি, তাহা বলুন। আপনি অদ্ভুত ও অশ্রুত-পূর্ব্ব যে তত্ত্ববার্ত্তাসমূহ উপদেশ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি সত্য, কিন্তু এখনও আমার আত্মাকে পূর্ণব্রহ্মরূপ জানিয়া ব্রহ্মাত্ম ঐক্যবোধরূপ স্থিতি লাভ করিতে পারি নাই। অতএব যাহাতে আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে জানিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় বলুন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হৃৎপদ্মে অঙ্গুষ্ঠামাত্র পুরুষ অবস্থিত আছেন, ইনিই জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মা। সুসূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা ইঁহাকে প্রত্যক্ষ কর ॥ ২ ॥

হে পার্থ! হৃদয়-কমল অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি-পরিমাণ।

মহাকাশে ঘটে জাতেঽবকাশো ঘটমধ্যগঃ।
ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশঃ কথ্যতে লোক-পণ্ডিতৈঃ ॥ ৪ ॥
কূটস্থেঽপি তথা বুদ্ধিঃ কল্পিতা তু যদা ভবেৎ।
তদা কূটস্থচৈতন্যং বুদ্ধ্যন্তঃস্থং বিভাসতে।
বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যং জীবলক্ষ্যং ত্বমেব হি ॥ ৫ ॥

সেই হৃদয়-কমলে বংশপর্ব্বের মধ্যবর্ত্তী আকাশের ন্যায় স্থিত হইয়া যিনি প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই আত্মা। এই জন্যই শ্রুতিতে কথিত আছে, 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ঈশানো ভূতভব্যস্যে'তি ॥ ৩ ॥

যেমন মহাকাশমধ্যে ঘটোৎপন্ন হইলে সেই আকাশ ঘট-মধ্যগত হওয়াতে পণ্ডিতগণ তাহাকে ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ বলিয়া থাকেন, তেমন যখন কূটস্থ চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাতে বুদ্ধি কল্পিত হয়, তখন সেই কূটস্থ চৈতন্য বুদ্ধিগত হইয়া প্রকাশ পাওয়াতে বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য বলিয়া কথিত হয়েন। সেই বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য আত্মরূপে লক্ষ্য, পারমার্থিক জীবশব্দের বাচ্য, তোমার স্বরূপ। মহাবাক্যের দ্বারা তাহাকেই ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবে জানিয়া জীবন্মুক্তি লাভ কর। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যথা,—"অবচ্ছিন্নশ্চিদাভাসস্তৃতীয়ঃ স্বপ্নকল্পিতঃ। বিজ্ঞেয়স্ত্রিবিধো জীবস্তত্রাদ্যঃ পারমার্থিকঃ। অবচ্ছেদঃ কল্পিতঃ স্যাদবচ্ছেদ্যন্তু বাস্তবম্। তস্মিন্ জীবত্বমারোপাদ্‌ব্রহ্মত্বন্তু স্বভাবতঃ। অবচ্ছিন্নস্য জীবস্য তাদাত্ম্যং ব্রহ্মণা সহ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানি জগুর্নেতরজীবয়োঃ ॥" অবচ্ছিন্ন, চিদাভাস ও স্বপ্ন-কল্পিত অর্থাৎ পারমার্থিক প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক, এই ত্রিবিধ জীব জানিবে। তন্মধ্যে ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের তুল্য বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রত্যগাত্মা

প্রজ্ঞানং তচ্চ গায়ন্তি বেদশাস্ত্রবিশারদাঃ।
আনন্দ-ব্রহ্মশব্দাভ্যাং বিশেষণ-বিশেষিতম্॥ ৬॥

পারমার্থিক জীবরূপে কথিত হয়। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চিদাভাস প্রাতিভাসিক জীবরূপে উক্ত হয় এবং স্বপ্নকল্পিত দেবতা মনুষ্যাদির তুল্য স্বপ্নবৎ এই স্থূলশরীরাদি ব্যবহারিক জীবরূপে কথিত হয়। বস্তুতঃ অবচ্ছেদ কেবল উপাধিযোগে কল্পনামাত্র, যাহাতে অবচ্ছেদের কল্পনা করা যায়, সেই অবিচ্ছেদ্য বস্তুই সত্য। যেমন অখণ্ড পরিপূর্ণমহাকাশ ঘট-উপাধি সংযোগে ঘটাবচ্ছিন্ন বলিয়া উক্ত হয়, পরন্তু সেই অবচ্ছেদ কল্পিত ও মিথ্যা; কারণ, ঘট সত্ত্বে বা ঘট-নাশে একমাত্র মহাকাশই সর্ব্বদা স্বভাবতঃ অখণ্ড পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে, তেমন অখণ্ড পরিপূর্ণ এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বুদ্ধি উপাধিযোগে বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন বলিয়া প্রকাশিত হয়েন, সেই অবচ্ছেদ কল্পিত ও মিথ্যা; কারণ, বুদ্ধির সত্তায় বা নাশে সেই অখণ্ড এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই সর্ব্বদা স্বভাবতঃ পূর্ণভাবে থাকেন। অতএব বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ জীবত্ব কল্পিত ও মিথ্যা, স্বভাবতঃ অখণ্ড এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই সর্ব্বদা পূর্ণরূপ সত্য, তত্ত্বমসি মহাবাক্যের দ্বারা সেই কল্পিত জীবরূপ বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরই ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত একতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রাতিভাসিক জীব অথবা সংঘাতাভিমানী ব্যবহারিক যে জীব, তাহার সহিত প্রতিপাদিত হয় নাই॥ ৪-৫॥

সেই বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্যকে বেদশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ "প্রজ্ঞান" শব্দে * অভিহিত করিয়া থাকেন। আনন্দ ও ব্রহ্ম শব্দদ্বয় কেবল

---

* ঐতরেয় উপনিষদে লিখিত আছে, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের বাক্যার্থ ও পদার্থ নির্ণয়াভিপ্রায়ে, প্রজ্ঞান ও ব্রহ্ম এই পদদ্বয়ের মধ্যে প্রথমতঃ

শৃণোতি যেন জানাতি পশ্যতি চ বিজিঘ্রতি।
স্বাদাস্বাদং বিজানাতি শীতকোষ্ণাদিকং তথা ॥ ৭ ॥
চৈতন্যং বেদনারূপং তৎ সর্ব্ববেদনাশ্রয়ম্।
অলক্ষ্যং শুদ্ধচৈতন্যং কূটস্থং লক্ষয়েৎ শ্রুতিঃ ॥ ৮ ॥

তাঁহার বিশেষণ-মাত্র। যাঁহার সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সাভাস অন্তঃকরণবৃত্তিযোগে কর্ণ শ্রবণ করে, চক্ষু দর্শন করে, বুদ্ধি নিখিল বস্তুর জ্ঞান করে, ঘ্রাণ গন্ধানুভব করে, রসনা আস্বাদ গ্রহণ করে এবং ত্বক্ শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভব করে, সেই প্রজ্ঞান-চৈতন্য জ্ঞানরূপ, সকল জ্ঞানের আশ্রয়, নিত্য, শুদ্ধ এবং অলক্ষ্য। শ্রুতি ইহাকে কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন ॥ ৬-৮ ॥

প্রজ্ঞান শব্দের অর্থ সংক্ষেপতঃ নির্ণীত হইতেছে। যে অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্যের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া সাভাস অন্তঃকরণবৃত্তি চক্ষু দ্বারা বহির্গত হইয়া নানাবিধ রূপকে দর্শন করে, যে আশ্রয়রূপ চৈতন্যের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সাভাস অন্তঃকরণবৃত্তি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা নির্গত হইয়া শব্দসমূহকে শ্রবণ করে, যে অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্যের সত্তার সাভাস অন্তঃকরণবৃত্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা নির্গত হইয়া গন্ধসমূহকে আঘ্রাণ করে, যে চৈতন্যের আশ্রয়ে অন্তঃকরণবৃত্তি রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় এই ষড়্বিধ রসের আস্বাদ করে, যে চৈতন্যের আলম্বনে অন্তঃকরণ স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা নির্গত হইয়া শীতোষ্ণাদি অনুভব করে, যে চৈতন্যের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণবৃত্তি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ সকল উচ্চারণ করে, পাণীন্দ্রিয় দ্বারা আদান-প্রদান করে, পদ দ্বারা গমনাগমন, উপস্থ দ্বারা মূত্রাদি ত্যাগ ও আনন্দবিশেষের অনুভব এবং পায়ু দ্বারা মলাদি ত্যাগ করে, সেই অন্তঃকরণ-উপহিত অধিষ্ঠানরূপ নির্ব্বিকার সাক্ষী চৈতন্য প্রজ্ঞান শব্দে উক্ত হয়। এই অধিষ্ঠান প্রজ্ঞান চৈতন্য যে অসঙ্গ নির্ব্বিকার সাক্ষিরূপ, তদ্বিষয়ে বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর বলিয়াছেন—'কর্ত্তারঞ্চ ক্রিয়াস্তদ্বদ্ব্যাবৃত্তবিষয়ানপি। স্ফোরয়েদেক যত্নেন যোঽসৌ সাক্ষ্যত্র চিদ্বপুঃ। ঈক্ষে শৃণোমি জিঘ্রামি স্বাদয়ামি

বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যং বৃত্ত্যারূঢ়ং যদা ভবেৎ।
জ্ঞানশব্দাভিধং তর্হি তেন চৈতন্যবোধনম্ ॥ ৯ ॥

সেই বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্য যখন বৃত্তিতে আরূঢ় হয়েন, তখন তিনি জ্ঞান শব্দে উক্ত হয়েন, তাহাতেই চৈতন্য বোধ হয়। তাহার বিশেষ বিবরণ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধির সহিত একীভাবপ্রাপ্ত বুদ্ধিস্থ চিদাভাস যখন অহঙ্কার ও কাম-ক্রোধাদি বৃত্তির

স্পৃশাম্যহ। ইতি ভাসয়তে সর্ব্বং নৃত্যশালাস্থদীপবৎ। নৃত্যশালাস্থিতো দীপঃ প্রভুং সভ্যাংশ্চ নর্ত্তকীম্। দীপয়েদবিশেষেণ তদভাবেঽপি দীপ্যতে। অহঙ্কারং ধিয়ং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ। অহঙ্কারাদ্যভাবেঽপি স্বয়ং ভাত্যেব পূর্ব্ববৎ॥" চিদাভাসবিশিষ্ট অহঙ্কার দেহাদিতে আত্ম-অভিমান বশতঃ ব্যবহারিক জীবরূপ কর্ত্তা। অন্তর্ব্বৃত্তি ও বহির্ব্বৃত্ত্যাত্মক মনোরূপ ক্রিয়া এবং শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সকলকে যিনি এককালে প্রকাশ করেন, তিনিই সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মা। আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, ঘ্রাণ লইতেছি, আমি স্পর্শানুভব করিতেছি, সাভাস অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবের অভিমানযুক্ত এই সমস্ত ব্যবহার, নৃত্যশালাস্থিত দীপের ন্যায় একমাত্র অধিষ্ঠান সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে ভাসিত হয়। নৃত্যশালাস্থিত দীপ গৃহস্বামীকে, সমাগত সভ্যদিগকে ও নর্ত্তকীকে সমভাবে প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের অভাবেও দীপ্যমান থাকে, তেমন এই দেহরূপ গৃহস্বামী অহঙ্কারকে, বুদ্ধিরূপ নর্ত্তকীকে ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চবিধ বিষয়রূপ সভ্যদিগকে অধিষ্ঠান সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মা নির্ব্বিশেষে প্রকাশ করেন এবং সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতে তাহাদের অভাবে তিনি স্বয়ম্প্রকাশভাবে প্রকাশমান থাকেন। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্দৃশ্যং দ্রষ্টৃমানসম্। দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যতে॥" রূপবিশিষ্ট সকল পদার্থ দৃশ্য, অধিষ্ঠান সাক্ষিরূপ প্রজ্ঞান চৈতন্যের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সাভাস অন্তঃকরণবৃত্তিযোগে দর্শনেন্দ্রিয় তাহার দ্রষ্টা হয়। যে দর্শনেন্দ্রিয় রূপের দ্রষ্টা হয়, সেও দৃশ্য; কারণ, আমি অন্ধ, আমি মন্দদৃষ্টি, অথবা

যদা বৃত্তিঃ প্রমাণেন বিষয়ৈণৈকতাং ব্রজেৎ।
বৃত্ত-বিষয়চৈতন্যে একত্বেন ফলোদয়ঃ ॥ ১০ ॥

অনুসারে তদাকারে পরিণত হইয়া ঐ বৃত্তিসমূহের অবভাসক হয়, তখন বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্য সেই সেই বৃত্তিজ্ঞানে উৎপাদক হয়েন বলিয়া জ্ঞান শব্দে কথিত হয়েন। যেমন অগ্নিমধ্যস্থিত প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডে আভাসরূপ অগ্নি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ব্যাপ্ত থাকে এবং সেই

আমি সুদর্শন ইত্যাদি নেত্রেন্দ্রিয়ের বিকারিত্ব ভাবসমূহ একমাত্র অধিষ্ঠান সাক্ষিরূপ প্রজ্ঞান-চৈতন্যের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সাভাস অন্তঃকরণবৃত্তি তাহার দ্রষ্টা হয়। যে সাভাস অন্তঃকরণ নেত্রকে অপেক্ষা করিয়া দ্রষ্টা হয়, সেও দৃশ্য; কারণ, কাম-সঙ্কল্পাদি বিবিধ প্রকার বৃত্তির সহিত বিকারী সেই সাভাস অন্তঃকরণ একমাত্র অধিষ্ঠান সাক্ষিরূপ প্রজ্ঞান-চৈতন্য দ্বারা ভাসিত হয়। অতএব রূপাদিমান্ দেহ হইতে সাভাস অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থই দৃশ্য, একমাত্র অধিষ্ঠান সাক্ষিরূপ প্রজ্ঞান-চৈতন্য তাহার দ্রষ্টা। তাঁহার অন্য দ্রষ্টা থাকাতে তিনি কাহারও দৃশ্য নহেন, তাই বলিয়াছেন, নোদেতি নাস্তমিত্যেষা ন বৃদ্ধিং যাতি ন ক্ষয়ম্। স্বয়ং তথাবিধান্যানি ভাসয়েৎ সাধনং বিনা।" তাঁহার জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় নাই, তিনি অসঙ্গ ও নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিত থাকিয়া বিনা যত্নে ও বিনা সাধনে সাভাস অন্তঃকরণ হইতে দেহাদি এবং বাহ্য বিষয়সমূহকে প্রকাশ করেন। যেমন অগ্নিসংযোগে লৌহ ও জল ইত্যাদি প্রতপ্ত হইয়া সমস্ত বস্তুকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তেমন আশ্রয় সাক্ষিস্বভাব নির্ব্বিকার প্রজ্ঞান-চৈতন্যের আভাসে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণাদি সকল পদার্থ সচেতন পদার্থের ন্যায় ব্যাপারবান্ হয়। অতএব আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি আঘ্রাণ লইতেছি, আমি আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি, সাভাস অন্তঃকরণের বৃত্তিযোগে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপলব্ধি একমাত্র অধিষ্ঠান নির্ব্বিকার সাক্ষি-চৈতন্যে অবভাসিত হয়। ঐ অধিষ্ঠানরূপ নির্ব্বিকার সাক্ষী চৈতন্য "প্রজ্ঞান" শব্দে কথিত হয়েন। এক্ষণে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ কথিত হইতেছে। দেবাদি উত্তম শরীরে, মনুষ্যাদি মধ্যম শরীরে, পশু-পক্ষি-কীটাদি অধম শরীরে, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতে

তদা বৃত্তিলয়ে প্রাপ্তে জ্ঞানং চৈতন্যমেব তৎ।
প্রবোধনায় চৈতন্যং জ্ঞানশব্দেন কথ্যতে ॥ ১১ ॥

লৌহপিণ্ড যে আকারে পরিণত হয়, তাহার সহিত সেই আভাসরূপ অগ্নিও তদাকারে পরিণত হইয়া তাহার অবভাসক হয়। পরন্তু একমাত্র আশ্রয়রূপ অগ্নি দ্বারাই তাহারা তদাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে! তেমন বুদ্ধিবৃত্ত্যারূঢ় চিদাভাস-বুদ্ধি যে যে বৃত্ত্যাকারে পরিণত হয়, তাহার সহিত সেই সেই বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া তাহার অবভাসক হয় এবং একমাত্র অধিষ্ঠানরূপ বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা তাহা প্রকাশ পায়। বৃত্তি সকল উদয়ের পূর্ব্বে, বৃত্তি সকল বিলীন হইলে এবং বৃত্তি হইতে বৃত্ত্যন্তরের অবচ্ছেদরূপ সন্ধিস্থলে তাহাদিগের অভাবজ্ঞান ও বৃত্তি সকল উদয় হইলে তাহাদিগের সদ্ভাব ও স্ব স্ব বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা একমাত্র বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্যে অবভাসিত হয়। যেমন অন্তরে, সেই প্রকার বাহ্য বিষয়ে। যখন প্রমাণ অর্থাৎ সাভাস-বুদ্ধি-যোগে বৃত্তি বিষয়ের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তখন তত্রস্থ অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্য তাহাদিগের প্রকাশক ও জ্ঞানের উৎপাদক হয়েন বলিয়া জ্ঞানশব্দে কথিত হয়েন। বৃত্তিসমূহ উদয়ের পূর্ব্বে এবং বিলীন হইলে তাহাদিগের অভাবজ্ঞান এবং উদয় হইলে তাহাদিগের সদ্ভাব ও তত্তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা একমাত্র অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্যেই অবভাসিত হয়। যখন সাভাস বৃত্তিসমূহ বিষয়ের

জগদুৎপত্তির অধিষ্ঠান-কারণরূপ যে একমাত্র চৈতন্য প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রজ্ঞান-সমষ্টিরূপ "ব্রহ্ম" শব্দে কথিত হয়েন। এই প্রজ্ঞানই আনন্দ রূপ, তাই শ্রুতিতে "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রজ্ঞানরূপ চৈতন্যের আনন্দময়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শৃণোষি বীক্ষসে যদ্‌যত্তত্র সংবিদনুত্তমা।
অনুস্যূততয়া ভাতি তত্তৎসর্ব্ব-প্রকাশিকা॥ ১২॥

সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সাভাস চৈতন্য ও বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য উভয় মিলিত হইলে ফলোদয় হয় অর্থাৎ ফল চৈতন্য হয়, তাহাতেই বিষয় সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। এক চৈতন্য উপাধিভেদে চতুর্ব্বিধভাবে উক্ত হয়;—প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য, বিষয়-চৈতন্য ও ফলচৈতন্য। বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য, প্রমাতৃ-চৈতন্য, বুদ্ধিবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য, ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, বিষয়চৈতন্য এবং বুদ্ধিবৃত্ত্যভিব্যঞ্জক অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক চৈতন্য ফলচৈতন্য নামে কথিত হয়। বৃত্তি বিষয়ের সহিত একতা প্রাপ্ত হইলে বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন ও বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভেদভাবে মিলিত হওয়াতে ফলচৈতন্যের উদয় হয়, তাহাতে বৃত্তিগত আবরণ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং আশ্রয়রূপ ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা সাবরণ অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয়, তখন বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন সাক্ষিরূপ কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা বিষয় সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার সেই বৃত্তি লয়প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানশব্দবাচ্য একমাত্র চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকেন। তিনিই কূটস্থ চৈতন্য হইতে অভিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য। সেই চৈতন্যের বোধের নিমিত্ত শ্রুতিতে তিনি জ্ঞান শব্দে কথিত হইয়াছেন॥ ৯—১১॥

ইঁহাকেই সংবিৎ নামে অভিহিত করিয়াছেন। জ্ঞান এবং সংবিৎ এই শব্দদ্বয় একার্থক, অর্থাৎ শব্দগত ভেদ ভিন্ন আর ইহাদের কিছুমাত্র ভেদ নাই। শ্রবণ দ্বারা যাহা শ্রবণ কর, চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দর্শন কর, তৎসমুদয়ে একই সংবিৎ অনুস্যূত থাকিয়া সেই সেই বিষয় জ্ঞানকে প্রকাশ করেন। সেই সংবিৎকে কূটস্থ চৈতন্যরূপ আত্মা

সংবিদং তাং বিচারেণ চৈতন্যমবধারয়।
যত্র পশ্যসি যদ্বস্তুজানামীতি বিভাসতে।
তদ্ধি সংবিৎপ্রভাবেন বিজ্ঞেয়ং স্বরূপং ততঃ ॥ ১৩॥
সর্ব্বং নিরস্যাদৃশ্যত্বাদনাত্মত্বাজ্জড়ত্বতঃ।
তমবচ্ছিন্নমাত্মানং বিদ্ধি সুসূক্ষ্ময়া ধিয়া ॥ ১৪ ॥
যা সংবিৎ সৈব হি স্বাত্মা চৈতন্যং ব্রহ্ম নিশ্চিনু।
ত্বংপদস্য চ লক্ষ্যং তজ্ জ্ঞাতব্যং গুরুবাক্যতঃ ॥ ১৫ ॥
ঘটাকাশো মহাকাশ ইব জানীহি চৈকতাম্।
অখণ্ডস্ত্বং ভবেদৈক্যং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মময়ো ভব ॥ ১৬ ॥
কুম্ভাকাশমহাকাশৌ যথাঽভিন্নৌ স্বরূপতঃ।
তথাত্মব্রহ্মণোঽভেদং জ্ঞাত্বা পূর্ণো ভবার্জ্জুন ॥ ১৭ ॥

অবধারণ কর। যাহা কিছু দর্শনাদি করিতেছ, তৎসমুদয়ই আমি জানিতেছি, এই প্রকার জ্ঞান হয়। এই যে জ্ঞানের অবভাস, ইহা কেবল সেই সংবিৎ-প্রভাবেই হইয়া থাকে। সেই সংবিৎই আত্মারূপে বিজ্ঞেয় ॥ ১২-১৩ ॥

দৃশ্য বস্তু সকল অনাত্মা ও জড়ভাবে নিরাস করিয়া তদবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্যরূপ স্বীয় আত্মাকে সুসূক্ষ্ম বুদ্ধিতে জানা যায়। যিনি সংবিৎ, তিনিই আত্মা, তিনিই চৈতন্য এবং ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চয় কর। তিনিই ত্বংপদের এবং তৎপদের লক্ষ্য, গুরূপদেশানুসারে তাহা জানিতে পারা যায় ॥ ১৪-১৫ ॥

যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ এক এবং অভিন্ন, তেমন ত্বংপদের লক্ষ্য কূটস্থ-চৈতন্য ও তৎপদের লক্ষ্য ব্রহ্ম-চৈতন্য এক অভিন্ন জানিবে। সেই উভয় পদের ঐক্য দ্বারা আপনাকে অখণ্ডরূপ জানিয়া ব্রহ্মময়

নানাধারে যথাকাশঃ পূর্ণ একো হি ভাসতে।
তথোপাধিষু সর্ব্বত্র চৈকাত্মা পূর্ণনির্দ্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥
যথা দীপসহস্রেষু বহ্নিরেকো হি ভাস্বরঃ।
তথা সর্ব্বশরীরেষু হ্যেকাত্মা চিৎসদব্যয়ঃ ॥ ১৯ ॥
সহস্রধেনুষু ক্ষীরং সর্পিরেকং ন ভিদ্যতে।
নানারণিপ্রস্তরেষু কৃশানুর্ভেদবর্জ্জিতঃ ॥ ২০ ॥
নানাজলাশয়েষ্বেবং জলমেকং স্ফুরত্যলম্।
নানাবর্ণেষু পুষ্পেষু হ্যেকং তন্মধুরং মধু ॥ ২১ ॥
ইক্ষুদণ্ডেষ্বসংখ্যেষু চৈক্যং হি রসমৈক্ষবম্।
তথাহি সর্ব্বভাবেষু চৈতন্যং পূর্ণমদ্বয়ম্ ॥ ২২ ॥
অদ্বয়ে পূর্ণচৈতন্যে কল্পিতং মায়য়াঽখিলম্।
মৃষা সর্ব্বমধিষ্ঠানং নানারূপেণ ভাসতে ॥ ২৩ ॥

হও। যে প্রকারে উপাধির সত্তায় বা বিনাশে ঘটাকাশ ও মহাকাশ পরমার্থতঃ অভিন্ন, সেই প্রকার উপাধির সত্তায় বা নাশে কূটস্থ চৈতন্যরূপ আত্মা ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে অভিন্ন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ জানিয়া পূর্ণরূপ হও ॥ ১৬-১৭ ॥

যেমন নানা আধারে এক আকাশ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তেমন নানা উপাধিতে এক আত্মা পূর্ণ ও অদ্বয়ভাবে প্রকাশিত হয়েন। যেমন সহস্র সহস্র দীপে এক অগ্নিই প্রকাশ পায়, তেমন সকল শরীরে চৈতন্যরূপ এক আত্মাই অব্যয়ভাবে আভাত হয়েন ॥ ১৮-১৯ ॥

যেরূপ সহস্র সহস্র ধেনুর ক্ষীর এবং ঘৃত একরূপ ভেদরহিত, নানা অরণি-প্রস্তরে একই অগ্নি ভেদ-বিবর্জ্জিত, নানা জলাশয়ে একই জল অভিন্ন, নানাবর্ণ পুষ্পে মধুররসযুক্ত একই মধু এবং অসংখ্য ইক্ষুদণ্ডে

অখণ্ডে বিমলে পূর্ণে দ্বৈতগন্ধবিবর্জ্জিতে।
নাস্ত্যৎ কিঞ্চিৎ কেবলং সন্নানাভাবেন রাজতে ॥ ২৪ ॥
স্বপ্নবদ্দৃশ্যতে সর্ব্বং চিদ্বিবর্ত্তং চিদেব হি।
কেবলং ব্রহ্মমাত্রন্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥
সচ্চিদানন্দশব্দেন তল্লক্ষ্যং লক্ষয়েৎ শ্রুতিঃ।
অক্ষরমক্ষরাতীতং শব্দাতীতং নিরঞ্জনম্।
তৎস্বরূপং স্বয়ং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মবিত্ত্বং পরিত্যজ ॥ ২৬ ॥
অভিমানাবৃতির্মুখ্যা তেনৈব স্বরূপাবৃতিঃ।
পঞ্চকোষেষহঙ্কারঃ কর্ত্তৃভাবেন রাজতে ॥ ২৭ ॥

একই ঐক্ষব রস ভেদবিবর্জ্জিত, সেই প্রকার সকল ভাবে ও সকল পদার্থে একই চৈতন্য পূর্ণ এবং অদ্বয়ভাবে বিরাজিত। সেই অদ্বয় পূর্ণ চৈতন্য-মায়া দ্বারা কল্পিত সকল বস্তুই মিথ্যা, সেই মায়ার প্রভাবে অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্যই নানাকারে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ২০-২৩ ॥

অখণ্ড, বিমল, দ্বৈতগন্ধশূন্য, পরিপূর্ণ, সদ্রূপ পরব্রহ্মের দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, কেবল সেই সদ্রূপ ব্রহ্মই নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ২৪ ॥

নাম-রূপাত্মক যে দৃশ্য পদার্থসমূহ দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয়ই স্বপ্নতুল্য মিথ্যা! রজ্জু যেমন সর্পরূপে বিবর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তেমন একমাত্র চৈতন্যই সর্ব্বাকারে বিবর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। অতএব চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নাই, সকলই চৈতন্যময়, কেবল এক এবং অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মমাত্রই সত্য ॥ ২৫ ॥

শ্রুতি সচ্চিদানন্দ শব্দ দ্বারা সেই লক্ষ্য ব্রহ্ম-চৈতন্যকে লক্ষ্য করাইয়াছেন। তিনি অক্ষর (অবিনাশী), অক্ষরাতীত, নিরঞ্জন,

ব্রহ্মবিদ্বাভিমানং যত্তবেদ্বিজ্ঞানসংজ্ঞিতে।
অহঙ্কারস্থ তদ্ধর্ম্ম পিহিতে স্বরূপেঽমলে ॥ ২৮ ॥
অতঃ সংত্যজ্য তদ্ভাবং কেবলং স্বরূপে স্থিতিম্।
তত্ত্বজ্ঞানমিতি প্রাহুর্যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ২৯ ॥
অন্ধকারগৃহে শায়ী শরীরং তুলিকাবৃতম্।
দেহাদিকঞ্চ নাস্তীতি নিশ্চয়েন বিভাবয় ॥ ৩০ ॥
ন পশ্যসি ভদা কিঞ্চিদ্বিভাতি সাক্ষি সংস্বয়ম্।
অহমস্মীতিভাবেন চান্তঃ স্ফুরতি কেবলম্ ॥ ৩১ ॥

তাহাই তোমার রূপ, অতএব নিজকে নিজের জানা অসম্ভব, সুতরাং ব্রহ্মের বা আত্মার জ্ঞাতৃত্ববোধ পরিত্যাগ কর ; কারণ, অভিমানই মুখ্য আবরণ, তাহাতেই স্বরূপ আবৃত রহিয়াছে। অহঙ্কারই পঞ্চকোষে কর্ত্তৃভাবে বিরাজ করিতেছে ॥ ২৬-২৭ ॥

বিজ্ঞানময় কোষে ব্রহ্মবিত্ত অর্থাৎ আমি ব্রহ্মজ্ঞ, এই বলিয়া যে অভিমান, তাহা অহঙ্কারের ধর্ম্ম, তাহাতেই নির্ম্মল আত্মরূপ আচ্ছাদিত হয়, অতএব সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র স্বরূপে যে স্থিতি, তাহাকেই তত্ত্বদর্শী যোগিগণ তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া থাকেন ॥ ২৮-২৯ ॥

যেমন লেপ-কাঁথা দ্বারা আবৃত-শরীর অন্ধকার গৃহে শয়ান পুরুষের লেপ, কাঁথা, শরীর ইত্যাদি কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল সন্মাত্র স্বয়ং সাক্ষিরূপে আছি, এই প্রকার অন্তরে স্ফুর্ত্তি পাইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহাদি কিছুই নাই, কেবল সন্মাত্র স্বয়ং সাক্ষিরূপ আছি, এই প্রকার ভাবনা দ্বারা আপনার স্বরূপ নিশ্চয় কর ॥ ৩০-৩১ ॥

নিঃশেষত্যক্তসংঘাতঃ কেবলং স্বরূপঃ স্বয়ম্।
অস্তি নাস্তি বুদ্ধিধর্ম্মে সর্ব্বাত্মনা পরিত্যজেৎ ॥ ৩২ ॥
অহং সর্ব্বাত্মনা ত্যক্ত্বা সর্ব্বভাবেন সর্ব্বদা।
অহমস্মীত্যহং ভামি বিসৃজ্য কেবলো ভব ॥ ৩৩ ॥
জাগ্রদপি সুষুপ্তিস্থো জাগ্রদ্ধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
সৌষুপ্তে ক্ষয়িতে ধর্ম্মে ত্বজ্ঞানে চেতনঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
হিত্বা সুষুপ্তাবজ্ঞানং যদ্ভাবো ভাববর্জ্জিতঃ।
প্রজ্ঞয়া স্বরূপং জ্ঞাত্বা প্রজ্ঞাহীনস্তথা ভব ॥ ৩৫ ॥

নিঃশেষে সংঘাত * সমূহ পরিত্যক্ত হইলে আর কিছুই থাকে না, কেবল স্বয়ং শব্দবাচ্যরূপই অবশিষ্ট থাকে ॥ ৩২ ॥

আছে ও নাই, এ উভয়ই বুদ্ধি-ধর্ম্ম, তাহা সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা সকল প্রকারে অহংভাব পরিত্যাগ কর; "আমি আছি" বা "আমি প্রকাশ পাইতেছি" এ ভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মরূপ হও ॥ ৩৩ ॥

তুমি জাগ্রত থাকিয়াও সুষুপ্তিস্থ অর্থাৎ জাগ্রদ্ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার ও সুষুপ্তিধর্ম্ম অজ্ঞান-বিবর্জ্জিত। সুষুপ্তিধর্ম্ম অজ্ঞান বিলীন হইলে কেবল স্বয়ং চৈতন্যমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ৩৪ ॥

সুষুপ্তিধর্ম্ম অজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে যে ভাববর্জ্জিত-ভাবে স্ফূর্ত্তি পায়, প্রজ্ঞা দ্বারা তাহাই আত্মভাবে জানিয়া প্রজ্ঞাহীন হও ॥ ৩৫ ॥

---

* দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারাদি সকলের সমষ্টিকে সংঘাত বলে।

ন শব্দঃ শ্রবণং নাপি ন রূপং দর্শনং তথা।
ভাবাভাবৌ ন বৈ কিঞ্চিৎ সদেবাস্তি ন কিঞ্চন ॥ ৩৬ ॥
সুসূক্ষ্ময়া ধিয়া বুদ্ধ্যা স্বরূপং স্বস্ত চেতনম্।
বুদ্ধৌ জ্ঞানেন লীনায়াং যত্তচ্ছুদ্ধস্বরূপকম্ ॥ ৩৭ ॥
ইতি তে কথিতং তত্ত্বং সার ভূতং শুভাশয়।
শোকো মোহস্ত্বয়ি নাস্তি শুদ্ধরূপোঽসি নিষ্কলঃ ॥ ৩৮ ॥

শান্তব্রত উবাচ।

শ্রুত্বা প্রোক্তং বাসুদেবেন পার্থো, হিত্বাসক্তিং মায়িকেঽসত্যরূপে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বং শোকসন্তাপ-জালং, জ্ঞাত্বা তত্ত্বং সারভূতং কৃতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥
কৃষ্ণং প্রণম্যাথ বিনীতভাবৈর্ধ্যাত্বা হৃদিস্থং বিমলং প্রসন্নম্।
প্রোবাচ ভক্ত্যা বচনেন পার্থঃ, কৃতাঞ্জলির্ভাবভরেণ নম্রঃ ॥ ৪০ ॥

সেই আত্মবিষয়ে 'ন' শব্দের শ্রবণ নাই এবং তাঁহার রূপ বা দর্শন নাই ও ভাবাভাব কিছুই নাই। সুসূক্ষ্ম বুদ্ধিতে সেই সদ্রূপ চৈতন্যমাত্রকেই নিজরূপ জান। বৃত্তিজ্ঞানের সহিত বুদ্ধি বিলীন হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আপনার আত্মা বলিয়া লক্ষ্য কর এবং নিজকে অভিন্ন ব্রহ্মরূপে জান ॥ ৩৬-৩৭ ॥

হে শুভাশয়! এই সারভূত তত্ত্ব তোমাকে বলিলাম, তোমাতে শোকমোহাদি কিছু নাই, তুমি নিত্য-শুদ্ধ ও নিষ্কল, ইহা অবধারণ কর ॥ ৩৮ ॥

শান্তব্রত বলিলেন, অর্জ্জুন বাসুদেবোক্ত উপদেশসমূহ দ্বারা সারভূত তত্ত্ব অবগত হইয়া মায়িক অসত্য বস্তুসমূহে আসক্তি ও শোক-সন্তাপাদি পরিত্যাগ করিয়া কৃতার্থ হইলেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর অর্জ্জুন হৃদয়স্থিত বিমল প্রসন্নরূপ কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া

অর্জ্জুন উবাচ।

ত্বমাদ্যরূপঃ পুরুষঃ পুরাণো, ন বেদ বেদস্তব সারতত্ত্বম।
অহং ন জানে কিমু বচ্মি কৃষ্ণ, নমামি সর্ব্বান্তরসংপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৪১ ॥
ত্বমেব বিশ্বোদ্ভবকারণং সৎ, সমাশ্রয়স্তং জগতঃ প্রসিদ্ধঃ।
অনন্তমূর্ত্তির্বরদঃ কৃপালুর্নমামি সর্ব্বান্তরসংপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৪২ ॥
বদামি কিন্তে সবিশেষতত্ত্বং, ন জানে কিঞ্চিত্তব মর্ম্ম গূঢ়ম্।
ত্বমেব সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকর্ত্তা, নমামি সর্ব্বান্তরসংপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৪৩ ॥

বিনীত ও নম্রভাবে ভক্তির সহিত প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আদি এবং পুরাণ পুরুষ, বেদও তোমার সারতত্ত্ব জ্ঞাত নহেন অর্থাৎ বেদও তোমার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অক্ষম, আমি তোমার তত্ত্ব কিছুই জানি না, তোমাকে কি বলিয়া স্তুতি করিব? তুমি সকলের অন্তরাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪১ ॥

তুমি সদ্রূপ, জগদুৎপত্তির একমাত্র কারণ, তোমাকে আশ্রয় করিয়া এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। তুমি অনন্ত মূর্ত্তি, বরদাতা ও কৃপাময়। তুমি সকলের অন্তরাত্মা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪২ ॥

তেমার বিশেষ তত্ত্ব আমি কি বলিব? তোমার গূঢ় মর্ম্ম আমি কিছুই জানি না। তুমিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, সকলের অন্তরাত্মা বলিয়া অবস্থিত, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বরূপং পুরা দৃষ্টং ত্বমেব স্বয়মীশ্বরঃ।
মোহয়িত্বা সর্ব্বলোকান্ রূপমেতৎ প্রকাশিতম্॥ ৪৪॥
সর্ব্বে জানন্তি ত্বং বৃষ্ণিঃ পাণ্ডবানাং সখা হরিঃ।
কিন্তে বক্ষ্যামি তত্ত্বত্ত্বং ন জানন্তি দিবৌকসঃ॥ ৪৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।

তত্ত্বজ্ঞোঽসি যদা পার্থ তূষ্ণীন্তব তদা সখে।
যদ্দৃষ্টং বিশ্বরূপং মে মায়ামাত্রং তদেব হি॥ ৪৬॥
তেন ভ্রান্তোঽসি কৌন্তেয় স্বস্বরূপং বিচিন্তয়।
মুহ্যন্তি মায়য়া মূঢ়াস্তত্ত্বজ্ঞা মোহবর্জ্জিতাঃ॥ ৪৭॥

তোমার বিশ্বরূপ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি *। তুমি স্বয়ং ঈশ্বর, মায়া দ্বারা তুমি সকলকে মোহিত করিয়া এই আকার ধারণ করিয়াছ। সকলে জানে যে, তুমি বৃষ্ণিবংশসম্ভূত হরি, পাণ্ডবদিগের সখা, তোমার তত্ত্ব আমি কি বলিব? দেবতারাও তোমার তত্ত্ব অবগত নহেন॥ ৪৪-৪৫॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে সখে পার্থ! যদি তত্ত্ব জানিয়াছ, তবে মৌনাবলম্বন কর। আমার বিশ্বরূপ যাহা দেখিয়াছ, তাহা কেবল মায়ামাত্র। হে কৌন্তেয়! তুমি তাহাতে ভ্রান্ত হইয়াছ। আপনার ভাব চিন্তা কর। মূর্খ লোকেরাই মায়াতে মুগ্ধ হইয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা মায়া-রহিত হয়েন॥ ৪৬-৪৭॥

---

* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাই এখানে অর্জ্জুন পূর্ব্বে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, বলিলেন।

শান্তিগীতামিমাং পার্থ ময়োক্তাং শান্তিদায়িনীম্।
যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্বাপি মুক্তঃ স্যাদ্ভববন্ধনাৎ ॥ ৪৮ ॥
ন কদাচিদ্‌ভবেৎ সোঽপি মোহিতো মম মায়য়া।
আত্মজ্ঞানাচ্ছোকশান্তির্ভবেদ্‌গীতাপ্রসাদতঃ ॥ ৪৯ ॥

শান্তব্রত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রফুল্লবদনঃ স্বয়ম্।
অর্জ্জুনস্য করং ধৃত্বা যুধিষ্ঠিরান্তিকং যযৌ ॥ ৫০ ॥
ইয়ং গীতা তু শান্ত্যাখ্যা গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরা পরা।
তব স্নেহান্ময়া প্রোক্তা যদ্দত্তা গুরুণা ময়ি ॥ ৫১ ॥
ন দাতব্যা ক্বচিন্মোহাচ্ছঠায় নাস্তিকায় চ।
কুতর্কায় চ মূর্খায় নির্দ্দয়োন্মার্গবর্ত্তিনে ॥ ৫২ ॥

আমার কথিত শান্তিদায়িনী এই শান্তিগীতা যে ব্যক্তি শ্রবণ বা পাঠ করে, সে ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, আর সে কদাপি আমার মায়া দ্বারা বিমোহিত হইবে না। এই গীতার প্রসাদাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শোক হইতে উত্তীর্ণ হইবে॥ ৪৮-৪৯ ॥

শান্তব্রত বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া নিজে প্রফুল্লবদনে অর্জ্জুনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন॥ ৫০ ॥

এই শান্তি নাম্নী গীতা অতীব গুপ্ত বিষয়। গুরুদেব এই গীতা আমাকে দিয়াছিলেন, হে নৃপতে! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ তোমাকে ইহা বলিলাম॥ ৫১ ॥

মোহবশতঃ ইহা কখনও শঠ, নাস্তিক, কুতার্কিক, মূর্খ, নির্দ্দয় ও উন্মার্গগামী ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না॥ ৫২ ॥

প্রদাতব্যা বিরক্তায় প্রপন্নায় মুমুক্ষবে।
গুরুদৈবতভক্তায় শান্তায় ঋজবে তথা ॥ ৫৩ ॥
সশ্রদ্ধায় বিনীতায় দয়াশীলায় সাধবে।
বিদ্বেষক্রোধহীনায় দেয়া গীতা প্রযত্নতঃ ॥ ৫৪ ॥
ইতি তে কথিতা রাজন শান্তিগীতা সুগোপিতা।
শোকশান্তিকরী দিব্যা জ্ঞানদীপ-প্রদীপনী ॥ ৫৫ ॥
গীতেয়ং শান্তিনাম্নী মধুরিপু গদিতা পার্থশোকপ্রশান্ত্যৈ,
পাপৌঘং তাপসংঘং প্রহরতি পঠনাৎ সারভূতাতিগুহ্যা।
আবির্ভূতা স্বয়ং সা স্বগুরুকরুণয়া শান্তিদা শান্তভাবা,
কাশীসত্ত্বে সভাসা তিমিরচয়হরা নর্ত্তয়ন্ পদ্যবন্ধৈঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীশান্তিগীতা সমাপ্তা।

যে মনুষ্য বিরক্ত, শরণাগত, মুমুক্ষু, গুরু ও দেবতাতে ভক্তিযুক্ত, শান্ত, সরল, শ্রদ্ধাযুক্ত, বিনীত, দয়াশীল, সাধু, বিদ্বেষ ও ক্রোধবিহীন, তাহাকেই প্রযত্ন সহকারে ইহা প্রদান করিবে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

হে রাজন্। অতীব সুগুপ্ত এই শান্তিগীতা অতি মনোহর, এই গীতাশ্রবণে শোকশান্তি হইয়া জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয় ॥ ৫৫ ॥

পার্থের শোকশান্তির নিমিত্ত ভগবান্ মধুসূদনের কথিত এই শান্তিনাম্নী গীতা পাঠ করিলে পাপ-তাপসমূহ বিদূরিত হয়। অতিগুহ্যতম সারভূত এই শান্তিপ্রদায়িনী শান্তস্বভাবা শান্তিগীতা সত্ত্বগুণে স্বপ্রকাশরূপিণী, অজ্ঞানান্ধকার-বিনাশিনী, ইহা ব্রহ্মজ্যোতীরূপ প্রদীপ্ত দীপ্তির সহিত নৃত্য করিতে করিতে গুরুর কৃপাবশতঃ পদ্যবন্ধে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৫৬ ॥

শান্তিগীতা সমাপ্ত।

শিব-গীতা

—০:*:০—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

স্থত উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শুদ্ধকৈবল্যমুক্তিদম্।
অনুগ্রহান্মহেশস্য ভবদুঃখস্য ভেষজম্॥ ১॥
ন কর্ম্মণামনুষ্ঠানৈর্ন দানৈস্তপসাপি বা।
কৈবল্যং লভতে মর্ত্ত্যঃ কিন্তু জ্ঞানেন কেবলম্॥ ২॥
রামায় দণ্ডকারণ্যে পার্ব্বতীপতিনা পুরা।
যা প্রোক্তা শিবগীতাখ্যা গুহ্যাৎ গুহ্যতমাপি সা॥ ৩॥

স্থত বলিলেন, যে হেতু, গীতাশাস্ত্রের অধ্যয়ন দ্বারা মানবগণ মুক্ত হইতে পারে, এই কারণে আমি মহেশ্বরের অনুগ্রহসাধন করিয়া সংসারদুঃখের নিবারক ঔষধস্বরূপ শুদ্ধ কৈবল্য-মুক্তিপ্রদ এই গীতাশাস্ত্র বলিব॥ ১॥

শ্রুত্যাদিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, দান এবং চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা মানব কৈবল্য-পদ লাভ করিতে পারে না, উহা লাভ করিবার পক্ষে একমাত্র জ্ঞানই সহায়॥ ২॥

পূর্ব্বকালে পার্ব্বতীবল্লভ দণ্ডকারণ্যবাসী রামকে যে শিব-গীতা নামক শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা অতীব গোপনীয়, যাহার

যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ নৃণাং মুক্তির্ধ্রুবা হি সা।
পুরা সনৎকুমারায় স্কন্দেনাভিহিতা হি সা॥ ৪॥
সনৎকুমারঃ প্রোবাচ ব্যাসায় মুনিসত্তমাঃ।
মহ্যং কৃপাতিরেকেণ প্রদদৌ বাদরায়ণঃ॥ ৫॥
উক্তঞ্চ তেন কস্মৈচিন্ন দাতব্যমিদং ত্বয়া।
সূতপুত্রান্যথা দেবাঃ ক্ষুভ্যন্তি চ শপন্তি চ॥ ৬॥
অথ পৃষ্টো ময়া বিপ্রো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ভগবান্ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কিং ক্ষুভ্যন্তি শপন্তি চ।
তাসামত্রাস্তি কা হানির্যয়া কুপ্যন্তি দেবতাঃ॥ ৭॥

স্মরণমাত্রেই মানবগণ নির্ব্বাণমুক্তির অধিকারী হইতে পারে। সেই শিবগীতা পূর্ব্বকালে কার্ত্তিকেয় সনৎকুমারের নিকট উপদেশ করিয়াছিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর সনৎকুমার ব্যাসদেবের নিকট বলিয়াছেন এবং বাদরায়ণ অতিশয় দয়াবান্ হইয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন॥ ৩-৫॥

বাদরায়ণ আমাকে এই গীতা প্রদান করিয়া বলিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি এই গীতাশাস্ত্র কোন অনধিকারীকে বলিও না। আমার বাক্যের অন্যথা আচরণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ রুষ্ট হইবেন এবং শাপ প্রদান করিবেন॥ ৬॥

অনন্তর আমি ভগবান্ ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! দেবগণ কি নিমিত্ত রুষ্ট হইয়া শাপ প্রদান করিবেন, তাঁহাদের এই বিষয়ে কি হানি আছে, যে কারণে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইবেন? ৭॥

পারাশর্য্যোঽথ মামাহ যৎ পৃষ্টং শৃণু বৎসল।
নিত্যাগ্নিহোত্রিণো বিপ্রাঃ সন্তি যে গৃহমেধিনঃ ॥ ৮ ॥
ত এব সর্ব্বফলদাঃ সুরাণাং কামধেনবঃ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ যদ্‌যদিষ্টং সুপর্ব্বণাম্ ॥ ৯ ॥
অগ্নৌ হুতেন হবিষা তৎ সর্ব্বং লভ্যতে দিবি।
নান্যদস্তি সুরেশানামিষ্টসিদ্ধিপ্রদং দিবি ॥ ১০ ॥
দোগ্ধ্রী ধেনুর্যথা নীতা দুঃখদা গৃহমেধিনাম্।
তথৈব জ্ঞানবান্ বিপ্রো দেবানাং দুঃখদো ভবেৎ ॥ ১১ ॥
ত্রিদশাস্তেন বিঘ্নন্তি প্রবিষ্টা বিষয়ং নৃণাম্।
ততো ন জায়তে ভক্তিঃ শিবে কস্যাপি দেহিনঃ ॥ ১২ ॥

অতঃপর পরাশর-নন্দন আমাকে বলিলেন, হে বৎস! তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রত্যুত্তর শ্রবণ কর। যে সকল গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্র-যাগ করেন, তাঁহারাই দেবগণের সর্ব্বফলপ্রদ কামধেনুস্বরূপ। ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয় যাহা কিছু ইষ্ট, তৎসমস্তই অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবির্দ্বারা দেবগণ স্বর্গবাসী থাকিয়াই লাভ করেন, এতদ্‌ব্যতীত দেবগণের ইষ্টসিদ্ধিকর আর কিছুই নাই ॥ ৮-১০ ॥

গৃহস্থের যে প্রকার দুগ্ধদোহন-শীলা ধেনু অন্য কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলে দুঃখ সমুপস্থিত হয়, সেই প্রকার ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানসম্পন্ন হইলেই দেবতার দুঃখ হইয়া থাকে অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্যের অভাবে দেবগণের ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণে দেবগণ স্ত্রীপুত্রাদি-বিষয়ক মমতাকৃষ্টচিত্ত করিয়া মানবগণের জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে বিঘ্ন আচরণ করেন, সেই হেতু কোন ব্যক্তিরই শিববিষয়ে ভক্তি হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

তস্মাদবিদুষাং নৈব জায়তে শূলপাণিনঃ।
যথা কথঞ্চিজ্জাতাপি মধ্যে বিচ্ছিদ্যতে নৃণাম্ ॥ ১৩ ॥
জাতং বাপি শিবজ্ঞানং ন বিশ্বাসং ভজত্যলম্ ॥ ১৪ ॥

ঋষয় উচুঃ।

যদ্যেবং দেবতা বিঘ্নমাচরন্তি তনুভৃতাম্।
পৌরুষং তত্র কস্যাস্তি যেন মুক্তির্ভবিষ্যতি।
সত্যং সূতাত্মজ ব্রূহি তত্রোপায়োঽস্তি বা ন বা ॥ ১৫ ॥

সূত উবাচ।

কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ শিবে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১৬ ॥
ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি তেনাচরতি মানবঃ।
শিবার্পণধিয়া কামান্ পরিত্যজ্য যথাবিধি ॥ ১৭ ॥

এই নিমিত্তই পুরাণাদিশ্রবণরহিত ব্যক্তির শূলপাণির প্রতি ভক্তি হয় না, যদি কাহার যথাকথঞ্চিৎরূপে সমুৎপন্ন হয়, তাহাও মধ্যে অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

যদি কাহার শিবজ্ঞান হয়, তাহাও বিশ্বাস্য হয় না, উহা অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষা করে ॥ ১৪ ॥

ঋষিগণ বলিলেন, যদি দেবগণ শরীরিসম্বন্ধে এই প্রকার বিঘ্ন আচরণ করেন, তবে মুক্তিসাধন-বিষয়ে কাহার সামর্থ্য হইবে? হে সূতপুত্র! আপনি সত্য করিয়া বলুন, এই বিঘ্ন-নিবারণে কোন উপায় আছে কি না? ১৫ ॥

সূত বলিলেন, কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য-বলে মানব শিবভক্তি-সম্পন্ন হইতে পারে এবং তৎকালে কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক

অনুগ্রহাত্তেন শম্ভোর্জায়তে সুদৃঢ়ো নরঃ।
ততো ভীতাঃ পলায়ন্তে বিঘ্নং হিত্বা সুরেশ্বরাঃ ॥ ১৮ ॥
জায়তে তেন শুশ্রূষা চরিতে চন্দ্রমৌলিনঃ।
শৃণ্বতো জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদেব বিমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন যস্য ভক্তিঃ শিবে দৃঢ়া।
মহাপাপৌঘপাপৌঘকোটিগ্রস্তো বিমুচ্যতে ॥ ২০ ॥
সংসারবন্ধনাত্তস্মাদন্যঃ কো বা বিমূঢ়ধীঃ ॥ ২১ ॥
নিয়মাদ্‌যস্তু কুর্ব্বীত ভক্তিং বা দ্রোহমেব বা।
তস্যাপি চেৎ প্রসন্নোঽসৌ ফলং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২২ ॥

শিবার্পণ-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া যথাবিধি ইষ্টাপূর্ত্তাদি (ইষ্ট যজ্ঞ, পূর্ত্ত তড়াগারামাদি প্রতিষ্ঠা) কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ১৬—১৭ ॥

এই প্রকারে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে শিবের অনুগ্রহ বশতঃ মানব সুদৃঢ় হয়েন, অনন্তর সুরেন্দ্রগণ ভীত হইয়া বিঘ্নাচারণ পরিত্যাগ করতঃ পলায়ন করেন ॥ ১৮ ॥

এইরূপে বিঘ্ন দূরীকৃত হইলে শিবচরিত্র-শ্রবণে ইচ্ছা সমুৎপন্ন হয় এবং শিবচরিত্র শ্রবণ করিতে করিতে জ্ঞান জন্মে, তৎপরে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

এই বিষয়ে অধিক আর কি কহিব, যিনি শিববিষয়ে দৃঢ়-ভক্তিসম্পন্ন, তিনি পঞ্চমহাপাতক ও অন্যান্য বিবিধ পাপযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইতে পারেন। অতএব শিবভক্তিসম্পন্ন হইয়া অতি বিমূঢ় ব্যক্তিও সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন ॥ ২০—২১ ॥

যে ব্যক্তি নিয়ম পূর্ব্বক শিববিষয়ে দ্রোহ বা ভক্তি করে, সেই উভয়কেই তিনি প্রসন্ন হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ॥ ২২ ॥

ঋদ্ধং কিঞ্চিৎ সমাদায় ক্ষুল্লকং জলমেব বা।
যো দত্তে নিয়মেনাসৌ তস্মৈ দত্তে জগত্রয়ম্॥ ২৩॥
তত্রাপ্যশক্তো নিয়মান্নমস্কারং প্রদক্ষিণম।
যঃ করোতি মহেশস্য তস্মৈ তুষ্টো ভবেচ্ছিবঃ॥ ২৪॥
প্রদক্ষিণাস্বশক্তোঽপি যঃ স্বান্তে চিন্তয়েচ্ছিবম্।
গচ্ছন্ সমুপবিষ্টো বা তস্যাভীষ্টং প্রযচ্ছতি॥ ২৫॥
চন্দনং বিল্বকাষ্ঠস্য পুষ্পাণি বনজান্যপি।
ফলানি তাদৃশান্যেব তস্য প্রীতিকরাণি বৈ।
দুষ্করং তস্য সেবায়াং কিমস্তি ভুবনত্রয়ে॥ ২৬॥
বন্যেষু যাদৃশী প্রীতির্বর্ত্ততে পরমেশিতুঃ।
উত্তমেষ্বপি নাস্ত্যেব তাদৃশী গ্রামজেষ্বপি॥ ২৭॥

তাঁহাকে নিয়মপূর্ব্বক নানাবিধ উপচারপূর্ণ জল অথবা কেবলমাত্র জল সমর্পণ করিলেও তিনি তৎপ্রদানকারীকে জগত্রয় দান করিয়া থাকেন॥ ২৩॥

উপচারাদি দান করিতে অশক্ত হইয়া যদি নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নমস্কার করে, তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হয়েন॥ ২৪॥

যিনি প্রদক্ষিণ করিতে অশক্ত, তিনি গমন-উপবেশনাদি ক্রিয়াকালেই মনে মনে শিবকে চিন্তা করিবেন। এই প্রকার চিন্তকারী ব্যক্তিকে তিনি সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন॥ ২৫॥

বিল্বকাষ্ঠোদ্ভব চন্দন, বনজ পুষ্প ও ফল যাঁহার প্রীতিকর, এই ভুবনত্রয়ে তাঁহার সেবা-বিষয়ে দুঃসম্পাদ্য কি আছে? ২৬॥

পরমেশ্বর শিব বন্য দ্রব্যের দ্বারা যাদৃশ প্রীতি-সমাপন্ন হয়েন, গ্রাম্য ও উত্তম দ্রব্যের দ্বারা তাঁহার তাদৃশী প্রীতি হয় না॥ ২৭॥

তং ত্যক্ত্বা তাদৃশং দেবং যঃ সেবেতান্যদেবতাম্।
স হি ভাগীরথীং ত্যক্ত্বা কাঙ্ক্ষতে মৃগতৃষ্ণিকাম্॥ ২৮ ॥
কিন্তু যস্যাস্তি দুরিতং কোটিজন্মসু সঞ্চিতম্।
তস্য প্রকাশতে নায়মর্থো মোহান্ধচেতসঃ ॥ ২৯ ॥
ন কালনিয়মো যত্র ন দেশস্য স্থলস্য চ।
যত্রাস্য রমতে চিত্তং তস্য ধ্যানেন কেবলম্।
স্বাত্মত্বেন শিবস্যাসৌ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৩০ ॥
অতিস্বল্পতরায়ুঃশ্রীর্ভূতেশাংশাধিপোঽপি যঃ।
স তু রাজাহমস্মীতি বাদিনং হন্তি সান্বয়ম্॥ ৩১ ॥

যে ব্যক্তি এতাদৃশ সুখলভ্য শম্ভুকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে সেবা করে, সেই মানব ভাগীরথী পরিত্যাগ করিয়া মৃগতৃষ্ণিকায় জলাকাঙ্ক্ষা করে অর্থাৎ ভাগীরথীর পুণ্য সলিল পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃগতৃষ্ণিকায় জলাকাঙ্ক্ষী মানব যে প্রকার মূর্খ, তেমনই সুখলভ্য শিবপরিত্যাগী ব্যক্তিও মূর্খ বলিয়া পরিগণিত॥ ২৮ ॥

কিন্তু যাহার কোটিজন্ম-সুসঞ্চিত পাপ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই মোহান্ধচিত্ত ব্যক্তির এতাদৃশ ভাব বিকশিত হইতে পারে না॥ ২৯ ॥

শিবের উপাসনায় কাল, দেশ ও স্থাননিয়ম নাই। সাধকের চিত্ত যেখানে প্রসন্ন হয়, সেই স্থানেই সাধক শিবকে আত্মরূপে ধ্যান করিয়া শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন॥ ৩০ ॥

অতি স্বল্পতর আয়ু ও শ্রীসম্পন্ন মাণ্ডলিক রাজা (ক্ষুদ্র রাজা) ও "আমি রাজা" ইহা বলিয়া কোন ব্যক্তি অভ্যুত্থিত হইলে তাহাকে

কর্ত্তাপি সর্ব্বলোকানামক্ষয়ৈশ্বর্য্যবানপি।
শিবঃ শিবোঽহমস্মীতি বাদিনং যঞ্চ কঞ্চন ;
আত্মনা সহ তাদাত্ম্যভোগিনং কুরুতে ভৃশম্ ॥ ৩২ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং পারং যাস্যাস্ত যেন বৈ।
মুনয়স্তৎ প্রবক্ষ্যামি ব্রতং পাশুপতাভিধম্ ॥ ৩৩ ॥
কৃত্বা তু বিরজাং দীক্ষাং ভূতিরুদ্রাক্ষধারিণঃ।
জপন্তে বেদসারাখ্যং শিবনামসহস্রকম্ ॥ ৩৪ ॥
সন্ত্যজ্য তেন মর্ত্ত্যত্বং শৈবীং তনুমবাপ্য চ।
ততঃ প্রসন্নো ভগবাঞ্ছঙ্করো লোকশঙ্করঃ।
ভবতাং দৃশ্যতামেত্য কৈবল্যং বঃ প্রদাস্যতি ॥ ৩৫ ॥

সবংশে নিধন করিয়া থাকে, আর যিনি সমস্ত লোকের কর্ত্তা, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অবিনাশী, সেই শিব (শিবোঽহং) বলিয়া যে কোন ব্যক্তি অভ্যুত্থিত হউক না কেন, তাহাকেই আত্ম-সাযুজ্যভাগী করিয়া থাকেন ॥ ৩১-৩২ ॥

হে মুনিগণ! যে পাশুপতব্রতাচরণ দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করা যায়, সেই পাশুপত নামক ব্রত বলিতেছি ॥ ৩৩ ॥

প্রথমতঃ বিরজা নামক দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভস্ম ও রুদ্রাক্ষধারী হইয়া বেদসারাখ্য শিবনামসহস্র জপ করিতে হইবে। এই অনুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্ত্যত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবসাক্ষাৎকারক্ষম শরীর প্রাপ্ত হইবে, তৎপরে ত্রিলোকের মঙ্গলকারী শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তোমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইবেন এবং কৈবল্যপদ প্রদান করিবেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

রামায় দণ্ডকারণ্যে যৎ প্রাদাৎ কুম্ভসম্ভবঃ।
তৎ সর্ব্বং বঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং ভক্তিযোগিনঃ॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শিবরাঘবসংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

অগস্ত্য দণ্ডকারণ্যবাসী রামকে যে দীক্ষাদি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আমি বলিতেছি, তোমরা ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রবণ কর॥ ৩৬॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ।

কিমর্থমাগতোঽগস্ত্যো রামচন্দ্রস্য সন্নিধিম্।
কথং বা বিরজাং দীক্ষাং কারয়ামাস রাঘবম্।
ততঃ কিমাপ্তবান্ রামঃ ফলং তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

রাবণেন যদা সীতাপহৃতা জনকাত্মজা।
তদা বিয়োগদুঃখেন বিলপন্নাস রাঘবঃ ॥ ২ ॥
নির্নিদ্রো নিরহঙ্কারো নিরাহারো দিবানিশম্।
মোক্তুমৈচ্ছত্ততঃ প্রাণান্ সানুজো রঘুনন্দনঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর তাপসগণ সূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহামুনি অগস্ত্য কি জন্য রামচন্দ্রের নিকট সমাগত হইয়াছিলেন, কি প্রকারেই বা তিনি রামচন্দ্রকে বিরজাদীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং রামই বা তাহাতে কি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই সমস্ত আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

সূত বলিলেন, দশানন জনক-নন্দিনী সীতাকে হরণ করিলে, নিরহঙ্কারী দাশরথি দয়িতাবিরহে ব্যাকুল হইয়া আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অহর্নিশ অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২-৩ ॥

লোপামুদ্রাপতির্জ্ঞাত্বা তস্য সন্নিধিমাগমৎ।
অথ তং বোধয়ামাস সংসারাসারতাং মুনিঃ ॥ ৪ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

কিং বিষীদসি রাজেন্দ্র কান্তা কস্য বিচার্য্যতাম্।
জড়ং কিং নু বিজানাতি দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ৫ ॥
নির্লেপঃ পরিপূর্ণশ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
আত্মা ন জায়তে নৈব ম্রিয়তে ন চ দুঃখভাক্ ॥ ৬ ॥
সূর্য্যোঽসৌ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুষ্ট্বেন ব্যবস্থিতঃ।
তথাপি চাক্ষুষৈর্দোষৈর্ন কদাচিদ্বিলিপ্যতে ॥ ৭ ॥
সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপি তদ্বদ্দুঃখৈর্ন লিপ্যতে।
দেহোঽপি মলপিণ্ডোঽয়মুক্তজীবো জড়াত্মকঃ ॥ ৮ ॥
দহ্যতে বহ্নিনা কাষ্ঠৈঃ শিবাদ্যৈর্ভক্ষ্যতেঽপি বা।
তথাপি নৈব জানাতি বিরহে তস্য কা ব্যথা ॥ ৯ ॥

মহর্ষি অগস্ত্য এই সংবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক সংসারের অসারতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অগস্ত্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! এইরূপ বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছ কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, কে কাহার কান্তা? এই দেহ পঞ্চভূতময়, ইহা কোন্ মূঢ়গতি অবগত না আছে? ৫ ॥

যিনি নির্লেপ, সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ও সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, সেই আত্মার জন্ম বা বিনাশ কিছুই নাই এবং তিনি কিছুতেই দুঃখভাগী হয়েন না। এই সূর্য্যদেব সকলের চক্ষুরূপে অবস্থিতি করিয়াও যেরূপ চাক্ষুষ দোষের দ্বারা বিলিপ্ত নহেন, তদ্রূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা আত্মাও দুঃখ দ্বারা বিলিপ্ত হয়েন না। জীবন বিনষ্ট হইলে এই মলপিণ্ডময়

সুবর্ণগৌরী দূর্ব্বায়া দলবচ্ছ্যামলাপি বা।
পীনোত্তুঙ্গস্তনাভোগভুগ্নসূক্ষ্মাবলগ্নকা ॥ ১০ ॥
বৃহন্নিতম্বজঘনা রক্তপাদসরোরুহা।
রাকাচন্দ্রমুখী বিম্বপ্রতিবিম্বরদচ্ছদা ॥ ১১ ॥
নীলেন্দীবরনীকাশনয়নদ্বয়শোভিতা।
মত্তকোকিলসল্লাপা মত্তদ্বিরদগামিনী ॥ ১২ ॥
কটাক্ষৈরনুগৃহ্লাতি মাং পঞ্চেষুশরোত্তমৈঃ।
ইতি যাং মন্যতে মূর্খঃ স চ পঞ্চেষুশাসিতঃ ॥ ১৩ ॥
তস্যাবিবেকং বক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতো নৃপ।
ন চ স্ত্রী ন পুমানেষু নৈব চায়ং নপুংসকঃ।
অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ পূর্ণো দ্রষ্টা সাক্ষী স জীবনঃ ॥ ১৪ ॥

জড়াত্মক দেহ কাষ্ঠাগ্নি সংযোগে দগ্ধীভূত অথবা শৃগালাদি জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াও সুখদুঃখাদি অনুভব করিতে পারে না, অতএব এতাদৃশ জড়দেহ-বিরহে ব্যথা কি? ৬-৯ ॥

যাহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, যে দুর্ব্বাদলবৎ শ্যামাঙ্গী, যাহার পীন পয়োধরভারে মধ্যদেশ অবনত হইয়া পড়িয়াছে, যাহার নিতম্ব ও কটিদেশ অতীব বিস্তৃত এবং পাদপদ্ম রক্তবর্ণ, যাহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও ওষ্ঠপঙ্‌ক্তি বিম্ব-ফলসদৃশ, যে নীলপদ্মসদৃশ নেত্রযুগল-শোভিতা, মত্তকোকিলনাদিনী এবং মত্ত হস্তীর ন্যায় গমনশীলা, সেই রমণী কামবাণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কটাক্ষবাণ দ্বারা আমাকে অনুগৃহীত করিতেছে, যে মূর্খ কামবশবর্ত্তী হইয়া এই প্রকার মনে করে, তাহার অবিবেকিতা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যিনি সকলের শরীরে চৈতন্যরূপে অবস্থিতি করিতেছেন,

যা তন্বঙ্গী মৃদুর্ব্বালা মলপিণ্ডাত্মিকা জড়া।
সা ন পশ্যতি যৎ কিঞ্চিন্ন শৃণোতি ন জিঘ্রতি ॥ ১৫ ॥
চর্ম্মমাত্রা তনুস্তস্যা বুদ্ধ্যা বীক্ষস্ব রাঘব।
যা প্রাণাদধিকা সৈব হন্ত তে স্যাদ্‌ঘৃণাস্পদম্ ॥ ১৬ ॥
জায়ন্তে যদি ভূতেভ্যো দেহিনঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ ॥
আত্মা যদেকলস্তেষু পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ ॥ ১৭ ॥
কা কান্তা তত্র কঃ কান্তঃ সর্ব্ব এব সহোদরাঃ ॥ ১৮ ॥
নির্ম্মিতায়াং গৃহাবল্যাং তদবচ্ছিন্নতাং গতম্।
নভস্তস্যাস্তু দগ্ধায়াং ন কাঞ্চিৎ ক্ষতিমৃচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

তাঁহার স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, বা নপুংসকত্ব নাই, তিনি অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ, দ্রষ্টা ও সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহার সত্তাতেই প্রাণেন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতেছে, (অতএব তিনি কদাচ শোকার্হ নহেন) ॥ ১০-১৪ ॥

যাহাকে কৃশাঙ্গী, কোমল-হৃদয়া বালা বলিয়া বিবেচনা কর, সেই রমণী মলপিণ্ডময়ী জড়াত্মিকা, সে কিছুই দর্শন করে না এবং কিছুই শ্রবণ ও আঘ্রাণও করে না। সে কেবল চর্ম্মময় দেহমাত্র ধারণ করিতেছে। হে রাঘব! এই সকল বিষয়বুদ্ধি দ্বারা আলোচনা কর, তাহা হইলেই যে রমণীকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা বলিয়া জ্ঞান করিতে, সেই তোমার ঘৃণাস্পদ হইবে। যখন তুমি অসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতেছ, ভূত হইতেই এই দেহের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং ইহা পাঞ্চভৌতিক (জড়) পদার্থ এবং এক পরিপূর্ণ নিত্য আত্মাই বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন কে কাহার স্ত্রী এবং কেই বা কাহার পতি হইতে পারে? সকলেই একরূপ পদার্থ। যেমন নির্ম্মিত গৃহাবলী দ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন হইয়াও, সেই গৃহাবলী দগ্ধীভূত হইলে আকাশের কোন

তদ্বদাত্মাপি দেহেষু পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
হন্যমানেষু তেষ্বেব স্বয়ং নৈব বিহন্যতে ॥ ২০ ॥
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুর্হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
তাবুভৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ২১ ॥
অস্মান্নৃপাতিদুঃখেন কিং খেদস্যাস্তি কারণম্।
স্বস্বরূপং বিদিত্বেদং দুঃখং ত্যক্ত্বা সুখী ভব ॥ ২২ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

মুনে দেহস্য নো দুঃখং নৈব চেৎ পরমাত্মনঃ।
সীতাবিয়োগদুঃখাগ্নির্মাং ভস্মীকুরুতে কথম্ ॥ ২৩ ॥
সদানুভূয়তে যোহর্থঃ স নাস্তীতি ত্বয়েরিতঃ।
জায়তাং তত্র বিশ্বাসঃ কথং মে মুনিপুঙ্গব ॥ ২৪ ॥

ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ দেহ বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশসম্ভাবনা নাই; কারণ, আত্মা নিত্য ও পরিপূর্ণ পদার্থ ॥ ১৫-২০ ॥

যিনি আপনাকে হন্তা বলিয়া মনে করেন এবং যিনি হন্তা হইতে আপনাকে হত মনে করেন, সেই উভয় ব্যক্তিই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন; কারণ, আত্মা কাহাকে বিনষ্ট করে না এবং কাহার দ্বারা বিনষ্ট হয় না ॥ ২১ ॥

হে রাজন্! অতি দুঃখী হইবার কোন কারণ নাই। আত্মার সচ্চিদানন্দাত্মক স্বরূপ অবগত হইয়া সুখী হও ॥ ২২ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, মুনে! যদি দেহের এবং পরমাত্মার দুঃখ-সম্বন্ধ না থাকে, তবে সীতাবিয়োগজনিত দুঃখাগ্নি-আমাকে কেমন করিয়া ভস্মীভূত করিতে পারে? ২৩ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি সর্ব্বদা যাহা অনুভব করিতেছি, তাহা (দুঃখ)

অন্যোঽস্তি নাস্তি কো ভোক্তা যেন জন্তুঃ প্রতপ্যতে।
সুখস্য বাপি দুঃখস্য তদ্ব্রূহি মুনিসত্তম ॥ ২৫ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

দুর্জ্ঞেয়া শাম্ভবী মায়া তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ২৬ ॥
সত্যজ্ঞানাত্মকোঽনন্তো বিভুরাত্মা মহেশ্বরঃ।
তস্যৈবাংশো জীবলোকে হৃদয়ে প্রাণিনাং স্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

নাই, ইহাই আপনি বলিলেন, অতএব আপনার বাক্যে কেমন করিয়া বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে? ২৪?

হে মুনিবর! সুখ-দুঃখের অন্য কোন ভোক্তা আছে কি না, তাহা আপনি বলুন। সুখ-দুখের ভোক্তৃত্ব নিবন্ধনই শরীরিগণ সর্ব্বদা প্রতপ্ত হইতেছে, (ইহা আমরা অনুভব করিয়া থাকি) ॥ ২৫ ॥

অগস্ত্য বলিলেন, শাম্ভবী মায়া অতীব দুর্জ্ঞেয়া, সেই মায়া দ্বারা এই জগৎ সম্মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই মায়াকেই জগতের প্রকৃতি এবং এই মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকেই মহেশ্বর বলিয়া জান। পরন্তু এই সমস্ত পদার্থই মহেশ্বরের অবয়বস্বরূপ, ইহা দ্বারাই সকল জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ২৬॥

এই মহেশ্বর সত্য, জ্ঞান-স্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন, ব্যাপক ও আত্মস্বরূপ এবং ইনি প্রাণীর হৃদয়ে জীবাত্মরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়তে কাষ্ঠযোগতঃ।
অনাদিকর্ম্মসংবদ্ধাস্তদ্বদংশা মহেশিতুঃ।
অনাদিবাসনাযুক্তাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা ইতি তে স্মৃতাঃ॥ ২৮॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তশ্চেতি চতুষ্টয়ম্।
অন্তঃকরণমিত্যাহুস্তত্র তে প্রতিবিম্বিতাঃ॥ ২৯॥
জীবত্বং প্রাপ্নুয়ুঃ কর্ম্মফলভোক্তার এব তে।
ততো বৈষয়িকং তেষাং সুখং বা দুঃখমেব বা॥ ৩০॥
ত এব ভুঞ্জতে ভোগায়তনেঽস্মিন্ শরীরকে॥ ৩১॥
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চেতি দ্বিবিধং বপুরুচ্যতে।
স্থাবরাস্তত্র দেহাঃ স্যুঃ সূক্ষ্মা গুল্মলতাদয়ঃ॥ ৩২॥
অণ্ডজাঃ স্বেদজাস্তদ্বদুদ্ভিজ্জা ইতি জঙ্গমাঃ॥ ৩৩॥

কাষ্ঠসংযোগবশতঃ যে প্রকার অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গরাশি আবির্ভূত হয়, সেই প্রকার অনাদি বাসনা-সংবদ্ধ জীব মহেশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অনাদি বাসনা-সংবদ্ধ সেই জীবগণকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে॥ ২৮॥

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত, এই পদার্থ-চতুষ্টয়কে অন্তঃকরণ বলে। এই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব-সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়া কর্ম্মফলের ভোগ করে এবং জীবেরই বিষয়জনিত দুঃখ-জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জীবগণই ভোগায়তন এই শরীরে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে॥ ২৯-৩১॥

স্থাবর ও জঙ্গমভেদে শরীর দ্বিবিধ। তন্মধ্যে গুল্মলতাদি নিকৃষ্ট দেহকে স্থাবর বলে এবং অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জকে (জরায়ুজকে) জঙ্গম বলে॥ ৩২-৩৩॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যে প্রপদ্যন্তে যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৩৪ ॥
সুখ্যহং দুঃখ্যহং চেতি জীব এবাভিমন্যতে।
নির্লেপোঽপি পরং জ্যোতির্মোহিতঃ শম্ভুমায়য়া ॥ ৩৫ ॥
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো মদো মাৎসর্য্যমেব চ।
মোহশ্চেত্যরিষড়্‌বর্গমহঙ্কারগতং বিদুঃ ॥ ৩৬ ॥
স এব বাধ্যতে জীবঃ স্বপ্নজাগ্রদবস্থয়োঃ।
সুষুপ্তৌ তদভাবাচ্চ জীবঃ শঙ্করতাং গতঃ ॥ ৩৭ ॥
স এব মায়য়া স্পৃষ্টঃ কারণঃ সুখদুঃখয়োঃ।
শুক্তৌ রজতবদ্বিশ্বং মায়য়া দৃশ্যতে শিবে ॥ ৩৮ ॥

কতকগুলি দেহী শরীর-সম্বন্ধের নিমিত্ত নিজের পাপ-পুণ্য কর্ম্ম ও বেদাধ্যয়নাদি সংস্কারবশতঃ তাদৃশ স্ত্রীগর্ভ প্রাপ্ত হয় এবং কতকগুলি স্থাণু প্রভৃতির দেহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

তখন নির্লেপ পরম জ্যোতিঃস্বরূপ জীব শম্ভু-মায়ায় সম্মুগ্ধ হইয়া "আমি সুখী, আমি দুঃখী" এই প্রকার অভিমান করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য এবং মোহ, এই ষট্‌পদার্থকে শত্রুবর্গ বলে, ইহারা সকলেই অহঙ্কারনিষ্ঠ অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৩৬ ॥

এই জীব স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় অহঙ্কার দ্বারা সংবদ্ধ হয়েন; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় অহঙ্কারের সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতিবশতঃ শঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ আত্মরূপে অবস্থিতি করেন ॥ ৩৭ ॥

সেই জীব মায়া অর্থাৎ মায়াকার্য্য অন্তঃকরণবিশিষ্ট হইয়া সুখ-দুঃখভাগী হয়েন এবং অজ্ঞানবশতঃ যে প্রকার শুক্তিতে রজতজ্ঞান হয়,

ততো বিবেকজ্ঞানেন ন কোঽপ্যত্রাস্তি দুঃখভাক্ ।
ততো বিরম দুঃখাত্ত্বং কিং মৃধা পরিতপ্যসে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

মুনে সর্ব্বমিদং সত্যং যন্মদগ্রে ত্বয়েরিতম্ ।
তথাপি ন জহাত্যেতৎ প্রারব্ধাদৃষ্টমুল্বণম্ ॥ ৪০ ॥
মত্তং কুর্য্যাদ্যথা মদ্যং নষ্টাবিদ্যমপি দ্বিজম্ ।
তদ্বৎ প্রারব্ধভোগোঽপি ন জহাতি বিবেকিনম্ ॥ ৪১ ॥
ততঃ কিং বহুনোক্তেন প্রারব্ধঃ সশিবঃ স্মরঃ ।
বাধতে মাং দিবারাত্রমহঙ্কারোঽপি তাদৃশঃ ॥ ৪২ ॥

সেইরূপ মায়া-বশতই ব্রহ্মে জগৎ আভাসিত হইতেছে। কিন্তু আত্মা অসঙ্গ এবং অহঙ্কারাদিও আত্মাতে অধ্যস্ত অর্থাৎ কাল্পনিক পদার্থ, অতএব আমার সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ নাই, এই প্রকার বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর দুঃখভাগী হইতে হয় না। অতএব হে রাম! তুমি কি হেতু মিথ্যা পরিতপ্ত হইতেছ, দুঃখ পরিহার কর ॥ ৩৮–৩৯ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, মুনে! আপনি আমার নিকট যাহা বলিলেন, তৎসমস্তই সত্য, তথাপি প্রারব্ধাদৃষ্ট অতি বলবান, সে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। জ্ঞানবান্ বিপ্রকেও যেমন মদ্য মত্ত করিয়া তোলে, তদ্রূপ প্রারব্ধভোগ বিবেকীব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে না। আপনাকে আর বহু কথা কি বলিব, প্রারব্ধ জড় পদার্থ, সুতরাং তৎপ্রেরক শিবই প্রারব্ধরূপে সংবদ্ধ করেন এবং তিনিই অহঙ্কারানুপ্রবিষ্ট হইয়া দিবারাত্র আমাকে বাধিত করিতেছেন ॥৪০–৪২॥

অত্যন্তপীড়িতো জীবঃ স্থূলদেহং বিমুঞ্চতি।
তস্মাজ্জীবাপ্তয়ে মহ্যমুপায়ঃ ক্রিয়তাং দ্বিজ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উপরিভাগে শিবগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে অগস্ত্যরাঘবসংবাদে বৈরাগ্যোপদেশো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

এই প্রকারে অহঙ্কার-মমকারাদি দ্বারা লিঙ্গশরীর অত্যন্ত পীড়িত হইয়া স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে, অতএব হে দ্বিজ! আমার সম্বন্ধে লিঙ্গশরীরের স্থিরতার নিমিত্ত উপায় করুন ॥ ৪৩ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অগস্ত্য উবাচ।

ন গৃহ্লাতি বচঃ পথ্যং কামক্রোধাদিপীড়িতঃ।
হিতং ন রোচতে তস্য মুমূর্ষোরিব ভেষজম্ ॥ ১ ॥
মধ্যে সমুদ্রং যা নীতা সীতা দৈত্যেন মায়িনা।
আয়াস্যতি নরশ্রেষ্ঠ সা কথং তব সন্নিধিম্ ॥ ২ ॥
বধ্যন্তে দেবতাঃ সর্ব্বা দ্বারি মর্কটযূথবৎ।
কিঞ্চ চামরধারিণ্যো যস্য সন্তি সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৩ ॥
ভুঙ্‌ক্তে ত্রিলোকীমখিলাং যঃ শম্ভুবরদর্পিতঃ।
নিষ্কণ্টকং তস্য জয়ঃ কথং তব ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

অগস্ত্য কহিলেন, যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ রুচিকর হয় না, সেইরূপ গুরুর বাক্য পরিণামে অমৃতস্বরূপ হইলেও কামক্রোধাদি-পীড়িত মানব উহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না ॥ ১ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ! কপটী রাক্ষস রাবণ যে সীতাকে সমুদ্রমধ্যে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, সেই সীতা তোমার সমীপে কি প্রকারে আগমন করিবে? ২ ॥

যাহার দ্বারে মর্কটযূথের ন্যায় দেবগণ সংবদ্ধ রহিয়াছেন, সুরাঙ্গনাগণ যাহার নিকট চামরধারিণী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন এবং যে মহাদেবের বর দ্বারা গর্ব্বিত হইয়া নিষ্কণ্টকে সমস্ত ত্রৈলোক্য ভোগ করিতেছে, কেমন করিয়া তুমি তাহাকে জয় করিবে? ৩-৪ ॥

ইন্দ্রজিন্নাম পুত্রো যস্তস্যাস্তীশবরোদ্ধতঃ।
তস্যাগ্রে সঙ্গরে দেবা বহুবারং পলায়িতাঃ ॥ ৫ ॥
কুম্ভকর্ণাহ্বয়ো ভ্রাতা যস্যাস্তি সুরসূদনঃ!
অন্যো দিব্যাস্ত্রসংযুক্তশ্চিরঞ্জীবী বিভীষণঃ ॥ ৬ ॥
দুর্গং যস্যাস্তি লঙ্কাখ্যং দুর্জ্জয়ং দেবদানবৈঃ।
চতুরঙ্গবলং যস্য বর্ত্ততে কোটিসংখ্যয়া ॥ ৭ ॥
একাকিনা ত্বয়া জেয়ঃ স কথং নৃপনন্দন।
আকাঙ্ক্ষতে করে ধর্ত্তুং বালশ্চন্দ্রমসং যথা ॥ ৮ ॥
তথা ত্বং কামমোহেন জয়ং তস্যাভিবাঞ্ছসি ॥ ৯ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

ক্ষত্রিয়োঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ ভার্য্যা মে রক্ষসা হৃতা।
যদি তং ন নিহন্মাশু জীবনে মেঽস্তি কিং ফলম্ ॥ ১০ ॥

যে রাবণের ইন্দ্রজিৎ নামক যে পুত্র আছে, সে মহাদেবের বর দ্বারা অতীব উদ্ধত হইয়াছে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবগণ অনেকবার পলায়ন করিয়াছেন। অধিকন্তু কুম্ভকর্ণ নামক তদীয় ভ্রাতা দেবগণকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে এবং তাহার বিভীষণ নামক অন্য এক ভ্রাতা চিরজীবী হইয়া দিব্যাস্ত্র সহায় করত অবস্থিত আছে ॥৫-৬॥

যাহার দেব-দানব-অজেয় লঙ্কা-নামক দুর্গ আছে এবং যাহার কোটি-পরিমিত চতুরঙ্গ সৈন্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাদৃশ রাবণকে তুমি একাকী কেমন করিয়া জয় করিতে পারিবে? বালক যে প্রকার হস্ত দ্বারা চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তদ্রূপ কামমোহ বশতঃ সেই রাবণের জয়াকাঙ্ক্ষী হইতেছ ॥ ৭-৯ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি ক্ষত্রিয়, আমার ভার্য্যা

অতস্তে তত্ত্ববোধেন ন মে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্।
কামক্রোধাদয়ঃ সর্ব্বে দহতে তে তনুর্মম ॥ ১১ ॥
অহঙ্কারোঽপি মে নিত্যং জীবনং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১২ ॥
হৃতায়াং নিজকান্তায়াং শত্রুণাবমতস্য বা।
যস্য তত্ত্ববুভুৎসা স্যাৎ স লোকে পুরুষাধমঃ ॥ ১৩॥
তস্মাত্তস্য বধোপায়ং লঙ্ঘয়িত্বাম্বুধিং রণে।
ব্রূহি মে মুনিশার্দ্দূল ত্বত্তো নান্যোঽস্তি মে গুরুঃ ॥ ১৪ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

এবং চেচ্ছরণং যাহি পার্ব্বতীপতিমব্যয়ম্।
স চেৎ প্রসন্নো ভগবান্ বাঞ্ছিতার্থং প্রদাস্যতি ॥ ১৫ ॥

রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন, এখন যদি তাহাকে বিনষ্ট করিতে না পারি, তবে এই জীবনে ফল কি? অতএব তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমার কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ, কামক্রোধাদি সকলেই আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে এবং অহঙ্কারও, আমার জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥ ১০-১২ ॥

যে ব্যক্তি নিজকান্তা অপহরণ দ্বারা অবমানিত হইয়াও তত্ত্ববোধে ইচ্ছুক হয়, সে লোকমধ্যে পুরুষাধম বলিয়া পরিগণিত। অতএব সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া তাহার বধ-বিষয়ে যে উপায় আছে, তাহা আপনি বলুন। হে মুনিপুঙ্গব! আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য গুরু নাই ॥ ১৩-১৪ ॥

অগস্ত্য বলিলেন, তোমার যদি এই প্রকার দৃঢ়-নিশ্চয় হয়, তবে ক্ষয়াদি-রহিত পার্ব্বতীবল্লভের শরণাপন্ন হও, ভগবান্ পার্ব্বতীশ প্রসন্ন হইলে তোমাকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন শঙ্করের অনুগ্রহ

দেবৈরজেয়ঃ শক্রাদ্যৈর্হরিণা ব্রহ্মণাপি বা।
স তে বধ্যঃ কথং বা স্যাৎ শঙ্করানুগ্রহং বিনা ॥ ১৬ ॥
অতস্ত্বাং দীক্ষয়িষ্যামি বিরজামার্গমাশ্রিতঃ।
তেন মার্গেণ মর্ত্ত্যত্বং হিত্বা তেজোময়ো ভব ॥ ১৭ ॥
যেন হত্বা রণে শত্রূন্ সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যসি।
ভুক্ত্বা ভূমণ্ডলং চান্তে শিবসাযুজ্যমাপ্স্যসি ॥ ১৮ ॥

সূত উবাচ।

অথ প্রণম্য রামস্তং দণ্ডবন্মুনিসত্তমম্।
উবাচ দুঃখনির্মুক্তঃ প্রহৃষ্টেণান্তরাত্মনা ॥ ১৯ ॥
কৃতার্থোঽহং মুনে জাতো বাঞ্ছিতার্থো মমাগ্রতঃ।
পীতাম্বুধিঃ প্রসন্নস্ত্বং যদি মে কিমু দুর্লভম্।
অতস্ত্বং বিরজাদীক্ষাং ব্রূহি হে মুনিসত্তম ॥ ২০ ॥

ব্যতীত শক্রাদি দেবগণ, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা কর্তৃক অজেয় সেই রাবণ কেমন করিয়া তোমার বধ্য হইতে পারে ? ১৫-১৬ ॥

অতএব বিরজাদীক্ষা-প্রতিপাদক শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া আমি তোমাকে দীক্ষিত করিব, তুমি সেই পন্থা অনুসরণ করত মর্ত্ত্যত্ব পরিহার পূর্ব্বক বিশুদ্ধ দেহবান্ হও। পরন্তু এই দীক্ষা-প্রভাবে যুদ্ধে শত্রুজয়ী হইবে এবং পৃথিবী-মণ্ডল ভোগ করত অন্তে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৭-১৮ ॥

সূত বলিলেন, অনন্তর রাম সেই মুনিসত্তমকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দুঃখবিমোচন বশতঃ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, মুনে ! আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার বাঞ্ছিত বিষয় সিদ্ধ হইয়াছে। আপনি সিন্ধু পান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,

অগস্ত্য উবাচ।

শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা বিশেষতঃ।
একাদশ্যাং সোমবারে আর্দ্রায়াং বা সমারভেৎ॥ ২১॥
যং বামমাহুর্যং রুদ্রং শাশ্বতং পরমেশ্বরম্।
পরাৎপরং পরং চাহুঃ পরাৎপরতরং শিবম্।
ব্রহ্মণো জনকং বিষ্ণোর্বহ্নের্ব্বায়োঃ সদাশিবম্॥ ২২॥
ধ্যাত্বাগ্নিনাবসথ্যাগ্নিং বিশোধ্য চ পৃথক্ পৃথক্।
পঞ্চভূতানি সংযম্য দগ্ধা গুণবিধিক্রমাৎ॥ ২৩॥
মাত্রাঃ পঞ্চ চতস্রশ্চ ত্রিমাত্রা দ্বিস্ততঃ পরম্।
একমাত্রমমাত্রং চ দ্বাদশান্তব্যবস্থিতম্॥ ২৪॥

আপনি প্রসন্ন হইলে আমার কিছুই দুর্ল্লভ হইবে না, অতএব হে মুনিসত্তম! আপনি আমাকে বিরজা-দীক্ষা বলুন॥ ২০॥

অগস্ত্য বলিলেন, শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, একাদশী, তিথিতে অথবা আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত সোমবারে দীক্ষারম্ভ করিবে॥ ২১॥

যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করে, যাঁহাকে রুদ্র বলে, যাঁহাকে নিত্য, পরমেশ্বর, জগন্নিয়ন্তা এবং মঙ্গলস্বরূপ বলে, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি ও বায়ুর উৎপাদক, সেই সদাশিবকে ধ্যান করত অগ্নিবীজের দ্বারা অবসথ্যাগ্নিকে ধ্যান করিয়া (বায়ুবীজের দ্বারা) পঞ্চভূতকে পৃথক্‌রূপে বিশুদ্ধ ও পঞ্চভূতকে সংযত করিয়া স্ব স্ব গুণের সহিত পঞ্চভূত দগ্ধ হইয়াছে, এই প্রকার ভাবনা করিবে॥ ২২-২৩॥

কি প্রকারে পঞ্চভূত দগ্ধ করিবে, তাহার ক্রম বলিতেছেন।—পৃথিবী পঞ্চমাত্র, জল চতুর্মাত্র, তেজ ত্রিমাত্র, বায়ু দ্বিমাত্র, আকাশ

স্থিত্যাং স্থাপ্যামৃতো ভূত্বা ব্রতং পাশুপতং চরেৎ ॥ ২৫ ॥
ইদং ব্রতং পাশুপতং করিষ্যামি সমাসতঃ।
প্রাতরেব তু সংকল্প্য নিধায়াগ্নিং স্বশাখয়া ॥ ২৬ ॥
উপোষিতঃ শুচিঃ স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ স্বয়ম্।
শুক্লযজ্ঞোপবীতশ্চ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ ॥ ২৭ ॥
জুহুয়াদ্বিরজামন্ত্রৈঃ প্রাণাপানাদিভিস্ততঃ।
অনুবাকান্তমেকাগ্রঃ সমিদাজ্যচরূন পৃথক্ ॥ ২৮ ॥
আত্মন্যগ্নিং সমারোপ্য যাতে অগ্নেতি মন্ত্রতঃ।
ভস্মাদায়াগ্নিরিত্যাদৈর্যৈর্বিমৃজ্যাঙ্গানি সংস্পৃশেৎ ॥ ২৯ ॥

একমাত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধিতত্ত্ব ও মায়া ইহারা অমাত্র, এই সকল পদার্থ আত্মতত্ত্বে বিলীন হইয়াছে, এই প্রকার ভাবনা করিবে ॥ ২৪ ॥

অনন্তর বিলীন পদার্থবর্গকে যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক দিব্যদেহসম্পন্ন হইয়া পাশুপত নামক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥

"আমি এই পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান করিব," প্রাতঃকালে সংক্ষেপে এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত বিধানে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক উপবাসী, শুচি, স্নাত, শুক্লবস্ত্র-পরিধায়ী, শুক্লযজ্ঞোপবীতান্বিত এবং শ্বেত মাল্যানুলেপনযুক্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রাণাপানাদি বিরজামন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মন্ত্রের অনুবাকসমাপ্তি পর্য্যন্ত সমিধ, ঘৃত এবং চরু দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ভাবে হোম করিবে ॥ ২৬-২৮ ॥

অনন্তর "যাতে অগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নিকে আত্মসংস্থিত ধ্যান করিয়া, অগ্নি হইতে ভস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক "অগ্নিরিতি ভস্ম" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ললাটাদি অঙ্গ বিলিপ্ত করিবে । ২৯ ॥

ভস্মাচ্ছন্নো দ্বিজো বিদ্বান্ মহাপাতকসম্ভবৈঃ।
পাপৈর্ব্বিমুচ্যতে নিত্যং মুচ্যতে ন চ সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥
বীর্য্যমগ্নের্ষতো ভস্ম বীর্য্যবান্ ভস্মসংযুতঃ।
ভস্মস্নানরতো বিপ্রো ভস্মশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
এবং কুরু মহারাজ শিবনামসহস্রকম্ ॥ ৩২ ॥
ইদন্তু সংপ্রদাস্যামি তেন সর্ব্বমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ শিবনামসহস্রকম্।
বেদসারাভিধং নিত্যং শিবপ্রত্যক্ষকারকম্ ॥ ৩৪ ॥

যে বিদ্বান্ দ্বিজ এই প্রকারে ভস্ম দ্বারা আচ্ছন্নশরীর হয়েন, তিনি মহাপাতকসম্ভূত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ভস্ম অগ্নি-বীর্য্যস্বরূপ, সুতরাং ভস্ম-সংযুক্ত ব্যক্তি বীর্য্যবান্ হয়েন এবং ভস্মস্নানরত ও ভস্মশায়ী বিপ্র ইন্দ্রিয় সকল জয় করিতে সমর্থ ॥ ৩০-৩১ ॥

অধিক আর কি বলিব, এই প্রকারে ভস্মধারণ করিলে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়, অতএব হে মহারাজ! উক্ত রীতিক্রমে ভস্ম ধারণ কর এবং তোমাকে শিবনামমন্ত্র প্রদান করিব, তদ্দারা সমস্তই লাভ করিতে পারিবে ॥ ৩২-৩৩ ॥

সূত বলিলেন, অগস্ত্য এই প্রকার বলিয়া বেদসার-নামক শিব-প্রত্যক্ষ-কারক শিবনাম-সহস্র সেই রামকে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, রাম! তুমি দিবানিশি এই নাম-সহস্র জপ কর, তাহা হইলেই ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইয়া তোমাকে মহাপাশুপাত-নামক অস্ত্র

উক্তঞ্চ তেন রাম ত্বং জপ নিত্যং দিবানিশম্।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ মহাপাশুপতাস্ত্রকম্।
তুভ্যং দাস্যতি তেন ত্বং শত্রূন্ হত্বাপ্স্যসি প্রিয়াম্॥ ৩৫॥
তস্যৈবাস্ত্রস্য মাহাত্ম্যাৎ সমুদ্রং শোষয়িষ্যসি।
সংহারকালে জগতামস্ত্রং তৎ পার্ব্বতীপতেঃ॥ ৩৬॥
তদলাভে দানবানাং জয়স্তব সুদুর্লভঃ।
তস্মাল্লব্ধুং তদেবাস্ত্রং শরণং যাহি শঙ্করম্॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে অগস্ত্যরাঘবসংবাদে বিরজাদীক্ষানিরূপণং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

প্রদান করিবেন। অনন্তর সেই অস্ত্র দ্বারা শত্রুগণকে নিহত করিয়া ভার্য্যা প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৪-৩৫॥

তুমি এই অস্ত্রের প্রভাব বশতঃ সমুদ্র শোষণ করিতে পারিবে। পার্ব্বতী-পতি জগৎ-সংহারকালেই এই অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তুমি এই অস্ত্র লাভ করিতে না পারিলে রাক্ষসজয় অতি সুদুর্ল্লভ হইবে, অতএব সেই অস্ত্র-লাভের নিমিত্ত শঙ্করের শরণাপন্ন হও॥ ৩৬-৩৭॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ গতে তস্মিন্নিজাশ্রমম্।
অথ রামগিরৌ রামঃ পুণ্যে গোদাবরীতটে ॥ ১ ॥
শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য কৃত্বা দীক্ষাং যথাবিধি।
ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গো রুদ্রাক্ষাভরণৈর্যুতঃ ॥ ২ ॥
অভিষিচ্য জলৈঃ পুণ্যৈর্গৌতমীসিন্ধুসম্ভবৈঃ।
অর্চ্চয়িত্বা বন্যপুষ্পৈস্তদ্বদ্বন্যফলৈরপি ॥ ৩ ॥
ভস্মচ্ছন্নো ভস্মশায়ী ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে স্থিতঃ।
নাম্নাং সহস্রং প্রজপন্নক্তন্দিবমনন্যধীঃ ॥ ৪ ॥
মাসমেকং ফলাহারো মাসং পর্ণাশনঃ স্থিতঃ।
মাসমেকং জলাহারো মাসঞ্চ পবনাশনঃ ॥ ৫ ॥

সূত বলিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য এই প্রকার বলিয়া নিজাশ্রমে গমন করিলে, রাম রামগিরিস্থিত পবিত্র গোদাবরীতটে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতঃ যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া ভস্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন ও রুদ্রাক্ষ ধারণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গকে গোদাবরী-জলের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া বন্য ফল-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং ভস্মলিপ্তাঙ্গ ও ভস্মশায়ী হইয়া অনন্যচিত্তে দিবারাত্র নামসহস্র জপ করতঃ একমাস পর্য্যন্ত ফলাহারী, তৎপর একমাস পর্য্যন্ত পত্রাহারী, তৎপর একমাস পর্য্যন্ত জলাহারী এবং তৎপর একমাস পর্য্যন্ত বাতাহারী হইয়া অবস্থিতি করিলেন ॥ ১-৫ ॥

শান্তো দান্তঃ প্রসন্নাত্মা ধ্যায়ন্নেবং মহেশ্বরম্।
হৃৎপঙ্কজে সমাসীনমুমাদেহার্দ্ধধারিণম্॥ ৬॥
চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং বিদ্যুৎপিঙ্গজটাধরম্।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্॥ ৭॥
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং বরদাভয়ধারিণম্॥ ৮॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ঞ্চ সুরাসুরনমস্কৃতম্।
পঞ্চবক্ত্রং চন্দ্রমৌলিং ত্রিশূলডমরুধরম্॥ ৯॥
নিত্যঞ্চ শাশ্বতং শুদ্ধং ধ্রুবমক্ষয়মব্যয়ম্।
এবং নিত্যং প্রজপতো গতং মাসচতুষ্টয়ম্॥ ১০॥
অথ জাতো মহানাদঃ প্রলয়াম্বুধিভীষণঃ।
সমুদ্রমথনোদ্ভূতমন্দরাবনিভৃদ্ধ্বনিঃ॥ ১১॥
রুদ্রবাণাগ্নিসন্দীপ্তভূশত্রিপুরবিভ্রমঃ।

এই প্রকারে মন ও বহিরিন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করিয়া প্রসন্নচিত্তে হৃৎপদ্ম-বাসী পার্ব্বতীদেহার্দ্ধধারী, চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, বিদ্যুৎসদৃশ-পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী, কোটি দিবাকর সদৃশ, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধারী, বরাভয়হস্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়, দেব-দানব কর্ত্তৃক নমস্কৃত, পঞ্চানন, চন্দ্রশেখর, ত্রিশূলডমরুধারী, নিত্য, অবিকৃতস্বরূপ, শুদ্ধ, অপরিণামী, অক্ষয়, অবিনশ্বর এবং প্রাগভাবরহিত মহেশ্বরকে ধ্যান ও তন্নামসহস্র জপ করতঃ মাসচতুষ্টয় অতীত হইল। ৬-১০।

মাসচতুষ্টয় অতীত হইলে সেই তপস্যার স্থানে মহাশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। উহা প্রলয়-পয়োধির শব্দের ন্যায় ভীষণ, সমুদ্রমন্থনকালে মন্দর পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত ধ্বনির ন্যায় গভীর এবং রুদ্রবাণাগ্নি দ্বারা

তমাকর্ণ্যাথ সম্ভ্রান্তো যাবৎ পশ্যতি পুষ্করম্।
তাবদেব মহাতেজা রামস্যাসীৎ পুরো দ্বিজাঃ ॥ ১২ ॥
তেজসা তেন সম্ভ্রান্তো নাপশ্যৎ স দিশো দশ।
অন্ধীকৃতেক্ষণস্তূর্ণং মোহং যাতো নৃপাত্মজঃ ॥ ১৩ ॥
বিচিন্ত্য তর্কয়ামাস দৈত্যমায়াং দ্বিজেশ্বরাঃ।
অথোত্থায় মহাবীরঃ সজ্যং কৃত্বা ধনুঃ স্বকম্ ॥ ১৪ ॥
অবিধ্যন্নিশিতৈর্ব্বাণৈর্দিব্যাস্ত্রৈরভিমন্ত্রিতৈঃ।
আগ্নেয়ং বারুণং সৌম্যং মোহনং সৌরপার্ব্বতম্ ॥ ১৫ ॥
বিষ্ণুচক্রং মহাচক্রং কালচক্রঞ্চ বৈষ্ণবম্।
রৌদ্রং পাশুপতং ব্রাহ্মং কৌবেরং কুলিশানিলম্ ॥ ১৬ ॥
ভার্গবাদিবহূন্যস্ত্রাণ্যয়ং প্রাযুঙ্‌ক্ত রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মিংস্তেজসি শস্ত্রাণি চাস্ত্রাণ্যস্য মহীপতেঃ।
বিলীনানি মহাভ্রস্য করকা ইব নীরধৌ ॥ ১৮ ॥

সন্দীপ্ত ত্রিপুরবৎ মহাভয়ঙ্কর। হে দ্বিজগণ! অনন্তর রাম সেই শব্দ শ্রবণ করতঃ অতি সম্ভ্রান্ত হইয়া যেমন গোদাবরীজলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার অগ্রে মহাতেজ আবির্ভূত দেখিতে পাইলেন এবং সেই তেজের দ্বারা ব্যাকুল ও অন্ধীভূত হইয়া নৃপনন্দন রাম দশদিক্ অবলোকন করিতে পারিলেন না, তিনি তখন মোহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১১-১৩ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মহাবীর রাম চিন্তা করতঃ ইহা দৈত্যগণের মায়া নিশ্চয় করিয়া অনন্তর নিজ ধনুকে জ্যাযুক্ত করিলেন। অনন্তর নিশিত বাণ এবং আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, মোহন, সৌর, পার্ব্বত, বিষ্ণুচক্র, মহাচক্র, কালচক্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, রুদ্রাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, কৌবেরাস্ত্র,

ততঃ ক্ষণেন জজ্বাল ধনুস্তস্য করাচ্চ্যুতম্।
তূণীরং চাঙ্গুলিত্রাণং গোধিকাপি মহীপতেঃ॥ ১৯॥
তদ্দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণো ভীতঃ পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
অথাকিঞ্চিৎকরো রামো জানুভ্যামবনীং গতঃ॥ ২০॥
মীলিতাক্ষো ভয়াবিষ্টঃ শঙ্করং শরণং গতঃ।
স্বরেণাপ্যুচ্চরন্নুচ্চৈঃ শম্ভোর্নামসহস্রকম্॥ ২১॥
শিবঞ্চ দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রণনাম পুনঃ পুনঃ।
পুনশ্চ পূর্ব্ববচ্চাসীৎ শব্দো দিঙ্‌মণ্ডলং স্বনন্!
চচাল বসুধা ঘোরং পর্ব্বতাশ্চ চকম্পিরে॥ ২২॥

বজ্র, বায়ব্যাস্ত্র ও ভার্গবাদি বহু অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহীপতি রামের অস্ত্র-শস্ত্র-সমূহ জলনিধিতে মহামেঘের করকারাশির ন্যায় সেই তেজোমধ্যে বিলীন হইয়া গেল॥ ১৪-১৮॥

অনন্তর মহীপতি রামের হস্ত হইতে ধনু, তূণীর, অঙ্গুলিত্রাণ এবং গোধিকা (জ্যাবারণার্থ চর্ম্মময় তূণ) বিচ্যুত হইয়া জ্বলিতে লাগিল, তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ভীত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর রাম কিছুই করিতে না পারিয়া জানুদেশ ভূভাগে পাতিত করিলেন এবং ভীত হইয়া মীলিতনয়নে উচ্চৈঃস্বরে শম্ভুর নামসহস্র উচ্চারণ করতঃ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন এবং ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ শিবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল, সেই শব্দে পৃথিবী বিচলিত হইল, এবং পর্ব্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল॥ ১৯-২২॥

অথ ক্ষণেন শীতাংশুশীতলং তেজ আদধৎ।
উন্মীলিতাক্ষো রামস্ত যাবদেতৎ প্রপশ্যতি ॥ ২৩ ॥
তাবদ্দদর্শ বৃষভং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতম।
পীযূষমথনোদ্ভূতনবনীতস্য পিণ্ডবৎ ॥ ২৪ ॥
প্রোতস্বর্ণং মরকতচ্ছায়াশৃঙ্গদ্বয়াঙ্কিতম্।
নীলরত্নেক্ষণং হ্রস্বকণ্ঠকম্বলভূষিতম্ ॥ ২৫ ॥
রত্নপল্যাণসংযুক্তং নিবদ্ধং শ্বেতচামরৈঃ।
ঘণ্টিকাঘর্ঘরীশব্দৈঃ পূরয়ন্তং দিশো দশ ॥ ২৬ ॥
তত্রাসীনং মহাদেবং শুদ্ধস্ফটিকবিগ্রহম্।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং কোটিশীতাংশুশীতলম্ ॥ ২৭ ॥

অনন্তর রাম চক্ষু উন্মীলন করিয়া শীতাংশুর কিরণের ন্যায় শীতল তেজ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তিনি যখনই দৃষ্টি করিলেন, তৎক্ষণাৎ সর্ব্বালঙ্কারভূষিত অমৃতমথনোৎপন্ন নবনীতপিণ্ডের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বৃষভ দেখিতে পাইলেন ॥ ২৩-২৪ ॥

এই বৃষের শৃঙ্গদ্বয় স্বর্ণের দ্বারা খচিত এবং এই বৃষ মরকত-রত্নের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট শৃঙ্গদ্বয়ের দ্বারা অতীব রমণীয়, ইন্দ্রনীল-মনোরম নেত্র, হ্রস্বগলকম্বল-ভূষিত-দেহ, রত্নময় পৃষ্ঠাস্তরণসংযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ চামর দ্বারা শোভিত। এই বৃষভ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা এবং ঘর্ঘরী-(ঘণ্টাবিশেষ) শব্দের দ্বারা দশদিক্ আপূরিত করিয়াছে ॥ ২৫-২৬ ॥

অনন্তর শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দেহকান্তিবিশিষ্ট, কোটি দিবাকরের সদৃশ জ্যোতি, কোটি চন্দ্রের ন্যায় শীতল দেহকান্তি, ব্যাঘ্রচর্ম্মরূপ-বস্ত্রধারী, সর্পরূপ যজ্ঞোপবীতযুক্ত, সর্ব্বালঙ্কারভূষিত, বিদ্যুৎ সদৃশ পিঙ্গলজটাধারী, নীলকণ্ঠ, ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়, চন্দ্রমণ্ডিত-শেখর, নানাবিধ

ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ।
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং বিদ্যুৎপিঙ্গজটাধরম্ ॥ ২৮ ॥
নীলকণ্ঠং ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ং চন্দ্রশেখরম্ ।
নানাবিধায়ুধোদ্ভাসিদশবাহুং ত্রিলোচনম্ ॥ ২৯ ॥
যুবানং পুরুষশ্রেষ্ঠং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ৩০ ॥
তত্রৈব চ সুখাসীনাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ।
নীলেন্দীবরদামাভামুদ্যন্মরকতপ্রভাম্ ॥ ৩১ ॥
মুক্তাভরণসংযুক্তাং রাত্রিং তারাঞ্চিতামিব ।
বিন্ধ্যক্ষিতিধরোত্তুঙ্গকুচভারভরালসাম্ ॥ ৩২ ॥
সদসৎসংশয়াবিষ্টমধ্যদেশান্তরাম্বরাম্ ।
দিব্যাভরণসংযুক্তাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্ ॥ ৩৩ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরাং নীলেন্দীবরলোচনাম্ ।
অলকোদ্ভাসিবদনাং তাম্বলগ্রাসশোভিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

আয়ুধদ্বারা উদ্‌ভাসিত, দশবাহু, ত্রিলোচন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, যুবক এবং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি মহাদেবকে পূর্ব্বোক্ত বৃষোপরি সমাসীন অবলোকন করিলেন ॥ ২৭-৩০ ॥

এই বৃষের একদেশে সুখোপবিষ্টা, পূর্ণচন্দ্রসদৃশাননা, নীলেন্দীবরের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা, উদ্যৎমরকত সদৃশ প্রভাশালিনী, মুক্তাভরণ-ভূষিতা এবং নক্ষত্ররাজিবিরাজিতা রাত্রির ন্যায় শোভমানা জগজ্জননীকে দর্শন করিলেন। ইনি বিন্ধ্যপর্ব্বতবৎ উন্নত কুচভারাতিশয্যে অলসা হইয়াছেন, ইঁহার অতীব সূক্ষ্ম মধ্যদেশ বস্ত্র দ্বারা শোভিত হইতেছে, ইনি রমণীয় আভরণধারিণী, দিব্যগন্ধ দ্বারা অনুলিপ্তাঙ্গী, দিব্যমাল্য ও বস্ত্রধারিণী, নীলপদ্মের ন্যায় উৎকৃষ্টনয়না এবং অলকশোভিতমুখী।

শিবালিঙ্গনসঞ্জাতপুলকোদ্ভাসিবিগ্রহাম্।
সচ্চিদানন্দরূপাঢ্যাং জগন্মাতরমম্বিকাম্॥ ৩৫ ॥
সৌন্দর্য্যসারসন্দোহাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ।
স্বস্ববাহনসংবদ্ধান্নানায়ুধলসৎকরান্ ॥ ৩৬ ॥
বৃহদ্রথন্তরাদীনি সামানি পরিগায়তঃ।
স্বস্বকান্তাসমাযুক্তান্ দিক্‌পালান্ পরিতঃ স্থিতান্॥ ৩৭ ॥
অগ্রগং গরুড়ারূঢ়ং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
কালাম্বুদপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকান্তশ্রিয়া যুতম্ ॥ ৩৮ ॥
জপন্তমেকমনসা রুদ্রাধ্যায়ং জনার্দ্দনম্।
পশ্চাচ্চতুর্ম্মুখং দেবং ব্রহ্মাণং হংসবাহনম্ ॥ ৩৯ ॥
চতুর্ব্বক্তৈ্রশ্চতুর্ব্বেদরুদ্রসূক্তৈর্ম্মহেশ্বরম্।
স্তুবন্তং ভারতীযুক্তং দীর্ঘকূর্চ্চং জটাধরম্ ॥ ৪০ ॥

ইঁহার মুখমণ্ডল তাম্বূলরাগে শোভিত হইতেছে, অঙ্গসকল শিবের আলিঙ্গনে পুলকিত, ইনি সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি এবং জগতের উপাদানস্বরূপা, ইঁহাতে সমস্ত সৌন্দর্য্যরাশি সম্মিলিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। ইঁহার চতুর্দ্দিকে স্বস্ববাহনে আরূঢ় নানা অস্ত্রধারী দিক্‌পালগণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩১-৩৬ ॥

ইঁহারা স্ব স্ব কান্তার সহিত সম্মিলিত এবং বৃহৎরথন্তরাদি (সামবেদের অংশবিশেষ) সামবেদগানে নিযুক্ত ॥ ৩৭ ॥

ইঁহাদের অগ্রবর্ত্তী, গরুড়ারূঢ়, শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, কালাভ্র সদৃশ শ্যামবর্ণ এবং বিদ্যুতের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট জনার্দ্দনকে দর্শন করিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে রুদ্রাধ্যায় জপ করিতেছেন। ইঁহার পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘশ্মশ্রু, জটাধারী, হংসবাহন ব্রহ্মাকে অবলোকন করিলেন।

অথর্ব্বশিরসা দেবং স্তুবন্তং মুনিমণ্ডলম্।
গঙ্গাদিতটিনীযুক্তমম্বুধিং নীলবিগ্রহম্॥ ৪১ ॥
শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রেণ স্তুবন্তং গিরিজাপতিম্।
অনন্তাদিমহানাগান্ কৈলাসগিরিসন্নিভান্॥ ৪২ ॥
কৈবল্যোপনিষৎপাঠান্ মণিরত্নবিভূষিতান্।
সুবর্ণবেত্রহস্তাঢ্যং নন্দিনং পুরতঃ স্থিতম্॥ ৪৩ ॥
দক্ষিণে মূষিকারূঢ়ং গণেশং পর্ব্বতোপমম্।
ময়ূরবাহনারূঢ়মুত্তরে ষণ্মুখং তথা॥ ৪৪ ॥
মহাকালঞ্চ চণ্ডেশং পার্শ্বয়োর্ভীষণাকৃতিম্।
কালাগ্নিরুদ্রং দূরস্থং জ্বলদ্দাবাগ্নিসন্নিভম্॥ ৪৫ ॥

ইনি সরস্বতীর সহিত যুক্ত হইয়া চতুর্মুখের দ্বারা সর্ব্বদা চতুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রসূক্ত উচ্চারণ পূর্ব্বক মহেশ্বরের স্তব করিতেছেন॥ ৩৮-৪০ ॥

একদেশে মুনিগণ অথর্ব্বশির (উপনিষদ্‌বিশেষ) উচ্চারণ করতঃ মহাদেবের স্তব করিতেছেন, নীলমূর্ত্তি সমুদ্রগণ গঙ্গাদি নদীর সহিত মিলিত হইয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ পাঠ পূর্ব্বক গিরিজাবল্লভকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কৈলাসপর্ব্বতোপম অনন্তাদি মহানাগগণ মণিরত্নে ভূষিত হইয়া কৈবল্য উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। নন্দী স্বর্ণময় বেত্র হস্তে করিয়া তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন॥ ৪১-৪৩ ॥

ইঁহার দক্ষিণভাগে পর্ব্বতসদৃশ বৃহৎকায় মূষিকারূঢ় গণপতিকে দর্শন করিলেন, উত্তরভাগে ময়ূরবাহন ষড়াননকে এবং উভয় পার্শ্বে ভীষণাকৃতি মহাকাল ও চণ্ডেশ নামক প্রমথদ্বয়কে দর্শন করিলেন এবং

ত্রিপাদং কুটিলাকারং নটদ্‌ভৃঙ্গিরিটিং পুরঃ।
নানাবিকারবদনান্ কোটিশঃ প্রমথাধিপান্ ॥ ৪৬ ॥
নানাবাহনসংযুক্তং পরিতো মাতৃমণ্ডলম্।
পঞ্চাক্ষরীজপাসক্তান্ সিদ্ধবিদ্যাধরাদিকান্ ॥ ৪৭ ॥
দিব্যরুদ্রকগীতানি গায়ৎকিন্নরবৃন্দকম্।
তত্র ত্রৈয়ম্বকং মন্ত্রং জপদ্দ্বিজকদম্বকম্ ॥ ৪৮ ॥
গায়ন্তং বীণয়া গীতং নৃত্যন্তং নারদং দিবি।
নৃত্যতো নাট্যনৃত্যেন রম্ভাদীনপ্সরোগণান্। ৪৯ ॥
গায়চ্চিত্ররথাদীনাং গন্ধর্ব্বাণাং কদম্বকম্।
কমলাশ্বতরৌ শম্ভুকর্ণকুণ্ডলতাং গতৌ ॥ ৫০ ॥

জলৎদাবানল-সদৃশ কালাগ্নি রুদ্রকে সম্মুখস্থিত অবলোকন করিলেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

ইঁহার পুরোভাগে কুটিলাকৃতি, ত্রিপাদ, নর্ত্তনশীল ভৃঙ্গিরিটি এবং নানাপ্রকার বিকৃতমুখ কোটি কোটি প্রমথগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বাহনে সমারূঢ় ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ ও মহেশ্বরের পঞ্চাক্ষর মন্ত্রজপে তৎপর সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণকে নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৪৬-৪৭ ॥

অপরদিকে মনোরম রুদ্রগান করিতে প্রবৃত্ত কিন্নরগণ, ত্র্যম্বকমন্ত্র-জপে আসক্ত দ্বিজগণ এবং বীণাগানে প্রবৃত্ত নর্ত্তনকারী নারদকে উর্দ্ধদেশে অবলোকন করিলেন এবং নাট্য ও নৃত্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরোগণ এবং গীতপ্রবৃত্ত চিত্ররথাদি গন্ধর্ব্বগণকে দেখিতে পাইলেন। অপরদিকে কমল ও অশ্বতর নামক পন্নগদ্বয়কে দর্শন করিলেন। ইহারা শম্ভুর কর্ণদেশে কুণ্ডলের ন্যায় বিরাজ

গায়ন্তৌ পন্নগৌ গীতং কপালং কম্বলস্তথা।
এবং দেবসভাং দৃষ্ট্বা কৃতার্থো রঘুনন্দনঃ ॥ ৫১ ॥
হর্ষগদ্গদয়া বাচা স্তবন্দেবং মহেশ্বরম্।
দিব্যনামসহস্রেণ প্রণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শিবরাঘবসংবাদে শিবপ্রাদুর্ভাবাখ্যশ্চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

করিতেছে। অন্য দিকে গান করিতে প্রবৃত্ত কপাল ও কম্বল নামক পন্নগদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিলেন। রাম এই প্রকার দেবসভা দর্শন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন এবং মনোহর নামসহস্র উচ্চারণ পূর্ব্বক হর্ষগদ্গদবাক্যে মহেশ্বরকে স্তব করতঃ বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮-৫২ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ।

অথ প্রাদুরভূত্তত্র হিরন্ময়রথো মহান্।
অনেকদিব্যরত্নাংশুকির্ম্মীরিতদিগন্তরঃ ॥ ১ ॥
নদ্যপান্তিকপঙ্কাঢ্যমহাচক্রচতুষ্টয়ঃ।
মুক্তাতোরণসংযুক্তঃ শ্বেতচ্ছত্রশতাবৃতঃ ॥ ২ ॥
শুদ্ধহেমখুরৈরাঢ্যতুরঙ্গগণসংযুতঃ।
মুক্তাবিতানবিলসদূর্দ্ধদিব্যবৃষধ্বজঃ ॥ ৩ ॥
মত্তবারণিকাযুক্তঃ পঞ্চতত্ত্বোপশোভিতঃ।
পারিজাততরূদ্ভূতপুষ্পমালাভিরঞ্জিতঃ ॥ ৪ ॥
মৃগনাভিসমুদ্ভূতকস্তূরীমদপঙ্কিলঃ।
কর্পূরাগুরুধূপোত্থগন্ধাকৃষ্টমধুব্রতঃ ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, রামের নামসহস্র-পাঠ সমাপ্ত হইলে সেই স্থানে হিরন্ময় এক মহারথ প্রকাশ পাইল, উহা অনেক দিব্য রত্নের অংশুমালায় দিঙ্মণ্ডল বিচিত্রীকৃত করিয়াছে, উহা নদীর সমীপবর্ত্তী পঙ্ক দ্বারা লিপ্তচক্র, মুক্তাময় তোরণালঙ্কৃত এবং শত শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা পরিবৃত। সেই রথ শুদ্ধ স্বর্ণখুরভূষিত অশ্বগণ-সংযুক্ত, ইহার উপরি-ভাগে মুক্তাময় বিতানে দিব্য বৃষচিহ্নিত ধ্বজ শোভিত হইতেছে। এই রথ মত্তকরিণীগণে যুক্ত, পঞ্চতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ শোভিত এবং পারিজাত বৃক্ষের পুষ্পমালায় অলঙ্কৃত; ইহা মৃগনাভি-সম্ভূত কস্তূরি-কামদপঙ্কে পরিলিপ্ত। এই রথস্থ কর্পূর ও অগুরু-ধূপজনিত গন্ধ দ্বারা

সংবর্ত্তঘনঘোষাঢ্যো নানাবাদ্যসমন্বিতঃ।
বীণাবেণুস্বনাসক্তকিন্নরীগণসঙ্কুলঃ ॥ ৬ ॥
এবং কৃত্বা রথশ্রেষ্ঠং বৃষাদুত্তীর্য্য শঙ্করঃ।
অম্বয়া সহিতস্তত্র পট্টতল্পেঽবিশত্তদা ॥ ৭ ॥
সুরনীরজনেত্রীণাং শ্বেতচামরচালনৈঃ।
দিব্যব্যজনপাতৈশ্চ প্রহৃষ্টো নীললোহিতঃ ॥ ৮ ॥
ক্বণৎকঙ্কণনিধ্বানৈর্মঞ্জুমঞ্জীরশিঞ্জিতৈঃ।
বীণাবেণুস্বনৈর্গীতৈঃ পূর্ণমাসীজ্জগত্রয়ম্ ॥ ৯ ॥
শুকবাক্যকলারাবৈঃ শ্বেতপারাবতস্বনৈঃ।
উন্নিদ্রভূষাফণিনাং দর্শনাদেব বর্হিণঃ।
ননৃতুর্দ্দর্শয়ন্তঃ স্বাংশ্চন্দ্রকান্ কোটিসংখ্যয়া ॥ ১০ ॥

চতুর্দ্দিক্ হইতে মধুকরগণ সমাকৃষ্ট হইতেছে, উহাতে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হওয়ায় প্রলয়কালীন মেঘের ধ্বনির অনুকরণ করিতেছে, কিন্নরীগণ বীণা ও বেণু বাদ্য করত ইহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে ॥ ১-৬ ॥

মহেশ্বর জগদম্বার সহিত বৃষ হইতে এই প্রকার সজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তত্রত্য বস্ত্রনির্ম্মিত আস্তরণে উপবেশন করিলেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর পদ্মাক্ষী সুরাঙ্গনাগণ শ্বেতচামর বীজন ও দিব্য ব্যজন দ্বারা বায়ুসঞ্চালন করিলে নীলকণ্ঠ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ॥ ৮ ॥

তখন সুরাঙ্গনাদিগের শব্দায়মান কঙ্কণধ্বনি, মনোহর নূপুরশব্দ, শুকগণের মধুরধ্বনি, শ্বেত পারাবতকুলের নিস্বন, বীণাবেণুরব এবং গীত দ্বারা ত্রিজগৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোটি কোটি ময়ূরকুল হর্ষোল্লসিত মহাদেবের ভূষণস্বরূপ ফণিকুল দর্শনে চন্দ্রকরাজি প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৯-১০ ॥

প্রণমন্তং ততো রামমুত্থাপ্য বৃষভধ্বজঃ।
আনিনায় রথং দিব্যং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ১১ ॥
কমণ্ডলুজলৈঃ স্বচ্ছৈঃ স্বয়মাচম্য যত্নতঃ।
সমাচাম্যাথ পুরতঃ স্বাঙ্কে রামমুপানয়ৎ ॥ ১২ ॥
অথ দিব্যং ধনুস্তস্মৈ দদৌ তূণীরমক্ষয়ম্।
মহাপাশুপতং নাম দিব্যমস্ত্রং দদৌ ততঃ ॥ ১৩ ॥
উক্তশ্চ তেন রামোঽপি সাদরং চন্দ্রমৌলিনা।
জগন্নাশকরং রৌদ্রমুগ্রমস্ত্রমিদং নৃপ ॥ ১৪ ॥
অতো নেদং প্রযোক্তব্যং সামান্যসমরাদিকে।
অন্যো নাস্তি প্রতীঘাত এতস্য ভুবনত্রয়ে ॥ ১৫ ॥
অস্মাৎ প্রাণাত্যয়ে রাম! প্রযোক্তব্যমুপস্থিতে।
অন্যদৈতৎ প্রযুক্তঞ্চেৎ জনসংক্ষয়কৃদ্ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর প্রণামপরায়ণ রামচন্দ্রকে বৃষভধ্বজ উত্থাপিত করিয়া প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে দিব্য রথোপরি আনয়ন করিলেন এবং কমণ্ডলুস্থ স্বচ্ছ জলের দ্বারা স্বয়ং আচমন করিয়া রামচন্দ্রকে যত্ন পূর্ব্বক আচমন করাইয়া আপন অঙ্কোপরি উপস্থিত করিলেন ॥ ১১-১২ ॥

অনন্তর চন্দ্রশেখর মহেশ্বর দিব্য ধনু, অক্ষয় তূণীর ও মহাপাশুপত নামক দিব্য অস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং সাদরে বলিলেন, নৃপতে! এই যে দিব্য অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিলাম, ইহা জগন্নাশকর, অতীব ভয়প্রদ অস্ত্র; অতএব সামান্য সমরে ইহা প্রয়োগ করিও না। এই অস্ত্র প্রযুক্ত হইলে ইহার নিবারণের কোন উপায় ত্রিজগতে নাই, অতএব যখন নিজের প্রাণাত্যয়-ঘটনা সমুপস্থিত

অথাহূয় সুরশ্রেষ্ঠান্ লোকপালান্ মহেশ্বরঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ স্বং স্বমস্ত্রং প্রযচ্ছত ॥ ১৭ ॥
রাঘবোঽয়ঞ্চ তৈরস্ত্রৈ রাবণং নিহনিষ্যতি।
তস্মৈ দেবৈরবধ্যত্বমিতি দত্তো বরো ময়া ॥ ১৮ ॥
সাহায্যমস্য কুর্ব্বন্তু তেন সুস্থা ভবিষ্যথ ॥ ১৯ ॥
তদাজ্ঞাং শিরসা গৃহ্য সুরাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা।
প্রণম্য চরণৌ শম্ভোঃ স্বং স্বমস্ত্রং দদুর্ম্মুদা ॥ ২০ ॥
নারায়ণাস্ত্রং দৈত্যারিরৈন্দ্রমস্ত্রং পুরন্দরঃ।
ব্রহ্মাপি ব্রহ্মদণ্ডাস্ত্রমাগ্নেয়াস্ত্রং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২১ ॥

হইবে, তখনই ইহা প্রযুক্ত করিবে। যদি অন্য সময়ে ইহার প্রয়োগ কর, তাহা হইলে এই অস্ত্র জগৎ বিধ্বংস করিবে ॥ ১৩-১৬ ॥

মহেশ্বর রামচন্দ্রকে এই প্রকার বলিয়া অনন্তর পরম প্রীতি সহকারে সুরবর্য্য লোকপালগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা স্বীয় স্বীয় অস্ত্র এই রামকে প্রদান কর, ইনি সেই সমস্ত অস্ত্রসহায়ে রাবণকে নিহত করিবেন। আমি পূর্ব্বে রাবণকে 'তুমি দেবগণের অবধ্য' এই বর প্রদান করিয়াছি, অতএব, তোমরা বাণরত্ব অবলম্বন করিয়া যুদ্ধবিষয়ে উৎকণ্ঠা পূর্ব্বক ইঁহার সাহায্য কর, তাহা হইলেই সুস্থ হইতে পারিবে" ॥ ১৭-১৯ ॥

তখন সুরগণ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব অস্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥

বিষ্ণু নারায়ণ-অস্ত্র প্রদান করিলেন, ইন্দ্র ইন্দ্রাস্ত্র, ব্রহ্মা ব্রহ্মাস্ত্র, যম যাম্যাস্ত্র এবং রক্ষোরাজ মোহাস্ত্র প্রদান করিলেন। বরুণ বারুণাস্ত্র, বায়ু বায়ব্যাস্ত্র, কুবের কৌবেরাস্ত্র, লোকপাল রৌদ্রাস্ত্র, সূর্য্য সৌর, চন্দ্র

যাম্যং যমোঽপি মোহাস্ত্রং রক্ষোরাজস্তথা দদৌ।
বরুণো বারুণং প্রাদাদ্বায়ব্যাস্ত্রং প্রভঞ্জনঃ ॥ ২২ ॥
কৌবেরঞ্চ কুবেরোঽপি রৌদ্রমীশান এব চ।
সৌরমস্ত্রং দদৌ সূর্য্যঃ সৌম্যং সোমশ্চ পাবকম্।
বিশ্বেদেবা দদুস্তস্মৈ বসবো বাসবাভিধম্ ॥ ২৩ ॥
অথ তুষ্টঃ প্রণম্যেশং রামো দশরথাত্মজঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা ভক্তিযুক্তো ব্যজিজ্ঞপৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্! মানুষেণৈব নোল্লঙ্ঘ্যো লবণাম্বুধিঃ।
তত্র লঙ্কাভিধং দুর্গং দুর্জ্জেয়ং দেবদানবৈঃ ॥ ২৫ ॥
অনেককোটয়স্তত্র রাক্ষসা বলবত্তরাঃ।
সর্ব্বে স্বাধ্যায়নিরতাঃ শিবভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২৬ ॥

সৌম্য, বিশ্বেদেবগণ পাবক এবং বসুগণ বাসবাস্ত্র প্রদান করিলেন। ২১-২৩ ॥

অনন্তর দাশরথি রাম তুষ্ট হইয়া প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক মহেশ্বরকে প্রণাম করতঃ ভক্তিবিনম্রভাবে বিজ্ঞাপিত করিলেন ॥ ২৪ ॥

রাম বলিলেন, ভগবন্! মনুষ্যগণ কখনই লবণাম্বুধি উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়, পরন্তু লঙ্কা নামক যে দুর্গ, তাহা দেবদানব সকলেরই দুর্জ্জেয়। ২৫ ॥

এই দুর্গে অতিশয় বলশালী অনেককোটি রাক্ষস বিদ্যমান আছে। তাহারা সকলেই স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, শিবভক্ত, সংযতেন্দ্রিয়, অত্যন্ত মায়াবী, বুদ্ধিমান্ এবং অগ্নিহোত্র-যজ্ঞকারী, অতএব যুদ্ধস্থলে আমি ও আমার

অনেকমায়াসংযুক্তা বুদ্ধিমন্তোঽগ্নিহোত্রিণঃ।
কথমেকাকিনা জেয়া ময়া ভ্রাত্রা চ সংযুগে ॥ ২৭ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

রাবণস্য বধে রাম রক্ষসামপি মারণে।
বিচারো ন ত্বয়া কার্য্যস্তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥ ২৮ ॥
অধর্ম্মে তু প্রবৃত্তাস্তে দেবব্রাহ্মণপীড়নে।
তস্মাদায়ুঃক্ষয়ং জাতং তেষাং শ্রীরপি সুব্রত ॥ ২৯ ॥
রাজস্ত্রীলঙ্ঘনাসক্তং রাবণং নিহনিষ্যসি।
পানাসক্তো রিপুর্জ্জেতুং সুকরঃ সমরাঙ্গনে ॥ ৩০ ॥
অধর্ম্মনিরতঃ শত্রুর্ভাগ্যেনৈব হি লভ্যতে।
অধীতবেদশাস্ত্রোঽপি সদা ধর্ম্মরতোঽপি বা।
বিনাশকালে সংপ্রাপ্তে ধর্ম্মমার্গাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

ভ্রাতা আমরা অসহায় হইয়া কেমন করিয়া ইহাদিগকে জয় করিব ? ২৬-২৭ ॥

মহেশ্বর বলিলেন, হে রামচন্দ্র ! রাবণ ও রাক্ষসগণের মারণ-বিষয়ে কিছুমাত্র বিচার করিও না, তাহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা অধর্ম্মকার্য্য ও দেব-ব্রাহ্মণ-পীড়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে, হে সুব্রত ! সেই কারণেই তাহাদিগের আয়ু ও শ্রী পরিক্ষীণ হইয়াছে। পরন্তু রাবণ রাজদারা সীতার অবমাননা করিয়াছে, অতএব তাহাকে বিনাশ করিবে। অন্যান্য রাক্ষসগণও মদ্যপানে আসক্ত, সুতরাং সমরাঙ্গনে তাহাদিগকে সুখেই জয় করিতে পারিবে ॥ ২৮-৩০ ॥

অধর্ম্মনিষ্ঠ শত্রু ভাগ্যবশতই লাভ হইয়া থাকে। যাহারা বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে ও সর্ব্বদা ধর্ম্মমার্গে বর্ত্তমান, তাহারাও বিনাশকাল

পীড্যন্তে দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সততং যেন পাপিনা।
ব্রহ্মণা ঋষয়শ্চৈব তস্য নাশঃ স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৩২ ॥
কিষ্কিন্ধ্যানগরে রাম! দেবানামংশসম্ভবাঃ।
বানরা বহবো জাতা দুর্জ্জয়া বলবত্তরাঃ ॥ ৩৩ ॥
সাহায্যং তে করিষ্যন্তি তৈর্ব্বধান পয়োনিধিম্।
অনেকশৈলসংবদ্ধে সেতৌ যান্তু বলীমুখাঃ।
রাবণং সগণং হত্বা তামানয় নিজপ্রিয়াম্ ॥ ৩৪ ॥
শস্ত্রৈর্যুদ্ধে জয়ো যত্র তত্রাস্ত্রাণি ন যোজয়েৎ।
নিরস্ত্রেষল্পশস্ত্রেষু পলায়নপরেষু চ।
অস্ত্রানি মুঞ্চন্ দিব্যানি স্বয়মেব বিনশ্যতি ॥ ৩৫ ॥

উপস্থিত হইলে ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। যে পাপী রাবণ সতত দেব, ব্রাহ্মণ এবং ঋষিগণের পীড়ন করিতেছে, তাহার বিনাশ স্বতঃই বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৩১-৩২ ॥

হে রাম! কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে দেবগণের অংশস্বরূপ বহু বানর সম্ভূত হইয়াছে, তাহারা তোমার সাহায্য করিবে। তাহাদিগের দ্বারা তুমি পয়োনিধি বন্ধন করিয়া লইবে। অনেক প্রস্তর দ্বারা সেতু সংবদ্ধ হইলে কপিগণ তথায় গমন করিতে পারিবে এবং তাহা হইলেই রাবণকে সবংশে বিনষ্ট করিয়া নিজপ্রিয়া সীতাকে আনয়ন করিতে পারিবে ॥ ৩৩-৩৪ ॥

(এখন শস্ত্রাস্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ কর।) যে যুদ্ধে শস্ত্রের (হস্তে রাখিয়া যদ্দ্বারা হিংসা করা যায়, তাহার নাম শস্ত্র) দ্বারা জয় সাধিত হয়, তথায় অস্ত্রের প্রয়োগ করিবে না। শত্রুগণ যখন নিরস্ত্র, অল্পশস্ত্রসম্পন্ন বা পলায়ন করিতে উদ্যত হয়, তখন দিব্য

অথবা কিং বহুক্তেন ময়ৈবোৎপাদিতং জগৎ।
ময়ৈব পাল্যতে নিত্যং ময়া সংহ্রিয়তেঽপি চ ॥ ৩৬ ॥
অহমেকো জগন্মৃত্যুর্মৃত্যোরপি মহীপতে।
গ্রসেঽহমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥
মম বক্ত্রগতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
নিমিত্তমাত্রং ত্বং ভূয়াঃ কীর্ত্তিমাপ্স্যসি সঙ্গরে ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শিবরাঘবসংবাদে রামায় বরপ্রদানং নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অস্ত্র ক্ষেপণ করিবে না, করিলে সেই অস্ত্রের দ্বারা নিজেরই বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

অথবা তোমাকে আর অধিক বলিয়া ফল কি? এই জগৎ আমিই উৎপাদন করিয়াছি, আমিই সতত পালন করিতেছি এবং আমিই সংহার করিতেছি। হে মহীপতে! এক আমিই জগতের বিনাশক, আমি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ অর্থাৎ আমা দ্বারা মৃত্যুও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ আমি গ্রাস করিয়া রহিয়াছি। ঐ যুদ্ধদুর্ম্মদ সমস্ত রাক্ষসই আমার মুখমণ্ডলে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব তুমি ইহাদের বিনাশ-বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়া যুদ্ধে কীর্ত্তিলাভ করিবে ॥ ৩৬-৩৮ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্নত্র মে চিত্রং মহদেতৎ প্রজায়তে।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশস্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১ ॥
মূর্ত্তস্ত্বং পরিচ্ছিন্নাকৃতিঃ পুরুষরূপধৃক্।
অম্বয়া সহিতোঽত্রৈব রমসে প্রমথৈঃ সহ ॥ ২ ॥
ত্বং কথং পঞ্চভূতাদি জগদেতচ্চরাচরম্।
তদ্ ব্রূহি গিরিজাকান্ত! যদি তেঽনুগ্রহো ময়ি ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু রাম! মহাভাগ! দুর্জ্ঞেয়মমরৈরপি।
তৎ প্রবক্ষ্যামি যত্নেন ব্রহ্মচর্য্যেণ সুব্রত।
পারং যাস্যস্যনায়াসাদ্যেন সংসারনীরধেঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, ভগবান্! আপনার বাক্যশ্রবণে আমার নিতান্তই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আপনি শুদ্ধস্ফটিকসদৃশ, ত্রিনেত্র, চন্দ্রশেখর, মূর্ত্তিমান্, পরিচ্ছিন্নাকারবিশিষ্ট ও পুরুষাকৃতি ব্যক্তি, এই স্থানে জগদম্বা ও প্রমথগণের সহিত বিহার করিতেছেন, সেই আপনিই কেমন করিয়া পঞ্চভূত প্রভৃতি এই চরাচর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকর্ত্তা হইবেন? হে গৌরীবল্লভ! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে ইহা আমাকে বলুন ॥ ১-৩ ॥

মহেশ্বর বলিলেন, হে সুব্রত, মহাভাগ রাম! তুমি ব্রহ্মচারী হইয়া যত্নপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ কর, এই বিষয় দেবগণেরও দুরধিগম্য। ইহা শ্রবণ করিলে অনায়াসে সংসার-সাগর পার হইতে পারিবে ॥ ৪ ॥

দৃশ্যন্তে পঞ্চভূতানি যে চ লোকাশ্চতুর্দ্দশ।
সমুদ্রাঃ পর্ব্বতা দেবা রাক্ষসা ঋষয়স্তথা ॥ ৫ ॥
দৃশ্যন্তে যানি চান্যানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
গন্ধর্ব্বাঃ প্রমথা নাগাঃ সর্ব্বে তে মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৬ ॥
পুরা ব্রহ্মাদয়ো দেবা দ্রষ্টুকামা মমাকৃতিম্।
মন্দরং প্রযযুঃ সর্ব্বে মম প্রিয়তরং গিরিম্ ॥ ৭ ॥
স্তুত্বা প্রাঞ্জলয়ো দেবা মাং তথা পুরতঃ স্থিতাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বাথ ময়া দেবান্ লীলাকুলিতচেতসঃ।
তেষামপহৃতং জ্ঞানং ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্ ॥ ৮ ॥
আসংস্তেঽসকৃদজ্ঞানা মামাহুঃ কো ভবানিতি।
অথাব্রুবমহং দেবমহমেব পুরাতনঃ ॥ ৯ ॥

এই যে পঞ্চভূত, চতুর্দ্দশ ভুবন, সমুদ্র, পর্ব্বত, দেব রাক্ষস ও ঋষিগণ দেখিতেছ এবং অন্যান্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, আর গন্ধর্ব্ব, প্রমথ, সর্প প্রভৃতি যাহা কিছু দর্শন করিতেছ, এই সমস্তই আমার বিভূতিস্বরূপ ॥ ৫-৬ ॥

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ মদীয় আকৃতি-দর্শনেচ্ছু হইয়া আমার প্রিয়তর মন্দর নামক পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল এবং আমার পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া আমার স্তব করিতে লাগিল, অনন্তর আমার লীলাকুলিতচিত্ত সেই দেবগণকে দর্শন করিয়া আমি তাহাদিগের জ্ঞান অপহরণ করিলাম ॥ ৭-৮ ॥

তখন তাহারা অজ্ঞানবশতঃ আমাকে বার বার "আপনি কে ?" এইরূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। অনন্তর আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আমি পুরাতন পুরুষ। হে সুরগণ! সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র আমিই

আসং প্রথমমেবাহং বর্ত্তামি চ সুরেশ্বরাঃ।
ভবিষ্যামি চ লোকেঽস্মিন্ মত্তো নান্যোঽস্তি কশ্চন ॥ ১০ ॥
ব্যতিরিক্তং চ মত্তোঽস্তি নান্যৎ কিঞ্চিৎ সুরেশ্বরাঃ।
নিত্যোঽনিত্যোঽহমনঘো ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ১১ ॥
দক্ষিণাঞ্চ উদঞ্চোঽহং প্রাঞ্চঃ প্রত্যঞ্চ এব চ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ বিদিশো দিশশ্চাহং সুরেশ্বরাঃ ॥ ১২ ॥
সাবিত্রী চাপি গায়ত্রী স্ত্রী পুমানপুমানপি।
ত্রিষ্টুপ্ জগত্যনুষ্টুপ্ চ পংক্তিশ্ছন্দস্ত্রয়ীময়ঃ ॥ ১৩ ॥
সত্যোঽহং সর্ব্বতঃ শান্তস্ত্রেতাগ্নির্গৌরিবং গুরুঃ।
গৌরহং গহ্বরং চাহং দ্যৌরহং জগতাং প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥

বিদ্যমান ছিলাম, এখনও আমিই বিদ্যমান আছি এবং ভবিষ্যতেও একমাত্র আমিই থাকিব। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ৯-১০ ॥

সুরেন্দ্রগণ! মদ্ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুরই সত্তা নাই, আমি নিত্যস্বরূপ, আবার ঘটাদিরূপে আমিই অনিত্য, আমিই বেদ ও ব্রহ্মার স্রষ্টা, আমি অবিদ্যা-বিরহিত, তাই শুদ্ধস্বরূপ। হে সুরপতিগণ! আমি দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, অধঃ, ঊর্দ্ধ এবং দিগ্বিদিক্ সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান আছি। আমি মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, প্রাতঃকালে গায়ত্রী, আমি স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক এবং আমিই ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ পঙ্ক্তি ছন্দঃস্বরূপ, আমিই ঋক্, যজু ও সামবেদ-প্রতিপাদ্য পুরুষ ॥ ১১-১৩ ॥

আমি সত্যস্বরূপ এবং অবিদ্যার ধর্ম্ম দ্বারা অনভিভূতস্বভাব, আমি দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়াগ্নিস্বরূপ। আমিই গুরুর কর্ম্ম অধ্যয়নাদি এবং আমি গুরু, বাক্য, রহস্য, স্বর্গ এবং জগন্নিয়ন্তা ॥ ১৪ ॥

জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বসুরশ্রেষ্ঠো বর্ষিষ্ঠোঽহমপাম্পতিঃ।
আর্য্যোঽহং ভগবানীশস্তেজোঽহং চাদিরপ্যহম্ ॥ ১৫ ॥
ঋগ্বেদোঽহং যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽহমাত্মনঃ।
অথর্ব্বণশ্চ মন্ত্রোঽহং তথা চাঙ্গিরসো বরঃ ॥ ১৬ ॥
ইতিহাসপুরাণানি কল্পোঽহং কল্পবানহম্।
নারাশংসী চ গাথাহং বিদ্যোপনিষদোঽস্ম্যহম্ ॥ ১৭ ॥
শ্লোকাঃ সূত্রাণি চৈবাহমনুব্যাখ্যানমেব চ।
ব্যাখ্যানানি তথা বিদ্যা ইষ্টং হুতমথাহুতিঃ ॥ ১৮ ॥
দত্তাদত্তময়ং লোকঃ পরলোকোঽহমক্ষরঃ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি দান্তিঃ শান্তিরহং খগঃ ॥ ১৯ ॥
গুহ্যোঽহং সর্ব্ববেদেষু আরণ্যোঽহমজোঽপ্যহম্।

আমি সকলের আদিভূত, তাই আমি জ্যেষ্ঠ এবং সকল সুরগণের শ্রেষ্ঠ, আমি বর্ষিষ্ঠ, আমি সমুদ্রস্বরূপ, আর্য্য, ভগবান্, ঈশ্বর এবং বায়ুস্বরূপ ॥ ১৫ ॥

আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ্ এবং ব্রহ্মস্বরূপ। আমি শ্রেষ্ঠ অথর্ব্বণ ও আঙ্গিরসমন্ত্রস্বরূপ ॥ ১৬ ॥

আমি ইতিহাস, পুরাণ, প্রয়োগ এবং প্রয়োগকর্ত্তা, বৌধায়নাদি-স্বরূপ, আমি নারাশংসী মন্ত্র, যজ্ঞপ্রশংসাদি, উপাসনা এবং উপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদিকা বিদ্যাস্বরূপ। আমি শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান (টীকা), ব্যাখ্যা, গন্ধর্ব্বাদি বিদ্যা, যাগ, হোম এবং হোম-সাধন দ্রব্যস্বরূপ ॥ ১৭-১৮ ॥

আমি দানীয় গবাদি, দান, ইহলোক, পরলোক, ক্ষর, অক্ষর, সর্ব্বভূত, দম, শম এবং বিহগস্বরূপ। আমি সর্ব্ববেদের গোপনীয় বস্তু,

পুষ্করঞ্চ পবিত্রঞ্চ মধ্যং চাহমতঃ পরম।
বহিশ্চাহং তথা চান্তঃ পুরস্তাদহমব্যয়ঃ ॥ ২০ ॥
জ্যোতিশ্চাহং তমশ্চাহং তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণ্যহম্।
বুদ্ধিশ্চাহমহঙ্কারো বিষয়াণ্যহমেব হি ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশোঽহমুমা স্কন্দো বিনায়কঃ।
ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চ যমশ্চাহং নির্ঋতির্ব্বরুণোঽনিলঃ ॥ ২২ ॥
কুবেরোঽহং তথেশানো ভূর্ভুবঃস্বর্মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ পৃথিবী চাপস্তেজোঽনিলোঽপ্যহম্ ॥ ২৩ ॥
আকাশোঽহং রবি সোমো নক্ষত্রাণি গ্রহাণ্যহম্।
প্রাণঃ কালস্তথা মৃত্যুরমৃতং ভূতমপ্যহম্ ॥ ২৪ ॥
ভব্যং ভবিষ্যৎ কৃৎস্নঞ্চ বিশ্বং সর্ব্বাত্মকোঽপ্যহম্।
ওমাদৌ চ তথা মধ্যে ভূর্ভুবস্বস্তথৈব চ।
ততোঽহং বিশ্বরূপোঽস্মি শীর্ষঞ্চ জপতাং সদা ॥ ২৫ ॥

আমি অরণ্যসম্ভূত দ্রব্য এবং আমি অন্ন-স্বরূপ। আমি জল, পবিত্র, মধ্য, বহিঃ, অন্ত, অগ্র এবং অব্যয়স্বরূপ ॥ ১৯-২০ ॥

আমি জ্যোতিঃ, অন্ধকার, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং বিষয়স্বরূপ ॥ ২১ ॥

আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, উমা, স্কন্দ, গণেশ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, শিব, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, পঞ্চপ্রাণ, বর্ত্তমান কাল, মৃত্যু, অমৃত, এবং অতীতকালস্বরূপ ॥ ২২-২৪ ॥

আমি ভূত-ভবিষ্যৎ-কালবর্ত্তী সমস্ত বিশ্বস্বরূপ, আমি অন্তর্যামী।

অশিতং পায়িতং চাহং কৃতং চাকৃতমপ্যহম্।
পরং চৈবাপরং চাহমহং সূর্য্যঃ পরায়ণঃ ॥ ২৬ ॥
অহং জগদ্ধিতং দিব্যমক্ষরং সূক্ষ্মমব্যয়ম্।
প্রাজাপত্যং পবিত্রঞ্চ সৌম্যমগ্রাহ্যমগ্রিয়ম্ ॥ ২৭ ॥
অহমেবোপসংহর্ত্তা মহাগ্রাসৌজসাং নিধিঃ।
হৃদয়ে দেবতাত্বেন প্রাণত্বেন প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২৮ ॥
শিরশ্চোত্তরতো যস্য পাদৌ দক্ষিণতস্তথা।
যস্য সর্ব্বোত্তরঃ সাক্ষাদোঙ্কারোঽহং ত্রিমাত্রকঃ ॥ ২৯ ॥
ঊর্দ্ধমুন্নাপয়ে যস্মাদধশ্চাপনয়াম্যথ।
তস্মাদোঙ্কার এবাহমেকো নিত্যঃ সনাতনঃ ॥ ৩০ ॥

গায়ত্রীর আদিভূত ওঙ্কার, মধ্যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎপর গায়ত্রী এবং তৎপর "আপোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি-শীর্ষ মন্ত্রজপকারী দ্বিজগণের ওঙ্কারাদি প্রতিপাদ্য বস্তুস্বরূপ আমি, আমি বিরাট্‌মূর্ত্তি ॥ ২৫ ॥

আমি ভুক্ত, পীত, কৃত, অকৃত, পর, অপর এবং সর্ব্বাশ্রয় সূর্য্য-স্বরূপ ॥ ২৬ ॥

আমি জগতের হিতকারী এবং দিব্য, অক্ষরস্বরূপ, সূক্ষ্ম ও অব্যয়; আমি প্রাজাপত্য, পবিত্র, সৌম্য, অগ্রাহ্য এবং অগ্রিয় বস্তুস্বরূপ ॥ ২৭ ॥

আমিই সংহর্ত্তা, আমিই নগ-সাগরাদির বিনাশক প্রলয়াগ্নির আশ্রয়স্বরূপ, আমিই প্রাণীর হৃদয়ে দেবতা ও প্রাণরূপে অবস্থিত রহিয়াছি ॥ ২৮ ॥

উত্তরদিগ্‌ভাগে যাঁহার মস্তক, দক্ষিণভাগে যাঁহার চরণ এবং সমস্তই যাঁহার মধ্যভাগস্বরূপ, সেই আমি ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কারস্বরূপ। যেহেতু, আমি ওঙ্কারজাপীদিগকে স্বর্গে উন্নীত করিয়া থাকি, আবার

ঋচো যজূংষি সামানি যো ব্রহ্মা যজ্ঞকর্ম্মণি।
প্রণাময়ে ব্রাহ্মণেভ্যস্তেনাহং প্রণবো মতঃ ॥ ৩১ ॥
স্নেহো যথা মাংসখণ্ডং ব্যাপ্নোতি ব্যাপয়ত্যপি।
সর্ব্বলোকানহং তদ্বৎ সর্ব্বব্যাপী ততোঽস্ম্যহম্ ॥ ৩২ ॥
ব্রহ্মা হরিশ্চ ভগবানাদ্যন্তং নোপলব্ধবান্।
ততোঽন্যে চ সুরা যস্মাদনন্তোঽহমিতীরিতঃ ॥ ৩৩ ॥
গর্ভজন্মজরামৃত্যুসংসারভয়সাগরাৎ।
তারয়ামি যতো ভক্তং তস্মাত্তারোঽহমীরিতঃ ॥ ৩৪ ॥

পুণ্যক্ষীণ হইলে অধঃকৃত করি, সেই কারণেই আমি ওঙ্কারস্বরূপ, আমি এক, নিত্য ও সনাতন পুরুষ ॥ ২৯-৩০ ॥

আমি যজ্ঞকার্য্যে ব্রহ্মাখ্য পুরোহিতবিশেষ হইয়া ঋক্, যজু ও সামবেদী পুরোহিতগণকে উপস্থাপিত করিয়া থাকি, এই কারণেই আমি প্রণব বলিয়া পণ্ডিতগণের সম্মত ॥ ৩১ ॥

ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য যেমন মাংসখণ্ডকে ব্যাপ্ত করে এবং সেই মাংসখণ্ডভুক্ ব্যক্তির স্থূল দেহকেও পরিব্যাপ্ত করায়, সেই প্রকার আমি এই সর্ব্বলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি, তাই আমাকে সর্ব্বব্যাপী বলে ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ভগবান্ শিব এবং অন্যান্য সুরগণ আমার আদ্যন্ত জানিতে পারেন না, তাই আমি অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকি ॥ ৩৩ ॥

যেহেতু আমি আমার ভক্তকে গর্ভোৎপত্তি, জরা ও মৃত্যুরূপ সংসারভয়সাগর হইতে পরিত্রাণ করি, সেই কারণে আমি 'তার' নামে বিখ্যাত ॥ ৩৪ ॥

চতুর্ব্বিধেষু দেহেষু জীবত্বেন বসাম্যহম্।
সূক্ষ্মো ভূত্বাথ হৃদ্দেশে যত্তৎ সূক্ষ্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৫ ॥
মহাতমসি মগ্নেভ্যো ভক্তেভ্যো যৎ প্রকাশয়ে।
বিদ্যুদ্বদতুলং রূপং তস্মাদ্বৈদ্যুতমস্ম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥
এক এব যতো লোকান্ বিসৃজামি সৃজামি চ।
বিবাসয়ামি গৃহ্ণামি তস্মাদেকোঽহমীশ্বরঃ ॥ ৩৭ ॥
ন দ্বিতীয়ো যতস্তস্থে তুরীয়ং ব্রহ্ম যৎ স্বয়ম্।
ভূতান্যাত্মনি সংহৃত্য চৈকো রুদ্রো বসাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বলোকান্ যদীশেঽহমীশিনীভিশ্চ শক্তিভিঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ সদৃশং চক্ষুরীশ্বরম্ ॥ ৩৯ ॥

আমি পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ শরীরাভ্যন্তরে জীবরূপে বাস করি এবং আমার স্বাভাবিক সূক্ষ্মতা না থাকিলেও, আমি জীবের হৃদয়ে অন্তঃকরণোপাধিবশতঃ সূক্ষ্ম হইয়া বাস করি, তাই আমি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৩৫ ॥

আমি অবিদ্যান্ধকারে নিমগ্ন মদীয় ভক্তগণের হৃদয়ে বিদ্যুৎসদৃশ অতুল রূপের প্রকাশ করিয়া দিই, তাই আমাকে বৈদ্যুত বলে ॥ ৩৬ ॥

একমাত্র আমিই সমস্ত লোকের সৃষ্টি, সংহার, লোকান্তরপ্রাপ্তি এবং অনুগ্রহ করিয়া থাকি, তাই আমি এক, অদ্বিতীয়, ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছি ॥ ৩৭ ॥

আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর সত্তা নাই, আমি তুরীয় রুদ্রস্বরূপ, আমি ব্রহ্মরূপে ভূত সমুদায়কে আত্মাতে সংহৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৩৮ ॥

যেহেতু, আমি মায়াশক্তি দ্বারা সমস্ত লোককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া

ঈশানমিন্দ্রতস্থুষঃ সর্ব্বেষামপি সর্ব্বদা।
ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং যদীশানস্তদস্ম্যহম্ ॥ ৪০ ॥
সর্ব্বান্ ভাবান্নিরীক্ষেঽহমাত্মজ্ঞানং নিরীক্ষয়ে।
যোগং চ শময়ে যস্মাদ্ভগবান্ মহতো মতঃ ॥ ৪১ ॥
অজস্রং যচ্চ গৃহ্লামি স্বজামি বিসৃজামি চ।
সর্ব্বাল্লোঁকান্ বাসয়ামি তেনাহং বৈ মহেশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥
মহৎশ্বাত্মজ্ঞানযোগৈরৈশ্বর্য্যৈস্ত মহীয়তে।
সর্ব্বান্ ভাবান্ মহাদেবঃ সৃজত্যবতি সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥

রাখিয়াছি, সেই কারণে আমাকে ঈশান বলে। তাই শ্রুতিও আমাকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের ঈশান, সর্ব্বলোকদ্রষ্টা, চক্ষু অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক সত্তাপ্রদ বস্তু এবং ঈশ্বর বলিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

আমি স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর, অধিক কি, আমি সমস্ত পদার্থের ঈশ্বররূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছি, আমি সমস্ত বিদ্যার ঈশ্বর, তাই আমি ঈশান নামে অভিহিত হইয়া থাকি ॥ ৪০ ॥

আমি অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, আমি মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানসাধনযোগ সমুদ্‌বোধন করি এবং আমি সমস্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছি, তাই আমি ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) বলিয়া কথিত হইয়া থাকি ॥ ৪১ ॥

আমি এই সমস্ত লোককে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি, আমিই সমস্ত লোকের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকি, তাই আমাকে মহেশ্বর বলে ॥ ৪২ ॥

আমি আত্মজ্ঞান ও যোগগম্য বস্তু, আমি ঐশ্বর্য্যশালী এবং আমি

এষোঽস্মি দেবঃ প্রদিশোঽপি সর্ব্বাঃ, পূর্ব্বো হি জাতোঽস্ম্যহমেব গর্ভে।
অহং হি জাতশ্চ জনিষ্যমাণঃ, প্রত্যগ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৪৪ ॥
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো, বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ৪৫ ॥
বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে, বিশ্বেদেবং জাতবেদং বরেণ্যম্।
মামাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥৪৬॥

সমস্ত পদার্থকে সৃষ্টি ও রক্ষা করি, তাই আমি ব্রাহ্মণাদির মধ্যে মহাদেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছি ॥ ৪৩ ॥

আমিই শ্রুতিপ্রতিপাদিত দেব, আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি। আমিই পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছি, আমিই গর্ভে বর্ত্তমান আছি এবং আমিই গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া উৎপন্ন হইব। পরন্তু আমি সর্ব্বজন-স্বরূপ, তাই আমাকে সর্ব্বতোমুখ বলে। আবার আমিই সত্য, জ্ঞান ও আনন্দরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকি, তাই আমাকে প্রত্যক্-চৈতন্য বলিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

আমি বিশ্বস্বরূপ, তাই আমাকে সর্ব্বচক্ষু; সর্ব্বমুখ, সর্ব্ববাহু এবং সর্ব্বপাদ বলিয়া থাকে। একমাত্র আমিই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া বাহু ও চরণ দ্বারা অর্থাৎ বাহু-চরণস্থানীয় জ্ঞান, অজ্ঞান, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদির দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীস্থ পদার্থকে প্রেরণ করিতেছি ॥ ৪৫ ॥

যে ধীর পুরুষগণ কেশাগ্রপ্রমাণ, হৃদয়মধ্যবর্ত্তী, বিশ্বস্বরূপ, জাতবেদরূপ বরণীয় আমাকে বুদ্ধিস্বরূপ অর্থাৎ বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিতভাবে সাক্ষাৎ করে, তাহাদিগের মোক্ষসুখ আবির্ভূত হইয়া থাকে, আর যাহারা ভেদদর্শী, তাহারা সেই সুখলাভে সমর্থ হয় না ॥ ৪৬ ॥

অহং যোনিমধিতিষ্ঠামি চৈকো, ময়েদং পূর্ণং পঞ্চবিধং চ সর্ব্বম্।
মামীশানং পুরুষং দেবমিত্থং, বিচার্য্যমাণং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৪৭ ॥
প্রাণেম্বন্তর্মনসো লিঙ্গমাহুর্যস্মিন্নশনায়া চ তৃষ্ণাঽক্ষমা চ।
তৃষ্ণাং ছিত্বা হেতুজালস্য মূলং, বুদ্ধ্যা চিত্তং স্থাপয়িত্বা ময়ীহ।
এবং মাং যে ধ্যায়মানা ভজন্তে, তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥৪৮॥
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্ম মাং জ্ঞাত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ ৪৯ ॥

এক আমিই সমস্ত অধিষ্ঠান আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি, আমা দ্বারাই এই পঞ্চভূতাত্মক সমস্ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যিনি এই প্রকারে পরমেশ্বর পুরুষ আমাকে বিচার করিতে পারেন, তিনি অত্যন্ত শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৭ ॥

প্রাণ ও বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যেই বৃত্তিরূপ চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, এই মনেই বুভুক্ষা, তৃষ্ণা ও অক্ষমা বিদ্যমান আছে, অতএব মনোনিগ্রহ অবশ্যই কর্ত্তব্য! যিনি শুভাশুভফলহেতুক ধর্ম্মাধর্ম্মাদির মূলীভূত তৃষ্ণাকে উচ্ছিন্ন করিয়া আমাতে চিত্ত সংস্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে আমার ধ্যান করত ভজনা করেন, তিনি শাশ্বত মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, অন্যে তাহা লাভে সমর্থ হইতে পারে না ॥ ৪৮ ॥

যাহাকে মন ও বাক্য বিষয় করিতে পারে না অর্থাৎ মন যাহাকে চিন্তাধ্যানাদি করিতে সমর্থ নয়, বাক্যও যাহাকে নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ, সেই আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে জানিতে পারিলে আর সংসারাদি কিছুরই ভয় থাকে না ॥ ৪৯ ॥

শ্রুত্বেতি দেবা মদ্বাক্যং কৈবল্যজ্ঞানমুত্তমম্।
জপন্তো মম নামানি মম ধ্যানপরায়ণাঃ॥ ৫০॥
সর্ব্বে মে স্বস্বদেহান্তে মৎসাজুয্যং গতাঃ পুরা।
ততো যে পরিদৃশ্যন্তে পদার্থা মদ্বিভূতয়ঃ॥ ৫১॥
মত্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥ ৫২॥
অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিশুদ্ধঃ।
পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো, হিরণ্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি॥৫৩॥
অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ, পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণ।
অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো, ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাহম॥ ৫৪॥

(হে রামচন্দ্র!) দেবগণ কৈবল্যজ্ঞানপ্রদ অত্যুত্তম আমার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার নাম জপ করিতে করিতে আমার ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব দেহ ত্যাগ করিয়া আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব ত্রিভুবনে যাহা কিছু পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমস্তই আমার বিভূতি বলিয়া জান। আমাতেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় ও প্রতিষ্ঠিত থাকে, আবার আমাতেই বিলীন হইয়া যায়, আমিই সেই অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ॥ ৫০-৫২॥

আমি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, আমি মহৎ হইতে মহত্তম, আমি বিশ্বস্বরূপ, অথচ বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্লিপ্ত, আমি পুরাতন পুরুষ, আমি পরমেশ্বর, আমি হিরণ্যগর্ভ, আমিই শিবস্বরূপ॥ ৫৩॥

আমি হস্তপদবিহীন, আমার শক্তি অচিন্তনীয়, আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও বিষয়সাক্ষাৎকার করিয়া থাকি, শ্রবণেন্দ্রিয়-বিহীন হইয়াও শব্দের উপলব্ধি করি, আমার স্বরূপের কখনই আবরণ

বেদৈরশেষৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।
ন পুণ্যপাপে ময়ি নাস্তি নাশো, ন জন্ম দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধয়শ্চ ॥ ৫৫ ॥
ন ভূমিরাপো ন চ বহ্নিরস্তি, ন চানিলো মেঽস্তি ন মে নভশ্চ।
এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ম্।
সমস্তসাক্ষিং সদসদ্বিহীনং, প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্ ॥ ৫৬ ॥
এবং মাং তত্ত্বতো বেত্তি যস্তু রাম মহামতে।
স এব নান্যো লোকেষু কৈবল্যফলমশ্নুতে ॥ ৫৭ ॥
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শিবরাঘবসংবাদে বিভূতিযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হয় না, আমি সর্ব্বদাই সমস্ত প্রকাশ করিয়া থাকি, আমার স্বরূপ কেহই জানিতে পারে না, আমি সর্ব্বদাই চিৎস্বরূপে বিরাজমান থাকি ॥ ৫৪ ॥

অশেষ বেদের দ্বারা একমাত্র আমাকেই জানিতে হয়, আমিই বেদান্তকর্ত্তা, আমিই বেদবিৎ, আমার পাপ-পুণ্য কিছুই নাই, আমার বিনাশ নাই, উৎপত্তি নাই এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি কিছুই নাই ॥ ৫৫ ॥

আমি ভূমি, জল, বহ্নি, বায়ু ও আকাশস্বরূপ নহি। এই প্রকার নিষ্কল অর্থাৎ নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় পরমাত্মস্বরূপ আমাকে গুহাশয় অর্থাৎ অজ্ঞানোপহিতভাবে জানিয়া সমস্ত সাক্ষিরূপ প্রপঞ্চ ও অবিদ্যারহিত শুদ্ধ পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ৫৬ ॥

হে মহামতে রাম! যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ তত্ত্বভাবে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই কৈবল্যফল অর্থাৎ মুক্তিফললাভে সমর্থ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন হইয়া কেবলমাত্র কর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত অথবা সগুণোপাসনা-প্রসক্ত, সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ৫৭ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ যন্ময়া পৃষ্টং তত্তথৈব স্থিতং বিভো।
অত্রোত্তরং ময়া লব্ধং ত্বত্তো নৈব মহেশ্বর ॥ ১ ॥
পরিচ্ছিন্নপরীমাণে দেহে ভগবতস্তব।
উৎপত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং স্থিতির্ব্বা বিলয়ঃ কথম্ ॥ ২ ॥
স্বস্বাধিকারসংবদ্ধাঃ কথং নাম স্থিতাঃ সুরাঃ।
তে সর্ব্বে ত্বং কথং দেব ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৩ ॥
ত্বত্তঃ শ্রুত্বাপি দেবাত্র সংশয়ো মে মহানভূৎ।
অপ্রত্যায়িতচিত্তস্য সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার প্রকৃত উত্তর কিছুই আপনার নিকট পাইলাম না ॥ ১ ॥

আপনাকে পরিচ্ছিন্ন শরীরধারী দেখিতেছি, আপনার এই দেহে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও লয় কেমন করিয়া হইতে পারে? হে দেব! আপনি বলিয়াছেন, দেবগণ স্ব স্ব অধিকার-সংযুক্ত হইয়া আমাতে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবে এবং সমস্ত সুরগণ ও চতুর্দ্দশ ভূমণ্ডল আপনারই স্বরূপ, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আপনার নিকট এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার অতীব সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব অনিশ্চিতচিত্ত আমার সংশয় ছেদন করুন ॥ ২-৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বটবীজে সুসূক্ষ্মেঽপি মহাবটতরুর্যথা।
সর্ব্বদাস্তেঽন্যথা বৃক্ষঃ কুত আয়াতি তদ্বদ।
তদ্বন্মম তনৌ রাম ভূতানামাগতির্লয়ঃ ॥ ৫ ॥
মহাসৈন্ধবপিণ্ডোঽপি জলে ক্ষিপ্তো বিলীয়তে।
ন দৃশ্যতে পুনঃ পাকাৎ তত আয়াতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥
প্রাতঃ প্রাতর্যথালোকো জায়তে সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
এবং মত্তো জগৎ সর্ব্বং জায়তেঽস্তি বিলীয়তে।
ময্যেব সকলং রাম তদ্বজ্জানীহি সুব্রত! ৭ ॥

শ্রীভগবান্ শিব বলিলেন, হে রাম। অতীব সূক্ষ্ম বটবীজমধ্যে যেমন সর্ব্বদাই মহাবটবৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই প্রকার আমার দেহ পরিচ্ছন্ন হইলেও ইহাতেই ভূতগণের উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে। যদি বল, বটবীজে মহাবটবৃক্ষ থাকে না, তবে উহা কোথা হইতে আসিল? যদি বল যে, যদি থাকে, তবে উহার উপলব্ধি হয় না কেন? এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর, যেমন বৃহৎ সৈন্ধবপিণ্ড সলিলে নিক্ষিপ্ত করিলে তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়, আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ জলের মধ্যেই থাকে, জল পাক করিলে পুনরায় তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সমস্ত পদার্থ আমাতেই বিলীন হইয়া থাকে, আবার আমা হইতেই উৎপন্ন হয় ॥ ৫-৬ ॥

হে সুব্রত! প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য হইতে আলোক উৎপন্ন হইয়া যেমন আবার তাহাতেই বিলীন হয়, সেই প্রকার নিখিল

শ্রীরাম উবাচ।

কথিতেঽপি মহাভাগ দিগ্‌ভ্রম্য যথা দিশি।
নিবর্ত্ততে ভ্রমো নৈব তদ্বন্মম করোমি কিম ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়ি সর্ব্বং যথা রাম জগদেতচ্চরাচরম্।
বর্ত্ততে তদ্দর্শয়ামি ন দ্রষ্টুং ক্ষমতে ভবান্ ॥ ৯ ॥
দিব্যং চক্ষুঃ প্রদাস্যামি তুভ্যং দশরথাত্মজ।
তেন পশ্য ভয়ং ত্যক্ত্বা মত্তেজোমণ্ডলং ধ্রুবম্ ॥ ১০ ॥
ন চর্ম্মচক্ষুষা দ্রষ্টুং শক্যতে মামকং মহঃ।
নরেণ বা সুরেণাপি তন্মমানুগ্রহং বিনা ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মাণ্ড আমা হইতেই উৎপন্ন, আমাতে প্রতিষ্ঠিত, আবার আমাতেই বিলীন হয় জানিবে ॥ ৭ ॥

রাম কহিলেন, হে মহাভাগ! দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিয়া দিলেও যেমন দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তির ভ্রম দূরীভূত হয় না, সেই প্রকার আপনার নিকট শুনিয়াও আমার চিত্তভ্রম প্রশান্ত হইতেছে না, অতএব আমি কি করিব? ৮ ॥

ভগবান্ মহাদেব বলিলেন, হে রাম! আমার দেহে যেরূপে এই সমস্ত চরাচর জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তোমাকে প্রদর্শন করাইতেছি। হে দাশরথে! তুমি দিব্য চক্ষু ব্যতীত এই সামান্য চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি। তুমি তাহা দ্বারা ভয় পরিহারপূর্ব্বক মদীয় তেজোমণ্ডল অবলোকন কর ॥ ৯-১০ ॥

হে রামচন্দ্র! আমার অনুগ্রহ ব্যতীত দেবতা বা মানব

স্থত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ দিব্যং চক্ষুর্মহেশ্বরঃ।
অথাদর্শয়দেতস্মৈ বক্ত্রং পাতাল সন্নিভম্॥ ১২॥
বিদ্যুৎকোটিপ্রভং দীপ্তমতিভীমং ভয়াবহম্।
তদ্দৃষ্ট্বৈব ভয়াদ্রামো জানুভ্যামবনীং গতঃ॥ ১৩॥
প্রণম্য দণ্ডবৎ ভূমৌ তুষ্টাব চ পুনঃ পুনঃ।
অথোত্থায় মহাবীরো যাবদেব প্রপশ্যতি॥ ১৪॥
বক্ত্রং পুরভিদস্তাবদন্তর্ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ।
চটকা ইব লক্ষ্যন্তে জ্বালামালাসমাকুলাঃ॥ ১৫॥
মেরুমন্দরবিন্ধ্যাদ্যা গিরয়ঃ সপ্তসাগরাঃ।
দৃশ্যন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদ্যাঃ পঞ্চভূতানি তে সুরাঃ॥ ১৬॥

কেহই চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা মদীয় তেজোমণ্ডল দর্শন করিতে সমর্থ হয় না॥ ১১॥

স্থত বলিলেন, মহেশ্বর এই প্রকার বলিয়া রামচন্দ্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান পূর্ব্বক পাতালসন্নিভ, কোটি বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, প্রদীপ্ত, অতি ভয়াবহ বদনমণ্ডল প্রদর্শন করাইলেন। রাম সেই ভীষণ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করত ভয়ে জানুদ্বয় অবনত করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন এবং মহেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, ত্রিপুরারির বদনমণ্ডলের অভ্যন্তরে শিখাবলি-সমাকুল চটকের (ক্ষুদ্র পতঙ্গ-বিশেষের) ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট রহিয়াছে ১২-১৫॥

সেই বদনমণ্ডল-মধ্যে সুমেরু, মন্দর, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বত, সপ্ত সাগর, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ, পঞ্চভূত এবং দেবগণ লক্ষিত হইতেছে

অরণ্যানি মহানাগা ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
প্রতিব্রহ্মাণ্ডমেবং তদ্দৃষ্ট্বা দশরথাত্মজঃ॥ ১৭॥
সুরাসুরাণাং সংগ্রামাংস্তত্র পূর্ব্বাপরানপি।
বিষ্ণোর্দশাবতারাংশ্চ তৎকর্ত্তব্যান্যপি দ্বিজাঃ॥ ১৮॥
পরাভবাংশ্চ দেবানাং পুরদাহং মহেশিতুঃ।
উৎপদ্যমানানুৎপন্নান্ সর্ব্বানপি বিনশ্যতঃ॥ ১৯॥
দৃষ্ট্বা রামো ভয়াবিষ্টঃ প্রণনাম পুনঃ পুনঃ।
উৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানোঽপি বভূব রঘুনন্দনঃ॥ ২০॥
অথোপনিষদাং সারৈরর্থৈস্তুষ্টাব শঙ্করম্॥ ২১॥

শ্রীরাম উবাচ।

দেব প্রপন্নার্ত্তিহর! প্রসীদ, প্রসীদ বিশ্বেশ্বর বিশ্ববন্দ্য।
প্রসীদ গঙ্গাধর চন্দ্রমৌলে, মাং ত্রাহি সংসারভয়াদনাথম্॥ ২২॥

ও মহারণ্যসমূহ, নাগগণ, চতুর্দ্দশ ভুবন ও পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ড সকলও বিদ্যমান দেখিতে পাইলেন॥ ১৬-১৭॥

পরন্তু সেই মুখমণ্ডলমধ্যে দেব ও অসুরগণের ভূত ও ভাবী সংগ্রাম সকল এবং বিষ্ণুর দশাবতার ও তত্তৎ-অবতারে অনুষ্ঠীয়মান কার্য্যাবলী বিদ্যমানরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন; দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণের পরাভব ও মহেশ্বরের ত্রিপুরদহন দৃষ্টি করিলেন; অধিক আর কি, উৎপদ্যমান বস্তু, উৎপন্ন বস্তু সকলকেই তাহাতে বিলীন অবলোকন করিলেন। এই প্রকার রূপ দর্শন করিয়া রামের দ্রষ্টব্য বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্জাত হইলেও তিনি ভয়াকুলচিত্তে পুনঃপুনঃ মহাদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং উপনিষদের সারার্থযুক্ত শ্লোক দ্বারা স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥১৮-২১॥

রাম বলিলেন, হে দেব! হে প্রপন্নজন-দুঃখহারিন! আমার প্রতি

ত্বত্তো হি জাতং জগদেতদীশ, ত্বয্যেব ভূতানি বসন্তি নিত্যম।
ত্বয্যেব শম্ভো! বিলয়ং প্রয়ান্তি, ভূমৌ যথা বৃক্ষলতাদয়োঽপি ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাশ্চ মরুদ্গণাশ্চ, গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ।
গঙ্গাদিনদ্যো বরুণালয়াশ্চ, বসন্তি শূলিংস্তব বক্ত্রমধ্যে ॥ ২৪ ॥
ত্বন্মায়য়া কল্পিতমিন্দুমৌলে, ত্বয্যেব দৃশ্যত্বমুপৈতি বিশ্বম্।
ভ্রান্ত্যা জনঃ পশ্যতি সর্ব্বমেতচ্ছুক্তৌ যথা রূপ্যমহিঞ্চ রজ্জৌ ॥ ২৫ ॥
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং, প্রকাশমানঃ কুরুষে প্রকাশম্।
বিনা প্রকাশং তব দেবদেব! ন দৃশ্যতে বিশ্বমিদং ক্ষণেন ॥ ২৬ ॥

প্রসন্ন হও! হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্ববন্দ্য! তুমি প্রসন্ন হও। হে গঙ্গাধর! হে চন্দ্রচূড়! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি অনাথ, আমাকে সংসারভয় হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ২২ ॥

হে ঈশ! বৃক্ষলতাদি যেরূপ ভূমি হইতে উৎপন্ন হয় এবং ভূমিতেই অবস্থিতি করে, আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ এই জগৎ তোমাতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তোমাতেই অবস্থিত আছে, হে শম্ভো! আবার তোমাতেই বিলয় পাইতেছে ॥ ২৩ ॥

হে শূলিন্! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ, গঙ্গাদি তরঙ্গিণীগণ এবং সমুদ্র সকল তোমারই বক্ত্রমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

হে চন্দ্রমৌলে! ভ্রান্তিবশতঃ যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে, সেই প্রকার অজ্ঞান বশতই তোমাতে এই বিশ্বজ্ঞান হয়, বস্তুতঃ এই বিশ্ব তোমার মায়া দ্বারাই কল্পিত হইয়া তোমাতে দৃশ্যরূপে বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥

হে দেবদেব! তুমি স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থ, তাই আপন প্রকাশ

অল্পাশ্রয়ো নৈব বৃহন্তমর্থং, ধত্তেঽণুরেকো ন হি বিন্ধ্যশৈলম্।
ত্বদ্বক্ত্রমাত্রে জগদেতদস্তি, ত্বন্মায়য়ৈবেতি বিনিশ্চিনোমি ॥ ২৭ ॥
রজ্জৌ ভুজঙ্গো ভয়দো যথৈব, ন জায়তে নাস্তি ন চৈতি নাশম্।
ত্বন্মায়য়া কেবলমাত্তরূপং, তথৈব বিশ্বং ত্বয়ি নীলকণ্ঠ ॥ ২৮ ॥
বিচার্য্যমাণে তব যচ্ছরীরমাধারভাবং জগতামুপৈতি।
তদপ্যবশ্যং মদবিদ্যয়ৈব, পূর্ণশ্চিদানন্দময়ো যতস্ত্বম্ ॥ ২৯ ॥
পূর্জেষ্টপূর্ত্তাদিবরপ্রিয়াণাং, ভোক্তুঃ ফলং যচ্ছসি শম্ভমেব।
মৃষৈতদেবং বচনং পুরারে, ত্বত্তোঽস্তি ভিন্নং ন চ কিঞ্চিদেব ॥ ৩০ ॥

দ্বারা সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করিতেছ, তোমার প্রকাশ ব্যতীত ক্ষণকালও এই জগতের প্রকাশ হয় না ॥ ২৬ ॥

হে দেব! অল্পাশ্রয় পদার্থ স্ব অপেক্ষা বৃহৎ দ্রব্যকে কদাচ ধারণ করিতে পারে না, যেমন একটি পরমাণু কদাপি বিন্ধ্যপর্ব্বতধারণে সমর্থ হয় না; কিন্তু তোমার মুখমধ্যে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা সমস্তই অঘটনঘটনপটীয়সী তোমার মায়া দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে, ইহা আমরা অনুমান করি ॥ ২৭ ॥

হে নীলকণ্ঠ! যেমন রজ্জুতে সর্প উৎপন্ন হয় না, সুতরাং নষ্টও হয় না, অথচ ভ্রমকল্পিত সর্পই লোকের ভয়দ হইয়া থাকে, সেই প্রকার মায়াকল্পিত বিশ্বও তোমাতে ব্যবহারযোগ্যতা প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

হে দেব! তোমার শরীর যে জগতের আধার বলিয়া প্রতীত হয়, এই বিষয়ের বিচার করিলে অবিদ্যাই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়; কারণ, তুমি পূর্ণ ও চিদানন্দময় পুরুষ, তোমার শরীর-সম্বন্ধ কদাচ হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥

হে পুরারে! তুমি যজমান সম্বন্ধে পূজা, তড়াগারামাদি প্রতিষ্ঠা

অজ্ঞানমূঢ়া মুনয়ো বদন্তি, পূজোপচারাদিবহিঃক্রিয়াভিঃ।
তোষং গিরীশো ভজতীতি মিথ্যা, কুতস্ত্বমূর্ত্তস্য তু ভোগলিপ্সা ॥ ৩১ ॥
কিঞ্চিদ্দলং বা চুলুকোদকং বা যস্ত্বং মহেশ! প্রতিগৃহ্য দৎসে।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীমপি তজ্জনেভ্যঃ সর্ব্বস্ত্ববিদ্যাকৃতমেব মন্যে ॥ ৩২ ॥
ব্যাপ্নোসি সর্ব্বা বিদিশো দিশশ্চ, ত্বং বিশ্বমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
নষ্টেঽপি তস্মিংস্তব নাস্তি হানির্ঘটে বিনষ্টে নভসো যথৈব ॥ ৩৩ ॥

এবং দানাদিজনিত সমস্ত ফল প্রদান করিয়া থাক, এই বাক্য অলীক। কারণ, ব্রহ্মাণ্ডে তোমা ভিন্ন আর কিছুই উপলভ্যমান হয় না ॥ ৩০ ॥

অজ্ঞানমূঢ় অমননশীল ব্যক্তিই বলিয়া থাকেন যে, মহেশ্বর পূজা উপাচারাদি বহিঃক্রিয়া দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েন, কিন্তু সেইসমস্ত বাক্যই মিথ্যা। কারণ, তুমি অমূর্ত্ত, তোমার ভোগলিপ্সা কি প্রকারে হইতে পারে? ৩১ ॥

হে মহেশ! যে ব্যক্তি কতিপয় বিল্বদল বা গণ্ডুষমাত্র জল দ্বারা তোমার পূজা করে, তুমি তাহার সম্বন্ধে ত্রৈলোক্য-শ্রী প্রদান কর, এই সমস্ত বাক্যই অবিদ্যাকৃত বলিয়া মনে করি * ॥ ৩২ ॥

হে দেব! তুমি সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছ, তুমি পুরাতন পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বস্বরূপ পদার্থ, অথচ আকাশাধার ঘট বিনিষ্ট হইলে যেমন আকাশের বিনাশ হয় না, তেমন এই জগৎ বিনষ্ট হইলেও তোমার বিনাশ হয় না ॥ ৩৩ ॥

---

* এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত উপদেশ করা হইল, ইহা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই তন্ময় দেখিতেছেন, তাঁহার পক্ষে, কিন্তু অজ্ঞানীর সম্বন্ধে কর্ম্মকাণ্ডাদি সমস্তই সত্য, ইহাই শাস্ত্রের রহস্য।

যথৈকমাকাশগমর্কবিম্বং, ক্ষুদ্রেষু পাত্রেষু জলান্বিতেষু।
ভজত্যনেকপ্রতিবিম্বভাবং, তথা ত্বমন্তঃকরণেষু দেব ॥ ৩৪ ॥
স্বসর্জ্জনে বাহপ্যবনে বিনাশে, বিশ্বস্য কিঞ্চিত্তব নাস্তি কার্য্যম্।
অনাদিভির্দেহভৃতামদৃষ্টৈস্তথাপি তৎ স্বপ্নবদাতনোষি ॥ ৩৫ ॥
স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য জড়স্য দেহদ্বয়স্য শম্ভো ন চিদং বিনাস্তি।
অতস্ত্বদারোপণমাতনোতি, শ্রুতিঃ পুরারে সুখদুঃখয়োঃ সদা ॥৩৬॥
নমঃ সচ্চিদম্ভোধিহংসায় তুভ্যং, নমঃ কালকণ্ঠায় কালাত্মকায়।
নমস্তে সমস্তাঘসংহারকর্ত্রে, নমস্তে মৃষাচিত্তবৃত্ত্যৈকভোক্ত্রে ॥৩৭॥

হে দেব! গগনমণ্ডলস্থ এক সূর্য্যবিম্ব যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া, অনেক বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ একমাত্র তুমিই নানা অন্তঃকরণে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাক ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি বা বিনাশ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই, তথাপি প্রাণীর অনাদি অদৃষ্ট দ্বারা স্বপ্নবৎ তুমি এই জগৎ বিস্তার করিতেছ, বস্তুতঃ অদৃষ্টই ইহার কারণ ॥ ৩৫ ॥

হে পুরারে! এই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ জড়পিণ্ড, আত্মা ভিন্ন ইহাদের চৈতন্য হইতে পারে না, অতএব শ্রুতি তোমাতে দেহদ্বয় জন্য সুখ-দুঃখের আরোপ করিয়া থাকেন, তুমি ভিন্ন দেহ-কৃত সুখ-দুঃখাদির প্রকাশ হইতে পারে না ॥ ৩৬ ॥

হে দেব! তুমি সচ্চিৎ-সাগরের হংসস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার; তুমি নীলকণ্ঠ, তোমাকে নমস্কার; তুমি কালাত্মক, তোমাকে নমস্কার; তুমি সমস্ত পাপহর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার; তুমি মিথ্যাময় চিত্তবৃত্তির একমাত্র ভোক্তা, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥

স্থত উবাচ।

এবং প্রণম্য বিশ্বেশং পুরতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।

বিস্মিতঃ পরমেশানং জগাদ রঘুনন্দনঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

উপসংহর বিশ্বাত্মন্ বিশ্বরূপমিদং তব।

প্রতীতং জগদৈকাত্ম্যং শম্ভো ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য রাম মহাবাহো। মত্তো নান্যোঽস্তি কশ্চন ॥ ৪০ ॥

স্থত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বৈবোপসংজহ্রে স্বদেশে দেবতাদিকান্।

মীলিতাক্ষঃ পুনর্হর্ষাদ্যাবদ্রামঃ প্রপশ্যতি।

তাবদেব গিরেঃ শৃঙ্গে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি স্থিতম্ ৪১ ॥

স্থত বলিলেন, রঘুনন্দন এই প্রকারে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করত পুরোভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্মিতভাবে পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, হে বিশ্বাত্মন্। তোমার এই বিরাট্‌রূপ উপসংহার কর ; হে শম্ভো। তোমার অনুগ্রহে আমি তোমার জগদাত্মতা অনুভব করিয়াছি ॥ ৩৯ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো রাম। এই দেখ, আমা হইতে আর কোনই পদার্থ নাই ॥ ৪০ ॥

স্থত বলিলেন, মহাদেব এই কথা বলিয়াই নিজ দেহে সমস্ত দেবতাদি পদার্থ বিলীন করিলেন, তখন পুনরায় দাশরথি বিকাশিত-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ত্রিলোচন, পঞ্চানন

দদর্শ পঞ্চবদনং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং ভূতিভূষিতবিগ্রহম্ ॥ ৪২ ॥
ফণিকঙ্কণভূষাঢ্যং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ঞ্চ বিদ্যুৎপিঙ্গজটাধরম্ ॥ ৪৩ ॥
একাকিনং চন্দ্রমৌলিং বরেণ্যমভয়প্রদম্।
চতুর্ভুজং খণ্ডপরশুং মৃগহস্তং জগৎপতিম্ ॥ ৪৪ ॥
অথাজ্ঞয়া পুরস্তস্য প্রণম্যোপবিবেশ সঃ।
অথাহ রামং দেবেশো যদ্যৎ প্রষ্টুমভীচ্ছসি।
তৎ সর্ব্বং পৃচ্ছ রাম ত্বং মত্তো নান্যোঽস্তি তে গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উপরিভাগে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শিবরাঘব-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ শিব ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি দ্বারা ভূষিত, হস্ত ফণিরূপ কঙ্কণে সমলঙ্কৃত এবং তিনি নাগযজ্ঞোপবীতধারী। তাঁহার উত্তরীয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং জটা বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ॥ ৪১-৪৩ ॥

ইনি একাকী, চন্দ্রমৌলি, বর ও অভয়দাতা, চতুর্ভুজ, খণ্ডপরশু, মৃগহস্ত এবং ইনি জগৎপতি। এতাদৃশ মহেশ্বরকে রাম দর্শন করত প্রণাম করিলেন। অনন্তর তাঁহার আদেশে তাঁহারই পুরোভাগে উপবেশন করিলেন। অতঃপর দেবেশ শম্ভু রামকে বলিলেন, হে রাম! তুমি যাহা কিছু প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা কর, তৎসমস্তই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি ব্যতীত অন্য আর কেহই তোমার গুরু নাই ॥ ৪৪-৪৫ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাম উবাচ।

পাঞ্চভৌতিকদেহস্য চোৎপত্তিবিলয়ঃ স্থিতিঃ।
স্বরূপঞ্চ কথং দেহে ভগবান্ বক্তুমর্হসি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পঞ্চভূতৈঃ সমারব্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।
অত্র প্রধানং পৃথিবী শেষাণাং সহকারিতা ॥ ২ ॥
জরায়ুজোঽণ্ডজশ্চৈব স্বেদজশ্চোদ্ভিদস্তথা।
এবং চতুর্বিধঃ প্রোক্তো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ৩ ॥
মানসস্তু পরঃ প্রোক্তো দেবানামেব স স্মৃতঃ।
তত্র বক্ষ্যে প্রথমতঃ প্রধানত্বাজ্জরায়ুজম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! সূক্ষ্মদেহে অর্থাৎ লিঙ্গদেহে এই পাঞ্চভৌতিক দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহা আপনি বলুন ॥ ১ ॥

ভগবান্ বলিলেন, এই দেহ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতেরই পরিণামবিশেষ, এই নিমিত্ত দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলে। পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, অন্যভূতচতুষ্টয় সহকারিভাবে থাকে ॥ ২ ॥

পাঞ্চভৌতিক দেহ চতুর্ব্বিধ,—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ॥ ৩ ॥

এতদ্ব্যতীত আরও এক প্রকার শ্রেষ্ঠ দেহ আছে, তাহাকে দেবদেহ বলে। এই পঞ্চপ্রকার দেহের মধ্যে প্রথমতঃ প্রধানভূত জরায়ুজ দেহের বিষয় বলিতেছি ॥ ৪ ॥

শুক্রশোণিতসম্ভূতা বৃত্তিরেব জরায়ুজঃ।
স্ত্রীণাং গর্ভাশয়ে শুক্রমৃতুকালে বিশেদ্‌যদা।
রজসা যোষিতো যুক্তং তদেব স্যাজ্জরায়ুজম্॥ ৫ ॥
বাহুল্যাদ্রজসঃ স্ত্রী স্যাচ্ছুক্রাধিক্যে পুমান্ ভবেৎ।
শুক্রশোণিতয়োঃ সাম্যে জায়তেঽথ নপুংসকঃ॥ ৬ ॥
ঋতুস্নাতা ভবেন্নারী চতুর্থদিবসে ততঃ।
ঋতুকালস্তু নির্দ্দিষ্ট আষোড়শদিনাবধি॥ ৭ ॥
তত্রাযুগ্মদিনে স্ত্রী স্যাৎ পুমান্ যুগ্মদিনে ভবেৎ॥ ৮ ॥
ষোড়শে দিবসে গর্ভো জায়তে যদি সুভ্রুবঃ।
চক্রবর্ত্তী তদা রাজা জায়তে স ন সংশয়ঃ॥ ৯ ॥

জরায়ুজ দেহ শুক্র ও শোণিত হইতে সম্ভূত হয়। ঋতুকালে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে (জরায়ুতে) শুক্র প্রবেশ করে, তৎপর উহা স্ত্রীর রজোদ্বারা সমাযুক্ত হইয়া প্রাণীর উৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত উহাকে জরায়ুজ বলে॥ ৫ ॥

যদি শোণিতের আধিক্য হয়, তবে স্ত্রী, শুক্রের আধিক্যে পুরুষ এবং শুক্র ও শোণিতের সমানতা হইলে নপুংসকের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ৬ ॥

ঋতুর প্রথম দিন হইতে ষোল দিন পর্য্যন্তই ঋতুকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে প্রথম দিন হইতে চতুর্থ দিনে স্ত্রী ঋতুস্নান করে॥ ৭ ॥

এই ঋতুকালের অযুগ্ম দিনে যদি গর্ভসঞ্চার হয়, তবে স্ত্রীদেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং যুগ্মদিনে পুরুষদেহের উৎপত্তি হয়॥ ৮ ॥

আর যদি ষোড়শ দিবসে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে সেই গর্ভে চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ৯ ॥

ঋতুস্নাতা যস্য পুংসঃ সাকাঙ্ক্ষং মুখমীক্ষতে।
তদাকৃতির্ভবেদ্গর্ভস্তৎ পশ্যেৎ স্বামিনো মুখম্ ॥ ১০ ॥
যা স্ত্রীচর্ম্মাবৃতিঃ সূক্ষ্মা জরায়ুঃ সা নিগদ্যতে।
শুক্রশোণিতয়োর্যোগস্তস্মিন্নেব ভবেদ্যতঃ।
তত্র গর্ভো ভবেদ্যস্মাত্তেন প্রোক্তো জরায়ুজঃ ॥ ১১ ॥
অণ্ডজাঃ পক্ষিসর্পাদ্যাঃ স্বেদজা মশকাদয়ঃ।
উদ্ভিজ্জা বৃক্ষগুল্মাদ্যা মানসাশ্চ সুরর্ষয়ঃ ॥ ১২ ॥
জন্মকর্ম্মবশাদেব নিষিক্তং স্মরমন্দিরে।
শুক্রং রজঃসমাযুক্তং প্রথমে মাসি তদ্দ্রবম্ ॥ ১৩ ॥

রমণী ঋতুস্নান পূর্ব্বক সকামা হইয়া যে পুরুষের মুখাবলোকন করিবে, সন্তান সেই পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট হইবে, অতএব ঋতুস্নানের পর প্রথমতঃ স্বামিমুখ নিরীক্ষণ করাই কর্ত্তব্য ॥ ১০ ॥

স্ত্রীর উদরাভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম চর্ম্মের আবৃতি অর্থাৎ পেশী আছে, তাহাকে জরায়ু বলে। তাহাতেই শুক্র ও শোণিতের সংযোগ হইয়া থাকে এবং তাহাতেই প্রাণীর উৎপত্তি হয়, এই কারণে জরায়ুজ বলে ॥ ১১ ॥

পক্ষিসর্পাদিরা অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে অণ্ডজ, মশকাদি স্বেদ হইতে জন্মে, এই কারণে তাহাদিগকে স্বেদজ, তৃণগুল্মাদি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া জন্মে, তাই তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ এবং দেব ও ঋষিগণ যোগসামর্থ্য দ্বারা মানস হইতে উৎপন্ন হয়েন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মানস বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় ॥ ১২ ॥

জন্মের কারণীভূত কর্ম্মের দ্বারা স্ত্রীযোনিতে শুক্র নিষিক্ত হইয়া স্ত্রীরজের সহিত সমাযোগে উহা প্রথম মাসে দ্রবাকার ধারণ করে ॥ ১৩ ॥

বুদ্বুদং কললং তস্মাত্ততঃ পেশী ভবেদিদম্ ।
পেশীঘনং দ্বিতীয়ে তু মাসি পিণ্ডঃ প্রজায়তে ॥ ১৪ ॥
করাঙ্ঘ্রি-শীর্ষকাদীনি তৃতীয়ে সম্ভবন্তি হি ।
অভিব্যক্তিশ্চ জীবস্য চতুর্থে মাসি জায়তে ॥ ১৫ ॥
ততশ্চলতি গর্ভোঽপি জনন্যা জঠরে স্বতঃ ।
পুত্রশ্চেদ্দক্ষিণে পার্শ্বে কন্যা বামে চ তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥
নপুংসকস্তূদরস্য ভাগে তিষ্ঠতি মধ্যমে ।
অতো দক্ষিণপার্শ্বে তু শেতে মাতা পুমান্ যদি ॥ ১৭ ॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গভাগাশ্চ সূক্ষ্মাঃ স্যুর্যুগপত্তদা ।
বিহায় শ্মশ্রুদন্তাদীন্ জন্মানন্তরসম্ভবান্ ॥ ১৮ ॥

ঐ দ্রবাকার শুক্র প্রথমে বুদ্বুদরূপ, তাহা হইতে কললাকার, ক্রমে পেশীরূপে পরিণত হয়, পরে ঐ পেশী দৃঢ় হইয়া দ্বিতীয় মাসে পিণ্ডরূপে পরিণত হয় ॥ ১৪ ॥

ঐ পিণ্ড হইতে তৃতীয় মাসে কর, চরণ ও মস্তকাদির অভিব্যক্তি হয় এবং চতুর্থ মাসে লিঙ্গদেহের অভিব্যক্তি হয় ॥ ১৫ ॥

তৎপরে গর্ভ স্বতঃই জননী জঠরবিবরে বিচলিত হইতে থাকে। পুত্র সন্তান হইলে উদরের দক্ষিণভাগে, কন্যা হইলে বামভাগে এবং নপুংসক হইলে মধ্যভাগে অবস্থিতি করে ; অতএব গর্ভে পুত্র-সন্তান বিদ্যমান থাকিলে তখন মাতা দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করেন ॥ ১৬-১৭ ॥

শ্মশ্রু ও দন্তাদি জন্মের পরে উৎপন্ন হয়, তদ্ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সূক্ষ্মরূপে এই সময়েই হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

চতুর্থে ব্যক্ততা তেষাং ভাবানামপি জায়তে।
পুংসাং স্থৈর্য্যাদয়ো ভাবা ভূতত্বাদ্যাস্তু যোষিতাম্॥ ১৯॥
নপুংসকে চ তে মিশ্রা ভবন্তি রঘুনন্দন।
মাতৃজং চাস্য হৃদয়ং বিষয়ানভিকাঙ্ক্ষতি॥ ২০॥
ততো মাতুর্মনোঽভীষ্টং কুর্য্যাদ্গর্ভবিবৃদ্ধয়ে।
তাঞ্চ দ্বিহৃদয়াং নারীমাহুর্দৌহৃদিনীং ততঃ॥ ২১॥
অদানাদ্দোহদানাং স্যুর্গর্ভস্য ব্যঙ্গতাদয়ঃ।
মাতুর্যদ্বিষয়ে লোভস্তদার্ত্তো জায়তে সুতঃ॥ ২২॥
প্রবুদ্ধং পঞ্চমে চিত্তং মাংসশোণিতপুষ্টতা।
ষষ্ঠেঽস্থিস্নায়ুনখরকেশলোমবিবিক্ততা॥ ২৩॥

হে রঘুনন্দন! চতুর্থ মাসেই পুরুষের স্থৈর্য্যাদি ভাব, স্ত্রীর চাঞ্চল্যাদি ভাব এবং নপুংসকের উভয়-মিশ্রিত ভাব বিকসিত হয়। তখন মাতার হৃদয় হইতে গর্ভের হৃদয় সঞ্জাত হইয়া মাতার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে, অতএব গর্ভ-বিবৃদ্ধির নিমিত্ত মাতার মনোভীষ্ট অবশ্যই সম্পাদনীয়। গর্ভাবস্থায় এইরূপে মাতা দ্বি-হৃদয়বিশিষ্টা হয়েন, এই কারণে নারীকে দৌহৃদিনী বলে॥ ১৯-২১॥

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর অভিলাষ পূরণ না করিলে গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গন্যূনতা, অশক্তি ও বুদ্ধিমান্দ্যাদি ঘটিয়া থাকে এবং মাতার যে বিষয়ে অভিলাষ হয়, পুত্রও তাহার নিমিত্ত অভিলাষী হয়॥ ২২॥

অনন্তর পঞ্চম মাসে চিত্ত প্রবুদ্ধ হয় এবং মাংসশোণিতের পরিপুষ্টতা জন্মে। ষষ্ঠমাসে অস্থি, স্নায়ু, নখ, কেশ, অঙ্গ ও রোমাবলির প্রকাশ হয়॥ ২৩॥

বলবর্ণৌ চোপচিতৌ সপ্তমে স্বঙ্গপূর্ণতা।
পাদান্তরিতহস্তাভ্যাং শ্রোত্ররন্ধ্রে পিধায় সঃ॥ ২৪॥
উদ্বিগ্নো গর্ভসংবাসাদস্তি গর্ভভয়ান্বিতঃ॥ ২৫॥
আবির্ভূতপ্রবোধোঽসৌ গর্ভদুঃখাদিসংযুতঃ।
হা কষ্টমিতি নির্ব্বিণ্ণঃ স্বাত্মানং শোশুচীত্যথ॥ ২৬॥
অনুভূতা মহাঽসহ্যপুরোমর্ম্ম চ্ছিদোঽসকৃৎ।
করম্ভবালুকাস্তপ্তাশ্চাদহস্তাসুখাশয়াঃ॥ ২৭॥
জঠরানলসন্তপ্তপিত্তাখ্যরসবিপ্রুষঃ।
গর্ভাশয়ে নিমগ্নন্তু দহন্ত্যতিভৃশং হি মাম্॥ ২৮॥
উদর্য্যকৃমিবক্ত্রাণি কূটশাল্মলিকণ্টকৈঃ।
তুল্যানি চ তুদন্ত্যার্ত্তং পার্শ্বাস্থিক্রকচার্দ্দিতম্॥ ২৯॥

সপ্তম মাসে বল ও বর্ণের উপচিতি এবং অঙ্গের পূর্ণতা হয়। এই সময়ে গর্ভ পাদদ্বয়ের অভ্যন্তর দিয়া হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রবণ বিবর আচ্ছাদন করত গর্ভবাস বশতঃ ভীত ও ভাবি গর্ভবাস চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থিতি করে॥ ২৪-২৫॥

তখন গর্ভস্থ জীব অনেক জন্মের গর্ভবাসক্লেশ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয় এবং অতি অনুতাপের সহিত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ শোক প্রকাশ করে॥ ২৬॥

তৎকালে জীব চিন্তা করিতে থাকে যে, আমি অসহনীয় ও মর্ম্মপীড়ক অনেক নারকী শরীর অনুভব করিয়াছি; পরন্তু এখনও যবাদি-ভর্জ্জনার্থ পুনঃ পুনঃ সন্তপ্ত বালুকার ন্যায় জঠরানলসন্তপ্ত পিত্তাখ্য রস গর্ভাশয়স্থ আমাকে অতিশয় পীড়িত করিতেছে॥ ২৭-২৮॥

উদরের মধ্যস্থ কীটাবলী শাল্মলী বৃক্ষের কণ্টক সদৃশ

গর্ভে দুর্গন্ধভূয়িষ্ঠে জঠরাগ্নিপ্রদীপিতে।
দুঃখং ময়াপ্তং যত্তস্মাৎ কনীয়ঃ কুম্ভপাকজম্॥ ৩০ ॥
পূয়াসৃক্‌শ্লেষ্মপায়িত্বং বান্তাশিত্বঞ্চ যদ্ভবেৎ।
অশুচৌ কৃমিভাবশ্চ তৎ প্রাপ্তং গর্ভশায়িনা॥ ৩১ ॥
গর্ভশয্যাং সমারুহ্য দুঃখং যাদৃঙ্ময়াপি তৎ।
নাতিশেতে মহাদুঃখং নিঃশেষং নরকেষু তৎ ॥ ৩২ ॥
এবং স্মরন্ পুরাপ্রাপ্তা নানাজাতীশ্চ যাতনাঃ।
মোক্ষোপায়মভিধ্যায়ন্ বর্ত্ততেঽভ্যাসতৎপরঃ॥ ৩৩ ॥
অষ্টমে ত্বক্‌স্মৃতী স্যাতামোজস্তেজশ্চ হৃদ্ভবম্।
শুভ্রমাপীতরক্তঞ্চ নিমিত্তং জীবিতে মতম্॥ ৩৪ ॥

মুখাগ্র দ্বারা মাতৃপার্শ্বাস্থি-ক্রকচ-পীড়িত আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে॥ ২৯ ॥

আমি দুর্গন্ধ-পূরিত, জঠরাগ্নিদ্বারা প্রদীপিত এই গর্ভে অবস্থিতিপূর্ব্বক যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম, ইহা অপেক্ষা কুম্ভীপাক নরকে অবস্থানজনিত ক্লেশও তুচ্ছ মনে করি। ৩০ ॥

আমি গর্ভে বাস করিয়া পূয়, রক্ত, শ্লেষ্মা ও বান্ত ভক্ষণ এবং অশুচি বিণ্মূত্রাদি-পূর্ণ স্থানে কৃমির ন্যায় বিচরণ করিতেছি। আমি গর্ভ-শয্যা আশ্রয় করিয়া যাদৃশ মহাদুঃখের অনুভব করিলাম, সমস্ত নরকেও এতাদৃশ দুঃখের সম্ভাবনা নাই॥ ৩১-৩২ ॥

এই প্রকারে গর্ভস্থ শিশু পুল্কসাদি নানাজাতিরূপে জন্ম এবং তত্তৎজন্মীয় নানাবিধ যাতনা স্মরণ করতঃ মুক্তিলাভের উপায়-চিন্তায় তৎপর হইয়া অবস্থিতি করে॥ ৩৩ ॥

মাতরঞ্চ পুনর্গর্ভং চঞ্চলং তৎ প্রধাবতি।
ততো জাতোঽষ্টমে মাসি ন জীবত্যোজসোজ্ঝিতঃ ॥ ৩৫ ॥
কিঞ্চিৎকালমবস্থানং সংস্কারাৎ পীড়িতাঙ্গবৎ।
সময়ঃ প্রসবস্থ স্থান্মাসেষু নবমাদিষু ॥ ৩৬ ॥
মাতুরস্রবহাং নাড়ীমাশ্রিত্যান্ববতারিতা।
নাভিস্থনাড়ী গর্ভস্থ মাত্রাহাররসাবহা।
তেন জীবতি গর্ভোঽপি মাত্রাহারেণ পোষিতঃ ॥ ৩৭ ॥
অস্থিযন্ত্রবিনিস্পিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষিবর্ত্মনা।
মেদোঽসৃগ্দিগ্ধসর্ব্বাঙ্গো জরায়ুপুটসংবৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

তেজ দুই প্রকার,—ওজঃ, তেজঃ। তন্মধ্যে ওজঃ শুভ্রবর্ণ আর তেজঃ ঈষৎ পীত ও রক্তবর্ণ। এই ওজস্তেজই জীবনধারণের নিমিত্ত ॥ ৩৪ ॥

অষ্টমমাসে এই ওজ চঞ্চলভাবে থাকে, একবার মাতাকে, আবার গর্ভকে আশ্রয় করে, অতএব যদি ওজোরহিত হইয়া অষ্টমমাসে সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তান জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ৩৫ ॥

যেমন ভারবহনশ্রান্ত ব্যক্তি ভার ন্যস্ত করিতে করিতেও কিছু কাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করে, সেই প্রকার গর্ভস্থ শিশুও প্রসব-প্রতিবন্ধক অদৃষ্ট বশতঃ প্রসবের উপযুক্ত সময় নবমমাসাদি আগত হইলেও কিছু কাল গর্ভেই অবস্থিতি করে ॥ ৩৬ ॥

গর্ভস্থ শিশুর নাভিস্থা নাড়ী জননীর রক্তবহা নাড়ীকে আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। সেই নাড়ীই জননীর ভুক্তপীত দ্রব্যের রস বহন করিয়া লয় এবং এই রসের দ্বারাই শিশু পোষিত হইয়া জীবন ধারণ করে ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর যোনিমণ্ডলস্থ অস্থিরূপ যন্ত্রের দ্বারা ব্যথিতাঙ্গ হইয়া

নিষ্ক্রামন্ ভৃশদুঃখার্ত্তো রুদন্নুচৈরধোমুখঃ।
যন্ত্রাদেবং বিনির্ম্মুক্তঃ পতত্যুত্তানশায্যতে ॥ ৩৯ ॥
অকিঞ্চিৎকস্তদা লোকৈর্মাংসপেশীবদাস্থিতঃ।
শ্বমার্জ্জারাদিদংষ্ট্রিভ্যো রক্ষতে দণ্ডপাণিভিঃ ॥ ৪০ ॥
পিতৃবদ্রাক্ষসং বেত্তি মাতৃবড্ডাকিনীমপি।
পূয়ং পয়োবদজ্ঞানাৎ দীর্ঘকষ্টন্তু শৈশবম্ ॥ ৪১ ॥
শ্লেষ্মণা পিহিতা নাড়ী সুষুম্না যাবদেব হি।
ব্যক্তবর্ণঞ্চ বচনং তাবদ্বক্তুং ন শক্যতে ॥ ৪২ ॥
অতএব চ গর্ভেঽপি রোদিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৪৩ ॥

যোনিদ্বার দিয়া বহির্নিঃসৃত হয়। তখন শিশু মেদ ও রক্ত দ্বারা লিপ্তাঙ্গ এবং জরায়ুপুটে আবৃত থাকে ॥ ৩৮ ॥

এই প্রকারে অতি দুঃখ-পীড়িত হইয়া যোনিযন্ত্র হইতে অধোমুখে নিষ্ক্রামণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে এবং উত্তানভাবে শয়ন করে ॥ ৩৯ ॥

তখন শিশু সর্ব্ববিধ ক্ষমতাশূন্য হইয়া অবস্থান করে, তাহাকে একটা মাংসপিণ্ডবৎ লক্ষিত হয়, অতএব সর্ব্বদাই স্বজনেরা দণ্ডপাণি হইয়া মার্জ্জারাদি দংষ্ট্রিগণের নিকট হইতে তাহাকে রক্ষা করেন ॥ ৪০ ॥

এই সময়ে ইহার কিছুমাত্র বিবেক থাকে না, তাই ভয়ে রাক্ষস-গণকে পিতার ন্যায়, ডাকিনী-(রাক্ষসীবিশেষ) গণকে মাতার ন্যায় মনে করে এবং জননীর স্তননিঃসৃত পূয়কে পয়োজ্ঞানে গ্রহণ করে; অতএব শৈশবকাল অতীব কষ্টদায়ক, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥

যে পর্য্যন্ত সুষুম্না নাড়ী শ্লেষ্মা দ্বারা সমাবৃত থাকে, [illegible]

দৃপ্তোঽথ যৌবনং প্রাপ্য মন্মথজ্বরবিহ্বলঃ।
গায়ত্যকস্মাদুচ্চৈস্তু তথাকস্মাচ্চ বল্গতি ॥ ৪৪ ॥
আরোহতি তরূন্ বেগাচ্ছান্তানুদ্বেজয়ত্যপি।
কামক্রোধমদান্ধঃ সন্ন কাংশ্চিদপি বীক্ষতে ॥ ৪৫ ॥
অস্থিমাংসশিরালায়া বামায়া মন্মথালয়ে।
উত্তানপূতিমণ্ডূকপাটিতোদরসন্নিভে।
আসক্তঃ স্মরবাণার্ত্ত আত্মনা দহ্যতে ভৃশম্ ॥ ৪৬ ॥
অস্থিমাংসশিরাত্বগ্‌ভ্যঃ কিমন্যদ্বর্ত্ততে বপুঃ।
বামানাং মায়য়া মূঢ়ো ন কিঞ্চিদ্বীক্ষ্যতে জগৎ ॥ ৪৭ ॥

স্পষ্টরূপে বাক্য বলিতে পারে না। এই কারণেই গর্ভে তাদৃশ কষ্ট পাইয়াও ক্রন্দন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪২-৪৩ ॥

অনন্তর যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন গর্ব্বিত এবং কামজ্বরে বিহ্বল হয়, কখন উচ্চৈঃস্বরে গান করে, কখন বা নিষ্প্রয়োজনে স্বপরাক্রমের প্রশংসা করে, কখন সবেগে বৃক্ষোপরি আরোহণ করে, কখন শান্তব্যক্তিগণকে উত্তেজিত করে, তখন কাম, ক্রোধ ও মদে অন্ধীভূত হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করে না ॥ ৪৪-৪৫ ॥

এই যৌবনকালে অস্থি, মাংস ও শিরাময়ী রমণীর উত্তান দুর্গন্ধান্বিত ও বিশীর্ণ মণ্ডূকের উদরের ন্যায় স্মরমন্দিরে (যোনিস্থানে) সমাসক্ত হইয়া কামবাণ-পীড়ায় স্বয়ংই অতিশয় দগ্ধ হইতে থাকে ॥ ৪৬ ॥

স্ত্রীর দেহ অস্থি, মাংস, শিরা এবং ত্বক্ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তথাপি যুবক কামিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীদেহের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, সে জগৎকে স্ত্রীময়ই নিরীক্ষণ করে ॥ ৪৭ ॥

নির্গতে প্রাণপবনে দেহো হন্ত মৃগীদৃশঃ।
যথা হি জায়তে নৈব বীক্ষ্যতে পঞ্চষড়্দিনৈঃ ॥ ৪৮ ॥
মহাপরিভবস্থানং জরাং প্রাপ্যাতিদুঃখিতঃ।
শ্লেষ্মণা পিহিতোরস্কো জগ্ধমন্নং ন জীর্য্যতি ॥ ৪৯ ॥
সন্নদন্তো মন্দদৃষ্টিঃ কটুতিক্তকষায়ভুক্।
বাতভুগ্নকটিগ্রীবাকরোরুচরণোঽবলঃ ॥ ৫০ ॥
গদাযুতসমাবিষ্টঃ পরিভূতঃ স্ববন্ধুভিঃ।
নিঃশৌচো মলদিগ্ধাঙ্গ আলিঙ্গিতবরোষিতঃ ॥ ৫১ ॥

স্ত্রীদেহ হইতে প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেলে, পঞ্চ-ষড়্দিনের পরেই সেই মৃগীদৃশীর দেহ যে কি অবস্থায় পরিণত হইবে, তাহা একবারও আলোচনা করে না ॥ ৪৮ ॥

এই ত যৌবনাবস্থার ক্লেশ বর্ণিত হইল, তৎপরে বার্দ্ধক্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অতি দুঃখিতচিত্তে কালযাপন করিতে হয়। এই অবস্থায় পরিভূত হইয়া থাকিতে হয়, বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিতে সামর্থ্য থাকে না ॥ ৪৯ ॥

দন্তাবলী বিশীর্ণ হইয়া যায়, দৃষ্টিশক্তি মন্দীভূতা হয়, সর্ব্বদাই ব্যাধিনিবৃত্তির জন্য কটু, তিক্ত ও কষায় রসের আস্বাদ করিতে হয়, বায়ু দ্বারা কটি, গ্রীবা, কর, উরু এবং চরণদ্বয় নম্রীভূত হয়, তখন শরীর বলহীন হইয়া পড়ে ॥ ৫০ ॥

এই সময়ে দশ সহস্র ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত এবং স্ববন্ধু দ্বারা পরিভূত হয়, সর্ব্বদা শৌচহীন, মললিপ্তাঙ্গ দেহে দগ্ধ হইতে থাকে ॥ ৫১ ॥

ধ্যায়ন্নসুলভান্ ভোগান্ কেবলং বর্ত্ততেঽচলঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ক্রিয়ালোপাদ্ধস্যতে বালকৈরপি ॥ ৫২ ॥
ততো মৃতিজদুঃখস্য দৃষ্টান্তো নোপলভ্যতে।
যস্মাদ্বিভ্যতি ভূতানি প্রাপ্তান্যপি পরাং রুজম্ ॥ ৫৩ ॥
নীয়তে মৃত্যুনা জন্তুঃ পরিষক্তোঽপি বন্ধুভিঃ।
সাগরান্তর্জলগতো গরুড়েনেব পন্নগঃ ॥ ৫৪ ॥
হা কান্তে! হা ধনং! পুত্রাঃ! ক্রন্দমানঃ সুদারুণম্।
মণ্ডূক ইব সর্পেণ মৃত্যুনা নীয়তে নরঃ ॥ ৫৫ ॥
মর্ম্মস্থুন্মথ্যমানেষু মুচ্যমানেষু সন্ধিষু।
যদ্দুঃখং ম্রিয়মাণস্য স্মর্য্যতাং তন্মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৫৬ ॥

তখন কেবলমাত্র স্বাদু অন্নাদি-ভোগ-লিপ্সা হয়, দেহ কম্পিত হইতে থাকে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকারিতা বিলুপ্তপ্রায় হয়, সুতরাং বালকগণও উপহাস করিতে থাকে, অনন্তর মৃত্যু উপস্থিত হয় ॥ ৫২ ॥

মৃত্যুযাতনার বর্ণনা আর কি করিব, প্রাণিগণ বিবিধ পীড়া উপভোগ করিয়াও মৃত্যুর নিকট ভীত হয়, অর্থাৎ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করে না ॥ ৫৩ ॥

গরুড় যেমন সাগরতলগত সর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক সমাকীর্ণ থাকিলেও মৃত্যু জীবকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

মৃত্যুশয্যায় পতিত ব্যক্তি যমদূত দর্শনে দারুণরূপে 'হা কান্তে! হা ধন! হা পুত্র!' বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। তখন সর্প যেরূপ মণ্ডূক গ্রহণ করে, সেই প্রকার মৃত্যুও মানবকে লইয়া প্রস্থান করে ॥৫৫॥

প্রাণবায়ু মর্ম্মস্থান সকল পরিত্যাগ করিলে এবং হস্তপদাদির

দৃষ্টাবাক্ষিপ্যমাণায়াং সংজ্ঞয়া হ্রিয়মাণয়া।
মৃত্যুপাশেন বদ্ধস্য ত্রাতা নৈবোপলভ্যতে ॥ ৫৭ ॥
সংরুধ্যমানস্তমসা মহচ্চিত্তমিবানিশম্।
উপাহূতস্তদা জ্ঞাতীনীক্ষতে দীনচক্ষুষা ॥ ৫৮ ॥
অয়ঃপাশেন কালেন স্নেহপাশেন বন্ধুভিঃ।
আত্মানং কৃষ্যমাণন্তমীক্ষতে পরিতস্তথা ॥ ৫৯ ॥
হিক্কয়া বাধ্যমানস্য শ্বাসেন পরিশুষ্যতঃ।
মৃত্যুনাকৃষ্যমাণস্য ন খল্বস্তি পরায়ণম্ ॥ ৬০ ॥

সন্ধিস্থানগুলি বিশ্লথ হইয়া পড়িলে তখন ম্রিয়মান ব্যক্তির যাদৃশ দুঃখ সমুপস্থিত হয়, তাহা যেন মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদা স্মরণ করেন। মুমুক্ষুগণের কদাপি দেহে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৫৬ ॥

যখন জীব মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়, তখন যমদূতের দৃষ্টির আক্ষেপে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেই কালে কেহই রক্ষক হইয়া উপস্থিত হয় না ॥ ৫৭ ॥

মৃত্যুকালে জীব অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়, তথাপি ক্ষণে ক্ষণে যেন বিবেকের উদয় হইয়া থাকে, তৎকালে আত্মীয়গণ সম্বোধন করিলেও সম্ভাষণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দীনচক্ষে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ॥ ৫৮ ॥

ম্রিয়মাণ ব্যক্তি একদিকে কালের লৌহময় পাশে, অপর দিকে বন্ধুগণের স্নেহময়পাশে আকৃষ্যমাণ হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকে ॥ ৫৯ ॥

মৃত্যুকালে হিক্কা পীড়ন করিতে থাকে, শ্বাস দ্বারা কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া

সংসারযন্ত্রমারূঢ়ো যমদূতৈরধিষ্ঠিতঃ।
ক্ক যাস্যামীতি দুঃখার্ত্তঃ কালপাশেন যোজিতঃ ॥ ৬১ ॥
কিং করোমি ক্ক গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।
ইতিকর্ত্তব্যতামূঢ়ঃ কৃচ্ছ্রাদ্দেহাত্ত্যজত্যসূন্ ॥ ৬২ ॥
যাতনাদেহসংবদ্ধো যমদূতৈরধিষ্ঠিতঃ ॥
ইতো গত্বানুভবতি যা যাস্তা যমযাতনাঃ।
তাসু যল্লভতে দুঃখং তদ্বক্তুং সহতে কুতঃ ॥ ৬৩ ॥
কর্পূরচন্দনাদ্যৈস্তু লিপ্যতে সততং হি যৎ।
ভূষণৈর্ভূষ্যতে চিত্রৈঃ সুবস্ত্রৈঃ পরিবার্য্যতে ॥ ৬৪ ॥

যায় এবং মৃত্যুও আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না ॥ ৬০ ॥

এইরূপে সংসারযন্ত্রারূঢ় জীব যমদূত কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও কালপাশের দ্বারা সংযোজিত হইয়া দুঃখিতচিত্তে 'আমি কোথায় যাইব' এই প্রকার চিন্তা করে ॥ ৬১ ॥

আমি এখন কি করিব, কোথায় যাইব, কাহাকে আশ্রয় করিব, কি প্রকারেই বা বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিব, এই প্রকার চিন্তা করতঃ ইতিকর্ত্তব্যতাস্থির-বিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া অতি কষ্টে দেহ হইতে প্রাণ পরিত্যাগ করে ॥ ৬২ ॥

অনন্তর ইহলোক হইতে যমলোকে গমন করিয়া যমদূতগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও তাদৃশ যাতনাময় দেহ দ্বারা সংবদ্ধ হইয়া যে সমস্ত যমযাতনা অনুভব করিতে থাকে এবং তদ্দারা যে দুঃখের উপলব্ধি হয়, তাহা বর্ণন করিতে কে সক্ষম হইবে? ৬৩ ॥

যে দেহ সর্ব্বদা কর্পূর ও চন্দন প্রভৃতি অনুলেপন দ্বারা অনুলিপ্ত

অস্পৃশ্যং জায়তেঽপ্রেক্ষ্যং জীবত্যক্তং সদা বপুঃ।
নিষ্কাসয়ন্তি নিলয়াৎ ক্ষণং ন স্থাপয়ন্ত্যপি ॥ ৬৫ ॥
দহ্যতে চ ততঃ কাষ্ঠৈস্তদ্ভস্ম ক্রিয়তে ক্ষণাৎ।
ভক্ষ্যতে বা শৃগালেন গৃধ্রকুক্কুরবায়সৈঃ।
পুনর্ন দৃশ্যতে সোঽথ জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ৬৬ ॥
মাতা পিতা গুরুজনঃ স্বজনো মমেতি,
মায়োপমে জগতি কস্য ভবেৎ প্রতিজ্ঞা।
একো যতো ব্রজতি কর্ম্মপুরঃসরোঽয়ং,
বিশ্রামবৃক্ষসদৃশঃ খলু জীবলোকঃ ॥ ৬৭ ॥

হইত, নানা প্রকার ভূষণে বিভূষিত হইত এবং বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা পরিবৃত থাকিত, সেই দেহই জীবশূন্য হইয়া সকলের অস্পৃশ্য ও অদৃশ্য হইয়া থাকে এবং উহাকে জ্ঞাতিগণ তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করে, ক্ষণকালও তথায় স্থাপিত করে না ॥ ৬৪-৬৫ ॥

অনন্তর ক্ষণকালেই ঐ দেহ কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলে এবং যে দেহের দাহক্রিয়া হয় না, তাহাকে শৃগাল, গৃধ্র, কুক্কুর বা বায়সগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। শতকোটি জন্ম অতীত হইলেও আর সেই দেহ দৃষ্টিগোচর হয় না ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রজাল সদৃশ এই জগতে আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গুরুজন, আমার বন্ধুগণ, এই প্রতিজ্ঞা স্থায়িনী হয় না; কারণ, মৃত্যুর পরে স্বীয় কর্ম্ম সহায় করিয়াই জীব গমন করে, তখন মাতা-পিত্রাদি কেহই সঙ্গী হয় না। সুতরাং মনুষ্যজীবন কেবলমাত্র কয়েকদিনের বিশ্রামবৃক্ষস্বরূপ ॥ ৬৭ ॥

সায়ং সায়ং বাসবৃক্ষং সমেতাঃ, প্রাতঃ প্রাতস্তেন তেন প্রয়ান্তি।
ত্যক্ত্বান্যোহন্যং তঞ্চ বৃক্ষং বিহঙ্গা, যদ্বত্তদ্বজ্ জ্ঞাততোহজ্ঞাতয়শ্চ ॥ ৬৮ ॥

মৃতিবীজং ভবেজ্জন্ম জন্মবীজং ভবেন্মৃতিঃ।
ঘটযন্ত্রবদশ্রান্তো বংভ্রমীত্যনিশং নরঃ ॥ ৬৯ ॥
তদেতস্য মহাব্যাধের্মত্তো নান্যোহস্তি ভেষজম্ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শিবরাঘবসংবাদে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

যেমন প্রতিদিন সায়ংকালে পতঙ্গগণ সম্মিলিত হইয়া একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে, অনন্তর প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেই বৃক্ষকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যায়, এই প্রকার বন্ধুগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুরোধে কিছুকাল একত্র থাকিয়া যথাযথ স্থানে গমন করে ॥ ৬৮ ॥

জন্মই মৃত্যুর কারণ, আবার মৃত্যুই জন্মের কারণ অর্থাৎ জন্ম হইলেই মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলেই আবার জন্ম, ইহা নিশ্চিত বিষয়। কুম্ভকারের চক্র যেমন নিরন্তরই ভ্রমণ করিতে থাকে, সেই প্রকার মানবও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৬৯ ॥

গর্ভে শুক্রপাত হইতে অর্থাৎ উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত পুরুষের যে মহাব্যাধির বিষয় বর্ণিত হইল, তাহার ঔষধ আমি (মহেশ্বর) ব্যতীত আর কিছুই নাই অর্থাৎ সংসার-ব্যাধির পরিত্রাতা আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৭০ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

দেহস্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতো নৃপ।
মত্তো হি জায়তে বিশ্বং ময়ৈবৈতৎ প্রধার্য্যতে।
ময্যেবেদমধিষ্ঠানে লীয়তে শুক্তিরৌপ্যবৎ ॥ ১ ॥
অহন্তু নির্ম্মলঃ পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অসঙ্গো নিরহঙ্কারঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ২ ॥
অনাদ্যবিদ্যাযুক্তঃ সন্ জগৎকারণতাং ব্রজে ॥ ৩ ॥
অনির্ব্বাচ্যা মহাবিদ্যা ত্রিগুণা পরিণামিনী।
রজঃ সত্ত্বন্তমশ্চেতি মদ্গুণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, হে রাজন্! এক্ষণে দেহস্বরূপ বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যেমন অজ্ঞানবশতঃ শুক্তিতে রজতজ্ঞান হয়, আবার জ্ঞানোদয় হইলে শুক্তিতেই উহার বিলয় হইয়া যায়, সেই প্রকার অজ্ঞানবশতঃ আমা হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি, আমা দ্বারাই পালন হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয় হইলে আমাতেই উহা বিলীন হইয়া যায় ॥ ১ ॥

কিন্তু আমি নির্ম্মল, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, অসঙ্গ, নিরহঙ্কার, শুদ্ধ, নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও অনাদি অবিদ্যা-সংযোগে জগতের কর্ত্তৃত্বভাগী হইয়া থাকি ॥ ২-৩ ॥

আমার সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী অনির্ব্বাচনীয়া পরিণামিনী মহাবিদ্যাশক্তি আছে ॥ ৪ ॥

সত্ত্বং শুক্লং সমাদিষ্টং সুখজ্ঞানাস্পদং নৃণাম্।
দুঃখাস্পদং রক্তবর্ণং চঞ্চলঞ্চ রজো মতম্ ॥ ৫ ॥
তমঃ কৃষ্ণং জড়ং প্রোক্তমুদাসীনং সুখাদিষু ॥ ৬ ॥
অতো মম সমাযোগাচ্ছক্তিঃ সা ত্রিগুণাত্মিকা।
অধিষ্ঠানে চ মষ্যেব ভজতে বিশ্বরূপতাম্।
শুক্তৌ রজতবদ্রজ্জৌ ভুজঙ্গো যদ্বদেব তু ॥ ৭ ॥
আকাশাদীনি জায়ন্তে মত্তো ভূতানি মায়য়া।
তৈরারব্ধমিদং সর্ব্বং দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ৮ ॥
পিতৃভ্যামশিতাদন্নাৎ ষট্কোষং জায়তে বপুঃ।
স্নায়বোঽস্থীনি মজ্জা চ জায়ন্তে পিতৃতস্তথা ॥ ৯ ॥

সত্ত্বগুণ শুক্লবর্ণ, সুখ ও জ্ঞানের কারণ, রজোগুণ দুঃখাস্পদ, রক্তবর্ণ ও চঞ্চলস্বভাব এবং তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ, জড় ও সুখাদির অনুৎপাদক ॥ ৫-৬ ॥

আমি স্বতঃ অসঙ্গ উদাসীন হইলেও আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিই আমার সমাযোগবশতঃ নানাবিধ জগদ্রূপে পরিণতা হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিতে রজত এবং রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান হইয়া থাকে, তেমন অধিষ্ঠানভূত আমাতেই এই বিশ্বজ্ঞান হয় ॥ ৭ ॥

মায়োপহিত-চৈতন্যস্বরূপ আমা হইতেই আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়, এই পঞ্চভূত হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের ও এই দেহের উৎপত্তি হয়, সুতরাং ইহাকে পাঞ্চভৌতিক বলা যায় ॥ ৮ ॥

পিতা-মাতার ভুক্ত অন্ন হইতে এই ষট্কোষবিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই সকল পিতা হইতে উৎপন্ন হয় আর ত্বক, মাংস, রক্ত মাতা হইতে জন্মে। এই শরীর

ত্বঙ্‌মাংসশোণিতমিতি মাতৃতশ্চ ভবন্তি হি।
ভাবাঃ স্যুঃ ষড়্‌বিধাস্তস্য মাতৃজাঃ পিতৃজাস্তথা।
রসজা আত্মজাঃ সত্ত্বসংভূতাঃ স্বাত্মজাস্তথা ॥ ১০ ॥
মৃদবঃ শোণিতং মেদো মজ্জা প্লীহা যকৃদ্‌গুদম্‌।
হৃন্ন ভীত্যেবমাদ্যাঃ স্যুর্ভাবা মাতৃভবা মতাঃ ॥ ১১ ॥
শ্মশ্রুরোমকচস্নায়ুশিরাধমনয়ো নখাঃ।
দশনাঃ শুক্রমিত্যাদি স্থিরাঃ পিতৃসমুদ্ভবাঃ ॥ ১২ ॥
শরীরোপচিতির্ব্বর্ণো বৃদ্ধিস্তৃপ্তির্ব্বলং স্থিতিঃ।
অলোলুপত্বমুৎসাহ ইত্যাদীন্‌ রসজান্‌ বিদুঃ ॥ ১৩ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ ভাবনা।
প্রযত্নো জ্ঞানমায়ুশ্চেন্দ্রিয়াণীত্যেবমাত্মজাঃ ॥ ১৪ ॥

সম্বন্ধে মাতৃজ, পিতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্ত্বসম্ভূত এবং স্বাত্মজ—এই ষড়্‌বিধ ভাব আছে ॥ ৯-১০ ॥

তন্মধ্যে শোণিত, মেদ, মজ্জা, প্লীহা, যকৃৎ, গুহ্যদেশ, হৃদয়, নাভি, এই মৃদু পদার্থরাশি মাতৃজ ভাব; শ্মশ্রু, রোম, কেশ, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, নখ, দন্ত, শুক্র—ইহারা পিতৃজ ভাব; শরীরোপচিতি অর্থাৎ উৎপত্তিকালে শরীরের স্থূলতা, গৌরশ্যামত্বাদি বর্ণ, বৃদ্ধি অর্থাৎ ক্রমে শরীরের উপচয়, তৃপ্তি, বল, স্থিতি অর্থাৎ অবয়বের দৃঢ়তা, অকার্পণ্য, উৎসাহ, ইহারা রসজ অর্থাৎ সপ্ত ধাতুর অন্যতম ধাতুজ ভাব এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, প্রযত্ন, জ্ঞান, আয়ুঃ ও ইন্দ্রিয়—ইহারা আত্মজ অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মজ ভাব ॥ ১১-১৪ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রবণং স্পর্শনং দর্শনং তথা।
রসনং ঘ্রাণমিত্যাহুঃ পঞ্চ তেষাঞ্চ গোচরাঃ ॥ ১৫ ॥
শব্দঃ স্পর্শস্তথা রূপং রসো গন্ধ ইতি ক্রমাৎ।
বাক্‌করাঙ্‌ঘ্রিগুদোপস্থান্যাহুঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হি ॥ ১৬ ॥
বচনাদানগমনবিসর্গরতয়ঃ ক্রমাৎ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং জানীয়াম্মনশ্চৈবোভয়াত্মকম্‌ ॥ ১৭ ॥
ক্রিয়াস্তেষাং মনোবুদ্ধিরহঙ্কারস্ততঃ পরম্‌।
অন্তঃকরণমিত্যাহুশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ম্‌ ॥ ১৮ ॥
সুখং দুঃখঞ্চ বিষয়ৌ বিজ্ঞেয়ৌ মনসঃ ক্রিয়াঃ।
স্মৃতিভীতিবিকল্পাদ্যা বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা।
অহং মমেত্যহঙ্কারশ্চিত্তং চেতয়তে যতঃ ॥ ১৯ ॥

এই ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ;—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। তন্মধ্যে কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষু, রসনা এবং নাসিকা, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। বাক্‌, হস্ত, চরণ, গুদ ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ॥ ১৫-১৬ ॥

কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ এবং রমণ ক্রমে এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া জানিবে, আর মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়স্বরূপ জানিবে ॥ ১৭ ॥

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটিকে অন্তঃকরণ বলে ॥ ১৮ ॥

তন্মধ্যে সুখ ও দুঃখ মনের বিষয় এবং স্মৃতি, ভয় ও বিকল্পাদি মনের ক্রিয়া জানিবে আর নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি, অহং মম ইত্যাকার বৃত্তিকে অহঙ্কার ও অতীত বিষয়ের স্মরণাত্মক বৃত্তিকে চিত্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১৯ ॥

সত্ত্বাখ্যমন্তঃকরণং গুণভেদাত্রিধা মতম্।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ সত্ত্বাত্তু সাত্ত্বিকাঃ ॥ ২০ ॥
আস্তিক্যশুদ্ধিধর্মৈকরুচিপ্রভৃতয়ো মতাঃ।
রজসো রাজসা ভাবাঃ কামক্রোধমদাদয়ঃ ॥ ২১ ॥
নিদ্রালস্যপ্রমাদাদি বঞ্চনাদ্যাস্তু তামসাঃ।
প্রসন্নেন্দ্রিয়তারোগ্যানালস্যাদ্যাস্তু সত্ত্বজাঃ ॥ ২২ ॥
দেহো মাত্রাত্মকস্তস্মাদাদত্তে তদ্‌গুণানিমান্।
শব্দঃ শ্রোত্রং মুখরতা বৈচিত্র্যং সূক্ষ্মতা ধৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
বলঞ্চ গগনাদ্বায়োঃ স্পর্শশ্চ স্পর্শনেন্দ্রিয়ম্।
উৎক্ষেপণমবক্ষেপাকুঞ্চনে গমনস্তথা ॥ ২৪ ॥

এই সত্ত্বনামক অন্তঃকরণ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণভেদে তিন প্রকার, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বজ ভাবও তিন প্রকার, তন্মধ্যে আস্তিক্য, মনোনৈর্ম্মল্য ও মুখ্যরূপে ধর্ম্মবিষয়ে রুচি প্রভৃতি সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহারা সাত্ত্বিক সত্ত্বজ ভাব। আর কাম, ক্রোধ, লোভ ও মদাদি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহারা রাজস সত্ত্বজ ভাব এবং নিদ্রা, আলস্য, অনবধানতাদি ও বঞ্চনা প্রভৃতি তমোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং ইহারা তামস সত্ত্বজ ভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পুনর্ব্বার আর কতকগুলি সত্ত্বজ ভাব বলা যাইতেছে। ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, আরোগ্য এবং অনালস্যাদি ইহারা সাত্ত্বিক সত্ত্বজ ভাব বলিয়া কথিত হয় ॥ ২০-২২ ॥

এই দেহ মাত্রাত্মক অর্থাৎ এই দেহ ইহার উপাদান পঞ্চভূত-তাদাত্ম্যেই উৎপন্ন, সুতরাং উপাদানীভূত প্রত্যেক ভূতের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা,—এই স্থূল দেহ আকাশ হইতে [illegible], শ্রোত্রেন্দ্রিয়,

প্রসারণমিতীমানি পঞ্চ কর্ম্মাণি রুক্ষতা।
প্রাণাপানৌ তথা ব্যানসমানোদানসংজ্ঞকান্ ॥ ২৫ ॥
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
দশৈতা বায়ুবিকৃতীস্তথা গৃহ্লাতি লাঘবম্ ॥ ২৬ ॥
তেষাং মুখ্যতরঃ প্রাণো নাভেঃ কণ্ঠাদবস্থিতঃ।
চরত্যসৌ নাসিকয়োর্নাভৌ হৃদয়পঙ্কজে ॥ ২৭ ॥
শব্দোচ্চারণনিশ্বাসোচ্ছ্বাসাদেরপি কারণম্ ॥ ২৮ ॥
অপানস্তু গুদে মেঢ়্রে কটিজঙ্ঘোদরেষ্বপি।
নাভিকণ্ঠে বঙ্ক্ষণয়োরূরুজানুষু তিষ্ঠতি।
তস্য মূত্রপুরীষাদিবিসর্গঃ কর্ম্ম কীর্ত্তিতম্ ॥ ২৯ ॥

বক্তৃত্ব, কর্ম্মকুশলতা, লঘুত্ব, ধৈর্য্য এবং বল, এই সপ্তগুণ গ্রহণ করে এবং বায়ু হইতে স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয়, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, গমন, প্রসারণ ও কর্কশতা এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই দশ প্রকার বায়ুবিকৃতি এবং লঘুতা এই একোনবিংশতি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২৩-২৬ ॥

এই দশবিধ বায়ুর মধ্যে প্রাণই মুখ্যতর, এই প্রাণবায়ু কণ্ঠ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং নাসিকারন্ধ্র, নাভি ও হৃদয়দেশে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

এই প্রাণবায়ুই শব্দোচ্চারণ, নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের কারণ ॥ ২৮ ॥

অপানবায়ু গুহ্য, মেঢ়্র, কটি, জঙ্ঘা, উদর, নাভি, কণ্ঠ, উরুসন্ধি, উরু এবং জানুদেশে অবস্থিত আছে, ইহা দ্বারা মূত্রমলাদির পরিত্যাগ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

ব্যানোঽক্ষিশ্রোত্রগুল্ফেষু জিহ্বাঘ্রাণেষু তিষ্ঠতি।
প্রাণায়ামধৃতিত্যাগগ্রহণাদ্যস্য কর্ম চ ॥ ৩০ ॥
সমানো ব্যাপ্য নিখিলং শরীরং বহ্নিনা সহ।
দ্বিসপ্ততিসহস্রেষু নাড়ীরন্ধ্রেষু সঞ্চরন্ ॥ ৩১ ॥
ভুক্তপীতরসান্ সম্যগানয়ন্দেহপুষ্টিকৃৎ।
উদানঃ পাদয়োরাস্তে হস্তয়োরঙ্গসন্ধিষু ॥ ৩২ ॥
কর্ম্মাস্য দেহোন্নয়নোৎক্রমণাদি প্রকীর্ত্তিতম্।
ত্বগাদিধাতূনাশ্রিত্য পঞ্চ নাগাদয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যানবায়ু চক্ষু, কর্ণ, গুল্ফ, জিহ্বা এবং নাসিকাদেশে অবস্থিত, ইহা দ্বারা প্রাণায়াম-বিষয়ে কুম্ভক, রেচন ও পূরণ ইত্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

সমানবায়ু শরীরবহ্নির সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে এবং দ্বিসপ্ততি সহস্র শরীরস্থ নাড়ীর অভ্যন্তরে বিচরণ করে ॥ ৩১ ॥

এই বায়ু ভুক্ত-পীত দ্রব্যের রস সকল আনয়ন অর্থাৎ আকর্ষণ করত দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে সমান বায়ু বলে। উদান বায়ু পাদ, হস্ত এবং অঙ্গসন্নিধানে অবস্থিতি করে ॥ ৩২ ॥

ইহা দ্বারা দেহের উন্নয়ন ও উৎক্রমণাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত নাগাদি পঞ্চ উপবায়ু ত্বক্, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা এবং স্নায়ু প্রভৃতি ধাতু আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে নাগ বায়ুর উদ্গার ও হিক্কাদি, কূর্ম্মের নিমেষ, উন্মেষ ও ও কটাক্ষাদি, কৃকরের ক্ষুধা, পিপাসা ও ক্ষুতাদি, দেবদত্তের আলস্য

উদ্গারাদি নিমেষাদি ক্ষুৎপিপাসাদিকং ক্রমাৎ।
তন্দ্রাপ্রকৃতিশোকাদি তেষাং কর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৩৪॥
অগ্নেস্তু রোচকং রূপং দীপ্তং পাকং প্রকাশতাম্।
অমর্ষতীক্ষ্ণসূক্ষ্মাণামোজস্তেজস্তু শূরতাম্॥ ৩৫॥
মেধাবিতাং তথাদত্তে জলাত্তু রসনং রসম্।
শৈত্যং স্নেহং দ্রবং স্বেদং গাত্রাণাং মৃদুতামপি॥ ৩৬॥
ভূমেঘ্রাণেন্দ্রিয়ং গন্ধং স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ গৌরবম্।
ত্বগসৃঙ্ মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ॥ ৩৭॥
অন্নং পুংসাশিতং ত্রেধা জায়তে জঠরাগ্নিনা।
মলং স্থবিষ্ঠো ভাগঃ স্যান্মধ্যমো মাংসতাং ব্রজেৎ।
মনঃ কনিষ্ঠো ভাগঃ স্যাত্তস্মাদন্নময়ং মনঃ॥ ৩৮॥

নিদ্রা ও জৃম্ভনাদি এবং ধনঞ্জয়ের স্বভাবতই শোক ও হাসাদিরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে॥ ৩৩-৩৪॥

(এই দেহ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখন দেহ কোন্ গুণ গ্রহণ করে, তাহা বিবৃত হইতেছে)—দেহ তেজোদ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্যামিকাদি রূপ, শুক্লরূপ, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকশক্তি, প্রকাশতা অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা (পরিভাবসহিষ্ণুত্ব), কৃশতা, ওজ (শরীরধারক তেজোবিশেষ), সন্তাপ, পরাক্রম এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জল হইতে ধারণাশক্তি, রসনেন্দ্রিয়, ষড়বিধ রস, শৈত্য, স্নেহ, দ্রব, ঘর্ম্ম এবং শরীরের মৃদুতা গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গন্ধ, স্থিরতা, ধৈর্য্য, গুরুত্ব, ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি মজ্জা ধাতু উৎপন্ন হয়॥ ৩৫-৩৭॥

প্রাণীমাত্রেরই ভুক্ত অন্ন জঠরাগ্নি দ্বারা তিন ভাগে পরিণত হয়,

অপাং স্থবিষ্ঠো মূত্রং স্যান্মধ্যমো রুধিরং ভবেৎ।
কনিষ্ঠভাগঃ প্রাণঃ স্যাত্তস্মাৎ প্রাণো জলাত্মকঃ ॥ ৩৯ ॥
তেজসোঽস্থি স্থবিষ্ঠঃ স্যান্মজ্জা মধ্যসমুদ্ভবঃ।
কনিষ্ঠা বাঙ্মতা তস্মাত্তেজোঽবন্নাত্মকং জগৎ ॥ ৪০ ॥
লোহিতাজ্জায়তে মাংসং মেদো মাংসসমুদ্ভবঃ।
মেদসোঽস্থীনি জায়ন্তে মজ্জা চাস্থিসমুদ্ভবঃ ॥ ৪১ ॥
নাড্যোঽপি মাংসসংঘাতাচ্ছুক্রং মজ্জাসমুদ্ভবম্ ॥ ৪২ ॥
বাতপিত্তকফাশ্চাত্র ধাতবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
দশাঞ্জলি জলং জ্ঞেয়ং রসস্যাঞ্জলয়ো নব ॥ ৪৩ ॥

তন্মধ্যে স্থূলভাগ মল, মধ্যমভাগ মাংস এবং শেষভাগ মনরূপে পরিণত হয়, তাই মনকে শ্রুতিতে অন্নময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

জলের স্থূলভাগ মূত্র, মধ্যমভাগ রুধির এবং শেষভাগ প্রাণরূপে পরিণত হয়, তাই প্রাণকে জলময় বলে ॥ ৩৯ ॥

তেজ অর্থাৎ তেজস্কর ঘৃতাদির স্থূলভাগ অস্থি, মধ্যমভাগ মজ্জা এবং শেষভাগ বাগিন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়, তাই বাগিন্দ্রিয়কে তেজোময় বলিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মাংসসমূহ হইতে নাড়ী এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৪১-৪২ ॥

এই শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটিও ধাতু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শরীরে জলাদি পদার্থ কোন্‌টি কত অঞ্জলি-পরিমিত আছে, তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন।—জল দশ অঞ্জলি-পরিমিত, রস নব অঞ্জলি-পরিমিত, রক্ত অষ্ট, মল সপ্ত, শ্লেষ্মা ছয়,

রক্তস্যাষ্টৌ পুরীষস্য সপ্ত হি শ্লেষ্মণশ্চ ষট্।
পিত্তস্য পঞ্চচত্বারো মূত্রস্যাঞ্জলয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
বসায়া মেদসো দ্বৌ তু মজ্জা ত্বঞ্জলিসম্মিতঃ।
অর্দ্ধাঞ্জলি তথা শুক্রং তদেব বলমুচ্যতে ॥ ৪৫ ॥
অস্থ্যাং শরীরে সংখ্যা স্যাৎ ষষ্টিযুক্তং শতত্রয়ম্।
জলজানি কপালানি রুচকাস্তরণানি চ।
নলকানীতি তান্যাহুঃ পঞ্চধাস্থীনি সূরয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
দ্বে শতে ত্বস্থিসন্ধীনাং স্যাতাং তত্র দশোত্তরে।
রৌরবাঃ প্রসরাঃ স্কন্দসেচনাঃ স্যুরুলূখলাঃ ॥ ৪৭ ॥
সমুদ্গা মণ্ডলাঃ শঙ্খাবর্ত্তা বামনকুণ্ডলাঃ।
ইত্যষ্টধা সমুদ্দিষ্টাঃ শরীরেষস্থিসন্ধয়ঃ ॥ ৪৮ ॥
সার্দ্ধকোটিত্রয়ং রোম্নাং শ্মশ্রুকেশাস্ত্রিলক্ষকাঃ।

পিত্ত নব, মূত্র তিন, বসা দুই, মেদ দুই ও মজ্জা এক অঞ্জলি-পরিমিত এবং শুক্র অর্দ্ধাঞ্জলি-পরিমিত আছে। এই শুক্রই বলপ্রদ, ইহাকে বলস্বরূপ বলিয়া থাকে ॥ ৪৩-৪৫ ॥

এই শরীরে তিন শত ষাটখানি অস্থি আছে। পণ্ডিতগণ এই অস্থিকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—জলজ, কপাল, রুচক, তরণ, নলক ॥ ৪৬ ॥

এই শরীরে দ্বিশত দশসংখ্যক অস্থির সন্ধি আছে, এই সন্ধিস্থান-গুলি রৌরব, প্রসব, স্কন্দসেচন, উলূখল, সমুদ্গ, মণ্ডল, শঙ্খাবর্ত্ত, বামনকুণ্ডল, এই অষ্ট নামে বিভক্ত ॥ ৪৭-৪৮ ॥

এই শরীরে সার্দ্ধ ত্রিকোটি রোম এবং ত্রিলক্ষ শ্মশ্রু ও কেশ আছে। হে দাশরথে! আমি এই পর্য্যন্ত তোমার নিকট শরীর-স্বরূপ

দেহস্বরূপমেবন্তে প্রোক্তং দশরথাত্মজ।
যস্মাদসারো নাস্ত্যেব পদার্থো ভুবনত্রয়ে॥ ৪৯॥
দেহেঽস্মিন্নভিমানেন ন মহোপায়বুদ্ধয়ঃ।
অহঙ্কারেণ পাপেন ক্রিয়ন্তে হন্ত সাম্প্রতম্॥ ৫০॥
তস্মাদেতৎস্বরূপন্তু বিবোদ্ধব্যং মনীষিণা॥ ৫১॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উপরিভাগে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শিব-রাঘব-সংবাদে শরীরনিরূপণং নাম।
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

বর্ণন করিলাম। এই দেহাপেক্ষা অসার দ্রব্য ত্রিভুবনে আর কিছু নাই॥ ৪৯॥

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, পাপ বশতঃ এই দেহাভিমান দ্বারাই প্রাণিগণ মোক্ষরূপ উৎসব এবং তাহার উপায়-বিষয়ে-অধ্যবসায়ী হয় না। অতএব হে রাম! দেহের প্রতি বিরক্তিসাধনের নিমিত্ত মনীষী ব্যক্তির পূর্ব্ববর্ণিত এই দেহের স্বরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য॥ ৫০-৫১॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্নত্র জীবোঽসৌ জন্তোর্দেহেঽবতিষ্ঠতে।
জায়তে বা কুতো জীবঃ স্বরূপং বাস্য কিং বদ ॥ ১ ॥
দেহান্তে কুত্র বা যাতি গত্বা বা কুত্র তিষ্ঠতি।
কথমায়াতি বা দেহং পুনর্নায়াতি বা বদ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ গুহ্যাৎ গুহ্যতমং হি যৎ।
দেবৈরপি সুদুর্জ্ঞেয়মিন্দ্রাদ্যৈর্বা মহর্ষিভিঃ ॥ ৩ ॥
অন্যস্মৈ নৈব বক্তব্যং ময়াপি রঘুনন্দন।
ত্বদ্ভক্ত্যাহং পরং প্রীতো বক্ষ্যাম্যবহিতঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! এই প্রাণিদেহে জীব কি স্বভাবত অবস্থিতি করে, না জীবের উৎপত্তি হয়, আর কেনই বা জীব এই প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং ইহার স্বরূপই বা কি প্রকার, আপনি তৎসমস্ত বলুন। পরন্তু জীব দেহনাশ হইলে কোথায় গমন করে, গমন করিয়া কোথায় অবস্থান করে, কেমন করিয়া পুনরায় দেহে আগমন করে, অথবা আগমন করে না, তৎসমস্ত আমায় বলুন ॥ ১-২ ॥

মহেশ্বর বলিলেন, হে মহাভাগ রাম! তুমি সাধু-বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা অতীব গুহ্য বিষয়, অধিক কি, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং মহর্ষিগণেরও এই বিষয়টি অতিশয় দুর্জ্ঞেয় ॥ ৩ ॥

হে রঘুনন্দন! আমিও তোমার পৃষ্ট এই সমস্ত বিষয় অন্যের নিকট

সত্যজ্ঞানাত্মকোঽনন্তঃ পরমানন্দবিগ্রহঃ।
পরমাত্মা পরংজ্যোতিরব্যক্তোঽব্যক্তকারণম্ ॥ ৫ ॥
নিত্যো বিশুদ্ধঃ সর্ব্বাত্মা নির্লেপোঽহং নিরঞ্জনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিহীনশ্চ ন গ্রাহ্যো মনসাপি চ ॥ ৬ ॥
নাহং সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সর্ব্বেষাং গ্রাহকো হ্যহম্।
জ্ঞাতাহং সর্ব্বলোকস্য মম জ্ঞাতা ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
দূরঃ সর্ব্ববিকারাণাং পরমাণ্বাদিকস্য চ ॥ ৮ ॥
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্ম মাং জ্ঞাত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ ৯ ॥

কীর্ত্তন করি নাই, কেবলমাত্র তোমার ভক্তি দ্বারা প্রীত হইয়া তোমার সমীপে বলিব, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

সত্যজ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, পরমানন্দমূর্ত্তি, পরম জ্যোতি, অব্যক্ত অর্থাৎ অবিদ্যাবৃত জীবগণের সম্বন্ধে গূঢ় এবং অব্যক্ত অর্থাৎ মায়ার অবভাসকর, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিঃসঙ্গ, ক্রিয়ারহিত, সর্ব্বাত্মস্বরূপ আমি পরমাত্মস্বরূপ। আমি সর্ব্বধর্ম্মবিহীন, অতএব আমাকে মনের দ্বারাও বিষয় করিতে পারা যায় না ॥ ৫-৬ ॥

পরন্তু আমি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য পদার্থ, অথচ সকল পদার্থের আমিই একমাত্র গ্রাহক, আমি সর্ব্বলোকের জ্ঞাতা, কিন্তু কেহই আমাকে জানিতে পারে না ॥ ৭ ॥

আমি পরাণু প্রভৃতি সমস্ত বিকার-পদার্থের অতীত ॥ ৮ ॥

যে পদার্থ বাক্য ও মনের অবিষয়, আমাকে সেই আনন্দরূপ ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়া জানিবে। এই প্রকার জানিতে পারিলে জন্ম-মরণাদি কোন প্রকার সংসারভয়ই থাকে না এবং যিনি সমস্ত প্রাণিগণকে

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি ময্যেবেতি প্রপশ্যতি।
মাঞ্চ সর্ব্বেষু ভূতেষু ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ১০ ॥
যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি হ্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
কো মোহস্তত্র কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ১১ ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥
অনাত্মবিদ্যয়া যুক্তস্তথাপ্যেকোঽহমব্যয়ঃ।
অব্যাকৃতব্রহ্মরূপো জগৎকর্ত্তা মহেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥
জ্ঞানমাত্রে যথা দৃশ্যমিদং স্বপ্নে জগত্ত্রয়ম্।
তদ্বন্ময়ি জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতেঽস্তি বিলীয়তে ॥ ১৪ ॥

আমাতে অধ্যস্তভাবে দেখিতে পান এবং সর্ব্বপ্রাণীতে আমাকেই দর্শন করেন, তিনি এই সংসারে কাহাকেও নিন্দা করেন না ॥ ৯-১০ ॥

যিনি ভূতসমূহকে আত্মস্বরূপরূপে অবগত হইতে পারেন, সেই একত্বদর্শী জ্ঞানী পুরুষের মোহ বা শোক কিছুই থাকিতে পারে না ॥ ১১ ॥

কিন্তু যাহারা মায়া-মুগ্ধ, সেই সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে সেই আত্মা গূঢ়ভাবে অবস্থিত থাকেন, কদাপি অবভাসিত হয়েন না। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি, তাঁহারাই শ্রবণ-মননাদি-সুসংস্কৃত বুদ্ধি দ্বারা আমাকে আত্মরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

আমি এক নির্ব্বিকার পুরুষ হইয়াও অনাদি অবিদ্যা-সংযোগে নাম রূপ দ্বারা অনভিব্যক্ত অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া জগতের সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকি, তাই আমাকে মহেশ্বর বলে ॥ ১৩ ॥

যেমন স্বপ্নাবস্থায় অনেক পদার্থেরই জ্ঞানমাত্রে দৃষ্টি হইয়া থাকে,

নানাবিদ্যাসমাযুক্তো জীবত্বেন বসাম্যহম্।
পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যেব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ।
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ম্ ॥ ১৫ ॥*
বায়বঃ পঞ্চ মিলিতা যান্তি লিঙ্গশরীরতাম্ ॥ ১৬ ॥
তত্রাবিদ্যাসমাযুক্তং চৈতন্যং প্রতিবিম্বিতম্।
ব্যবহারিকজীবস্তু ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুরুষোঽপি বা ॥ ১৭ ॥

বাস্তবিক তাহাদের সত্তা নাই, তেমন অবিদ্যা দ্বারা আমাতেই এই সমস্ত জগতের দৃশ্যত্ব এবং বিলয় অবস্থিত রহিয়াছে অর্থাৎ যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা হইলেও জ্ঞানকালে তাহার সত্যতা উপলব্ধ হয়, তেমন জগতের দৃশ্যত্ব, অস্তিত্ব এবং বিলয়াদি বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও অবিদ্যা দ্বারা প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

এই পর্য্যন্ত পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করত ইদানীং রামের পৃষ্ট বিষয়ে উত্তর বলিতেছেন।—হে রাম! আমি নানাপ্রকার অবিদ্যা-সংযুক্ত হইয়া জীবরূপে বাস করি। * (এই পর্য্যন্ত জীবের স্বরূপাদি-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর করা হইল, ইদানীং জীবের লোকান্তরগমনাগমন-প্রতিপাদনের নিমিত্ত লিঙ্গশরীরস্বরূপ বলিতেছেন)—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এবং প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত হয় ॥ ১৫-১৬ ॥

এই লিঙ্গশরীরাভিমানী অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই ব্যবহারিক জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পুরুষ নামে কথিত হয় ॥ ১৭ ॥

---

* সচ্চিদানন্দস্বরূপ মহেশ্বরই যখন জীবরূপে অবস্থিতি করেন, তখন জীব কিংস্বরূপ, এই প্রশ্নে জীব যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহা প্রতিপাদিত হইল এবং জীব উৎপন্ন হয় কি না—এই প্রশ্নে উৎপন্ন হয় না, ইহাও সূচিত হইল।

স এব জগতাং ভোক্তা নাত্ময়োঃ পুণ্যাপাপয়োঃ।
ইহামুত্র গতী তত্র জাগ্রৎস্বপ্নাদিভোক্তৃতা ॥ ১৮ ॥
যথা দর্পণকালিম্না মলিনং দৃশ্যতে মুখম্।
তদ্বদন্তঃকরণগৈর্দোষৈরাত্মাপি দৃশ্যতে ॥ ১৯ ॥
পরস্পরাধ্যাসবশাৎ স্যাদন্তঃকরণাত্মনোঃ।
একীভাবাভিমানেন পরাত্মা দুঃখভাগিব ॥ ২০ ॥
মরুভূমৌ জলত্বেন মধ্যাহ্নার্কমরীচিকাঃ।
দৃশ্যন্তে মূঢ়চিত্তস্য ন হ্যার্দ্রাস্তাপকারকাঃ ॥ ২১ ॥
তদ্বদাত্মাপি নির্লেপো দৃশ্যতে মূঢ়চেতসাম্।
স্বাবিদ্যাত্মাত্মদোষেণ কর্তৃত্বাদিকধর্ম্মবান্ ॥ ২২ ॥

এই জীবই প্রবাহরূপে অনাদি পুণ্যপাপজনিত অদৃষ্টের ভোগ করে এবং লিঙ্গশরীরকে নিমিত্ত করিয়া ইহলোক-পরলোক-গমন ও জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

যেমন দর্পণীয় কালিমাদ্বারা তৎপ্রতিবিম্বিত মুখও মলিনরূপে দৃষ্ট হয়, তেমন অন্তঃকরণগত কামক্রোধাদিদোষ দ্বারা জীব মলিনরূপে প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

আত্মা ও অন্তঃকরণের পরস্পর অধ্যাস বশতঃ অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম অন্তঃকরণে এবং অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হওয়ায় উভয়ে যেন একীভাবাপন্ন হইয়া যায়, তাই আত্মা নির্দুঃখ হইয়াও অন্তঃকরণগত দুঃখেরই যেন ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥

যেমন মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যমরীচিরাশি মরুভূমিতে পতিত হইয়া মূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে জলরূপে পরিদৃষ্ট হইলেও উহার আর্দ্রতা লক্ষ্য হয় না, পরন্তু উহা সন্তাপকারকই হইয়া থাকে অর্থাৎ ভ্রম বশতঃ

তত্র চান্নময়ে পিণ্ডে হৃদি জীবোঽবতিষ্ঠতে।
আনখাগ্রং ব্যাপ্য দেহং তদ্রুবেঽবহিতঃ শৃণু।
সোঽয়ং তদভিমানেন মাংসপিণ্ডো বিরাজতে॥ ২৩॥
নাভেরূর্দ্ধমধঃ কণ্ঠাদ্ব্যাপ্য তিষ্ঠতি যৎ সদা।
তস্যমধ্যেঽস্তি হৃদয়ং সনালং পদ্মকোষবৎ॥ ২৪॥
অধোমুখঞ্চ তত্রাস্তি সূক্ষ্মং সুষিরমুত্তমম্।
দহরাকাশমিত্যুক্তং তত্র জীবোঽবতিষ্ঠতে॥ ২৫॥

জলরূপে প্রতীত হইলেও, তাপজনকতা পরিত্যাগ করিয়া শীতলতা ধারণ করে না, তদ্রূপ নির্লিপ্ত আত্মাও মুগ্ধচিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে স্বগত অবিদ্যাদোষবশতঃ কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হইলেও, বস্তুতঃ ইঁহার স্বতঃ কর্ত্তৃত্বাদি নাই, ইনি নির্লেপ অবস্থায়ই থাকেন॥ ২১-২২॥

পূর্ব্বোক্ত জীব এই স্থূলদেহের শিরঃ প্রভৃতি নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্ত দেহটি সমাব্যাপ্ত করিয়া হৃদয়দেশে অবস্থিতি করেন, সুতরাং এই দেহ মাংসপিণ্ডরূপ জড়পদার্থ হইয়াও আত্মার সহিত ঐকাত্ম্যভাব বশতঃ "আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি প্রকার অভিমান করিয়া থাকে॥ ২৩॥

নাভির উর্দ্ধ ও কণ্ঠের অধঃস্থানে প্রাণ-বায়ু অবস্থিতি করে, এই প্রাণ বায়ুর সঞ্চারস্থানে নালযুক্ত পদ্মকোষের ন্যায় হৃদয়-পুণ্ডরীক অবস্থিত আছে॥ ২৪॥

এই হৃদয়-পুণ্ডরীক অধোমুখে অবস্থিত, ইহাতে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, ইহাকে "দহরাকাশ" বলে। এই স্থানে জীব অবস্থান করেন॥ ২৫॥

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধকেশরা ইব সর্ব্বতঃ।
প্রসৃতা হৃদয়ান্নাড্যো যাভির্ব্ব্যাপ্তং শরীরকম্ ॥ ২৭ ॥
হিতং বলং প্রযচ্ছন্তি তস্মাত্তেন হিতাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাসপ্ততিসহস্রৈস্তাঃ সংখ্যাতা যোগবিত্তমৈঃ ॥ ২৮ ॥
হৃদয়াত্তাস্তু নিষ্ক্রান্তা যথার্কাদ্রশ্ময়স্তথা।
একোত্তরশতং তাসু মুখ্যা বিষগ্বিনির্গতাঃ ॥ ২৯ ॥

কেশাগ্রকে শত ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে আবার শতধা বিভক্ত করিলে যে সূক্ষ্মভাগ হয়, তৎসদৃশ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ জানিবে। জীবের এতাদৃশ সূক্ষ্মত্ব উপাধিবশতঃ কল্পিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে উপাধির অপগম হইলে জীব অপরিচ্ছিন্নরূপেই প্রতীয়মান হয়েন ॥ ২৬ ॥

(এই পর্য্যন্ত জীব-স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তৎপ্রসঙ্গে নাড়ীর বিষয় বলিতেছেন),—যেমন কদম্ব-পুষ্পের গ্রন্থি হইতে কেশররাজি প্রসৃত হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ হৃদয়দেশ হইতে নাড়ীসকল প্রসৃত হইয়া সমস্ত শরীর পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে ॥২৭॥

এই নাড়ীসকল হিত অর্থাৎ দৈহিকবল প্রদান করে, এই নিমিত্ত শ্রুতিতে ইহারা হিত নামে অভিহিত হইয়াছে। যোগবিৎ ব্যক্তিগণ এই নাড়ীর দ্বাসপ্ততিসহস্র সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

যেমন অর্ক-বিম্ব হইতে রশ্মিমালা বিনিষ্ক্রান্ত হয়, তেমন হৃদয় হইতে নাড়ীসমূহ বিনির্গত হইয়াছে। নাড়ীসমুদায়ের মধ্যে একশত একটিই প্রধান এবং ইহারা দেহের সর্ব্বত্র প্রসৃত আছে ॥ ২৯ ॥

বহন্ত্যম্ভো যথা নদ্যো নাড্যঃ কর্ম্মফলং তথা।
অনন্তৈকোর্দ্ধগা নাড়ী মূর্দ্ধপর্য্যন্তমঞ্জসা ॥ ৩০ ॥
প্রতীন্দ্রিয়ং দশ দশ নির্গতা বিষয়োন্মুখাঃ।
নাড্যঃ শর্ম্মাদিহেতুত্বাৎ স্বপ্নাদিফলভুক্তয়ে ॥ ৩১ ॥
সুষুম্নেতি সমাদিষ্টা তয়া গচ্ছন্বিমুচ্যতে।
তয়োপচিতচৈতন্যং জীবাত্মানং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৩২ ॥
যথা রাহুরদৃশ্যোঽপি দৃশ্যতে চন্দ্রমণ্ডলে।
তদ্বৎ সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা লিঙ্গদেহেঽপি দৃশ্যতে ॥ ৩৩ ॥

যেমন নদী সকল জলরাশি ধারণ করে, তেমনি এই নাড়ীসমুদায় কর্ম্মফল অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি বহন করিয়া থাকে। এই একশত একটি নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ী সরলভাবে মস্তক পর্য্যন্ত গামিনী। ইহা অনন্ত ফল প্রদান করে বলিয়া ইহাকে অনন্তা বলে ॥ ৩০ ॥

এই নাড়ীসমূহ বিষয়োন্মুখ হইয়া প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রতি দশ দশটি করিয়া বিনির্গত হইয়াছে। ইহারা সুখ-দুঃখের হেতু এবং জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থায় ফল-ভোগের কারণ ॥ ৩১ ॥

এই যে সুষুম্না নাড়ীর কথা বলা হইল, ইহার আলম্বনে যিনি গমন করিতে পারেন, তিনি মুক্তিভাগী হয়েন। কিন্তু এই মুক্তিকে কৈবল্য বলা যায় না। পণ্ডিতগণ সুষুম্না নাড়ীদ্বারা উপচিত চৈতন্যকে জীবাত্মা বলিয়া জানেন অর্থাৎ এতাদৃশ উপাসনায় জীবভাব পরিহার হয় না, কিন্তু ইহা দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমনরূপ গৌণী মুক্তি সাধিত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

যেমন রাহু অদৃশ্য পদার্থ হইয়াও চন্দ্রমণ্ডলের আলম্বনেই দৃষ্টিগোচর

দৃশ্যমানে যথা কুম্ভে ঘটাকাশোঽপি দৃশ্যতে।
তদ্বৎ সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা লিঙ্গদেহেঽপি দৃশ্যতে॥ ৩৪॥
নিশ্চলঃ পরিপূর্ণোঽপি গচ্ছতীত্যুপচর্য্যতে।
জাগ্রৎকালে যথা জ্ঞেয়মভিব্যক্তবিশেষধীঃ॥ ৩৫॥
ব্যাপ্নোতি নিষ্ক্রিয়ঃ সর্ব্বান্ ভানুর্দশ দিশো যথা।
নাড়ীভির্ব্বৃত্তয়ো যান্তি লিঙ্গদেহসমুদ্ভবাঃ॥ ৩৬॥
তত্তৎকর্ম্মানুসারেণ জাগ্রদ্ভোগোপলব্ধয়ে।
ইদং লিঙ্গশরীরাখ্যমামোক্ষং ন বিনশ্যতি॥ ৩৭॥

হয়, তেমনি জীব সর্ব্বগত হইলেও কেবলমাত্র লিঙ্গশরীরালম্বনেই ইহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

ঘটের আলম্বনেই যেমন ঘটাকাশ পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও লিঙ্গদেহাবলম্বনেই তাঁহার জ্ঞান হইয়া থাকে॥৩৪॥

আত্মা পরিপূর্ণ নিশ্চল পদার্থ হইয়াও লিঙ্গদেহের গমন দ্বারা গমনশীল বলিয়া উপচরিত হয়েন এবং জাগ্রৎকালে বিষয়াকারে আকারিত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। তখন সূর্য্য যেমন দশদিক্ পরিব্যাপ্ত করে, তেমনই আত্মা নিষ্ক্রিয় হইয়াও সমস্ত পদার্থে অভিসংবদ্ধ হয়েন। বস্তুতঃ এতাদৃশ বিষয়াভিসম্বন্ধ আত্মার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু লিঙ্গদেহ-সমুদ্ভূত চিত্তবৃত্তিসমূহই নাড়ী-সহায়ে বিষয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ৩৫-৩৬॥

নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে জাগ্রদবস্থায় সুখদুঃখাদি-জ্ঞানের নিমিত্ত যে লিঙ্গদেহের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি কথিত হইল, এই লিঙ্গদেহ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না, মুক্তি হইলেই এই লিঙ্গদেহের বিনাশ হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

আত্মজ্ঞানেন নষ্টেঽস্মিন্ সাবিদ্যে স্বশরীরকে।
আত্মস্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৮ ॥
উৎপাদিতে ঘটে যদ্বদ্‌ঘটাকাশত্বমৃচ্ছতি।
ঘটে নষ্টে যথাকাশং স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ৩৯ ॥
জাগ্রৎকর্ম্মক্ষয়বশাৎ স্বপ্নভোগ উপস্থিতে।
বোধাবস্থাং তিরোধায় দেহাদ্যাশ্রয়লক্ষণাম্ ॥ ৪০ ॥
কর্ম্মোদ্ভাবিতসংস্কারস্তত্র স্বপ্নরিরংসয়া।
অবস্থাঞ্চ প্রয়াত্যন্যাং মায়াবী চাত্মমায়য়া ॥ ৪১ ॥

জীব ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান হইলে যখন অবিদ্যার সহিত স্বদেহ খিনষ্ট হইয়া যায়, তখন জীব কেবল আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করে, ইহাকেই প্রকৃত মুক্তি বলে ॥ ৩৮ ॥

যেমন ঘট উৎপন্ন হইলে, তদবচ্ছিন্ন আকাশ ঘটাকাশ নামে ব্যবহৃত হয়, আবার ঘট নষ্ট হইয়া গেলে যেমন আকাশ নিজ স্বরূপে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ উপাধি ঘটের অভাবে আর ঘটাকাশ বলিয়া ব্যবহারাস্পদ হয় না, (তদ্রূপ জীবের স্বরূপাবস্থিতিই মুক্তিনামে অভিহিত হইয়া থাকে) ॥ ৩৯ ॥

এই পর্য্যন্ত জাগ্রদবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়া এখন স্বপ্নাবস্থার বিষয় বর্ণন করিতেছেন :—জাগ্রদবস্থার ভোগপ্রদ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে স্বপ্নাবস্থার ভোগপ্রদ কর্ম্ম সকল উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন জাগ্রৎকালীন দেহগেহাদির সাক্ষাৎকাররূপ বোধাবস্থা তিরোহিত হয়। সেই কালে "জীব স্বপ্নাবস্থারই ভোগ করুক" এই প্রকার ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ জীবের স্বপ্নপ্রদ কর্ম্ম দ্বারা হস্তি-অশ্বাদি নানাপ্রকার বিষয়ঘটিত সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া থাকে, তখন মায়াবী জীব আত্মমায়া অর্থাৎ অবিদ্যা বশতঃ

ঘটাদিবিষয়ান্ সর্ব্বান্ বুদ্ধ্যাদিকরণানি চ।
ভূতানি কর্ম্মবশতো বাসনামাত্রসংস্থিতান্ ॥ ৪২ ॥
এতান্ পশ্যন্ স্বয়ংজ্যোতিঃ সাক্ষ্যাত্মা ব্যবতিষ্ঠতে ॥ ৪৩ ॥
অত্রান্তঃকরণাদীনাং বাসনাদ্বাসনাত্মতা।
বাসনামাত্রসাক্ষিত্বং তেন তচ্চ পরাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥
বাসনাভিঃ প্রপঞ্চোঽত্র দৃশ্যতে কর্ম্মচোদিতঃ।
জাগ্রদ্ভূমৌ যথা তদ্বৎ কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়াত্মকঃ ॥ ৪৫ ॥
নিঃশেষবুদ্ধিসাক্ষ্যাত্মা স্বয়মেব প্রকাশতে।
বাসনামাত্রসাক্ষিত্বং সাক্ষিণঃ স্বাপ উচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

জাগ্রৎ অবস্থা হইতে অন্য প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৎকালে কেবল বাসনারূপে অবস্থিত ঘটাদি সমস্ত বিষয় এবং কর্ম্মবশতঃ সমুৎপন্ন বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণসমূহকে অবভাসিত করত স্বয়ং-জ্যোতিঃ সাক্ষিরূপ আত্মা অবস্থিত থাকেন অর্থাৎ তৎকালে বিষয়ের অভাব বশতঃ বাসনারূপে অবস্থিত বিষয়রাশিকেই প্রকাশ করেন। পরন্তু স্বপ্নাবস্থাতে অন্তঃকরণাদি সমস্তই বাসনারূপে পরিণত হয়, সুতরাং এই অবস্থাতে আত্মা কেবলমাত্র বাসনারই সাক্ষী হইয়া থাকেন অর্থাৎ বিষয়াধিবাসিত বাসনাকেই প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪০-৪৪ ॥

জাগ্রৎকালে যেমন কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়াদিসমভিব্যাহারেই বিষয়ের উপলব্ধি হয়, স্বপ্নাবস্থায়ও তদ্রূপ প্রারব্ধকর্ম্মবশতঃ বাসনা দ্বারা বিষয়-প্রপঞ্চ উপলব্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ বাসনাময় বিষয়রাশিই প্রতীয়মান হইতে থাকে এবং সমস্ত বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্বয়ংই প্রকাশমান হয়েন, অতএব আত্মা যখন বাসনামাত্রকেই প্রকাশ করেন, সেই অবস্থাকেই স্বাপ বা স্বপ্ন বলে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

ভূতজন্মনি যদ্ভূতং কর্ম্ম তদ্বাসনাবশাৎ।
নেদীয়স্ত্বাদ্বয়স্যাদ্যে স্বপ্নং প্রায়ঃ প্রপশ্যতি ॥ ৪৭ ॥
মধ্যে বয়সি কার্কশ্যাৎ করণানামিহার্জ্জিতঃ।
প্রায়েণ বীক্ষতে স্বপ্নং বাসনাকর্ম্মণোর্বশাৎ ॥ ৪৮ ॥
ইয়াসুঃ পরলোকন্তু কর্ম্মবিদ্যাদিসম্ভৃতম্।
ভাবিনো জন্মনো রূপং স্বপ্ন আত্মা প্রপশ্যতি ॥ ৪৯ ॥
যদ্বৎ প্রপতনাচ্ছ্যেনঃ শ্রান্তো গগনমণ্ডলে।
আকুঞ্চ্য পক্ষৌ যততে নীড়ে নিলয়নায় নীঃ ॥ ৫০ ॥

জাগ্রৎকালে যে সমস্ত বিষয় অনুভূত হয়, স্বপ্নে তাহাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় স্তন্যপান-কন্দুকক্রীড়াদিই স্বপ্নে প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ বাল্যকালে স্তন্যপানাদি-বিষয়ক অনুভবই অতি নিকট-কালবর্ত্তী, সুতরাং তত্তদ্বিষয়ক বাসনারই প্রাবল্য এবং মধ্যবয়সে অর্থাৎ যৌবনকালে ইন্দ্রিয়গণের পটুতা নিবন্ধন মানব বহুতর ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া থাকে, অতএব তৎকালীয় বাসনা স্বস্বোচিত অধ্যয়ন, যুদ্ধ, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি জাগৎকালীন অনুভব-বাসিতা থাকে, তাই স্বপ্নেও তজ্জাতীয়-বিষয়েরই দর্শন হইয়া থাকে ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অনন্তর পরলোক-গমনের সম্ভাবনা হইলে অর্থাৎ শেষবয়সে নিজ কর্ম্ম ও বিদ্যাদি বশতঃ যে প্রকারে ভাবী জন্মের স্বরূপ লব্ধপ্রায় হইয়াছে অর্থাৎ ইহজন্মের কর্ম্মাদি দ্বারা যেরূপ ভাবী জন্ম সম্পাদিত হইবে, সেই কর্ম্মাদির বাসনা বশতঃ আত্মা স্বপ্নে তাদৃশ জন্মাদিস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

এই প্রকারে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা নিরূপণ করিয়া ইদানীং সুষুপ্তি

এবং জাগ্রৎস্বপ্নভূমৌ শ্রান্ত আত্মাভিসঞ্চরম্।
আপীতকরণগ্রামঃ কারণেনৈতি চৈকতাম্॥ ৫১॥
নাড়ীমার্গৈরিন্দ্রিয়াণামাকৃষ্যাদায় বাসনাঃ।
সর্ব্বং গ্রসিত্বা কার্য্যঞ্চ বিজ্ঞানাত্মা বিলীয়তে॥ ৫২॥
ঈশ্বরাখ্যেঽব্যাকৃতেঽথ যথা সুখময়ো ভবেৎ।
কৃৎস্নপ্রপঞ্চবিলয়স্তথা ভবতি চাত্মনঃ॥ ৫৩॥
যোষিতঃ কাম্যমানায়াঃ সম্ভোগান্তে যথা সুখম্।
স আনন্দময়োঽবাহ্যো নান্তরঃ কেবলস্তথা॥ ৫৪॥

অবস্থার বিষয় বলিতেছেন।—শ্যেন পক্ষী গগনমণ্ডলে অতিশয় ভ্রমণ বশতঃ যেমন শ্রান্ত হইয়া শ্রমপরিহারের উপায় অন্বেষণ করতঃ পক্ষ আকুঞ্চন পূর্ব্বক নীড়প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করে, এই প্রকার জীবও জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থায় সঞ্চরণ বশতঃ অতিশয় শ্রান্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে মূলকারণে বিলীন করত পরমাত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। ৫০-৫১॥

এই প্রকারে আত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় ব্যুত্থিত হয় কেন, তদ্বিষয় বলিতেছেন।—সুষুপ্তি অবস্থায় বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ জীব নাড়ীমার্গ দ্বারা সমস্ত অবিদ্যাকার্য্য জাগ্রৎস্বপ্নাদি অবস্থায় বাসনারাশি-সংশ্লিষ্ট হইয়াই ঈশ্বরাখ্য মায়োপহিত চৈতন্যে বিলীন হয়। অনন্তর সুখময় হইয়া অবস্থিতি করে। যেমন কাম্যমানা স্ত্রীর সম্ভোগসময়ে অন্যান্য বৈষয়িক সুখ অপেক্ষা অধিকতর সুখানুভূতি হয়, তেমনই সুষুপ্তি অবস্থায় অধিক সুখের উপলব্ধি হইয়া থাকে, অতএব তখন জীব আনন্দময় হয়। তাহার বাহ্য বিষয়সম্বন্ধ বশতঃ কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না এবং মোক্ষাবস্থার ন্যায় মূল কারণেরও

প্রাজ্ঞাত্মানং সমাসাদ্য বিজ্ঞানাত্মা তথৈব সঃ।
বিজ্ঞানাত্মা কারণাত্মা তথা তিষ্ঠন্নথাপি সঃ ॥ ৫৫ ॥
অবিদ্যাসূক্ষ্মবৃত্ত্যানুভবত্যেব সুখং যথা।
তথাহং সুখমস্বাপ্সং নৈব কিঞ্চিদবেদিষম্ ॥ ৫৬ ॥
অজ্ঞানমপি সাক্ষ্যাদিবৃত্তিভিশ্চানুভূয়তে।
ইত্যেবং প্রত্যভিজ্ঞাপি পশ্চাত্তস্যোপজায়তে ॥ ৫৭ ॥

(অভিমানের) নিবৃত্তি হয় না ; সুতরাং আত্মা কেবলীভাব প্রাপ্ত হয়েন না॥ ৫২-৫৪ ॥

জীব জাগ্রদাদি অবস্থায় যেমন অভেদভাব প্রাপ্ত হয় না, তেমনই সুষুপ্তি অবস্থায়ও প্রাজ্ঞাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার সহিত ভেদভাব অবগত হয় না, কিন্তু জীব তখন দুঃখবিরহিত হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে কারণাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

সুষুপ্তি অবস্থায় যদি অন্তঃকরণাদি সমস্তেরই বিলয় হইয়া যায়, তবে "সুখমহমস্বাপ্সং" অর্থাৎ আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এই প্রকার জ্ঞান কেমন করিয়া হয়, এই আপত্তি মনে করিয়া বলিতেছেন।—যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় অবিদ্যার সূক্ষ্মবৃত্তি দ্বারা সুখানুভব হইয়া থাকে, তেমনই অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারাই "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষং" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয় ॥ ৫৬ ॥

পরন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় কেবলমাত্র "সুখমহমস্বাপ্সং" এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞাই যে হয়, তাহা নহে, কিন্তু স্বাপকালীন অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞানেরও অনুভূতি হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যমেবেহামুত্রলোকয়োঃ।
পশ্চাৎকর্ম্মবশাদেব বিস্ফুলিঙ্গা ইবানলাৎ।
জায়ন্তে কারণাদেব মনোবুদ্ধ্যাদিকানি তু ॥ ৫৮ ॥
পয়ঃপূর্ণো ঘটো যদ্বন্নিমগ্নঃ সলিলাশয়ে।
তৈরেবোদ্ধৃত আয়াতি বিজ্ঞানাত্মা তথৈত্যজাৎ ॥ ৫৯ ॥
বিজ্ঞানাত্মা কারণাত্মা তথা তিষ্ঠংস্তথাপি সঃ।
দৃশ্যতে সর্ব্বমেষেব নষ্টৈষায়াত্যদৃশ্যতাম্ ॥ ৬০ ॥

এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইল, ইহা ইহলোক পরলোক উভয়ত্রই সমান জানিবে। এই প্রকারে অবস্থাত্রয় নিরূপণ করিয়া, সুষুপ্তি অবস্থার পর যে প্রকারে জাগ্রৎ অবস্থার বিকাশ হয়, দৃষ্টান্তসহ তাহা বলিতেছেন।—যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গরাশি নির্গত হয়, তেমনই জাগ্রৎ অবস্থায় অদৃষ্ট বশতঃ কারণ অর্থাৎ জীবাজ্ঞান হইতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বুদ্ধ্যাদি স্থূলরূপে প্রকাশিত হয় ॥ ৫৮ ॥

দুগ্ধ-পরিপূর্ণ ঘট যেমন জলাশয়ে নিমগ্ন করিয়া উদ্ধৃত করিলে উহা তাদৃশ অবস্থায়ই বিদ্যমান থাকে, তেমনই পরমাত্মায় বিলীন জীবও সুষুপ্তি অপগমে ভিন্নবৎই প্রতীয়মান হয় ॥ ৫৯ ॥

জীব ও পরমাত্মা সুষুপ্তি অবস্থায় একীভূত অবস্থায় থাকিলেও উহাদের অভিন্নতা হয় না এবং যতক্ষণ অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের সত্তা থাকে, ততক্ষণ প্রপঞ্চেরও জ্ঞান হইয়া থাকে, আর যখন উহার বিলয় হয়, তখন প্রপঞ্চও অদৃশ্য হইয়া যায় ॥ ৬০ ॥

একাকারোঽর্য্যমা তত্তৎকার্য্যেষেবং পরঃ পুমান্।
কূটস্থো দৃশ্যতে তদ্বদ্গচ্ছত্যাগচ্ছতীব সঃ ॥ ৬১ ॥
মোহমাত্রান্তরায়ত্বাৎ সর্ব্বং তস্যোপপদ্যতে।
দেহাদ্যতীত আত্মাপি স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাবতঃ।
এবং জীবস্বরূপন্তে প্রোক্তং দশরথাত্মজ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উপরিভাগে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শিবরাঘবসংবাদে জীবস্বরূপবর্ণনং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যেমন একই সূর্য্য জলাদি উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তেমনই সেই কূটস্থ পরমপুরুষ আত্মা নির্ব্বিকার হইয়াও উপাধিবশতঃ গমনাগমনশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন ॥ ৬১ ॥

স্বভাবতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ দেহাদ্যতীত আত্মাও মোহপ্রতিবন্ধ বশতঃ স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পান না, তাই উপাধির বিরুদ্ধ ধর্ম্ম তাঁহার সম্বন্ধে কল্পিত হইয়া থাকে। হে দাশরথে! তোমার নিকট এই জীবস্বরূপবিষয় কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬২ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

দেহান্তরগতিস্তস্য পরলোকগতিস্তথা।
বক্ষ্যামি নৃপশার্দ্দূল মত্তঃ শৃণু সমাহিতঃ ॥ ১ ॥
ভুক্তং পীতং যতস্তত্র তদ্রসাদামবন্ধনম্।
স্থূলদেহস্য লিঙ্গস্য তেন জীবনধারণম্ ॥ ২ ॥
ব্যাধিনা জরয়া বাপি পীড্যতে জাঠরোঽনলঃ।
শ্লেষ্মণা তেন ভুক্তান্নং পীতং বা ন পচত্যলম্ ॥ ৩ ॥
ভুক্তপীতরসাভাবাত্তদা শুষ্যন্তি ধাতবঃ।
ভুক্তপীতরসেনৈব দেহে লিম্পন্তি বায়বঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ শিব বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! জীবের দেহান্তরগতি এবং পরলোকগতিবিষয় তোমার নিকট বলিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥ ১॥

ভুক্ত-পীত দ্রব্যের রস দ্বারা স্থূলদেহের ও লিঙ্গদেহের পরস্পর নূতন বন্ধন সম্পাদিত হয় এবং দৃঢ়বন্ধন এই দেহ দ্বারা প্রাণবায়ু বিধৃত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ব্যাধি বা জরা দ্বারা শ্লেষ্মা সম্প্রযুক্ত হইয়া জঠরানল বিকৃত করিয়া দেয়, সেই কারণে জঠরাগ্নি ভুক্তপীত দ্রব্যকে পর্য্যাপ্তরূপে পরিপক্ক করিতে সমর্থ হয় না॥ ৩ ॥

ভুক্তপীত দ্রব্যের রস দ্বারাই প্রাণাদি বায়ুসমূহ দৈহিক ধাতুর বৃদ্ধি করিয়া দেয়, সুতরাং সেই ভুক্তপীত দ্রব্যের রসাভাব হইলে অর্থাৎ উত্তম-রূপে পরিণামবিশেষ হইলে ত্বগাদি ধাতু সকল বিশুষ্ক হইতে থাকে ॥৪॥

সমীকরোতি যত্তস্মাৎ সমানো বায়ুরুচ্যতে।
তদানীং তদ্রসাভাবাদাসবন্ধনহানিতঃ ॥ ৫ ॥
পরিপক্করসত্বেন যথা গৌরবতঃ ফলম্।
স্বয়মেব পতত্যাশু তথা লিঙ্গং তনোর্ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥
তত্তৎস্থানাদপাকৃষ্য হৃষীকাণাঞ্চ বাসনাঃ।
আধ্যাত্মিকাধিভূতানি হৃৎপদ্মে চৈকতাং গতঃ ॥ ৭ ॥
ততোহধ্বগঃ প্রাণবায়ুঃ সংযুক্তো নববায়ুভিঃ।
উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবত্যেষ তথা তেনৈকতাং গতঃ ॥ ৮ ॥
চক্ষুষোর্বাপি মূর্দ্ধ্না বা নাড়ীমার্গং সমাশ্রিতঃ।
বিদ্যাকর্ম্মসমাযুক্তো বাসনাভিশ্চ সংযুতঃ।
প্রাজ্ঞাত্মানং সমাশ্রিত্য বিজ্ঞানাত্মোপসর্পতি ॥ ৯ ॥

পঞ্চ বায়ুর মধ্যে সমান বায়ুই প্রবৃদ্ধধাতুসমূহকে দেহে সমীকৃত করিয়া দেয়, এই নিমিত্ত "সমান বায়ু" বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় রসধাতুর অভাব বশতঃ স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহের সংবন্ধন বিশ্লথ হইতে থাকে। তখন পরিপক্ক ফল যেমন আপন গুরুত্ব নিবন্ধন বৃন্ত হইতে আপনিই পতিত হয়, তেমনই এই স্থূলদেহ হইতে লিঙ্গদেহ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫-৬ ॥

তখন প্রাণবায়ু ইন্দ্রিয়গণের বাসনা, জীবাত্মাতে অধ্যস্ত বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ এবং আধিভৌতিক সোম প্রভৃতিকে আকর্ষণ করত হৃৎপদ্মে একত্র হইয়া অন্য নব বায়ুর সহিত সম্মিলিতভাবে উর্দ্ধে নির্গত হয় এবং পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে। তৎকালে জীবও সেই প্রাণবায়ুর সহিত একভাবাপন্ন হইয়া উপসর্পণ করে ॥ ৭-৮ ॥

দেহের কোন্ কোন্ দ্বার অবলম্বন করিয়া নির্গত হয়, তাহা

যথা কুম্ভো নীয়মানো দেশাদ্দেশান্তরং প্রতি।
খপূর্ণ এব সর্ব্বত্র স আকাশোঽপি তত্র তু ॥ ১০ ॥
ঘটাকাশাখ্যতাং যাতি তদ্বল্লিঙ্গং পরাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
পুনর্দ্দেহান্তরং যাতি যথা কর্ম্মানুসারতঃ।
আমোক্ষাৎ সঞ্চরত্যেবং মৎস্যঃ কূলদ্বয়ং যথা ॥ ১২ ॥
পাপভোগায় চেদ্‌গচ্ছেদ্‌যমদূতৈরধিষ্ঠিতঃ।
যাতনাদেহমাশ্রিত্য নরকানেব কেবলম্‌ ॥ ১৩ ॥

বলিতেছেন।—বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা জীবাত্মাকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিদ্যা, কর্ম্ম ও বাসনা দ্বারা সংযুক্ত হইয়া চক্ষু, ব্রহ্মরন্ধ্র ও নাড়ীমার্গ দ্বারা নির্গত হয়। এই যে আত্মার গমনবিষয় বর্ণিত হইল, ইহা মুখ্য গমন নহে; কারণ, আত্মা পরিপূর্ণ পদার্থ, তাঁহার কখনই গমন-সম্ভাবনা নাই। যেমন আকাশ পরিব্যাপ্ত পদার্থ, সুতরাং ঘট যেখানেই দেওয়া যায়, সর্ব্বত্রই আকাশের সম্বন্ধ থাকে, সুতরাং সকল স্থানেই ঘটাকাশ বলিয়া ব্যবহার হয়, তেমনই লিঙ্গশরীর যেখানেই যাউক না কেন, ব্যাপক পরমাত্মার সর্ব্বত্রই বিদ্যমানতা বশতঃ লিঙ্গদেহ সর্ব্বত্র জীবপূর্ণই থাকে ॥ ৯-১১ ॥

এই প্রকারে জীব নিজ কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন মৎস্য নদীর এ-কূল ও-কূল সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তেমনই জীবও মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকারে দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চরণ করিতে থাকে ॥ ১২ ॥

জীব যদি পাপভোগের নিমিত্ত গমন করে, তবে যমদূত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যাতনাময় দেহ গ্রহণপূর্ব্বক নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
পিতৃলোকং ব্রজত্যেষ যমমাশ্রিত্য বর্হিষঃ ॥ ১৪ ॥
ধূমং রাত্রিং গতঃ কৃষ্ণপক্ষং তস্মাচ্চ দক্ষিণম্।
অয়নঞ্চ ততো লোকং পিতৃণাঞ্চ ততঃ পরম্।
চন্দ্রলোকে দিব্যদেহং প্রাপ্য ভুঙ্‌ক্তে পরাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৫ ॥
তত্র চন্দ্রসমানোঽসৌ যাবৎ কর্ম্মফলং বসেৎ।
তথৈব কর্ম্মশেষেণ যথেতং পুনরাব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥
বপুর্ব্বিহায় জীবত্বমাসাদ্যাকাশমেতি সঃ।
আকাশাদ্বায়ুমাগত্য বায়োরম্ভো ব্রজত্যথ ॥ ১৭ ॥
অদ্ভ্যো মেঘং সমাসাদ্য ততো বৃষ্টির্ভবেদসৌ।
ততো ধান্যানি ভক্ষ্যাণি জায়ন্তে কর্ম্মচোদিতঃ ॥ ১৮ ॥

যিনি সর্ব্বদা যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম ও তড়াগপ্রতিষ্ঠাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তিনি অগ্নিসাধ্য যাগাদিবলে যমদূত কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া পিতৃলোকে গমন করেন ॥ ১৪ ॥

এই ইষ্টাপূর্ত্তকারী ব্যক্তি প্রথমে ধূম, তৎপর রাত্রি, তৎপর কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়নের আলম্বনে পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন এবং চন্দ্রলোকে এক প্রকার দিব্যদেহ ধারণ করত উৎকৃষ্ট শ্রীভোগ করেন এবং চন্দ্র-সমান হইয়া কর্ম্মফলক্ষয় পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকেই বাস করেন। অনন্তর কর্ম্মফল ক্ষীণ হইলে যথাগতরূপে আবার এই লোকে আগমন করেন ॥ ১৫-১৬ ॥

তখন চন্দ্রলোকে যে ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট হইয়া প্রথমে আকাশত্ব, তৎপর বায়ুত্ব, অনন্তর জলত্ব এবং তৎপর মেঘত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
মুক্তিমন্যে তু সংযান্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ ১৯॥
ততোঽন্নত্বং সমাসাদ্য পিতৃভ্যাং ভুজ্যতে পরম্।
ততঃ শুক্রং রজশ্চৈব ভূত্বা গর্ভোঽভিজায়তে॥ ২০॥
ততঃ কর্ম্মানুসারেণ ভবেৎ স্ত্রীপুন্নপুংসকম্।
এবং জীবগতিঃ প্রোক্তা মুক্তিং তস্য বদামি তে॥ ২১॥
যস্তু শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্ সদা বিদ্যারতো ভবেৎ।
স যাতি দেবযানেন ব্রহ্মলোকাবধিং নরঃ॥ ২২॥

আকাশাদি-সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়েন। অনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ ধান্য ও বিবিধ ভক্ষ্যরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন॥ ১৭-১৮॥

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ধূমাদিমার্গে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই যে পুনরাবৃত্তি হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে স্থূলদেহ সম্বন্ধের নিমিত্ত গর্ভে প্রবেশ করেন এবং অনেকে চিত্তশুদ্ধিজনক কর্ম্ম ও চন্দ্রলোকে অনুষ্ঠিত শ্রবণাদিসাধন দ্বারা ক্রমে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৯॥

যাঁহারা অন্নরূপে সম্পন্ন হয়েন, তাঁহারা পিতা-মাতা কর্ত্তৃক পরিভুক্ত হইয়া শুক্র-শোণিতাকারে পরিণত হইয়া গর্ভরূপে উৎপন্ন হয়েন এবং নিজকর্ম্মানুসারে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকাকার দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। হে রাম! এই পর্য্যন্ত আমি তোমার নিকট জীবের গতিবিষয়ক তত্ত্ব বর্ণন করিলাম, কেমন করিয়া তাহার মুক্তি হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ২০-২১॥

যে মানব সর্ব্বদা শমদমাদিসম্পন্ন হইয়া বিদ্যানিরত থাকেন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন॥ ২২॥

অর্চ্চিভূর্ত্বা দিনং প্রাপ্য শুক্লপক্ষমথোব্রজেৎ।
উত্তরায়ণমাসাদ্য সংবৎসরমথো ব্রজেৎ ॥ ২৩ ॥
আদিত চন্দ্রলোকৌ তু বিদ্যুল্লোকমতঃ পরম্।
অথ দিব্যঃ পুমান্ কশ্চিদ্ব্রহ্মলোকাদিহৈতি সঃ ॥ ২৪ ॥
দিব্যেবপুষি সন্ধ্যায় জীবমেবং নয়ত্যসৌ ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মলোকে দিব্যদেহে ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্।
তত্রোষিত্বা চিরং কালং ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
শুদ্ধব্রহ্মরতো যস্তু ন স যাত্যেব কুত্রচিৎ।
তস্য প্রাণা বিলীয়ন্তে জলে সৈন্ধবখিল্যবৎ ॥ ২৭ ॥

যে পন্থার অনুসরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন।—প্রথমে অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা, তৎপর দিবসাভিমানিনী দেবতা, অনন্তর শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, পরে উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা, তৎপর সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাস্বরূপ হইয়া, সূর্য্য ও চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক অনন্তর বিদ্যুৎলোক প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর কোন দিব্য পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে এই বিদ্যুৎলোকে আগমন করত, এই উপাসককে দিব্য শরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে সমনয়ন করিয়া থাকেন ॥ ২৩-২৫ ॥

অনন্তর উপাসক ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক দিব্য দেহাবলম্বনে যথেপ্সিত ভোগ্যবস্তুর ভোগ করিয়া সেইখানেই বহুকাল বাস করত ব্রহ্মের সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ২৬ ॥

পরন্তু যিনি শুদ্ধব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি কুত্রাপি গমন করেন না, তাঁহার প্রাণবায়ু, জলে সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় এই দেহেই বিলীন হইয়া যায় ॥ ২৭ ॥

স্বপ্নদৃষ্টা যথা সৃষ্টিঃ প্রবুদ্ধস্য বিলীয়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানবতস্তদ্বদ্বিলীয়ন্তে তদৈব তে।
বিদ্যাকর্ম্মবিহীনো যস্তৃতীয়ং স্থানমেতি সঃ॥ ২৮॥
ভুক্ত্বা চ নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবরৌরবান্।
পশ্চাৎ প্রাক্তনশেষেণ ক্ষুদ্রজন্তুর্ভবেদসৌ॥ ২৯॥
যূক-মশক-দংশাদিজন্মাসৌ লভতে ভুবি।
এবং জীবগতিঃ প্রোক্তা কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৩০॥

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ যত্ত্বয়া প্রোক্তং ফলন্তু জ্ঞানকর্ম্মণোঃ।
ব্রহ্মলোকে চন্দ্রলোকে যুঙ্‌ক্তে ভোগানিতি প্রভো॥ ৩১॥

যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু প্রবুদ্ধ হইলেই আর পরিদৃষ্ট হয় না, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাণাদি সমস্তই এই দেহে বিলীন হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি বিদ্যা ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মবিহীন, সেই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয় ব্যতীত অন্য আর এক স্থান প্রাপ্ত হয় এবং সেই স্থানে মহারৌরব ও রৌরব প্রভৃতি ভয়াবহ নরক ভোগ করিয়া অনন্তর অবশিষ্ট প্রাক্তন কর্ম্মবশে ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া উৎপন্ন হয়। অথবা যূকমশকাদিরূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। হে রাম! এই প্রকার জীবগতিবিষয়ক তত্ত্ব তোমাকে বলিলাম, অন্য আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা বল॥ ২৮-৩০॥

শ্রীরাম বলিলেন, ভগবন্! আপনি জ্ঞান ও কর্ম্মফলে ব্রহ্মলোক এবং চন্দ্রলোকে বিবিধ ভোগ করিয়া থাকে, ইহা কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু গন্ধর্ব্বাদি লোকে যে ভোগ হয়, তাহা এবং কেহ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, কেহ বা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন, ইত্যাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভোগ কর্ম্মফল অথবা

গন্ধর্ব্বাদিষু লোকেষু কথং ভোগঃ সমীরিতঃ ।
দেবত্বং প্রাপ্নুয়াৎ কশ্চিৎ কশ্চিদিন্দ্রত্বমেব চ ॥ ৩২ ॥
এতৎ কর্ম্মফলং বাস্তু বিদ্যাফলমথাপি বা ।
তদ্ব্রূহি গিরিজাকান্ত ! তত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

তদ্বিদ্যাকর্ম্মণোরেবানুসারেণ ফলং ভবেৎ ।
যুবা চ সুন্দরঃ শূরো নীরোগো বলবান্ ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
সপ্তদ্বীপাং বসুমতীং ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কণ্টকং যদি ।
স প্রোক্তো মানুষানন্দস্তস্মাচ্ছতগুণো মতঃ ॥ ৩৫ ॥
মনুষ্যস্তপসা যুক্তো গন্ধর্ব্বো জায়তেঽস্য তু ।
তস্মাচ্ছতগুণো দেবগন্ধর্ব্বাণাং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
এবং শতগুণানন্দ উত্তরোত্তরতো ভবেৎ ।
পিতৄণাং চিরলোকানামাজানসুরসম্পদাম্ ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানফলে সম্পাদিত হয়, তৎসমস্ত আমাকে বলুন। হে গিরিজানাথ! এই সমস্ত বিষয়ে আমার তীব্র সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩১-৩৩ ॥

ভগবান্ শিব বলিলেন, জ্ঞান ও কর্ম্মের তারতম্য বশতঃ পূর্ব্বোক্ত ফলতারতম্য হইয়া থাকে। যুবা, সুন্দর, বিক্রমশালী, নীরোগী এবং বলবান্ হইয়া এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে নিষ্কণ্টকভাবে ভোগ করাকেই মানুষানন্দ বলে, আর যে মনুষ্য তপোযুক্ত হইয়া গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সম্বন্ধে মানুষানন্দাপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দের সমুদ্ভূতি হইয়া থাকে এবং যাঁহারা দেবগন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের এতদপেক্ষাও শতগুণ আনন্দ সমুৎপন্ন হয় ॥ ৩৪-৩৬ ॥

এই প্রকার পিত্রাদির আনন্দ উত্তরোত্তর শতগুণ অধিক জানিবে।

দেবতানামথেন্দ্রস্য গুরোস্তদ্বৎ প্রজাপতেঃ।
ব্রহ্মণশ্চৈবমানন্দাঃ পুরস্তাদুত্তরোত্তরম্ ॥ ৩৮ ॥
জ্ঞানাধিক্যাৎ সুখাধিক্যং নান্যদস্তি সুরালয়ে।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যশ্চ দ্বিজো ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥
তস্যাপ্যেবং সমাখ্যাতা আনন্দাশ্চোত্তরোত্তরম্।
আত্মজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্দশরথাত্মজ ॥ ৪০ ॥
ব্রাহ্মণঃ কর্ম্মভির্নৈব বর্দ্ধতে নৈব হীয়তে।
ন লভ্যঃ পাতকেনৈব কর্ম্মণা জ্ঞানবান্ যদি ॥ ৪১ ॥

যথা—দেবগন্ধর্ব্বাপেক্ষায় পিতৃগণের শতগুণ, কর্ম্ম দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের তদপেক্ষায় শতগুণ, তদপেক্ষায় দেবগণের শতগুণ, তদপেক্ষায় ইন্দ্রের, তদপেক্ষায় বৃহস্পতির এবং তদপেক্ষায় প্রজাপতি ব্রহ্মার শতগুণ আনন্দ জানিবে ॥ ৩৭-৩৮ ॥

জ্ঞান ও কর্ম্মের আধিক্য বশতঃই স্বর্গে সুখাধিক্য হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত অন্য কারণ নাই। যিনি বেদবিৎ, নিষ্পাপ ও নিষ্কাম দ্বিজ-শব্দবাচ্য, তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার আনন্দই একদা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ; অতএব হে দাশরথে ! আত্মজ্ঞান অপেক্ষায় আর কিছুই শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই জানিবে ॥ ৩৯-৪০ ॥

ইদানীং জ্ঞানী ব্যক্তির প্রশংসা করিতেছেন।—যিদি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ, তিনি বিধি-নিষেধের অতীত, তাদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে পাপকর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি কেবলমাত্র পুণ্যপুঞ্জবলেই সুলভ্য হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বাধিকো বিপ্রো জ্ঞানবানেব জায়তে।
জ্ঞাত্বা যঃ কুরুতে কর্ম্ম তস্যাক্ষয্যফলং ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ কোটিব্রাহ্মণভোজনৈঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জ্ঞানিনং যস্তু ভোজয়েৎ ॥ ৪৩ ॥
জ্ঞানবন্তং দ্বিজং যস্তু দ্বিষ্যতে চ নরাধমঃ।
স শুষ্যমাণো ম্রিয়তে যস্মাদীশ্বর এব সঃ ॥ ৪৪ ॥
উপাসকো ন যাত্যেব যস্মাৎ পুনরধোগতিম্।
উপাসনরতো ভূত্বা তস্মাদাস্স্ব সুখী নৃপ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শিবরাঘবসংবাদে জীবস্বরূপকথনং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অতএব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক জানিবে। কিন্তু যিনি জ্ঞানী ব্যক্তিকে জানিয়া তাঁহার সেবাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার অক্ষয্য ফল হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

মানব কোটি ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া যে ফললাভ করিতে পারে, একটি জ্ঞানি-ভোজনেই সেই ফললাভে সমর্থ হয় ॥ ৪৩ ॥

যে নরাধম ব্যক্তি জ্ঞানিপুরুষের প্রতি দ্বেষ করে, সে ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হয়; কারণ, জ্ঞানী ঈশ্বরস্বরূপ, তাঁহাকে দ্বেষ করিলে ঈশ্বরের প্রতিই দ্বেষ করা হয় ॥ ৪৪ ॥

হে নৃপতে! উপাসক ব্যক্তি কখনই অধোগতি প্রাপ্ত হয়েন না, অতএব উপাসনানিরত হইয়া সংসারভয় পরিহার পূর্ব্বক বিরাজ কর ॥ ৪৫ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ নমস্তেঽস্তু মহেশ্বর।
উপাসনবিধিং ব্রূহি দেশং কালস্তু তস্য তু ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু রাম প্রবক্ষ্যামি দেশকালমুপাসনম্।
মদংশেন পরিচ্ছিন্না দেহাঃ সর্ব্বদিবৌকসাম্ ॥ ২ ॥
যে ত্বন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব রাজেন্দ্র যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, হে ভগবন্ দেবদেব মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি এখন উপাসনাবিধি এবং তাহার দেশ ও কাল নির্দ্দেশ করিয়া আমায় বলুন ॥ ১ ॥

মহেশ্বর বলিলেন, হে রাম! উপাসনার দেশ, কাল ও উপাসনা-বিধি শ্রবণ কর। সমস্ত দেবগণের দেহই মদংশ দ্বারা অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-চৈতন্য দ্বারা উপলক্ষিত; অতএব উহা অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তত্তৎ অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং যাহারা অন্য দেবতার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভজনা করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু আমিই যে সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং সর্ব্বফলপ্রদ ইত্যাদি আমার স্বরূপ জানিতে পারে না, তাই তাদৃশ ভজনা অবিধিপূর্ব্বক সম্পাদিত হয় ॥ ২-৩ ॥

যস্মাৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং মত্তো ন ব্যতিরিচ্যতে।
সর্ব্বক্রিয়াণাং ভোক্তাহং সর্ব্বস্যাহং ফলপ্রদঃ ॥ ৪ ॥
যেনাকারেণ যে মর্ত্ত্যা মামেবৈকমুপাসতে।
তেনাকারেণ তেভ্যোঽহং প্রসন্নো বাঞ্ছিতং দদে ॥ ৫ ॥
বিধিনাঽবিধিনা বাপি ভক্ত্যা যে মামুপাসতে।
তেভ্যঃ ফলং প্রযচ্ছামি প্রসন্নোঽহং ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৭ ॥
স্বজীবত্বেন যো বেত্তি মামেবৈকমনন্যধীঃ।
তং ন পশ্যন্তি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকান্যপি ॥ ৮ ॥

এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আমা হইতে অতিরিক্ত বস্তু নহে, আমিই সমস্ত ক্রিয়ার ভোক্তা, আমিই সমস্ত ক্রিয়ার ফলদাতা; অতএব বিষ্ণ্বাকার, শিবাকারাদি যেরূপেই যে উপাসনা করুক না কেন, একমাত্র আমাকেই সকলে উপাসনা করিয়া থাকে, সুতরাং তত্তদাকারে আমিই প্রসন্ন হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকি ॥ ৪-৫ ॥

যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে উপাসনা করে, তাহারা ঐ উপাসনা বিধিপূর্ব্বকই করুক অথবা অবিধিপূর্ব্বকই করুক, আমি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করি, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বে দুরাচার থাকিয়াও যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। কারণ, সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে দুরাচার থাকিলেও সম্প্রতি উত্তম বিষয়েই নিশ্চয়বান হইয়াছে ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে জীবাত্মারূপে জানিতে

উপাসাবিধয়স্তত্র চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সম্পদারোপসম্বর্গাধ্যাসা ইতি মনীষিভিঃ॥ ৯॥
অল্পস্য চাধিকত্বেন গুণযোগাদ্বিচিন্তনম্।
অনন্তং বৈ মন ইতি সম্পদ্বিধিরুদীরিতঃ॥ ১০॥
বিধাবারোপ্য যোপাসা সারোপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যদ্বদোঙ্কারমুদ্গীথমুপাসীতেত্যুদাহৃতঃ॥ ১১॥
আরোপো বুদ্ধিপূর্ব্বেণ য উপাসাবিধিশ্চ সঃ।
যোষিত্যগ্নিমতির্যত্তদধ্যাসঃ স উদাহৃতঃ॥ ১২॥

পারে, সেই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহও দর্শন করিতে পারে না, অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি পাপেও লিপ্ত হয়েন না॥ ৮॥

ইদানীং উপাসনার প্রকারভেদ বলিতেছেন।—মনীষিগণ উপাসনাকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—সম্পদ্, আরোপ, সম্বর্গ ও অধ্যাস॥ ৯॥

পরিচ্ছিন্ন মনের অনন্ত বৃত্তিরূপ গুণযোগবশতঃ অধিকত্বরূপে সাদৃশ্য গ্রহণ পূর্ব্বক "বিশ্বদেবগণ অনন্ত" এই প্রকার যে চিন্তন, তাহাকে সম্পদ্ উপাসনা বলে॥ ১০॥

অঙ্গে আরোপপূর্ব্বক যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে আরোপোপাসনা বলে। যেমন শ্রুতিতে উদ্গীথ শব্দবাচ্য ওঁকারের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ১১॥

বুদ্ধিপূর্ব্বক আরোপ করিয়া যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে অধ্যাস বলে। যেমন শ্রুতিতে স্ত্রীসম্বন্ধে অগ্নিজ্ঞানে উপাসনা-বিধি কথিত হইয়াছে॥ ১২॥

ক্রিয়াযোগেন চোপাসাবিধিঃ সম্বর্গ উচ্যতে।
সংবর্ত্তবায়ুঃ প্রলয়ে ভূতান্যেকোঽবসীদতি ॥ ১৩ ॥
উপসঙ্গম্য বুদ্ধ্যা যদাসনং দেবতাত্মনা।
তদুপাসনমন্তঃ স্যাত্তদ্বহিঃ সম্পদাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানান্তরানন্তরিতসজাতিজ্ঞানসন্ততেঃ।
সম্পন্নদেবতাত্মত্বমুপাসনমুদীরিতম্ ॥ ১৫ ॥
সম্পদাদিষু বাহ্যেষু দৃঢ়বুদ্ধিরুপাসনম্।
কর্ম্মকালে তদঙ্গেষু দৃষ্টিমাত্রমুপাসনম্।
উপাসনমিতি প্রোক্তং তদঙ্গানি ব্রুবে শৃণু ॥ ১৬ ॥

ক্রিয়াযোগের দ্বারা যে উপাসনা করা হয়, তাহার নাম সম্বর্গ উপাসনা। যেমন প্রলয়কালে এক সংবর্ত্ত নামক বায়ু সমস্ত ভূতকে অবসন্ন করে, সেই প্রকার এই সম্বর্গ উপাসনাতেও সমস্ত ভূত বশীকৃত হয়, তাই ইহাকে সম্বর্গ বলে ॥ ১৩ ॥

গুরূপলব্ধ জ্ঞানবলে উপাস্য দেবতা এবং নিজের যে অভেদভাবে অবস্থান, তাহাকেই অন্তরঙ্গ ভূত-উপাসনা বলে। পূর্ব্বে যে সম্পদাদি উপাসনার বিষয় বলা হইল, ইহারা বহিরঙ্গ উপাসনা বলিয়া গণ্য ॥ ১৪ ॥

চিত্তের অন্য জ্ঞান-প্রবাহ বিদূরিত করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে কেবলমাত্র উপাস্য-বিষয়িণী চিন্তাকেই উপাসনা বলে। এতাদৃশ উপাসনায়ই দেবতা ও জীবাত্মার অভেদ ভাব সম্পন্ন হয় ॥ ১৫ ॥

সম্পদাদি পূর্ব্বোক্ত বহিরঙ্গ উপাসনায় যখন দৃঢ়বুদ্ধি হইবে, তখন তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরঙ্গ উপাসনার অনুষ্ঠান করিবে। এই পর্য্যন্ত উপাসনাবিষয় বলিলাম, এখন উপাসনার সকল শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

তীর্থক্ষেত্রাদিগমনং শ্রদ্ধাং তত্র পরিত্যজেৎ।
স্বচিত্তৈকাগ্রতা যত্র তত্রাসীত সুখং দ্বিজঃ ॥ ১৭ ॥
কম্বলে মৃদুতল্পে বা ব্যাঘ্রচর্ম্মণি বাস্থিতঃ।
বিবিক্তদেশে নিয়তঃ সমগ্রীবশিরস্তনুঃ ॥ ১৮ ॥
অত্যাশ্রমস্থঃ সকলানীন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য চ।
ভক্ত্যাথ স্বগুরুং নত্বা যোগং বিদ্বাংশ্চ যোজয়েৎ ॥ ১৯ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যব্যক্তমনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ২০ ॥
বিজ্ঞানিনস্তু ভবতি যুক্তেন মনসা সহ।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ২১ ॥

তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রাদিতে গমন এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিবে। যেখানে নিজচিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, সেইখানেই সুখে উপবেশন করিবে ॥ ১৭ ॥

নির্জ্জন প্রদেশে কম্বল, মৃদুবস্ত্রনির্ম্মিত আসন অথবা ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি গ্রীবা, শিরোদেশ ও অন্যান্য অঙ্গগুলি সরলভাবে রাখিয়া সংযতচিত্তে উপবেশন করিবে ॥ ১৮ ॥

বিধিপূর্ব্বক ভস্মধারণ করতঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে নিরুদ্ধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নিজ গুরুকে প্রণাম করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি যোগানুষ্ঠান প্রয়োগ করিবেন ॥ ১৯ ॥

যেমন দুষ্ট অশ্বগণ সারথির বশীভূত হয় না, তেমনই যে ব্যক্তি বিবেকশূন্য এবং মুগ্ধচিত্ত, তাহার ইন্দ্রিয়গণ কদাপি বশীকৃত হয় না ॥ ২০ ॥

যিনি বিজ্ঞানবান্ পুরুষ, তাঁহার সম্বন্ধে সাধু অশ্বগণ সারথির ন্যায় বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারমপি গচ্ছতি ॥ ২২ ॥
বিজ্ঞানী যস্তু ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তৎপদমবাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ২৩ ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহ এব চ।
সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি মমৈব পরমং পদম ॥ ২৪ ॥
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিশদং তথা।
বিশোকঞ্চ বিচিন্ত্যাত্র ধ্যায়েন্মাং পরমেশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥
অচিন্ত্যরূপমব্যক্তমনন্তমমৃতং শিবম্।
আদিমধ্যান্তরহিতং প্রশান্তং ব্রহ্ম কারণম্ ॥ ২৬ ॥

যে ব্যক্তি বিবেকশূন্য ও চঞ্চলচিত্ত, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচ-সম্পন্ন হইলেও সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না, পরন্তু পুনঃ পুনঃ সংসারেই প্রবর্ত্তমান হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যিনি বিবেকবান্, স্থিরচিত্ত এবং সর্ব্বদা শৌচপরায়ণ পুরুষ, তিনি সেই পরমপদলাভ করিয়া পুনরায় আর সংসারী হয়েন না ॥ ২৩ ॥

যাঁহার বিবেকই সারথি এবং মনই রথ-রজ্জু, তিনি এই সংসারমার্গের পারভূত আমারই পরমপদ মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৪ ॥

রজোগুণকার্য্যকামাদি-রহিত, সত্ত্বগুণকার্য্য-শমাদিগুণযুক্ত, নির্ম্মল, তমোগুণকার্য্যবিরহিত-হৃদয়-পুণ্ডরীকের চিন্তা করত এই হৃৎপুণ্ডরীকে পরমেশ্বর আমাকে ধ্যান করিবে ॥ ২৫ ॥

আমাকে কিরূপে ধ্যান করিবে, তাহা বলিতেছি, অপ্রত্যর্ক্যস্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, বিনাশ-রহিত, কল্যাণস্বরূপ, নিখিল কার্য্যের

এবং বিভুং চিদানন্দমরূপমজমদ্ভুতম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশমুমাদেহার্দ্ধধারিণম্॥ ২৭॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্।
জটাধরং চন্দ্রমৌলিং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্॥ ২৮॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ঞ্চ বরেণ্যমভয়প্রদম্।
পরাভ্যামূর্দ্ধহস্তাভ্যাং বিভ্রাণং পরশুং মৃগম।
ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥ ২৯॥
এবমাত্মারণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ সাক্ষাৎ পশ্যতি মাং জনঃ॥ ৩০॥
বেদবাক্যৈরলভ্যোঽহং ন শাস্ত্রৈর্নাপি চেতসা।
ধ্যানেন বৃণুতে যো মাং সর্ব্বদাহং বৃণোমি তম্॥ ৩১॥

কারণ, ব্রহ্মস্বরূপ, পরিব্যাপক, জ্ঞান ও সুখস্বরূপ, রূপপরিশূন্য, উৎপত্তিবিরহিত হইয়াও যখন মায়োপহিত হয়েন, তখন নির্ম্মল স্ফটিকসদৃশ, উমাদেহার্দ্ধধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মরূপবস্ত্রপরিধায়ী, নীলকণ্ঠ, ত্রিনয়ন, জটাধারী, চন্দ্রশেখর, নাগযজ্ঞোপবীতধর, ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অভয়প্রদ, উর্দ্ধস্থিত হস্তদ্বয়ে পরশু ও মৃগধারী, ভস্মভূষিতসর্ব্বাঙ্গ এবং সর্ব্বালঙ্কারশোভিত আমাকে ধ্যান করিবে॥২৬-২৯॥

এই প্রকারে আত্মাকে অরণি (অগ্নিচয়নার্থ দণ্ডবিশেষ) এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ মন্থনের অভ্যাস বশতঃ মানব আমাকে সাক্ষাৎরূপে দর্শন করিতে পারে॥ ৩০॥

আমি বেদবাক্য বা শাস্ত্র দ্বারা অলভ্য বস্তু, আমাকে অসংযত চিত্ত দ্বারাও লাভ করিতে পারে না। যিনি ধ্যানের দ্বারা আমাকে প্রপন্ন হয়েন, আমি তাঁহাকে সর্ব্বদাই প্রপন্ন হইয়া থাকি॥ ৩১॥

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো ন সমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেন লভেত মাম্ ॥ ৩২ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চো যঃ প্রকাশতে।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তজ্জ্যোতির্লক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ ॥ ৩৪ ॥
কোটিমধ্যাহ্নসূর্য্যাভং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিনয়নং স্মেরবক্ত্রং সরোরুহম্ ॥ ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি পাপাচরণ হইতে বিরত নয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা অশান্ত, শ্রবণাদি বিষয়ে অসমাহিত এবং চঞ্চলচিত্ত, তাদৃশ ব্যক্তি কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা কদাপি আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩২ ॥

যিনি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থায় সাক্ষিরূপে প্রকাশমান থাকেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে জানিয়া মানব সকল প্রকার সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থায়ই যিনি ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগরূপে অবস্থিত থাকেন, সেই জ্যোতিঃস্বরূপ, সাক্ষী, চিন্ময় সদাশিবরূপে আমাকে জানিবে ॥ ৩৪ ॥

যিনি আমাকে কোটি মধ্যাহ্নকালীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত, কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল অর্থাৎ ত্রিতাপহারী, সূর্য্যচন্দ্রাগ্নি-নয়ন এবং স্মেরাননকমলরূপে ধ্যান করেন, তিনি সর্ব্ববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন ॥ ৩৫ ॥

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ,
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ৩৬ ॥
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপ্যেকং বীজং নিত্যদা যঃ করোতি।
তং মাং নিত্যং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং
শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ৩৭ ॥
অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত এই বিষয়টি শ্রুতি-সংগ্রহের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—যিনি এক, অদ্বিতীয়, দ্যোতনস্বভাব, সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ, সর্ব্ববিষয়ে অধ্যক্ষ, প্রেরয়িতা, যাঁহাতে সর্ব্বভূত অধিবাস করিতেছে, যিনি সাক্ষিস্বরূপ, কেবল, অবিদ্যারহিত এবং নির্গুণ পদার্থ, যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে একাকীই অবস্থিত ছিলেন এবং সৃষ্টির পরে সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, যিনি মায়াখ্য জীবকে সর্ব্বদা স্বসত্তায় অবভাসিত করেন, এতাদৃশ আমাকে যে ধীর ব্যক্তি সর্ব্বদা সাক্ষাৎকার করিতে পারে, তাঁহার কৈবল্যরূপ মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা ভেদদর্শী, তাঁহাদের মুক্তি হইতে পারে না ॥ ৩৬-৩৭ ॥

অগ্নি যেমন লোহাদি দাহ্য পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া তত্তদুপাধিবশতঃ চতুষ্কোণ-দীর্ঘ-বক্রাদি আকার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা তত্তদুপাধিবশতঃ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও লৌকিক দুঃখ দ্বারা বিলিপ্ত হয়েন না। কারণ, ইনি বাহ্য অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মাতীত পদার্থ ॥ ৩৮ ॥

বেদেহ যো মাং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
স এব বিদ্বানমৃতোঽত্র ভূয়ান্নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে॥ ৩৯॥
হিরণ্যগর্ভং বিদধামি পূর্ব্বং, বেদাংশ্চ তস্মৈ প্রহিণোমি যোঽহম্।
তং দেবমীড্যং পুরুষং পুরাণং, নিশ্চিত্য মাং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥৪০॥
এবং শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্বেত্তি মাং তত্ত্বতস্তু যঃ॥
নির্মুক্তদুঃখসন্তানঃ সোঽন্তে ময্যেব লীয়তে॥ ৪১॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শিবগীতাস্থূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শিবরাঘব-সংবাদে উপাসাজ্ঞানফলং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

যে জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বান্তর্যামী, পরিব্যাপক, স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, প্রকৃতির অতীত পুরুষরূপে জানিতে পারেন, অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত অভেদে সাক্ষাৎ করিতে পারেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি এই সংসারে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকার আত্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর অন্য উপায় নাই॥ ৩৯॥

আমিই হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমিই তাঁহাকে বেদোপদেশ করিয়াছি, এতাদৃশ বরণীয় পুরুষ আমাকে যিনি স্বাত্মরূপে নিশ্চয় করিতে পারেন, তিনি মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়েন॥ ৪০॥

এই প্রকারে শান্ত্যাদি গুণসম্পন্ন হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে, সে সমস্ত দুঃখ অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে আমাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪১॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ।

এবং শ্রুত্বা কৌশলেয়স্তুষ্টো মতিমতাং বরঃ।
পপ্রচ্ছ গিরিজাকান্তং সুভগং মুক্তিলক্ষণম্ ॥ ১ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ করুণাবিষ্টহৃদয় ত্বং প্রসীদ মে।
স্বরূপলক্ষণং মুক্তেঃ প্রব্রূহি পরমেশ্বর ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সালোক্যমপি সারূপ্যং সার্ষ্ট্যং সাযুজ্যমেব চ।
কৈবল্যঞ্চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তিং রাঘব পঞ্চধা ॥ ৩ ॥

সূত বলিলেন, মতিমান্‌গণের শ্রেষ্ঠ রাম এই প্রকার উপাসনা-বিধি শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং গিরিজাবল্লভকে শোভন মুক্তির লক্ষণ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, হে ভগবন্ করুণাময়চিত্ত পরমেশ্বর! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বরূপলক্ষণ মুক্তির বিষয় কীর্ত্তন করুন ॥ ২ ॥

ভগবান্ মহেশ্বর বলিলেন, হে রাঘব! মুক্তি পঞ্চ প্রকার,—সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্ট্য, সাযুজ্য * এবং কৈবল্য ॥ ৩ ॥

---

* ভগবানের সহিত একলোকে বাস করার নাম সালোক্য, ভগবানের সমান রূপপ্রাপ্তির নাম সারূপ্য, ভগবানের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার নাম সার্ষ্ট্য এবং ভূত যেমন অন্য মানব-শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষয় ভোগ করে, তেমনই হিরণ্যগর্ভাদির দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষয় ভোগ করার নাম সাযুজ্য।

মাং পূজয়তি নিষ্কামঃ সর্ব্বদা জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স মে লোকং সমাসাদ্য ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ৪ ॥
জ্ঞাত্বা মাং পূজয়েদ্‌যস্তু সর্ব্বকামবিবর্জ্জিতঃ।
ময়া সমানরূপঃ সন্মম লোক মহীয়তে ॥ ৫ ॥
ইষ্টাপূর্ত্ত্যাদিকর্ম্মাণি মৎপ্রীত্যৈ কুরুতে তু যঃ।
যৎ করোতি যদশ্নাতি যজ্জুহোতি দদাতি যৎ ॥ ৬ ॥
যত্তপস্যতি তৎসর্ব্বং যঃ করোতি মদর্পণম্।
মল্লোকে স শ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে মত্তুল্যং প্রাভবং ভজন্ ॥ ৭ ॥
যস্তু শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্মামাত্মত্বেন পশ্যতি।
স জায়তে পরং জ্যোতিরদ্বৈতঃ ব্রহ্ম কেবলম্।
অতঃ স্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি মৎস্বরূপানভিজ্ঞ হইয়া নিষ্কামভাবে আমাকে পূজা করে, সেই ব্যক্তি আমার লোক প্রাপ্ত হইয়া অভীপ্সিত বিষয় ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি আমার স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বকামনা-বিবর্জ্জিতভাবে আমাকে অর্চ্চনা করেন, তিনি আমার সমানরূপ হইয়া আমার লোকে বসতি করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি আমার প্রীতি উদ্দেশ্য করিয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে এবং যে কিছু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, যাহা কিছু ভোজন করে, যাহা কিছু হোম করে, যাহা কিছু দান করে এবং যে কিছু তপস্যার অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই আমাকে সমর্পণ করে, সেই মানব আমার তুল্য প্রভুত্বভাগী হইয়া আমার লোকে শ্রীভোগ করে ॥ ৬-৭ ॥

যিনি শান্ত্যাদি সংযুক্ত হইয়া আমাকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদানন্দং ব্রহ্ম কেবলম্ ।
সর্ব্বধর্ম্মবিহীনঞ্চ মনোবাচামগোচরম্॥ ৯ ॥
সজাতীয়বিজাতীয়পদার্থানামসম্ভবাৎ ।
অন্তস্তদ্ব্যতিরিক্তানামদ্বৈতমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১০ ॥
মত্তা রূপমিদং রাম শুদ্ধং যদভিধীয়তে ।
ময্যেব দৃশ্যতে রূপং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১১ ॥
ব্যোম্নি গন্ধর্ব্বনগরং যথা দৃষ্টং ন দৃশ্যতে ।
অনাদ্যবিদ্যয়া বিশ্বং সর্ব্বং ময্যেব কল্প্যতে ॥ ১২ ॥

করেন, তিনি পরমজ্যোতিঃস্বরূপ অদ্বৈত কেবল ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হয়েন, তাই বলিয়াছেন, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতির নামই পরম মুক্তি ॥ ৮ ॥

ইদানীং ব্রহ্ম কীদৃশ বস্তু, তাহা বলিতেছেন ।—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দস্বরূপ ; ইনি সর্ব্বধর্ম্ম-বিহীন এবং মনোবাক্যের অগোচর পদার্থ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সজাতীয় বিজাতীয় অন্য পদার্থের অসম্ভব বশতঃ ব্রহ্ম অদ্বৈত নামে অভিহিত হয়েন ॥ ১০ ॥

হে রাম ! এই যে শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, ইহাকে স্বাত্মরূপে জানিয়া জীব মুক্ত হইয়া থাকে। এই শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ আমাতেই অবিদ্যা দ্বারা দৃশ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

যেমন আকাশে গন্ধর্ব্ব-নগর পরিদৃষ্ট হইলেও পরমার্থতঃ উহা মিথ্যা পদার্থ, তেমনই অনাদি অবিদ্যা বশতঃ আমাতে এই বিশ্ব দৃষ্ট হইলেও পরমার্থরূপে উহা মিথ্যা বস্তু জানিবে ॥ ১২ ॥

মম স্বরূপজ্ঞানেন যদাঽবিদ্যা প্রণশ্যতি।
তদৈক এব বর্ত্তেঽহং মনোবাচামগোচরঃ ॥ ১৩ ॥
সদৈব পরমানন্দঃ স্বপ্রকাশশ্চিদাত্মনা।
ন কালঃ পঞ্চভূতানি ন দিশো বিদিশশ্চ ন ॥ ১৪ ॥
মদন্যন্নাস্তি যৎ কিঞ্চিত্তদা বর্ত্তেঽহমেকলঃ ॥ ১৫ ॥
ন সংদৃশে তিষ্ঠতি মে স্বরূপং, ন চক্ষুষা পশ্যতি মান্ত কশ্চিৎ।
হৃদা মনীষামনসাভিকৢপ্তং যে মাং বিদুস্তে হ্যমৃতা ভবন্তি ॥১৬॥

শ্রীরাম উবাচ।

কথং ভগবতো জ্ঞানং শুদ্ধং মর্ত্ত্যস্য জায়তে।
তত্রোপায়ং হর ব্রূহি ময়ি তেঽনুগ্রহো যদি ॥ ১৭ ॥

যখন আমার শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন মনোবাক্যের অবিষয়ীভূত একমাত্র আমিই বর্ত্তমান থাকি ॥ ১৩॥

আমি সর্ব্বদাই পরমানন্দ স্বপ্রকাশ চিদ্রূপে অবস্থিত আছি। কাল, পঞ্চভূত, দিক্‌বিদিক্, কিছুই আমার স্বরূপ নহে, আমি এতৎসমস্ত হইতে পৃথক্ ॥ ১৪ ॥

মদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে তখন আমি একই বর্ত্তমান থাকি ॥ ১৫ ॥

আমার নীল, পীত, হ্রস্ব-দীর্ঘাদি কোন প্রকার আকৃতি নাই, অতএব ব্রহ্মাদি কোন জীবই চক্ষুর্দ্বারা আমাকে দেখিতে পায় না। কিন্তু যিনি হৃদয়স্থ শ্রবণাত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা নিদিধ্যাসনপূর্ব্বক আমাকে সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তিনি অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, হে মহেশ্বর। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া,

শ্রীভগবানুবাচ।

বিরজ্য সর্ব্বভূতেভ্য আবিরিঞ্চিপদাদপি।
ঘৃণাং বিতত্য সর্ব্বত্র পুত্ৰমিত্রাদিকেষ্বপি ॥ ১৮ ॥
শ্রদ্ধালুর্ম্মোক্ষশাস্ত্রেষু বেদান্তজ্ঞানলিপ্সয়া।
উপায়নকরো ভূত্বা গুরুং ব্রহ্মবিদং ব্রজেৎ ॥ ১৯ ॥
সেবাভিঃ পরিতোষ্যৈনং চিরকালং সমাহিতঃ।
সর্ব্ববেদান্তবাক্যার্থং শৃণুয়াৎ সুসমাহিতঃ ॥ ২০ ॥
সর্ব্ববেদান্তবাক্যানামপি তাৎপর্য্যনিশ্চয়ম্।
শ্রবণং নাম তৎ প্রাহুঃ সর্ব্বে তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২১ ॥
লোহমণ্যাদিদৃষ্টান্তৈর্যুক্তিভির্যদ্বিচিন্তনম্।
তদেব মননং প্রাহুর্ব্বাক্যার্থস্যোপবৃংহণম্ ॥ ২২ ॥

মানব কি প্রকারে আপনার শুদ্ধরূপের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন। ১৭ ॥

শ্রীভগবান্ শিব বলিলেন, সমস্ত প্রাণী, এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তও যিনি বিরক্ত হইতেছেন এবং পুত্র-মিত্রাদি বিষয়ে যাঁহার ঘৃণাভাব সম্পাদিত হইয়াছে, যিনি বেদান্ত-জ্ঞানলিপ্সু হইয়া মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্রবিষয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তিনি হস্তে সমিধাদি গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিৎ গুরুর শরণাগত হইবেন এবং বহুকাল সমাহিতচিত্তে গুরুর সন্তোষসাধন করিয়া অপ্রমত্তভাবে সমস্ত বেদান্ত-বাক্যার্থ শ্রবণ করিবেন ॥ ১৮-২০ ॥

ব্রহ্মবাদিগণ সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করার নামই শ্রবণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

লোহ, মণি প্রভৃতি সর্ব্ববেদান্ত-প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তরূপ যুক্তি দ্বারা তত্ত্বমস্যাদি বাক্যার্থের বিচার করার নাম মনন ॥ ২২ ॥

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
সদা শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্নাত্মন্যাত্মানমীক্ষতে॥ ২৩॥
যৎ সদা ধ্যানযোগেন তন্নিদিধ্যাসনং স্মৃতম্॥ ২৪॥
সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়বশাৎ সাক্ষাৎকারোঽপি চাত্মনঃ।
কস্যচিজ্জায়তে শীঘ্রং চিরকালেন কস্যচিৎ॥ ২৫॥
কূটস্থানীহ কর্ম্মাণি কোটিজন্মার্জ্জিতান্যপি।
জ্ঞানেনৈব বিনশ্যন্তি ন তু কর্ম্মাযুতৈরপি॥ ২৬॥
জ্ঞানাদূর্দ্ধন্তু যৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যং বা পাপমেব বা।
ক্রিয়তে বহু বাল্পং বা ন তেনায়ং বিলিপ্যতে॥ ২৭॥
শরীরারম্ভকং যত্তু প্রারব্ধং কর্ম্ম জন্মিনঃ।
তদ্ভোগেনৈব নষ্টং স্যান্ন তু জ্ঞানেন নশ্যতি॥ ২৮॥

নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, সঙ্গরহিত ও সর্ব্বদা শান্ত্যাদিগুণযুক্ত হইয়া ধ্যানযোগ দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার করার নাম নিদিধ্যাসন॥ ২৩-২৪॥

যাঁহার জ্ঞান-প্রতিবন্ধক কর্ম্মের সহসা ক্ষয় হয়, তিনিই বহুকালে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়েন॥ ২৫॥

জন্মার্জ্জিত কূটস্থ অর্থাৎ যাহার কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, তাদৃশ কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত এই কর্ম্মরাশি বহুসহস্র কর্ম্মের দ্বারাও বিনষ্ট হইতে পারে না॥ ২৬॥

একবার জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে তৎপর পুণ্যই করুক আর পাপই করুক, উহা বহুলই হউক আর অল্পই হউক, তদ্দ্বারা জীব বিলিপ্ত হয় না॥ ২৭॥

প্রাণীর এই দেহারম্ভক যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, তাহা একমাত্র ভোগের

নির্ম্মোহো নিরহঙ্কারো নির্লেপঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
যঃ পশ্যন্ সঞ্চরত্যেব জীবন্মুক্তোঽভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥
অহিনির্ব্বয়িনী যদ্বদ্‌দ্রষ্টুঃ পূর্ব্বং ভয়প্রদা।
ততোঽস্য ন ভয়ং কিঞ্চিৎ তদ্বদ্‌দ্রষ্টুরয়ং জনঃ॥ ৩০ ॥
যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য বশংগতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ ৩১ ॥

দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহা বিনষ্ট করিতে জ্ঞানও সমর্থ হয় না ॥ ২৮ ॥

ইদানীং জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অবস্থা বর্ণন করিতেছেন।—যিনি নির্ম্মোহ অর্থাৎ বিবেকসম্পন্ন, নিরহঙ্কার, বিষয়াসক্তিরহিত, যিনি স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ে সঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বভূতেই আত্ম-সত্তার অনুভূতি এবং আত্মাতেই সমস্ত ভূতের অনুভূতি করত বিচরণ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত ॥ ২৯ ॥

যেমন সর্পের কঞ্চুক (ত্বক্) সর্পের গাত্রসংশ্লিষ্টাবস্থায় লোকের ভয়প্রদ হইয়া থাকে, কিন্তু যখন গাত্র হইতে বিশ্লিষ্ট হয়, তখন আর কেহই তাহা দেখিয়া ভীত হয় না, তদ্রূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও কাহারই ভয়প্রদ হয় না অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহাদির সহিত কোনও তাদাত্ম্যভাব থাকে না, সুতরাং তাহার দেহাদিজনিত কোন ভয়ই হওয়া সম্ভবে না ॥ ৩০ ॥

যখন মানবের হৃদয়স্থ বাসনারাশি প্রক্ষীণ হইয়া যায়, তখনই মানব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই শ্রুতির অনুশাসন ॥ ৩১ ॥

মোক্ষস্য ন হি বাসোঽস্তি ন গ্রামান্তরমেব বা।
অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থিনাশো মোক্ষ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩২ ॥
বৃক্ষাগ্রচ্যুতপাদো যঃ স তদৈব পতত্যধঃ।
তদ্বজ্‌জ্ঞানবতো মুক্তির্জ্জায়তে নিশ্চিতাপি তু ॥ ৩৩ ॥
তীর্থে চাণ্ডালগেহে বা যদি বা নষ্টচেতনঃ।
পরিত্যজন্দেহমেবং জ্ঞানাদেব বিমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥
সংবীতো যেন কেনাশ্নন্ ভক্ষ্যং বাঽভক্ষ্যমেব বা।
শয়ানো যত্র কুত্রাপি সর্ব্বাত্মা মুচ্যতেঽত্র সঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রত্যেক বস্তুরই যেমন এক একটি নির্দ্দিষ্ট আবাস থাকে, তদ্রূপ মোক্ষের কৈলাস-বৈকুণ্ঠাদি কোন নির্দ্দিষ্ট বসতি-স্থান নাই, অথবা মোক্ষ গ্রাম হইতে কোন গ্রামেও গমন করে না। কেবলমাত্র অজ্ঞানজনিত হৃদয়-গ্রন্থির বিনাশই মোক্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥৩২॥

যেমন বৃক্ষাগ্র হইতে পদচ্যুত হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই অধোভূমিতে পতিত হইবে, সেই প্রকার জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও মুক্তি নিশ্চয়ই হইবে ॥ ৩৩ ॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি তীর্থেই মৃত হউন আর চণ্ডাল-গৃহেই মৃত হউন, অথবা ব্রহ্মাকার বৃত্তিশূন্য হইয়াই মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হউন কিংবা ব্রহ্মাকার-বৃত্তিসম্পন্ন অবস্থায়ই দেহত্যাগ করুন, সর্ব্বাবস্থাতেই জ্ঞানবান্ মুক্তিভাগী হইবেন ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বাত্মা জীবন্মুক্ত মানব উত্তম অধম যে কোন প্রকার বস্ত্র দ্বারাই সংবৃত হউন না কেন, ভক্ষ্যাভক্ষ্য যাহাই আহার করুন না কেন এবং যে কোন স্থানেই শয়ান থাকুন না কেন, প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

ক্ষীরাদুদ্ধৃতমাজ্যং যৎ ক্ষিপ্তং পয়সি তৎ পুনঃ।
ন তেনৈবৈকতাং যাতি সংসারে জ্ঞানবাংস্তথা ॥ ৩৬ ॥
নিত্যং পঠতি যোঽধ্যায়মিমং রাম! শৃণোতি বা।
স মুচ্যতে দেহবন্ধাদনায়াসেন রাঘব ॥ ৩৭ ॥
ততঃ সংশয়চিত্তস্ত্বং নিত্যং পঠ মহীপতে।
অনায়াসেন তেনৈব সর্ব্বথা মোক্ষমাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শিবরাঘবসংবাদে মুক্তিকথনং
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

যেমন দুগ্ধ হইতে ঘৃতকে একবার পৃথক্ করিতে পারিলে আর তাহাতে মিলিত হয় না, সেই প্রকার যে ব্যক্তি দেহাদি হইতে আত্মাকে একবার পৃথক্ করিতে পারিয়াছেন, সেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আর সংসারে বিলিপ্ত হয়েন না। হে রঘূত্তম রাম! যে ব্যক্তি নিত্য এই অধ্যায়টি পাঠ বা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি অনায়াসে দেহবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৩৬-৩৭ ॥

হে মহীপতে! তুমি অসম্ভাবনাদি দ্বারা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছ, অতএব তুমি নিত্য ইহা পাঠ কর, তাহা হইলে অনায়াসে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৮ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্! যদি তে রূপং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
নিশ্চলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্॥ ১॥
সর্ব্বধর্ম্মবিহীনঞ্চ মনোবাচামগোচরম্।
সর্ব্বব্যাপিতয়াত্মানমীক্ষতে সর্ব্বতঃ স্থিতম্॥ ২॥
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্।
অমূর্ত্তং সর্ব্বভূতাত্মাকারং কারণকারণম্॥ ৩॥
যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যং বা তদগ্রাহ্যং কথং ভবেৎ।
অত্রোপায়মজানানস্তেন ভিন্নোঽস্মি শঙ্কর॥ ৪॥

শ্রীশিব উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি তত্রোপায়ং মহাভুজ।

শ্রীরাম বলিলেন, ভগবন্ শঙ্কর! আপনি যদি সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি, অবয়বরহিত, নিষ্ক্রিয়, নিস্তরঙ্গসমুদ্রসদৃশ প্রশান্ত, নির্দ্দোষ, নিঃসঙ্গ, সর্ব্বধর্ম্মবিহীন, মনোবাক্যের অগোচর, সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইয়া প্রকাশমানরূপে অবস্থিত, আত্মবিদ্যা ও তপস্যাগম্য, উপনিষদাবলীর তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত, অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বভূতাত্মস্বরূপ, মায়াদির সত্তাপ্রদ অর্থাৎ প্রকাশক, অদৃশ্য এবং দুর্ব্বিজ্ঞেয়স্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে কেমন করিয়া গ্রাহ্য হইবেন অর্থাৎ আমরা কি প্রকারে এতাদৃশ দুর্ব্বিজ্ঞেয় ভবদীয় স্বরূপে চিত্ত সমাহিত করিব? ইহার কোনই উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়াছি॥ ১-৪॥

শ্রীশিব বলিলেন, হে মহাবাহো রাম! তোমার পৃষ্ট বিষয়ের

সগুণোপাসনাভিস্তু চিত্তৈকাগ্র্যং বিধায় চ।
স্থূলসৌরাম্ভিকান্যায়াত্তত্র চিত্তং প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ৫ ॥
অস্মিন্নন্নময়ে পিণ্ডে স্থূলদেহে তনুভৃতাম্।
জন্মব্যাধিজরামৃত্যুনিলয়ে বর্ত্ততে দৃঢ়া।
আত্মবুদ্ধিরহংমানাৎ কদাচিন্নৈব হীয়তে ॥ ৬ ॥
আত্মা ন জায়তে নিত্যো ম্রিয়তে বা কথঞ্চন ॥ ৭ ॥
যজ্জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতেঽপি চ।
ক্ষীয়তে নশ্যতীত্যেতে ষড়্ভাবা বপুষঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮ ॥

উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সগুণোপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতাসাধন করত স্থূলসৌরাম্ভিকান্যায় * অনুসারে পূর্ব্ববর্ণিত আমার নির্গুণস্বরূপে চিত্ত প্রবর্ত্তিত করিবে ॥ ৫ ॥

শরীরিগণের অন্নবিকারময়, জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর আলয়স্বরূপ এই স্থূলদেহের সহিত অন্তঃকরণের তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ এই দেহে সর্ব্বদাই আত্মবুদ্ধি সুদৃঢ়রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই বুদ্ধির কখনই হীনতা হয় না ॥ ৬ ॥

বাস্তবিক পক্ষে এই দেহ আত্মা নহে, আত্মা জন্ম-বিনাশরহিত নিত্য পদার্থ, আর এই দেহ জন্ম, বিদ্যমানতা, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, বিনাশ এই ষড়্ভাববিকারবিশিষ্ট ; অতএব দেহ আত্মা হইতে পারে না ॥৭-৮॥

---

* জলাশয় পর্য্যন্ত গমন করিতে অসমর্থ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে মরীচিকাই জলরূপে দর্শন করাইয়া দূরে লইয়া যায়, তৎপর জলাশয় নিকটবর্ত্তী হইলে প্রকৃত জল দর্শন করাইয়া থাকে। ইহাকে স্থূল সৌরাম্ভিকান্যায় বলে। এখানেও প্রথমতঃ সংসারমুক্তি-অভীপ্সু মানবকে সগুণ উপাসনায় আরূঢ় করাইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে পরে নির্গুণোপাসনায় প্রবৃত্ত করাইবে, ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই উক্ত ন্যায়ের অবতারণা হইল।

অনাত্মনো ন বিকারিত্বং ঘটস্থনভসো যথা।
এবমাত্মাঽবপুস্তস্মাদিতি সংচিন্তয়েদ্‌বুধঃ ॥ ৯ ॥
মুষানিক্ষিপ্তহেমাভঃ কোশঃ প্রাণময়ো ভবেৎ।
ক্ষুৎপিপাসাপরাভূতো নায়মাত্মা জড়ো যতঃ ॥ ১০ ॥
চিদ্রূপ আত্মা যেনৈব স্বদেহমভিপশ্যতি।
আত্মৈব হি পরং ব্রহ্ম নির্লেপঃ সুখনীরধিঃ ॥ ১১ ॥
ন তদশ্নাতি কিঞ্চৈতত্তদ্‌যদশ্নাতি কিঞ্চন ॥ ১২ ॥
ততঃ প্রাণময়ে কোশে কোশোঽস্ত্যেব মনোময়ঃ।
স সংকল্পবিকল্পাত্মা বুদ্ধীন্দ্রিয়সমাযুতঃ ॥ ১৩ ॥

ঘটের বিকার হইলেও যেমন তৎস্থ আকাশের বিকৃতি হয় না, তেমনিই দেহের বিকার হইলেও আত্মার বিকার হয় না; অতএব বিবেকী ব্যক্তি আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্নরূপে চিন্তা করিবেন ॥ ৯ ॥

যেমন মূষা-(স্বর্ণদ্রব করার পাত্র) নিক্ষিপ্ত স্বর্ণ তৎসংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তাহা হইতে বিবিক্ত বস্তু, তেমনই আত্মা প্রাণময় কোশ-সংশ্লিষ্ট হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্ পদার্থ, কারণ, প্রাণময় কোশ ক্ষুৎপিপাসা-অভিভূত জড়পদার্থ, কিন্তু আত্মা তাদৃশ নহে ॥ ১০ ॥

আত্মা চিৎস্বরূপ, তদ্দ্বারাই স্বদেহের প্রকাশ হইয়া থাকে, এই আত্মাই নির্লেপ সুখসাগর পরমব্রহ্ম পদার্থ ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রাণময় কোশে অজ্ঞান বর্ত্তমান আছে, ইহা ব্রহ্মকে বশীকৃত করিতে পারে না অথচ তিনি অজ্ঞানকে স্বসত্তায় প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব এতাদৃশ ব্রহ্ম কেমন করিয়া প্রাণময় কোশ হইবেন? ১২ ॥

এই প্রাণময় কোশের অন্তরেই মনোময় কোশ বিদ্যমান

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো মোহো মাৎসর্য্যমেব চ।
মদশ্চেত্যরিষড়্‌বর্গো মমতেচ্ছাদয়োঽপি চ।
মনোময়স্য কোশস্য ধর্ম্মা এতস্য তত্র তু॥ ১৪॥
যা কর্ম্মবিষয়া বুদ্ধির্ব্বেদশাস্ত্রার্থনিশ্চিতা।
সা তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং বিজ্ঞানময়কোশতঃ॥ ১৫॥
ইহ কর্ত্তৃত্বাভিমানী স এব তু ন সংশয়ঃ।
ইহামুত্র গতিস্তস্য স জীবো ব্যবহারিকঃ॥ ১৬॥
ব্যোমাদিসাত্ত্বিকাংশেভ্যো জায়ন্তে ধীন্দ্রিয়াণি তু।
ব্যোম্নঃ শ্রোত্রং ভুবো ঘ্রাণং জলাজ্জিহ্বাথ তেজসঃ॥ ১৭॥

আছে। এই মনোময় কোশ সংকল্প-বিকল্পাত্মক এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়-সমাযুক্ত॥ ১৩॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য ও মত্ততা—এই ষড়্‌রিপু এবং মমতা-ইচ্ছাদি ইহারা সকলেই মনোময় কোশের ধর্ম্ম॥ ১৪॥

বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মবিষয়িণী বেদশাস্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশ নামে অভিহিত হয়॥ ১৫॥

এই বিজ্ঞানময় কোশবিশিষ্ট আত্মা কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই, ইহাকে ব্যবহারিক জীব বলে। এই জীবেরই ইহলোক পরলোকগমন হইয়া থাকে॥ ১৬॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে এক একটির সাত্ত্বিক অংশ হইতে বক্ষ্যমাণক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে আকাশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, পৃথিবী হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জল হইতে রসনেন্দ্রিয়, তেজ

চক্ষুর্ব্বায়োস্ত্বগুৎপন্না তেষাং ভৌতিকতা ততঃ ॥ ১৮ ॥
ব্যোমাদীনাং সমস্তানাং সাত্ত্বিকাংশেভ্য এব তু।
জায়তে বুদ্ধিমনসী বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা ॥ ১৯ ॥
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
ব্যোমাদীনাং রজোহংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যস্তান্যনুক্রমাৎ ॥২০॥
সমস্তেভ্যো রজোহংশেভ্যো পঞ্চপ্রাণাদিবায়বঃ।
জায়ন্তে সপ্তদশকমেবং লিঙ্গশরীরকম্ ॥ ২১ ॥
এতল্লিঙ্গশরীরস্তু তপ্তায়ঃপিণ্ডবদ্ যতঃ।
পরস্পরাধ্যাসযোগাৎ সাক্ষিচৈতন্যসংযুতম্ ॥ ২২ ॥

হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং বায়ু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, এই কারণে এই ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৭-১৮ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূত-সমষ্টির সাত্ত্বিক অংশ হইতে বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি হয়। এই বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মকা-বৃত্তিসম্পন্ন ॥ ১৯ ॥

বাক্, পাণি, পাদ, গুহ্য, উপস্থ—এই পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। ইহারা আকাশাদির পৃথক্ পৃথক্ রজোংহশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

আকাশাদির সমস্ত রজোংশ হইতে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু উৎপন্ন। এই পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ পদার্থ একত্র হইয়া লিঙ্গশরীর নামে কথিত হয় ॥২১॥

এই লিঙ্গশরীর তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ * পরস্পর অধ্যাস বশতঃ

---

* এক খণ্ড লৌহ অগ্নিতে সন্তপ্ত করিলে যেমন লৌহের গুরুত্বাদি ধর্ম্ম অগ্নিতে এবং অগ্নির দাহকত্বাদি ধর্ম্ম লৌহে আরোপিত বা অধ্যস্ত হয়, তেমনই লিঙ্গশরীর আত্মার সহিত সংবদ্ধ হওয়ায় লিঙ্গশরীরের কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আত্মাতে এবং আত্মার প্রকাশতাদি ধর্ম্ম লিঙ্গশরীরে অধ্যস্ত হইয়া থাকে।

তদানন্দময়ঃ কোশো ভোক্তৃত্বং প্রতিপদ্যতে।
বিদ্যাকর্ম্মফলাদীনাং ভোক্তেহামুত্র স স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥
য দাঽধ্যাসং বিহায়ৈব স্বস্বরূপেণ তিষ্ঠতি।
অবিদ্যামাত্রসংযুক্তঃ সাক্ষ্যাত্মা জায়তে তদা ॥ ২৪ ॥
দ্রষ্টান্তঃকরণাদীনামনুভূতেঃ স্মৃতেরপি।
অতোঽন্তঃকরণাধ্যাসাদধ্যাসিত্বেন চাত্মনঃ।
ভোক্তৃত্বং সাক্ষিতাং চেতি দ্বৈধং তস্যোপপদ্যতে ॥ ২৫ ॥
আতপশ্চাপি তচ্ছায়া তৎপ্রকাশে বিরাজতে।
একো ভোজয়িতা তত্র ভুঙ্‌ক্তেঽন্যঃ কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ২৬ ॥

সাক্ষিচৈতন্য-সংযুক্ত হইয়া আনন্দময় কোশ নামে অভিহিত হয়। এই লিঙ্গশরীরোপহিত চৈতন্যই ইহলোক-পরলোক-জ্ঞান ও কর্ম্মফলাদির ভোক্তা ॥ ২২-২৩ ॥

যখন লিঙ্গদেহের অধ্যাস পরিত্যাগপূর্ব্বক এই আত্মাই কেবলমাত্র অবিদ্যা-সংযুক্ত হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থিত হয়েন, তখন সাক্ষিস্বরূপে অবভাসিত হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

এতাদৃশ আত্মা অন্তঃকরণাদির অনুভূতি ও স্মৃতির দ্রষ্টা, অতএব অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অধ্যাস বশতঃ ভোক্তৃত্ব ও সাক্ষিত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

এক ব্রহ্মেতেই আতপ-অনাবৃত বিম্বস্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব এবং ছায়া-আবৃত প্রতিবিম্বস্বরূপ অর্থাৎ জীবত্ব প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে যিনি ঈশ্বর, তিনি সুখাদি ভোগ করাইয়া থাকেন, আর জীব সুখাদি ভোগ করে ॥ ২৬ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিস্তু সারথিং বিদ্ধি প্রগ্রহস্তু মনস্তথা ॥ ২৭ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্‌বিদ্ধি বিষয়াস্তেষু গোচরাঃ।
ইন্দ্রিয়ৈর্মনসা যুক্তং ভোক্তারং বিদ্ধি পূরুষম্ ॥ ২৮ ॥
এবং শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্নুপাস্তে যঃ সদা দ্বিজঃ।
উদ্‌ঘাট্যোদ্‌ঘাট্যৈকমেকং যথৈব কদলীতরোঃ ॥ ২৯ ॥
বল্কলানি ততঃ পশ্চাল্লভতে সারমুত্তমম্।
তথৈব পঞ্চকোশেষু মনঃ সংক্রাময়ন্ ক্রমাৎ ॥ ৩০ ॥
তেষাং মধ্যে ততঃ সারমাত্মানমপি বিন্দতি ॥ ৩১ ॥
এবং মনঃ সমাধায় সংযতো মনসি দ্বিজঃ।
অথ প্রবর্ত্তয়েচ্চিত্তং নিরাকারে পরাত্মনি ॥ ৩২ ॥

ইদানীং কনবল্লীয় উপনিষদর্থ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন।—ক্ষেত্রজ্ঞকে (জীবকে) রথী এবং শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধি এই রথের সারথি, মন প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, শব্দাদি বিষয় অশ্বের গন্তব্য স্থান এবং ইন্দ্রিয় ও মনঃ-সংযুক্ত পুরুষ বা আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া জানিবে ॥ ২৭-২৮ ॥

যিনি শান্ত্যাদিগুণযুক্ত হইয়া এই প্রকারে উপাসনা করেন, তিনি যেমন কদলীতরুর এক একটি বল্কল উদ্ঘাটিত করিতে করিতে পরে সারভাগ লাভ করিতে পারা যায়, তেমনই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ কোশের অভ্যন্তরে মনকে প্রবিষ্ট করিয়া ক্রমে এক একটির বিবেক করিতে করিতে পঞ্চ কোশের সারভূত আত্মাকে লাভ করিতে পারেন ॥২৯-৩১॥

এই প্রকারে মনের সমাধান অভ্যাস করত সংযতচিত্ত হইয়া নরাকার পরমাত্মায় চিত্ত সংস্থাপিত করিবে ॥ ৩২ ॥

ততো মনঃ প্রগৃহ্ণাতি পরাত্মানং হি কেবলম্।
যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমস্থূলাদ্যুক্তিগোচরম্॥ ৩৩॥

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ শ্রবণে নৈব প্রবর্ত্তন্তে জনাঃ কথম্।
বেদশাস্ত্রার্থসম্পন্না যজ্ঞানঃ সত্যবাদিনঃ॥ ৩৪॥
শৃণ্বন্তোঽপি তথাত্মানং জানতে নৈব কেচন।
জ্ঞাত্বাপি মন্যতে মিথ্যা কিমেতত্তব মায়য়া॥ ৩৫॥

শ্রীশিব উবাচ।

এবমেব মহাবাহো! নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া॥ ৩৬॥
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।
অভক্তা যে মহাবাহো মম শ্রদ্ধাবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৩৭॥

তখন মন কেবলমাত্র অদৃশ্য, অগম্য, অস্থূল ও বাক্যের অগোচর পরমাত্মারই অনুভূতি করিতে থাকে॥ ৩৩॥

শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! সমস্ত মানবগণ বেদশাস্ত্রার্থসম্পন্ন, যাজ্ঞিক ও সত্যবাদী হইয়া শ্রবণ-বিষয়ে কেন প্রবৃত্ত হয় না? কেহ কেহ শ্রবণ করিয়াও আত্মাকে জানিতে পারে না কেন এবং কেহ কেহ জানিয়াও আপনার মায়া বশতঃ মিথ্যা বলিয়া মনে করে কেন? (এই বিষয় আপনি বলুন)॥ ৩৪-৩৫॥

শ্রীশিব বলিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা ঠিক, ইহাতে আর বিচার করিতে হইবে না। আমার দৈবী ত্রিগুণাত্মিকা এই যে দুরধিগম্যা মায়া আছে, (ইহাই এতৎসমস্তের কারণ), যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহারাই এই মায়াকে

ফলং কাময়মানাস্তে চৈহিকামুষ্মিকাদিকম্।
ক্ষয়ি স্বল্পং সাতিশয়ং ততঃ কর্ম্মফলং মতম্॥ ৩৮ ॥
তদবিজ্ঞায় কর্ম্মাণি যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ।
মাতুঃ পতন্তি তে গর্ভে মৃতোর্দ্ধ্বক্তে পুনঃ পুনঃ॥ ৩৯ ॥
নানাযোনিষু জাতস্য দেহিনো যস্য কস্যচিৎ।
কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণৈ্যর্ম্ময়ি ভক্তিঃ প্রজায়তে॥ ৪০ ॥
স এব লভতে জ্ঞানং মদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
নান্যকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণো জন্মকোটিশতৈরপি॥ ৪১ ॥

উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ। হে মহাবাহো! যাহারা আমার প্রতি অভক্ত ও শ্রদ্ধাবিবর্জ্জিত, তাহারা কেবলমাত্র ঐহিক ও পারত্রিক ফলকামনা করিয়া থাকে। ঐ ফল ক্ষয়ি, অল্প ও সাতিশয় অর্থাৎ স্বর্গাদির প্রাপক॥ ৩৬-৩৮ ॥

যে সকল নরাধম পুরুষ কর্ম্মের এতাদৃশ ফলের বিষয় না জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর বশবর্ত্তী হয়॥ ৩৯ ॥

এই প্রকারে নানা যোনিতে বারংবার জন্ম লাভ করিয়া কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে আমাতে ভক্তি সমুৎপন্ন হয়॥ ৪০ ॥

আমাতে সুদৃঢ়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইলে নির্ব্বাণমোক্ষসাধক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। হে মহাবাহো! আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত তাহার উপায়ান্তর অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। শতকোটি জন্ম পর্য্যন্ত অন্য কোন জ্ঞানসাধন কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াও যিনি কেবল আমার ভক্তির অনুশীলন করিতে পারেন, তিনি অনায়াসেই সেই অদ্বৈতানুভব করিয়া থাকেন, অতএব তুমিও আমার উপাসনাঙ্গ এবং আমার ভক্তির সাধন নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনাদি

ততঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য মদ্ভক্তিং সমুদাহর ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৪৩ ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি রাম ত্বং তৎ কুরুষ মদর্পণম্।।
ততঃ পরতরং নাস্তি ভক্তির্ম্ময়ি রঘূত্তম ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শিবরাঘবসংবাদে চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যতীত সমস্ত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া আমার ভক্তিসংগ্রহের চেষ্টা কর ॥ ৪১-৪২ ॥

আত্মযোগ, মন্ত্রযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম উপেক্ষা পূর্ব্বক কেবল ভক্তিযোগনিরত থাকিয়া আমার শরণাপন্ন হও। হে রঘূত্তম! তুমি বিষন্ন হইও না, তুমি আমার বাক্যের অনুসরণ করিতে পারিলে আমি তোমাকে সমস্ত অপায়ের হেতুভূত নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব ॥ ৪৩ ॥

হে রঘূত্তম! তুমি নিজের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া কেবল আমাকেই সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্যস্থানে নিবদ্ধ রাখিবে। তুমি যাহা কিছু করিবে, যাহা ভোজন করিবে, যাহা হোম করিবে, যাহা দান করিবে এবং শরীর ও মনের সংস্কারসাধন তপস্যানুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্তের ফলই আমাকে অর্পণ করিবে, ইহাই আমার পরা ভক্তির লক্ষণ, অতঃপর আর ভক্তির শ্রেষ্ঠ অবস্থা নাই ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাম উবাচ।

ভক্তিস্তে কীদৃশী দেব জায়তে বা কথঞ্চ সা।
যয়া নির্ব্বাণরূপস্তু লভতে মোক্ষমুত্তমম্।
তদ্‌ব্রূহি গিরিজাকান্ত প্রাপ্যতে যেন নির্ব্বৃতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যো বেদাধ্যয়নং যজ্ঞং দানানি বিবিধানি চ।
মদর্পণধিয়া কুর্য্যাৎ স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ২ ॥
নর্য্যভস্ম সমাদায় বিশুদ্ধং শ্রোত্রিয়ালয়াৎ।
অগ্নিরিত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈরভিমন্ত্র্য যথাবিধি ॥ ৩ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, হে দেব! আমি আপনার ভক্তির লক্ষণ বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার প্রকৃত ভক্তি কি, যাহা লাভ করিতে পারিলে জীব নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কি প্রকারেই বা সেই পরাভক্তির বিকাশ হয়, হে গিরিজাকান্ত! আর কেমন করিয়াই বা তাহার দ্বারা পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো! যিনি আমাতে ফলার্পণ করিয়া অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দানাদি সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত জানিবে ॥ ২ ॥

যিনি অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণালয় হইতে বিশুদ্ধ অগ্নিহোত্র-ভস্ম গ্রহণ করিয়া সেই ভস্মের দ্বারা "অগ্নিরিতি ভস্ম" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠে যথাবিধি

উদ্ধূলয়তি গাত্রাণি তেন চার্চ্চতি মামপি।
তস্মাৎ পরতরা ভক্তির্ম্মম রাম ন বিদ্যতে ॥ ৪ ॥
সর্ব্বদা শিরসা কণ্ঠে রুদ্রাক্ষান্ ধারয়েত্তু যঃ।
পঞ্চাক্ষরীজপরতঃ স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥
ভস্মাচ্ছন্নো ভস্মশায়ী সর্ব্বদা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যস্তু রুদ্রং জপেন্নিত্যং চিন্তয়েন্মামনন্যধীঃ ॥ ৬ ॥
স তেনৈব চ দেহেন শিবঃ সংজায়তে স্বয়ম্।
জপেদ্‌যো রুদ্রসূক্তানি তথাথর্ব্বশিরঃ পরম্ ॥ ৭ ॥
কৈবল্যোপনিষৎসূক্তং শ্বেতাশ্বতরমেব চ।
ততঃ পরতরো ভক্তো মম লোকে ন বিদ্যতে ॥ ৮ ॥

সর্ব্বাঙ্গ বিলিপ্ত করেন এবং আমাকেও তদ্দ্বারা অর্চ্চনা করেন, হে রাম! তাহা অপেক্ষা আমার প্রীতিকর ভক্তির কার্য্য আর কিছুই নাই ॥৩-৪॥

যিনি মস্তকে এবং কণ্ঠে সর্ব্বদা রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করেন এবং আমার পঞ্চাক্ষর মন্ত্র (নমঃ শিবায়) সতত জপ করেন, তিনি আমার ভক্ত ও প্রিয় ॥ ৫ ॥

হে রঘূত্তম! ভস্মাচ্ছন্ন ও ভস্মশায়ী হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক যিনি আমার রুদ্রাধ্যায় পাঠ করেন এবং নিজের আত্মা হইতে অভিন্নভাবে আমাকে উপলব্ধি করেন, তিনি সেই জড়দেহ বিদ্যমান থাকিলেও মৎস্বরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। যিনি সতত ঋক্ ও যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রসূক্তসমূহ পাঠ করেন এবং অথর্ব্বশির, কৈবল্য ও শ্বেতাশ্বতর নামক উপনিষৎপাঠ দ্বারা আমার অনুধ্যান করেন, এই পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য ভক্ত আমি আর কাহাকেও মনে করি না ॥ ৬-৮ ॥

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যস্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাদ্ভব্যাচ্চ যৎ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৯ ॥
বদন্তি যৎ পদং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
সর্ব্বোপনিষদাং সারং দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্ ॥ ১০ ॥
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি মুনয়ঃ সদা।
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রব্রবিষ্যামি যৎপদম্ ॥ ১১ ॥
এতদেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্।
এতদেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১২ ॥

হে রঘূত্তম। অতঃপর আমার আর একটি মহামন্ত্রের কথা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর,—যাহা বিষয় সম্বন্ধে প্রদীপের ন্যায়, প্রকাশ সম্বন্ধে সূর্য্যের ন্যায়, আমার সেই সর্ব্বধর্ম্ম-সর্ব্বক্রিয়াগুণ-বিবর্জ্জিত, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালাতীত এবং যাবজ্জড়পদার্থ হইতে বিভিন্ন, পরমজ্যোতিঃ পরমব্যোম চিৎস্বরূপের প্রকাশক নাম তোমাকে বলা যাইতেছে। যে নামের বিস্তার-ব্যাখ্যার নিমিত্ত সমস্ত শাস্ত্র প্রসারিত হইয়াছেন, যাবৎ বেদ যাহার ব্যাখ্যার নিমিত্ত আবির্ভূত, যাহা দধির মধ্যগত ঘৃতের ন্যায় সারস্বরূপে সর্ব্বোপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহার তত্ত্বোপলব্ধির নিমিত্ত ঋষিগণ সতত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই নামটি উদ্ধৃত করিয়া আমি তোমাকে বলিতেছি ॥ ৯-১১ ॥

হে দাশরথে! সেই নামটি শব্দরূপী হইলেও অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় আমার রূপ হইতে অভিন্ন, এই জন্য সেই অক্ষরটিকেই পরমব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে এবং তাহাই পর ও [illegible]

ছন্দসাং যস্ত ধেনূনামৃষভত্বেন চোদিতঃ।
ইদমেব পতিঃ সেতুরমৃতস্য চ ধারণাৎ ॥ ১৩ ॥
মেদসা পিহিতে কোশে ব্রহ্ম যৎ পরমোমিতি ॥ ১৪ ॥
চতস্রস্তস্য মাত্রাঃ স্যুরকারোকারকৌ তথা।
মকারশ্চাবসানেঽর্দ্ধমাত্রেতি পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৫ ॥
পূর্ব্বত্র ভূশ্চ ঋগ্বেদো ব্রহ্মাষ্টবসবস্তথা।
গার্হপত্যশ্চ গায়ত্রী গঙ্গা প্রাতঃসবস্তথা ॥ ১৬ ॥

সেই অক্ষরটির আরাধনা করিলেই এবং তাহার তত্ত্ব বুঝিলেই আমার সেই চিদ্‌ঘন-রাজ্যে বাস হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো! যিনি সমস্ত শ্রুতিরূপ ধেনুর বৃষভস্বরূপ, যাঁহার সংস্রবের দ্বারা শ্রুতিগণ যাবৎ তত্ত্বার্থের প্রসূতি হইয়া যাবজ্জগৎকে সমাপ্যায়িত করিতেছেন, যাহা মৎস্বরূপপ্রাপ্তির সেতুস্বরূপ, যাহার করে মুক্তি অবস্থিতি করিতেছে, সেই পরম পদটি তোমাকে বলা যাইতেছে, তাহা ওঙ্কারস্বরূপ। হে রাঘব! এই মাংসমেদাদি কোশের (দেহের) মধ্যে এই পরম পদটি সতত বিরাজ করিতেছে ॥ ১৩-১৪ ॥

এই নামটি চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকে এক একটি মাত্রা বলিয়া নির্ণীত আছে। যথা—প্রথম মাত্রা অকার, দ্বিতীয় মাত্রা উকার, তৃতীয় মাত্রা মকার, চতুর্থ মাত্রা নাদবিন্দ্বাত্মিকা; এই শেষোক্ত মাত্রাটি অর্দ্ধমাত্রা বলিয়া কীর্ত্তিতা হয় ॥ ১৫ ॥

হে মহাবীর! ইহার এক একটি মাত্রা দ্বারা এক এক প্রকার অর্থের পরিদীপনা হইয়া থাকে। সেই সমস্ত অর্থই আমার বিস্তৃত রূপমাত্র, সেই জন্য এই অক্ষরটি চতুর্মাত্রা দ্বারাই আমাকে প্রতিপন্ন করে। [illegible]

দ্বিতীয়া চ ভুবো বিষ্ণুরুদ্রোঽনুষ্টুব্‌যজুস্তথা।
যমুনা দক্ষিণাগ্নিশ্চ মধ্যন্দিনসবঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥
তৃতীয়া চ স্থবঃ সামাখ্যাদিত্যশ্চ মহেশ্বরঃ।
অগ্নিশ্চাহবনীয়শ্চ জগতী চ সরস্বতী ॥ ১৮ ॥
তৃতীয়ং সবনং প্রোক্তমথর্ব্বত্বেন যন্মতম্।
চতুর্থী যাবসানেঽর্দ্ধমাত্রা সা সোমলোকগা ॥ ১৯ ॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ সংবর্ত্তকোঽগ্নিশ্চ মহস্তথা।
বিরাট্‌ সত্যাবসথ্যো চ শুতুদ্রির্যজ্ঞপুচ্ছকঃ ॥ ২০ ॥
প্রথমা রক্তবর্ণা স্যাদ্দ্বিতীয়া ভাস্বরা মতা।
তৃতীয়া বিদ্যুদাভা সা চতুর্থী শুক্লবর্ণিনী ॥ ২১ ॥

এবং এই প্রথম মাত্রার দ্বারা ভূর্লোক, ব্রহ্মা, বসুগণ, গঙ্গা এবং গার্হপত্য অগ্নি প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন। ইহার ছন্দ গায়ত্রী এবং প্রাতঃকালে ইহার আরাধনার দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির সংস্কার করিতে হয়, এই নিমিত্ত ইহা প্রাতঃস্নানস্বরূপ অথবা প্রাতঃকালই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয় মাত্রার ব্যাসবাক্যস্বরূপ যজুর্ব্বেদ এবং ভুবর্লোক, বিষ্ণুরূপী রুদ্র, যমুনা এবং দক্ষিণাগ্নি ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহার উচ্চারণ অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে করিতে হয়, ইহা মধ্যাহ্নকালের আরাধ্য এবং পবিত্রতা-জনক, এই নিমিত্ত মধ্যাহ্ন-স্নানস্বরূপ অথবা মধ্যাহ্নকালও ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ॥ ১৭ ॥

তৃতীয় মাত্রার ব্যাসবাক্যস্বরূপ সামবেদ, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়, স্বর্লোক, দ্বাদশ সূর্য্য, মহেশ্বর, আহবনীয় অগ্নি, সরস্বতী এবং সায়ংকাল অথবা সায়ংকালে ইহার আরাধনা করিতে হয় বলিয়া ইহা সায়ংকালীন

জাতঞ্চ জায়মানঞ্চ তদোঙ্কারে প্রতিষ্ঠিতম্।
বিশ্বং ভূতঞ্চ ভুবনং বিচিত্রং বহুধা তথা ॥ ২২ ॥
জাতঞ্চ জায়মানং যৎ তৎ সর্ব্বং রুদ্র উচ্যতে।
তস্মিন্নেব পুনঃ প্রাণঃ সর্ব্বমোঙ্কার উচ্যতে ॥ ২৩ ॥
প্রবিলীনং তদোঙ্কারে পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তস্মাদোঙ্কারজাপী যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

যজুস্বরূপ। আর জগতীচ্ছন্দে ইহার উচ্চারণ করিতে হয়। অতঃপর সর্ব্বাবসান নাদবিন্দুরূপ যে ইহার অর্দ্ধমাত্রা বিরাজ করিতেছে, তাহার ব্যাসবাক্যস্বরূপ অথর্ব্ববেদ এবং সোমলোক, সংবর্ত্তক অগ্নি, জ্যোতি, বিরাট্ নামক অবস্থা (প্রকৃতিপুরুষাত্মক বস্তু) ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ॥ ১৮-২১ ॥

জাত, জায়মান ও উৎপৎস্যমান যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই এই ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। স্থাবরজঙ্গম-প্রাণি-বিশিষ্ট পৃথিবীরাজ্য এবং অন্যান্য সমস্ত ভুবনও এই ওঙ্কারেই আশ্রিত। এই ওঙ্কার আমার অভিন্ন স্বরূপ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও আমা হইতে বিভিন্ন-স্বরূপ নহে, তাই সমস্তকেই প্রণবস্বরূপে অধ্যারোপ করা যাইতেছে। প্রাণিগণের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি আন্তর-রাজ্য যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই এই ওঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত আছে। কারণ, আমার সনাতন ব্রহ্মরূপ এই প্রণবের মধ্যেই বিরাজ করিতেছে। অতএব যে ব্যক্তি এই ওঙ্কারের আরাধনা করেন, তিনি আমার আরাধক, তিনি মুক্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ২২-২৪ ॥

ত্রেতাগ্নেঃ স্মার্ত্তবহ্নের্ব্বা শৈবাগ্নের্ব্বা সমাহিতম্।
ভস্মাভিমন্ত্র্য যো মাস্তু প্রণবেন প্রপূজয়েৎ।
তস্মাৎ পরতরো ভক্তো মম লোকে ন বিদ্যতে ॥ ২৫ ॥
শালাগ্নের্দববহ্নের্ব্বা ভস্মাদায়াভিমন্ত্রিতম্।
যো বিলিম্পতি গাত্রাণি স শূদ্রোঽপি বিমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
কুশপুষ্পৈর্ব্বিল্বদলৈঃ পুষ্পৈর্ব্বা গিরিসম্ভবৈঃ।
যো মামর্চ্চয়তে নিত্যং প্রণবেন প্রিয়ো হি সঃ ॥ ২৭ ॥
পুষ্পং ফলং সমূলং বা পত্রং সলিলমেব বা।
যো দদ্যাৎ প্রণবৈর্মহ্যং তৎ কোটিগুণিতং ভবেৎ ॥ ২৮ ॥

বৈদিকাগ্নি, স্মার্ত্তাগ্নি এবং শৈবাগ্নি-সমুদ্ভূত ভস্ম প্রণব দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া যিনি আমাকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহা অপেক্ষা আমার অধিকতর ভক্ত এ পৃথিবীতে নাই। যিনি শালাগ্নি (অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ভিন্ন সাধারণ যজ্ঞীয়াগ্নি) অথবা গৃহদাহের অগ্নি বা দাবাগ্নিভস্ম অভিমন্ত্রিত করিয়া সর্ব্বগাত্র বিলিপ্ত করেন, তিনি শূদ্রজাতি হইলেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫-২৬ ॥

কুশ, পুষ্প, বিল্বদল অথবা গিরিসম্ভূত পুষ্প দ্বারা প্রণবোচ্চারণ-পূর্ব্বক যিনি প্রত্যহ আমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত জানিবে ॥ ২৭ ॥

অধিক কি, প্রণবের তুল্য প্রিয় মন্ত্র আমার আর নাই। পুষ্প, ফল, মূল, পত্র, সলিল, প্রভৃতি যাহা কিছু প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্র দ্বারা আমাতে অর্পিত হয়, তাহা নিষ্প্রণব মন্ত্রপাঠের অর্চ্চনা হইতে কোটিগুণ ফলবান্ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
যস্যাস্ত্যধ্যয়নং নিত্যং স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥
প্রদোষে যো মম স্থানং গত্বা পূজয়তে তু মাম্।
স পরাং শ্রিয়মাপ্নোতি পশ্চান্ময়ি বিলীয়তে ॥ ৩০ ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পর্ব্বণোরুভয়োরপি।
ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গো যঃ পূজয়তি মাং নিশি।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৩১ ॥
একাদশ্যামুপোষ্যৈব যঃ পূজয়তি মাং নিশি।
সোমবারে বিশেষেণ স মে ভক্তো ন নশ্যতি ॥ ৩২ ॥

যিনি সতত অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশক শাস্ত্রাধ্যয়নে নিরত, তিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ২৯ ॥

যে সাধক প্রদোষসময়ে আমার কোন অনাদি লিঙ্গ কিংবা সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার অর্চ্চনা করেন, তিনি ইচ্ছানুরূপ বিভূতি লাভ করিয়া অবশেষে আমাতেই বিলীন হইয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

উভয় পক্ষেই অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রিকালে, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে বিভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ হইয়া যিনি আমার অর্চ্চনা করেন, তিনি আমার প্রিয় ও ভক্ত ॥ ৩১ ॥

যিনি একাদশীর রাত্রিতে বিশেষতঃ সোমবারে উপবাস পূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করেন, তিনিও আমার প্রিয়ভক্ত, তাঁহাকে কখনই কোন আপদ সংস্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

পঞ্চামৃতৈঃ স্নাপয়েদ্‌যঃ পঞ্চগব্যেন বা পুনঃ।
পুষ্পোদকৈঃ কুশজলৈস্তস্মান্নান্যঃ প্রিয়ো মম ॥ ৩৩ ॥
পয়সা সর্পিষা বাপি মধুনেক্ষুরসেন বা।
পক্কাম্রফলজেনাপি নারিকেলজলেন বা ॥ ৩৪ ॥
গন্ধোদকেন বা মাং যো রুদ্রমন্ত্রমনুস্মরন্।
অভিষিঞ্চেত্ততো নান্যঃ কশ্চিৎ প্রিয়তরো মম ॥ ৩৫ ॥
আদিত্যাভিমুখো ভূত্বা হ্যূর্দ্ধবাহুর্জলে স্থিতঃ।
মাং ধ্যায়ন্ রবিবিম্বস্থমথর্ব্বাঙ্গিরসং জপেৎ ॥ ৩৬ ॥
প্রবিশেন্মে শরীরেঽসৌ গৃহং গৃহপতির্যথা।
বৃহদ্রথন্তরং বামদেব্যং দেবব্রতানি চ ॥ ৩৭ ॥

পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, পুষ্প-বাসিতোদক এবং কুশোদক দ্বারা যিনি আমাকে অভিষিক্ত করেন, তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কেহই নাই ॥ ৩৩ ॥

দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, ইক্ষুরস, পক্কাম্ররস, নারিকেলোদক অথবা সুগন্ধোদক দ্বারা, রুদ্রসূক্ত পাঠ পূর্ব্বক যিনি আমাকে অভিষিক্ত করেন, তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কেহই নাই ॥ ৩৪-৩৫ ॥

নাভিজলে অবস্থানপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখ হইয়া যিনি সেই রবিমণ্ডলের মধ্যে আমাকে ধ্যান করিতে করিতে আথর্ব্বণ শ্রুতি গান করিয়া থাকেন, হে রাঘব! গৃহপতির গৃহপ্রবেশের ন্যায় তিনি আমার শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকেন—তাঁহার সত্তা আমার সত্তায় বিলীন হইয়া যায়। যিনি সামবেদীয় বৃহদ্রথন্তর ও বামদেব্যাদিসূক্ত আমার নিকট গান করেন, তিনিও ইহ-জন্মে ইচ্ছানুরূপ বিভূতি লাভ করিয়া অবশেষে মৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অথবা ঈশাবাস্যাদি

তদ্‌যোগানাজ্যদোহাংশ্চ যো গায়তি মমাগ্রতঃ।
ইহ শ্রিয়ং পরাং ভুক্ত্বা মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৮॥
ঈশাবাস্যাদিমন্ত্রান্ যো জপেন্নিত্যং মমাগ্রতঃ।
মৎসাযুজ্যমবাপ্নোতি মম লোকে মহীয়তে॥ ৩৯॥
ভক্তিযোগো ময়া প্রোক্ত এবং রঘুকুলোদ্ভব।
সর্ব্বকামপ্রদো মত্তঃ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৪০॥

ইতি শিবগীতায়াং পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥

বাজসনেয়োপনিষদ্ মন্ত্রাবলী যিনি সতত আমার নিকট উদ্গীত করেন, তিনিও মৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া আমার লোকের অধিবাসী হয়েন। হে রঘুকুলোদ্ভব! এই সকল অনুষ্ঠানই আমার ভক্তিযোগ নামে অভিহিত হয়। এই ভক্তিযোগ জীবের সর্ব্বকামনার কামধেনুস্বরূপ এবং ইহাই মুক্তিপ্রদ, অতএব জীবগণ সর্ব্বতোভাবে ইহারই অনুশীলন করিবে। অতঃপর তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা বল॥ ৩৭-৪০॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাম উবাচ ।

ভগবন্ মোক্ষমার্গো যত্ত্বয়া সম্যগুদাহৃতঃ ।
তত্রাধিকারিণং ব্রূহি তত্র মে সংশয়ো মহান্॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ব্রহ্মক্ষত্রবিশঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়শ্চাত্রাধিকারিণঃ ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বানুপনীতোঽথবা দ্বিজঃ ॥ ২ ॥
বনস্থো বাঽবনস্থো বা যতিঃ পাশুপতব্রতী ।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যস্য ভক্তিঃ শিবার্চ্চনে॥ ৩ ॥
স এবাত্রাধিকারী স্যান্নান্যচিত্তঃ কথঞ্চন ।
জড়োঽন্ধো বধিরো মূকো নিঃশৌচঃ কর্ম্মবর্জ্জিতঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, ভগবন্! আপনি যে মোক্ষমার্গের বিষয় সম্যক্‌রূপে পূর্ব্বে উপদেশ করিয়াছেন, সেই বিষয়ের প্রকৃত অধিকারী সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে, অতএব তাহা বিস্তার করিয়া উপদেশ করেন, ইহাই অভিলাষ করিতেছি ॥ ১ ॥

ভগবান্ বলিলেন, রঘূত্তম! মন্নির্দ্দিষ্ট মোক্ষমার্গের অধিকারে বিশিষ্ট জাতি ও আশ্রমাদির বিশেষ কোন অপেক্ষা নাই, অপেক্ষা কেবল ভক্তির। যিনি মদেকপরায়ণ, মদেকব্রতভক্ত, তিনিই উল্লিখিত মোক্ষমার্গের অধিকারী। তিনি ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, বৈশ্য হউন, শূদ্র হউন, কিংবা স্ত্রীজাতিই হউন, অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, উপনীত বা অনুপনীত বা বনস্থ বা অবনস্থ বা যতি ইত্যাদি যে কোন আশ্রমী বা যে কোন জাতিই হউন, নিজের আত্মা হইতে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিয়া

অজ্ঞোপহাসাভক্তাশ্চ ভূতিরুদ্রাক্ষধারিণঃ।
লিঙ্গিনো যশ্চ বা দ্বেষ্টি তে নৈবাত্রাধিকারিণঃ ॥ ৫ ॥
যো মাং গুরুং পাশুপতং ব্রতং দ্বেষ্টি নরাধিপ।
বিষ্ণুং বা স ন মুচ্যেত জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ৬ ॥
অনেককর্ম্মসক্তোঽপি শিবজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ।
শিবভক্তিবিহীনশ্চ সংসারী নৈব মুচ্যতে ॥ ৭ ॥
আসক্তাঃ ফলসঙ্গিনো, যে ত্ববৈদিককর্ম্মণি।
দৃষ্টমাত্রফলাস্তে তু ন মুক্তাবধিকারিণঃ ॥ ৮ ॥
অবিমুক্তে দ্বারকায়াং শ্রীশৈলে পুণ্ডরীককে।
দেহান্তে তারকং ব্রহ্ম লভতে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥

যিনি আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবেন, তিনিই উল্লিখিত বিষয়ের অধিকারী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত যাহারা মূর্খ (তত্ত্বজ্ঞানপরিশূন্য), অন্ধ, বধির, মূক, শৌচক্রিয়াবর্জ্জিত, নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ত্তব্য-ক্রিয়াবিরহিত এবং অনুগ্রাহ্য ব্যক্তির উপহাসকারী অথবা মদ্ভক্তিবিহীন হইয়াও বিভূতি ও রুদ্রাক্ষধারণাদির দ্বারা আমার ভক্তবেশে সজ্জিত, বিশেষতঃ যাহারা আমাকে বিদ্বেষ করে, তাহারা কদাপি মোক্ষমার্গের অধিকারী নহে ॥ ২-৫ ॥

যে ব্যক্তি আমাকে, গুরুকে এবং আমার পাশুপত ব্রত ও বিষ্ণুকে বিদ্বেষ করিয়া থাকে, সে শতকোটি জন্মেও মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে না। বিবিধ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও যে আমার ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত, সে কদাচ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যাহারা দৃষ্টফলাকাঙ্ক্ষী (আসুরী বিভূতির প্রত্যাশী) হইয়া বামকাপালকাদ্যুক্ত অবৈদিক কর্ম্মে সমাসক্ত হয়, তাহারা কেবল সেই সকল শাস্ত্রোক্ত

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ১০ ॥
বিপ্রস্যানুপনীতস্য বিধিরেবমুদাহৃতঃ।
নাভিব্যাহারয়েদ্ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে ॥ ১১ ॥
স শূদ্রেণ সমস্তাবদ্‌যাবদ্বেদান্ন জায়তে।
নামসংকীর্ত্তনে ধ্যানে সর্ব্ব এবাধিকারিণঃ ॥ ১২ ॥
সংসারান্মুচ্যতে জন্তুঃ শিবতাদাত্ম্যভাবনাৎ।
তথা দানং তপো বেদাধ্যয়নং চান্যকর্ম্ম বা।
সহস্রাংশস্তু নার্হন্তি সর্ব্বদা ধ্যানকর্ম্মণঃ ॥ ১৩ ॥

দৃষ্টফলমাত্রই লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু মুক্তিতে অধিকারী নহে। এতদ্ব্যতীত অবিমুক্তক্ষেত্রে দ্বারকা, শ্রীশৈল এবং পুণ্ডরীক ক্ষেত্রে দেহান্ত হইলে তাহারাও আমার অনুগ্রহাধীন ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রাম! সকল ব্যক্তিই ঐ সকল তীর্থের অধিকারী হয় না। যাহার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সুসংযত, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, তপস্যাসম্পন্ন এবং যিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা খ্যাতিমান্, তিনি তীর্থফলভোগের অধিকারী ॥ ৬-১০ ॥

অনুপনীত ব্রাহ্মণের পক্ষে বক্ষ্যমাণ প্রকার অধিকারিত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—অনুপনীত ব্রাহ্মণ স্বধাকার ব্যতীত বেদোচ্চারণ করিবে না। যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ উপনয়ন-সংস্কার-সম্পন্ন না হয়, তাবৎ শূদ্রতুল্য। কিন্তু ভগবানের নামসংকীর্ত্তন ও ধ্যানাদি বিষয়ে সকলেরই অধিকার জানিবে ॥ ১১-১২ ॥

যে ব্যক্তি "শিবোহহং" এই প্রকার অভেদ ভাবনা করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সংসার হইতে বিমুক্ত হয়। দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন অথবা

জাতিমাশ্রমমঙ্গানি দেশং কালমথাপি বা।
আসনাদীনি কর্ম্মাণি ধ্যানং নাপেক্ষতে ক্বচিৎ ॥ ১৪ ॥
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ চরন্ বাপি শয়ানো বান্যকর্ম্মণি।
পাতকেনাপি বা মুক্তো ধ্যানাদেব বিমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ১৬ ॥
আশ্চর্য্যে বা ভয়ে শোকে ক্ষুতে বা মম নাম যঃ।
ব্যাজেন বা স্মরেদ্‌যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৭ ॥

অন্য যে কিছু কর্ম্মানুষ্ঠানই করা যাউক না কেন, কিছুই ধ্যানের তুল্য নহে ॥ ১৩ ॥

ধ্যানবিষয়ে ব্রাহ্মণাদি জাতি, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, ন্যাসবিধি, দেশ, কাল, আসনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা করে না ॥ ১৪ ॥

গমন করিতে করিতে কিংবা উপবেশন করিয়া অথবা বিচরণশীল হইয়া বা শয়ান অবস্থায় কিংবা অন্যকর্ম্মাসক্ত থাকিয়া অথবা পাপযুক্ত হইয়াও যদি ধ্যানানুষ্ঠান করে, তবে সেই ব্যক্তি বিমুক্ত হইতে পারে ॥ ১৫ ॥

এই ধ্যানানুষ্ঠানের আরম্ভ করিলে কোন বিঘ্ন হইতে পারে না, কোন প্রকার প্রত্যবায়েরও আশঙ্কা নাই। এই ধ্যানরূপ কার্য্যের একদেশ অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা মহাসংসারভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

কোন আশ্চর্য্যজনক ঘটনা, ভয়, শোক এবং ক্ষুৎপাতসময়ে যদি মানব ছলক্রমেও আমার নাম সংকীর্ত্তন করে, তবে সেই ব্যক্তি পরমগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

মহাপাপৈরপি স্পৃষ্টো দেহান্তে যস্তু মাং স্মরেৎ।
পঞ্চাক্ষরীং বোচ্চরতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥
বিশ্বং শিবময়ং যস্তু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
তস্য ক্ষেত্রেষু তীর্থেষু কিং কার্য্যং বান্যকর্ম্মসু ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বেণ সর্ব্বদা কার্য্যং ভূতিরুদ্রাক্ষধারণম্।
যুক্তেনাথাপ্যযুক্তেন শিবভক্তিমভীপ্সতা ॥ ২০ ॥
নর্য্যভস্মসমাযুক্তো রুদ্রাক্ষান্ যস্তু ধারয়েৎ।
মহাপাপৈরপি স্পৃষ্টো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
অন্যাপি শৈবকর্ম্মাণি করোতু ন করোতু বা।
শিবনাম জপেদ্‌যস্তু সর্ব্বদা মুচ্যতে তু সঃ ॥ ২২ ॥

যে ব্যক্তি মহাপাতকযুক্ত হইয়াও দেহান্ত-সময়ে আমাকে স্মরণ করে অথবা আমার পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্তিভাগী হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

যিনি আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একমাত্র শিবস্বরূপে দেখিতে পান, সেই সাধকের কোন প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র কিংবা তীর্থগমন অথবা অন্য কোন কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই ॥ ১৯ ॥

যোগযুক্তই হউক অথবা যোগবিযুক্তই হউক, যাহারা শিবভক্তি-অভীপ্সু, তাহাদের সকলেরই ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র-যজ্ঞাবশিষ্ট ভস্মে লিপ্তাঙ্গ হইয়া রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করে, সেই ব্যক্তি মহাপাতকযুক্ত হইয়াও মুক্তিলাভে সমর্থ, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২১ ॥

অন্যান্য শৈব কর্ম্মানুষ্ঠান করুক আর নাই করুক, যে ব্যক্তি

অন্তকালে তু রুদ্রাক্ষান্ বিভূতিং ধারয়েত্তু যঃ।
মহাপাপোপপাপৌঘৈরপি স্পৃষ্টো নরাধমঃ ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বথা নোপসর্পন্তি তং জনং যমকিঙ্করাঃ ॥ ২৪ ॥
বিল্বমূলমৃদা যস্তু শরীরমুপলিম্পতি।
অন্তকালেঽন্তকজনৈঃ স দূরীক্রিয়তে নরঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ পূজিতঃ কুত্র কুত্র বা ত্বং প্রসীদসি।
তদ্ব্রূহি মম জিজ্ঞাসা বর্ত্ততে মহতী বিভো ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মৃদা বা গোময়েনাপি ভস্মনা চন্দনেন বা।
সিকতাভির্দারুণা বা পাষাণেনাপি নির্ম্মিতা।
লোহেন বাথ রঙ্গেন কাংস্যখর্পরপিত্তলৈঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বদা শিবনাম-সহস্র জপ করে, সেই মানব মুক্তিভাগী হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যে দেহান্তসময়ে ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে মহাপাপ-উপপাপাদি-যুক্ত নরাধম পুরুষ হইয়াও যমকিঙ্করের বশবর্ত্তী হয় না ॥ ২৩-২৪ ॥

যে ব্যক্তি বিল্বতরুর মূলস্থ মৃত্তিকা দ্বারা শরীর লেপন করে, সে ব্যক্তি দেহান্তকালে যমদূত কর্ত্তৃক দূরীকৃত হয়, যমদূতগণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাম বলিলেন, ভগবন্! আপনি কোন্ কোন্ দ্রব্য-নির্ম্মিত যন্ত্রে পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা আমাকে বলুন। হে বিভো! এই বিষয়ে আমার মহতী জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, মৃত্তিকা, গোময়, ভস্ম, চন্দন, বালুকা, কাষ্ঠ,

তাম্ররৌপ্যসুবর্ণৈর্ব্বা রত্নৈর্নানাবিধৈরপি।
অথবা পারদেনৈব কর্পূরেণাথবা কৃতা ॥ ২৮ ॥
প্রতিমা শিবলিঙ্গং বা দ্রব্যৈরেতৈঃ কৃতন্তু যৎ।
তত্র মাং পূজয়েত্তেষু ফলং কোটিগুণোত্তরম্ ॥ ২৯ ॥
মৃদ্দারুকাংস্যলোহৈশ্চ পাষাণেনাপি নির্ম্মিতা।
গৃহিণা প্রতিমা কার্য্যা শিবং শশ্বদভীপ্সতা ॥ ৩০ ॥
আয়ুঃ শ্রিয়ং কুলং ধর্ম্মং পুত্রানাপ্নোতি তৈঃ ক্রমাৎ।
বিল্ববৃক্ষে তৎফলে বা যো মাং পূজয়তে নরঃ ॥ ৩১ ॥
পরাং শ্রিয়মিহ প্রাপ্য মম লোকে মহীয়তে।
বিল্ববৃক্ষং সমাশ্রিত্য যো মন্ত্রান্ বিধিনা জপেৎ ॥ ৩২ ॥

পাষাণ, লৌহ, রঙ্গ, কাংস্য, খর্পর এবং পিতল, তাম্র, রৌপ্য, সুবর্ণ অথবা নানাবিধ রত্ন, পারদ কিংবা কর্পূর দ্বারা আমার প্রতিমা বা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া যে ব্যক্তি তাহাতে আমার পূজা করে, সে ব্যক্তি আমার সাধারণ যন্ত্রে পূজা অপেক্ষাও কোটিগুণ ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৭-২৯ ॥

যাহারা শিবপ্রাপ্তি ইচ্ছা করে, তাদৃশ গৃহী ব্যক্তি মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, কাংস্য, লৌহ অথবা পাষাণ দ্বারা আমার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে ॥৩০॥

এই পঞ্চ দ্রব্যের অন্যতম দ্বারা নির্ম্মিত প্রতিমায় পূজা করিলে, যথাক্রমে আয়ু, শ্রী, কুল, ধর্ম্ম এবং পুত্র লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি বিল্ববৃক্ষে অথবা তদীয় মূলে আমাকে অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে পরম শ্রীলাভ করিয়া দেহান্তে আমার লোকে বাস করিয়া থাকে। পরন্তু যে ব্যক্তি বিল্ববৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া বিধি-পূর্ব্বক আমার মন্ত্র জপ করে, তাহার এক দিনেই পুরশ্চরণকার্য্য

একেন দিবসেনৈব তৎপুরশ্চরণং ভবেৎ।
যস্তু বিল্ববনে নিত্যং কুটীং কৃত্বা বসেন্নরঃ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বে মন্ত্রাঃ প্রসিধ্যন্তি জপমাত্রেণ কেবলম্।
পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে শিবালয়ে ॥ ৩৪ ॥
অগ্নিহোত্রে কেশবস্য সন্নিধৌ বা জপেত্তু যঃ।
নৈবাস্য বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি দানবা যক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ৩৫ ॥
তং ন স্পৃশন্তি পাপানি শিবসাযুজ্যমিচ্ছতি।
স্থণ্ডিলে বা জলে বহ্নৌ বায়াবাকাশ এব বা ॥ ৩৬ ॥
গুরৌ স্বাত্মনি বা যো মাং পূজয়েৎ প্রযতো নরঃ।
স কৃৎস্নং ফলমাপ্নোতি লবমাত্রেণ রাঘব ॥ ৩৭ ॥
আত্মপূজাসমা নাস্তি পূজা রঘুকুলোদ্ভব।
মৎসাযুজ্যমবাপ্নোতি চণ্ডালোঽপ্যাত্মপূজয়া ॥ ৩৮ ॥

সম্পন্ন হয়। আর যে ব্যক্তি বিল্বতরুবনে কুটীর নির্ম্মাণ করত বাস করে, সেই মানবের জপমাত্রেই সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে মানব পর্ব্বতাগ্রদেশ, নদীতীর, বিল্বমূল, শিবালয়, অগ্নিহোত্র-যজ্ঞগৃহ এবং বিষ্ণুর সমীপে মন্ত্র জপ করে, সেই সাধকের সম্বন্ধে দানব, যক্ষ, রাক্ষস কেহই বিঘ্ন আচরণ করিতে পারে না ॥ ৩১-৩৫ ॥

পরন্তু পাপও এতাদৃশ সাধককে সংস্পর্শ করিতে পারে না, সে ব্যক্তি অন্তে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্থণ্ডিল, জল, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত এবং স্বদেহে যে ব্যক্তি আমার অর্চ্চনা করে, হে রাঘব। সে পূজার সমস্ত ফল লাভ করিতে পারে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

হে রঘুকুল-ধুরন্ধর! আত্ম-পূজার সমান আর পূজা নাই। যে

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মনুষ্যঃ কম্বলাসনে।
কৃষ্ণাজিনে ভবেন্মুক্তির্ম্মোক্ষঃ শ্রীর্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি ॥ ৩৯ ॥
কুশাসনে ভবেজ্‌জ্ঞানমারোগ্যং পত্রনির্ম্মিতে।
পাষাণে দুঃখমাপ্নোতি কাষ্ঠে নানাবিধান্ গদান্ ॥ ৪০ ॥
বস্ত্রে শ্রিয়মবাপ্নোতি ভূমৌ মন্ত্রো ন সিধ্যতি।
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা জপং পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৪১ ॥
অক্ষমালাবিধিং বক্ষ্যে শৃণুষ্বাবহিতো নৃপ।
সাম্রাজ্যং স্ফটিকো দদ্যাৎ পুত্রজীবঃ পরাং শ্রিয়ম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যক্তি আত্মপূজা-* নিরত, সে চণ্ডালজাতি হইলেও আমার সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

যে ব্যক্তি কম্বলাসনে উপবেশনপূর্ব্বক আমার পূজা করে, সে সমস্ত অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণাজিন-আসনে মুক্তি এবং ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনে শ্রীলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

কুশাসনে জ্ঞানবিকাশ, পত্রনির্ম্মিতাসনে আরোগ্য, প্রস্তরাসনে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে নানাপ্রকার পীড়া, বস্ত্রাসনে শ্রীলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা ভূম্যাসনে বসিয়া মন্ত্র জপ করে, তাহাদের মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। সাধক উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া জপ ও পূজানুষ্ঠান করিবে ॥ ৪০-৪১ ॥

হে নৃপতে! ইদানীং জপমালার বিষয় বলিতেছি, অবহিত হইয়া

---

* নিজের হৃদয়দেশ পরমাত্মার অস্তিত্ব মনে করিয়া, যাহা কিছু আত্মভোগার্থ গ্রহণ করিবে, তৎসমস্তই তাঁহাকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে এবং তিনি হৃদয়স্থ থাকিয়া আমার পাপ-পুণ্য সমস্তই দর্শন করিতে-ছেন, ইহা স্থির করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে, ইহার নাম আত্মপূজা।

আত্মজ্ঞানং কুশগ্রন্থৌ রুদ্রাক্ষঃ সর্ব্বকামদঃ।
প্রবালৈশ্চ কৃতা মালা সর্ব্বলোকবশপ্রদা॥ ৪৩॥
মোক্ষপ্রদা চ মালা স্যাদামলক্যাঃ ফলৈঃ কৃতা।
মুক্তাফলৈঃ কৃতা মালা সর্ব্ববিদ্যাপ্রদায়িনী॥ ৪৪॥
মাণিক্যরচিতা মালা ত্রৈলোক্যস্য বশঙ্করী।
নীলৈর্ম্মরকতৈর্বাপি কৃতা শত্রুভয়প্রদা॥ ৪৫॥
সুবর্ণরচিতা মালা দদ্যাদ্বৈ মহতীং শ্রিয়ম্।
তথা রৌপ্যময়ী মালা কন্যাং যচ্ছতি কামিতাম্॥ ৪৬॥
উক্তানাং সর্ব্বকামানাং দায়িনী পারদৈঃ কৃতা।
অষ্টোত্তরশতং মালা তত্র স্যাত্তুত্তমোত্তমা॥ ৪৭॥
শতসংখ্যোত্তমা মালা পঞ্চাশন্মধ্যমা মতা।
চতুঃপঞ্চাশতী যদ্বা হ্যধমা সপ্তবিংশতিঃ॥ ৪৮॥

শ্রবণ কর। স্ফটিকমালায় জপে সাম্রাজ্যলাভ, পুত্রজীবমালায় জপে শ্রীলাভ, কুশগ্রন্থি দ্বারা জপে আত্মজ্ঞান এবং রুদ্রাক্ষমালায় জপে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রবাল দ্বারা নির্ম্মিত মালায় জপ করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়, আমলকীফলনির্ম্মিত মালা মোক্ষ দান করিয়া থাকে এবং মুক্তামালা দ্বারা জপ করিলে উহা সর্ব্ববিদ্যা প্রদান করিয়া থাকে॥ ৪২-৪৪॥

মাণিক্যনির্ম্মিতা মালার জপে ত্রিলোক বশবর্ত্তী হয়। নীলমরকতমণিরচিতা মালা শত্রুগণের ভয় উৎপাদন করে, সুবর্ণ-বিরচিতা মালা মহতী সম্পদ্ প্রদান করিতে সমর্থ এবং রৌপ্যনির্ম্মিতা মালা মনোজ্ঞা কন্যা প্রদান করে। পারদনির্ম্মিতা মালার জপে উল্লিখিত সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। যত প্রকার মালার বিষয় বলা হইল,

অধমা পঞ্চবিংশত্যা যদি স্যাচ্ছতনির্ম্মিতা।
পঞ্চদশাক্ষরাণ্যত্রানুলোমপ্রতিলোমতঃ ॥ ৪৯ ॥
ইত্যেবং স্থাপয়েৎ স্পষ্টং ন কস্মৈচিৎ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৫০ ॥

এই সকল প্রকার মালাতেই অষ্টোত্তরশতসংখ্যক গুটিকা উত্তমোত্তম, শতসংখ্যক উত্তম, পঞ্চাশৎ অথবা চতুঃপঞ্চাশৎসংখ্যক গুটিকা মধ্যম এবং সপ্তবিংশতিসংখ্যক গুটিকা অধম জানিবে ॥ ৪৫-৪৮ ॥

যখন শতসংখ্যক মালা উত্তম বলিয়া গণ্য হইবে, তখন পঞ্চবিংশতি সংখ্যার মালা অধমস্থানে পরিগণিত হয়। উল্লিখিত পঞ্চাশৎসংখ্যার মালাতে অকারাদি বর্ণের বিন্যাস করিয়া যদি তাহাতে মূলমন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে একবার জপের দ্বারাই একটি পুরশ্চরণ সমাপ্ত হইতে পারে। তাহার নিয়ম এই,—কথিত সর্ব্বপ্রকার মালার মধ্যেই সংখ্যাতিরিক্ত একটি বীজ মালায় গ্রথিত বীজগুলি হইতে একটু ভিন্নভাবে বৃন্তাকারে গ্রন্থন করিবে, সেইটিকে মেরু বলে। যখন পঞ্চাশৎ গুটিকা দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করা হয়, তখন ঐ মেরু গুটিকাটি সমেত একান্নটি গুটিকা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মেরু স্বরূপ গুটিকাটি জপকালে ফিরাইতে হয় না, উহা সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করে, সেইটিকে মধ্যস্থ করিয়া অনুলোম-বিলোমক্রমে অপর গুটিকাগুলি ফিরাইতে হয়। ইহাই হইল মালাজপমাত্রে সাধারণ নিয়ম। তন্মধ্যে যখন পঞ্চাশৎ গুটিকা দ্বারা জপ করা হয়, তখন এক একটি গুটিকাকে অকারাদি এক একটি বর্ণস্বরূপে কল্পনা করিয়া অনুলোমক্রমে একবার পঞ্চাশৎ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিতে হয়। তাহা হইলেই হ'এর পরবর্ত্তী ল'য়ে * গিয়া শেষ হইল। তৎপর অবশিষ্ট ক্ষ বর্ণটিকে মেরু স্থানে

---

* উপাসনা-শাস্ত্রের মতে হ'এর পরে আর একটি ল পঠিত হইয়া থাকে।

বর্ণৈর্বিন্যস্তয়া যৈস্তু ক্রিয়তে মালয়া জপঃ।
একবারেণ তস্যৈব পুরশ্চর্য্যা কৃতা ভবেৎ ॥ ৫১ ॥
সব্যপার্ষ্ণিং গুদে স্থাপ্য দক্ষিণং চ শিবোপরি।
যোনিমুদ্রাবদ্ধ এবং ভবেদাসনমুত্তমম্ ॥ ৫২ ॥
যোনিমুদ্রাসনে স্থিত্বা প্রজপেদ্যঃ সমাহিতঃ।
যং কঞ্চিদপি বা মন্ত্রং তস্য স্যুঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
ছিন্না রুদ্ধা স্তম্ভিতাশ্চ মিলিতা মূর্চ্ছিতাস্তথা।
সুপ্তা মত্তা হীনবীর্য্যা দগ্ধা প্রত্যর্থিপক্ষগাঃ ॥ ৫৪ ॥
বালা যৌবনমত্তাশ্চ বৃদ্ধা মন্ত্রাশ্চ যে মতাঃ।
যোনিমুদ্রাসনে স্থিত্বা মন্ত্রানেবংবিধান্ জপেৎ ॥ ৫৫ ॥

কল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার যে মালাটিতে পঞ্চাশৎ সংখ্যার শেষ হইয়াছে, সেইটি হইতে আরম্ভ করিয়া লকারাদিক্রমে বর্ণ কল্পনা পূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে অকারের স্থানীয় মালাটিতে আসিয়া পঞ্চাশৎ সংখ্যা পূর্ণ হইবে। ইহার নাম বিলোম-জপ। এইরূপ অনুলোম বা বিলোমক্রমে পঞ্চাশৎমালায় পঞ্চাশৎ বর্ণের বিন্যাস দ্বারা গুপ্তভাবে জপ করিতে হয় ॥ ৪৯-৫১ ॥

অতঃপর বসিবার আসনবিষয়ও বলা যাইতেছে।—জপকালে বীরাসন, ভদ্রাসন প্রভৃতি নানাপ্রকার আসনই বিহিত আছে সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে যোনিমুদ্রাবন্ধে যে আসন করা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যোনিমুদ্রাসনে স্থিত হইয়া সমাহিতভাবে যে কোন মন্ত্র জপ করা যায়, তাহাই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। অধিক কি, জাপ্যমান মন্ত্র যদি ছিন্নদোষগ্রস্ত, রূঢ়দোষগ্রস্ত অথবা স্তম্ভিত, মিলিত, মূর্চ্ছিত, সুপ্ত, মত্ত, হীনবীর্য্য, দগ্ধ, কিংবা অরি-স্থানীয়ও হয় কিংবা বালদোষ,

তস্য সিধ্যন্তি তে মন্ত্রা নান্যস্য তু কথঞ্চন।
ব্রাহ্ম্যং মুহূর্ত্তমারভ্য মধ্যাহ্নং প্রজপেন্মনুম্।
অত ঊর্দ্ধং কৃতে জাপ্যে বিনাশো ভবতি ধ্রুবম্।
পুরশ্চর্য্যাবিধাবেবং সর্ব্বকাম্যফলেষ্বপি ॥ ৫৬ ॥
নিত্যে নৈমিত্তিকে বাপি তপশ্চর্য্যাসু বা পুনঃ।
সর্ব্বদৈব জপঃ কার্য্যো ন দোষস্তত্র কশ্চন ॥ ৫৭ ॥
যস্তু রুদ্রং জপেন্নিত্যং ধ্যায়মানো মমাকৃতিম্।
ষড়ক্ষরং বা প্রণবং নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

যৌবন-দোষ অথবা বৃদ্ধত্বদোষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও যোনিমুদ্রাসনে জপ করিলে তৎসমস্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া তাহা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যোনিমুদ্রাবন্ধের নিয়ম এই,—বামপদের পার্ষ্ণিভাগ দ্বারা গুহ্যস্থান অবষ্টব্ধ করিয়া দক্ষিণপার্ষ্ণি দ্বারা শিশ্নমূল অবষ্টব্ধ করত বসিতে হয়, তাহা হইলেই যোনিমুদ্রাবন্ধের আসন করা হইল ॥৫২-৫৫॥

হে মহাবাহো! জপের সময়বিষয়েও কিছু বিশেষ জ্ঞাতব্য আছে, তাহাও বলিতেছি। ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত জপের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সময়েই মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। ইহার পর জপ করিলে জাপকের গুরুতর হানি হইয়া থাকে। কিন্তু এই নিয়ম কেবল পুরশ্চরণ ও কাম্য-জপ-বিষয়েই জানিবে, অন্যত্র নহে। নিত্য জপ, নৈমিত্তিক জপ অথবা কেবল মন্ত্রশক্তির পরিস্ফুরণের জন্য যে জপ করা হয়, তাহা সর্ব্বদাই করিতে পারে। সে স্থলে সময়ের কোন বিচার নাই ॥ ৫৬-৫৭ ॥

যে ব্যক্তি আমার আকৃতির ধ্যানে মগ্ন হইয়া রুদ্রাধ্যায় পাঠ করে এবং জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বকামনাবিরহিতভাবে আমার ষড়ক্ষর মন্ত্র

তথাথর্ব্বশিরোমন্ত্রং কৈবল্যং বা রঘূত্তম।
স তেনৈব চ দেহেন শিবঃ সঞ্জায়তে স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
অধীতে শিবগীতাং যো নিত্যমেতাং জপেত্তু যঃ
শৃণুয়াদ্বা স মুক্তঃ স্যাৎ সংসারান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥

স্থত উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
রামঃ কৃতার্থমাত্মানমমন্যত তথৈব সঃ ॥ ৬১ ॥
এবং ময়া সমাসেন শিবগীতা সমীরিতা।
এতাং যঃ প্রজপেন্নিত্যং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ ॥ ৬২ ॥
একাগ্রচিত্তো যো মর্ত্ত্যস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা।
অতঃ শৃণুধ্বং মুনয়ো নিত্যমেতাং সমাহিতাঃ ॥ ৬৩ ॥

বা প্রণব কিংবা অথর্ব্বশির অথবা কৈবল্যোপনিষদ্ পাঠ করে, হে রঘূত্তম! সে জড়দেহ বিদ্যমান থাকিলেও আত্মার দ্বারা শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিত্য এই শিবগীতা অধ্যয়ন করিয়া থাকে কিংবা গুরুমুখে শ্রবণ করে, সে-ও এই সংসারসাগর হইতে বিমুক্তি লাভ করে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৫৮-৬০ ॥

স্থত বলিলেন, মহাদেব এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন রামও আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

হে দ্বিজ! আমি তোমাদের নিকট এই শিবগীতা সংক্ষেপে বলিলাম। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া সমাহিতভাবে নিত্য ইহা

অনায়াসেন বো মুক্তির্ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
কায়ক্লেশো মনঃক্ষোভো ধনহানির্ন চাত্মনঃ ॥ ৬৪ ॥
ন পীড়া শ্রবণাদেব যস্মাৎ কৈবল্যমাপ্নুয়াৎ।
শিবগীতামতো নিত্যং শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ ॥ ৬৫ ॥

ঋষয় উচুঃ।

অদ্যপ্রভৃতি নঃ সূত ত্বমাচার্য্যঃ পিতা গুরুঃ।
অবিদ্যায়াঃ পরং পারং যস্মাত্তারয়িতাসি নঃ ॥ ৬৬ ॥
উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মাৎ সূতাত্মজ! ত্বত্তঃ সত্যং নাম্যোঽস্তি নো গুরুঃ ॥৬৭॥

জপ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার মুক্তি করস্থরূপে জানিবে। অতএব হে মুনিগণ! তোমরা সমাহিত হইয়া নিত্য ইহা শ্রবণ কর ॥৬২-৬৩॥

ইহা শ্রবণ করিলে অনায়াসেই মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে সংশয় নাই। এই শিবগীতা শ্রবণে কায়ক্লেশ, মনঃক্ষোভ, ধনহানি বা পীড়াদি কিছুরই সম্ভাবনা নাই, কেবলমাত্র ইহা শ্রবণ করিলেই কৈবল্যপদ লাভ করিতে পারা যায়, অতএব হে ঋষিগণ! আপনারা নিত্য ইহা শ্রবণ করুন ॥ ৬৪-৬৫ ॥

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! অদ্য হইতে আপনি আমাদের আচার্য্য পিতা ও গুরুস্থানীয় হইলেন, যেহেতু, আমরা আপনার দ্বারাই অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছি ॥ ৬৬ ॥

হে সূতাত্মজ! উৎপাদক ও ব্রহ্মদাতার মধ্যে ব্রহ্মদাতা শ্রেষ্ঠ; অতএব আপনি ব্যতীত আর আমাদের কেহই গুরু নাই ॥ ৬৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযয়ুঃ সর্ব্বে সায়ংসন্ধ্যামুপাসিতুম্।
স্তুবন্তঃ স্ূতপুত্রং তে সন্তুষ্টা গোমতীতটম্॥ ৬৮॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উপরিভাগে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শিবরাঘবসংবাদে গীতাধিকারিনিরূপণং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥

ব্যাস বলিলেন, সমস্ত ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইয়া এই প্রকারে সূতপুত্রের স্তব করত সায়ংসন্ধ্যোপাসনা করার নিমিত্ত গোমতীতটে সমাগত হইলেন॥ ৬৮॥

শিবগীতা সমাপ্ত।

ভগবতী-গীতা

—০:*:০—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ।

ব্রূহি দেব মহেশান যথা সা পরমেশ্বরী।
বভূব মেনকাগর্ভে পূর্ণভাবেন পার্ব্বতী ॥ ১ ॥
শ্রুতং বহুপুরাণেষু জ্ঞায়তেঽপি চ যদ্যপি।
জন্মকর্ম্মাদিকং তস্যাস্তথাপি পরমেশ্বর।
শ্রোতুং সমিষ্যতে তত্ত্বং যতস্ত্বং বেৎসি তত্ত্বতঃ।
তদ্বদস্ব মহাদেব বিস্তরেণ মহামতে ॥ ২ ॥

নারদ বলিলেন, হে দেব মহেশ! যেরূপে পরমেশ্বরী দুর্গা গিরিরাজপত্নী মেনকার গর্ভে পূর্ণভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

হে পরমেশ্বর! যদিও আমি জগন্মাতা দুর্গার জন্ম এবং কর্ম্মের কথা নানা পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি এবং বিদিত আছি, তথাপি আমি সেই সকল তত্ত্ব যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। কেন না, আপনি সে সকল তত্ত্ব প্রকৃতরূপে জ্ঞাত আছেন, অতএব হে মহাদেব! আপনি সেই সমস্ত কথা সবিস্তাররূপে আমাকে বলুন ॥ ২ ॥

শ্রীশিব উবাচ।

ত্রৈলোক্য-জননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্ন্যা মেনয়াপি চ।
মহোগ্রতপসা পুত্রীভাবেন মুনিপুঙ্গব।
প্রার্থিতা চ মহেশেন সতীবিরহদুঃখিনা ॥ ৩ ॥
প্রযযৌ মেনকাগর্ভে পূর্ণব্রহ্মময়ী স্বয়ম্।
ততঃ শুভে দিনে মেনা রাজীবসদৃশাননাম্।
সুষুবে তনয়াং দেবীং সুপ্রভাং জগদম্বিকাম্।
ততোঽভবৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ সর্ব্বতো মুনিপুঙ্গব।
পুষ্পগন্ধো ভবেদ্বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ ॥ ৪ ॥
অথাদ্রিরাজঃ শ্রুতবান্ পুত্রীং জাতাং শুভাননাম্।
তরুণাদিত্যকোট্যাভাং ত্রিনেত্রাং দিব্যরূপিণীম্ ॥ ৫ ॥

শিব বলিলেন, হে মুনিপ্রবর নারদ! ব্রহ্মরূপা সনাতনী ত্রৈলোক্য-জননী দুর্গা গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁহার পত্নী মেনকা দ্বারা মহা কঠোর তপস্যাসহকারে পুত্রীভাবে আরাধিতা এবং সতীবিরহদুঃখিত আমা কর্ত্তৃক পত্নীরূপে প্রার্থিতা হইয়াছিলেন॥ ৩ ॥

পূর্ণব্রহ্মময়ী স্বয়ং গিরিরাজপত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণার্থ প্রবেশ করেন। পরে শুভদিনে মেনকা পদ্মাননা সুপ্রভাময়ী জগজ্জননী দুর্গাকে কন্যারূপে প্রসব করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তৎকালে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, পবন পুষ্পগন্ধযুক্ত এবং দশদিক্ সুপ্রসন্ন হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

তখন পর্ব্বতরাজ শ্রবণ করিলেন, তাঁহার শুভাননা, কোটি তরুণ-সূর্য্যের ন্যায় কান্তিশালিনী, ত্রিনেত্রা, দিব্যরূপিণী এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

অষ্টহস্তাং বিশালাক্ষীং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্।
মেনে তাং প্রকৃতাং সূক্ষ্মামাদ্যাং জাতাং স্বলীলয়া ॥ ৬ ॥
তদা হৃষ্টমনা ভূত্বা বিপ্রেভ্যঃ প্রদদৌ বহু।
ধনং বাসাংসি চ মুনে দোগ্ধ্রীর্গাশ্চ সহস্রশঃ।
দ্রষ্টুং প্রতিযযৌ চাশু বন্ধুভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৭ ॥
তত্রস্থমাগতং জ্ঞাত্বা গিরীন্দ্রং মেনকা তদা।
প্রোবাচ তনয়াং পশ্য রাজন্ রাজীবলোচনাম্।
আবয়োস্তপসা জাতাং সর্ব্বভূতহিতায় চ ॥ ৮ ॥
ততঃ সোঽপি নিরীক্ষ্যেমাং জ্ঞাত্বা তাং জগদম্বিকাম্।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ।
প্রোবাচ বচনং দেবীং ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা ॥ ৯ ॥

অষ্টহস্তা, বিশালাক্ষী, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রপ্রভাময়ী সেই কন্যাকে জানিতে পারিলেন যে, আদ্যা সূক্ষ্মা প্রকৃতিই নিজে লীলাচ্ছলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

হে মুনে! তখন গিরিরাজ হৃষ্টমনে ব্রাহ্মণদিগকে ধন, বসন এবং সহস্র দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়া শীঘ্র বন্ধুগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়া নবপ্রসূতা কন্যাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

মেনকা গিরিরাজকে তথায় আগত দর্শনে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! দেখ দেখ, কেমন পদ্মলোচনা কন্যা হইয়াছে, ইনি নিশ্চয়ই আমাদের তপঃসম্ভূতা এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধনার্থ শরীর ধারণ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর গিরিরাজ কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাকে জগন্মাতা বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন তিনি ভূমিতলে মস্তকাবনমন পূর্ব্বক প্রণাম

হিমালয় উবাচ।

কা ত্বং মাতর্বিশালাক্ষি চিত্ররূপে সুলক্ষণে।
ন জানে ত্বামহং বৎসে যথাবৎ কথয়স্ব মাম্॥ ১০॥

দেব্যুবাচ।

জানীহি মাং পরাং শক্তিং মহেশ্বরকৃতাশ্রয়াম্।
শাশ্বতৈশ্বর্য্যবিজ্ঞানমূর্ত্তিং সর্ব্বপ্রবর্ত্তিকাম্।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং বিধাত্রীং জগদম্বিকাম্॥ ১১॥
অহং সর্ব্বান্তরস্থা চ সংসারার্ণবতারিণী।
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপেশ্বরীতি চ॥ ১২॥
যুবয়োস্তপসা তুষ্টা পুত্রীভাবেন ভাবিতা।
জাতস্তব গৃহে তাত বহুভাগ্যবশাত্তব॥ ১৩॥

করিয়া করপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ভক্তির সহিত গদ্‌গদবাক্যে দেবীকে কহিতে লাগিলেন॥ ৯॥

হিমালয় কহিলেন, হে মাতঃ বিশালাক্ষি! হে মাতঃ চিত্ররূপিণি! হে মাতঃ সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্নে! আপনি আমার কন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হইলেও আমি আপনাকে জানি না, আপনি আপনার স্বরূপ মৎসকাশে প্রকাশ করিয়া বলুন॥ ১০॥

দেবি কহিলেন, আমাকে মহেশ্বর মহাদেবের আশ্রয় পরমাশক্তিরূপে জানিও, আমি নিত্য ঐশ্বর্য্য, বিজ্ঞান এবং মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি, আমিই সৃষ্টিস্থিতি ও বিনাশবিধাত্রী জগজ্জননী॥ ১১॥

আমিই সকলের অন্তরে থাকি, আমিই সংসারসাগরতারিণী, আমিই নিত্যানন্দময়ী নিত্যব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ১২॥

হে পিতঃ! আপনারা উভয়ে আমাকে কন্যাভাবে লাভ করিবেন

হিমালয় উবাচ।

যা ত্বং কৃপয়া গৃহে মম সুতা জাতাসি নিত্যাপি যদ্-
ভাগ্যং মে বহুজন্মজন্মজনিতং সর্ব্বং মহৎ পুণ্যদম্।
দৃষ্টং রূপমিদং পরাৎপরতরাং মূর্ত্তিং ভবান্যা অপি,
মাহেশীং প্রতিদর্শয়াশু কৃপয়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ ॥ ১৪ ॥

দেব্যুবাচ।

দদামি চক্ষুস্তে দিব্যং পশ্য মে রূপমৈশ্বরম।
ছিন্ধি হৃৎসংশয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদেবময়ীং পিতঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাং গিরিশ্রেষ্ঠং দত্ত্বা বিজ্ঞানমুত্তমম্।
স্বং রূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা ॥ ১৬ ॥

বলিয়া বহু তপস্যা করিয়াছিলেন, আমি আপনাদের সেই তপে পরিতুষ্ট হইয়া আপনার বহুভাগ্য বশতঃ আপনার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

হিমালয় কহিলেন, মাতঃ! আমার বহু জন্মজন্মান্তরীণ পুণ্যজনিত-সৌভাগ্য-ফলে আপনি নিত্যা হইলেও মদীয় গৃহে কন্যারূপে জন্ম লইয়াছেন, আপনি কৃপা করিয়া পতিদর্শন জন্য আগমন করাতে আমি ভবানী মাহেশীর পরাৎপরতর রূপ দর্শন করিলাম, অতএব হে বিশ্বেশ্বরি! আপনাকে প্রণাম ॥ ১৪ ॥

দেবী কহিলেন, হে পিতঃ! আমি আপনাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা আপনি আমার দিব্য ঐশ্বর রূপ দর্শন করিয়া হৃদয়ের সন্দেহ ছেদন করত আমাকে সর্ব্বময়ী বলিয়া জানুন ॥ ১৫ ॥

মহাদেব কহিলেন, এই কথা বলিয়া দুর্গা পিতা গিরিবর হিমালয়কে

শশিকোটিপ্রভং চারুচন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম।
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ জটামণ্ডিতমস্তকম্।
ভয়ানকং ঘোররূপং বিলোক্য হিমবান্ পুনঃ।
প্রোবাচ বচনং মাতঃ রূপমন্যৎ প্রদর্শয় ॥ ১৭ ॥
ততঃ সংহৃত্য তদ্রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ।
রূপমন্যৎ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপা সনাতনী ॥ ১৮ ॥
শরচ্চন্দ্রনিভং চারুমুকুটোজ্জ্বলমস্তকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং নেত্রত্রয়োজ্জ্বলম্।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
যোগীন্দ্র-বৃন্দসংবন্দ্যসুচারুচরণাম্বুজম্ ॥ ১৯ ॥

উত্তম বিজ্ঞান প্রদান করিয়া তখন আপনার দিব্য মাহেশ্বর রূপ প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৬ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভাময়, কপালে চারু অর্দ্ধচন্দ্র, একহস্তে ত্রিশূল, অপর হস্ত বরদানোদ্যত, মস্তক জটামণ্ডিত, এইরূপ ভীষণ ঘোররূপ দর্শন করিয়া হিমবান্ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, হে মাতঃ! আপনার অন্য অভয়প্রদ রূপ প্রদর্শন করুন ॥ ১৭ ॥

হে মুনিপ্রবর! তখন বিশ্বরূপা সনাতনী দুর্গা সেই ঘোররূপ সংহার করত পিতাকে অন্যরূপ প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই রূপ শরচ্চন্দ্রের ন্যায় মনোহর; মস্তক দিব্য উজ্জ্বল মুকুটে মণ্ডিত; চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; কণ্ঠে দিব্য মাল্য; পরিধান দিব্য বস্ত্র; সর্ব্বাঙ্গে দিব্য সুগন্ধিদ্রব্যের অনুলেপন এবং সুন্দর চরণযুগল যোগীন্দ্রগণের বন্দনীয় ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদঞ্চ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
দৃষ্ট্বা তদেতৎ পরমং রূপমৈশ্বরমুত্তমম্।
প্রণম্য তনয়াং প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্লমানসঃ ॥ ২০ ॥

হিমালয় উবাচ।

মাতস্তবেদং পরমং রূপমৈশ্বরমুত্তমম্।
বিস্মিতোঽস্মি সমালোক্য রূপমন্যৎ প্রদর্শয় ॥ ২১ ॥
ত্বং যস্য স হ্যশোচ্যোঽপি ধন্যশ্চ পরমেশ্বরি।
অনুগৃহ্নীষ মাতর্মাং কৃপয়া তে নমো নমঃ ॥ ২২ ॥

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা শৈলরাজেন পার্ব্বতী।
তদ্রূপমপি সংহৃত্য দিব্যং রূপং সমাদধে ॥ ২৩ ॥

সকল দিকে হস্ত পদ, সকল দিকে শিরোমুখ, এই পরম উৎকৃষ্ট ঐশ্বররূপ দর্শনে হিমালয় বিস্ময়োৎফুল্লচিত্তে তনয়াকে প্রণাম করিয়া কহিলেন ॥ ২০ ॥

হিমালয় কহিলেন, হে মাতঃ! আপনার পরম উৎকৃষ্ট ঐশ্বর রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি, আপনি আপনার অন্য রূপ প্রদর্শন করুন ॥ ২১ ॥

হে পরমেশ্বরি! আপনি যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সে অশুচি হইলেও লোকে ধন্য হয়, জননি! আমাকে কৃপা করিয়া অনুগ্রহ করুন। আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ২২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন, পিতা শৈলরাজ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পার্ব্বতী সেই রূপ সংহরণ করিয়া দিব্য রূপ ধারণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

নীলোৎপলদলশ্যামং বনমালাবিভূষিতম্ ।
এবং বিলোক্য তদ্রূপং শৈলানামধিপস্ততঃ ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিত্বা মহাহর্ষেণ সংযুতঃ ।
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৪ ॥

হিমালয় উবাচ ।

মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে,
ত্বং সর্ব্বং ন হি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে !
ত্বং বিষ্ণুর্গিরিশস্ত্বমেব নিতরাং ধাতাসি শক্তিঃ পরা,
কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্যচরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং ময়া ॥ ২৫ ॥
ত্বং স্বাহাখিলদেবতৃপ্তিজনিকা তদ্বৎ পিতৄণামপি,
তৃপ্তের্হেতুরসি স্বধা ত্বমেব জননি ত্বং দেবদেবাত্মিকা ।
হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো যজ্ঞস্তথা দক্ষিণা,
ত্বং স্বর্গাদিফলং সমস্তফলদে বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ ॥ ২৬ ॥

এবার নীল উৎপল সদৃশ শ্যামরূপ, কণ্ঠে বনমালা বিরাজিত ; তদ্দর্শনে শৈলরাজ মহা হর্ষযুক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীকে বক্ষ্যমাণ স্তোত্র দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ২৪ ॥

হিমালয় কহিলেন, হে মাতঃ সর্ব্বময়ি পরমেশি বিশ্বেশ্বরি বিশ্বাশ্রয়ে ! আমার প্রতি প্রসন্না হউন, হে শিবে ! আপনি বিশ্বের তাবৎ বস্তু। ত্রিভুবনে আপনি ছাড়া অন্য কোন বস্তুই নাই। আপনিই বিষ্ণু, আপনিই শিব, আপনিই ব্রহ্মা এবং আপনিই পরা শক্তি। মা, আপনার চরিত্র অচিন্ত্য। আমি ছার কি বর্ণনা করিব ? ব্রহ্মাদি সুরগণও আপনার চরিত্রের তত্ত্ব প্রাপ্ত হন না ॥২৫॥

হে জননি ! আপনি অখিলদেবগণের তৃপ্তি হেতু স্বাহারূপিণী,

রূপং সূক্ষ্মতমং পরাৎপরতরং যদ্‌যোগিনো বিদ্যয়া,

শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বদন্তি পরমং শান্তং সুতৃপ্তং তব।

বাচাং দুর্ব্বিষয়ং মনোতিগমপি ত্রৈলোক্যবীজং শিবে,

ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি দেবি বরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্‌ ॥ ২৭ ॥

উদ্যৎসূর্য্যসহস্রাভাং মম গৃহে জাতাং স্বয়ং লীলয়া,

দেবীমষ্টভুজাং বিশালনয়নাং বালেন্দুমৌলিং শিবাম্‌।

উদ্যৎকোটিশশাঙ্ককান্তিমমলাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং,

ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি বিশ্বজননি দেবি প্রসীদাম্বিকে ॥ ২৮ ॥

আপনি পিতৃলোকের তৃপ্তি হেতু স্বধাস্বরূপা, আপনিই সুরগণের আত্মা, আপনিই যজ্ঞীয় হব্য-কব্য, আপনিই নিয়ম ও সৎকার্য্য সমূহের আদিফলস্বরূপা, আপনিই চতুর্ব্বর্গফলদাত্রী। হে বিশ্বেশ্বরি! আপনাকে প্রণাম ॥ ২৬ ॥

যোগিগণ বিদ্যা দ্বারা আপনার সূক্ষ্মতম পরাৎপরতর শুদ্ধ ব্রহ্মময় রূপকে জানিয়া তাহাকে পরম শান্তিনিলয় ও তৃপ্তির স্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। হে শিবে! বাক্যের দুর্ব্বিষয়, মনের অতীত যে ত্রৈলোক্যের বীজস্বরূপ আপনার রূপ, ভক্তির সহিত তাহাকে প্রণাম করি, হে বিশ্বেশ্বরি বরদে দেবি! আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ২৭ ॥

হে শিবে! আপনি লীলাহেতু নবোদিত সূর্য্যসহস্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অষ্টভুজ, বিশালনেত্র এবং মস্তকে বাল-ইন্দু ধারণ করিয়া আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিতেছেন, বালরূপী নবোদিত কোটিচন্দ্র-কান্তিযুক্ত নয়নত্রয়ধারিণী বিশ্বজননী জগদম্বাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ॥ ২৮ ॥

রূপং তে রজতাদ্রিসন্নিভমলং নাগেন্দ্রভূষোজ্জ্বলং,
ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈর্ভীমৈঃ সমুদ্ভাসিতম্।
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকং ধৃতজটাজূটং শরণ্যে শিবে,
ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে ॥ ২৯ ॥
রূপং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনং,
দিব্যৈরাভরণৈর্বিরাজিতমলং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
দিব্যৈর্বাহুচতুষ্টয়ৈর্যুতমহং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ,
পাদাব্জং জননি প্রসীদ নিখিলব্রহ্মাদিদেবস্তুতে ॥ ৩০ ॥
রূপং তে নবনীরদদ্যুতিরুচিং ফুল্লাব্জনেত্রোজ্জ্বলং,
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতম্।
বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিকসিতোরস্কং জগত্তারিণি,
ভক্ত্যাহং প্রণতোঽস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে ॥ ৩১ ॥

হে শিবে! আপনার ভীম ত্রিনয়নোদ্ভাসিত রজতপর্ব্বতসদৃশ সর্পরাজবিভূষিত ঘোররূপ পঞ্চমুখ মহাদেব তুল্য, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত মস্তক জটাজূটধারী শিবের যোগ্য, হে বিশ্বজননি জগদম্বে! আপনাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি; আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ২৯।

হে শিবে! কোটি শরচ্চন্দ্র তুল্য দিব্যাম্বরধারী, দিব্যাভরণভূষিত এবং পরম রমণীয়কান্তি হেতু জগন্মোহন যে তোমার চতুর্ভুজ রূপ, তাহা যথার্থ শিবের অনুরূপ হইয়াছে, হে ব্রহ্মাদিদেবস্তুতে মাতঃ! আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি, আপনি মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩০ ॥

হে জগত্তারিণি! নবজলধরসদৃশ, প্রফুল্লকমলোজ্জ্বলনেত্রযুক্ত, বিশ্ববিমোহনকারী, হাস্যমুখ, রত্নাঙ্গদভূষিত, দোদুল্যমান বনমালাশোভিতক্রোড় আপনার যে রূপ, হে মাতঃ দুর্গে! আমি

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং,
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুযুগে দেবোঽথবা মানুষঃ।
কোঽহং স্বল্পমতির্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈর্গুণৈ-
র্নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥ ৩২॥
অতো মে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
তত্ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রীত্বমুপাগতা॥ ৩৩॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং মাতস্ত্বং নিজলীলয়া।
নিত্যাপি মদ্গৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ॥ ৩৪॥
কিং ব্রুমো মেনকায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতম্।
যতস্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতাভবত্তব॥ ৩৫॥

তাহাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি, আপনি মৎপ্রতি প্রসন্না হউন॥ ৩১॥

হে মাতঃ! তোমার গুণের এবং বিশ্বরূপাত্মক তোমার রূপের বর্ণনা করিতে ত্রিভুবনে দেবতা বা মনুষ্য বহুযুগেও কেহ সমর্থ নহে, আমি অতি স্বল্পমতি, তাহা কি বর্ণনা করিব? হে বিশ্বেশ্বরি, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি স্বীয় গুণে কৃপা করিয়া আপনার পরমা মায়া দ্বারা আমাকে মোহিত করিবেন না॥ ৩২॥

আজ আমার জন্ম ও তপস্যা সফল হইল, কেন না, যিনি ত্রিজগতের জননী, তিনি আমার পুত্রীরূপে জন্মধারণ করিয়াছেন॥ ৩৩॥

আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম, কারণ, আপনি নিত্যা হইলেও প্রাকৃত জনের ন্যায় আমার গৃহে লীলা করিবার জন্য পুত্রীভাবে জন্মলাভ করিয়াছেন॥ ৩৪॥

মেনকা শত শত জন্মে যে কি সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং গিরীন্দ্রতনয়া গিরিরাজেন সংস্তুতা।
বভূব সহসা চারুরূপিণী পূর্ব্ববন্মুনে॥ ৩৬॥
মেনকাপি বিলোক্যৈবং বিস্মিতা ভক্তিসংযুতা।
জ্ঞাত্বা ব্রহ্মময়ীং পুত্রীং প্রাহ গদ্গদয়া গিরা॥ ৩৭॥

মেনকোবাচ।

মাতঃ স্তুতিং ন জানামি ভক্তিং বা জগদম্বিকে।
তথাপ্যহমনুগ্রাহ্যা ত্বয়া নিজগুণেন হি॥ ৩৮॥
ত্বয়া জগদিদং সৃষ্টং ত্বমেবৈতৎফলপ্রদা।
সর্ব্বাধারস্বরূপা ত্বমুপাধিঃ সর্ব্বেষামপি॥ ৩৯॥

আর কি কহিব। কারণ, আপনি যে ত্রিজগতের মাতা, তিনি আপনারও জননী হইয়াছেন॥ ৩৫॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন, গিরীন্দ্রনন্দিনী দুর্গা গিরিরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুতা হইয়া সহসা পূর্ব্বের ন্যায় চারুরূপ ধারণ করিলেন॥ ৩৬॥

মেনকাও এই রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া কন্যাকে ব্রহ্মময়ী বলিয়া জানিতে পারিয়া গদ্গদবাক্যে বলিতে লাগিলেন॥৩৭॥

মেনকা কহিলেন, হে মাতঃ জগদম্বে! আমি স্তুতি করিতে জানি না, আমার ভক্তিও নাই, কিন্তু মা, আপনি নিজ গুণে আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন॥ ৩৮॥

মা, আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনিই সমস্ত জীবের কর্ম্মফল প্রদান করেন, আপনিই সকল বস্তুর আধার এবং আপনিই সকলের উপাধিরূপে বর্ত্তমান॥ ৩৯॥

দেব্যুবাচ।

ত্বয়া মাতস্তথা পিত্রাপ্যনেনারাধিতা হ্যহম্।
মহোগ্রতপসা পুত্রীং লব্ধুং মাং পরমেশ্বরীম্॥ ৪০॥
যুবয়োস্তপসস্তস্য ফলদানায় লীলয়া।
নিত্যা লব্ধবতী জন্ম গর্ভে তব হিমালয়াৎ॥ ৪১॥

শ্রীশিব উবাচ।

ততো গিরীন্দ্রস্তাং দেবীং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ।
পপ্রচ্ছ ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রাঞ্জলির্মুনিসত্তম॥ ৪২॥

হিমবানুবাচ।

মাতস্ত্বং বহুভাগ্যেন মম জাতাসি কন্যকা।
ব্রহ্মাদ্যৈর্দুর্লভা যোগিদুর্গমা নিজলীলয়া॥ ৪৩॥

দেবী কহিলেন, হে জননি! আপনি এবং পিতা আপনারা উভয়ে পরমেশ্বরীরূপা আমাকে পুত্রীরূপে লাভ করিবেন বলিয়া মহা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন॥ ৪০॥

আপনাদের উভয়ের তপস্যার ফলদানাভিলাষে নিত্যা আমি মানুষীরূপে আপনার গর্ভে হিমাচলের ঔরসে লীলাচ্ছলে জন্মধারণ করিয়াছি॥ ৪১॥

শ্রীশিব কহিলেন, অনন্তর গিরিরাজ সেই দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া করপুটে তাঁহার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন॥৪২॥

হিমালয় কহিলেন, হে মাতঃ! ব্রহ্মাদি-সুরদুর্লভা এবং যোগিবৃন্দের দুর্জ্ঞেয়া আপনি আমার বহু ভাগ্যবশে লীলাচ্ছলে মদীয় কন্যা হইয়া জন্মিয়াছেন॥ ৪৩॥

অহং তব পদাম্ভোজং প্রপন্নোঽস্মি মহেশ্বরি।
যথাঞ্জসা ভবিষ্যামি সংসারপারবারিধিম্।
তস্মাত্ত্বং দেহি মাতর্মে ব্রহ্মজ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যোগসারং মহামতে।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
গৃহীত্বা মম মন্ত্রাণি সদ্‌গুরোঃ সুসমাহিতঃ।
কায়েন মনসা বাচা মামেব হি সমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
মচ্চিত্তো মদ্গতপ্রাণো মন্নামজপতৎপরঃ।
মৎপ্রসঙ্গো মদালাপো মদ্‌গুণশ্রবণে রতঃ।
ভবেন্মুমুক্ষু রাজেন্দ্র ময়ি ভক্তিপরায়ণঃ।
মদর্চ্চাপ্রীতিসংযুক্তমানসো সাধকোত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

হে পরমেশ্বরি! আমি আপনার চরণকমল ভজনা করি। হে মাতঃ! যাহাতে আমি শীঘ্র সংসারবারিধির পারে যাইতে পারি, সেইরূপ উত্তম ব্রহ্মজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন॥ ৪৪ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, হে মহামতে পিতঃ! আমি যোগের সারকথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন, যে কথা বিদিত হইবামাত্র জীব ব্রহ্মময় হইয়া থাকে॥ ৪৫ ॥

সদ্‌গুরুর নিকটে সুসমাহিতচিত্তে আমার মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে আমাকেই আশ্রয় করিবে ॥ ৪৬ ॥

হে রাজেন্দ্র! যে সাধকপ্রবর ব্যক্তি মুমুক্ষু হইবে, সে ভক্তির সহিত আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমার নাম জপ করিবে; যে

পূজাযজ্ঞাদিকং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধিবিধানতঃ।
শ্রুতিস্মৃত্যাদিতৈঃ সম্যক্ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতৈঃ।
সদা তপসা দানেন মামেব হি সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণম্।
কর্ম্মণো জায়তে ভক্তির্ধর্ম্মযজ্ঞাদিকস্য তু।
তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থং মামেদং রূপমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বাকারাহমেবেতি সচ্চিদানন্দবিগ্রহা।
মদংশেন পরিচ্ছিন্না দেহাঃ স্বর্গৌকসাং পিতঃ ॥ ৫০ ॥
তস্মান্মামেব বিধ্যুক্তৈঃ সকলৈরেব কর্ম্মভিঃ।
বিভাব্য প্রজপেদ্ভক্ত্যা নান্যথা ভাবয়েৎ সুধীঃ ॥ ৫১ ॥

আমার প্রসঙ্গকরণে ও আমার সম্বন্ধীয় কথা-শ্রবণে নিযুক্ত হইবে, সে ব্যক্তি আমার অর্চ্চনাতেই আহ্লাদিতচিত্তে নিযুক্ত হইবে ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যুক্ত, স্বীয় বর্ণাশ্রমের উপযোগী পূজা ও যজ্ঞাদি বিধিবিধানানুসারে করিবে, সে সর্ব্বথা তপস্যা ও দানকার্য্যের সহিত আমাকেই পূজা করিবে ॥ ৪৮ ॥

জ্ঞান হইতে মুক্তি উৎপন্ন হয়, ভক্তিই জ্ঞানের কারণ এবং ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সেই জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি ধর্ম্মকর্ম্মসাধনার্থ আমার এই রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ৪৯ ॥

হে পিতঃ! সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে আমি, সেই আমিই সকল পদার্থ ও সকল রূপ, স্বর্গবাসী সুরগণ আমারই অংশ হইতে দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন মাত্র ॥ ৫০ ॥

সে জন্য সুধী ব্যক্তি বিধ্যুক্ত সকল কর্ম্ম দ্বারাই শক্তির সহিত

এবং বিধ্যুক্তকর্ম্মাণি কৃত্বা নির্ম্মলমানসঃ।
আত্মজ্ঞানে সমুদ্যুক্তো মুমুক্ষুঃ সততং ভবেৎ॥ ৫২ ॥
ঘৃণাং নিবর্ত্ত্য সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিকেষ্বপি।
বেদান্তাদিষু শাস্ত্রেষু সন্নিবিষ্টমনা ভবেৎ॥ ৫৩॥
কামাদিকং ত্যজেৎ সর্ব্বং হিংসাঞ্চাপি বিবর্জ্জয়েৎ।
এবং কৃতবতাং বিদ্যা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৪ ॥
তয়ৈবাত্মা মহারাজ প্রত্যক্ষমনুভূয়তে।
তদৈব জায়তে মুক্তিঃ সত্যং সত্যং ব্রবীমি তে॥ ৫৫ ॥
কিন্তু সুদুর্লভং তাত মদ্ভক্তিবিমুখাত্মনাম্।
তস্মাদ্ভক্তিঃ পরা কার্য্যা ময়ি যত্নাৎ মুমুক্ষুভিঃ॥ ৫৬ ॥

আমারই ভাবনা ও আমারই নাম জপ করিবে, অন্য কোন প্রকার আচরণ করিবে না॥ ৫১॥

মুমুক্ষু ব্যক্তি নিয়ত এইরূপে বিধ্যুক্ত কর্ম্ম করিয়া নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্মজ্ঞানে সমুদ্যুক্ত হইবেন॥ ৫২ ॥

পুত্র, মিত্র প্রভৃতির প্রতি সর্ব্বথা মমতাশূন্য হইয়া বেদান্তাদি শাস্ত্র সকলে বিনিষ্টচিত্ত হইবে॥ ৫৩॥

সর্ব্বদা কামাদি এবং হিংসা পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ আচরণ করেন, তিনিই কেবল অজ্ঞানতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালাভে সমর্থ হন॥ ৫৪॥

হে মহারাজ! এইরূপ বিদ্যালাভ করিতে পারিলে আত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়, আত্মাকে জানিতে পারিলে মুক্তি উৎপন্ন হয়, ইহা আপনাকে সত্য সত্য বলিতেছি॥ ৫৫॥

হে পিতঃ! যে সকল ব্যক্তি আমাকে ভক্তি করে না, তাহাদের

ত্বমপ্যেবং মহারাজ ময়োক্তং কুরু সর্ব্বথা।
সংসারদুঃখৈরখিলৈর্বাধ্যসে ন কদাচন ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীভগবতী-গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মুক্তিলাভ বড়ই দুর্লভ, সেই হেতু মুমুক্ষুগণ যত্নের সহিত আমার প্রতি উৎকৃষ্ট ভক্তি করিবে ॥ ৫৬ ॥

হে মহারাজ! আপনি মদুক্ত বিধানানুসারে সকল কার্য্য করুন, সংসারের সমস্ত দুঃখ কখনই আপনাকে বাধা দিতে পারিবে না ॥ ৫৭ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

হিমালয় উবাচ।

বিদ্যা বা কীদৃশী মাতর্যতো মুক্তিঃ প্রজায়তে।
অথবা কিং স্বরূপঞ্চ তস্যে ব্রূহি মহেশ্বরি ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যা সংসারনিবর্ত্তিকা।
বিদ্যা তস্যাঃ স্বরূপং তে সংক্ষেপেণ মহামতে ॥ ২ ॥
বুদ্ধিপ্রাণমনোদেহাহঙ্কৃতেন্দ্রিয়তঃ পৃথক্।
অদ্বিতীয়শ্চিদাত্মাহং শুদ্ধ এবেতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩ ॥
আদিনিরাময়ঃ শুদ্ধো জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ।
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিরহিতশ্চিদানন্দাত্মকো মতঃ ॥ ৪ ॥

হিমালয় কহিলেন, হে মাতঃ মহেশ্বরি! যে বিদ্যা হইতে মুক্তি উৎপন্ন হয়, সেই বিদ্যাই বা কি এবং তাহার স্বরূপই বা কি, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, হে মহামতে পিতঃ! সংসারনিবর্ত্তিকা বিদ্যার স্বরূপ সংক্ষেপে আপনার নিকট বর্ণনা করিব, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

চিৎস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মাকে শুদ্ধ এবং প্রাণ, মন, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া জানিবেন, আমিই সেই আত্মা ॥ ৩ ॥

আত্মাকে আদি, নিরাময়, জন্ম-মরণ-রহিত এবং বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিবর্জ্জিত শুদ্ধ চিদানন্দরূপ জানিবে ॥ ৪ ॥

অনঙ্গঃ সুপ্রভঃ পূর্ণঃ শুদ্ধজ্ঞানাদিলক্ষণঃ।
একমেবাদ্বিতীয়শ্চ সর্ব্বদেহগতঃ পরঃ॥ ৫॥
স্বপ্রকাশেন দেহাদীন্ কাসয়ন্ স্বয়মাস্থিতঃ।
ইত্যাত্মনঃ স্বরূপং তে গিরিরাজ ময়োদিতম্॥ ৬॥
এবং বিচিন্তয়েন্নিত্যমাত্মানং সুসমাহিতঃ।
অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৭॥
রাগদ্বেষাদিদোষাণাং হেতুভূতা হি সা যতঃ।
রাগদ্বেষাদিদোষেভ্যঃ সদোষং কর্ম্ম সম্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংস্মৃতিশ্চ তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৮॥

আত্মা নিরাকার, প্রভাবিশিষ্ট, পূর্ণ, শুদ্ধজ্ঞানাদি-লক্ষণযুক্ত, একমেবাদ্বিতীয়, অথচ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান জানিবে॥ ৫॥

হে গিরিপতে! আত্মা এই দেহে অবস্থিত হইয়া দেহকে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইতেছেন, এই আত্মার স্বরূপ আমি আপনাকে কহিলাম॥ ৬॥

চিত্ত স্থির করিয়া এই প্রকারে নিত্য আত্মাকে চিন্তা করিবে এবং শরীরাদি স্থূল ও ক্ষণভঙ্গুর অনাত্মা পদার্থকে আত্মা বলিয়া চিন্তা ত্যাগ করিবে॥ ৭॥

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইলে রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন হয়, এই রাগদ্বেষ হইতেই সদোষ কর্ম্ম জন্মে, কর্ম্ম হইতেই স্মৃতি ও স্মৃতি হইতেই পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ হয়, কর্ম্মফলভোগের জন্য এই স্মৃতি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি উৎপাদন করে; সুতরাং এই দেহবুদ্ধি ত্যাগ করিবে॥ ৮॥

হিমালয় উবাচ।

অশুভাদৃষ্টজনকা রাগদ্বেষাদয়ঃ শিবে।
কথং জনৈঃ পরিত্যজ্যাস্তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৯ ॥
কুর্ব্বন্তি চাপকারাশ্চ কথং তান্ সহতে জনঃ।
তেষু রাগশ্চ বিদ্বেষঃ কথং বা ন ভবেত্তয়োঃ ॥ ১০ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

অপকারঃ কৃতঃ কস্য তদেবাশু বিচারয়েৎ।
বিচার্য্যমাণে তস্মিংস্তু দ্বেষ এব ন জায়তে ॥ ১১ ॥
পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মুক্তো জীবো যতঃ স্বয়ম্।
বহ্নিনা দহ্যতে বাপি শিবাদ্যৈর্ভক্ষ্যতেঽপি বা।
তথাপি বো ন জানাতি কোঽপকারোঽস্তি তস্য বৈ ॥ ১২ ॥

হিমালয় কহিলেন, হে শিবে! পরজন্মে অশুভ ও অদৃষ্টজনক এই রাগদ্বেষ লোকে কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারিবে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৯ ॥

বহু অপকার করিলেও লোকে কি কারণে রাগদ্বেষাদিকে নিজ শরীরে উৎপন্ন হইতে দেয়, আর কি জন্যই বা রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি রিপুকুলের উপর লোকের রাগ-দ্বেষ জন্মে না? ১০ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, কেহ অপকার করিলে, তাহার সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ বিচার করিবে, ধীরভাবে বিচার করিলে আর অপরাধী ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ জন্মিতে পারে না ॥ ১১ ॥

দেহ পঞ্চভূতময়, কিন্তু তন্মধ্যে জীব স্বয়ং মুক্ত অর্থাৎ দেহ হইতে নির্লিপ্ত। এই ভৌতিক শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হইলে বা শৃগালাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেও জীবের কোন অনিষ্ট হয় না ॥ ১২ ॥

আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন নির্লেপো ন চ দুঃখভাক্।
বিচ্ছিদ্যমানে দেহেঽপি নাপকারোঽস্য জায়তে॥ ১৩॥
যথা গৃহান্তরস্থস্য নভসঃ ক্বাপি ন ক্ষতিঃ।
গৃহেষু দহ্যমানেষু গিরিরাজ তথৈব হি॥ ১৪॥
আত্মা চেন্মন্যতে হন্তা হ্যয়ঞ্চেন্মন্যতে হতঃ।
তাবুভৌ ভ্রান্তহৃদয়ৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে।
স্বস্বরূপং বিদিত্বৈবং দ্বেষং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥ ১৫॥
দ্বেষমূলো মনস্তাপো দ্বেষঃ সংসারবন্ধনঃ।
মোক্ষবিঘ্নকরো দ্বেষস্তং যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬॥

শুদ্ধ এবং স্বয়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আত্মার জন্ম নাই, নাশ নাই, তিনি নির্লিপ্ত, তিনি দুঃখমাত্রও ভোগ করেন না, দেহকে ধ্বংস করিলেও তাঁহার কোন হানি হয় না॥ ১৩॥

হে গিরিপতে! যেমন গৃহ দগ্ধ হইলে তন্মধ্যস্থ আকাশের কোন প্রকার নাশ বা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ দেহনাশেও আত্মার ব্যতিক্রম সম্ভবে না॥ ১৪॥

দুঃখের বিষয়, অজ্ঞান লোকেরা এই আত্মাকে কখন হত্যাকারী ও কখন হত, এই প্রকার বোধ করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ লোকই ভ্রান্ত, কেন না, আত্মা কাহাকেও মারেন না এবং তিনিও কাহা কর্ত্তৃক হত হইবার নহেন, জীব এই প্রকারে আপনাকে জানিয়া দ্বেষ ত্যাগ করত সুখী হইবে॥ ১৫॥

দ্বেষ হইতে মনস্তাপ জন্মে, দ্বেষই সংসারবন্ধনের কারণ এবং দ্বেষ

হিমালয় উবাচ।

দেহস্যাপি ন চেদ্দেবি জীবস্য পরমাত্মনঃ।
নাপকারো বিদ্যতেঽত্র নৈতদ্দুঃখস্য ভাগিনৌ।
তৎ কস্য জায়তে দুঃখং যৎ সাক্ষাদনুভূয়তে ॥ ১৭ ॥
অন্যো বা কোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ দুঃখভোক্তা মহেশ্বরি।
এতন্মে ব্রূহি তত্ত্বেন ময়ি তে যদ্যনুগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নৈব দুঃখং হি দেহস্য নাত্মনোঽপি পরাত্মনঃ।
তথাপি জীবো নির্লেপো মোহিতো মম মায়য়া।
অহং সুখী চ দুঃখী চ স্বয়মেবাভিমন্যতে ॥ ১৯ ॥

মোক্ষপথের বিঘ্ন প্রদান করে, সুতরাং এই দ্বেষকে সযত্নে পরিবর্জ্জন করিবে ॥ ১৬ ॥

হিমালয় কহিলেন, হে দেবি! কর্ম্মফলোৎপন্ন দেহ এবং আত্মা উভয়েরই অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং ইঁহারা দুঃখভোগ করেন না, কিন্তু দেহে যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দুঃখভোগ হয়, তাহা কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং কে বা ভোগ করে? ১৭ ॥

হে পরমেশ্বরি! যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তবে এই দেহে অপর কে দুঃখভোক্তা আছেন, তাহা আমাকে প্রকৃততত্ত্বের সহিত বলুন ॥ ১৮ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, দেহ, আত্মা বা পরমাত্মার দুঃখমাত্র নাই, কিন্তু জীব নিজে নির্লিপ্ত হইলেও আমার মায়াবশে মুগ্ধ হইয়া আমি নিজে দুঃখী, আমি নিজে সুখী, এইরূপ [illegible] করে ॥ ১৯ ॥

অনাদ্যবিদ্যা সা মায়া জগন্মোহনকারিণী ।
জাতমাত্রং হি সম্বন্ধস্তয়া সঞ্জায়তে পিতঃ ।
সংসারো জায়তে তেন রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ ॥ ২০ ॥
আত্মা স্বলিঙ্গস্তু মনঃ পরিগৃহ্য মহামতে।
তৎকৃতান্ সংজুষন্ কামান্ সংসারে বর্ত্ততেঽবশঃ ॥ ২১ ॥
বিশুদ্ধস্ফটিকো যদ্বদ্রক্তপুষ্পসমীপতঃ ।
তত্তদ্বর্ণযুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনা ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসামীপ্যাদাত্মনোঽপি তথা গতিঃ ॥ ২২ ॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারো জীবস্য সহকারিণঃ ।
স্বকর্ম্মবশতস্তাত ফলভোক্তার এব তে ॥ ২৩ ॥

হে পিতঃ! জগন্মোহনকারিণী মায়াই অনাদি অবিদ্যা, জীব জন্মিলেই অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ ঘটে এবং তাহা হইতেই রাগদ্বেষাদি-পরিপূর্ণ সংসার উৎপন্ন হয় ॥ ২০ ॥

আত্মা প্রথমতঃ নিজ লিঙ্গস্বরূপ মনকে গ্রহণ করে, পরে অস্বতন্ত্রভাবে তৎকৃত কামনা উপভোগ সহযোগে পুনঃ পুনঃ সংসারে পরিভ্রমণ করে ॥ ২১ ॥

বিশুদ্ধ স্ফটিক যেরূপ রক্তবর্ণ পুষ্প-সমীপে থাকিলে সেই বর্ণযুক্ত বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ যেমন তাহাতে বর্ণ লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কে আসিয়া সুখি-দুঃখিরূপে প্রতীয়মান হয় ॥ ২২ ॥

হে পিতঃ! মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জীবের সহকারী এবং তাহারাই স্বকর্ম্মের ফলাফল ভোগ করে ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বং বৈষয়িকং তাত সুখঞ্চ দুঃখমেব বা ।
স এব ভুঙ্ক্তে নাত্মা নির্লেপঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৪ ॥
সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনা-মানসৈঃ সহ ।
জায়তে জীব এবং হি ভ্রমত্যাহূতসংপ্লবম্ ॥ ২৫ ॥
ততো জ্ঞানবিচারেণ মোহং ত্যক্ত্বা বিচক্ষণঃ ।
সুখী ভবেন্মহারাজ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ২৬ ॥
দেহমূলো মনস্তাপো দেহঃ সংসারবন্ধনম্ ।
দেহঃ কর্ম্মসমুৎপন্নঃ কর্ম্ম চ দ্বিবিধং মতম্ ॥ ২৭ ॥
পাপং পুণ্যঞ্চ রাজেন্দ্র তয়োরংশানুসারতঃ ।
দেহিনঃ সুখদুঃখং স্যাদলঙ্ঘ্যং দিনরাত্রিবৎ ॥ ২৮ ॥

হে তাত ! বিষয়-সম্বন্ধায় সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, সেই জীবই ভোগ করে, প্রভুরূপী নির্লিপ্ত অব্যয় আত্মা তাহার কিছুই ভোগ করেন না ॥ ২৪ ॥

জীব সৃষ্টিকালে পূর্ব্বজন্মের বাসনা ও মানসিক কর্ম্মের সহিত যুক্ত হইয়া আবার সৃষ্ট হয় এবং সৃষ্টি হইতে লয় পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে পরিভ্রমণ করে ॥ ২৫ ॥

হে নৃপতে ! সেই হেতু জ্ঞানের সহিত বিচারপূর্ব্বক মোহ ত্যাগ করত আপনার ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া সুখী হইবে ॥ ২৬ ॥

দেহ হইতে মনস্তাপ জন্মে, দেহ জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, সেই দেহ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্ম পাপ-পুণ্যানুসারে দ্বিবিধ ॥২৭॥

হে রাজেন্দ্র ! কর্ম্ম দ্বিবিধ ;—পাপকর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম। এই কর্ম্মদ্বয়ের অংশানুসারে দেহীর দুঃখ ও সুখ জন্মে ; দিবা ও রাত্রি যেমন অলঙ্ঘ্য, ইহাও সেইরূপ অলঙ্ঘ্য ॥ ২৮ ॥

স্বর্গাদিকামঃ কৃত্বাপি পুণ্যকর্ম্ম বিধানতঃ।
প্রাপ্য স্বর্গং পতত্যাশু ভূয়ঃ কর্ম্মপ্রচোদিতঃ ॥ ২৯ ॥
তস্মাৎ সৎসঙ্গতিং কৃত্বা বিদ্যাভ্যাসপরায়ণঃ।
বিমুক্তসঙ্গঃ পরমং সুখমিচ্ছেদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীভগবতীগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

স্বর্গাদি কামনা করত বিধানানুসারে পুণ্যকর্ম্ম করিয়া স্বর্গভোগাবসানে শীঘ্রই কর্ম্মফলানুসারে পুনরায় পতিত হয় ॥ ২৯ ॥

সেই হেতু বিচক্ষণ লোক সাধুসঙ্গ করিয়া বিদ্যাভ্যাসে রত হইবেন এবং দারামিত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখলাভের বাসনা করিবেন ॥ ৩০ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

হিমালয় উবাচ।

দুঃখস্য কারণং দেহঃ পঞ্চভূতাত্মকঃ শিবে।
ততস্তদ্বিরহে দেহী ন দুঃখৈঃ পরিভূয়তে।
সোঽয়ং সংজায়তে মাতঃ কথং দেহো মহেশ্বরি।
ক্ষীণপুণ্যঃ কথং জীবো জায়তে চ পুনর্ভুবি।
তদ্‌ব্রূহি বিস্তরেণাশু যদি তে ময্যনুগ্রহঃ॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ক্ষিতির্জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
এতৈঃ পঞ্চভিরাবদ্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ॥ ২॥
প্রধানা পৃথিবী তত্র শেষাণাং সহকারিতা।
উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ সোঽয়ং গিরিরাজ নিবোধ মে।
অণ্ডজঃ স্বেদজশ্চৈব উদ্ভিজ্জশ্চ জরায়ুজঃ॥ ৩॥

হিমালয় কহিলেন, হে শিবে। পঞ্চভূতাত্মক দেহই দুঃখের হেতু, সুতরাং দেহ অভাবে দেহীর কখনই দুঃখবোধ সম্ভবে না, কিন্তু হে মহেশ্বরি! আমার প্রতি যদি অনুগ্রহ থাকে, তবে বিস্তারিতরূপে বলুন, সেই দেহ কিরূপে উৎপন্ন হয় আর জীবই বা কেন আশু ক্ষীণপুণ্য হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে? ১॥

পার্ব্বতী বলিলেন, পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত হইতেই পাঞ্চভৌতিক দেহ জন্মে॥ ২॥

হে গিরিরাজ! আপনি আমার নিকট অবগত হউন, এই প্রধান ভূত

অণ্ডজাঃ পক্ষিসর্পাদ্যাং স্বেদজা মশকাদয়ঃ।
বৃক্ষগুল্মপ্রভৃতয়শ্চোদ্ভিজ্জা হি বিচেতনাঃ।
জরায়ুজা মহারাজ মানবাঃ পশবস্তথা।
শুক্রশোণিতসম্ভূতো দেহো জ্ঞেয়ো জরায়ুজঃ॥ ৪॥
ভুয়ঃ স ত্রিবিধো জ্ঞেয় পুংস্ত্রীক্লীবাদিভেদতঃ।
শুক্রাধিক্যে চ পুরুষো ভবেৎ পৃথ্বীধরাধিপ।
রক্তাধিক্যে ভবেন্নারী তয়োঃ সাম্যে নপুংসকম্॥ ৫॥
স্বকর্ম্মবশতো জীবো নীহারকণয়া যুতঃ।
পতিতো ধরণীপৃষ্ঠে ব্রীহিমধ্যগতো ভবেৎ।
স্থিত্বা তত্র চিরং ভুক্ত্বা ভুজ্যতে পুরুষৈস্ততঃ।
ততঃ প্রবিষ্টং তদ্ভূজ্যং পুংসো দেহে প্রজায়তে।
রেতস্তেন স জীবোঽপি ভবেদ্দেহগতস্তদা॥ ৬॥

পৃথিবীরই অধিক ভাগ শেষোক্ত ভূতগুলির সহযোগে অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজরূপে চতুর্ব্বিধ পদার্থ উৎপাদন করে॥ ৩॥

হে নৃপতে! তন্মধ্যে পক্ষি-সর্পাদি অণ্ডজ, মশকাদি স্বেদজ, বৃক্ষ-গুল্মাদি অচেতন পদার্থ উদ্ভিজ্জ, কিন্তু মনুষ্যগণ ও পশুসমূহ জরায়ুজ, এই জরায়ুজগণই শুক্রশোণিত হইতে দেহ লাভ করত ভূমিষ্ঠ হয়॥ ৪॥

হে পর্ব্বতপতে! এই প্রাণীই আবার পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীবভেদে ত্রিবিধ। শুক্রাধিক্য হইলে পুরুষ, রক্তাধিক্য হইলে স্ত্রী এবং শুক্রশোণিতের সাম্যে নপুংসক হইয়া জন্মে॥ ৫॥

জীব স্বকর্ম্ম বশতঃ নীহারকণার সহিত যুক্ত হইয়া আকাশ হইতে পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়িয়া ধান্যগোধূমাদিমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং এই ভাবে ব্যাপক-কাল থাকিয়া কোন পুরুষ কর্তৃক ভক্ষিত হয়, ভক্ষিত শস্য সেই

ততঃ স্ত্রিয়াভিযোগেন ঋতুকালে মহামতে।
রেতসা সহিতঃ সোঽপি মাতৃগর্ভে প্রয়াতি হি ॥ ৭ ॥
ঋতুস্নাতা ভবেন্নারী চতুর্থেঽহনি তদ্দিনাৎ।
আষোড়শদিনাদ্রাজন্নৃতুকাল উদীরিতঃ ॥ ৮ ॥
জায়তে চ পুমাংস্তত্র যুগ্মকে দিবসে পিতঃ।
অযুগ্মদিবসে নারী জায়তে পুরুষর্ষভ ॥ ৯ ॥
ঋতুস্নাতা তু কামার্ত্তা মুখং যস্য সমীক্ষতে।
তদাকৃতিঃ সন্ততিঃ স্যাত্তৎ পশ্যেদ্ভর্ত্তুরাননম্ ॥ ১০ ॥
তদ্রেতো যোনিরক্তেন যুক্তং ভূত্বা মহামতে।
দিনেনৈকেন কললং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্।
ততঃ পঞ্চদিনেনৈব বুদ্বুদাকারতামিয়াৎ ॥ ১১ ॥

পুরুষের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রেতোরূপ ধারণ করে। এইরূপে সেই রেতঃ জীবরূপে দেহমধ্যেই জন্মগ্রহণ করে ॥ ৬ ॥

হে মহাবুদ্ধে! তদনন্তর স্ত্রীর ঋতুকালে তাহার সহযোগে সেই জীব শুক্রের সহিত মাতৃগর্ভে গমন করে ॥ ৭ ॥

চতুর্থদিবসে স্ত্রী ঋতুস্নাতা হয় এবং ষোড়শ দিবস যাবৎ ঋতুকাল হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হে পুরুষপ্রবর! ঋতুর যুগ্মদিবসে সহযোগ হইলে পুরুষ এবং অযুগ্মদিবসে নারী উৎপন্ন হয় ॥ ৯ ॥

স্ত্রীলোক ঋতুস্নানানন্তর কামাতুরা হইয়া যে পুরুষের মুখাবলোকন করে, তদাকৃতি সন্ততি জন্মে, সেই হেতু নারী আপন ভর্ত্তার মুখই দেখিবেন ॥ ১০ ॥

হে মহাবুদ্ধে! সেই রেতঃ যোনিরক্তের সহিত যুক্ত হইয়া এক

যা তু চর্ম্মাবৃতিঃ সূক্ষ্মা জরায়ুঃ সা নিগদ্যতে।
শুক্রশোণিতয়োর্যোগস্তস্মিন্ সংজায়তে ততঃ।
তত্র গর্ভে ভবেদ্যস্মাত্তেন প্রোক্তো জরায়ুজঃ ॥ ১২ ॥
ততস্তৎ সপ্তরাত্রেণ মাংসপেশীত্বমাপ্নুয়াৎ।
পক্ষমাত্রেণ সা পেশী তচ্ছোণিতপরিপ্লুতা ॥ ১৩ ॥
ততশ্চাঙ্কুর উৎপন্নঃ পঞ্চবিংশতিরাত্রিষু।
স্কন্ধগ্রীবাশিরঃপৃষ্ঠোদরাণি চ মহামতে।
পঞ্চধাঙ্গানি জায়ন্তে এবং মাসেন চ ক্রমাৎ ॥ ১৪ ॥
দ্বিতীয়ে মাসি জায়ন্তে পাণিপাদাদয়স্তথা।
অঙ্গানাং সন্ধয়ঃ সর্ব্বে তৃতীয়ে সম্ভবন্তি হি ॥ ১৫ ॥

দিবসে জরায়ু-মধ্যে কলারূপ ধারণ করে এবং পঞ্চদিনে বুদ্বুদাকার প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥

জরায়ু সূক্ষ্মচর্ম্মের আচ্ছাদন, তন্মধ্যে শুক্রশোণিতে যোগ হইতে পারে, এই চর্ম্ম ধারণ করে বলিয়া ইহাকে জরায়ু কহে।

তদনন্তর সপ্তরাত্রে সেই শুক্র মাংসপেশীরূপে পরিণত হয় এবং একপক্ষ হইবামাত্র রক্তে পরিণত হয় ॥ ১৩ ॥

হে মহামতে তদনন্তর পঞ্চবিংশতি রাত্রি গত হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে এক মাস হইলে তাহাতে স্কন্ধ, গ্রীবা, শিরঃ, পৃষ্ঠ এবং উদর এই পঞ্চ অঙ্গ বিকাশ পায় ॥ ১৪ ॥

দ্বিতীয় মাসে হস্তপদ উৎপন্ন এবং তৃতীয় মাসে দেহের সন্ধি সকল জন্মে ॥ ১৫ ॥

অঙ্গুল্যশ্চাপি জায়ন্তে চতুর্থে মাসি সর্ব্বতঃ।
রক্তব্যাপ্তিশ্চ জীবস্য তস্মিনেব হি জায়তে ॥ ১৬ ॥
ততশ্চলিত গর্ভোঽপি জনন্যা জঠরে স্থিতঃ।
নেত্রে কর্ণৌ তথা নাসা জায়ন্তে মাসি পঞ্চমে।
তথাপি তন্নখশ্রেণী গুহ্যং তস্মিন্ প্রজায়তে ॥ ১৭ ॥
পায়ুর্মেঢ্রমুপস্থঞ্চ কর্ণচ্ছিদ্রদ্বয়ং তথা।
জায়তে মাসি ষষ্ঠে তু নাভিশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্ ॥ ১৮ ॥
সপ্তমে কেশরোমাণি জায়ন্তে চ তথাষ্টমে।
বিভক্তাবয়বত্বঞ্চ জায়তে গর্ভমধ্যতঃ।
বিহায় শ্মশ্রুদন্তাদীন্ জন্মান্তরসমুদ্ভবান্।
সমস্তাবয়বাস্তত্র জায়ন্তে ক্রমশঃ পিতঃ ॥ ১৯ ॥

চারি মাসে অঙ্গুলি সকল প্রকাশিত হইয়া পূর্ণ মনুষ্য-আকার ধারণ করে এবং সমস্ত দেহে রক্ত চলাচল করে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর জননী-জঠরে গর্ভ নড়িতে থাকে; পঞ্চমাস প্রাপ্ত হইলে নেত্রযুগল, কর্ণদ্বয় ও নাসিকা উৎপন্ন হয় এবং তখন তাহার নখশ্রেণী ও গুহ্য উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

ষষ্ঠমাসে নরের মলদ্বার, অণ্ডকোষ, লিঙ্গ এবং কর্ণের ছিদ্রদ্বয় ও নাভি উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ ॥

হে পিতঃ! সপ্তম মাসে কেশ ও রোমাদি উৎপন্ন হয় এবং অষ্টম মাস হইলে গর্ভমধ্যে জীবের দেহ সমস্ত অবয়বে বিভক্ত হয়, তখন পূর্ব্বজন্মের শ্মশ্রু-দন্তাদি ত্যাগ করিয়া জীব পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ১৯ ॥

নবমে মাসি জীবস্ত চৈতন্যং সর্ব্বতো লভেৎ।
মাতৃভুক্তানুসারেণ বর্দ্ধতে জঠরে স্থিতঃ ॥ ২০ ॥
প্রাপ্যাপি যাতনাং ঘোরাং ন ম্রিয়তে স্বকর্ম্মতঃ।
স্মৃতা প্রাক্তনদেহোত্থকর্ম্মাণি বহু দুঃখিত।
মনসা বচনং ব্রূতে বিচার্য্য স্বয়মেব হি ॥ ২১ ॥
এবং দুঃখমনুপ্রাপ্য ভূয়ো জন্ম লভেৎ ক্ষিতৌ।
অন্যায়েনার্জ্জিতং বিত্তং কুটুম্বভরণং কৃতম্।
নারাধিতা ভগবতী দুর্গা দুর্গতিহারিণী ॥ ২২ ॥
যদ্যস্মান্নিষ্কৃতির্মে স্যাদ্গর্ভদুঃখাত্তদা পুনঃ।
বিষয়ান্নানুসেবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরীম্।
নিত্যাং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়ে যতমানসঃ ॥ ২৩ ॥

নবম মাসে জীব সর্ব্বপ্রকার চৈতন্য লাভ করত জঠরমধ্যে মাতৃভুক্ত রসে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ২০ ॥

তখন জীব নিজ কর্ম্মদোষে ঘোরতর যাতনা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব-দেহজাত কর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক বহু দুঃখিত হইয়া মনে মনে বিচার করিয়া আক্ষেপবাক্য বলিতে থাকে ॥ ২১ ॥

এইরূপ দুঃখ পাইয়া আবার ভূতলে জন্মগ্রহণ করে এবং "পূর্ব্বজন্মে অন্যায় করিয়া অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক কুটুম্ব-ভরণ-পোষণ করিয়াছি, কিন্তু দুঃখহারিণী ভগবতী দুর্গাকে একবারও আরাধনা করি নাই," ইত্যাকার চিন্তা ও বাক্য বলিতে থাকে ॥ ২২ ॥

যদি এই গর্ভযন্ত্রণা হইতে এবার আমার নিষ্কৃতি হয়, তাহা হইলে আমি আর মহেশ্বরী দুর্গাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়সেবা করিব না, বরং সংযতচিত্ত হইয়া নিত্য তাঁহাকে ভক্তির সহিত পূজা করিব ॥ ২৩ ॥

বৃথা পুত্রকলত্রাদি-বাসনাবশতোঽসকৃৎ।
নিবিষ্টঃ সংস্মরন্নিত্যং কৃতবান্নাত্মনো হিতম্॥ ২৪॥
তস্যেদানীং ফলং ভুঞ্জে গর্ভদুঃখং দুরাসদম্।
তন্ন ভূয়ঃ করিষ্যামি বৃথা সংসারসেবনম্॥ ২৫॥
ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্মতঃ।
আস্তে যন্ত্রবিনিষ্পিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষিবর্ত্মনা।
সূতিবাতবশাদেব নরকাদিব পাতকী।
মেদোঽসৃক্‌প্লুতসর্ব্বাঙ্গো জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ॥ ২৬॥
ততো মন্মায়য়া মুগ্ধস্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ।
অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্য মাংসপিণ্ড ইব স্থিতঃ॥ ২৭॥

বাসনাবশে বৃথা পুত্রকলত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ রত হইয়াছি, তাহা স্মরণ হইতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছি যে, আপনারই অনিষ্টসাধন করিয়াছি॥ ২৪॥

সেই আসক্তির ফলে এখন ভয়ঙ্কর গর্ভযাতনা ভোগ করিতেছি, এবার আর কখন সংসারের সেবা করিব না॥ ২৫॥

স্বকর্ম্মবশে এইরূপ অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া, কুক্ষিপথে যোনিযন্ত্র দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া, মেদোরক্তাদি ও ক্লেদম্রক্ষিত দেহে জরায়ুতে পরিবেষ্টিত হইয়া সূতিকা-বায়ুর বলে পাতকী যেমন নরক হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ ভূতলে আগমন করে॥ ২৬॥

তদনন্তর আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সেই সমুদয় দুঃখ বিস্মৃত হইয়া মাংসপিণ্ডমধ্যে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তুকে প্রাপ্ত হয়॥ ২৭॥

সুষুম্না পিহিতা নাড়ী শ্লেষ্মণা যাবদেব হি।
সুব্যক্তং বচনং তাবদ্বক্তুং বালো ন শক্যতে ॥ ২৮ ॥
ন গন্তুমপি শক্নোতি বন্ধুভিঃ পরিরক্ষিতঃ।
অস্পষ্টং ভাষতে বাক্যং গচ্ছত্যপি সুদূরতঃ ॥ ২৯ ॥
ততশ্চ যৌবনোদ্রিক্তঃ কামক্রোধাদিসংযুতঃ।
কুরুতে বিবিধং কর্ম্ম পাপপুণ্যাত্মকং পিতঃ ॥ ৩০ ॥
কুরুতে কর্ম্ম তন্ত্রাণি দেহভোগার্থমেব হি।
স দেহঃ পুরুষাদ্ভিন্নঃ পুরুষঃ কিং সমশ্নুতে ॥ ৩১ ॥
প্রতিক্ষণং ক্ষয়ত্যায়ুশ্চলৎপত্রান্ততোয়বৎ।
স্বপ্নোপমং মহারাজ সর্ব্বং বৈষয়িকং সুখম্ ॥ ৩২ ॥

সেই শিশুর সুষুম্না নাড়ীতে যত দিন শ্লেষ্মা থাকে, তত দিন সে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

সে তখন বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হয় ও চলচ্ছক্তিরহিত থাকে এবং হামাগুড়ি দিয়া বহু দূরে যাইতে শিখিলেও অস্পষ্ট কথা কহিতে থাকে ॥ ২৯ ॥

হে পিতঃ। তদনন্তর যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়া সেই জীব কাম-ক্রোধাদিরিপুবশ হইয়া পাপপুণ্যাত্মক বিবিধ কার্য্য করে ॥ ৩০ ॥

দেহভোগের নিমিত্ত জীব কর্ম্মসূত্রের বশে কর্ম্ম করিতে থাকে, কিন্তু দেহ হইতে পুরুষ ভিন্ন, সুতরাং পুরুষের সুখ-দুঃখ কি? ৩১ ॥

হে মহারাজ! জীবের পরমায়ু পদ্মপত্রমধ্যস্থ জলের ন্যায় ক্ষণ-স্থায়ী, প্রতিক্ষণই তাহার ক্ষয় হইতেছে, সুতরাং বিষয়ের সকল সুখই স্বপ্নবৎ ॥ ৩২ ॥

তথাপি ন ভবেদ্ধানিরভিমানস্য দেহিনঃ।
ন চৈতদ্বীক্ষতে দেহী মোহিতো মম মায়য়া।
বীক্ষতে কেবলং ভোগং শাশ্বতং তত্র জীবনম্।
অকস্মাৎ গ্রসতে কালঃ পূর্ণে চায়ুষি ভূধর ॥ ৩৩ ॥
যথা ব্যালোহন্তিকং প্রাপ্তং মণ্ডুকং গ্রসতে ক্ষণাৎ।
হা হন্ত জন্ম তদপি বিফলং জাতমেব হি ॥ ৩৪ ॥
এবং জন্মান্তরমপি বিফলং জায়তে তথা।
নিষ্কৃতির্ব্বিদ্যতে নৈব বিষয়ানন্দসেবিনাম্ ॥ ৩৫ ॥
তস্মাজ্‌জ্ঞানবিচারেণ ত্যক্ত্বা বৈষয়িকং সুখম্।
শাশ্বতৈশ্বর্য্যমিচ্ছন্ হি মদর্চ্চনপরো ভবেৎ।
তদৈব জায়তে ভক্তিরিয়ং ব্রহ্মণি নিশ্চলা ॥ ৩৬ ॥

তথাপি তাহার অভিমানের হ্রাস হয় না। আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কিছুই বিচার করিতে সমর্থ হয় না। জীবনকে নিত্য মনে করিয়া কেবল ভোগেরই চেষ্টা করে। কিন্তু আয়ুঃ পূর্ণ হইলে, যেমন আসন্নমৃত্যু ভেককে সর্প গ্রাস করে, তদ্রূপ জীবকে কাল আসিয়া গ্রাস করে এবং জন্মও বিফল হয় ॥ ৩৩-৩৪ ॥

বিষয়ানন্দসেবী ব্যক্তিদিগের এই প্রকার জন্ম হইতে জন্মান্তর নিষ্ফলে চলিয়া যায় এবং তাদের কদাপি নিষ্কৃতির আশা নাই ॥ ৩৫ ॥

সেই জন্য শাশ্বত ঐশ্বর্য্যলাভেচ্ছুকগণ জ্ঞানের সহিত বিচারপূর্ব্বক বিষয়সুখ পরিত্যাগ করত আমার অর্চ্চনাপর হইবে, তাহা হইলেই কেবল ব্রহ্মের প্রতি অচলা ভক্তি উৎপন্ন হয় ॥ ৩৬ ॥

দেহাদিভ্যঃ পৃথক্ত্বেন নিশ্চিত্যাত্মানমাত্মনা।
দেহাদিমমতাং মিথ্যাজ্ঞানজাং পরিসংত্যজেৎ ॥ ৩৭ ॥
পিতস্ত্বং যদি সংসারদুঃখান্নির্বৃতিমিচ্ছসি।
তদারাধয় মাং ভক্ত্যা ব্রহ্মরূপাং সমাহিতঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীভগবতীগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আত্ম-চিন্তা দ্বারা দেহাদি হইতে আত্মাকে পৃথক্ নিশ্চয় করিয়া দেহাদিতে মিথ্যা জ্ঞান ও মমতা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৭ ॥

হে পিতঃ! আপনি যদি সংসারদুঃখ হইতে নির্ব্বৃতি ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে ব্রহ্মরূপা ভাবিয়া সমাহিতচিত্তে ভক্তির সহিত আরাধনা করুন ॥ ৩৮ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

হিমালয় উবাচ।

অনাশ্রিতানাং ত্বাং দেবি মুক্তিশ্চৈবৈব বিদ্যতে।
কথং সমাশ্রয়েত্ত্বাং তৎ কৃপয়া ব্রূহি মে তদা॥ ১॥
সংধ্যেয়ং কীদৃশং রূপং মাতস্তব মুমুক্ষুভিঃ।
ত্বয়ি ভক্তিঃ পরা কার্য্যা দেহবন্ধবিমুক্তয়ে॥ ২॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
তেষামপি সহস্রেষু কোঽপি মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩॥
রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলম্।
নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপ্যেককারণম্।

হিমালয় কহিলেন, হে দেবি! আপনাকে আশ্রয় না করিলে যদি জীবের মুক্তি না হয়, তবে আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন, আপনাকে কিরূপে আশ্রয় করিতে হইবে? ১॥

হে মাতঃ! মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আপনার কোন্ রূপ ধ্যান করিবে? যদি দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে হয়, তবে আপনার প্রতিই পরাভক্তি করা কর্ত্তব্য॥ ২॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, মনুষ্য-সহস্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হয় এবং তাহাদের সহস্রের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ বা আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে॥ ৩॥

হে তাত! মুমুক্ষুগণ দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমার সূক্ষ্ম, বাক্যাতীত, নিষ্কল, নির্গুণ, পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী,

নির্ব্বিকল্পং নিরালম্বং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে ॥ ৪ ॥
অহং মতিমতাং তাত সুমতিঃ পর্ব্বতাধিপ।
পৃথিব্যাঃ পুণ্যগন্ধোঽহং রসোঽপ্সু শশিনি প্রভা ॥ ৫ ॥
তপস্বিনাং তপশ্চাস্মি তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
কামরাগাদিরহিতং বলিনাং বলমস্ম্যহম্ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বকর্ম্মসু রাজেন্দ্র কর্ম্ম পুণ্যাত্মকং তথা।
ছন্দসামপি গায়ত্রী বীজানাং প্রণবোঽস্ম্যহম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামোঽস্মি সর্ব্বভূতেষু ভূধর ॥ ৭ ॥
এবমন্যেঽপি যে ভাবাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তথা।
তামসা মত্ত উৎপন্না মদধীনাশ্চ তে ময়ি ॥ ৮ ॥

একমাত্র কারণ, নির্ব্বিকল্প, নিরালম্ব, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৪ ॥

হে পিতঃ পর্ব্বতাধিপ! আমি মতিমান্‌দিগের সুমতি, পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ গুণ, জলের রস এবং চন্দ্রের প্রভাস্বরূপ ॥ ৫ ॥

তপস্বীদিগের তপঃ আমি, সূর্য্যের তেজঃ আমি এবং কামরাগাদি-রহিত বলিগণের বলও আমি ॥ ৬ ॥

হে রাজেন্দ্র পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! সকল কর্ম্মের মধ্যে পুণ্যাত্মক কর্ম্মই আমি, ছন্দের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছন্দ গায়ত্রী আমি, বীজমন্ত্রের মধ্যে ওঁকার আমি এবং সর্ব্বভূতে ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামও আমি ॥ ৭ ॥

ইহা ভিন্ন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ ভাব আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা আমাতে থাকিয়া আমার অধীন রহিয়াছে ॥ ৮ ॥

নাহং তেষামধীনাস্মি কদাচিৎ পর্ব্বতর্ষভ।
এবং সর্ব্বগতং রূপমদ্বৈতং পরমব্যয়ম্।
ন জানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়য়া ॥ ৯ ॥
যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তি তে।
সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ।
কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপুমানিতি ভেদতঃ ॥ ১০ ॥
শিবঃ প্রধানপুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ অতএব পরাৎপরম্ ॥ ১১ ॥
সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্।
সংহরামি মহারুদ্ররূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া ॥ ১২ ॥

হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। আমি কদাচ সেই সমস্ত ভাব সমূহের অধীন হই না, আমাকে সর্ব্বপদার্থময় অথচ অদ্বয় এবং অব্যয় বলিয়া জানিবে। কিন্তু আমার মায়ায় মুগ্ধ জীব আমাকে জানিতে পারে না ॥ ৯ ॥

যে সকল ব্যক্তি আমাকে ভক্তির সহিত ভজনা করে, তাহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, আমিই সৃষ্টির নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রী-পুরুষভেদে আমার রূপ দুই প্রকারে কল্পিত করিয়াছি ॥ ১০ ॥

শিবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং শিবানী পরমা শক্তি। শিব ও শক্তি একত্র মিলিয়া পূর্ণব্রহ্মরূপ হয়েন, কিন্তু যোগিবৃন্দ আমাকেই পরাৎপর শিবশক্ত্যাত্মক ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

আমিই ব্রহ্মরূপে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করি এবং ইচ্ছাবশে মহারুদ্ররূপে সংহার করিয়া থাকি ॥ ১২ ॥

দুর্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে ॥ ১৩ ॥
অবতীর্য্য ক্ষিতৌ ভূয়ো ভূয়ো রামাদিরূপতঃ।
নিহত্য দানবান্ পৃথ্বীং পালয়ামি মহামতে ॥ ১৪ ॥
রূপং শক্ত্যাত্মকং তাত প্রধানং যত্র চ স্মৃতম্।
যতস্তয়া বিনা পুংসঃ কার্য্যানর্হত্বমাস্থিতম্ ॥ ১৫ ॥
রূপাণ্যেতানি রাজেন্দ্র তথা কাল্যাদিকানি চ।
স্থূলানি বিদ্ধি সূক্ষ্মস্তু পূর্ব্বমুক্তং তবানঘ ॥ ১৬ ॥
অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

হে মহামতে! আমি বিষ্ণুরূপী পুরুষোত্তমরূপ ধরিয়া দুর্বৃত্তগণের দমন করত এই সমস্ত জগৎ পালন করি ॥ ১৩ ॥

হে মহামতে! আমিই ক্ষিতিতলে অবতরণ করত রামাদিরূপ ধারণ পূর্ব্বক দানবগণকে নিধন করিয়া পৃথিবী পালন করি ॥ ১৪ ॥

হে তাত! আমার শক্ত্যাত্মকরূপই প্রধান বলিয়া জানিবে। কারণ, এই শক্তি বিনা পুরুষগণ কোনরূপ চেষ্টা বা কার্য্যকরণে সমর্থ হয় না ॥ ১৫ ॥

হে রাজেন্দ্র! এই যে সকল রূপ এবং কাল্যাদি যে রূপ, তাহাদিগকে স্থূল বলিয়া জানিবে, আমার সূক্ষ্মরূপ কি, তাহা আপনার নিকট পূর্ব্বে বলিয়াছি ॥ ১৬ ॥

হে পর্ব্বতপ্রবর! আমার স্থূলরূপ চিন্তা না করিলে আমার সূক্ষ্মরূপ কোন প্রকারে জানিতে পারিবে না এবং তাহার অদর্শনে মোক্ষলাভও হইবে না ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ।
ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ।
শনৈরালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

হিমালয় উবাচ।

মাতর্ব্বহুবিধং রূপং স্থূলং তব মহেশ্বরী।
তেষু কিং রূপমাশ্রিত্য সহসা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ।
তন্মে ব্রূহি মহাদেবি যদি তে ময্যনুগ্রহঃ ॥ ১৯ ॥

দেব্যুবাচ।

ময়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং স্থূলরূপেণ ভূধর।
তত্রারাধ্যতমা দৈবী মূর্ত্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা ॥ ২০ ॥
সাপি নানাবিধা তত্র মহাবিদ্যা মহামতে।
বিমুক্তিদা মহারাজ তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ২১ ॥

সেই জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে আমার স্থূলরূপ আশ্রয় করিবে এবং ক্রিয়াযোগে তাঁহাকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমার পরম অব্যয় সূক্ষ্মরূপ আলোচনা করিবে ॥ ১৮ ॥

হিমালয় কহিলেন, হে জননি! আপনার স্থূলরূপ অনেক প্রকার, তাহার মধ্যে কোন্‌টি আশ্রয় করিয়া লোকে আশু মোক্ষলাভে সমর্থ হয়, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, হে মহাদেবি! তবে ইহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১৯ ॥

দেবী কহিলেন, হে ভূধর! স্থূলরূপে আমি এই বিশ্বে ব্যাপ্ত আছি, তাহার মধ্যে দৈবীমূর্ত্তিই আশু মুক্তি প্রদান করে, তাহাই আরাধ্যতমা ॥ ২০ ॥

হে মহামতে! সেই দৈবীমূর্ত্তিও বহুবিধ মুক্তিদায়িনী

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ২২ ॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদা।
আশু কুর্ব্বন্ পরাং ভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ২৩ ॥
অসামান্যতমাং তাত ক্রিয়াযোগেন চাশ্রয়।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ২৪ ॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
ন লভ্যন্তে মহাত্মানঃ কদাচিদপি ভূধর ॥ ২৫ ॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং মুক্তিদা রাজন্ ভক্তিযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ২৬ ॥

অনেক মহাবিদ্যা আছে, আপনি তাহাদের নাম শ্রবণ করুন ॥ ২১ ॥

মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী (কমলাত্মিকা অর্থাৎ লক্ষ্মী), ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী। ইঁহারা নরগণকে মোক্ষ প্রদান করেন, যে ব্যক্তি ইঁহাদের প্রতি পরমা ভক্তি করেন, তিনি নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভে সমর্থ হন ॥ ২২-২৩ ॥

পিতঃ! এই সকল মূর্ত্তির একটিকে ক্রিয়াযোগে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি মনোবুদ্ধি অর্পণ করিলে আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।২৪॥

হে পর্ব্বতাধিপ! যে মহাত্মগণ আমাকে আশ্রয় করিবেন, তাঁহারা কদাচ দুঃখসঙ্কুল অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ২৫ ॥

হে রাজন্! যে যোগী অনন্যচিত্ত হইয়া নিত্য সতত ভক্তিযোগে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাকে মুক্তি প্রদান করি ॥ ২৬ ॥

যস্তু সংস্মৃত্য মামন্তে প্রাণান্ ত্যজতি ভক্তিতঃ।
সোঽপি সংসারদুঃখৌঘৈর্ব্বাধ্যতে ন কদাচন ॥ ২৭ ॥
অনন্যচেতসা যে মাং ভজন্তে ভক্তিসংযুতাঃ।
তেষাং মুক্তিপ্রদা নিত্যমহমস্মি মহামতে ॥ ২৮ ॥
শক্ত্যাত্মকং হি মে রূপমনায়াসেন মুক্তিদম্।
সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ২৯ ॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব রাজেন্দ্র যজন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥
অহং সর্ব্বময়ী যস্মাৎ সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদা।
কিন্তু তাস্বেব যে ভক্তা স্তেষাং মুক্তিঃ সুদুর্লভা ॥ ৩১ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত আমাকে স্মরণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে, সংসারের দুঃখতরঙ্গ কদাচ তাহাকে বাধা দিতে পারে না ॥ ২৭ ॥

হে মহামতে! যাহারা ভক্তিযুক্ত হইয়া অনন্যমনে আমাকে ভজনা করে, আমি নিত্য তাহাদের মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি ॥ ২৮ ॥

হে মহারাজ! শক্ত্যাত্মক আমার রূপ অনায়াসেই মুক্তি প্রদান করে, আপনি তাহাই আশ্রয় করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হউন ॥ ২৯ ॥

হে রাজেন্দ্র! যাহারা ভক্তির সহিত এবং শ্রদ্ধাসহকারে অন্য দেবতাদিগকেও পূজা করে, তাহারা আমারই আরাধনা করে, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই ॥ ৩০ ॥

আমিই সর্ব্বময়ী এবং আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ফলপ্রদাত্রী; কিন্তু যাহারা অন্যদেবতার ভক্ত, তাহাদের পক্ষে মুক্তি অতি দুর্লভ পদার্থ ॥ ৩১ ॥

ততো মামেব শরণং দেহবন্ধবিমুক্তয়ে।
যাহি সংযতচেতাস্ত্বং মামেষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
সর্ব্বং ময্যর্পণং কৃত্বা মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ৩৩ ॥
যে মাং ভজন্তি মদ্ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।
ন মেহস্তি বিপ্রিয়ঃ কশ্চিদপ্রিয়োহপি বা মহামতে ॥৩৪ ॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মানমনন্যভাক্।
সোহপি পাপবিনির্ম্মুক্তো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ৩৫ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শনৈস্তরতি সোহপি চ।
ময়ি ভক্তিমতাং মুক্তিরলভ্যা পর্ব্বতাধিপ ॥ ৩৬ ॥

অতএব দেহবন্ধনমুক্তির জন্য সংযতচিত্ত হইয়া আমারই শরণ লও, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে, তাহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥

যে কোন কার্য্য করিবে, যে কিছু ভোজন করিবে, যে কিছু হোম করিবে, যে কিছু দান করিবে, তৎসমুদয় আমাকে অর্পণ করিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ॥ ৩৩ ॥

আমার যে সমুদয় ভক্ত আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও তাহাদিগেতে অবস্থান করি, আমি তাহাদের কাহারও অপ্রিয় নহি এবং তাহারা কেহও আমার অপ্রিয় নহে ॥ ৩৪ ॥

কোন দুরাচার যদি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করে, সেও পাপমুক্ত হইয়া ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায় ॥ ৩৫ ॥

হে পর্ব্বতাধিপ! দুরাচার ব্যক্তি আমার ভজনা করিতে করিতে

অতত্ত্বং পরয়া ভক্ত্যা মামুপেত্য মহামতে।
মন্মনা ভব মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু মৎপরঃ।
মামেবৈষ্যসি সংসারদুঃখৌঘৈর্নৈব বাধ্যসে॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীভগবতীগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

ক্রমে ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরিত্রাণ লাভ করে, ফলতঃ আমার ভক্তিপরায়ণ হইলে তাহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হয়॥ ৩৬॥

হে মহামতে! আপনি পরমা ভক্তির সহিত আমার আশ্রয় লইয়া আমার প্রতি মন অর্পণপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা ও নমস্কার করিয়া আমার ধ্যানপরায়ণ হউন, সংসারের দুঃখ আর আপনাকে বাধা দিতে পারিবে না॥ ৩৭॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

মহাদেব উবাচ।

এবং শ্রীপার্ব্বতী বক্তি যোগসারং পরং মুনে।
নিশম্য পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো জীবন্মুক্তো বভুব হি ॥ ১ ॥
সাপীয়ং শৈলরাজায় যোগমুক্ত্বা মহেশ্বরী।
মাতৃস্তন্যং পপৌ বালা প্রাকৃতেব হি লীলয়া ॥ ২ ॥
গিরীন্দ্রস্তু ততো হর্ষাদকরোৎ স মহোৎসবম্।
যথা ন দৃষ্টং কেনাপি শ্রুতং বা কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥
ষষ্ঠেঽহ্নি ষষ্ঠীং সংপূজ্য সংপ্রাপ্তে দশমেঽহনি।
পার্ব্বতীত্যকরোন্নাম সান্বয়ং পর্ব্বতাধিপঃ ॥ ৪ ॥
এবং ত্রিজগতাং মাতা নিত্যা প্রকৃতিরুত্তমা।
সম্ভূয় মেনকাগর্ভাদ্ধিমালয়গৃহে স্থিতা।

মহাদেব কহিলেন, হে মুনে! এইরূপে পার্ব্বতী যোগের তত্ত্ব বলিলে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় তাহা শুনিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন ॥ ১ ॥

সেই মহেশ্বরী শৈলরাজকে যোগের কথা কহিয়া প্রকৃত বালার ন্যায় লীলাচ্ছলে মাতৃস্তন্য পান করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

পর্ব্বতরাজ হিমালয় হর্ষের সহিত এরূপ মহোৎসব করিলেন যে, সেরূপ কেহ কখন দেখেন নাই, শুনেনও নাই ॥ ৩ ॥

পর্ব্বতরাজ ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠীপূজা করিয়া দশম দিবস প্রাপ্ত হইলে আপনার নামের সহিত অন্বয় রাখিয়া কন্যার নাম পার্ব্বতী রাখিলেন ॥৪॥

এইরূপে ত্রিজগতের মাতা নিত্যা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি পার্ব্বতী মেনকার

হিমালয়ায় পার্ব্বত্যা কথিতং যোগমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥
যঃ পঠেৎ সুলভা মুক্তিস্তস্য নারদ জায়তে।
তুষ্টা ভবতি সর্ব্বাণী নিত্যং মঙ্গলদায়িনী।
জায়তে চ দৃঢ়া ভক্তিঃ পার্ব্বত্যাং মুনিপুঙ্গব ॥ ৬ ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং ভক্তিসংযুতঃ।
পঠন্ শ্রীপার্ব্বতীগীতাং জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৭ ॥
শরৎকালে মহাষ্টম্যাং যঃ পঠেৎ সমুপোষিতঃ।
রাত্রৌ জাগরিতো ভূত্বা তস্য পুণ্যং ব্রবীমি কিম্ ॥ ৮ ॥
স সর্ব্বদেবপূজ্যশ্চ দুর্গাভক্তিপরায়ণঃ।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাস্তদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ ॥ ৯ ॥

গর্ভে উৎপন্ন হইয়া হিমাচলের গৃহে অবস্থান করত পর্ব্বতরাজকে উৎকৃষ্ট যোগের কথা কহিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! এই কথা যিনি পাঠ করেন, তাঁহার মুক্তি সুলভ হয়, নিত্য মঙ্গলদায়িনী সর্ব্বাণী তাঁহার প্রতি পরিতুষ্টা হন এবং তাঁহার সুদৃঢ়া ভক্তি উৎপন্না হয় ॥ ৬ ॥

অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ভক্তিযোগে এই পার্ব্বতীগীতা পাঠ করিলে জীবন্মুক্ত হয় ॥ ৭ ॥

শরৎকালে মহাষ্টমীতে উপবাস পূর্ব্বক রাত্রিজাগরণ করিয়া যিনি পাঠ করেন, তাঁহার পুণ্যের কথা আর কি কহিব ॥ ৮ ॥

সেই দুর্গাভক্তিপরায়ণ সর্ব্বদেবতার বন্দনীয় হয়েন এবং ইন্দ্রাদি লোকপালেরা তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

স্বয়ং দেবী-কলামেতি সাক্ষাদ্দেব্যাঃ প্রসাদতঃ।
নশ্যন্তি তস্য পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকান্যপি ॥ ১০ ॥
পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতং লভতে চিরজীবিনম্।
নশ্যন্তি বিপদস্তস্য নিত্যং প্রাপ্নোতি মঙ্গলম্ ॥ ১১ ॥
অমাবস্যাতিথিং প্রাপ্য যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স দুর্গাতুল্যতামিয়াৎ ॥ ১২ ॥
নিশীথে পঠতে যস্তু বিল্ববৃক্ষস্য সন্নিধৌ।
তস্য সংবৎসরান্মধ্যে স্বয়ং প্রত্যক্ষমেতি বৈ ॥ ১৩ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
অস্য পাঠসমং পুণ্যং নাস্ত্যেব পৃথিবীতলে ॥ ১৪ ॥
তপস্যাযজ্ঞদানাদিকর্ম্মনামিহ বিদ্যতে।
ফলস্য সংখ্যা নৈতস্য বিদ্যতে মুনিপুঙ্গব ॥ ১৫ ॥

সেই ব্যক্তি স্বয়ং মহেশ্বরীর প্রসাদে তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করে এবং তাহার ব্রহ্মহত্যাদিজনিত নিখিল পাপ নষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

তাহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন চিরজীবী রাজরাজেশ্বর পুত্রলাভ হয় এবং সমস্ত বিপদ্ দূর হইয়া নিত্য মঙ্গললাভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অমাবস্যাতিথিতে যিনি ভক্তিসম্পন্ন হইয়া এই গীতা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া দুর্গার তুল্যতা লাভ করেন ॥ ১২ ॥

যিনি নিশীথে বিল্ববৃক্ষ-সমীপে পাঠ করেন, এক বৎসরমধ্যে দেবী তাঁহার প্রত্যক্ষীভূতা হয়েন ॥ ১৩ ॥

হে নারদ! তত্ত্বকথা শ্রবণ কর, অধিক আর কি বলিব, এই গীতাপাঠ তুল্য পুণ্য ধরাতলে আর নাই ॥ ১৪ ॥

হে মুনিপ্রবর! তপস্যা ও যজ্ঞদানাদি দ্বারা যে পুণ্যফল সঞ্চিত

ইত্যুক্তং তে যথা জাতা নিত্যাপি পরমেশ্বরী।
লীলয়া মেনকাগর্ভে ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীভগবতী-গীতা সমাপ্তা।

হয়, তাহার সংখ্যা করিতে অনায়াসেই পারা যায়; কিন্তু এই ভগবতী-গীতাপাঠের ফল অসংখ্য; সুতরাং তাহার সংখ্যা স্থির করা অসাধ্য ॥ ১৫ ॥

লীলাহেতু মেনকাগর্ভে নিত্যা পরমেশ্বরীর জন্মকথা কহিলাম। আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা আছে, বল ॥ ১৬ ॥

ভগবতী-গীতা সম্পূর্ণ।

দেবী-গীতা

—:০*০:—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরমদেবতায়ৈ নমঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ধরাধরাধীশমৌলাবাবিরাসীৎ পরং মহঃ।
যত্নুক্তং ভবতা পূর্ব্বং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে ॥ ১ ॥
কো বিরজ্যেত মতিমান্ পিবঞ্ছক্তিকথামৃতম্।
সুধাস্তু পিবতাং মৃত্যুঃ স নৈতচ্ছ্রৃণ্বতো ভবেৎ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি শিক্ষিতোঽসি মহাত্মভিঃ।
ভাগ্যবানসি যদ্দেব্যাং নির্ব্যাজা ভক্তিরস্তি তে ॥ ৩ ॥

জনমেজয় (ব্যাসদেবের নিকট) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "অনন্তর এই পরমজ্যোতিঃ হিমালয়-শিখরে আবির্ভূত হইয়াছিল," এখন সেই পরমজ্যোতির বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি এই শক্তি-কথামৃত পান করিতে বিরত হইবে? সুধাপায়ী দেবগণেরও কালে মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়, কিন্তু এই শক্তি-কথামৃতপায়ীর কদাপি মৃত্যু হয় না ॥ ২ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, দেবীর প্রতি আপনার যে প্রকার ঐকান্তিক

শৃণু রাজন্! পুরাবৃত্তং সতীদেহেঽগ্নিভর্জ্জিতে।
ভ্রান্তঃ শিবস্তু বভ্রাম কচ্চিদ্দেশে স্থিরোঽভবৎ ॥ ৪ ॥
প্রপঞ্চভানরহিতঃ সমাধিগতমানসঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীস্বরূপন্তু কালং নিন্যে স আত্মবান্ ॥ ৫ ॥
সৌভাগ্যরহিতং জাতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
শক্তিহীনং জগৎ সর্ব্বং সাব্ধিদ্বীপং সপর্ব্বতম্ ॥ ৬ ॥
আনন্দঃ শুষ্কতাং যাতঃ সর্ব্বেষাং হৃদয়ান্তরে।
উদাসীনাঃ সর্ব্বলোকাশ্চিন্তাজর্জ্জরচেতসঃ ॥ ৭ ॥
সদা দুঃখোদধৌ মগ্না রোগগ্রস্তাস্তদাভবন্।
গ্রাহাণাং দেবতানাঞ্চ বৈপরীত্যেন বর্ত্তনম্ ॥ ৮ ॥

ভক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মনে করি, আপনি ধন্য, কৃতকৃত্য ও মহাত্মগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন, অতএব আপনি ভাগ্যবান্ পুরুষ ॥৩॥

রাজন্! আপনি এক্ষণে পূর্ব্বকালীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণ করুন। সতীদেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে মহাদেব ভ্রান্তচিত্তে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অনন্তর কোন স্থানে অবস্থিতি করিলেন এবং আত্মবান্ সেই শিব তথায় সংসারজ্ঞান-বিরহিত ও সমাধিগত-চিত্ত হইয়া দেবীর স্বরূপ ধ্যান করত কিছু কাল অতিবাহিত করিলেন ॥ ৪-৫ ॥

তৎকালে সসাগর সপর্ব্বত চরাচরাত্মক এই সমস্ত ত্রিলোক জগৎশক্তির অভাববশতঃ সৌভাগ্যহীন হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

সমস্ত প্রাণীর হৃদয়বর্ত্তী আনন্দ পরিশুষ্ক হইয়া গেল, সমস্ত লোক চিন্তাজর্জ্জরিত-চিত্ত হইয়া উদাসীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

সকলেই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বদাই রোগগ্রস্ত হইতে লাগিল এবং গ্রহগণ ও দেবগণ বিপরীতগতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন ॥৮॥

আধিভূতাধিদৈবানাং সত্যভাবাৎ নৃপোঽভবন্ ॥ ৯ ॥
অথাস্মিন্নেব কালে তু তারকাখ্যো মহাসুরঃ।
ব্রহ্মদত্তবরো দৈত্যোঽভবৎত্রৈলোক্যনায়কঃ ॥ ১০ ॥
শিবৌরসস্তু যঃ পুত্রঃ স তে হন্তা ভবিষ্যতি।
ইতি কল্পিতমৃত্যুঃ স দেবদেবৈর্ম্মহাসুরঃ।
শিবৌরসসুতাভাবাজ্জগর্জ্জ চ ননন্দ চ ॥ ১১ ॥
তেন চোপদ্রুতাঃ সর্ব্বে স্বস্থানাৎ প্রচ্যুতাঃ সুরাঃ।
শিবৌরসসুতাভাবাচ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥ ১২ ॥
নাঙ্গনা শঙ্করস্যাস্তি কথং তৎসুতসম্ভবঃ।
অস্মাকং ভাগ্যহীনানাং কথং কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

সতীদেবীর অভাব বশতঃ নৃপতিগণ আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন ॥ ৯ ॥

এই সময়ে তারকনামক মহাসুর ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া ত্রৈলোক্যের নায়কতা করিতে লাগিল। ব্রহ্মা সেই অসুরকে বলিলেন, শিবের ঔরসজাত পুত্র তোমার হন্তা হইবে, এতদ্ব্যতীত তোমার মৃত্যু নাই। সেই মহাসুর ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ নির্দ্দিষ্ট-মৃত্যু হইয়া শিবের ঔরস-পুত্রের অভাব বশতঃ গর্জ্জনপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়াছিল ॥ ১০-১১ ॥

সমস্ত সুরগণ তাহা দ্বারা উপদ্রুত হইয়া স্বস্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং শিবের ঔরস-পুত্রের অভাব বশতঃ দুস্তর চিন্তানিমগ্ন হইলেন ॥ ১২ ॥

কারণ, সতী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে মহাদেব ভার্য্যাবিহীন, সুতরাং তাঁহার পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। আমরা ভাগ্যহীন, কেমন করিয়া তারকাসুর-বধরূপ আমাদের কার্য্য সম্পন্ন

ইতি চিন্তাতুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুর্বৈকুণ্ঠমণ্ডলে।
শশংসুর্হরিমেকান্তে স চোপায়ং জগাদ হ ॥ ১৪ ॥
কুতশ্চিন্তাতুরাঃ সর্ব্বে কামকল্পদ্রুমা শিবা।
জাগর্ত্তি ভুবনেশানী মণিদ্বীপাধিবাসিনী ॥ ১৫ ॥
অস্মাকমনয়াদেব তদুপেক্ষাস্তি নান্যথা।
শিক্ষৈবেয়ং জগন্মাত্রা কৃতাস্মচ্ছিক্ষণায় চ ॥ ১৬ ॥
লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব জগন্মাতুর্নিয়ন্ত্র্যা গুণদোষয়োঃ ॥ ১৭ ॥

হইবে? এই প্রকার চিন্তাকাতর দেবগণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন এবং নির্জ্জনে হরিকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে, তিনি এই বিষয়ের উপায় বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

দেবগণ! তোমরা সকলে চিন্তাকাতর হইতেছ কেন? মণিদ্বীপনিবাসিনী বাঞ্ছাকল্পতরুরূপিণী ভুবনেশ্বরী সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছেন, তিনি মঙ্গলময়ী, তিনি তোমাদের মঙ্গলসম্পাদন করিবেন ॥ ১৫ ॥

আমাদের অপরাধ বশতঃই তিনি আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন। এই শিক্ষা আমাদের বিনাশের নিমিত্ত নহে, ভবিষ্যতে আর তাঁহার সম্বন্ধে অপরাধ না করা হয়, ইহাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ॥ ১৬ ॥

যেমন মাতা আপনার সন্তানের লালন-বিষয়ে তাড়না করেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিষ্কারুণ্য লক্ষিত হয় না, সেই প্রকার গুণদোষের নিয়ন্ত্রী জগন্মাতারও এই অখিল সন্তানের শিক্ষার নিমিত্ত তাড়ন করিলেও নির্দ্দয়তা হইতে পারে না ॥

অপরাধো ভবত্যেব তনয়স্য পদে পদে।
কোঽপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা ॥ ১৮ ॥
তস্মাদ্‌যূয়ং পরাম্বাং তাং শরণং যাত মাচিরম্।
নির্ব্যাজয়া চিত্তবৃত্ত্যা সা বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি ॥ ১৯ ॥
ইত্যাদিশ্য সুরান্ সর্ব্বান্ মহাবিষ্ণুঃ সজায়য়া।
সংযুতো নির্জ্জগামাশু দেবৈঃ সহ সুরাধিপঃ ॥ ২০ ॥
আজগাম মহাশৈলং হিমবন্তং নগাধিপম্।
অভবংশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে পুরশ্চরণকর্ম্মিণঃ ॥ ২১ ॥
অম্বাযজ্ঞবিধানজ্ঞা অম্বাযজ্ঞঞ্চ চক্রিরে।
তৃতীয়াদিব্রতান্যাশু চক্রুঃ সর্ব্বে সুরা নৃপ ॥ ২২ ॥

তনয় পদে পদেই মাতার নিকট অপরাধী হয়, কিন্তু মাতা ব্যতীত আর কে সেই অপরাধ ক্ষমা করিবে? অতএব তোমরা অচিরে অহৈতুকী ভক্তি সহকারে সেই পরমজননীর শরণাপন্ন হও, তিনি তোমাদের কার্য্যবিধান করিবেন ॥ ১৮-১৯ ॥

সুরপতি মহাবিষ্ণু দেবগণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া দেবগণের সহিত দেবীর আরাধনার্থ সত্বর গমন করিলেন এবং সকল দেবগণ মহাগিরি নগেশ্বর হিমালয়ে আগত হইয়া পুরশ্চরণ-ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে নৃপ। যাঁহারা অম্বাযজ্ঞবিৎ, তাঁহারা দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধোক্ত অম্বা-যজ্ঞ এবং সকলেই হিমালয়ের প্রতি দেবী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট তৃতীয়াদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২২ ॥

কেচিৎ সমাধিনিষ্ণাতাঃ কেচিন্নামপরায়ণাঃ।
কেচিৎ সূক্তপরাঃ কেচিন্নামপারায়ণোৎসুকাঃ ॥ ৩ ॥
মন্ত্রপরায়ণপরাঃ কেচিৎ কৃচ্ছ্রাদিকারিণঃ।
অন্তর্যাগপরাঃ কেচিৎ কেচিন্ন্যাসপরায়ণাঃ ॥ ২৪ ॥
হৃল্লেখয়া পরাশক্তেঃ পূজাং চক্রুরতন্দ্রিতাঃ।
ইত্যেবং বহুবর্ষাণি কালোঽগাজ্জনমেজয় ॥ ২৫ ॥
অকস্মাচ্চৈত্রমাসীয়নবম্যাং চ ভৃগোর্দ্দিনে।
প্রাদুর্ব্বভূব পুরতস্তন্মহঃ শ্রুতিবোধিতম্ ॥ ২৬ ॥
চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্ব্বেদৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিরভিষ্টুতম্।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ॥ ২৭ ॥

দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ দেবীর ধ্যান করত সমাধিনিষ্ঠ হইলেন, কেহ কেহ দেবীর নাম জপ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি দেবীসূক্ত জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নামোচ্চারণপরায়ণ, কেহ কেহ বা মন্ত্রপরায়ণ হইলেন, কেহ কেহ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ অন্তর্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ তন্ত্রোক্ত ন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ অতন্দ্রিত হইয়া ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র দ্বারা সেই পরমা শক্তির পূজা করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! এই প্রকারে দেবগণের বহু দিন অতীত হইয়া গেল ॥ ২৩-২৫ ॥

অনন্তর চৈত্রমাসীয় নবমী তিথিতে শুক্রবারে অকস্মাৎ দেবগণের সম্মুখে শ্রুতি-প্রতিপাদিত সেই শাক্ত তেজ প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ২৬ ॥

অরুণবর্ণ * সেই পরম তেজ কোটি বিদ্যুতের ন্যায় আভাশালী,

---

* তৎকালে মহাশক্তি রজোগুণ অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বিদ্যুৎকোটিসমানাভমরুণং তৎপরং মহঃ।
নৈব চোর্দ্ধং ন তির্য্যক্ চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ॥ ২৮॥
আদ্যন্তরহিতং তত্তু ন হস্তাদ্যঙ্গসংযুতম্।
ন চ স্ত্রীরূপমথবা ন পুংরূপমথোভয়ম্॥ ২৯॥
দীপ্ত্যা পিধানং নেত্রাণাং তেষামাসীন্মহীপতে।
পুনশ্চ ধৈর্য্যমলম্ব্য যাবত্তে দদৃশুঃ সুরাঃ॥ ৩০॥
তাবত্তদেব স্ত্রীরূপেণাভাদ্দিব্যং মনোহরম্।
অতীব রমণীয়াঙ্গীং কুমারীং নবযৌবনাম্॥ ৩১॥
উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনিন্দিতাম্ভোজকুট্মলাম্।
রণৎকিঙ্কিণিকাজালশিঞ্জীন্মঞ্জীরমেখলাম্॥ ৩২॥

কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত এবং কোটি চন্দ্রসদৃশ সুশীতল। ইঁহার চারিদিকে চতুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ইঁহাকে স্তব করিতেছে। এই তেজোরাশি ঊর্দ্ধ, পার্শ্ব বা মধ্যদেশে পরিচ্ছিন্ন হইল না। উহা আদি-অন্ত-রহিত। ইঁহার হস্তাদি অঙ্গবিশিষ্ট স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক আকারও নাই॥ ২৭-২৯॥

হে রাজন্! দেবগণ প্রথমতঃ সেই তেজের প্রভায় প্রতিহত হইয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, অনন্তর যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণেই সেই পরমতেজ দিব্য মনোহর রমণীরূপে আভাসিত হইল। সেই রমণী মনোরমাঙ্গী, নবযৌবনা কুমারী, তাঁহার পীনোন্নত কুচদ্বয় কমলকলিকাকে বিনিন্দিত করিয়াছে, তাঁহার করচতুষ্টয়ে কনকবলয়,

---

তাই দেবগণ অরুণবর্ণ অর্থাৎ রক্তবর্ণরূপে দেখিতে পাইলেন। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" (শ্রুতি) এই বাক্যের দ্বারা রজোগুণের রক্তবর্ণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কনকাঙ্গদকেয়ূরগ্রৈবেয়কবিভূষিতাম্।
অনর্ঘমণিসম্ভিন্নগলবন্ধবিরাজিতাম্॥ ৩৩॥
তনুকেতকসংরাজন্নীলভ্রমরকুন্তলাম্।
নিতম্ববিম্বসুভগাং রোমরাজিবিরাজিতাম্॥ ৩৪॥
কর্পূরশকলোন্মিশ্রতাম্বূলপূরিতাননাম্।
ক্বণৎকনকতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজাম্॥ ৩৫॥
অষ্টমীচন্দ্রবিম্বাভললাটমায়তভ্রুবম্।
রক্তারবিন্দনয়নামুন্নাসাং মধুরাধরাম্॥ ৩৬॥
কুন্দকুট্মলদন্তাগ্রাং মুক্তাহার-বিরাজিতাম্।
রত্নসম্ভিন্নমুকুটাং চন্দ্ররেখাবতংসিনীম্॥ ৩৭॥
মল্লিকামালতীমালোকেশপাশবিরাজিতাম্।
কাশ্মীরবিন্দুললাটাং নেত্রত্রয়বিলাসিনীম্॥ ৩৮॥

বাহুচতুষ্টয়ে কেয়ূর, গ্রীবাদেশে গ্রৈবেয়ক এবং কণ্ঠদেশে অমূল্য মণি-খচিত কণ্ঠাভরণ শোভিত হইতেছে। কটিতটে শব্দায়মান কিঙ্কিণী দ্বারা নূপুর ও কাঞ্চীভূষণ শব্দিত হইতেছে, অতিশ্বেতবর্ণ বালকেতকপত্রের উপর সংশোভিত নীলবর্ণ ভ্রমরের ন্যায় কর্ণ ও কপোলমধ্যবর্ত্তী কেশরাশি শোভা পাইতেছে, তাঁহার নিতম্বদেশ অতীব সুন্দর, তিনি রোমাবলী দ্বারা পরম শোভিতা হইয়াছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল কর্পূরপূর্ণ তাম্বূলের দ্বারা পরিপূরিত, দীপ্তিশালী কনকতাটঙ্ক দ্বারা বদন-মণ্ডল পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে, ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্র-সুশোভিত, ভ্রূযুগল আয়ত, নয়ন রক্তারবিন্দসদৃশ, নাসিকা উন্নত, অধরবিম্ব অতি মনোহর, দশনাগ্র কুন্দপুষ্পের মুকুলের ন্যায় রমণীয়, গলদেশে মুক্তাহার বিরাজ করিতেছে, মস্তকোপরি মণিখচিত

পাশাঙ্কুশবরাভীতিচতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং দাড়িমীকুসুমপ্রভাম ॥ ৩৯ ॥
সর্ব্বাশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্।
সর্ব্বাশাপূরিকাং সর্ব্বমাতরং সর্ব্বমোহিনীম্ ॥ ৪০ ॥
প্রসাদসুমুখীমম্বাং মন্দস্মিতমুখাম্বুজাম্।
অব্যাজকরুণামূর্ত্তিং দদৃশুঃ পুরতঃ সুরাঃ ॥ ৪১ ॥
দৃষ্ট্বা তাং করুণামূর্ত্তিং প্রণেমুঃ সকলাঃ সুরাঃ।
বক্তুং নাশকুবন্ কিঞ্চিদ্বাষ্পসংরুদ্ধনিঃস্বনাঃ ॥ ৪২ ॥
কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যমালম্ব্য ভক্ত্যা চানতকন্ধরাঃ।
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নাস্তুষ্টুবুর্জ্জগদম্বিকাম্ ॥ ৪৩ ॥

মুকুট, কর্ণে চন্দ্ররেখার ন্যায় কর্ণভূষণ, কেশপাশ মল্লিকা ও মালতী-মালায় সুশোভিত, ললাটদেশ সিন্দুরবিন্দুবিভূষিত, তিনি লোচনত্রয়-শোভিতা, চতুর্হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়ধারিণী, রক্তবস্ত্রপরিধানা, তাঁহার দেহকান্তি দাড়িমী-কুসুমের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনন্তর দেবগণ এইরূপ সর্ব্বশৃঙ্গারবেশ-ধারিণী, সর্ব্বকামনাপূরণী, সমস্ত দেববৃন্দ-নমস্কৃতা, নিখিল-জন-জননী, অখিলমোহিনী, প্রসাদ-সুমুখী, স্মেরাননা, অকপটকরুণাময়ীমূর্ত্তি অম্বিকাদেবীকে সম্মুখে অবস্থিতা দেখিতে পাইলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

সেই করুণামূর্ত্তিকে দর্শনমাত্রেই দেবগণ প্রণাম করিলেন, কিন্তু বাষ্পভরে কণ্ঠ সংরুদ্ধ হওয়ায় কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪২ ॥

পরে অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিভরে গ্রীবাদেশ সন্নমিত করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে জগদম্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

দেবা উচুঃ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ ৪৪॥
তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং, বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে, সুতরসি তরসে ত্বাং নমামি॥ ৪৫॥
দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জ্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু॥ ৪৬॥

দেবগণ বলিলেন, আপনি দ্যোতনশীলা মহাদেবী, আপনি মঙ্গলময়ী, আপনাকে নমস্কার, আপনি প্রকৃতি অর্থাৎ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাবিশিষ্টা মায়োপহিতব্রহ্মরূপিণী, আপনি সর্ব্বকল্যাণরূপিণী, আমরা সংযতচিত্ত হইয়া আপনাকে প্রণাম করি॥ ৪৪॥

আপনি অগ্নির ন্যায় অরুণবর্ণা, আপনি জ্ঞানপ্রভায় দীপ্যমানা, আপনিই চৈতন্যরূপে সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইতেছেন, ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার সেবা করিয়া থাকেন, আপনি অষ্টাঙ্গযোগসাধ্য জ্ঞান-গম্যা, আপনি সংসার-সাগরের তরণকর্ত্রী, অতএব আমরা ঘোরতর সংসার-সাগর-পারের নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে নমস্কার করি॥ ৪৫॥

প্রাণাদি পঞ্চবায়ু-সাহায্যে যে সকল বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহাকেই পশুস্বরূপ অস্মদাদি লোকেরা উচ্চারণ করিয়া থাকে, এই ভাষাই আমাদিগের কামধেনুস্বরূপ অর্থাৎ আমরা এই কামধেনুস্বরূপিণী ভাষা হইতে ইচ্ছামত ধন, মান, অন্নাদি দোহন করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকি। আপনি সেই ভাষাস্বরূপা, অতএব আপনি আমাদের দ্বারা সংস্তুতা হইয়া আমাদের ইষ্টদাত্রী হউন॥ ৪৬॥

কালরাত্রিং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরম্।
সরস্বতীমদিতিং দক্ষদুহিতরং নমামঃ পাবনাং শিবাম্॥ ৪৭ ॥
মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে সর্ব্বশক্ত্যৈ চ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥ ৪৮ ॥
নমো বিরাট্স্বরূপিণ্যৈ নমঃ সূত্রাত্মমূর্ত্তয়ে।
নমো ব্যাকৃতরূপিণ্যৈ নমঃ শ্রীব্রহ্মমূর্ত্তয়ে॥ ৪৯ ॥
যদজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি রজ্জুসর্পস্রগাদিবৎ।
যজ্‌জ্ঞানাল্লয়মাপ্নোতি নুমস্তাং ভুবনেশ্বরীম্॥ ৫০ ॥

দেবি! আপনি সর্ব্বসংহারক কালের সংহর্ত্রী, মধুকৈটভ-বধের সময়ে ব্রহ্মা আপনার স্তব করিয়াছিলেন, আপনি বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীস্বরূপা, আপনি ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতীরূপিণী, আপনি দেবগণের মাতা, আপনি দক্ষ-দুহিতা সতী নামে খ্যাতা, আপনি পবিত্র, আপনাকে নমস্কার॥৪৭॥

আমরা আপনাকে মহালক্ষ্মীরূপে অবগত আছি, এবং সর্ব্বশক্তিরূপে ধ্যান করিয়া থাকি, আপনি সেই জ্ঞান ও ধ্যানবিষয়ে আমাদিগকে প্রেরিত করুন॥ ৪৮ ॥

আপনি বিরাট্রূপিণী, আপনাকে নমস্কার, আপনি সূত্রাত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপিণী, আপনাকে নমস্কার, আপনি মহদাদি ষোড়শ বিকার-রূপিণী, আপনাকে নমস্কার, আপনি ব্রহ্মস্বরূপিণী, আপনাকে নমস্কার॥৪৯॥

যেমন রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান না হওয়ায় উহাতে সর্পাদির ভ্রান্তি হইয়া থাকে, কিন্তু রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হইলেই সর্পাদিভ্রান্তি অপনোদিত হয়, সেই প্রকার যে চৈতন্যরূপিণীর স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ জগৎ আভাসিত হইতেছে, যাঁহার স্বরূপজ্ঞান হইলে জগৎস্বরূপের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে না, সেই ভুবনেশ্বরী জগদম্বিকাকে আমরা স্তব করি॥ ৫০ ॥

স্তুমস্তৎপদলক্ষ্যার্থাং চিদেকরসরূপিণীম্।
অখণ্ডানন্দরূপাং তাং বেদতাৎপর্য্যভূমিকাম্॥ ৫১॥
পঞ্চকোষাতিরিক্তাং তামবস্থাত্রয়সাক্ষিণীম্।
পুনস্ত্বংপদলক্ষ্যার্থাং প্রত্যগাত্মস্বরূপিণীম্॥ ৫২॥
নমঃ প্রণবরূপায়ৈ নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে।
নানামন্ত্রাত্মিকায়ৈ তে করুণায়ৈ নমো নমঃ॥ ৫৩॥
ইতি স্তুতা তদা দেবৈর্ম্মণিদ্বীপাধিবাসিনী।
প্রাহ বাচা মধুরয়া মত্তকোকিলনিঃস্বনা॥ ৫৪॥

যিনি চৈতন্যরসরূপিণী, অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপিণী, অতএব "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থ তৎশব্দের প্রতিপাদ্য, অখণ্ডানন্দরূপিণী, সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্যস্বরূপা, যিনি অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, মনোময় এবং আনন্দময় কোষের অতিরিক্ত পদার্থ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপিণী, যিনি জীবাত্মরূপে অবস্থিতা, সুতরাং "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থ ত্বংপদের লক্ষণীয় পদার্থ, সেই ভুবনেশ্বরীকে আমরা স্তব করি॥ ৫১-৫২॥

তুমি প্রণব-(ওঁ) রূপিণী, তোমাকে নমস্কার, তুমি হ্রীং-বীজমূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার, তুমি বিবিধ-মন্ত্রস্বরূপিণী করুণাময়ী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ ৫৩॥

দেবগণ মণিদ্বীপনিবাসিনী ভুবনেশ্বরীকে এই প্রকার স্তব করিলে, মত্তকোকিলবৎ-মধুরধ্বনি দেবী মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন॥ ৫৪॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদস্ত বিবুধাঃ কার্য্যং যদর্থমিহ সঙ্গতাঃ।
বরদাহং সদা ভক্তকামকল্পদ্রুমাস্মি চ ॥ ৫৫ ॥
তিষ্ঠন্ত্যাং ময়ি কা চিন্তা যুষ্মাকং ভক্তিশালিনাম্।
সমুদ্ধরামি মদ্ভক্তান্ দুঃখসংসারসাগরাৎ।
ইতি প্রতিজ্ঞাং মে সত্যাং জানীথ বিবুধোত্তমাঃ ॥ ৫৬ ॥
ইতি প্রেমাকুলাং বাণীং শ্রুত্বা সন্তুষ্টমানসাঃ।
নির্ভয়া নির্জ্জরা রাজন্নূচুর্দুঃখং স্বকীয়কম্ ॥ ৫৭ ॥

দেবা উচুঃ।

নাজ্ঞাতং কিঞ্চিদপ্যত্র ভবত্যাস্তি জগত্ত্রয়ে।
সর্ব্বজ্ঞয়া সর্ব্বসাক্ষিরূপিণ্যা পরমেশ্বরি ॥ ৫৮ ॥

দেবী বলিলেন, দেবগণ! তোমরা যে নিমিত্ত এই স্থানে সকলে সমাগত হইয়াছ, তাহা বল, আমি সর্ব্বদাই ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু এবং বরদাত্রী, তোমাদের বাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে ॥ ৫৫ ॥

তোমরা ভক্তিশালী, সুতরাং (ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু) আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমাদের চিন্তা কি? হে দেবগণ! আমি আমার ভক্তগণকে দুঃখ-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি, ইহা আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বলিয়া জান ॥ ৫৬ ॥

হে রাজন্ জনমেজয়! দেবগণ দেবীর এতাদৃশ প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং নির্ভয়ে আপনাদের দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

দেবগণ বলিলেন, আপনি পরমেশ্বরী, সর্ব্বজ্ঞা এবং নিখিল

তারকেণাসুরেন্দ্রেণ পীড়িতাঃ স্মো দিবানিশম্।
শিবাঙ্গজাদ্বধস্তস্য নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা শিবে ॥ ৫৯ ॥
শিবাঙ্গনা তু নৈবাস্তি জানাসি ত্বং মহেশ্বরি!
সর্ব্বজ্ঞপুরতঃ কিংবা বক্তব্যঃ পামরৈর্জ্জনৈঃ ॥ ৬০ ॥
এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তমপরং তর্কয়াম্বিকে।
সর্ব্বদা চরণাম্ভোজে ভক্তিঃ স্যাত্তব নিশ্চলা ॥ ৬১ ॥
প্রার্থনীয়মিদং মুখ্যমপরং দেহহেতবে ॥ ৬২ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপিণী, অতএব এই ত্রিলোকে কিছুই আপনার অপরিজ্ঞাত নাই ॥ ৫৮ ॥

শিবে! তারকনামক অসুরেন্দ্র দিবারাত্র আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে। (অথচ আমরা কিছুই প্রতিকার করিতে সমর্থ নহি; কারণ) ব্রহ্মা শিবের ঔরসপুত্র হইতে তাহার বিনাশ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

হে মহেশ্বরি! সম্প্রতি শিবাঙ্গনা দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন (সুতরাং আমাদের দুঃখ-নিবারণের কোনই উপায় নাই)। আপনি সর্ব্বজ্ঞা, সকলই আপনার বিদিত আছে, আপনার নিকট মাদৃশ পামরগণ কি বলিবে ॥ ৬০ ॥

আমরা সংক্ষেপে এই দুঃখবৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম! আপনি সর্ব্বজ্ঞা, অতএব সমস্ত দুঃখই জানিতে পারিতেছেন। অধিক কি বলিব, আপনার চরণ-কমলে যেন সর্ব্বদাই অবিচলা ভক্তি থাকে, ইহাই আমাদের মুখ্য প্রার্থনীয় বিষয় এবং শিব-সুতোৎপত্তির নিমিত্ত আপনি দেহধারণ করুন, ইহাও অপর প্রার্থনীয় ॥ ৬১-৬২ ॥

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ পরমেশ্বরী।
মম শক্তিস্তু যা গৌরী ভবিষ্যতি হিমালয়ে ॥ ৬৩ ॥
শিবায় সা প্রদেয়া স্যাৎ সা বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি।
ভক্তির্মচ্চরণাম্ভোজে ভূয়াদ্যুষ্মাকমাদরাৎ ॥ ৬৪ ॥
হিমালয়ো হি মনসা মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ।
ততস্তস্য গৃহে জন্ম মম প্রিয়করং মতম্ ॥ ৬৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

হিমালয়োঽপি তচ্ছ্রুত্বেত্যনুগ্রহকরং বচঃ।
বাষ্পৈঃ সংরুদ্ধকণ্ঠাক্ষো মহারাজ্ঞীং বচোঽব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥
মহত্তরং তং কুরুষে যস্যানুগ্রহমিচ্ছসি।
নো চেৎ ক্বাহং জড়ঃ স্থাণুঃ ক্ব ত্বং সচ্চিৎস্বরূপিণী ॥ ৬৭ ॥

পরমেশ্বরী দেবগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমার যে শক্তি হিমালয়ে গৌরীরূপে আবির্ভূত হইবেন, তিনিই শিবের নিকট প্রদেয়া অর্থাৎ শিবানী হইয়া পুত্রোৎপত্তিপূর্ব্বক তদ্দারা তারকাসুরবধরূপ তোমাদের কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। পরন্তু আমার চরণ-সরোজে তোমাদের অতিশয় ভক্তি হইবে ॥ ৬৩-৬৪ ॥

তোমাদের ন্যায় হিমালয়ও আমাকে অতি ভক্তিপূর্ণ মনে উপাসনা করিতেছে, অতএব তাহার গৃহে আমার জন্ম অতীব প্রিয়কর জানিও ॥ ৬৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! হিমালয় তাঁহার অনুগ্রহসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে রাজরাজেশ্বরীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

দেবি! আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তিকে

অসম্ভাব্যং জন্মশতৈস্তৎপিতৃত্বং ময়ানঘে।
অশ্বমেধাদিপুণ্যৈর্ব্বা পুণ্যৈর্ব্বা তৎসমাধিজৈঃ ॥ ৬৮ ॥
অদ্য প্রপঞ্চে কীর্ত্তিঃ স্যাজ্জগন্মাতা সুতাভবৎ।
অহো হিমালয়স্যাস্য ধন্যোঽসৌ ভাগ্যবানিতি ॥ ৬৯ ॥
যস্যাস্তু জঠরে সন্তি ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ কোটয়ঃ।
সৈব যস্য সুতা জাতা কো বা স্যাত্তৎসমো ভুবি ॥ ৭০ ॥
ন জানেঽস্মৎপিতৄণাং কিং স্থানং স্যান্নির্ম্মিতং পরম্।
এতাদৃশানাং বাসায় যেষাং বংশেঽস্তি মাদৃশঃ ॥ ৭১ ॥

অতিশয় মহান্ করিয়া থাকেন, নতুবা সচ্চিদানন্দরূপিণী আপনাকে পুত্রীরূপে লাভ করা জড় পর্ব্বতস্বরূপ আমার পক্ষে অসম্ভব ॥ ৬৭ ॥

নির্ম্মলে! তোমার অনুগ্রহেই ত্বদীয় পিতৃত্ব লাভ করিলাম, নতুবা অনন্তজন্মসঞ্চিত অশ্বমেধাদি-যাগ-জনিত পুণ্য বা সমাধিজ পুণ্য দ্বারা ইহা লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভাব্য নহে ॥ ৬৮ ॥

অহো! আমি ধন্য ও ভাগ্যবান্ হইলাম। অদ্য হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে "জগন্মাতা হিমালয়ের পুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন," ইহা কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিবে ॥ ৬৯ ॥

যাঁহার জঠর-গহ্বরে কোটিব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, তিনি যাহার সুতা রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎসদৃশ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কে আছে? ৭০ ॥

যাঁহাদের বংশে মাদৃশ ব্যক্তি জন্মলাভ করেন, তাদৃশ অস্মৎ-পিতৃগণের বাসের নিমিত্ত যে কিরূপ পরমোৎকৃষ্ট স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না ॥ ৭১ ॥

ইদং যথা চ দত্তং মে কৃপয়া প্রেমপূর্ণয়া।
সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধঞ্চ স্বরূপং ব্রূহি মে তথা ॥ ১২ ॥
যোগঞ্চ ভক্তিসহিতং জ্ঞানঞ্চ শ্রুতিসম্মতম্।
বদস্ব পরমেশানি ত্বমেবাহং যতো ভবেঃ ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রসন্নমুখপঙ্কজা।
বক্তুমারভতাম্বা সা রহস্যং শ্রুতিগূহিতম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং হিমালয়গৃহে পার্ব্বত্যা জন্মকথনবর্ণনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

আপনি প্রেমপূর্ণা হইয়া কৃপা-পূর্ব্বক যেমন স্বীয় পিতৃত্ব প্রদান করিলেন, সেইরূপ সর্ব্ববেদান্ত প্রসিদ্ধ আপনার স্বরূপ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১২ ॥

হে পরমেশ্বরি! পরন্তু আমার নিকট শ্রুতি-সম্মত ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ বলুন। তৎশ্রবণে আমি যেন আপনার সহিত অভিন্নতা লাভে সমর্থ হই ॥ ১৩ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, জগদম্বা হিমালয়ের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নমুখে শ্রুতিগুহ্য রহস্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

শৃণ্বন্তু নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে ব্যাহরন্ত্যা বচো মম।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মদ্রূপত্বং প্রপদ্যতে॥ ১॥
অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎসংবিৎ পরব্রহ্মৈকনামকম্॥ ২॥
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যমনৌপম্যমনাময়ম্।
তস্য কাচিৎ স্বতঃ সিদ্ধা শক্তির্মায়েতিবিশ্রুতা॥ ৩॥

দেবী বলিলেন, দেবগণ! যাহা শ্রবণমাত্রেই জীবগণ আমার স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারে, সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর॥ ১॥

গিরিবর! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই আত্মস্বরূপে বিদ্যমান ছিলাম, আমার আত্মস্বরূপকে চিৎ, সংবিৎ ও পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে॥ ২॥

সেই সর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্য আত্মস্বরূপ শ্রুতিগোচর পদার্থ, তাহা অনুমানাদি প্রমাণের অবিষয়। পরন্তু শ্রুতিও আত্মপদার্থকে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদিদ্বারা নির্দ্দেশে সমর্থ নহেন, তাই আত্মতত্ত্ব অনির্দ্দেশ্য এবং তৎসদৃশ দ্বিতীয় পদার্থের অভাববশতঃ উপমারহিত ও জন্ম-মরণাদি ষড়্ভাব-বিকারশূন্য পদার্থ। এই আত্মার স্বতঃসিদ্ধা এক শক্তি আছে, তিনি মায়া নামে বিখ্যাতা॥ ৩॥

ন সতী সা নাসতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ।
এতদ্বিলক্ষণা কাচিৎ বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥
পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা ॥ ৫ ॥
তস্যাং কর্ম্মাণি জীবানাং জীবাঃ কালাশ্চ সঙ্করে।
অভেদেন বিলীনাঃ স্যুঃ সুষুপ্তৌ ব্যবহারবৎ ॥ ৬ ॥

এই মায়ার স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর,—মায়া ব্রহ্মের ন্যায় কালত্রয়বর্ত্তিনী নহে, কারণ, আত্মজ্ঞান হইলেই ইহার বিলয় হইয়া থাকে, আবার বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় অসৎ পদার্থও নহে, কারণ, জগদুপাদানরূপে সর্ব্বদাই ইহার সত্তা অনুভূত হইতেছে। পরন্তু ইহাকে সত্ত্বাসত্ত্ববিশিষ্ট বস্তু বলিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ, সত্ত্বাসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম এক দ্রব্যে একদা থাকিতে পারে না। অতএব সত্ত্ব, অসত্ত্ব এবং সত্ত্বাসত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ কোন অনির্ব্বচনীয় অনাদি বস্তু মায়া নামে বিখ্যাত ॥ ৪ ॥

যেমন অগ্নির উষ্ণতা, সূর্য্যের মরীচি এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্না তত্তৎসহজাত, তেমনি মায়াও আত্মার সহজা এবং মোক্ষপর্য্যন্ত-স্থায়িনী ॥ ৫ ॥

যেমন দৈনন্দিন সুষুপ্তি অবস্থায় কর্ম্মাদি সমস্তই বিলীন অবস্থায় থাকে, সেই প্রকার প্রলয়কালে জীবের কর্ম্ম, জীব ও কাল—ইহারা মায়ায় বিলীন হইয়া যায়, তৎপর প্রলয়াবসানে জীবের কর্ম্ম অনুসারে আমি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকি; জীবসকল কর্ম্মবশতই এই প্রকার উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ফলভাগী হয়, অতএব আমার কোনই বৈষম্যাদি দোষ নাই ॥ ৬ ॥

স্বশক্তেশ্চ সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গতা।
স্বাধারাবরণাত্তস্যা দোষত্বঞ্চ সমাগতম্ ॥ ৭ ॥
চৈতন্যস্য সমাযোগান্নিমিত্তত্বঞ্চ কথ্যতে।
প্রপঞ্চপরিণামাচ্চ সমবায়িত্বমুচ্যতে ॥ ৮ ॥
কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্ ॥ ৯ ॥
বিমর্শ ইতি তাং প্রাহুঃ শৈবশাস্ত্রবিশারদাঃ।
অবিদ্যামিতরে প্রাহুর্ব্বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ ॥ ১০ ॥

আমি নির্গুণা হইয়াও তাদৃশী মায়া-সংযোগ বশতঃ জগতের কারণত্ব প্রাপ্ত হইতেছি। কিন্তু এই মায়াই অবিদ্যা শক্তি দ্বারা আত্মাকে আবৃত করে বলিয়া মায়াতে স্বাশ্রয়ব্যামোহকতা দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

প্রত্যেক কার্য্যের সম্বন্ধেই উপাদান ও নিমিত্তভেদে দ্বিবিধ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব তুমি একাকিনী কেমন করিয়া জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণতা প্রাপ্ত হইবে, এই আপত্তিতে বলিলেন, আমার মায়া-শক্তি চৈতন্য-সহযোগে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, অতএব আমার চৈতন্যই জগতের নিমিত্তকারণ এবং আমার মায়াশক্তি প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করে, অতএব মায়াই জগতের সমবায়ী বা উপাদান-কারণ। এই প্রকারে এক আমিই অংশদ্বয়ের দ্বারা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণরূপে বর্ত্তমানা রহিয়াছি ॥ ৮ ॥

আমার সেই মায়াকে কোন কোন বেদবিদ্‌গণ তপ বলেন, কেহ কেহ তম, অপর কেহ কেহ জড় এবং কেহ জ্ঞান, মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, শক্তি ও অজা নামে অভিহিত করেন, আর শৈবশাস্ত্রবিৎ

এবং নানাবিধানি স্মর্য্যমানি নিগমাদিষু।
তস্যা জড়ত্বং দৃশ্যত্বাজ্ জ্ঞাননাশাত্ততোঽসতী।
চৈতন্যস্য ন দৃশ্যত্বং দৃশ্যতে জড়মেব তৎ ॥ ১১ ॥
স্বপ্রকাশঞ্চ চৈতন্যং ন পরেণ প্রকাশিতম্।
অনবস্থাদোষসত্ত্বান্ন স্বেনাপি প্রকাশিতম্ ॥ ১২ ॥
কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ স্যাত্তস্মাত্তদ্দীপবৎ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

পণ্ডিতগণ উহাকে বিমর্শ ও বেদতত্ত্বাভিজ্ঞ মনীষিগণ অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৯-১০ ॥

এই প্রকারে নিগমাদি শাস্ত্রে ইহার বিবিধ নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই মায়া পদার্থটি জড় এবং অসৎ। যাহা কিছু দৃশ্যপদার্থ, তাহাই জড়, এই প্রকার অনুমান-প্রমাণ দ্বারা দৃশ্যা মায়ারও জড়ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—ঘটপটাদি। যেমন ঘটপটাদি দৃশ্য, অতএব জড়, মায়াও তাদৃশী জড়াত্মিকা, ইহা বুঝিতে হইবে। আমার যখন তত্ত্বজ্ঞান বিজৃম্ভিত হয়, তখন মায়ার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, অতএব মায়াকে প্রকৃত সত্তাশালী পদার্থও বলা যায় না। কিন্তু চৈতন্য দৃশ্যপদার্থ নহেন, অতএব তাঁহাকে জড় বলা যায় না। যদি চৈতন্য দৃশ্য হইতেন, তবে তাঁহারও জড়ত্ব প্রসক্ত হইত ॥ ১১ ॥

চৈতন্য স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন না। কারণ, চৈতন্য অন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়েন, ইহা স্বীকার করিলে, চৈতন্যপ্রকাশক আবার অন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, সে আবার অন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, এই প্রকারে অনবস্থা দোষ সংঘটিত হয়, স্বয়ং-প্রকাশ পদার্থের স্থিরতা হয় না; আবার চৈতন্য নিজে নিজের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েন, ইহাও বলা যায় না, কারণ, তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার বিরোধ হয়,

প্রকাশমানমন্যেষাং ভাষকং বিদ্ধি পর্ব্বত।
অতএব চ নিত্যত্বং সিদ্ধং সংবিত্তনোর্মম ॥ ১৪ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদৌ দৃশ্যস্য ব্যভিচারতঃ।
সংবিদো ব্যভিচারশ্চ নানুভূতোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
যদি তস্যাপ্যনুভবস্তর্হ্যয়ং যেন সাক্ষিণা।
অনুভূতঃ স এবাত্র শিষ্টঃ সংবিদ্বপুঃ পুরা ॥ ১৬ ॥

এক পদার্থেই এককালে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব থাকিতে পারে না, অতএব দীপের ন্যায় চৈতন্যকে স্বপ্রকাশ পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে ॥১২-১৩॥

হে গিরে। চৈতন্য স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থ হইয়াই অন্য চন্দ্রসূর্য্যাদি পদার্থকে প্রকাশ করেন, অতএব আমার সংবিৎরূপ তনুর নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল। কারণ, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় পদার্থের ব্যভিচার হইতেছে, কিন্তু কোন অবস্থায়ই সংবিৎ চৈতন্যের ব্যভিচার অনুভূত হয় না, কারণ, যে আমি জাগ্রত অবস্থায় অনুভব করিয়াছি, সেই আমিই স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় অনুভব করিতেছি, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা চৈতন্যের সত্তা সর্ব্ব অবস্থায়ই এক প্রকার অনুভূত হইতেছে ॥ ১৪-১৫ ॥

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, সংবিদেরও অভাব অনুভূত হইয়া থাকে, অতএব যাহা সৎ, তাহাই ক্ষণিক, এই প্রকার অনুমান দ্বারা জ্ঞানেরও অনিত্যতা প্রতিপাদন করেন, বস্তুতঃ তাহা ভ্রান্তিমূলক, কারণ, যদিও সংবিৎ বা জ্ঞানরূপের অভাব অনুভূত হয়, তথাপি যে সাক্ষী দ্বারা সেই অভাবের অনুভব হয়, সেই সংবিৎরূপ সাক্ষীর অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা সংবিদের অভাব গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

অতএব চ নিত্যত্বং প্রোক্তং সচ্ছাস্ত্রকোবিদৈঃ।
আনন্দরূপতা চাস্যাঃ পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ ॥ ১৭ ॥
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনি স্থিতম্।
সর্ব্বস্যান্যস্য মিথ্যাত্বাদসঙ্গত্বং স্ফুটং মম ॥ ১৮ ॥
অপরিচ্ছিন্নতাপ্যেবমত এব মতা মম।
তচ্চ জ্ঞানং নাত্মধর্ম্মো ধর্ম্মত্বে জড়তাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অতএব সৎশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ সংবিদের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। পরন্তু যখন সংবিৎ পরমপ্রেমাস্পদ বলিয়া প্রতীত হয়, তখন উহাকে সুখস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, অসুখকর পদার্থ কখনই প্রেমাস্পদ হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

কিন্তু আত্মবিষয়ক প্রেম সকলেরই অনুভাব্য বিষয়, আমার যেন অভাব হয় না, আমি যেন সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকি, আত্মাতে এতাদৃশ প্রেম সর্ব্বদাই অবস্থিত রহিয়াছে। পরন্তু অন্য সমস্ত পদার্থই মায়া-কল্পিত, সুতরাং রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায় উহা মিথ্যা। অতএব রজ্জুতে কল্পিত সর্পের যে প্রকার সম্বন্ধ হয় না, তেমনি মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই, অতএব আত্মা অসঙ্গ, ইহা সুব্যক্তরূপেই স্থিরীকৃত হইল এবং পরিচ্ছেদক সকল পদার্থই যখন মিথ্যা, তখন আত্মার অপরিচ্ছিন্নত্বও সকলেরই সম্মত। কেহ বলেন, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে, কিন্তু জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম, বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ, জ্ঞান যদি আত্মার ধর্ম্ম হয়, তবে আত্মার জড়ত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়, কারণ, জ্ঞানাতিরিক্ত সকল পদার্থই জড়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম নহে ॥ ১৮-১৯ ॥

জ্ঞানস্য জড়শেষত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি।
চিদ্ধর্ম্মত্বং তথা নাস্তি চিতশ্চিন্ন হি ভিদ্যতে ॥ ২০ ॥
তস্মাদাত্মা জ্ঞানরূপঃ সুখরূপশ্চ সর্ব্বদা।
সত্যঃ পূর্ণোঽপ্যসঙ্গশ্চ দ্বৈতজালবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২১ ॥
স পুনঃ কামকর্ম্মাদিযুক্তয়া স্বীয়মায়য়া।
পূর্ব্বানুভূতসংস্কারাৎ কালকর্ম্মবিপাকতঃ ॥ ২২ ॥
অবিবেকাচ্চ তত্ত্বস্য সিসৃক্ষাবান্ প্রজায়তে।
অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ সর্গোঽয়ং কথিতস্তে নগাধিপ ॥ ২৩ ॥
এতদ্ধি যন্ময়া প্রোক্তং মম রূপমলৌকিকম্।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তং মায়াশবলমিত্যপি ॥ ২৪ ॥

পরন্তু জ্ঞানের জড়ত্ব কদাপি পরিদৃষ্ট হয় না, তাহা সম্ভবপরও নহে এবং আত্মা যখন চিৎস্বরূপ, তখন চিৎ তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ, সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদ-প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু চিৎ চিৎ হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতীতি হয় না। অতএব সর্ব্বদাই আত্মা জ্ঞান ও সুখস্বরূপ এবং সত্য, পূর্ণ, অসঙ্গ ও দ্বৈতবর্জ্জিত। ইনি ইচ্ছা, অদৃষ্ট ও জীবযুক্ত স্বীয় মায়া দ্বারা পূর্ব্বানুভূত সংস্কার বশতঃ কর্ম্মের বিপাক অনুসারে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছাবান্ হয়েন। প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অবিবেকজনিতই এই প্রকার সৃষ্টিবিষয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে। হে পর্ব্বতেশ্বর! সুপ্ত পুরুষ যেমন পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক নিদ্রোত্থিত হয়, তেমনি আত্মার এই সৃষ্টিও কালকর্ম্ম-সংস্কার বশতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বকই সংসাধিত হইয়া থাকে॥ ২০-২৩॥

হে পর্ব্বতেন্দ্র! আমি তোমার নিকট যে মদীয় লোকাতীত রূপের বর্ণনা করিলাম, ইহাই বেদে অব্যাকৃত, অব্যক্ত ও মায়াশবল বলিয়া

প্রোচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বকারণকারণম্।
তত্ত্বানামাদিভূতঞ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বকর্ম্মঘনীভূতমিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়ম্।
হ্রীঙ্কারমন্ত্রবাচ্যন্তদাদিতত্ত্বং তদুচ্চতে ॥ ২৬ ॥
তস্মাদাকাশ উৎপন্নঃ শব্দতন্মাত্ররূপকঃ।
ভবেৎ স্পর্শাত্মকো বায়ুস্তেজোরূপাত্মকং পুনঃ ॥ ২৭ ॥
জলং রসাত্মকং পশ্চাত্ততো গন্ধাত্মিকা ধরা।
শব্দৈকগুণ অকোশো বায়ুঃ স্পর্শরসান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥
শব্দস্পর্শরূপগুণং তেজ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
শব্দস্পর্শরূপরসৈরাপো বেদগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯ ॥

উল্লিখিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশাস্ত্রেই ইহাকে সর্ব্বকারণকারণ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের আদিভূত এবং সর্ব্বদানন্দ মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৪-২৫ ॥

এই আদিভূত তত্ত্ব হ্রীঙ্কারমন্ত্রবাচ্য, ইহাতে সর্ব্বপ্রাণীর কর্ম্ম সমুদায় ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ ইনিই সর্ব্বসাক্ষী এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার আশ্রয় ॥ ২৬ ॥

এই হ্রীঙ্কারবাচ্য আদিতত্ত্ব আত্মা হইতে ক্রমে শব্দতন্মাত্ররূপ আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শাত্মক বায়ু, বায়ু হইতে রূপাত্মক তেজ, তেজ হইতে রসাত্মক জল এবং জল হইতে গন্ধাত্মিকা পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ ও রস, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ॥ ২৭-২৯ ॥

শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধৈঃ পঞ্চগুণা ধরা।
তেভ্যোঽভবন্ মহৎ সূত্রং যল্লিঙ্গং পরিচক্ষতে॥ ৩০॥
সর্ব্বাত্মকং তৎ সম্প্রোক্তং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ।
অব্যক্তং কারণো দেহঃ স চোক্তঃ পূর্ব্বমেব হি।
যস্মিন্ জগদ্বীজরূপং স্থিতং লিঙ্গোদ্ভবো যতঃ॥ ৩১॥
ততঃ স্থূলানি ভূতানি পঞ্চীকরণমার্গতঃ।
পঞ্চসংখ্যানি জায়ন্তে তৎপ্রকারস্তথোচ্যতে॥ ৩২॥
পূর্ব্বোক্তানি চ ভূতানি প্রত্যেকং বিভজেদ্দ্বিধা।
একৈকং ভাগমেকস্য চতুর্ধা বিভজেদ্গিরে॥ ৩৩॥
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশে যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।
তৎ কার্য্যঞ্চ বিরাড়্‌দেহঃ স্থূলদেহোঽয়মাত্মনঃ॥ ৩৪॥

এই সূক্ষ্ম ভূত হইতে ব্যাপক সূত্র উৎপন্ন হয়, ইহাকে পণ্ডিতগণ লিঙ্গদেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ৩০॥

এই সূত্র অর্থাৎ লিঙ্গদেহ সর্ব্বাত্মক, ইহাই আত্মার সূক্ষ্মদেহ বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মার কারণ-দেহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই কারণ-দেহেই জগৎ-উৎপত্তির বীজ নিহিত আছে এবং ইহা হইতেই লিঙ্গদেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥৩১॥

অনন্তর পঞ্চীকরণপ্রণালী অনুসারে সূক্ষ্মভূত হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে তাহার প্রণালী বলিতেছি॥ ৩২॥

পূর্ব্বোক্ত মহাভূতের প্রত্যেককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এবং তাহাদের এক এক ভাগকে পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যে দুই আনা দুই আনা (একের অষ্টাংশ) হইবে, সেই দুই দুই আনা স্ব স্ব ভিন্ন দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত অর্দ্ধভাগে যোগ করিলে তাহা পঞ্চ

পঞ্চভূতস্থসত্ত্বাংশৈঃ শ্রোত্রাদীনাং সমুদ্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং রাজেন্দ্র প্রত্যেকং মিলিতৈস্তু তৈঃ।
অন্তঃকরণমেকং স্যাৎ বৃত্তিভেদাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৩৬ ॥
যদা তু সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং, তদা ভবেত্তন্মন ইত্যভিখ্যম্।
স্যাদ্‌বুদ্ধিসংজ্ঞঞ্চ যদা প্রবেত্তি, সুনিশ্চিতং সংশয়হীনরূপম্ ॥ ৩৭ ॥
অনুসন্ধানরূপং তচ্চিত্তঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্।
অহঙ্কৃত্যাত্মবৃত্ত্যা তু তদহঙ্কারতাং গতম্ ॥ ৩৮ ॥
তেষাং রজোহংশৈর্জ্জাতানি ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
প্রত্যেকং মিলিতৈস্তৈস্তু প্রাণো ভবতি পঞ্চধা ॥ ৩৯ ॥
হৃদি প্রাণো গুদেহপানো নাভিস্থস্তু সমানকঃ।
কণ্ঠদেশেহপ্যুদানঃ স্যাদ্ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ৪০ ॥

পঞ্চ অংশ-সমন্বিত হইয়া একটি একটি স্থূল মহাভূতরূপে পরিণত হয়। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য বিরাট্-দেহ, ইহাই পরমেশ্বরের স্থূল দেহ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৩-৩৪ ॥

এই পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সত্ত্বাংশ মিলিত হইয়া অন্তঃকরণের উৎপত্তি করে। এই অন্তঃকরণ এক পদার্থ হইলেও বৃত্তির তারতম্যানুসারে চতুর্ব্বেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকবৃত্তি অন্তঃকরণের নাম মন, সংশয়হীন-নিশ্চয়াত্মকবৃত্তি অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি, অনুসন্ধানাত্মকবৃত্তি অন্তঃকরণের নাম চিত্ত এবং অহঙ্কারাত্মকবৃত্তি অন্তঃকরণের নাম অহঙ্কার ॥ ৩৫-৩৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূতের প্রত্যেকের রজোহংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এবং তাহাদের রজোহংশে প্রত্যেকে মিলিত হইয়া প্রাণ,

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
প্রাণাদিপঞ্চকঞ্চৈব ধিয়া চ সহিতং মনঃ ॥ ৪১ ॥
এবং সূক্ষ্মশরীরং স্যান্মম লিঙ্গং যদুচ্যতে।
তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্ দ্বিবিধা স্মৃতা ॥ ৪২ ॥
সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া স্যাদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা।
স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥ ৪৩ ॥
তস্যাং তৎ প্রতিবিম্বং স্যাদ্বিম্বভূতস্য চেশিতুঃ।
স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞানবান্ পরঃ ॥ ৪৪ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বানুগ্রহকারকঃ।
অবিদ্যায়াস্তু যৎ কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বং নগাধিপ ॥ ৪৫ ॥

অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ বায়ুর উৎপাদন করে। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান ও সর্ব্বশরীরে ব্যান-বায়ু অবস্থিতি করে ॥ ৩৯-৪০ ॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি ও মন, এই সপ্তদশ পদার্থ মিলিত হইয়া আমার সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গ-শরীরের উৎপত্তি হয়। (এই প্রকারে দেহত্রয়ের উৎপত্তি বলিয়া জীব ও ঈশ্বর বিভাগের কারণ দেখাইতেছেন)—হে রাজন্! পূর্ব্বে যে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে মায়া ও মলিনসত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলে। এই মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। ইঁহার আত্মজ্ঞান কখনই আবৃত হয় না; ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহে সমর্থ ॥ ৪১-৪৪ ॥

হে নগেশ্বর! অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলে, ইনি সর্ব্বদুঃখের আশ্রয়. এই ঈশ্বর ও জীবের যথাক্রমে মায়া ও

তদেব জীবসংজ্ঞং স্যাৎ সর্ব্বদুঃখাশ্রয়ং পুনঃ।
দ্বয়োরপীহ সম্প্রোক্তং দেহত্রয়মবিদ্যয়া ॥ ৪৬ ॥
দেহত্রয়াভিমানাচ্চাপ্যভূন্নামত্রয়ং পুনঃ।
প্রাজ্ঞস্তু কারণাত্মা স্যাৎ সূক্ষ্মদেহী তু তৈজসঃ ॥ ৪৭ ॥
স্থূলদেহী তু বিশ্বাখ্যস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
এবমীশোঽপি সম্প্রোক্ত ঈশসূত্রবিরাট্পদৈঃ ॥ ৪৮ ॥
প্রথমো ব্যষ্টিরূপস্তু সমষ্ট্যাত্মা পরঃ স্মৃতঃ।
স হি সর্ব্বেশ্বরঃ সাক্ষাজ্জীবানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৪৯ ॥
করোতি বিবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং পুনঃ।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতো নিত্যং ময়ি রাজন্! প্রকল্পিতঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং জগদম্বায়াঃ স্বমুখেনাত্মতত্ত্ববর্ণনং
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

অবিদ্যাজনিত পূর্ব্বোক্ত দেহত্রয়াভিমান বশতঃ তিনটি নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। কারণদেহাভিমানী জীব প্রাজ্ঞ, সূক্ষ্মদেহাভিমানী জীব তৈজস এবং স্থূলদেহাভিমানী জীব বিশ্বনামে অভিহিত হয়েন। এই প্রকার ঈশ্বরও কারণ-দেহাভিমানী হইয়া ঈশ, সূক্ষ্মদেহাভিমানী হইয়া সূত্র এবং স্থূলদেহাভিমানী হইয়া বিরাট্নামে কথিত হয়েন। পরন্তু জীব ব্যষ্টিদেহত্রয়াভিমানী এবং ঈশ্বর সমষ্টিদেহত্রয়াভিমানী, সুতরাং ইনি সর্ব্বেশ্বর, নিরন্তর আনন্দানুভব দ্বারা নিত্যতৃপ্ত হইয়াও জীবগণের মুক্তি হইবে, এই ইচ্ছা বশতঃ নানাবিধ ভোগাশ্রয় এই বিশ্ব রচনা করেন, এই কারণেই তাঁহাকে করুণাসাগর বলে। হে রাজন্! এই ঈশ্বরও ব্রহ্মরূপিণী আমার মায়াশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন; কারণ, এই ঈশ্বরও রজ্জু সর্পবৎ ব্রহ্মরূপিণী আমাতেই কল্পিত হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহাকেও আমারই শক্তির অধীন বলিয়া জানিবে। ৪৫-৫০ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

দেব্যুবাচ।

মন্মায়াশক্তিসংকপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
সাপি মত্তঃ পৃথঙ্মায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ ॥ ১ ॥
ব্যবহারদৃশা সেয়ং বিদ্যা মায়েতি বিশ্রুতা।
তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু নাস্ত্যেব তত্ত্বমেবাস্তি কেবলম্ ॥ ২ ॥
সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ প্রবিশাম্যহম্।
মায়াকর্ম্মাদিসহিতা গিরে প্রাণপুরঃসরা ॥ ৩ ॥

দেবী বলিলেন, হে গিরে! এই চরাচর সমস্ত জগৎ আমারই মায়াশক্তি দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই মায়াশক্তি পরমার্থ-দৃষ্টিতে মদ্‌ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে; কারণ, সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হইয়া থাকে, উহা মিথ্যা পদার্থ—আশ্রয়ের সত্তাতিরিক্ত মিথ্যা পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা নাই; সুতরাং পরমার্থকল্পে একমাত্র আমিই আছি, অন্য কোন পদার্থই প্রকৃত সত্তাশালী নহে ॥১॥

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উহা মায়াবিদ্যাদি স্বতন্ত্র নামে কথিত হয় সত্য, কিন্তু তত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না; তখন একমাত্র তত্ত্ব বা ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন ॥ ২ ॥

কূটস্থ ব্রহ্মরূপিণী আমিই মায়া, অবিদ্যা এবং নানা সংস্কারের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া এই অনন্ত জগৎ সৃষ্টি পূর্ব্বক প্রাণের সহিত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকি ॥ ৩ ॥

লোকান্তরগতির্নোচেৎ কথং স্যাদিতি হেতুনা।
যথা যথা ভবন্ত্যেব মায়াভেদাস্তথা যথা।
উপাধিভেদাৎ ভিন্নাহং ঘটাকাশাদয়ো যথা॥ ৪॥
উচ্চনীচাদিবস্তুনি ভাসয়ন্ ভাস্করঃ সদা।
ন দুষ্যতি তথৈবাহং দোষৈর্লিপ্তা কদাপি ন॥ ৫॥
ময়ি বুদ্ধ্যাদিকর্ত্তৃত্বমধ্যস্যৈবাপরে জনাঃ।
বদন্তি চাত্মা কর্ত্তেতি বিমূঢ়া ন সুবুদ্ধয়ঃ॥ ৬॥
অজ্ঞানভেদতস্তদ্বন্মায়ায়া ভেদতস্তথা।
জীবেশ্বরবিভাগশ্চ কল্পিতো মায়য়ৈব তু॥ ৭॥

আমি প্রাণাভিমানী হইয়া প্রবেশ করি, এই নিমিত্তই লোকান্তর-গতি হইয়া থাকে, নচেৎ ব্যাপিকা আমার লোকান্তরগমন কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? বাস্তবিককল্পে প্রাণেরই পরলোক-গমনাদি হইয়া থাকে। পরন্তু আকাশ যেমন এক হইয়াও ঘটাদি উপাধিভেদে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ আমিও মায়া দ্বারা নানারূপে বিরাজ করিয়া থাকি॥ ৪॥

যেমন সূর্য্য উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বিবিধ বস্তুকে আপন কিরণমালা দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া দূষিত হয়েন না, সেই প্রকার আমি জগদন্তঃপাতিনী হইয়াও জগৎ-দোষে দূষিত হই না॥ ৫॥

যাহারা বিমুগ্ধ, তাহারাই বুদ্ধ্যাদির কর্ত্তৃত্ব আমাতে আরোপিত করিয়া, আত্মস্বরূপিণী আমি কর্ত্তা, এই কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা বিবেকী, তাঁহারা আমাকে সূর্য্যবৎ সাক্ষিরূপেই দেখিতে পান, সুতরাং আমাকে কর্ত্রী বলিয়া মনে করেন না॥ ৫॥

যেমন, মায়া দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ হইয়া থাকে, তেমন

ঘটাকাশমহাকাশবিভাগাঃ কল্পিতো যথা।
তথৈব কল্পিতো ভেদো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ৮ ॥
যথা জীববহুত্বঞ্চ মায়য়ৈব ন চ স্বতঃ।
তথেশ্বরবহুত্বঞ্চ মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥ ৯ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবাসনাভেদভেদিতা।
অবিদ্যা জীবভেদস্য হেতুর্নান্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥
গুণানাং বাসনাভেদাভেদিতা যা ধরাধর।
মায়া সা পরভেদস্য হেতুর্নান্যঃ কদাচন ॥ ১১ ॥
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর।
ঈশ্বরোঽহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাড়াত্মাহমস্মি চ ॥ ১২ ॥

মায়া দ্বারাই ঈশ্বরের ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিরূপ বহুত্ব এবং অবিদ্যা দ্বারা মনুষ্যপশ্বাদিরূপে জীবের বহুত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যেমন ঘটাকাশ-মহাকাশের বিভাগ কল্পিত হয়, সেই প্রকার জীব ও পরমাত্মার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিভাগ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

যেমন অবিদ্যা দ্বারাই জীবের বহুত্ব কল্পিত হয় বটে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে; তেমন মায়া দ্বারাই ঈশ্বরেরও ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিরূপে বহুত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরের বহুত্ব নাই ॥ ৯ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি এবং বাসনা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত অবিদ্যাই জীবভেদের কারণ, অন্য আর কিছু নহে এবং সাত্ত্বিক, ও তামসিক বাসনা দ্বারা ভিন্ন মায়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বরভেদের কারণ, তদ্ব্যতীত অন্য নহে ॥ ১০-১১ ॥

হে ধরণীধর! এই অখিল জগৎ ওতপ্রোতভাবে আমাতেই অবস্থিত

ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী ॥ ১৩ ॥
সূর্য্যোঽহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্।
পশুপক্ষিস্বরূপাহং চাণ্ডালোঽহঞ্চ তস্করঃ ॥ ১৪ ॥
ব্যাধোঽহং ক্রূরকর্ম্মাহং সৎকর্ম্মাহং মহাজনঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকাকারোঽপ্যহমেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা ॥ ১৬ ॥
ন তদস্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্।
যদ্যস্তি চেত্তচ্ছূন্যং স্যাদ্বন্ধ্যাপুত্রোপমং হি তৎ ॥ ১৭ ॥
রজ্জুর্যথা সর্পমালাভেদৈরেকা বিভাতি হি।
তথৈবেশাদিরূপেণ ভাম্যহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

রহিয়াছে, অতএব আমিই কারণ-দেহাভিমানী ঈশ্বর, লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ এবং স্থূলদেহাভিমানী বিরাট্‌ নামে অভিহিত ॥ ১২ ॥

আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং আমিই ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী শক্তি ; আমিই সূর্য্য, আমিই তারকা, আমিই চন্দ্র এবং আমিই পশু, পক্ষী, চণ্ডাল ও তস্করস্বরূপিণী, আমিই ব্যাধ, ক্রূরকর্ম্মা, আমিই সৎকর্ম্মশালী মহাজন এবং আমিই স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৩-১৫ ॥

যে কোন দেশে যে কোন বস্তু দৃষ্ট ও শ্রুত হইয়া থাকে, আমি সেই সমস্ত বস্তুই পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহার অন্তর ও বাহিরে অবস্থিতা রহিয়াছি ॥ ১৬ ॥

আমি ব্যতীত এই চরাচরে আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বন্ধ্যাপুত্র-সদৃশ অসৎ। যেমন একমাত্র রজ্জু

অধিষ্ঠানাতিরেকেণ কল্পিতং তন্ন ভাসতে।
তস্মান্মৎসত্তয়ৈবৈতৎ সত্তাবন্নান্যথা ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

হিমালয় উবাচ।

যথা বদসি দেবেশি! সমষ্ট্যাত্মবপুস্ত্বিদম্।
তথৈব দ্রষ্টুমিচ্ছামি যদি দেবি! কৃপা ময়ি ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবিষ্ণবঃ।
ননন্দুর্মুদিতাত্মানঃ পূজয়ন্তশ্চ তদ্বচঃ ॥ ২১ ॥

সর্প ও মালাদিরূপে প্রতিভাত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মরূপিণী একমাত্র আমিই ঈশ্বরাদি বিবিধরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৭-১৮ ॥

কল্পিত কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত সত্তা নাই, অতএব আমাতে কল্পিত এই জগৎও আমার সত্তা দ্বারাই সত্তাবান্ হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই ॥ ১৯ ॥

হিমালয় বলিলেন, দেবি! আপনি কৃপা পূর্ব্বক যেমন আপনার সমষ্টিস্বরূপ বিরাট্-রূপের বর্ণনা করিয়া আমাকে বলিলেন, সেই প্রকার উহা দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করুন। আমি ঐরূপ দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছাবান্ হইয়াছি ॥ ২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, গিরিবরের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ হৃষ্টচিত্তে সেই বাক্যকে সাধু সাধু বলিয়া অভিনন্দন করিলেন ॥ ২১ ॥

অথ দেবমতং জ্ঞাত্বা ভক্তকামদুঘা শিবা।
অদর্শয়ন্নিজং রূপং ভক্তকামপ্রপূরিণী ॥ ২২ ॥
অপশ্যংস্তে মহাদেব্যা বিরাড্রূপং পরাৎপরম্।
দ্যৌর্মস্তকং ভবেদ্‌যস্য চন্দ্রসূর্য্যৌ চ চক্ষুষী ॥ ২৩ ॥
দিশঃ শ্রোত্রে বচো বেদাঃ প্রাণো বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিশ্বং হৃদয়মিত্যাহুঃ পৃথিবী জঘনং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥
নভস্তলং নাভিসরো জ্যোতিশ্চক্রমুরঃস্থলম্।
মহর্লোকস্তু গ্রীবা স্যাজ্জনোলোকো মুখং স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥
তপোলোকো ররাটিস্তু সত্যলোকাদধঃ স্থিতঃ ॥
ইন্দ্রাদয়ো বাহবঃ স্যুঃ শব্দং শ্রোত্রং মহেশিতুঃ ॥ ২৬ ॥
নাসত্যদস্রৌ নাসে স্তো গন্ধো ঘ্রাণং স্মৃতো বুধৈঃ।
মুখমগ্নিঃ সমাখ্যাতো দিবারাত্রী চ পক্ষ্মণী ॥ ২৭ ॥

অনন্তর ভক্তবাঞ্ছা-পূরিণী, ভক্তগণের কামদুঘা ও কল্যাণরূপিণী দেবী স্বীয় রূপ-দর্শনে দেবগণের ঔৎসুক্য জানিয়া নিজের বিরাট্-রূপ প্রদর্শন করাইলেন ॥ ২২ ॥

তাঁহারা বক্ষ্যমানরূপে মহাদেবীর সেই পরাৎপর বিরাট্-রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন।—সর্ব্বোপরিস্থিত স্বর্গলোকই এই বিরাট্‌রূপিণীর মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্ সকল শ্রোত্র, বেদ সকল বাক্য, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী জঘনস্থল, নভস্থল নাভিদেশ, জ্যোতিষ্কমণ্ডল উরঃস্থল, মহর্লোক গ্রীবাদেশ, জনলোক মুখমণ্ডল, সত্যলোকের অধঃস্থিত তপোলোক তাঁহার ললাটফলক, ইন্দ্রাদি তাঁহার বাহু, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়স্বরূপ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার

ব্রহ্মস্থানং ভ্রুবিজৃম্ভোঽপ্যাপস্তালুঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
রসো জিহ্বা সমাখ্যাতা যমো দংষ্ট্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৮ ॥
দন্তাঃ স্নেহকলা যস্য হাসো মায়া প্রকীর্ত্তিতা।
সর্গস্ত্বপাঙ্গমোক্ষঃ স্যাদ্‌ব্রীড়োর্দ্ধোষ্ঠো মহেশিতুঃ ॥ ২৯ ॥
লোভঃ স্যাদধরোষ্ঠোঽস্যা ধর্ম্মমার্গস্তু পৃষ্ঠতঃ।
প্রজাপতিশ্চ মেঢ্রং স্যাদ্যঃ স্রষ্টা জগতীতলে ॥ ৩০ ॥
কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থীনি দেব্যা মহেশিতুঃ।
নদ্যো নাড্যঃ সমাখ্যাতা বৃক্ষাঃ কেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩১ ॥
কৌমারযৌবনজরাবয়োঽস্য গতিরুত্তমা।
বলাহকাস্তু কেশাঃ স্যুঃ সন্ধ্যে তে বাসসী বিভোঃ ॥ ৩২ ॥
রাজন্ শ্রীজগদম্বায়াশ্চন্দ্রমাস্তু মনঃ স্মৃতঃ।
বিজ্ঞানশক্তিস্তু হরীরুদ্রোঽন্তঃকরণং স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

নাসিকা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্থানীয়, অগ্নি মুখাভ্যন্তর, দিবা ও রাত্রি তাঁহার নয়নপক্ষ্মদ্বয়রূপে প্রকাশ হইতে লাগিল ॥ ২৩-২৭ ॥

ব্রহ্মস্থান তাঁহার ভ্রূবিকাশস্বরূপ, জল তালু, তদ্গত রস তাঁহার রসনা, যমরাজ দ্রংষ্ট্রা, স্নেহবিলাসই দন্ত, মায়াই তাঁহার হাস্য, ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি কটাক্ষ, লজ্জা উর্দ্ধ ওষ্ঠ, লোভ অধর এবং অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠভাগ। যিনি জগন্মণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই তাঁহার মেঢ্রদেশ, সমুদ্র সকল উদর, পর্ব্বতসমূহ সেই মহেশ্বরীর অস্থি, সমস্ত নদীই তাঁহার নাড়ী এবং বৃক্ষাবলী কেশরূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২৮-৩১ ॥

রাজেন্দ্র! কৌমার, যৌবন ও জরাই তাঁহার উত্তমা গতি, মেঘসমূহ কেশজাল, উভয় সন্ধ্যা সেই ব্যাপিকা দেবীর বসন, চন্দ্রমা জগদম্বার মন, হরি বিজ্ঞানশক্তি এবং রুদ্র সংহারশক্তি ॥ ৩২-৩৩ ॥

অশ্বাদিজাতয়ঃ সর্ব্বাঃ শ্রোণিদেশে স্থিতা বিভোঃ।
অতলাদিমহালোকাঃ কট্যধোভাগতাং গতাঃ॥ ৩৪ ॥
এতাদৃশং মহারূপং দদৃশুঃ সুরপুঙ্গবাঃ।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং লেলিহানঞ্চ জিহ্বয়া॥ ৩৫ ॥
দংষ্ট্রাকটকটারাবং বমন্তং বহ্নিমক্ষিভিঃ।
নানায়ুধধরং বীরং ব্রহ্মক্ষত্রৌদনঞ্চ যৎ॥ ৩৬ ॥
সহস্রশীর্ষনয়নং সহস্রচরণং তথা।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভম্॥ ৩৭ ॥
ভয়ঙ্করং মহাঘোরং হৃদক্ষ্ণোস্ত্রাসকারকম্।
দদৃশুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে হাহাকারঞ্চ চক্রিরে॥ ৩৮ ॥

সেই বিভু জগদম্বিকার শ্রোণিদেশে অশ্বাদি জাতি এবং অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোক কটিদেশের অধোভোগে বিরাজ করিতে লাগিল। সুরবরগণ জগদম্বার এতাদৃশ বিরাট্-মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেই মূর্ত্তি হইতে সহস্র সহস্র অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। সেই মূর্ত্তি যেন জিহ্বা দ্বারা অনন্ত জগতের আস্বাদ করিতেছে; দশনপঙ্‌ক্তির কটকটা শব্দে ভীষণতা ধারণ করিয়াছে। সেই বিরাট্-মূর্ত্তির অক্ষিসমূহ অগ্ন্যুদ্গিরণ করিতেছে, সেই আকৃতি নানাবিধ আয়ুধধারী ও অতীব বলসম্পন্ন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাঁহার অঙ্গস্বরূপ। সেই আকৃতির সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ, কোটি-সূর্য্যের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান এবং কোটি কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। অতীব ভয়ঙ্কর, মন ও নয়নের ত্রাসজনক সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমস্ত দেবগণ ভয়ে হাহাকার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়দেশ বিকম্পিত হইতে লাগিল, তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া

বিকম্পমানহৃদয়া মূর্চ্ছামাপুর্দ্দুরত্যয়াম্।
স্মরণঞ্চ গতং তেষাং জগদম্বেয়মিত্যাপি ॥ ৩৯ ॥
অথ তে যে স্থিতা বেদাশ্চতুর্দ্দিক্ষু মহাপ্রভোঃ।
বোধয়ামাসুরত্যুগ্রং মূর্চ্ছাতো মূর্চ্ছিতান্ সুরান্ ॥ ৪০ ॥
অথ তে ধৈর্য্যমালম্ব্য লব্ধা চ শ্রুতিমুত্তমাম্।
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়না রুদ্ধকণ্ঠাস্তু নির্জ্জরাঃ।
বাষ্পগদগদয়া বাচা স্তোতুং সমুপচক্রিরে ॥ ৪১ ॥

দেবা উচুঃ।

অপরাধং ক্ষমস্বাম্ব পাহি দীনাংস্ত্বদুদ্ভবান্।
কোপং সংহর দেবেশি! সভয়া রূপদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥

পড়িলেন। "ইনিই যে আমাদের পালয়িত্রী জগদম্বা," এই জ্ঞানও তাঁহাদের বিনষ্ট হইয়া গেল ॥ ৩৪-৩৯ ॥

অনন্তর দেবীর চতুর্দ্দিগবস্থিত মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বেদ মূর্চ্ছিত সুরগণকে মূর্চ্ছা অপনয়নপূর্ব্বক বোধিত করিলেন। অনন্তর সেই দেবগণ উত্তম শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তর্জনিত বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া প্রেমবিগলিত-অশ্রুপূর্ণনয়নে বাষ্পধারা গদ্গদবাক্যে জগদম্বিকার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

দেবগণ বলিলেন, মাতঃ! আমরা অতি দীন, আপনার তনয়। আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি কোপ পরিত্যাগ করুন। আমরা আপনার এই বিরাট্‌রূপ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ॥ ৪২ ॥

কা তে স্তুতিঃ প্রকর্ত্তব্যা পামরৈর্নির্জ্জরৈরিহ।
স্বস্থাপ্যজ্ঞেয় এবাসৌ যাবান্ যশ্চ স্ববিক্রমঃ ॥ ৪৩॥
তদর্ব্বাক্ জায়মানানাং কথং স বিষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
নমস্তে ভুবনেশানি! নমস্তে প্রণবাত্মিকে!
সর্ব্ববেদান্তসংসিদ্ধে! নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৫ ॥
যস্মাদগ্নিঃ সমুৎপন্নো যস্মাৎ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ।
যস্মাদোষধয়ঃ সর্ব্বাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৬ ॥
যস্মাচ্চ দেবাঃ সম্ভূতাঃ সাধ্যাঃ পক্ষিণ এব চ।
পশবশ্চ মনুষ্যাশ্চ তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপঃ শ্রদ্ধা ক্রতুস্তথা।
ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চৈব যস্মাত্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৪৮ ॥

দেবি! পামর দেবগণ আপনার কি স্তুতি করিবে? আপনি স্বয়ং যখন আপনার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে পারেন না, তখন আমরা আপনার পশ্চাৎ উৎপন্ন হইয়া কিরূপে তাহা জানিতে পারিব? ৪৩-৪৪ ॥

হে প্রণবাত্মিকে ভুবনেশ্বরি! আমরা আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সমস্ত বেদান্তপ্রসিদ্ধা, আপনি হ্রীঙ্কারমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার। যাঁহা হইতে অগ্নি, যাঁহা হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রমা এবং যাঁহা হইতে ওষধি-সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মরূপিণী আপনাকে নমস্কার ॥৪৫-৪৬॥

যাঁহা হইতে সমস্ত দেবগণ, সাধ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ ও মানবগণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মরূপিণীকে নমস্কার। যাঁহা হইতে প্রাণ, অপান, ধান্য, যব এবং তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ইতিকর্ত্তব্যতা-রূপ বিধি সমুদায় উপৎন্ন হইয়াছে, আমরা সেই বিরাট্‌রূপিণীকে বার

সপ্তপ্রাণার্চ্চিষো যস্মাৎ সমিধঃ সপ্ত এব চ।
হোমাঃ সপ্ত তথা লোকাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৯ ॥
যস্মাৎ সমুদ্রা গিরয়ঃ সিন্ধবঃ প্রচরন্তি চ।
যস্মাদোষধয়ঃ সর্ব্বা রসস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৫০ ॥
যস্মাদ্‌যজ্ঞঃ সমুদ্ভূতো দীক্ষা যূপশ্চ দক্ষিণাঃ।
ঋচো যজূংসি সামানি তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫১ ॥
নমঃ পুরস্তাৎ পৃষ্ঠে চ নমস্তে পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
অধ ঊর্দ্ধং চতুর্দিক্ষু মাতর্ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৫২ ॥
উপসংহর দেবেশি! রূপমেতদলৌকিকম্।
তদেব দর্শয়াস্মাকং রূপং সুন্দরসুন্দরম্ ॥ ৫৩ ॥

বার নমস্কার করি। যাঁহা হইতে সপ্ত প্রাণ, সপ্ত দীপ্তি, সপ্ত সমিধ্, সপ্ত হোম এবং সপ্তলোক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মিকা দেবীকে নমস্কার। যাঁহা হইতে সমস্ত সমুদ্র, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত নদী, সকল ওষধি এবং সমস্ত রস উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই দেবীকে বারংবার নমস্কার করি। যাঁহা হইতে যজ্ঞ, যূপ (পশুবন্ধন দারুবিশেষ) ও দক্ষিণা এবং ঋক্, যজু ও সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই সর্ব্বাত্মিকা ভুবনেশ্বরীকে প্রণাম করি ॥ ৪৭-৫১ ॥

মাতঃ! আপনার পুরোভাগে নমস্কার, আপনার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, আপনার উভয় পার্শ্বে নমস্কার, আপনার ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং চতুর্দ্দিকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। হে দেবেশি! আপনি আপনার এই অলৌকিক বিরাট্‌রূপ উপসংহৃত করিয়া সেই পরম সুন্দর রূপে আমাদিগকে দর্শন দিউন ॥ ৫২-৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি ভীতান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা জগদম্বা কৃপার্ণবা।
সংহৃত্য রূপং ঘোরং তদ্দর্শয়ামাস সুন্দরম্॥ ৫৪ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরং সর্ব্বাঙ্গকোমলম্।
করুণাপূর্ণনয়নং মন্দস্মিতমুখাম্বুজম্॥ ৫৫ ॥
দৃষ্ট্বা তৎ সুন্দরং রূপং তদা ভীতিবিবর্জ্জিতাঃ।
শান্তচিত্তাঃ প্রণেমুস্তে হর্ষগদ্গদনিস্বনাঃ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং জগদম্বায়া বিরাট্‌মূর্ত্তিবর্ণনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস বলিলেন, করুণা-সাগররূপিণী জগদম্বা সুরগণকে ভীত অবলোকন করিয়া সেই ভয়ঙ্কর রূপের উপসংহারপূর্ব্বক সুন্দররূপ প্রদর্শন করাইলেন। এই মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ অতীব কোমল, ইনি পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়-ধারিণী, করুণাপূর্ণনেত্রী ও স্মেরাননী। দেবগণ জগদম্বার এতাদৃশ সুন্দর মূর্ত্তি অবলোকন করত ভীতিরহিত হইয়া শান্তচিত্তে হর্ষগদ্গদস্বরে প্রণাম করিতে লাগিলেন॥ ৫৪-৫৬ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

ক্ব যূয়ং মন্দভাগ্যা বৈ ক্বেদং রূপং মহাদ্ভূতম্।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদীদৃশং দর্শিতং ময়া ॥ ১ ॥
ন বেদাধ্যয়নৈর্যোগৈর্ন দানৈস্তপসেজ্যয়া।
রূপং দ্রষ্টুমিদং শক্যং কেবলং মৎকৃপাং বিনা ॥ ২ ॥
প্রকৃতং শৃণু রাজেন্দ্র! পরমাত্মাত্র জীবতাম্।
উপাধিযোগাৎ সংপ্রাপ্তঃ কর্তৃত্বাদিকমপ্যুত ॥ ৩ ॥
ক্রিয়াঃ করোতি বিবিধা ধর্ম্মাধর্ম্মৈকহেতবঃ।
নানাযোনীস্ততঃ প্রাপ্য সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৪ ॥

দেবী বলিলেন, সুরগণ! তোমাদের ন্যায় অল্পভাগ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে আমার এই অদ্ভুত মহৎ রূপ দর্শন করা অতীব দুষ্কর, তথাপি ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য বশতঃ আমি তোমাদিগকে এইরূপ দর্শন করাইলাম ॥ ১ ॥

আমার কৃপা ব্যতীত বেদাধ্যয়ন, যোগ, দান, যজ্ঞ কিংবা তপস্যা, ইহার কোন সাধন দ্বারাই কোন ব্যক্তি আমার এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারে না ॥ ২ ॥

হে গিরীন্দ্র! এক্ষণে প্রকৃত উপদেশ শ্রবণ কর। মায়াময় সংসারে পরমাত্মাই উপাধিযোগ বশতঃ জীবত্ব এবং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের হেতুভূত বিবিধকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহার পর নানাবিধ যোনিপ্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মফলানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩-৪ ॥

পুনস্তৎসংস্কৃতিবশান্নানাকর্ম্মরতঃ সদা।
নানাদেহান্ সমাপ্নোতি সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৫ ॥
ঘটিযন্ত্রবদেতস্য ন বিরামঃ কদাপি হি।
অজ্ঞানমেব মূলং স্যাত্ততঃ কামঃ ক্রিয়াস্ততঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাদজ্ঞাননাশায় যতেত নিয়তং নরঃ।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং যদজ্ঞানস্য নাশনম্ ॥ ৭ ॥
পুরুষার্থসমাপ্তিশ্চ জীবন্মুক্তদশাপি চ।
অজ্ঞাননাশনে শক্তা বিদ্যৈব চ পটীয়সী ॥ ৮ ॥
ন কর্ম্ম তজ্জং নোপাস্তির্ব্বিরোধাভাবতো গিরে।
প্রত্যুতাশাহজ্ঞাননাশে কর্ম্মণা নৈব ভাব্যতাম্ ॥ ৯ ॥

পুনরপি সেই সুখদুঃখের সংস্কার বশতঃ নানাবিধ কর্ম্মে নিরত ও নানা দেহ প্রাপ্ত হইয়া সুখদুঃখ দ্বারা সংযুক্ত হয়েন। ৫ ॥

ঘটিযন্ত্রের ন্যায় জন্ম-জরা-মরণ-রূপ এই সংসারের কদাপি বিরাম হয় না। ইহা অনাদি ও অনন্তকাল হইতেই প্রবাহিত হইতেছে। অজ্ঞান বা অবিদ্যাই এই সংসারের মূল, ইহা হইতে কাম ও কাম হইতে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬॥

অতএব অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত সততই মানব যত্নপর হইবে। এই অজ্ঞাননাশ করিতে পারিলেই জন্মের সাফল্য হইল ॥ ৭ ॥

জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই পুরুষার্থ-সমাপ্তি হয়, তখন আর পুরুষের কর্ত্তব্য কিছুই থাকে না। এই অজ্ঞান-নাশ-বিষয়ে একমাত্র বিদ্যাই সমর্থ। হে গিরিবর! যেমন অন্ধকার অন্ধকারকে বিনাশ করিতে সমর্থ নয়, সেই প্রকার অজ্ঞানজনিত কর্ম্ম অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারে না এবং উপাসনাও কর্ম্মস্বরূপ, সুতরাং তদ্দ্বারাও

অনর্থদানি কর্ম্মাণি পুনঃ পুনরুশন্তি হি।
ততো রাগস্ততো দোষস্ততোঽনর্থো মহান্ ভবেৎ ॥ ১০ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সম্পাদয়েন্নরঃ।
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণীত্যতঃ কর্ম্মাপ্যবশ্যকম্ ॥ ১১ ॥
জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমতঃ স্যাত্তৎসমুচ্চয়ঃ।
সহায়তাং ব্রজেৎ কর্ম্ম জ্ঞানস্য হিতকারি চ ॥ ১২ ॥
ইতি কেচিদ্বদন্ত্যত্র তদ্বিরোধান্ন সম্ভবেৎ।
জ্ঞানাদ্ধৃদ্‌গ্রন্থিভেদঃ স্যাদ্ধৃদ্‌গ্রন্থৌ কর্ম্মসম্ভবঃ ॥ ১৩ ॥

অজ্ঞাননাশের সম্ভাবনা নাই; অতএব কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞাননাশ বিষয়ে কদাচ আশা করিও না ॥ ৮-৯ ॥

কর্ম্মসকল একান্ত অনর্থকর, এই কর্ম্মবশেই জীবগণ পুনঃ পুনঃ বিষয় কামনা করে, এই কামনা হইতে বিষয়ানুরাগ, অনুরাগ হইতে ক্রোধাদি দোষ এবং দোষ হইতে মহান্ অনর্থ সজ্ঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অতএব জ্ঞান-উপার্জ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে মানবগণের যত্ন করা কর্ত্তব্য। কেহ বলেন,—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা এবং "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জ্ঞানের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তির কারণ, তন্মধ্যে কর্ম্ম জ্ঞানের সহায় ও হিতকারী। বাস্তবিক পক্ষে এই মত স্থিরীকৃত হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞানের অনন্তর যদি কর্ম্মের সম্ভব হইত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই কারণতা সিদ্ধ হয়, ফলতঃ তাহা হয় না। জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই হৃদ্‌গ্রন্থি অর্থাৎ আত্মার সহিত অন্তঃকরণাদির তাদাত্ম্য ... বিদূরিত হইয়া

যৌগপদ্যং ন সম্ভাব্যং বিরোধাত্তু ততস্তয়োঃ।
তমঃপ্রকাশয়োর্যদ্বদ্‌যৌগপদ্যং ন সম্ভবি ॥ ১৪ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বৈদিকানি মহামতে।
চিত্তশুদ্ধ্যর্থমেব স্যুস্তানি কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১৫ ॥
শমো দমস্তিতিক্ষা চ বৈরাগ্যং সত্ত্বসম্ভবঃ।
তাবৎ পর্য্যন্তমেব স্যুঃ কর্ম্মাণি ন ততঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥
তদন্তে চৈব সংন্যস্য সংশ্রয়েদ্ গুরুমাত্মবান্।
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঞ্চ ভক্ত্যা নির্ব্যাজয়া পুনঃ ॥ ১৭ ॥

যায়, সুতরাং তখন কর্ম্মের সম্ভব থাকে না। হৃদ্‌গ্রন্থি অর্থাৎ আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি পরলোকের ইচ্ছা ইত্যাদি ভেদজ্ঞান থাকিলেই লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অতএব তমঃ ও আলোকের যেমন একত্র অবস্থিতি সম্ভব নহে, সেই প্রকার জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র স্থিতি হইতে পারে না; সুতরাং কর্ম্মপ্রতিপাদিকা শ্রুতি অজ্ঞানীর পক্ষে, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১১-১৪ ॥

অতএব হে মহামতে! যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত অতি যত্নপূর্ব্বক বৈদিক সমস্ত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১৫ ॥

যে পর্য্যন্ত শম (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ), দম (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ), তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতা), বৈরাগ্য (ঐহিক-পারত্রিক-ফলভোগবিরাগ) এবং সত্ত্বসম্ভব (অন্তঃকরণগত সত্ত্বগুণের শুদ্ধি) না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তৎপর আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই ॥ ১৬ ॥

তৎপর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মবান্ অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বেদাধ্যয়নসম্পন্ন শ্রোত্রিয় (অধীতবেদবেদান্ত) ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর

বেদান্তশ্রবণং কুর্য্যান্নিত্যমেবমতন্দ্রিতঃ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য নিত্যমর্থং বিচারয়েৎ ॥ ১৮ ॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যন্তু জীবব্রহ্মৈক্যবোধকম্।
ঐক্যে জ্ঞাতে নির্ভয়স্তু মদ্রূপো হি প্রজায়তে ॥ ১৯ ॥
পদার্থাবগতিঃ পূর্ব্বং বাক্যার্থাবগতিস্ততঃ।
তৎপদস্য চ বাচ্যার্থো গিরেঽহং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২০ ॥
ত্বংপদস্য চ বাচ্যার্থো জীব এব ন সংশয়ঃ।
উভয়োরৈক্যমসিনা পদেন প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২১ ॥
বাচ্যার্থয়োর্ব্বিরুদ্ধত্বাদৈক্যং নৈব ঘটেত হি।
লক্ষণাতঃ প্রকর্ত্তব্যা তত্ত্বমোঃ শ্রুতিসংস্থয়োঃ ॥ ২২ ॥

নিকট উপসন্ন হইয়া অকপট ভক্তিসহকারে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং আলস্যাদি-দোষ পরিহারপূর্ব্বক নিত্য বেদান্তবাক্য শ্রবণ ও "তত্ত্বমস্যাদি" বেদবাক্যের অর্থ বিচার করিবে ॥ ১৭-১৮ ॥

তত্ত্বমস্যাদি বাক্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছে, অতএব ঐ বাক্য দ্বারা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সাধিত হইলে তখন পুরুষ নির্ভয় এবং মৎস্বরূপতাপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

প্রথমতঃ 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের অর্থ অবগত হইবে, তৎপরে "তত্ত্বমসি" এই সমস্ত বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবে। হে গিরে! তত্ত্বমসি বাক্যস্থ তৎপদের অর্থ আমি সর্ব্বেশ্বরী, ত্বংপদের অর্থ জীব, আর অসি পদের অর্থ জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য, ইহাতে আর সংশয় নাই ॥ ২০-২১ ॥

এখন বক্তব্য এই যে, জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ বিভিন্ন-ধর্ম্মবিশিষ্ট, অতএব শ্রুতি উভয়ের ঐক্য কেমন করিয়া প্রতিপাদন করিবে, কারণ জীব অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও ব্যাপকত্বাদি উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন, ও ঈশ্বর তাঁহার

চিন্মাত্রন্তু তয়োর্লক্ষ্যং তয়োরৈক্যস্য সম্ভবঃ।
তয়োরৈক্যং তথা জ্ঞাত্বা স্বাভেদেনাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
দেবদত্তঃ স এবায়মিতিবল্লক্ষণা স্মৃতা।
স্থূলাদিদেহরহিতো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে নরঃ ॥ ২৪ ॥

বিপরীত, অতএব বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত শ্রুতিস্থিত তৎ ও ত্বংপদের লক্ষণা স্বীকার * করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্ম-চৈতন্যই ঈশ্বর এবং অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যাভাসই জীব, সুতরাং চৈতন্যাংশে উভয়েরই ঐক্য আছে, কেবলমাত্র ধর্ম্ম দ্বারাই পরস্পরের ভিন্নতা হইয়াছে, অতএব উভয়ের ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষণা দ্বারা চৈতন্যমাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ, ঐ পদদ্বয়ের চৈতন্যই মুখ্য লক্ষ্যার্থ, সুতরাং লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলেই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতে পারে। এই প্রকারে ঐক্যজ্ঞান সাধিত হইলে ব্রহ্মের সহিত বাস্তব-অভেদবশতঃ জীব অদ্বয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

এই লক্ষণা-বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন "স এবায়ং দেবদত্তঃ" এই কথা বলিলে সেই তৎকালদৃষ্ট দেবদত্তই এই বর্ত্তমানকালদৃষ্ট দেবদত্ত এইরূপ অর্থ বুঝায়। সুতরাং তৎকালবিশিষ্ট দেবদত্ত এবং এতৎকালবিশিষ্ট দেবদত্তের অভেদ হইতে পারে না, অতএব তৎকালবিশিষ্টত্ব ও এতৎকালবিশিষ্টত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-দ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র দেবদত্তরূপ ব্যক্তির গ্রহণ

---

* শব্দের মুখ্য অর্থ দ্বারা যদি তাৎপর্য্যের অসঙ্গতি হয়, তবে যে বৃত্তির দ্বারা মুখ্যার্থের সংস্রব রাখিয়া অর্থান্তর কল্পিত হয়, সেই বৃত্তির নাম লক্ষণা।

পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভূতঃ স্থূলদেহকঃ।
ভোগালয়ো জরাব্যাধিসংযুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ২৫ ॥
মিথ্যাভূতোঽয়মাভাতি স্ফুটং মায়াময়ত্বতঃ।
সোঽয়ং স্থূল উপাধিঃ স্যাদাত্মনো মে নগেশ্বর ॥ ২৬ ॥
জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়যুতং প্রাণপঞ্চকসংযুতম্।
মনোবুদ্ধিযুতঞ্চৈতৎ সূক্ষ্মং তৎ কবয়ো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ।
দ্বিতীয়োঽয়মুপাধিঃ স্যাৎ সুখাদেরববোধকঃ ॥ ২৮ ॥
অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমিদমজ্ঞানন্তু তৃতীয়কঃ।
দেহোঽয়মাত্মনো ভাতি কারণাত্মা নগেশ্বর।
উপাধিবিলয়ে জাতে কেবলাত্মাবশিষ্যতে ॥ ২৯ ॥

করিয়া অভেদ-প্রতীতি হইয়া থাকে। এই প্রকার অনুভবের দ্বারা মানব স্থূলাদি-দেহত্রয়বিরহিত হইয়া ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হইতে পারে ।২৪॥

অনন্তর দেহত্রয় স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইতেছে।—এই স্থূলদেহ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে সম্ভূত হয়, ইহা সমস্ত কর্ম্মের ভোগভূমি এবং জরাব্যাধিসংযুক্ত। এই দেহ মায়া-কল্পিত, সুতরাং মিথ্যা বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। হে নগেশ্বর! ইহাই আত্মরূপিণী আমার স্থূল উপাধি বলিয়া জানিবে। ২৫-২৬।

পণ্ডিতগণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশ পদার্থকে সূক্ষ্মদেহ বলিয়া থাকেন, ইহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, ইহাই আত্মার সূক্ষ্মদেহ এবং দ্বিতীয় উপাধি, ইহা দ্বারা আত্মার সুখাদি-জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২৭-২৮ ॥

হে নগেশ্বর! অনাদি অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান আত্মার তৃতীয় দেহ,

দেহত্রয়ে পঞ্চকোশা অন্তঃস্থাঃ সন্তি সর্ব্বদা।
পঞ্চকোশপরিত্যাগে ব্রহ্মপুচ্ছং হি লভ্যতে ॥ ৩০ ॥
নেতি নেতীত্যাদিবাক্যৈর্ম্মম রূপং যদুচ্যতে ॥ ৩১ ॥
ন জায়তে ম্রিয়তে তৎ কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ৩২ ॥
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ৩৩ ॥

ইহাকে কারণদেহ বলে, ইহাও আত্মার উপাধি। এই উপাধি সকল বিলয় পাইলে কেবলমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ২৯ ॥

এই পূর্ব্বোক্ত দেহত্রয়াভ্যন্তরেই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এই পঞ্চকোশ অন্তর্ভূত আছে, এই পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, ইহাই শ্রুতিতে "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে অর্থাৎ দৃশ্য শ্রব্যাদি যাহা কিছু, তৎসমস্তই আত্মা নহে, এইরূপে নিষেধের অবধিস্বরূপে আত্মা নিরূপিত হইয়াছেন ॥ ৩০-৩১ ॥

এই পরব্রহ্মের কখনও জন্ম বা বিনাশ হয় না এবং ইনি উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান কিম্বা পূর্ব্বে বিদ্যমান উৎপন্ন হন নাই। কিন্তু সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছেন, কারণ, ইনি অজ, নিত্য, সনাতন ও পুরাতন ; এই শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি কদাচ বিনষ্ট হন না ॥ ৩২ ॥

যদি কোন ব্যক্তিকে হত করিয়া "আত্মা হন্তা" ইহা মনে করেন এবং যিনি হত হইয়া "আত্মা হত হইয়াছেন," এই প্রকার মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই প্রকৃত তত্ত্বের অনভিজ্ঞ, কারণ, আত্মা কখনই

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো, ধাতুঃপ্রসাদান্মহিমানমস্য ॥ ৩৪ ॥
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিস্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩৫ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৬ ॥
যস্ত্ববিদ্বান্ ভবতি চামনস্কশ্চ সদাঽশুচিঃ।
ন তৎপদমবাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

কাহারও বধ করার কর্ত্তা হইতে পারেন না এবং কখন বধ্যও হইতে পারেন না ॥ ৩৩ ॥

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং মহান্ হইতে মহত্তর, ইনি বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত আছেন অর্থাৎ একমাত্র বুদ্ধিগম্য পদার্থ। যিনি চিত্তশুদ্ধিসম্পন্ন এবং সঙ্কল্পবিকল্পরহিত, তিনিই তাহার মহিমা অবগত হইতে পারেন এবং ইঁহাকে জানিয়া শোকরহিত হয়েন ॥ ৩৪ ॥

এই আত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন মুখরজ্জু (লাগাম) এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে। এই ইন্দ্রিয়-অশ্বগণের বিষয় সকলই গন্তব্যমার্গ। মনীষিগণ আত্মা অর্থাৎ চিদাভাস, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত কূটস্থ পুরুষকেই ভোক্তা অর্থাৎ রথী বলিয়া থাকেন ॥৩৫-৩৬॥

যে পুরুষ অবিবেকী, অসংযতমনাঃ এবং সর্ব্বদা অশুচি, সে ব্যক্তি পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না, পরন্তু জন্মাদিরূপ সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৩৮ ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি মদীয়ং যৎ পরং পদম্ ॥ ৩৯ ॥
ইত্থং শ্রুত্যা চ মত্যা চ নিশ্চিত্যাত্মানমাত্মনা।
ভাবয়েন্মামাত্মরূপং নিদিধ্যাসনতোঽপি চ ॥ ৪০ ॥
যোগবৃত্তেঃ পুরা স্বস্মিন্ ভাবয়েদক্ষরত্রয়ম্।
দেবীপ্রণবসংজ্ঞস্যোর্ধ্যানার্থং মন্ত্রবাচ্যয়োঃ ॥ ৪১ ॥

কিন্তু যিনি বিবেকী, সংযতমনাঃ এবং পবিত্র, তিনি সেই আত্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৩৮ ॥

বিবেকজ্ঞান যাঁহার সারথি এবং মন যাহার প্রগ্রহ (মুখরজ্জু) অর্থাৎ মনোরজ্জু দ্বারা যিনি বিষয়-অশ্বকে সংবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি এই সংসারসমূদ্রের পরপারে গমন করিয়া আমার সচ্চিদানন্দরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥

এই প্রকারে বেদান্তশ্রবণ এবং শ্রুতিবাক্যের মনন দ্বারা সংশয়বিপর্য্যাসরহিতভাবে আত্মাকে পরোক্ষরূপে জানিয়া সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মরূপিণী আমাকে ভাবনা করিবে ॥ ৪০ ॥

এই প্রকার যোগাভ্যাসের পূর্ব্বে নিজের শরীরে মন্ত্রার্থ মায়াবীজ ও তাহার বাচ্য বিষয়কে ধ্যান করার নিমিত্ত মায়াবীজের অক্ষরত্রয়কে [illegible] ভাবনা করিবে ॥ ৪১ ॥

হকারঃ স্থূলদেহঃ স্যাদ্রকারঃ সূক্ষ্মদেহকঃ।
ঈকারঃ কারণাত্মাসৌ হ্রীঙ্কারোঽহং তুরীয়কম্ ॥ ৪২ ॥
এবং সমষ্টিদেহেঽপি জ্ঞাত্বা বীজত্রয়ং ক্রমাৎ।
সমষ্টিব্যষ্ট্যোরেকত্বং ভাবয়েন্মতিমান্নরঃ ॥ ৪৩ ॥
সমাধিকালাৎ পূর্ব্বন্তু ভাবয়িত্বৈবমাদৃতঃ।
ততো ধ্যায়েন্নিলীনাক্ষো দেবীং মাং জগদীশ্বরীম্ ॥ ৪৪ ॥
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।
নিবৃত্তবিষয়াকাঙ্ক্ষো বীতদোষো বিমৎসরঃ ॥ ৪৫ ॥
ভক্ত্যা নির্ব্ব্যাজয়া যুক্তো গুহায়াং নিঃস্বনে স্থলে।
হকারং বিশ্বমাত্মানং রকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

হকার স্থূলদেহ, রকার সূক্ষ্মদেহ, ঈকার কারণদেহ এবং তুরীয় ব্রহ্মরূপিণী আমিই বিন্দুরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪২ ॥

এই প্রকারে ব্যষ্টিদেহে অক্ষরত্রয়ের চিন্তা করিয়া সমষ্টি-দেহেও যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত অক্ষরত্রয়ের চিন্তা করিবে। অনন্তর মতিমান্ ব্যক্তি সমষ্টি ও ব্যষ্টির অর্থাৎ এই স্থূলপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব ভাবনা করিবে ॥ ৪৩ ॥

সমাধির পূর্ব্বে যত্ন পূর্ব্বক এই প্রকার ভাবনা করিয়া লোচনদ্বয় নিমীলিত করত দ্যোতনশীলা জগদীশ্বরী আমাকে ধ্যান করিবে ॥ ৪৪ ॥

সমস্ত বিষয় হইতে বাসনাত্যাগ, ক্রোধাদিদোষপরিহার এবং মাৎসর্য্য করিয়া যোগী প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর নাসাভ্যন্তরে সমতা সম্পাদনপূর্ব্বক অকপট ভক্তি সহকারে নিঃস্বন স্থানে বৈশ্বাত্মক হকারবাচ্য স্থূলদেহকে রকারবাচ্য তৈজস সূক্ষ্মদেহে বিলীন করিবে। অনন্তর তৈজসাত্মক রকারবাচ্য

রকারং তৈজসং দেবমীকারে প্রবিলাপয়েৎ।
ঈকারং প্রাজ্ঞমাত্মানং হ্রীঙ্কারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
বাচ্যবাচকতাহীনং দ্বৈতভাববিবর্জ্জিতম্।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং ভাবয়েত্তচ্ছিখান্তরে ॥ ৪৮ ॥
ইতি ধ্যানেন মাং রাজন্ সাক্ষাৎকৃত্য নরোত্তমঃ।
মদ্রূপ এব ভবতি দ্বয়োরপ্যেকতা যতঃ ॥ ৪৯ ॥
যোগযুক্ত্যানয়া দৃষ্ট্বা মামাত্মানং পরাৎপরম্।
অজ্ঞানস্য স্ব-কার্য্যস্য তৎক্ষণে নাশকো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং মোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূক্ষ্মদেহকে ঈকারবাচ্য কারণদেহে বিলীন করিয়া প্রজ্ঞাত্মক ঈকারবাচ্য কারণদেহকে হ্রীঙ্কারে বিলীন করিবে। পরে বাচ্য-বাচকভাববিহীন, দ্বৈতবর্জ্জিত, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে চৈতন্যাগ্নি শিখার মধ্যে ভাবনা করিবে ॥ ৪৫-৪৮ ॥

হে গিরিরাজ! নরোত্তম ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান দ্বারা আমার সাক্ষাৎকার লাভ করত জীবব্রহ্মের একতানিবন্ধন মৎস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বোক্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা পরাৎপরা আত্মরূপিণী আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান ও তদীয় কার্য্যাবলীর বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

হিমালয় উবাচ।

যোগং বদ মহেশানি! সাঙ্গং সংবিৎপ্রদায়কম্।
কৃতেন যেন যোগ্যোঽহং ভবেয়ং তত্ত্বদর্শনে॥ ১॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ॥ ২॥
তৎপ্রত্যূহাঃ ষড়াখ্যাতা যোগবিঘ্নকরানঘ।
কামক্রোধৌ লোভমোহৌ মদমাৎসর্য্যসংজ্ঞকৌ॥ ৩॥
যোগাঙ্গৈরেব ভিত্ত্বা তান্ যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ।
যমং নিয়মমাসনপ্রাণায়ামৌ ততঃ পরম্॥ ৪॥

হিমালয় বলিলেন, হে মহেশ্বরি! যে যোগ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, সর্ব্বাঙ্গসমন্বিত সেই যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন। আমি তাদৃশ যোগের অনুষ্ঠান করত তত্ত্বদর্শনে অধিকারী হইব॥ ১॥

দেবী বলিলেন, আকাশতল, ভূমিতল বা পাতালাদি স্থানবিশেষে যোগ থাকে না, যোগবিশারদগণ জীবাত্মা আর পরমাত্মার অভেদবিষয়ক চিত্তবৃত্তিকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ২॥

হে অনঘ! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য, এই ছয়টি যোগের শত্রু, ইহারা যোগের বিঘ্নসাধন করে॥ ৩॥

অতএব যোগিগণ বক্ষ্যমাণ যোগাঙ্গের দ্বারা উল্লিখিত যোগ-শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া যোগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যম, নিয়ম,

প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা।
অষ্টাঙ্গান্যাহুরেতানি যোগিনাং যোগসাধনে ॥ ৫ ॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্ম্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ ॥ ৬ ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
বেদান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্ম্মতিশ্চ জপো হুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা ময়া পর্ব্বতনায়ক ॥ ৭ ॥
পদ্মাসনং স্বস্তিকঞ্চ ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চকম্ ॥ ৮ ॥
ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে ॥ ৯ ॥

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি, এই আটটিকে যোগাঙ্গ বলে, ইহারাই যোগীর যোগসাধনে সহায় ॥ ৪-৫ ॥

অহিংসা, সত্য, চৌর্য্যমাত্রাভাব, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ঋজুতা, ক্ষমা, ধৃতি (সর্ব্বস্ব বিনাশ হইলেও ধীরতা), পরিমিতাহার এবং শৌচ, এই দশটিকে যম বলে ॥৬॥

হে পর্ব্বত-প্রবর। তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য (বেদ, দেব, দ্বিজ ও গুরুতে বিশ্বাস), দান, দেবতাপূজা, বেদান্তবাক্য-শ্রবণ, হ্রী (অকার্য্য হইতে নিবৃত্তি), মতি (সৎকর্ম্ম ও সৎশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞান), জপ এবং নিত্য হোম, এই দশটিকে নিয়ম বলে ॥ ৭ ॥

পদ্মাসন, স্বস্তিক, ভদ্র, বজ্রাসন বীরাসন এই, পাঁচটিকে আসন বলে ॥ ৮ ॥

পদতলদ্বয় উরুদ্বয়ের উপরিভাগে সম্যক্‌রূপে বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণহস্ত দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠবেষ্টনপূর্ব্বক বামপার্শ্বে আনিয়া

অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্ততঃ।
পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্॥ ১০॥
জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥ ১১॥
সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্য গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চিতম্।
বৃষনাধঃ পাদপার্ষ্ণী পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ॥ ১২॥
ভদ্রাসনমিতি প্রোক্তাং যোগিভিঃ পরিপূজিতম্।।
উর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্য জান্বোঃ প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলী॥ ১৩॥
করৌ বিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্।
একং পাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যৈকং তথোত্তরে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্‌যোগী বীরাসনমিতীরিতম্॥ ১৪॥

দক্ষিণপদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ এবং বামহস্ত বামপার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠবেষ্টনপূর্ব্বক দক্ষিণপার্শ্বে আনিয়া অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া উপবেশনের নাম পদ্মাসন। এই আসন যোগিগণের অতি প্রিয়॥ ৯-১০॥

জানু ও উরুর অভ্যন্তরে পদতলদ্বয় সম্যক্‌ভাবে সংস্থাপন করত সরলভাবে সুখে উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন কহে॥ ১১॥

অণ্ডাধঃস্থিত শিরার উভয় পার্শ্বে গুল্‌ফদ্বয় (পায়ের দুই গোড়ালি) উত্তমরূপে স্থাপিত করিয়া দুই হস্ত দ্বারা অণ্ডকোষের অধোভাগে পাদদ্বয়ের পার্ষ্ণিভাগ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া উপবেশনের নাম ভদ্রাসন। যোগিগণ এই আসনের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। পাদদ্বয় যথাক্রমে উরুদ্বয়ের উপরে বিন্যস্ত করিয়া জানুদ্বয়ের নিম্নভাগে অঙ্গুলী স্থাপনপূর্ব্বক করদ্বয় স্থাপন করিয়া উপবেশন করাকে বজ্রাসন কহে। যোগিগণ এক উরুর অধোভাগে এক পদ এবং অন্য উরুর অধোভাগে

ইড়য়া কর্ষয়েদ্বায়ুং বাহ্যং ষোড়শমাত্রয়া ॥ ১৫ ॥
ধারয়েৎ পূরিতং যোগী চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
সুষুম্নামধ্যগং সম্যগ্ দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া শনৈঃ ॥ ১৬ ॥
ন্যাড্যা পিঙ্গলয়া চৈব রেচয়েদ্‌যোগবিত্তমঃ।
প্রাণায়ামমিমং প্রাহুর্যোগশাস্ত্রবিশারদা ॥ ১৭ ॥
ভূয়ো ভূয়ঃ ক্রমাত্তস্য বাহ্যমেবং সমাচরেৎ।
মাত্রাবৃদ্ধিঃ ক্রমেণৈব সম্যগ্, দ্বাদশ ষোড়শ ॥ ১৮ ॥
জপধ্যানাদিভিঃ সার্দ্ধং সগর্ভং তং বিদুর্বুধাঃ।
তদপেতং বিগর্ভঞ্চ প্রাণায়ামং পরে বিদুঃ ॥ ১৯ ॥

অন্য পদস্থাপন পূর্ব্বক সরলকায়ে যে উপবেশন করেন, তাহাকে বীরাসন কহে ॥ ১২-১৪ ॥

যোগবিৎ ব্যক্তি প্রথমতঃ ষোড়শবার প্রণব উচ্চারণ করিয়া ইড়া অর্থাৎ বামনাসিকা দ্বারা বাহ্যবায়ুর আকর্ষণ করিবেন, তৎপরে চতুঃষষ্টিবার প্রণব উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত ঐ আকৃষ্ট বায়ু ধারণ করিয়া কুম্ভক করিবেন, তৎপরে দ্বাত্রিংশদ্বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা ক্রমে রেচন করিবেন। যোগশাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিতগণ ইহাকেই প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ১৫-১৭ ॥

এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ বাহ্যবায়ু গ্রহণপূর্ব্বক পূরক ও রেচকাত্মক প্রাণায়ামের অভ্যাস করিবে এবং ক্রমে প্রণবোচ্চারণের সংখ্যারও বৃদ্ধি করিবে। এই প্রাণায়াম প্রথমতঃ দ্বাদশবার, তৎপরে ষোড়শবার, ক্রমে আরও অধিকবার করিবে ॥ ১৮ ॥

সগর্ভ ও বিগর্ভভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার। ইষ্টমন্ত্র জপধ্যানাদিপূর্ব্বক যে প্রাণায়াম করা হয়, তাহার নাম সগর্ভ আর

ক্রমাদভ্যস্ততঃ পুংসো দেহে স্বেদোদ্গমোঽধমঃ।
মধ্যমঃ কম্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ।
উত্তমস্ত গুণাবাপ্তির্যাবজ্জীবনমিষ্যতে ॥ ২০ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলম্।
বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারোঽভিধীয়তে ॥ ২১ ॥
অঙ্গুষ্ঠগুল্ফজানূরুমূলাধারলিঙ্গনাভিষু।
হৃদ্গ্রীবাকণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াং ততো নসি ॥ ২২ ॥
ভ্রূমধ্যে মস্তকে মূর্দ্ধ্নি দ্বাদশান্তে যথাবিধি।
ধারণং প্রাণমরুতো ধারণেতি নিগদ্যতে ॥ ২৩ ॥

জপধ্যানাদি-বিরহিত প্রাণায়ামকে বিগর্ভ বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন ॥ ১৯ ॥

এই প্রকার ক্রমে প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে করিতে দেহে ঘর্ম্মোদ্গম হইলে, সেই প্রাণায়ামকে অধম, কম্প সমুৎপন্ন হইলে মধ্যম এবং যে প্রাণায়ামে সাধক ভূমিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হন, তাহাকে উত্তম বলিয়া জানিবে। যাবৎ পর্য্যন্ত উত্তম প্রাণায়ামের ফললাভ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত প্রাণায়ামের অনুশীলন করিবে ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে সর্ব্বদাই অবাধিতভাবে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিষয় হইতে প্রত্যাহার করাকে প্রত্যাহার বলে ॥ ২১ ॥

অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, জানু, উরু, মূলাধার, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠ, লম্বিকা, নাসিকা, ভ্রূমধ্য, মস্তক, মূর্দ্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) এবং দ্বাদশান্ত স্থানে যথাবিধি প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা ॥ ২২-২৩ ॥

সমাহিতেন মনসা চৈতন্যান্তরবর্ত্তিনা।
আত্মন্যভীষ্টদেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে ॥ ২৪ ॥
সমত্বভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
সমাধিমাহুর্মুনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥
ইদানীং কথয়ে তেঽহং মন্ত্রযোগমনুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥
বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং নগ।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্জীবব্রহ্মৈক্যরূপকম্ ॥ ২৭ ॥
তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ।
তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তাভ্যস্তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥
প্রধানা মেরুদণ্ডেঽত্র চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী।
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুভ্রা তু চন্দ্ররূপিণী।
শক্তিরূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা ॥ ২৯ ॥

প্রথমতঃ ধ্যানের দ্বারা অন্তঃকরণকে চৈতন্যবর্ত্তী অর্থাৎ আত্ম-সংস্থা করিয়া তাহাতে অভীষ্টদেবের চিন্তার নাম ধ্যান ॥ ২৪ ॥

মুনিগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য-ভাবনা অর্থাৎ অভেদ-ভাবনাকে সমাধি বলেন। এই পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গলক্ষণ যোগ কথিত হইল, এক্ষণে অত্যুৎকৃষ্ট মন্ত্রযোগের বিষয় তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ২৫-২৬ ॥

হে গিরে! ব্যষ্টি-সমষ্টির একতা নিবন্ধন এই শরীরই বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া উক্ত হয়, ইহা পঞ্চভূতাত্মক এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিযুক্ত, ইহাতেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

এই শরীরে সার্দ্ধত্রিকোটি নাড়ী অবস্থিত আছে, তন্মধ্যে দশটি প্রধান, আবার এই দশটির মধ্যে তিনটি অতিশয় প্রধান, এই

দক্ষিণে যা পিঙ্গলাখ্যা পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা।
সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহ্নিরূপিণী ॥ ৩০ ॥
তস্যা মধ্যে বিচিত্রাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকম্।
মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গন্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৩১ ॥
তদূর্দ্ধং মায়াবীজন্তু হর্য্যাত্মা বিন্দুনাদকম্ ॥ ৩২ ॥
তদূর্দ্ধন্তু শিখাকারা কুণ্ডলী রক্তবিগ্রহা।
দেবাত্মিকা তু সা প্রোক্তা মদভিন্না নগাধিপ ॥ ৩৩ ॥
তদ্বাহ্যে হেমরূপাভং বাদিসান্তচতুর্দ্দলম্।
দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিচিন্তয়েৎ।
মূলমাধারষট্কানাং মূলাধারং ততো বিদুঃ ॥ ৪ ॥

তিনটির মধ্যে যেটি প্রধান, তাহার নাম সুষুম্না। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপিণী এই নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিতা হইয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ইহার বামভাগে শুভ্রবর্ণা চন্দ্ররূপিণী শক্তিরূপা অমৃতময়ী ইড়ানাড়ী অবস্থিতা এবং ইহার দক্ষিণভাগে পুরুষরূপিণী সূর্য্যস্বরূপা পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিতা রহিয়াছে। উল্লিখিত বহ্নিরূপিণী সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বতেজোময়ী। ইহার মধ্যদেশস্থিত চিত্রাখ্যা নাড়ীর অভ্যন্তরে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী স্বয়ম্ভূলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার উপরিভাগে হকার, রেফ, ঈকার ও বিন্দুনাদাত্মক মায়াবীজ অবস্থিত আছে। ২৮-৩২ ॥

তাহার ঊর্দ্ধভাগে দীপশিখাকৃতি রক্তবর্ণা দেবীরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা আছেন। হে নগেশ্বর! ইনি আমার সহিত অভিন্না ॥ ৩৩ ॥

তাহার বহিঃপ্রদেশে পীতবর্ণ, গলিত-স্বর্ণসমদ্যুতি পদ্মের চিন্তা

তদূর্দ্ধং ত্বনলপ্রখ্যং ষড়্দলং হীরকপ্রভম্।
বাদিলান্তষড়্বর্ণেন স্বাধিষ্ঠানমনুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ ॥ ৩৬ ॥
তদূর্দ্ধং নাভিদেশে তু মণিপূরং মহাপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ ॥ ৩৭ ॥
মণিনিভ তৎপদ্মং মণিপদ্মং তথোচ্যতে।
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্।
বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিষ্ণ্বালোকনকারণম্ ॥ ৩৮ ॥

করিবে। এই পদ্ম চতুর্দ্দল, ইহার দল হইতে ব, শ, ষ, স, এই চারিটি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই পদ্ম ষট্‌পদ্মের মূল বলিয়া ইহাকে মূলাধার-পদ্ম বলে ॥ ৩৪ ॥

তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে অনলসদৃশদ্যুতি, ষড়্দল, হীরকবৎপ্রভাবিশিষ্ট, অত্যুত্তম স্বাধিষ্ঠানপদ্ম অবস্থিত আছে। এই পদ্ম ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়টি বর্ণসমন্বিত ও ষড়্দলবিশিষ্ট। স্ব শব্দে পরলিঙ্গ বুঝায়, তাঁহার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে স্বাধিষ্ঠানপদ্ম বলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে নাভিস্থানে বিদ্যুদ্বিলসিত, মেঘের ন্যায় প্রভা ও প্রভূত তেজোবিশিষ্ট, দশদলযুক্ত মণিপূর-নামক মহাকান্তিশালী পদ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার দশদলে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই দশটি বর্ণ বিরাজমান আছে। এই পদ্ম মণির ন্যায় বিকসিত অর্থাৎ শোভাশালী, এই নিমিত্ত ইহাকে মণিপদ্ম বলে। এই পদ্ম বিষ্ণুদ্বারা অধিষ্ঠিত, ইহার ধ্যান করিলে বিষ্ণুর সাক্ষাৎলাভ হয় ॥ ৩৭-৩৮ ॥

তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুত্থদাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ৩৯ ॥
কাদিঠান্তদলৈরর্কপত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতম্ ।
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গন্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥
শব্দব্রহ্মময়ং শব্দানাহতং তত্র দৃশ্যতে ।
অনাহতাখ্যং তৎপদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ।
আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৪১ ॥
তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্ ॥ ৪২ ॥
স্বরৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং ধূম্রবর্ণং মহাপ্রভম্ ।
বিশুদ্ধং তন্মতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ ।
বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতং আকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম ॥ ৪৩ ॥

এই পদ্মের উর্দ্ধভাগে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অনাহতপদ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, এই দ্বাদশ বর্ণযুক্ত দ্বাদশদল এবং দ্বাদশপত্রসমন্বিত। ইহার মধ্যপ্রদেশে অযুত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন বাণলিঙ্গ বিরাজমান আছেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনাহত হইয়াই অর্থাৎ কোন তাড়না ব্যতীতই ইহা হইতে শব্দ-ব্রহ্মের উৎপত্তি হয় বলিয়া মুনিগণ ইহাকে অনাহত-পদ্ম বলিয়া থাকেন। এই পদ্ম আনন্দধাম, ইহাতে রুদ্ররূপী পুরুষ বিদ্যমান আছেন ॥ ৪১ ॥

তাহার উর্দ্ধভাগে ষোড়শদল-সমন্বিত, ধূম্রবর্ণ, মহাপ্রভাবিশিষ্ট বিশুদ্ধনামক পদ্ম অবস্থিত আছে, ইহার ষোড়শ দলে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ষোড়শবর্ণ বিরাজমান রহিয়াছে। এই পদ্মে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদে সাক্ষাৎকার হয়, তখন জীব বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে

আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৪৪ ॥
আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র তেনাজ্ঞেতি প্রকীর্ত্তিতম্ ।
দ্বিদলং হক্ষসংযুক্তং পদ্মং তৎ সুমনোহরম্ ॥ ৪৫ ॥
কৈলাসাখ্যং তদূর্দ্ধন্তু রোধিনীতি তদূর্দ্ধতঃ ।
এবং ত্বাধারচক্রাণি প্রোক্তানি তব সুব্রত ॥ ৪৬ ॥
সহস্রারযুতং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধমীরিতম্ ।
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥

বিশুদ্ধ-পদ্ম বলে। এই মহাভূত পদ্ম আকাশ নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৪২-৪৩ ॥

তাহার উর্দ্ধপ্রদেশে অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে হ, ক্ষ, এই বর্ণদ্বয়বিশিষ্ট, দ্বিদল-সমন্বিত, মনোহর আজ্ঞাচক্র সংস্থিত আছে। এই পদ্মে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন। ইহাতে নিহিতচিত্ত পুরুষের সমস্ত পদার্থের সাক্ষাৎকার হওয়ায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান পদার্থের জ্ঞান হেতু আজ্ঞাসংক্রমণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ "ইহার পর ইহাই তোমার কর্ত্তব্য" এই প্রকার পরমেশ্বরাজ্ঞার সংক্রমণ হয়, এই কারণে ইহাকে আজ্ঞাপদ্ম বলে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

তাহার উর্দ্ধদেশে কৈলাসচক্র, তদূর্দ্ধে রোধিনী-চক্র। হে সুব্রত! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত আধারচক্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪৬ ॥

যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে, তাহার উর্দ্ধভাগে সহস্রারচক্র, ইহা বিন্দুস্থান অর্থাৎ পরমাত্মার স্থান। হে গিরে! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত অত্যুত্তম্ যোগমার্গ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪৭ ॥

আদৌ পূরকযোগেনাপ্যাধারে যোজয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবোধয়েৎ॥ ৪৮॥
লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রাপয়েৎ।
শম্ভুনা তাং পরাং শক্তিমেকীভূতাং বিচিন্তয়েৎ॥ ৪৯॥
তত্রোত্থিতামৃতং যত্তু দ্রুতলাক্ষারসোপমম্।
পায়য়িত্বা তু তাং শক্তিং মায়াখ্যাং যোগসিদ্ধিকাম্॥ ৫০॥
ষট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া।
আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ॥ ৫১॥

এই সমস্ত জানিয়া পরে কি কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি। প্রথমে পূরকযোগে প্রাণায়ামের দ্বারা আধারপদ্মে মনকে সংযোজিত করিবে, অনন্তর গুহ্য ও মেঢ্রের অভ্যন্তরে অর্থাৎ মূলাধারচক্রে বিদ্যমান কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধারগত বায়ু দ্বারা আকুঞ্চিত করত প্রবোধিতা করিবে॥ ৪৮॥

অনন্তর লিঙ্গভেদক্রমে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চক্রস্থিত তোজোময় স্বয়ম্ভু প্রভৃতি লিঙ্গসমূহের ভেদ করত সেই সেই পথে সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারস্থানে আনয়ন করিবে, তৎপরে সেই পরম শক্তিকে সহস্রারস্থিত শম্ভুর সহিত একীভূতারূপে চিন্তা করিবে॥ ৪৯॥

অনন্তর শিবশক্তির সঙ্গম বশতঃ গলিত লাক্ষারসের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট যে অমৃত উত্থিত হয়, সেই আনন্দরসরূপ অমৃত দ্বারা যোগসিদ্ধিকরী মায়ানাম্নী কুণ্ডলিনী শক্তিকে পরিতৃপ্তা করিবে এবং ষট্চক্রস্থিত দেবসমূহকে সেই অমৃতধারা দ্বারা সন্তর্পিত করিয়া অনন্তর পূর্ব্বোক্ত পথে উক্ত শক্তিকে মূলাধারপদ্মে আনয়ন করিবে॥ ৫০-৫১॥

এবমভ্যাসমানস্থাপ্যহন্যহনি নিশ্চিতম্।
পূর্ব্বোক্তদূষিতা মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্তি নান্যথা ॥ ৫২ ॥
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।
যে গুণাঃ সন্তি দেব্যা মে জগন্মাতুর্যথা তথা ॥ ৫৩ ॥
তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব ন চান্যথা।
ইত্যেবং কথিতং তাত বায়ুধারণমুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥
ইদানীং ধারণাখ্যন্তু শৃণুষ্বাবহিতো মম।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নদেব্যাং চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবব্রহ্মৈক্যযোজনাৎ ॥ ৫৫ ॥
অথবা সমলং চেতো যদি ক্ষিপ্রং ন সিধ্যতি।
তদাবয়বযোগেন যোগী যোগান্ সমভ্যসেৎ ॥ ৫৬ ॥

যিনি প্রত্যেক দিন এই প্রকার যোগের অভ্যাস করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ছিন্নাদি-দোষদূষিত মন্ত্র সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে অন্যথা নাই এবং তদ্দ্বারা জরামরণাদিদুঃখসঙ্কুল সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। পরন্তু জগন্মাতা আমাতে যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে, এতাদৃশ সাধকের হস্তেও সেই সমস্ত গুণই বিরাজ করিতে থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৎস! এই আমি তোমার নিকট অত্যুত্তম বায়ুধারণযোগ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৫২-৫৪ ॥

এক্ষণে অবহিত হইয়া আমার নিকট চিত্তধারণাখ্য যোগ শ্রবণ কর। দিক্, কাল ও দেশাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্না দেবীমূর্ত্তিতে চিত্ত নিহিত করিয়া থাকিতে পারিলেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইয়া থাকে, তখন সাধক ব্রহ্মময় হইয়া যান। আর যদি চিত্ত রজস্তমোমল দ্বারা অবিশুদ্ধ থাকে, তবে শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহা

মদীয়হস্তপাদাদাবঙ্গে তু মধুরে নগ।
চিত্তং সংস্থাপয়েন্মন্ত্রী স্থানস্থানজয়াৎ পুনঃ ॥ ৫৭ ॥
বিশুদ্ধচিত্তঃ সর্ব্বস্মিন্ রূপে সংস্থাপয়েন্মনঃ ॥ ৫৮ ॥
যাবন্মনোলয়ং যাতি দেব্যাং সংবিদি পর্ব্বত।
তাবদিষ্টমন্থং মন্ত্রী জপহোমৈঃ সমভ্যসেৎ ॥ ৫৯ ॥
মন্ত্রাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞেয়জ্ঞানায় কল্পতে।
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ।
দ্বয়োরভ্যাসযোগো হি ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্ ॥ ৬০ ॥
তমঃ-পরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে।
এবং মায়াবৃতো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ ॥ ৬১ ॥

হইলে মন্ত্রযোগপরায়ণ ব্যক্তি কোন অবয়বে ধারণা করত যোগাভ্যাস করিবে অর্থাৎ আমার হস্তপাদাদি কোন এক মনোহর অঙ্গে চিত্ত সংস্থাপিত করিয়া ঐ এক এক স্থান জয় করত চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হইলে আমার সর্ব্বস্বরূপ রূপে মনকে সংস্থাপিত করিবে। হে নগেন্দ্র! যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মরূপিণী আমাতে চিত্তের লয় না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত মন্ত্রযোগপরায়ণ সাধক জপ ও হোমের দ্বারা ইষ্টমন্ত্র-সাধনাভ্যাস করিবে ॥ ৫৫-৫৯ ॥

মন্ত্রাভ্যাসযোগ অর্থাৎ মন্ত্রযোগ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদিত হইয়া থাকে। যোগ ভিন্ন মন্ত্র সিদ্ধ হয় না, আবার মন্ত্র ভিন্নও যোগ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু মন্ত্র ও যোগ এই দুইয়ের অভ্যাসই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ ॥ ৬০ ॥

অন্ধকার দ্বারা আবৃত গৃহমধ্য-স্থিত ঘট যেমন প্রদীপ দ্বারা দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার মায়া-পরিবৃত জীবাত্মাও মন্ত্র দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে

ইতি যোগবিধিঃ কৃৎস্নঃ সাঙ্গঃ প্রোক্তো ময়াধুনা।
গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ো নান্যথা শাস্ত্রকোটিভিঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং যোগমন্ত্রসিদ্ধিপ্রকারবর্ণনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ মন্ত্র মায়ান্ধকার অন্তর্হিত করিয়া আমার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয় ॥ ৬১ ॥

এই আমি তোমার নিকট অঙ্গের সহিত সমস্ত যোগবিধি কীর্ত্তন করিলাম, ইহা গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া জানিতে হয়, নতুবা কোটি শাস্ত্র দ্বারাও যথার্থভাবে ইহা লাভ করিতে পারা যায় না ॥ ৬২ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

ইত্যাদিযোগযুক্তাত্মা ধ্যায়েন্মাং ব্রহ্মরূপিণীম্।
ভক্ত্যা নির্ব্যাজয়া রাজন্নাসনে সমুপস্থিতঃ॥ ১।
আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম মহৎ পদম্।
অত্রৈতৎ সর্ব্বমর্পিতমেজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যৎ॥ ২॥
এতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং, পরং বিজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্।
যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোঽণু চ, যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ॥ ৩॥
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যমমৃতস্তদ্বোদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি॥ ৪॥

দেবী বলিলেন, গিরিরাজ! যোগিগণ এইরূপে যোগসম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্ত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অকপট ভক্তি সহকারে ব্রহ্মরূপিণী আমাকে ধ্যান করিবে॥ ১॥

এক্ষণে ব্রহ্মস্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর।—এই ব্রহ্ম আমি অর্থাৎ প্রকাশমান বস্তু, অতি সমীপবর্ত্তী ও গুহাচর অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইয়াও কেবলমাত্র বুদ্ধিরূপ গুহাতেই ইঁহার উপলব্ধি হয়, ইনি যোগাদি সাধন-গম্য, এই ব্রহ্মেই আকাশাদি সমস্ত পদার্থ কল্পিত হইয়া থাকে, ইঁহাতেই পক্ষী প্রভৃতি, মনুষ্যাদি ও নিমেষাদিক্রিয়াবান্ সমস্ত পদার্থ সংস্থাপিত আছে॥ ২॥

হে দেবগণ! আমার এই ব্রহ্মরূপ অবগত হও, যাহা মায়া ও জগৎ এই উভয় হইতেই শ্রেষ্ঠ, লোকের জ্ঞানাতীত ও বরিষ্ঠ অর্থাৎ

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং, শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আযম্য তদ্ভাগবতেন চেতসা, লক্ষ্যন্তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ৫ ॥
প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বোদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৬ ॥

সকল-বুদ্ধিগম্য নহে, যাহা সূর্য্যাদি-তেজেরও প্রকাশ করিয়া থাকেন, অতএব সূর্য্যাদি তেজ হইতেও অতিশয় দীপ্তিশালী এবং অণু হইতেও অণুতর অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, যাঁহাতে ভূরাদি লোক ও তত্তল্লোকবাসী জনেরা অবস্থিত রহিয়াছে, সেই অক্ষর (অবিনাশী) পদার্থই ব্রহ্ম; তিনিই প্রাণ ও বাঙ্মনঃস্বরূপ, তিনিই সত্য ও অমৃতস্বরূপ। হে সৌম্য! মনঃ-শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিবে অর্থাৎ তাঁহাতে মনঃসমাধান করিবে ॥ ৩-৪ ॥

হে সৌম্য! তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার উপায় বলিতেছি। উপনিষদ্ শাস্ত্রজ্ঞানরূপ মহাস্ত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে সতত অভিধ্যানাদি উপাসনা দ্বারা নিশিত শরসন্ধান এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবর্ত্তনরূপ আকর্ষণপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবে ॥ ৫ ॥

যে ধনুরাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই বিশেষরূপে বলিতেছি,—পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যবেধবিষয়ে ওঙ্কার বা দেবী-প্রণবই ধনু, যেমন লক্ষ্যে শরঃপ্রবেশবিষয়ে ধনুই কারণ, সেই প্রকার চিত্তরূপ লক্ষ্যে প্রবেশ সম্বন্ধে প্রণবই কারণ, প্রণবের অভ্যাস করিতে করিতে তদ্দ্বারা সংস্কৃত হইয়া প্রণবকে অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রতিবন্ধভাবে ব্রহ্মে অবস্থিতি করিতে পারা যায়। আর আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণই শর। যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, সেই প্রকার অন্তঃকরণই আত্মাকে বিদ্ধ

যস্মিন্ দ্যৌশ্চ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা, বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈব সেতুঃ ॥ ৭ ॥
অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ।
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ॥ ৮ ॥
ওমিত্যেবং ধ্যায়থাত্মানং স্বস্তি বঃ।
পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

করে, এই নিমিত্ত অন্তঃকরণকে শর বলা হইল, আর এই স্থলে ব্রহ্মই লক্ষ্য বস্তু, সাধক অপ্রমত্ত-চিত্তে এই লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেন। তাহা হইলেই বাণ যেমন লক্ষ্যভেদ করিয়া তাহার সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়, তেমনই সাধকও ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ।৬॥

সেই ব্রহ্ম-পদার্থ অতীব দুর্লক্ষ্য বস্তু, এই কারণে সুন্দররূপে লক্ষ্য করার নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলিতেছেন।—যাঁহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত মন অবস্থিত আছে, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জান। হে দেবগণ! ইঁহাকে জানিয়া অন্য অপর-বিদ্যারূপ বাক্য পরিত্যাগ কর। এই ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির সেতু অর্থাৎ সংসারসাগর-তরণের হেতু ॥ ৭ ॥

যেমন রথ-নাভিতে সমর্পিত অরসকল মিলিত হইয়া তাহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ যে হৃদয়ে নাড়ীসমূহ প্রবিষ্ট রহিয়াছে, সেই হৃদয়মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীভূত আত্মা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা বহুরূপে সম্পন্ন হইয়া বিরাজ করেন ॥ ৮ ॥

ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া যথোক্ত প্রকারে সেই আত্মাকে চিন্তা কর। সংসার-সাগরের পরপারপ্রাপ্তি-বিষয় তোমাদের নির্ব্বিঘ্ন হউক, তোমরা অবিদ্যাবিরহিত ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হও ॥ ৯ ॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে ব্যোম্নি আত্মা সম্প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা, প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ১০ ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ১১ ॥
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভং জোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ১২ ॥

সেই ব্রহ্ম যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা শ্রবণ কর। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্ববিৎ, যাঁহার জগৎসৃষ্ট্যাদিরূপ বিভূতি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন, সেই আত্মা প্রকাশশালী হৃদয়-পুণ্ডরীকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপলব্ধ হয়েন। সেই আত্মা মনোবৃত্তি দ্বারা বিভাবিত হয়েন, তাই তাঁহাকে মনোময় বলে। ইনি প্রাণ ও শরীরের নেতা, ইনি অন্নময় হৃদয়পিণ্ডে বুদ্ধিকে সমবস্থিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বিবেকী ব্যক্তি তাঁহাকে পূর্ব্বরূপে জানিতে পারেন। তিনি আনন্দরূপ অর্থাৎ দুঃখ দ্বারা অসংস্পৃষ্টস্বরূপ এবং অবিনাশীরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ১০ ॥

এক্ষণে আত্মজ্ঞানের ফল বলিতেছি। সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ চৈতন্য ও অহঙ্কারের তাদাত্ম্যভাব নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত জ্ঞেয়-বস্তু-বিষয়ক সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই আবার সংক্ষেপে বলিতেছেন।—এই ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় পরকোশে অর্থাৎ আনন্দময় কোশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠম্ ॥ ১৪ ॥
এতাদৃগনুভবো যস্য স কৃতার্থো নরোত্তমঃ।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৫ ॥
দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং রাজংস্তদভাবাদ্বিভেতি ন।
ন তদ্বিয়োগো মেঽপ্যস্তি মদ্‌বিয়োগোঽপি তস্য ন ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বাদিগুণত্রয়-রহিত, নিষ্কল অর্থাৎ মায়াবিরহিত এবং স্বচ্ছ বস্তু, ইনি সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যাদিরও প্রকাশক। আত্মবিদ্‌গণ মহৎ আয়াস দ্বারা ইঁহাকে জানিয়া থাকেন ॥ ১১-১২ ॥

সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য প্রকাশিত করিতে পারেন না এবং চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ বা অগ্নিও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। অধিক আর কি বলিব, এই সমস্ত জগৎ স্বপ্রকাশ সেই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকাশ পায়, তাঁহার প্রকাশ দ্বারাই সমস্ত প্রকাশিত হয় ॥ ১৩ ॥

এই অমৃত ব্রহ্মই অগ্র, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, উত্তর, অধঃ এবং উর্দ্ধভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন, অধিক আর কি বলিব, এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময় জানিবে ॥ ১৪ ॥

হে গিরে! যে নরবর এই প্রকার অনুভব করিতে পারেন, তিনিই কৃতার্থ ব্যক্তি, সেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রসন্নস্বভাব পুরুষ শোক ও বিষয়াকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হয়েন। ১৫ ॥

হে গিরিরাজ! দ্বৈতভাবই ভয়ের কারণ, দ্বৈতভাবের অপগম

অহমেব স সোঽহং বৈ নিশ্চিতং বিদ্ধি পর্ব্বত।
মদ্দর্শনন্তু তত্র স্যাদ্ যত্র জ্ঞানী স্থিতো মম ॥ ১৭ ॥
নাহং তীর্থে ন কৈলাসে বৈকুণ্ঠে বা ন কর্হিচিৎ।
বসামি কিন্তু মজ্‌জ্ঞানিহৃদয়াম্ভোজমধ্যমে ॥ ১৮ ॥
মৎপূজাকোটিফলদং সকৃন্মজ্‌জ্ঞানিনোঽর্চ্চনম্।
কুলং পবিত্রং তস্যাস্তি জননী কৃতকৃত্যকা।
বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চিল্লয়ো যস্য চেতসঃ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানন্তু যৎ পৃষ্টং ত্বয়া পর্ব্বতসত্তম।
কথিতং তন্ময়া সর্ব্বং নাতো বক্তব্যমস্তি হি ॥ ২০ ॥

হইলে আর সংসারভয় থাকে না। অদ্বৈতভাবাপন্ন ব্যক্তির সহিত কখনই আমি নিযুক্ত হই না এবং তিনিও আমার সহিত নিযুক্ত হয়েন না॥ ১৬ ॥

হে গিরে! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমিই সেই জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই আমি। যেখানেই জ্ঞানী অবস্থিতি করুন না কেন, সেইখানেই আমার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৭ ॥

আমি তীর্থে অবস্থান করি না, আমি কৈলাসে অবস্থিতি করি না এবং বৈকুণ্ঠেও অবস্থিতি করি না, আমি কেবলমাত্র মৎপরায়ণ জ্ঞানী জনের হৃৎপদ্মমধ্যেই বসতি করিয়া থাকি॥ ১৮ ॥

যে ব্যক্তি মন্নিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির একবারমাত্র পূজা করে, সেই ব্যক্তি মদীয় পূজার কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হয়। যাঁহার চিত্ত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছে, তাঁহার বংশ পবিত্র এবং তাঁহার জননী কৃতকৃত্যা হইয়া থাকে ও পৃথিবী তদ্দ্বারা পুণ্যশালিনী হয়॥ ১৯ ॥

হে পর্ব্বতবর! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে আমার নিকট যাহা কিছু

ইদং জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় ভক্তিযুক্তায় শীলিনে।
শিষ্যায় চ যথোক্তায় বক্তব্যং নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ২১ ॥
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
যেনোপদিষ্টা বিদ্যেয়ং স এব পরমেশ্বরঃ।
যস্যায়ং সুকৃতং কর্ত্তুমসমর্থস্ততো ঋণী ॥ ২৩ ॥
পিত্রোরপ্যধিকঃ প্রোক্তো ব্রহ্মজন্মপ্রদায়কঃ।
পিতৃজাতং জন্ম নষ্টং নেত্থং জাতং কদাচন ॥ ২৪ ॥

প্রশ্ন করিয়াছিলে, তৎসমস্তই আমি তোমার নিকট বলিলাম, এই বিষয়ে অতঃপর আর কিছু বক্তব্য নাই ॥ ২০ ॥

এই ব্রহ্মবিদ্যা ভক্তিযুক্ত ও সৎ-স্বভাবান্বিত জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত শিষ্যকেই প্রদান করিবে, কদাচ ইহার অন্যথা করিবে না অর্থাৎ অসৎ শিষ্যকে প্রদান করিবে না ॥ ২১ ॥

যাঁহার ইষ্টদেবের প্রতি পরমা ভক্তি থাকে এবং ইষ্টদেবতা-নির্ব্বিশেষে গুরুর প্রতিও যাঁহার অচলা ভক্তি থাকে, মহাত্মগণ তাঁহার নিকটেই এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিবেন ॥ ২২ ॥

যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন, তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্বরূপ, যে শিষ্য এতাদৃশ গুরুর উপকার করিতে সমর্থ নহে, সে যাবজ্জীবনই তাঁহার নিকট ঋণী থাকে ॥ ২৩ ॥

যিনি ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন করিয়া দেন, সেই ব্রহ্মজন্মদাতা গুরু পিতা-মাতা হইতেও অধিকতর পূজ্য, কারণ, পিতৃজাত জন্ম মৃত্যু হইলেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মরূপে জন্ম কখনই বিনাশ পায় না ॥ ২৪ ॥

তস্মৈ ন দ্রুহ্যেদিত্যাদিনিগমোঽপ্যবদন্নগ ॥ ২৫ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তে ব্রহ্মদাতা গুরুঃ পরঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন শঙ্করঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রীগুরুং তোষয়েন্নগ।
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা তৎপরো ভবেৎ।
অন্যথা তু কৃতঘ্নঃ স্যাৎ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৭ ॥
ইন্দ্রেণাথর্ব্বণায়োক্তা শিরশ্ছেদপ্রতিজ্ঞয়া।
অশ্বিভ্যাং কথনে তস্য শিরশ্ছিন্নঞ্চ বজ্রিণা ॥ ২৮ ॥

হে গিরে! শ্রুতিও এই বিষয়ে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মদাতা গুরুর কার্য্য স্মরণ করিয়া কখনই তাঁহার অনিষ্ট করিবে না ॥ ২৫ ॥

অতএব শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্মদাতা গুরুই সর্ব্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, শিব রুষ্ট হইলে গুরু কৃপা পূর্ব্বক শিবের রোষ অপনয়ন করত ত্রাণ করিতে পারেন; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে শিব কখনই তাহার পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহেন। হে মহেন্দ্র! অতএব কায়, মন ও বাক্যে সর্ব্বদাই অতিযত্নে শ্রীগুরুর সন্তোষসাধন করিবে এবং সর্ব্বদা গুরুপরায়ণ হইয়া থাকিবে। ইহার অন্যথাকারীকে কৃতঘ্ন বলে। কৃতঘ্ন ব্যক্তির কদাপি নিষ্কৃতি নাই ॥ ২৬-২৭ ॥

গুরুবাক্যলঙ্ঘনকারী ব্যক্তির যে প্রকার দুর্গতি হইয়া থাকে, তৎপ্রদর্শনের নিমিত্ত একটি উপাখ্যান বলিতেছেন।—দধ্যঙ নামক এক আথর্ব্বণ মুনি ইন্দ্রের সমীপে গমন করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করুন। ইন্দ্র বলিলেন, আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিব, কিন্তু তুমি যদি এই বিদ্যা অন্য কাহাকেও প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমার মস্তকচ্ছেদন

অশ্বীয়ং তচ্ছিরো নষ্টং দৃষ্ট্বা বৈদ্যৌ সুরোত্তমৌ।
পুনঃ সংযোজিতং স্বীয়ং তাভ্যাং মুনিশিরস্তদা ॥ ২৯ ॥
ইতি সঙ্কটসম্পাদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা নগাধিপ।
লব্ধা যেন স ধন্যঃ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভূধর ॥ ৩০ ॥
ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং জগদম্বায়াঃ স্বমুখেনাত্মতত্ত্ববর্ণনং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

করিব। মুনি তাহা স্বীকার করিলে ইন্দ্র তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিলেন। অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই মুনির নিকট আগমন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। মুনি বলিলেন, আমি যদি তোমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করি, তাহা হইলে ইন্দ্র আমার শিরশ্ছেদন করিবেন। তৎশ্রবণে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, আপনার এই মস্তকচ্ছেদন করিয়া অন্যত্র স্থাপনপূর্ব্বক আপনার দেহে অশ্বের মস্তক সংযোজিত করিয়া দেই, এই অশ্বীয় মস্তক দ্বারা আপনি আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দান করুন। যখন ইন্দ্র আপনার শিরশ্ছেদন করিবেন, তখন আমরা আপনার এই মস্তক পুনরায় সংযোজিত করিয়া দিব। অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই প্রকার বলিলে সেই মুনি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন। তখন ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলে অশ্বিনীকুমার তাঁহার নিজ মস্তক তদীয় দেহে সংযোজিত করিয়া দিলেন। এই উপাখ্যান সর্ব্ববেদে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২৮-২৯ ॥

হে নগেন্দ্র! এইরূপ দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যা যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হন, তিনি কৃতকৃত্য হয়েন ॥ ৩০ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

হিমালয় উবাচ ।

স্বীয়াং ভক্তিং বদস্বাম্ব যেন জ্ঞানং সুখেন হি ।
জায়েত মনুজস্যাস্য মধ্যমস্যাবিরাগিণঃ ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম ॥ ২ ॥
ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগ্যঃ কর্ত্তুং শক্যোঽস্তি সর্ব্বথা ।
সুলভত্বান্মানসত্বাৎ কায়চিত্তাদ্যপীড়নাৎ ॥ ৩ ॥
গুণভেদান্মনুষ্যাণাং সা ভক্তিস্ত্রিবিধা মতা ॥ ৪ ॥

হিমালয় বলিলেন, মাতঃ! অবিরাগী মধ্যম অধিকারী মনুষ্যের যাহাতে সুখে জ্ঞানলাভ হইতে পারে, এক্ষণে আপনি সেই স্বীয় ভক্তিযোগ বলুন ॥ ১ ॥

দেবী বলিলেন, হে নগেন্দ্র! মুক্তিপ্রাপ্তির পক্ষে তিনটি পথ কথিত হইয়া থাকে,—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ॥ ২ ॥

উক্ত যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই অনায়াসসাধ্য, কারণ, এই যোগ দ্রব্যব্যয় এবং শারীরিক আয়াস ব্যতীত কেবল মনোবৃত্তি দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে, সুতরাং এই যোগই সুলভ জানিবে ॥ ৩ ॥

সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন প্রকার গুণভেদে মনুষ্যের ভক্তিও তিন প্রকার,—সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী ॥ ৪ ॥

পরপীড়াং সমুদ্দিশ্য দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরম্।
মাৎসর্য্যক্রোধযুক্তো যস্তস্য ভক্তিস্তু তামসী ॥ ৫ ॥
পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ।
নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোঽর্থী ভোগলোলুপঃ ॥ ৬ ॥
তত্তৎফলসমাব্যাপ্ত্যৈ মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ।
ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্মাদন্যাং জানাতি পামরঃ।
তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নাগাধিপ। তু রাজসী ॥ ৭ ॥
পরমেশার্পণং কর্ম্ম পাপসংক্ষালনায় চ।
বেদোক্তত্বাদবশ্যন্তৎ কর্ত্তব্যন্তু ময়ানিশম্ ॥ ৮ ॥
ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তু ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ।
করোতি প্রীতয়ে কর্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্ত্বিকী ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য ও ক্রোধাদিযুক্ত হইয়া দম্ভ প্রকাশপূর্ব্বক পরপীড়া উদ্দেশে আমার উপাসনা করে, তাহার ভক্তিকে তামসী বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি পরপীড়াদি উদ্দেশ না করিয়া নিজের কল্যাণের নিমিত্ত সকামভাবে যশঃপ্রার্থী ও ভোগলোলুপ হইয়া অভীপ্সিত ফলপ্রাপ্তির জন্য অতিভক্তিপূর্ব্বক আমার উপাসনা করে এবং নিজের অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ভেদবুদ্ধি দ্বারা আমাকে নিজ আত্মা হইতে অন্যা বলিয়া মনে করে, হে নগেন্দ্র। তাহার ভক্তিকে রাজসী বলিয়া জানিবে ॥ ৬-৭ ॥

"পরমেশার্পিত কর্ম্ম পাপসংক্ষালন করিতে সমর্থ, ইহা বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব আমার তাদৃশ কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়" এই প্রকার নিশ্চিতবুদ্ধি হইয়া যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক আমার

পরভক্তেঃ প্রাপিকেয়ং ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাৎ।
পূর্ব্বপ্রোক্তে হ্যুভে ভক্তী ন পরপ্রাপিকে মতে ॥ ১০ ॥
অধুনা পরভক্তিস্তু প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে।
মদ্‌গুণশ্রবণং নিত্যং মম নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১১ ॥
কল্যাণগুণরত্নানামাকরায়াং ময়ি স্থিরম্।
চেতসো বর্ত্তনঞ্চৈব তৈলধারাসমং সদা ॥ ১২ ॥
হেতুস্তু তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্‌ভবেদপি।
সামীপ্যসার্ষ্টিসাযুজ্যসালোক্যানাং ন চেষণা ॥ ১৩ ॥
মৎসেবাতোঽধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কর্হিচিৎ।
সেব্য-সেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি ॥ ১৪ ॥

প্রীতির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করে, হে নগ! তাহার ভক্তিকে সাত্ত্বিকী ভক্তি বলে ॥ ৮-৯ ॥

এই সাত্ত্বিকী ভক্তি পরপ্রেমরূপা এবং পর ভক্তির প্রাপিকা, কিন্তু ইহা নিজেই পরা ভক্তি নহে; কারণ, ইহাতে ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত তামসী ও রাজসী ভক্তি পরভক্তির প্রাপিকা নহে; অতএব তামসী ও রাজসী ভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহাকেই আশ্রয় করিবে ॥ ১০ ॥

হে নগেন্দ্র! এক্ষণে আমি পরা ভক্তির বিষয় বলিতেছি, তুমি অবধান কর। যে ব্যক্তি নিয়তই আমার গুণ শ্রবণ ও আমার নাম কীর্ত্তন করে, যাহার মন কল্যাণ ও গুণত্বের আকার, আমাতেই তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে সততই অবস্থিত থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার কারণ বা কোন ফল-আকাঙ্ক্ষা করে না, এমন কি, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য ও সালোক্য মুক্তিরও কামনা করে না,

পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্‌যোহ্যতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদনৈব মাং নিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ॥ ১৫॥
মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ।
যথা স্বস্যাত্মনি প্রীতিস্তথৈব চ পরাত্মনি॥ ১৬॥
চৈতন্যস্য সমানত্বাৎ ন ভেদং কুরুতে তু যঃ।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাং মাং সর্ব্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদা॥ ১৭॥
নমতে যজতে চৈবাপ্যাচাণ্ডালান্তমীশ্বর।
ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিং কুরুতে ভেদবর্জ্জনাৎ॥ ১৮॥
মৎস্থান-দর্শনে শ্রদ্ধা মদ্ভক্তদর্শনে তথা।
মচ্ছাস্ত্র-শ্রবণে শ্রদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রভো॥ ১৯॥
ময়ি প্রেমাকুলমতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা।
প্রেমাশ্রুজলপূর্ণাক্ষঃ কণ্ঠগদ্গদনিস্বনঃ ২০॥

যে ব্যক্তি আমার সেবা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট আর দ্বিতীয় জানে না, যে ব্যক্তি সেব্য ও সেবকভাব পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাও করে না, যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত হইয়া পরানুরক্তিপূর্ব্বক আমারই চিন্তা করে এবং আমাকে নিজ হইতে ভিন্ন না করিয়া "আমিই সচ্চিদানন্দ-রূপিণী ভগবতী" এই প্রকার জ্ঞান করে, যে ব্যক্তি সমস্ত জীবকে আমার স্বরূপ বলিয়া মনে করে এবং নিজ ও অন্যেতে সমপ্রীতিসম্পন্ন, যে ব্যক্তি চৈতন্যের সমানত্ব বশতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমানা সর্ব্বরূপিণী আমার সহিত সর্ব্বদাই সকল জীবের অভিন্নতা জ্ঞান করে, হে নগেশ্বর! যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ হেতু চণ্ডালাদি সমস্ত জীবকে নমস্কার ও পূজা করে এবং কুত্রাপি যাহার দ্রোহবুদ্ধি নাই, যে ব্যক্তি আমার স্থান দর্শনে, আমার ভক্তগণের দর্শনে, মদীয়শাস্ত্র-শ্রবণে এবং

অনন্যেনৈব ভাবেন পূজয়েদ্‌যো নগাধিপ।
মামীশ্বরীং জগদ্‌যোনিং সর্ব্বকারণকারণাম্‌ ॥ ২১ ॥
ব্রতানি মম দিব্যানি নিত্যনৈমিত্তিকান্যপি।
নিত্যং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২২ ॥
মদুৎসবদিদৃক্ষা চ মদুৎসবকৃতিস্তথা।
জায়তে যস্য নিয়তং স্বভাবাদেব ভূধর ॥ ২৩ ॥
উচ্চৈর্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি।
অহঙ্কারাদিরহিতো দেহতাদাত্ম্যবর্জ্জিতম্‌ ॥ ২৪ ॥
প্রারব্ধেন যথা যচ্চ ক্রিয়তে তত্তথা ভবেৎ।
ন মে চিন্তাস্তি তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিষু ॥ ২৫ ॥
ইতি ভক্তিস্তু যা প্রোক্তা পরা ভক্তিস্তু সা স্মৃতা।
যস্যাং দেব্যতিরিক্তন্তু ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে ॥ ২৬ ॥

আমার মন্ত্রাদি বিষয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রেমপরিপূর্ণবুদ্ধি, সুতরাং আমার কথা শুনিলেই রোমাঞ্চিতশরীর হয় এবং প্রেমাশ্রু দ্বারা যাহার নয়ন পরিপূর্ণ ও গদ্‌গদশব্দে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়, হে নগাধিপতে! যে ব্যক্তি অনন্যভাবে জগদ্‌যোনি সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরী আমাকে পূজা করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া অর্থাৎ বিত্তানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক আমার নিত্য-নৈমিত্তিক দিব্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে, হে ভূধর। যাহার স্বভাবতই মদীয় উৎসব-দর্শনে এবং আমার উৎসব-করণে ইচ্ছা থাকে, যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করে, যে ব্যক্তি অহঙ্কারাদিবিবর্জ্জিত এবং দেহাভিমানপরিশূন্য, যে ব্যক্তি সমস্তই প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে হয়, ইহা জানিয়া আমার চিন্তা ব্যতীত দেহরক্ষাদি বিষয়ে চিন্তা করে না,

ইত্থং জাতা পরা ভক্তির্যস্য ভূধর তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ ॥ ২৮ ॥
ভক্তৌ কৃতায়াং যস্যাপি প্রারব্ধবশতো নগ।
ন জায়তে মম জ্ঞানং মণিদ্বীপং স গচ্ছতি ॥ ২৯ ॥
তত্র গত্বাখিলান্ ভোগাননিচ্ছন্নপি চর্চ্ছতি।
তদন্তে মম চিদ্রূপজ্ঞানং সম্যগ্ ভবেন্নগ।
তেন মুক্তঃ সদৈব স্যাজ্ জ্ঞানান্মুক্তির্ন চান্যথা॥ ৩০ ॥

তাহার এতাদৃশী ভক্তিই পরা ভক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধা জানিবে। এতাদৃশী ভক্তির উদয় হইলে তাহার চিত্তে দেবী ভিন্ন অন্য আর কোন বিষয়েরই চিন্তা থাকে না। হে ভূধর! যাহার যথার্থরূপে এতাদৃশী ভক্তির উদয় হয়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আমার চিন্মাত্ররূপে বিলীন হইয়া যায় ॥ ১১-২৭ ॥

যে হেতু জ্ঞান হইলে ভক্তি ও বৈরাগ্যের সম্পূর্ণতা হয়, অতএব বৈরাগ্য ও ভক্তির পরাকাষ্ঠার নামই জ্ঞান, ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥২৮॥

হে গিরে! যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়াও প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ আমার জ্ঞানাধিকারী হয় না, সেই ব্যক্তি মণিদ্বীপে গমন করে ॥ ২৯ ॥

হে পর্ব্বত! সেই স্থানে গমন করিয়া ইচ্ছা না করিলেও নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং তদন্তে আমার চিদ্রূপ-জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ করে। জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৩০ ॥

ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাদ্ধৃদ্‌গতপ্রত্যগাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥
মম সংবিৎপরতনোস্তস্য প্রাণা ব্রজন্তি ন।
ব্রহ্মৈব সংস্তদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম বেদ যঃ ॥ ৩২ ॥
কণ্ঠচামীকরসমমজ্ঞানাত্তু তিরোহিতম্।
জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেন লব্ধমেব হি লভ্যতে ॥ ৩৩ ॥
বিদিতাবিদিতাদন্যন্নগোত্তম বপুর্মম।
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা জলে তথা পিতৃলোকে ॥ ৩৪ ॥

পর্য্যন্ত এই স্থানে থাকিয়াই যিনি সংবিৎস্বরূপ হৃদ্‌গত প্রত্যগাত্মার জ্ঞানসাধন করিতে পারেন, তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এই শরীরেই বিলীন হইয়া যায়। তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যান, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মরূপেই সম্পন্ন হয়েন" ॥ ৩১-৩২ ॥

যেমন কণ্ঠস্থ স্বর্ণই ভ্রম বশতঃ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, আবার ভ্রমনিবৃত্তি হইয়া যখন তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন যেন অলব্ধ বস্তুই পাইলাম বলিয়া মনে হয়, সেই প্রকার চিরলব্ধ আত্মাও অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকেন, অজ্ঞান-বিনাশ হইলে লব্ধ বস্তুকেই লাভ করিলাম বলিয়া মনে হয় ॥ ৩৩ ॥

হে নগসত্তম! আমার চিদ্রূপ তনু বিদিত ঘটাদি কার্য্য ও অবিদিত মায়ারূপ হইতে ভিন্ন। যেমন আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ এই দেহে আত্মার অনুভব হইয়া থাকে এবং যেমন জলে প্রতিবিম্ব পূর্ব্বাপেক্ষা বিবিক্তরূপে প্রকাশ পায়, সেই প্রকার পিতৃলোকে দেহ হইতে বিবিক্তভাবে আত্মার অনুভব হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

ছায়াতপৌ যথা স্বচ্ছৌ বিবিক্তৌ তদ্বদেব হি।
মম লোকে ভবেজ্‌জ্ঞানং দ্বৈতভানবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৫ ॥
যস্তু বৈরাগ্যবানেব জ্ঞানহীনো ম্রিয়েত চেৎ।
ব্রহ্মলোকে বসেন্নিত্যং যাবৎ কল্পং ততঃ পরম্ ॥ ৩৬ ॥
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ভবেত্তস্য জনিঃ পুনঃ।
করোতি সাধনং পশ্চাত্ততো জ্ঞানং হি জায়তে ॥ ৩৭ ॥
অনেকজন্মভী রাজন্ জ্ঞানং স্যান্নৈকজন্মনা।
ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
নোচেন্মহাম্বিনাশঃ স্যাজ্জন্মৈতদ্দুর্লভং পুনঃ।
তত্রাপি প্রথমে বর্ণে বেদপ্রাপ্তিশ্চ দুর্লভা ॥ ৩৯ ॥

যে প্রকার ছায়া ও আতপের পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হয়, সেই প্রকার মণিদ্বীপে দ্বৈতভানবর্জ্জিত জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি বৈরাগ্যশালী হইয়াও অজ্ঞানহীন অবস্থায়ই প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি প্রলয় পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া তৎপরে পবিত্র শ্রীমান্ ব্যক্তির গৃহে জন্মলাভ করত সাধন করিয়া থাকেন এবং পশ্চাৎ জ্ঞানলাভ করেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥

হে পর্ব্বতরাজ! অনেক জন্মের প্রযত্ন দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়, এক জন্মেই জ্ঞানলাভ হয় না; অতএব জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিবে ॥ ৩৮ ॥

এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জন্মটি বিনষ্ট হইল অর্থাৎ মিথ্যা হইল। কারণ, মনুষ্যজন্মই দুর্লভ, তাহাতে আবার প্রথম বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণ হওয়া দুর্লভ, ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদজ্ঞান অতিশয় দুর্লভ ॥ ৩৯ ॥

শমাদিষট্কসম্পত্তির্যোগসিদ্ধিস্তথৈব চ।
তথোত্তমগুরুপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বমেবাত্র দুর্লভম্ ॥ ৪০ ॥
তথেন্দ্রিয়াণাং পটুতা সংস্কৃতত্বং তনোস্তথা।
অনেকজন্মপুণ্যৈস্তু মোক্ষেচ্ছা জায়তে ততঃ ॥ ৪১ ॥
সাধনে সফলেঽপ্যেবং জায়মানেঽপি যো নরঃ।
জ্ঞানার্থং নৈব যততে তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ৪২ ॥
তস্মাদ্রাজন্ যথাশক্ত্যা জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৩ ॥
ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং, ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন ॥ ৪৪ ॥

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ষট্‌সম্পত্তি, যোগসিদ্ধি ও উত্তম-গুরুপ্রাপ্তি ইহলোকে এই সমস্তই দুর্লভ জানিবে ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয়গণের পটুতা ও বেদোক্ত সংস্কার, ইহাও দুর্লভ বস্তু। এই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়লাভ হইলেও অনেকজন্মীয় সঞ্চিত পুণ্যবলে মোক্ষবিষয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বকথিত এই সমস্ত সাধন থাকিতেও যে মানব জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হয় না, তাহার জন্ম নিরর্থক জানিবে ॥ ৪২ ॥

অতএব হে গিরিরাজ। জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করা কর্ত্তব্য। যিনি জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যত্নশীল, তিনি ক্ষণে ক্ষণেই অশ্বমেধযজ্ঞের ফল নিশ্চিত প্রাপ্ত হয়েন। ৪৩ ॥

ঘৃত যেমন দুগ্ধের অভ্যন্তরে নিগূঢ়ভাবে থাকে, সেই প্রকার প্রত্যেক দেহেই ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন; অতএব মনকে মন্থনদণ্ড

জ্ঞানং লব্ধা কৃতার্থঃ স্যাদিতি বেদান্ত-ডিণ্ডিমঃ।
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

ইতি দেবীগীতায়াং ভক্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

করিয়া সেই বিজ্ঞান-ঘৃতকে সততই মন্থন করা কর্ত্তব্য। মন্থনদণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধ হইতে ঘৃতকে পৃথক্ করে, তেমন মনোদ্বারা দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

জ্ঞানলাভ করিয়া মানব কৃতার্থ হয়, ইহা বেদান্তশাস্ত্র ডিণ্ডিমবাক্যের ন্যায় সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছেন, অতএব জ্ঞানেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। হে গিরীন্দ্র! আমি সংক্ষেপে সমস্তই তোমার নিকট বলিলাম, পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ৪৫ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

হিমালয় উবাচ।

কতি স্থানানি দেবেশি দ্রষ্টব্যানি মহীতলে।
মুখ্যানি চ পবিত্রাণি দেবীপ্রিয়তমানি চ ॥ ১ ॥
ব্রতান্যপি তথা যানি তুষ্টিদান্যুৎসবা অপি।
তৎসর্ব্বং বদ মে মাতঃ কৃতকৃত্যো যতো নরঃ ॥ ২ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সর্ব্বং দৃশ্যং মম স্থানং সর্ব্বে কালা ব্রতাত্মকাঃ।
উৎসবাঃ সর্ব্বকালেষু যতোঽহং সর্ব্বরূপিণী ॥ ৩ ॥
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদথোচ্যতে।
শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা নগরাজ বচো মম ॥ ৪ ॥

হিমালয় জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবেশি! এই অবনীতলে আপনার প্রিয়তম অতি পবিত্র মুখ্য ও দ্রষ্টব্য কতগুলি স্থান আছে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

মাতঃ! যে সকল ব্রত ও উৎসবের অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ কৃত-কৃত্য হয়, আপনার প্রীতিপদ সেই সমস্ত ব্রত ও উৎসবের বিষয়ও কীর্ত্তন করুন ॥ ২ ॥

দেবী বলিলেন, হে নগেন্দ্র! যে হেতু, আমি সর্ব্বাধিষ্ঠানস্বরূপিণী, অতএব ভূমণ্ডলমধ্যে যত স্থান বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই আমার অধিষ্ঠানভূমি এবং আমি সর্ব্বকালময়ী; অতএব সমস্ত কালই আমার ব্রত ও উপবাসাত্মক, অতএব যাহারা অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্তই

কোলাপুরং মহাস্থানং যত্র লক্ষ্মীঃ সদা স্থিতা।
মাতুঃ পুরং দ্বিতীয়ঞ্চ রেণুকাধিষ্ঠিতং পরম্॥ ৫॥
তুল্‌জাপুরং তৃতীয়ং স্যাৎ সপ্তশৃঙ্গং তথৈব চ।
হিঙ্গুলায়া মহাস্থানং জ্বালামুখ্যাস্তথৈব চ॥ ৬॥
শাকম্ভর্য্যাঃ পরং স্থানং ভ্রামর্য্যাঃ স্থানমুত্তমম্।
শ্রীরক্তদন্তিকাস্থানং দুর্গাস্থানং তথৈব চ॥ ৭॥
বিন্ধ্যাচলনিবাসিন্যাঃ স্থানং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
অন্নপূর্ণামহাস্থানং কাঞ্চীপুরমনুত্তমম্॥ ৮॥
ভীমাদেব্যাঃ পরং স্থানং বিমলাস্থানমেব চ।
শ্রীচন্দ্রলামহাস্থানং কৌশিকীস্থানমেব চ॥ ৯॥

আমার প্রীতিপ্রদ জানিবে। তথাপি ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য বশতঃ কিছু নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩-৪॥

দক্ষিণপ্রদেশে কোলাপুর নামক এক মহাস্থান আছে, সেখানে আমি লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা আছি। সহ্য নামক পর্ব্বতে মাতৃপুর নামক দ্বিতীয় স্থান, রেণুকাদেবী তথায় বাস করেন॥ ৫॥

তুল্‌জাপুর নামে তৃতীয় স্থান এবং সপ্তশৃঙ্গ নামক স্থানে হিঙ্গুলা ও জ্বালামুখী বাস করেন॥ ৬॥

উহাই শাকম্ভরী, ভ্রামরী, শ্রীরক্তদন্তিকা এবং দুর্গার মহাস্থান॥ ৭॥

সর্ব্বোত্তমোত্তম কাঞ্চীপুরই বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী এবং অন্নপূর্ণার মহাস্থান জানিবে॥ ৮॥

এই কাঞ্চীপুরই ভীমাদেবী, বিমলা, শ্রীচন্দ্রলা এবং কৌশিকীর মহাস্থান জানিবে। ৯॥

নীলাম্বায়াঃ পরং স্থানং নীলপর্ব্বতমস্তকে।
জাম্বূনদেশ্বরীস্থানং তথা শ্রীনগরং শুভম্ ॥ ১০ ॥
গুহ্যকাল্যা মহাস্থানং নেপালে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মীনাক্ষ্যাঃ পরমং স্থানং যচ্চ প্রোক্তং চিদম্বরে ॥ ১১ ॥
বেদারণ্যং মহাস্থানং সুন্দর্য্যা সমধিষ্ঠিতম্।
একাম্বরং মহাস্থানং পরশক্ত্যা প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২ ॥
মহালসা পরং স্থানং যোগেশ্বর্য্যাস্তথৈব চ।
তথা নীলসরস্বত্যাঃ স্থানং চীনেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥
বৈদ্যনাথে তু বগলাস্থানং সর্ব্বোত্তমং মতম্।
শ্রীমচ্ছ্রীভুবনেশ্বর্য্যা মণিদ্বীপং মম স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥
শ্রীমৎত্রিপুরভৈরব্যাঃ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্।
ভূমণ্ডলে ক্ষেত্ররত্নং মহামায়াধিবাসিতম্ ॥ ১৫ ॥

নীলপর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে নীলাম্বার উৎকৃষ্ট স্থান এবং সুন্দর শ্রীনগরই জাম্বূনদেশ্বরীর পরম স্থান জানিবে ॥ ১০ ॥

নেপাল-দেশে গুহ্যকালীর উৎকৃষ্ট স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে এবং চিদম্বরদেশে মীনাক্ষীর পরম স্থান কথিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

বেদারণ্য-নামক মহাস্থানে সুন্দরী দেবী অবস্থিতা আছেন এবং একাম্বরাখ্য মহাস্থানে পরশক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ১২ ॥

চীনদেশে মহালসা, যোগেশ্বরী এবং নীলসরস্বতীর স্থান প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১৩ ॥

বৈদ্যনাথে বগলার সর্ব্বোত্তম স্থান এবং মণিদ্বীপে ভুবনেশ্বরী আমার পরম স্থান প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১৪ ॥

যে কামরূপ-দেশে সতীদেবীর যোনিমণ্ডল পতিত হইয়াছিল, সেই

নাতঃ পরতরং স্থানং কচিদস্তি ধরাতলে।
প্রতিমাসং ভবেদ্দেবী যত্র সাক্ষাদ্রজস্বলা ॥ ১৬ ॥
তত্রত্যা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পর্ব্বতাত্মকতাং গতাঃ।
পর্ব্বতেষু বসন্ত্যেব মহত্যো দেবতা অপি ॥ ১৭ ॥
তত্রত্যা পৃথিবী সর্ব্বা দেবীরূপা স্মৃতা বুধৈঃ।
নাতঃ পরতরং স্থানং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলাৎ ॥ ১৮ ॥
গায়ত্র্যাশ্চ পরং স্থানং শ্রীমৎপুষ্করমীরিতম্।
অমরেশে চণ্ডিকা স্যাৎ প্রভাসে পুষ্করেক্ষিণী ॥ ১৯ ॥
নৈমিষে তু মহাস্থানে দেবী সা লিঙ্গধারিণী।
পুরুহূতা পুষ্করাখ্যে আষাঢৌ চ রতিস্তথা ॥ ২০ ॥

কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলই ত্রিপুরভৈরবীর মহাস্থান, এই স্থান হইতে উৎকৃষ্ট স্থান আর ধরণীতলে নাই। ভূমণ্ডলে ইহা ক্ষেত্ররত্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই স্থানে মহামায়া বাস করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক মাসে রজোবতী হয়েন ॥ ১৫-১৬ ॥

এই পর্ব্বতস্থ দেবগণ পর্ব্বতভাব প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

পণ্ডিতগণ বলেন যে, সেই স্থানের সমস্ত ভূমিই দেবীস্বরূপা, অতএব কামাখ্যা-যোনিমণ্ডল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই ॥ ১৮ ॥

পুষ্করতীর্থ গায়ত্রীর পরম স্থান, অমরেশে চণ্ডিকা এবং প্রভাসে পুষ্করেক্ষিণী অবস্থিতা আছেন ॥ ১৯ ॥

প্রসিদ্ধা লিঙ্গধারিণী দেবী নৈমিষ-নামক মহাস্থানে বিরাজিতা আছেন। পুষ্করাখ্য স্থানে পুরুহূতা এবং আষাঢ়ি স্থানে রতি অবস্থিতা আছেন ॥ ২০ ॥

চণ্ডমুণ্ডী মহাস্থানে দণ্ডিনী পরমেশ্বরী।
ভারভূতৌ ভবেদ্ভূতির্নাকুলে নকুলেশ্বরী ॥ ২১ ॥
চন্দ্রিকা তু হরিশ্চন্দ্রে শ্রীগিরৌ শাঙ্করী স্মৃতা।
জপ্যেশ্বরে ত্রিশূলা স্যাৎ সূক্ষ্মা চাম্রাতকেশ্বরে ॥ ২২ ॥
শাঙ্করী তু মহাকালে শর্ব্বাণী মধ্যমাভিধে।
কেদারাখ্যে মহাক্ষেত্রে দেবী সা মার্গদায়িনী ॥ ২৩ ॥
ভৈরবাখ্যে ভৈরবী সা গয়ায়াং মঙ্গলা স্মৃতা।
স্থাণুপ্রিয়া কুরুক্ষেত্রে স্বায়ম্ভুব্যাপি নাকুলে ॥ ২৪ ॥
কনখলে ভবেদুগ্রা বিশ্বেশা বিমলেশ্বরে।
অট্টহাসে মহানন্দা মহেন্দ্রে তু মহান্তকা ॥ ২৫ ॥
ভীমে ভীমেশ্বরী প্রোক্তা স্থানে বস্ত্রাপথে পুনঃ।
ভবানী শাঙ্করী প্রোক্তা রুদ্রাণী ত্বর্দ্ধকোটিকে ॥ ২৬ ॥

মহাস্থানে চণ্ডমুণ্ডী, দণ্ডিনী ও পরমেশ্বরী বাস করিয়া থাকেন এবং ভারভূতি স্থানে ভূতি ও নাকুলাখ্য স্থানে নকুলেশ্বরী বিদ্যমানা আছেন ॥ ২১ ॥

হরিশ্চন্দ্র স্থানে চন্দ্রিকা, শ্রীপর্ব্বতে শাঙ্করী, জপ্যেশ্বরে ত্রিশূলা এবং আম্রাতকেশ্বরে সূক্ষ্মা অবস্থিতা আছেন ॥ ২২ ॥

উজ্জয়িনী-দেশে শাঙ্করী, মধ্যমেশ্বরস্থানে শর্ব্বাণী, কেদার-নামক মহাস্থানে প্রসিদ্ধা মার্গদায়িনী দেবী, ভৈরবস্থানে ভৈরবী, গয়াতে মঙ্গলা, কুরুক্ষেত্রে স্থাণুপ্রিয়া, নাকুলে স্বায়ম্ভুবী, কনখলে উগ্রা, বিমলেশ্বরে বিশ্বেশা, অট্টহাসস্থানে মহানন্দা, মহেন্দ্র-পর্ব্বতে মহান্তকা, ভীমস্থানে ভীমেশ্বরী, বস্ত্রাপথ-স্থানে ভবানী, শাঙ্করী, অর্দ্ধকোটিকাখ্য-স্থানে রুদ্রাণী, অবিমুক্তস্থানে বিশালাক্ষী, মহালয়ে মহাভাগা,

অবিমুক্তে বিশালাক্ষী মহাভাগা মহালয়ে।
গোকর্ণে ভদ্রকর্ণী স্যাদ্ভদ্রা স্যাদ্ভদ্রকর্ণকে ॥ ২৭ ॥
উৎপলাক্ষী সুবর্ণাখ্যে স্থাণ্বীশা স্থাণুসংজ্ঞিকে।
কমলালয়ে তু কমলা প্রচণ্ডা ছগলণ্ডকে ॥ ২৮ ॥
কুরণ্ডকে ত্রিসন্ধ্যা স্যান্মাকোটে মুকুটেশ্বরী।
মণ্ডলেশে শাণ্ডকী স্যাৎ কালী কালঞ্জরে পুনঃ ॥ ২৯ ॥
শঙ্ককর্ণে ধ্বনিঃ প্রোক্তা স্থূলা স্যাৎ স্থূলকেশ্বরে।
জ্ঞানিনাং হৃদয়াম্ভোজে হৃল্লেখা পরমেশ্বরী ॥ ৩০ ॥
প্রোক্তানীমানি স্থানানি দেব্যাঃ প্রিয়তমানি চ।
তত্তৎক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা পূর্ব্বং নগোত্তম।
তদুক্তেন বিধানেন পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩১ ॥
অথবা সর্ব্বক্ষেত্রাণি কাশ্যাং সন্তি নগোত্তম।
তত্র নিত্যং বসেন্নিত্যং দেবীভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৩২ ॥

গোকর্ণস্থানে ভদ্রকর্ণী, ভদ্রকর্ণকে ভদ্রা, সুবর্ণাখ্যস্থানে উৎপলাক্ষী, স্থাণু-নামক স্থানে স্থাণ্বীশা, কমলালয়ে কমলা, ছগলণ্ডকস্থানে প্রচণ্ডা, কুরণ্ডকে ত্রিসন্ধ্যা, মাকোট-স্থানে মুকুটেশ্বরী, মণ্ডলেশস্থানে শাণ্ডকী, কালঞ্জর স্থানে কালী, শঙ্ককর্ণ স্থানে ধ্বনি, স্থূলকেশ্বরস্থানে স্থূলা এবং জ্ঞানিগণের হৃৎকমলে দেবী পরমেশ্বরী হৃল্লেখা বাস করিয়া থাকেন ॥ ২৩-৩০ ॥

হে নগসত্তম! এই যে যে স্থান উক্ত হইল, এতৎসমস্তই দেবীর প্রিয়তমা। প্রথমে এই সমস্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তত্তদ্বিধি অনুসারে পশ্চাৎ দেবীর পূজা করিবে ॥ ৩১ ॥

হে নগশ্রেষ্ঠ! অথবা সমস্ত পুণ্যক্ষেত্রই কাশীধামে বিদ্যমান

তানি স্থানানি সম্পশ্যন্ জপন্ দেবাং নিরন্তরম্।
ধ্যায়ংস্তচ্চরণাম্ভোজং মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ ॥ ৩৩ ॥
ইমানি দেবীনামানি প্রাতঃরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
ভস্মীভবন্তি পাপানি তৎক্ষণান্নগ সত্বরম্ ॥ ৩৪ ॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতান্যমলানি দ্বিজাগ্রতঃ।
মুক্তাস্তৎপিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৫ ॥
অধুনা কথয়িষ্যামি ব্রতানি তব সুব্রত ॥
নারীভিশ্চ নরৈশ্চৈব কর্ত্তব্যানি প্রযত্নতঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রতমনন্ততৃতীয়াখ্যং রসকল্যাণিনীব্রতম্।
আর্দ্রানন্দকরং নাম্না তৃতীয়ায়াং ব্রতঞ্চ যৎ ॥ ৩৭ ॥

আছে, এই নিমিত্ত দেবীভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কাশীধামে নিত্য বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

সাধক দেবীমন্ত্র জপ করত সেই সমস্ত স্থান দর্শনপূর্ব্বক দেবীর চরণকমল ধ্যান করিয়া ভব-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন ॥ ৩৩ ॥

হে গিরে! পূর্ব্বোক্ত দেবীর নামাবলী যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপরাশি শীঘ্রই ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৩৪ ॥

যিনি শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার পিতৃগণ মুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়েন ॥৩৫॥

হে সুব্রত! এক্ষণে তোমার নিকট ব্রতসমূহ বলিতেছি। নারী ও নরগণের যত্নপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥

অনন্ততৃতীয়াখ্য ব্রত, রসকল্যাণিনী-ব্রত এবং আর্দ্রানন্দকরব্রত, এই তিনটি ব্রত তৃতীয়াতে করিবে ॥ ৩৭ ॥

শুক্রবারব্রতঞ্চৈব তথা কৃষ্ণচতুর্দ্দশী।
ভৌমবারব্রতঞ্চৈব প্রদোষব্রতমেব চ ॥ ৩৮ ॥
যত্র দেবো মহাদেবো দেবীং সংস্থাপ্য বিষ্টরে।
নৃত্যং করোতি পুরতঃ সার্দ্ধং দেবৈর্নিশামুখে ॥ ৩৯ ॥
তত্রোপোষ্য রজন্যাদৌ প্রদোষে পূজয়েচ্ছিবাম্।
প্রতিপক্ষং বিশেষেণ তদ্দেবীপ্রীতিকারকম্ ॥ ৪০ ॥
সোমবারব্রতঞ্চৈব মমাতিপ্রিয়কৃন্নগ।
তত্রাপি দেবীং সম্পূজ্য রাত্রৌ ভোজনমাচরেৎ ॥ ৪১ ॥
নবরাত্রদ্বয়ঞ্চৈব ব্রতং প্রীতিকরং মম ॥ ৪২ ॥

শুক্রবার-ব্রত, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী-ব্রত, মঙ্গলবার-ব্রত ও প্রদোষ-ব্রত (এই চারি প্রকার ব্রত কথিত আছে)। এই ব্রতে প্রদোষকালে দেবদেব মহাদেব দেবীকে আসনে সংস্থাপিত করিয়া দেবগণের সহিত তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকেন। এই ব্রতে উপবাস করিয়া প্রদোষকালে মঙ্গলময়ী দেবীকে পূজা করিবে। বিশেষতঃ প্রতিপক্ষে এইরূপে পূজা করিলে দেবীর অত্যন্ত প্রীতিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮-৪০ ॥

হে গিরে! সোমবারব্রত আমার অত্যন্তই প্রিয়কর জানিবে। এই সোমবার-ব্রতে দেবীকে পূজা করিয়া রাত্রিতে ভোজন করিবে ॥ ৪১ ॥

নবরাত্রদ্বয়নামে আর একটি ব্রত আছে, তাহা আমার অতিশয় প্রীতিপদ, এই ব্রত শরৎকালে ও বসন্তসময়ে কর্ত্তব্য ॥ ৪২ ॥

এবমন্যান্যপি বিভো নিত্যনৈমিত্তিকানি চ।
ব্রতানি কুরুতে যো বৈ মৎপ্রীত্যর্থং বিমৎসরঃ।
প্রাপ্নোতি মম সাযুজ্যং স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
উৎসবানপি কুর্ব্বীত দোলোৎসবমুখান্ বিভো ॥ ৪৪ ॥
শয়নোৎসবং যথা কুর্য্যাত্তথা জাগরণোৎসবম্।
রথোৎসবঞ্চ মে কুর্য্যাদ্দমনোৎসবমেব চ ॥ ৪৫ ॥
পবিত্রোৎসবমেবাপি শ্রাবণে প্রীতিকারকম্।
মম ভক্তঃ সদা কুর্য্যাদেবমন্যান্ মহোৎসবান্ ॥ ৪৬ ॥
মদ্ভক্তান্ ভোজয়েৎ প্রীত্যা তথা চৈব সুবাসিনীঃ।
কুমারীর্ব্বটুকাংশ্চাপি মদ্বুদ্ধ্যা তদ্গতান্তরঃ।
বিত্তশাঠ্যেন রহিতো যজেদেতান্ সুমাদিভিঃ ॥ ৪৭ ॥

আমার প্রীতির নিমিত্ত যে ব্যক্তি বিমৎসর হইয়া অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক উপাঙ্গ ললিতাদি-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি আমার ভক্ত ও প্রিয়। সে নিশ্চয়ই আমার সাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

হে গিরীন্দ্র! দোলোৎসব প্রভৃতি উৎসবও কর্ত্তব্য ॥ ৪৪ ॥

আমার ভক্তগণ আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসীতে শয়নোৎসব, কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে জাগরণোৎসব, আষাঢ়ী শুক্লতৃতীয়া তিথিতে রথোৎসব, চৈত্রপৌর্ণমাসীতে দমনোৎসব এবং শ্রাবণমাসে আমার প্রিয়কর পবিত্রোৎসব ও এই প্রকার অন্যান্য মহোৎসব করিবে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

এই সমস্ত উৎসবসময়ে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভক্তগণকে, সুবাসিনী কুমারীগণকে ও বালকগণকে আমারই স্বরূপ মনে করিয়া তদ্গতচিত্তে

য এবং কুরুতে ভক্ত্যা প্রতিবর্ষমতন্দ্রিতঃ।
স ধন্যঃ কৃতকৃত্যোঽসৌ মৎপ্রীতেঃ পাত্রমঞ্জসা ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন মম প্রীতিপ্রদায়কম্।
নাশিষ্যায় প্রদাতব্যং নাভক্তায় কদাচন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং দেব্যাঃ স্থানবর্ণনং
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভোজন করাইবে। ইহাতে বিত্তশাঠ্য অথবা কৃপণতা পরিত্যাগ করিবে এবং ইহাদিগকে কুসুমাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যেক বৎসর ভক্তিপূর্ব্বক অনলসভাবে এই প্রকার অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রীতির পাত্র হয় ॥ ৪৮ ॥

আমার প্রীতিদায়ক সমস্ত ব্রতাদিবিষয় তোমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, শিষ্য ব্যতীত অন্যকে অথবা অভক্ত ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৯ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

হিমাচল উবাচ।

দেবদেবি মহেশানি করুণাসাগরেঽম্বিকে।
ব্রূহি পূজাবিধিং সম্যগ্‌ যথাবদধুনা নিজম্‌॥ ১॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বক্ষ্যে পূজাবিধিং রাজন্নম্বিকায়া যথা প্রিয়ম্‌।
অত্যন্তশ্রদ্ধয়া সার্দ্ধং শৃণু পর্ব্বতপুঙ্গব॥ ২॥
দ্বিবিধা মম পূজা স্যাদ্বাহ্যা চাভ্যন্তরাপি চ।
বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা।
বৈদিক্যর্চ্চাপি দ্বিবিধা মূর্ত্তিভেদেন ভূধর॥ ৩॥

হিমালয় বলিলেন, হে মহেশ্বরি! হে দেবদেবি! আপনি করুণার সাগর, জগজ্জননী, আপনি এখন আপনার পূজাবিধি সম্যকরূপে আমার নিকট বলুন॥ ১॥

দেবী বলিলেন, গিরিরাজ! আমি আমার প্রিয়কর পূজাবিধি বলিব। হে পর্ব্বতবর! আপনি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া শ্রবণ করুন॥ ২॥

বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে আমার পূজা দ্বিবিধ, তন্মধ্যে আবার বাহ্য-পূজাও মূর্ত্তিভেদে দ্বিবিধ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিরাট্‌-স্বরূপের ধ্যানরূপ এক প্রকার এবং করচরণাদিবিশিষ্ট ভগবতী-মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া বৈদিক মন্ত্রে আবাহন-বিসর্জ্জনাদি করত পূজা করার নাম দ্বিতীয় প্রকার। তন্মধ্যে বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি বৈদিক বিধি অনুসারে বৈদিক পূজা এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা তান্ত্রিকী পূজা করিবেন॥ ৩-৪॥

বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্য্যা বেদদীক্ষাসমন্বিতৈঃ।
তন্ত্রোক্তদীক্ষাবদ্ভিস্তু তান্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেৎ ॥ ৪ ॥
ইত্থং পূজারহস্যঞ্চ ন জ্ঞাত্বা বিপরীতকম্।
করোতি যো নরো মূঢ়ঃ স পতত্যেব সর্ব্বথা ॥ ৫ ॥
তত্র যা বৈদিকী প্রোক্তা প্রথমা তাং বদাম্যহম্ ॥ ৬ ॥
যন্মে সাক্ষাৎ পরং রূপং দৃষ্টবানসি ভূধর।
অনন্তশীর্ষনয়নমনন্তচরণং মহৎ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বশক্তিসমাযুক্তং প্রেরকং যৎ পরাৎপরম্।
তদেব পূজয়েন্নিত্যং নমেদ্ধ্যায়েৎ স্মরেদপি ॥ ৮ ॥
ইত্যেতৎ প্রথমার্চ্চায়াঃ স্বরূপং কথিতং নগ।
শান্তঃ সমাহিতমনা দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥
তৎপরো ভব তদ্‌যাজী তদেব শরণং ব্রজ।
তদেব চেতসা পশ্য জপ ধ্যায়স্ব সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি এই প্রকার পূজা-রহস্য না জানিয়া বিপরীতভাবে অনুষ্ঠান করে, সে সর্ব্বদাই নরকাদিতে পতিত হয় ॥ ৫ ॥

হে ভূধর! উক্ত পূজাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে বৈদিকী পূজার বিষয় বলিতেছি। তুমি যে আমার অনন্তশীর্ষ, অনন্ত-নয়ন, অনন্ত-চরণ, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত, জীবগণের বুদ্ধি-প্রেরক, পরাৎপর অতি মহৎ পরম-রূপ সাক্ষাৎ করিয়াছ, সেই রূপকেই সর্ব্বদা পূজা করিবে, নমস্কার করিবে, ধ্যান করিবে এবং স্মরণ করিবে। হে গিরে! ইহাই প্রথম পূজা অর্থাৎ বৈদিকী পূজার স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। এই পূজা কিরূপ ভাব-সমন্বিত হইয়া করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন।— শান্ত, সমাহিতচিত্ত, দম্ভ ও অহঙ্কার-বর্জ্জিত এবং তন্নিষ্ঠ হইয়া

অনন্যয়া প্রেমযুক্তভক্ত্যা মদ্ভাবমাশ্রিতঃ।
যজ্ঞৈর্যজ তপোদানৈর্মামেব পরিতোষয় ॥ ১১ ॥
ইত্থং মমানুগ্রহতো মোক্ষ্যসে ভববন্ধনাৎ।
মৎপরা যে মদাসক্তচিত্তা ভক্তবরা মতাঃ।
প্রতিজানে ভবাদস্মাদুদ্ধরাম্যচিরেণ তু ॥ ১২ ॥
ধ্যানেন কর্ম্মযুক্তেন ভক্তিজ্ঞানেন বা পুনঃ।
প্রাপ্যাহং সর্ব্বথা রাজন্ন তু কেবলকর্ম্মভিঃ ॥ ১৩ ॥
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তির্ভক্তেঃ সংজায়তে পরঃ ॥ ১৪ ॥

সেই বিরাট্-রূপের পূজা কর, তাঁহারই শরণাগত হও, চিত্ত দ্বারা তাঁহারই সাক্ষাৎকার কর, তাঁহাকেই সর্ব্বদা জপ ও ধ্যান কর, একাগ্র প্রেমপূর্ণ-ভক্তিসম্পন্ন হইয়া মদীয় ভাব আশ্রয় পূর্ব্বক যজ্ঞ কর এবং তপস্যা ও দান দ্বারা একমাত্র আমাকেই পরিতুষ্ট কর। এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা আমার অনুগ্রহ হইলে সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে একান্ত আসক্তচিত্ত হয়, তাহাকেই আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি, এতাদৃশ ভক্তগণকে আমি অচিরকালমধ্যেই সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬-১২ ॥

হে গিরিরাজ! কর্ম্মযুক্ত ধ্যান-যোগ অথবা ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানযোগ দ্বারাই আমাকে লাভ করিতে পারে, তদ্ব্যতীত কেবল কর্ম্মযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্ম হইতে ভক্তির উৎপত্তি হয় এবং ভক্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ॥ ১৪ ॥

শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতং যৎ স ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যশাস্ত্রেণ যঃ প্রোক্তো ধর্ম্মাভাসঃ স উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেশ্চ মত্তো বেদঃ সমুত্থিতঃ।
অজ্ঞানস্য মমাভাবাদপ্রমাণা ন চ শ্রুতিঃ ॥ ১৬ ॥
স্মৃতয়শ্চ শ্রুতেরর্থং গৃহীত্বৈব চ নির্গতাঃ।
মন্বাদীনাং স্মৃতীনাঞ্চ ততঃ প্রামাণ্যমিষ্যতে ॥ ১৭ ॥
ক্বচিৎ কদাচিৎ তন্ত্রার্থকটাক্ষেণ পরোদিতম্।
ধর্ম্মং বদন্তি সোঽংশস্তু নৈব গ্রাহ্যোঽস্তি বৈদিকৈঃ ॥ ১৮ ॥

এখন ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা শ্রবণ কর, শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা প্রতিপাদিত কর্ম্মই ধর্ম্ম নামে অভিহিত। শ্রুতি-স্মৃতি ব্যতীত অন্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মাভাস মাত্র। ১৫ ॥

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ মৎস্বরূপ হইতেই বেদ সমুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব বেদের অপ্রামাণ্য আশঙ্কিত হইতে পারে না, কারণ, আমি অজ্ঞান-বিরহিত, সুতরাং মদুৎপন্ন বেদ ভ্রান্তিরহিত সত্য বস্তু। অন্য শাস্ত্র অজ্ঞপুরুষকল্পিত, সুতরাং তাহা অপ্রমাণ এবং তদুক্ত ধর্ম্মও ধর্ম্মাভাস বলিয়া গণ্য, প্রকৃতপক্ষে বেদোক্তধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

বেদের অর্থ গ্রহণ করিয়াই স্মৃতিশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, অতএব মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যে কোন স্থলে বেদার্থের বিরুদ্ধভাবে ধর্ম্ম-বিষয়ে বলা হইয়াছে, তাহা বৈদিক ব্যক্তির গ্রাহ্য নহে ॥ ১৮ ॥

অন্যেষাং শাস্ত্রকর্তৃণামজ্ঞানপ্রভবত্বতঃ।
অজ্ঞানদোষদুষ্টত্ব ত্তদুক্তে ন প্রমাণতা।
তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থং সর্ব্বথা বেদমাশ্রয়েৎ ॥ ১৯ ॥
রাজাজ্ঞা চ যথা লোকে হন্যতে ন কদাচন।
সর্ব্বেশান্যা মমাজ্ঞা সা শ্রুতিস্ত্যাজ্যা কথং নৃভিঃ ॥ ২০ ॥
মদাজ্ঞারক্ষণার্থন্তু ব্রহ্মক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
ময়া সৃষ্টা ততো জ্ঞেয়ং রহস্যঞ্চ শ্রুতের্ব্বচঃ ॥ ২১ ॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভূধর।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদা বেশান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥ ২২ ॥

কারণ, বেদ ভিন্ন শাস্ত্রকর্ত্তৃদিগের বাক্য অজ্ঞান-সম্ভূত, সুতরাং তাহাতে অজ্ঞানদোষ বর্ত্তমান আছে, অতএব তাহার প্রামাণ্য হইতে পারে না। এই কারণ মুমুক্ষু ব্যক্তি ধর্ম্মজ্ঞানের নিমিত্ত সর্ব্বদা বেদকেই আশ্রয় করিবেন ॥ ১৯ ॥

যেমন লোকে রাজার আজ্ঞা কুত্রাপি ব্যাহত হয় না, সেই প্রকার সর্ব্বেশানী অর্থাৎ রাজরাজেশ্বরী আমার আজ্ঞাস্বরূপ শ্রুতিও মানবগণের কেমন করিয়া পরিত্যাজ্য হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

আমি আমার আজ্ঞাভূত শ্রুতিরক্ষার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আমার রহস্যভূত শ্রুতিবাক্য অবশ্যই জ্ঞাতব্য ॥ ২১ ॥

হে ভূধর যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই কালেই আমি শাকম্ভরী প্রভৃতি এবং রামকৃষ্ণাদিরূপে অবতীর্ণা হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥

দেবদৈত্যবিভাগশ্চাপ্যতএবাভবন্নৃপ ॥ ২৩ ॥
যে ন কুর্ব্বন্তি তদ্ধর্ম্মং তাচ্ছিক্ষার্থং ময়া সদা।
সম্পাদিতাস্তু নরকাস্ত্রাসো যচ্ছ্রবণাদ্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
যো বেদধর্ম্মমুজ্ঝিত্য ধর্ম্মমন্যং সমাশ্রয়েৎ।
রাজা প্রবাসয়েদ্দেশান্নিজাদেতানধর্ম্মিণঃ।
ব্রাহ্মণৈশ্চ ন সম্ভাব্যাঃ পঙ্‌ক্তিগ্রাহ্যা ন চ দ্বিজৈঃ ॥ ২৫ ॥
অন্যানি যানি শাস্ত্রাণি লোকেঽস্মিন্বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্ব্বশঃ ॥ ২৬ ॥
বামং কাপালকঞ্চৈব কৌলকং ভৈরবাগমঃ।
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতো নান্যহেতুকঃ ॥ ২৭ ॥

হে পর্ব্বতরাজ! এই বেদের সদ্ভাব বশতই বেদরক্ষক দেবগণ ও বেদবিনাশক দৈত্যগণ—এই প্রকার বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান না করে, তাহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত আমি বহুবিধ নরকের সৃষ্টি করিয়াছি, কারণ, সেই নরকের কথা শ্রবণ করিলে তাহাদের চিত্তে ভয় উপস্থিত হইবে ॥ ২৩-২৪ ॥

যে ব্যক্তি বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রাজা স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। ব্রাহ্মণগণ তাহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন না এবং দ্বিজগণ পঙ্‌ক্তিভোজনে তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ॥ ২৫ ॥

এই লোকে শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ অন্যান্য যে সমস্ত শাস্ত্র আছে, তাহাকে সর্ব্বথা তামস শাস্ত্র বলিয়া জানিবে ॥ ২৬ ॥

বাম, কাপালক, কৌলক এবং ভৈরবাগম—এই সমস্ত শাস্ত্র মহাদেব

দক্ষশাপাদ্ভৃগোঃ শাপাদ্দধীচস্য চ শাপতঃ।
দগ্ধা যে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ২৮ ॥
তেষামুদ্ধরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা।
শৈবাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চৈব সৌরাঃ শাক্তাস্তথৈব চ ॥ ২৯ ॥
গাণপত্যা আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেণ তু ॥ ৩০ ॥
তত্র বেদবিরুদ্ধোঽংশোঽপ্যুক্ত এক ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
বৈদিকৈস্তদ্গ্রহে দোষো ন ভবত্যেব কর্হিচিৎ ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বথা বেদভিন্নার্থে নাধিকারী দ্বিজো ভবেৎ।
বেদাধিকারহীনস্তু ভবেত্তত্রাধিকারবান্ ॥ ৩২ ॥

লোকের মোহনার্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, নতুবা তৎপ্রণয়নে তাঁহার আর কোন কারণ নাই ॥ ২৭ ॥

যে সকল ব্রাহ্মণগণ দক্ষ, শুক্র ও দধীচি মুনির শাপে দগ্ধ হইয়া বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত অর্থাৎ জন্মান্তরে বেদাধিকার প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ ঈশ্বরোপাসনা কর্ত্তব্য, এই মনে করিয়া শঙ্করদেব শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত এবং গাণপত্য, এই পঞ্চ প্রকার আগম প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ২৮-৩০ ॥

তাহাতে কোন কোন স্থলে বেদের অবিরুদ্ধ অংশ এবং কোন কোন স্থলে বেদবিরুদ্ধ অংশ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বেদাবিরুদ্ধ অংশ বৈদিকগণের গ্রাহ্য হইতে পারে, তাহাতে কিছুই দোষ নাই, কিন্তু সর্ব্বথা বেদবিরুদ্ধ অংশে দ্বিজগণ কখনই অধিকারী হইতে পারেন না। যাহারা বেদে অনধিকারী, তাহারাই তত্তৎবিরুদ্ধ অংশ-গ্রহণে অধিকারী হইয়া থাকে ॥ ৩১-৩২ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈদিকো বেদমাশ্রয়েৎ।
ধর্ম্মেণ সহিতং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বৈষণাঃ পরিত্যজ্য মামেব শরণং গতাঃ।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তো মানাহঙ্কারবর্জ্জিতাঃ ৩৪ ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা মৎস্থানকথনে রতাঃ।
সন্ন্যাসিনো বনস্থাশ্চ গৃহস্থা ব্রহ্মচারিণঃ।
উপাসন্তে সদা ভক্ত্যা যোগমৈশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩৫ ॥
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানামহমজ্ঞানজং তমঃ।
জ্ঞানসূর্য্যপ্রকাশেন নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
ইত্থং বৈদিকপূজায়াঃ প্রথমায়া নগাধিপ।
স্বরূপমুক্তং সংক্ষেপাদ্দ্বিতীয়ায়া অথো ব্রুবে ॥ ৩৭ ॥

অতএব বেদাধিকারী ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যেহেতু, বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই পরম ব্রহ্মের প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

যে সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ এবং ব্রহ্মচারিগণ সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাগত হইয়া সর্ব্বভূতে দয়াবান্, মানাহঙ্কারবর্জ্জিত, মচ্চিত্ত, মদ্গতপ্রাণ এবং আমার স্থানবর্ণনে নিরত হইয়া বিরাট্ স্বরূপোপাসনানামক যোগের অনুষ্ঠান করে, আমি সেই নিত্য যোগানুরক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ করত অজ্ঞানজাত অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৪-৩৬ ॥

হে নগেন্দ্র! এই আমি সংক্ষেপে প্রথমা বৈদিকী পূজার স্বরূপ বর্ণন করিলাম, অনন্তর দ্বিতীয় বৈদিকী পূজার স্বরূপ বলিতেছি ॥ ৩৭ ॥

মূর্ত্তৌ বা স্থণ্ডিলে বাপি তথা সূর্য্যেন্দুমণ্ডলে।
জলেঽথবা বাণলিঙ্গে যন্ত্রে বাপি মহাপটে ॥ ৩৮ ॥
তথা শ্রীহৃদয়াম্ভোজে ধ্যায়েদ্দেবীং পরাৎপরাম্।
সগুণাং করুণাপূর্ণাং তরুণীমরুণারুণাম্ ॥ ৩৯ ॥
সৌন্দর্য্যসারসীমান্তাং সর্ব্বাবয়বসুন্দরাম্।
শৃঙ্গাররসসম্পূর্ণাং সদা ভক্তার্ত্তিকাতরাম্ ॥ ৪০ ॥
প্রসাদসুমুখীমম্বাং চন্দ্রখণ্ডশিখণ্ডিনীম্।
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরামানন্দরূপিণীম্ ॥ ৪১ ॥
পূজয়েদুপচারৈশ্চ যথাবিত্তানুসারতঃ ॥ ৪২ ॥
যাবদান্তরপূজায়ামধিকারো ভবেন্ন হি।
তাবদ্বাহ্যামিমাং পূজাং শ্রয়েজ্জাতে তু তাং ত্যজেৎ ॥ ৪৩ ॥

মূর্ত্তি, পরিষ্কৃত ভূমি, সূর্য্যমণ্ডল, জল, বাণলিঙ্গ, যন্ত্র, বস্ত্র এবং হৃৎপদ্ম ইহাদের অন্যতম স্থানে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী, করুণারস-পরিপূর্ণা, যুবতী, অরুণবৎ রক্তবর্ণা, সৌন্দর্য্যসারসীমা, সর্ব্বাবয়বসুন্দরী, শৃঙ্গাররসসম্পূর্ণা, সর্ব্বদা ভক্তজনের আর্ত্তিদর্শনে কাতরা, প্রসাদসুমুখী, অর্দ্ধচন্দ্রশোভিতশেখরা, চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়ধারিণী, আনন্দরূপিণী, পরাৎপরা, দেবী জগদম্বিকাকে ধ্যান করিবে এবং নিজের বিত্তানুসারে নানাবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিবে। যাবৎ পর্য্যন্ত আন্তর-পূজাতে অধিকার না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই প্রকার বাহ্য-পূজার অনুষ্ঠান করিবে। যখন আন্তর-পূজার অধিকার হয়, তখন বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিবে। ৩৮-৪৩ ॥

আভ্যন্তরা তু যা পূজা সা তু সংবিল্লয়ঃ স্মৃতঃ।
সংবিদের পরং রূপমুপাধিরহিতং মম ॥ ৪৪ ॥
অতঃ সংবিদি মদ্রূপে চেতঃ স্থাপ্যং নিরাশ্রয়ম্।
সংবিদ্রূপাতিরিক্তস্তু মিথ্যা মায়াময়ং জগৎ ॥ ৪৫ ॥
অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
ভাবয়েন্নির্ম্মনস্কেন যোগযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৬ ॥
অতঃপরং বাহ্যপূজাবিস্তারঃ কথ্যতে ময়া।
সাবধানেন মনসা শৃণু পর্ব্বতসত্তম ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং পূজাবিধিবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

উপাধিবিরহিত সংবিৎ বা ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই সংবিৎস্বরূপে চিত্তবিলয়ের নামই আন্তর-পূজা জানিবে ॥ ৪৪ ॥

অতএব সংবিৎস্বরূপ মদীয় রূপে একান্তভাবে চিত্তস্থাপন করিবে এবং সংবিৎ বা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত জগৎই যেহেতু মায়াময় মিথ্যা, অতএব সংসারবিনাশের নিমিত্ত আত্মস্বরূপিণী সর্ব্বসাক্ষিণী আমাকে নির্ব্বিকল্প ভক্তিযোগযুক্তচিত্তে ভাবনা করিবে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

হে পর্ব্বতসত্তম! এই আন্তরপূজা-বিষয় বলিলাম, অতঃপর বিস্তার পূর্ব্বক বাহ্যপূজা-বিষয় বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥৪৭॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

প্রাতরুত্থায় শিরসি সংস্মরেৎ পদ্মমুজ্জ্বলম্।
কর্পূরাভং স্মরেত্তত্র শ্রীগুরুং নিজরূপিণম্॥ ১ ॥
সুপ্রসন্নং লসদ্ভূষাভূষিতং শক্তিসংযুতম্।
নমস্কৃত্য ততো দেবীং কুণ্ডলীং সংস্মরেদ্‌বুধঃ ॥ ২ ॥
প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াণে, প্রতিপ্রয়াণেঽপ্যমৃতায়মানাম্।
অন্তঃপদব্যামনুসঞ্চরন্তীমানন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥
ধ্যাত্বৈবং তচ্ছিখামধ্যে সচ্চিদানন্দরূপিণীম্।
মাং ধ্যায়েদথ শৌচাদিক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সমাচরেৎ ॥ ৪ ॥

দেবী বলিলেন, সাধকগণ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া শিরোদেশে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সমুজ্জ্বল কর্পূরবর্ণ অর্থাৎ শুভ্র সহস্রারপদ্ম স্মরণ করিবে এবং তাহার অভ্যন্তরে সুপ্রসন্ন অত্যুত্তম ভূষা-বিভূষিত স্বপত্নীসংযুক্ত নিজ গুরুর সমানাকৃতি শ্রীগুরুকে প্রণাম করত দেবী কুণ্ডলিনী শক্তিকে চিন্তা করিবে ॥ ১-২ ॥

যিনি মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র-গমনকালে প্রকাশমানা অর্থাৎ চৈতন্যরূপে ভাসমানা, আবার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মূলাধারে গমনকালে অমৃতায়মানা অর্থাৎ আনন্দামৃতময়ী এবং যিনি সর্ব্বদা এইরূপে সুষুম্নাপথে গমনাগমনশীলা, সেই পরাশক্তি আনন্দরূপিণী কুণ্ডলিনীকে আমি শরণরূপে প্রাপ্ত হই। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মূলাধারস্থিত চৈতন্যরূপ অগ্নির কুণ্ডলিনীরূপ শিখার অভ্যন্তরে সচ্চিদানন্দরূপিণী

অগ্নিহোত্রং ততো হুত্বা মৎপ্রীত্যর্থং দ্বিজোত্তমঃ।
হোমান্তে স্বাসনে স্থিত্বা পূজাসঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ৫ ॥
ভূতশুদ্ধিং পুরা কৃত্বা মাতৃকান্যাসমেব চ।
হৃল্লেখামাতৃকান্যাসং নিত্যমেব সমাচরেৎ ॥ ৬ ॥
মূলাধারে হকারঞ্চ হৃদয়ে চ রকারকম্।
ভ্রূমধ্যে তদ্বদীকারং হ্রীঙ্কারং মস্তকে ন্যসেৎ ॥ ৭ ॥
তত্তন্মন্ত্রোদিতানন্যান্ ন্যাসান্ সর্ব্বান্ সমাচরেৎ।
কল্পয়েৎ স্বাত্মনো দেহে পীঠং ধর্ম্মাদিভিঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥
ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং প্রাণায়ামৈর্ব্বিজৃম্ভিতে।
হৃদম্ভোজে মম স্থানে পঞ্চ-প্রেতাসনে বুধঃ ॥ ৯ ॥

আমার ধ্যান করিবে, অনন্তর শৌচ ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবে ॥ ৩-৪ ॥

দ্বিজোত্তম ব্যক্তি আমার প্রীতির নিমিত্ত অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিয়া তৎপরে স্বীয় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পূজার সঙ্কল্প করিবে ॥ ৫ ॥

অনন্তর প্রথমে ভূতশুদ্ধি করিয়া তৎপরে মাতৃকান্যাস করিবে। মাতৃকান্যাস হৃল্লেখা অর্থাৎ মায়াবীজ দ্বারা নিত্যই করিবে ॥ ৬ ॥

তৎপরে মায়াবীজের প্রত্যেক অক্ষর দ্বারা ন্যাস করিবে অর্থাৎ মূলাধারে হকার, হৃদয়ে রকার, ভ্রূমধ্যে ঈকার এবং মস্তকে সমস্ত মন্ত্রটি (হ্রীঁ) বিন্যাস করিবে। তত্তন্মন্ত্রোক্ত অন্যান্য সমস্ত ন্যাস করিয়া স্বদেহে ধর্ম্মাদির পীঠ কল্পনা করত পূজা করিবে ॥ ৭-৮ ॥

অনন্তর প্রাণায়াম দ্বারা বিকসিত হৃৎকমলরূপ আমার স্থানে পঞ্চ-প্রেতাসনস্থিতা মহাদেবীকে চিন্তা করিবে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে পঞ্চ মহাপ্রেতাঃ পাদমূলে মম স্থিতাঃ॥ ১০॥
পঞ্চভূতাত্মকা হ্যেতে পঞ্চাবস্থাত্মকা অপি।
অহন্ত্বব্যক্তচিদ্রূপা তদতীতাস্মি সর্ব্বদা।
ততো বিষ্টরতাং যাতাঃ শক্তিতন্ত্রেষু সর্ব্বদা॥ ১১॥
ধ্যাত্বৈবং মানসৈর্ভোগৈঃ পূজয়েন্মাং জপেদপি।
জপং সমর্প্য শ্রীদেব্যৈ ততোঽর্ঘ্যস্থাপনঞ্চরেৎ॥ ১২॥
পাত্রাসাদনকং কৃত্বা পূজাদ্রব্যাণি শোধয়েৎ।
জলেন তেন মন্ত্রনা চাস্ত্রমন্ত্রেণ দেশিকঃ॥ ১৩॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর এবং সদাশিব—ইঁহারাই পঞ্চপ্রেত বলিয়া কথিত। এই পঞ্চপ্রেত আমার পাদমূলে অবস্থিত রহিয়াছে॥ ১০॥

ইঁহারা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চভূতের এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তূর্য্য ও অতীত—এই পঞ্চ অবস্থার অধিপতি, আর আমি পঞ্চভূতের অতীত এবং তূর্য্য ও অতীত অবস্থা হইতেও অতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপিণী, তাই তাঁহারা আমার আসনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা শক্তিমন্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে॥ ১১॥

আমাকে এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস-উপচার দ্বারা পূজা করত যথাবিধি মূলমন্ত্র জপপূর্ব্বক দেবীর উদ্দেশে জপফল সমর্পণ করত বাহ্যপূজার নিমিত্ত অর্ঘ্যস্থাপন করিবে॥ ১২॥

অনন্তর সাধক অর্ঘ্যপাত্রাসাদনাদি করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা পূজাদ্রব্য সকল সংশোধন করিবে॥ ১৩॥

দিগ্বন্ধঞ্চ পুরা কৃত্বা গুরূন্নত্বা ততঃ পরম্।
তদনুজ্ঞাং সমাদায় বাহ্যপীঠে ততঃ পরম্॥ ১৪ ॥
হৃদিস্থাং ভাবিতাং মূর্ত্তিং মম দিব্যাং মনোহরাম্॥ ১৫ ॥
আবাহয়েত্ততঃ পীঠে প্রাণস্থাপনবিদ্যয়া।
আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যাদ্যাচমনন্তথা॥ ১৬ ॥
স্নানং বাসোদ্বয়ঞ্চৈব ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ।
গন্ধপুষ্পং যথাযোগ্যং দত্ত্বা দেব্যৈ স্বভক্তিতঃ।
মন্ত্রস্থানামাবৃতীনাং পূজনং সম্যগাচরেৎ॥ ১৭ ॥
প্রতিবারমশক্তানাং শুক্রবারো নিয়ম্যতে॥ ১৮ ॥
মূলদেবীপ্রভারূপাঃ স্মর্ত্তব্যা অঙ্গদেবতাঃ।
তৎপ্রভাপটলব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যঞ্চ বিচিন্তয়েৎ॥ ১৯ ॥

প্রথমে দিগ্বন্ধন করিয়া পরে গুরুপঙ্‌ক্তি নমস্কার করত দেবীর আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রাদি বাহ্যপীঠে, হৃদিস্থিত পূর্ব্বভাবিত মনোহর দিব্য আমার মূর্ত্তিকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে, অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, স্নান, বস্ত্রযুগল, ভূষণ, গন্ধ, এই সমস্ত দ্রব্য যথাযোগ্য দেবীকে অর্পণ করিয়া সম্যক্‌রূপে যন্ত্রস্থ আবরণদেবতার পূজা করিবে। যদি প্রত্যেক দিন আবরণদেবতার পূজা করিতে সমর্থ না হয়, তবে শুক্রবারে অবশ্যই করিবে॥ ১৪-১৮ ॥

আবরণদেবতাগণকে মূলদেবীর প্রভাস্বরূপ মনে করিবে এবং তৎপ্রভামণ্ডলে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত চিন্তা করিবে॥ ১৯ ॥

পুনরাবৃত্তিসহিতাং মূলদেবীঞ্চ পূজয়েৎ।
গন্ধাদিভিঃ সুগন্ধৈস্তু তথা পুষ্পৈঃ সুবাসিতৈঃ।
নৈবেদ্যৈস্তর্পণৈশ্চৈব তাম্বূলৈর্দক্ষিণাদিভিঃ ॥ ২০ ॥
তোষয়েন্মাং ত্বৎকৃতেন নাম্নাং সাহস্রকেণ চ।
কবচেন চ সূক্তেনাহং রুদ্রেভিরিতি প্রভো ॥ ২১ ॥
দেব্যথর্ব্বশিরোমন্ত্রৈর্হৃল্লেখোপনিষদ্ভবৈঃ।
মহাবিদ্যামহামন্ত্রৈস্তোষয়েন্মাং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২২ ॥
ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং প্রেমার্দ্রহৃদয়ো নরঃ ॥ ২৩ ॥
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গৈর্ব্বাষ্পরুদ্ধাক্ষিনিঃস্বনঃ।
নৃত্যগীতাদিঘোষেণ তোষয়েন্মাং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২৪ ॥

এই প্রকারে আবরণ-দেবতাগণকে যথাস্থানে স্থিতরূপে ধ্যান ও পূজা করিয়া পুনরপি সাবরণা সায়ুধা শক্তিযুক্তা শ্রীভুবনেশ্বরীকে সুগন্ধ গন্ধাদি, সুগন্ধ পুষ্প, নৈবেদ্য, তর্পণ, তাম্বূল এবং দক্ষিণাদি উপচার দ্বারা পূজা করিবে এবং তোমার কৃত (হিমালয়কৃত) সহস্রনাম-স্তোত্র, তন্ত্রাদিপ্রোক্ত কবচ, অহংরুদ্রেভিঃ ইত্যাদি দেবীসূক্ত, ভুবনেশ্বরী উপনিষদের "সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপাতস্থুঃ" ইত্যাদি মন্ত্র এবং মহাবিদ্যার মহামন্ত্র দ্বারা আমাকে বার বার পরিতুষ্টা করিবে। অনন্তর সাধক প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং পুলকাঙ্কিতাঙ্গ হইয়া প্রেমাশ্রু-পরিপূর্ণনেত্রে গদ্গদবাক্যে নৃত্য ও গীতাদি দ্বারা বারংবার আমার সন্তোষসাধন করিবে ॥ ২০-২৪ ॥

বেদপারায়ণৈশ্চৈব পুরাণৈঃ সকলৈরপি।
প্রতিপাদ্যা যতোঽহং বৈ তস্মাত্তৈস্তোষয়েত্তু মাম্।
নিজং সর্ব্বস্বমপি মে সদেহং নিত্যশোঽর্পয়েৎ ॥ ২৫ ॥
নিত্যহোমং ততঃ কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণাংশ্চ সুবাসিনীঃ।
বটুকান্ পামরানন্যান্ দেবীবুদ্ধ্যা তু ভোজয়েৎ ॥ ২৬॥
নীত্বা পুনঃ স্বহৃদয়ে ব্যুৎক্রমেণ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বং হৃল্লেখয়া কুর্য্যাৎ পূজনং মম সুব্রত।
হৃল্লেখা সর্ব্বমন্ত্রাণাং নায়িকা পরমা স্মৃতা ॥ ২৮ ॥
হৃল্লেখাদর্পণে নিত্যমহস্ত্ব প্রতিবিম্বিতা।
তস্মাদ্ধৃল্লেখয়া দত্তং সর্ব্বমন্ত্রৈঃ সমর্পিতম্।
গুরুং সংপূজ্য ভূষাদ্যৈঃ কৃতকৃত্যত্বমাবহেৎ ॥ ২৯ ॥

যে হেতু, আমি বেদ ও সমস্ত পুরাণের প্রতিপাদ্য বস্তু, অতএব বেদাধ্যয়ন ও সকল পুরাণপাঠ দ্বারা আমাকে পরিতুষ্টা করিবে এবং স্বদেহের সহিত সর্ব্বস্ব আমাকে অর্পণ করিবে ॥ ২৫ ॥

অনন্তর নিত্যহোম সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ, সুবাসিনী কুমারী, ব্রাহ্মণবালক এবং আপামরসাধারণকে দেবীজ্ঞানে ভোজন করাইবে। তৎপরে নিজ হৃদয়স্থিতা দেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক সংহারমুদ্রা দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে ॥ ২৬-২৭ ॥

হে সুব্রত! হৃল্লেখা মন্ত্রই (মায়াবীজই) সর্ব্বমন্ত্রের মধ্যে প্রধান; অতএব আমার পূজাদি সমস্তই ঐ মন্ত্রে সম্পন্ন করিবে ॥ ২৮ ॥

আমি হৃল্লেখারূপ দর্পণে সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বিতা আছি; অতএব হৃল্লেখামন্ত্রে সমর্পণ করিলেই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা সমর্পিত হইয়া থাকে।

য এবং পূজয়েদ্দেবীং শ্রীমদ্ভুবনসুন্দরীম্।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ ক্বচিদস্তি হি ॥ ৩০ ॥
দেহান্তে তু মণিদ্বীপং মম যাত্যেব সর্ব্বথা।
জ্ঞেয়ো দেবীস্বরূপোঽসৌ দেবা নিত্যং নমন্তি তম্ ॥ ৩১ ॥
ইতি তে কথিতং রাজন্ মহাদেব্যাঃ প্রপূজনম্ ॥ ৩২ ॥
বিমৃশ্যৈতদশেষেণাপ্যধিকারানুরূপতঃ।
কুরু মে পূজনং তেন কৃতার্থস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৩৩ ॥
ইদন্তু গীতাশাস্ত্রং মে নাশিষ্যায় বদেৎ ক্বচিৎ।
নাভক্তায় প্রদাতব্যং ন ধূর্ত্তায় চ দুর্হৃদে ॥ ৩৪ ॥

এই প্রকারে আমার পূজা করিয়া পূজাভূষণাদি দ্বারা শ্রীগুরুর পূজা করত আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিবে ॥ ২৯ ॥

যে ব্যক্তি এই প্রকারে শ্রীমদ্ভুবনেশ্বরী দেবীকে অর্চ্চনা করে, তাহার কোন কালে কোন স্থানে কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না ॥ ৩০ ॥

সে ব্যক্তি দেহত্যাগের পর মণিদ্বীপ নামক আমার স্থানে গমন করিয়া থাকে। এই প্রকার সাধককে দেবীস্বরূপ বলিয়া জানিবে। দেবতারাও ইহাকে নিত্য নমস্কার করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

হে গিরিরাজ। আমি তোমার নিকট এই দেবী-পূজাবিষয় কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৩২ ॥

এতৎসমস্ত বিবেচনাপূর্ব্বক নিজের অধিকারানুসারে আমার পূজা কর, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইতে পারিবে ॥ ৩৩ ॥

আমার এই গীতা-শাস্ত্র কখনই শিষ্য ব্যতীত অন্যকে বলিও না এবং অভক্ত ব্যক্তি ও ধূর্ত্ত দুর্ম্মনস্ক জনকে প্রদান করিও না ॥ ৩৪ ॥

এতৎ প্রকাশনং মাতুরুদ্‌ঘাটনমুরোজয়োঃ।
তস্মাদবশ্যং যত্নেন গোপনীয়মিদং সদা ॥ ৩৫ ॥
দেয়ং ভক্তায় শিষ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় চৈব হি।
সুশীলায় সুবেশায় দেবীভক্তিযুতায় চ ॥ ৩৬ ॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতদ্‌ব্রাহ্মণানাং সমীপতঃ।
তৃপ্তাস্তৎপিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমং পদম্‌ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবাশ্চ মুদিতাঃ সর্ব্বে দেবীদর্শনতোঽভবন্‌ ॥ ৩৮ ॥
ততো হিমালয়ে জজ্ঞে দেবী হৈমবতী তু সা।
যা গৌরীতি প্রসিদ্ধাসীদ্দত্তা সা শঙ্করায় চ।
তত স্কন্দঃ সমুদ্ভূতস্তারকস্তেন পাতিতঃ ॥ ৩৯ ॥

এই গীতাপ্রকাশরূপ কার্য্য মাতৃস্তনের উদ্‌ঘাটন সদৃশ ; অতএব অবশ্যই যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা ইহা গোপন রাখিবে ॥ ৩৫ ॥

এই দেবীগীতা-রহস্য ভক্ত শিষ্য এবং সুশীল, সুবেশ, দেবীভক্তি-পরায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিবে ॥ ৩৬ ॥

যিনি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণসমীপে এই গীতা পাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই ভগবতী এই প্রকার বলিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিতা হইলেন এবং দেবগণও দেবীদর্শনলাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলন। অনন্তর দেবী হৈমবতী হিমালয়-গৃহে জন্ম

সমুদ্রমন্থনে পূর্ব্বং রত্নান্যাসুর্নরাধিপ।
তত্র দেবৈঃ স্তুতা দেবী লক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যর্থমাদরাৎ ॥ ৪০ ॥
তেষামনুগ্রহার্থায় নির্গতা তু রমা ততঃ।
বৈকুণ্ঠায় সুরৈর্দত্তা তেন তস্য শমোঽভবৎ ॥ ৪১ ॥
ইতি তে কথিতং রাজন্ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
গৌরীলক্ষ্ম্যোঃ সমুদ্ভূতিবিষয়ং সর্ব্বকামদম্ ॥ ৪২ ॥
ন বাচ্যন্ত্বেতদন্যস্মৈ রহস্যং কথিতং যতঃ।
গীতারহস্যভূতেয়ং গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩ ॥

লাভ করিয়া গৌরীনামে প্রসিদ্ধা হইলেন এবং শঙ্করদেব তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহা হইতে কার্ত্তিকেয় জন্মলাভ করিয়া তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

হে রাজন্! এই প্রকারে গৌরীর উৎপত্তিকথা তোমার নিকট বলিলাম। এখন লক্ষ্মীর উৎপত্তি এবং তাঁহার বিষ্ণুপ্রাপ্তিবিষয় শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থনকালে বহুতর রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সময়ে দেবগণ লক্ষ্মীদেবীকে প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত আদরপূর্ব্বক দেবীকে স্তব করিলে, দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সমুদ্র হইতে রমাদেবী আবির্ভূতা হইলেন, তখন সুরগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর নিকট প্রদান করিলেন, তাহাতে তিনি প্রীত হইয়াছিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

হে রাজন্ জনমেজয়! এই আমি তোমার নিকট গৌরী ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিবিষয়ক সর্ব্বকামপ্রদ দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এই অতীব রহস্যভূত বিষয়, অতএব অন্যের নিকট বক্তব্য নহে। রহস্যময়ী এই গীতাকে অতীব যত্নসহকারে গোপন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪২-৪৩ ॥

সর্ব্বমুক্তং সমাসেন যৎ পৃষ্টং ত্বয়ানঘ ॥ ৪৪ ॥
পবিত্রং পাবনং দিব্যং কিন্তূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীগীতায়াং দেব্যা বাহ্যপূজাবিধিবর্ণনং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

হে অনঘ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই পরম পবিত্র দিব্য বিষয় সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম, পুনর্ব্বার আর কি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা বল ॥ ৪৪-৪৫ ॥

ইতি দেবী-গীতা সমাপ্ত।

বোধ্য-গীতা

—:০*০:—

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
গীতং বিদেহরাজেন জনকেন প্রশাম্যতা ॥ ১ ॥
অনন্তমিব মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন ॥ ২ ॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমং বোধ্যস্য পদ্যসঞ্চয়ম্।
নির্ব্বেদং প্রতিবন্যস্তং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বকালে শান্তগুণাবলম্বী বিদেহাধিপতি জনক যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই পুরাতনী কথা বলিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই, কিন্তু আমি যার-পর-নাই অকিঞ্চন; এই মিথিলা নগরী সমুদয় ভস্মাবশেষ হইলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না ॥ ১-২ ॥

এক্ষণে এই বিষয়ে বোধ্যের যে এক উপদেশবাক্য কীর্ত্তিত আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

বোধ্যং শান্তমৃষিং রাজা নাহুষঃ পর্য্যপৃচ্ছত।
নির্ব্বেদাচ্ছান্তিমাপন্নং শাস্ত্রপ্রজ্ঞানতর্পিতম্॥ ৪ ॥
উপদেশং মহাপ্রাজ্ঞ শমস্যোপদিশস্ব মে।
কাং বুদ্ধিং সমনুধ্যায় শান্তশ্চরসি নির্বৃতঃ॥ ৫ ॥

বোধ্য উবাচ।

উপদেশেন বর্ত্তামি নানুশাস্মীহ কঞ্চন।
লক্ষণং তস্য বক্ষ্যেহহং তৎ স্বয়ং পরিমৃশ্যতাম্॥ ৬ ॥
পিঙ্গলা কুররঃ সর্পঃ সারঙ্গান্বেষণং বনে।
ইষুকারঃ কুমারী চ ষড়েতে গুরবো মম॥ ৭ ॥

একদা নহুষনন্দন নরপতি যযাতি শাস্ত্রগুণান্বিত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি বোধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কোন্ বুদ্ধি অনুসারে শান্তিগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ৪-৫ ॥

বোধ্য কহিলেন, মহারাজ! আমি স্বয়ং অন্যান্যের উপদেশানুসারে চলিতেছি; কিন্তু কাহাকেও উপদেশ প্রদান করি না। যাহা হউক, আমি যাহার যাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বিবেচনা করুন॥ ৬ ॥

পিঙ্গলা, একটি ক্রৌঞ্চ, সর্প, ভ্রমর, একজন শরনির্ম্মাতা ও একটি কুমারী—এই ছয় জন আমার উপদেষ্টা॥ ৭ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

আশা বলবতী রাজন্নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
আশাং নিরাশাং কৃত্বা তু সুখং স্বপিতি পিঙ্গলা ॥ ৮ ॥
সামিষং কুররং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং নিরামিষৈঃ।
আমিষস্য পরিত্যাগাৎ কুররঃ সুখমেধতে ॥ ৯ ॥
গৃহারম্ভো হি দুঃখায় ন সুখায় কদাচন।
সর্পঃ পরিকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥ ১০ ॥
সুখং জীবন্তি মুনয়ো ভৈক্ষ্যবৃত্তিং সমাশ্রিতাঃ।
অদ্রোহেণৈব ভূতানাং সারঙ্গা ইব পক্ষিণঃ ॥ ১১ ॥
ইষুকারো নরঃ কশ্চিদিষাবাসক্তমানসঃ।
সমীপেনাপি গচ্ছন্তং রাজানং নাববুদ্ধবান্ ॥ ১২ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। আশাকে বিনাশ করিতে পারিলেই পরম সুখলাভ হয়! পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়াই পরম সুখলাভ করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

নিরামিষ ব্যক্তিরা ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন করিলেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে দেখিয়া একটি ক্রৌঞ্চও আমিষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম সুখলাভে সমর্থ হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

স্বয়ং গৃহ নির্ম্মাণ করা কখনই সুখের হেতু নহে। দেখ, সর্প পরনির্ম্মিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরম সুখে অবস্থান করে ॥১০॥

তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভৃঙ্গের ন্যায় পর্য্যটন করত পরম সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন ॥ ১১ ॥

এক শরনির্ম্মাতা শরনির্ম্মাণে এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল যে,

বহূনাং কলহো নিত্যং দ্বয়োঃ সঙ্কথনং ধ্রুবম্।
একাকী বিচরিষ্যামি কুমারীশঙ্খকো যথা॥ ১৩॥

ইতি বোধ্য-গীতা সমাপ্তা॥

রাজা তাহার সম্মুখে আগমন করিলেও সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই॥ ১২॥

একদা এক কুমারী প্রচ্ছন্নভাবে কতকগুলি অতিথিকে ভোজন করাইবার বাসনায় উদূখলমুষল দ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খসমুদয় বারংবার শব্দায়মান হইতে লাগিল। তখন সে অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই মহা কলহ উপস্থিত হয়, এই বিবেচনায় ক্রমে ক্রমে শঙ্খ চূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও বিবাদ হইবার সম্ভবনা নাই॥ ১৩॥

ইতি বোধ্য-গীতা সমাপ্ত।

তুলসী-গীতা

—০:*:০—

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রাগ্দত্ত্বার্ঘ্যং ততোঽভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিনা।
স্তুত্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেৎ দণ্ডবদ্ভুবি॥ ১॥
শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥ ২॥
নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥ ৩॥

ভগবান্ সত্যভামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সত্যভামে! প্রথমতঃ ভগবতী তুলসী দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান ও গন্ধপুষ্পাক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিয়া স্তব করত ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে॥ ১॥

হে দেবি! তুমি শ্রীরও শ্রী ও আশ্রয়, তুমি নিত্য শ্রীধর কর্ত্তৃক পূজিত, আমি ভক্তি সহকারে তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার॥ ২॥

হে তুলসি, দেবি! তুমি পূর্ব্বে দেবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা ও সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হইয়াছ। তুমি আমার পাপ ধ্বংস কর এবং মৎকৃত পূজা গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার॥ ৩॥

মহাপ্রসাদজননী আধিব্যাধিবিনাশিনী।
সর্ব্বসৌভাগ্যদা দেবি তুলসি ত্বাং নমোঽস্তু তে ॥ ৪ ॥
যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী,
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥ ৫ ॥
ভগবত্যাস্তুলস্যাস্তু মাহাত্ম্যামৃতসাগরে।
লোভাৎ কুর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্রস্তৎ ক্ষম্যতাং ত্বয়া ॥ ৬ ॥
শ্রবণাদ্বাদশীযোগে শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
যৎ ফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসীপূজনেন তৎ ॥ ৭ ॥

হে তুলসি, দেবি! তুমি মহাপ্রসাদসাধিনী, আধিব্যাধিবিনাশিনী ও সর্ব্বসৌভাগ্যদাত্রী; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

যাঁহাকে দেখিলে নিখিল পাপসমূহ ধ্বংস পায়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহাকে অভিবন্দন করিলে রোগরাশি বিদূরিত হয়, যাঁহার সিক্ত জল গাত্রে স্পৃষ্ট হইলে অন্তকভয় বিদ্যমান থাকে না, যাঁহাকে রোপণ করিলে ভগবান্ কৃষ্ণে প্রত্যাসত্তি জন্মে, যাঁহাকে কৃষ্ণচরণে অর্পণ করিলে মুক্তিলাভ হয়, সেই তুলসী দেবীকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়াও লোভবশে যে ভগবতী তুলসী দেবীর মাহাত্ম্যরূপ অমৃতসাগরে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিতেছি, হে দেবি তুলসি! তুমি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৬ ॥

শ্রবণানক্ষত্রান্বিত দ্বাদশীদিনে শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিলে যে

ধাত্রীফলেন যৎ পুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তুলসীপূজনেন তৎ ॥ ৮ ॥
যৎ ফলং প্রয়াগস্নানে কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে।
যৎ ফলং বিহিতং দেবৈস্তুলসীপূজনেন তৎ ॥ ৯ ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি চ ॥ ১০ ॥
তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১১ ॥

ফল হয় এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিলে যে ফললাভ হইয়া থাকে, একমাত্র তুলসী পূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৭ ॥

আমলকীফল দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে যে ফল হয় এবং জয়ন্তীযোগে জন্মাষ্টমীতে উপবাস করিলে যে ফল হইয়া থাকে, একমাত্র তুলসীর পূজা কারলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয় এবং কাশীতে প্রাণত্যাগ করিলে দেবগণ যে ফল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, একমাত্র তুলসীর পূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারিবর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমস্থ কি পুরুষ বা কি স্ত্রী—যে কেহই হউক না কেন, এই তুলসীর পূজা করিলে তাহাকেই দেবী অভীষ্ট প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

তুলসী রোপিতা, জলসিক্তা, দৃষ্টা, স্পৃষ্টা ও যত্নসহকারে আরাধিতা হইলে সর্ব্বকামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে ॥ ১২ ॥
পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি।
তস্য সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তেঽহরহঃ সদা ॥ ১৩ ॥
পক্ষে পক্ষে চ দ্বাদশ্যাং সংপ্রাপ্তে তু হরের্দ্দিনে।
ব্রহ্মাদয়োঽপি কুর্ব্বন্তি তুলসীবনপূজনম্ ॥ ১৪ ॥
অনন্যমনসা নিত্যং তুলসীং স্তৌতি যো জনঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বদা ॥ ১৫ ॥
রতিং বধ্নামি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা।
সত্যং ব্রবীমি তে সত্যে কলিকালে মম প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥

যাঁহারা প্রত্যহ তুলসীর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ, ভ্রমণ ও নমস্কার করে, তাহাদিগের সমস্ত দুরিত ধ্বংস হয়, কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না ॥ ১২ ॥

যাহার গৃহে তুলসী পূজিতা হইয়া বিরাজ করেন, অহরহঃ তাহার সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

প্রতিপক্ষে দ্বাদশীতে হরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণও তুলসীকাননের পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ অনন্যচিত্তে তুলসীর স্তব করে, সে পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

হে প্রিয়তমে সত্যভামে! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, কলিকালে তুলসীকানন ব্যতিরেকে আমি আর কুত্রাপি প্রীতিবদ্ধ করি না ॥ ১৬ ॥

হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্।
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠামি ভাবিনি ॥ ১৭ ॥
ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণুস্তুলসীবনম্।
তৎ শ্মশানসমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষ্ণবাঃ ॥ ১৮ ॥
তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ।
দিশো দশ চ পূতাঃ স্যুর্ভূতগ্রামাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৯ ॥
তুলসীবনসম্ভূতা ছায়া পততি যত্র বৈ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিহেতবে ॥ ২০ ॥
তুলসী পূজিতা নিত্যং সেবিতা রোপিতা শুভা।
স্নাপিতা তুলসী যৈস্তু তে বসন্তি মমালয়ে ॥ ২১ ॥

হে ভাবিনি! আমি কলিকালে সহস্র তীর্থ ও যাবতীয় পবিত্র পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তুলসীকাননেই সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিয়া থাকি ॥ ১৭ ॥

যে স্থানে ফলবতী আমলকী নাই, যে স্থানে বিষ্ণু-বিগ্রহ বা তুলসীবন দৃষ্ট হয় না এবং যে স্থানে বৈষ্ণবগণের অধিষ্ঠান নাই, সে স্থান শ্মশান সদৃশ বলিয়া পরিগণিত ॥ ১৮ ॥

যে স্থানে সমীরণ তুলসীগন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হয়, তাহার দশদিক্ ও চতুর্দ্দশ ভূতগ্রাম পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

যে স্থানে তুলসীকাননসম্ভূত ছায়া পতিত হয়, তথায় পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২০ ॥

যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক পবিত্র তুলসী প্রত্যহ পূজিত, সেবিত, রোপিত ও স্নাপিত হন, তাঁহারা মদীয় বৈকুণ্ঠ-ভবনে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

সর্ব্বপাপহরং সর্ব্বকামদং তুলসীবনম্।
ন পশ্যতি যমং সত্যে তুলসীবনরোপণাৎ ॥ ২২ ॥
তুলস্যলঙ্কৃতা যে বৈ তুলসীবনপূজকাঃ।
তুলসীস্থাপকা যে চ তে ত্যজ্যা যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৩ ॥
দর্শনং নর্ম্মদায়াস্তু গঙ্গাস্নানং কলৌ যুগে।
তুলসীদলসংস্পর্শঃ সমমেতত্ত্রয়ং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥
দারিদ্র্যদুঃখরোগার্ত্তিপাপানি সুবহূন্যপি।
হরতে তুলসীক্ষেত্রং রোগানিব হরীতকী ॥ ২৫ ॥
তুলসীকাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
জন্মকোটিকৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥

হে সত্যভামে! তুলসীবন সর্ব্বপাপ-নাশন ও সর্ব্বকামপ্রদ। তুলসীকানন রোপণ করিলে যমকে দর্শন করিতে হয় না ॥ ২২ ॥

যাহারা তুলসীকে সুশোভিত করে, যাহারা তুলসীকাননের পূজা করে এবং যাহারা তুলসী স্থাপন করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ২৩ ॥

নর্ম্মদা নদী দর্শন, গঙ্গাস্নান ও তুলসী-দলস্পর্শ—কলিযুগে এই তিনটিই সমান পুণ্যজনক বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ২৪ ॥

হরীতকী যেমন রোগ-সমূহ দূর করে, তদ্রূপ তুলসী দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, শোক ও বহুবিধ পাপ আশু ধ্বংস করিয়া দেন ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি মুহূর্ত্তমাত্রও তুলসীকাননে বিশ্রাম করে, সে কোটিজন্মকৃত পাতক হইতে বিমুক্ত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥

নিত্যং তুলসিকারণ্যে তিষ্ঠামি স্পৃহয়া যুতঃ।
অপি মে ক্ষতপত্রৈকং কশ্চিদ্ধন্যোঽর্পয়েদিতি ॥ ২৭ ॥
তুলসীনাম যো ব্রূয়াৎ ত্রিকালং বদনে নরঃ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্জ্জয়েদ্‌যমঃ ॥ ২৮ ॥
শুক্লপক্ষে যদা দেবি তৃতীয়া বুধসংযুতা।
শ্রবণয়া চ সংযুক্তা তুলসী পুণ্যদা তদা ॥ ২৯ ॥

ইতি তুলসীগীতা সমাপ্তা ॥

যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আমাকে একটিমাত্রও ভগ্নপত্র প্রদান করে, এই বাসনায় আমি সর্ব্বদা তুলসীকাননে অবস্থান করিয়া থাকি ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা মুখে তুলসীনাম উচ্চারণ করে, যমরাজ বিষণ্ণ-বদন হইয়া তাহার নাম স্বীয় যমপঞ্জিকা হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দেন ॥ ২৮ ॥

হে দেবি! শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে যদি বুধবার ও শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে তৎকালে তুলসী দেবী অধিকতর পুণ্যদায়িনী হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

ইতি তুলসীগীতা সমাপ্ত।

গর্ভ-গীতা

—০:*:০—

বন্দে কৃষ্ণং সুরেন্দ্রং স্থিতিলয়জননে কারণং সর্ব্বজন্তোঃ,
স্বেচ্ছাচারং কৃপালুং গুণগণরহিতং যোগিনাং যোগগম্যম্।
দ্বন্দ্বাতীতঞ্চ সত্যং হরমুখবিবুধৈঃ সেবিতং জ্ঞানরূপং,
ভক্তাধীনং তুরীয়ং নবঘনরুচিরং দেবকীনন্দনং তম্॥

অর্জ্জুন উবাচ।

গর্ভবাসং জরামৃত্যুং কিমর্থং ভ্রমেতে নরঃ।
কথং বা রহিতং জন্ম ব্রূহি দেব জনার্দ্দন॥ ১॥

যিনি দেবপ্রধান, সকল জীবের সৃষ্টিস্থিতিসংহারের একমাত্র কারণ, ইচ্ছাধীন, সত্ত্বরজস্তমোগুণরহিত, যোগিবৃন্দের ধ্যানগম্য, সুখ-দুঃখাদিবিহীন, সত্ত্বগুণের আশ্রয়, শিব প্রভৃতি সুরগণ কর্ত্তৃক সেবিত, জ্ঞানস্বরূপ, ভক্তপ্রিয়, পরব্রহ্ম, নবনীরদদ্যুতি, সেই প্রসিদ্ধ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম॥

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জনার্দ্দন! মনুষ্য সকল কি কারণে গর্ভবাস-যন্ত্রণা এবং বার্দ্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থাত্রয় ভোগ করে, কি প্রকারেই বা জন্ম প্রভৃতি অবস্থাত্রয় হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাহা মৎসকাশে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

মানবো মূঢ় অন্ধশ্চ সংসারেঽস্মিন্ বিলিপ্যতে।
আশাস্তথা ন জহাতি প্রাণানাং ধনসম্পদাম্ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

আশা কেন জিতা লোকৈঃ সংসারবিষয়ৌ তথা।
কেন কর্ম্মপ্রকারেণ লোকো মুচ্যতে বন্ধনাৎ ॥ ৩ ॥
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মাৎসর্য্যমেব চ।
এতে মনসি বর্ত্তন্তে কর্ম্মপাশং কথং ত্যজেৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

জ্ঞানাগ্নির্দহতে কর্ম্ম ভূয়োঽপি তেন লিপ্যতে।
বিশুদ্ধাত্মা হি লোকঃ স পুনর্জন্ম ন ভুঞ্জতে ॥ ৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, তমোগুণাধিক্য নিবন্ধন অজ্ঞানান্ধ লোক সকল এই সংসারে লিপ্ত হইয়া থাকে; জীবন ও ধনসম্পদাদির বাসনা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। ২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, কিরূপেই বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় এবং কিরূপেই বা মায়াজন্য সংসার-বাসনা ও রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয়সকল জয় করা যায়, আর কি কর্ম্ম করিলে সংসারের মায়াবন্ধ হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে? ৩ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ষট্‌রিপু মনে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব কি প্রকারে লোক কর্ম্মপাশ ত্যাগ করিবে? ৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন, জ্ঞানাগ্নিযোগে কর্ম্মসকল দগ্ধ করিয়া যেই

জিতং সর্ব্বকৃতং কর্ম্ম বিষ্ণুশ্রীগুরুচিন্তনম্।
বিকল্পো নাস্তি সঙ্কল্পঃ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৬॥
নানাশাস্ত্রং পঠেল্লোকো নানাদৈবতপূজনম্।
আত্মজ্ঞানং বিনা পার্থ সর্ব্বকর্ম্ম নিরর্থকম্॥ ৭॥
আচারঃ ক্রিয়তে কোটিদানঞ্চ গিরিকাঞ্চনম্।
আত্মতত্ত্বং ন জানাতি মুক্তির্নাস্তি ন সংশয়ঃ॥ ৮॥
কোটিযজ্ঞকৃতং পুণ্যং কোটিদানং হয়ো গজঃ।
গোদানঞ্চ সহস্রাণি মুক্তির্নাস্তি ন বা শুচিঃ॥ ৯॥
ন মোক্ষং ভ্রমতে তীর্থং ন মোক্ষং ভস্মলেপনম্।
ন মোক্ষং ব্রহ্মচর্য্যং হি মোক্ষং নেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥ ১০॥

কর্ম্মে নির্লিপ্ত বিশুদ্ধাত্মা যোগিগণ পুনর্গর্ভবাসাদি যাতনা ভোগ করেন না॥ ৫॥

সংকল্প এবং বিকল্পরহিত, সর্ব্বগুণাধার ভগবানের ধ্যানরূপ ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষলাভ ঘটে॥ ৬॥

লোক বিবিধ শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বহুবিধ দেবতার অর্চ্চনা করুক না কেন, কিন্তু হে পার্থ, আত্মজ্ঞান ব্যতীত সমস্ত ক্রিয়া বিফল হইয়া থাকে॥ ৭॥

তুমি কোটি কোটি সদাচার কর, আর সুমেরুশৃঙ্গ দান কর, আত্মজ্ঞান না জন্মিলে কদাচ মুক্তিলাভ হইবে না॥ ৮॥

কোটি অশ্বমেধযজ্ঞ, কোটি গজাশ্বদান কিংবা সহস্র সহস্র গোদান করিলেও যদি চিত্তশুদ্ধি না হয়, তবে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই॥ ৯॥

কি তীর্থভ্রমণ কি ভস্মলেপন, কি ব্রহ্মচারিত্ব, কি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, কি কোটি কোটি অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ, কি প্রভূত স্বর্ণদান, কি বনবাস, কি

ন মোক্ষং কোটিযজ্ঞঞ্চ ন মোক্ষং দানকাঞ্চনম্ ।
ন মোক্ষং বনবাসেন ন মোক্ষং ভজনং বিনা ॥ ১১ ॥
ন মোক্ষং মন্দমৌনেন ন মোক্ষং দেহতাড়নম্ ।
ন মোক্ষং গায়নে গীতং ন মোক্ষং শিশ্ননিগ্রহম্ ॥ ১২ ।
ন মোক্ষং ধর্ম্মকর্ম্মেষু ন মোক্ষং মুক্তিভাবনে ।
ন মোক্ষং সুজটাভারং নির্জ্জনসেবনস্তথা ॥ ১৩ ॥
ন মোক্ষং ধারণাধ্যানং ন মোক্ষং বায়ুরোধনম্ ।
ন মোক্ষং কন্দভক্ষ্যেণ ন মোক্ষং সর্ব্বরোধনম্ ॥ ১৪ ॥
যাবদ্‌বুদ্ধিবিকারেণ আত্মতত্ত্বং ন নিন্দতি ।
যাবদ্‌যোগঞ্চ সন্ন্যাসং তাবচ্চিত্তং ন হি স্থিরম্ ॥ ১৫ ॥
অভ্যন্তরং ভবেৎ শুদ্ধং চিন্তাবস্থ বিকারজম্ ।
ন ক্ষালিতং মনোমাল্যং কিং ভবেৎ তপঃকোটিষু ॥ ১৬ ॥

উপবাসাদি কৃচ্ছ্র-সাধ্য ব্রত, মৌনাবলম্বন করত নিবিষ্টমনে ধ্যান এবং নানাবিধ-রূপে দেহতাড়ন, কি গান, কি ধর্ম্মানুষ্ঠান, কি মুক্তিচিন্তা, কি জটাধারণ, কি নির্জ্জনসেবা, কি শ্বাসপ্রশ্বাসবন্ধন, কি ফলমূলাহার, কি সর্ব্বত্যাগ, ইহার কিছুতেই মুক্তিলাভের আশা নাই ॥ ১০-১৪ ॥

যে ব্যক্তি বুদ্ধির পরিপাক দ্বারা আত্মতত্ত্ব জানিতে না পারে এবং যাবৎ সন্ন্যাসযোগবিষয়ে বিশেষ দক্ষতা না জন্মে, তাবৎ চিত্ত স্থির করিতে কোনরূপে সমর্থ হওয়া যায় না। চিদানন্দসেবী ব্যক্তির বিবেকজ্ঞান দ্বারা অভ্যন্তরের পবিত্রত হয়, কিন্তু যাহার মনের মালিন্য দূর হয় নাই, তাহার কোটি তপস্যাতেও কিছু হইবে না ॥ ১৫-১৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অভ্যন্তরং কথং শুদ্ধং চিন্তাবস্থা পৃথক্ কৃতম্।
মনোমাল্যং সদা কৃষ্ণ কথং তন্নির্ম্মলং ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রশুদ্ধাত্মা তপোনিষ্ঠো জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকল্মষঃ।
তৎপরো গুরুবাক্যে চ পুনর্জ্জন্ম ন ভুঞ্জতে ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কর্ম্মাকর্ম্মদ্বয়ং বীজং লোকে হি দৃঢ়বন্ধনম্।
কেন কর্ম্মপ্রকারেণ লোকো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কর্ম্মাকর্ম্মদ্বয়ং সাধো জ্ঞানাভ্যাসসুযোগতঃ।
ব্রহ্মাগ্নিভুঁঞ্জতে বীজং অবীজং মুক্তিসাধকম্ ॥ ২০ ।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্, চিদানন্দসেবকদিগের অনবরত পৃথগ্‌ভাবে স্থিত মনোমালিন্য কি প্রকারে নির্ম্মল হইয়া থাকে, তাহা আমাকে বিশদরূপে বলুন ॥ ১৭ ॥

ভগবান্ বলিলেন, তপঃসম্পন্ন, বিশুদ্ধভাব, গুরুবাক্যে তৎপর যোগিগণ জ্ঞানাদি দ্বারা পাপরাশিকে ভস্মীভূত করত পুনর্জ্জন্ম ভোগ করেন না ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, কর্ম্মাকর্ম্মরূপ বীজদ্বয় সংসারের দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ, অতএব কোন্ ক্রিয়া দ্বারা ভববন্ধন হইতে লোক মুক্ত হইয়া থাকে ? ১৯ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে সাধো ! জ্ঞানাভ্যাস হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি

যোগিনাং সহজানন্দং জন্মমৃত্যুবিনাশকম্।
নিষেধবিধিরহিতং অবীজং চিৎস্বরূপকম্॥ ২১ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বান্ পৃথক্কৃত্য আত্মনৈব বসেৎ সদা।
মিথ্যাভূতং জগত্ত্যক্ত্বা সদানন্দং লভেৎ সুধীঃ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীগর্ভ-গীতা সমাপ্তা ॥

হয় এবং সদ্‌যোগ দ্বারা অক্রিয়ারূপ বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যোগিবৃন্দের ব্রহ্মাগ্নি বীজকে দাহন করেন। ধ্বংসোৎপত্ত্যভাবরূপ অকর্ম্মই মোক্ষপ্রদ ॥ ২০ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী যোগিবৃন্দের সহজাত আনন্দ জন্মমৃত্যুর বিনাশক এবং তাহার নিষেধবিধির দ্বারা বিনাশক উৎপত্তি হয় না, সেই আনন্দ চিন্ময়াত্মক ॥ ২১ ॥

সেই হেতু সকল কর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব দ্বারা মৃষাভূত সংসার পরিহার করিয়া মুনিবৃন্দ সদানন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

ইতি গর্ভ-গীতা সমাপ্ত।

বৈষ্ণব-গীতা

—০:*:০—

অম্বরীষ উবাচ।

কেনোপায়েন দেবর্ষে ভববন্ধাৎ বিমুচ্যতে।
তদ্বদস্ব মহাভাগ যদ্যস্তি ময্যনুগ্রহঃ॥ ১॥

নারদ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ সর্ব্বধর্ম্মভৃতাংবর।
বক্ষ্যামি তব রাজেন্দ্র শৃণুষ্বাবহিতো মম॥ ২॥
কৈবল্যদায়িনী গীতা শ্রীবৈষ্ণবগীতাভিধা।
শৃণুষ্ব পরয়া ভক্ত্যা ভববন্ধবিমুক্তয়ে॥ ৩॥

অম্বরী ষ নারদ-সকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ দেবর্ষে। যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে কি উপায়ে ভববন্ধ হইতে বিমুক্তিলাভ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥১॥

নারদ কহিলেন, হে ধার্ম্মিকপ্রবর মহাভাগ রাজেন্দ্র! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যাহা হউক, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ২॥

হে রাজন্! বৈষ্ণবগীতা-নাম্নী যে গীতা আছে, তাহার প্রসাদেই কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে। তুমি ভববন্ধ-মোচনার্থ পরমা ভক্তি সহকারে উহা শ্রবণ কর॥ ৩॥

বৈষ্ণবানাং গতির্যত্র পাদস্পর্শশ্চ যত্র বৈ।
তত্র সর্ব্বানি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি নৃপসত্তম ॥ ৪ ॥
আলাপং গাত্রসংস্পর্শং পাদাভিবন্দনন্তথা।
বাঞ্ছন্তি সর্ব্বতীর্থানি বৈষ্ণবানাং সদৈব হি ॥ ৫ ॥
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকানাং শুদ্ধং পাদোদকং শুভম্।
পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি বসুধামপি ভূপতে ॥ ৬ ॥
নিপীড়িতোঽহং শ্রান্তোঽহং দীর্ঘসংসারবর্ত্মনি।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি তৎ কুরুষ শ্রীবৈষ্ণব ॥ ৭ ॥
দীনঞ্চ ভক্তিহীনঞ্চ আধিব্যাধিনিপীড়িতম্।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং কৃপয়া প্রভো ॥ ৮ ॥

হে নৃপসত্তম! যে স্থানে বৈষ্ণবেরা গমন করেন এবং যে স্থানে তাঁহাদের পাদস্পর্শ হয়, সর্ব্বতীর্থ নিত্য তথায় অধিষ্ঠিত থাকে ॥ ৪ ॥

বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিতে, তাঁহাদের গাত্র স্পর্শ করিতে এবং তাঁহাদিগের পাদাভিবন্দন করিতে সর্ব্বতীর্থ সর্ব্বদা ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকদিগের শুভপ্রদ পবিত্র পাদোদক বসুধা ও বসুধাস্থিত নিখিল তীর্থকে পবিত্র করে ॥ ৬ ॥

আমি দীর্ঘ সংসারমার্গে বিচরণ করিয়া প্রপীড়িত ও শ্রান্ত হইয়াছি। যাহাতে পুনরায় আর এই পথে গমন করিতে না হয়, হে বৈষ্ণব! কৃপা করিয়া তাহা করুন ॥ ৭ ॥

আমি দীন, ভক্তিহীন, আধিব্যাধি-প্রপীড়িত, অনাশ্রয় ও অনাথ। হে প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৮ ॥

গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি সত্যং শ্রীবৈষ্ণবং বিনা।
তৎপাদরজসা পূতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৯ ॥
কথিতং তব রাজেন্দ্র রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
অভক্তায় ন দাতব্যং দত্তে তু নারকী ভবেৎ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণব-গীতা সমাপ্তা ॥

সত্যই বলিতেছি, বৈষ্ণব ব্যতিরেকে সংসারে পরিত্রাণের আর অন্য গতি নাই। বৈষ্ণবের চরণধূলিতে সচরাচর সকল ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার নিকট বৈষ্ণবগীতারহস্য কীর্ত্তন করিলাম। অভক্ত ব্যক্তিকে কদাপি ইহা প্রদান করিবে না। অভক্তকে প্রদান করিলে নরকবাস ঘটে ॥ ১০ ॥

ইতি বৈষ্ণব-গীতা সমাপ্ত।

যম-গীতা

—:০*০:—

মৈত্রেয় উবাচ।

যথাবৎ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোহসি ময়া দ্বিজ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বেকং তদ্ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ১ ॥
সপ্তদ্বীপানি পাতালবীথ্যশ্চ সুমহামুনে।
সপ্ত লোকা যেহন্তরস্থা ব্রহ্মাণ্ডস্যাস্য সর্ব্বতঃ ॥ ২ ॥
স্থূলৈঃ সূক্ষ্মৈস্তথা সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মৈঃ সূক্ষ্মতরৈস্তথা।
স্থূলৈঃ স্থূলতরৈশ্চৈতৎ সর্ব্বং প্রাণিভিরাবৃতম্ ॥ ৩ ॥
অঙ্গুলস্যাষ্টভাগোহপি ন সোহস্তি মুনিসত্তম।
ন সন্তি প্রাণিনো যত্র কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনাঃ ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি যাহা যাহা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনি বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণে আর একটি বিষয় শ্রবণে অভিলাষ হইয়াছে, কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

হে মহামুনে! সপ্তদ্বীপ, পাতাল, বীথি, সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থূলতর, সূক্ষ্মতর প্রভৃতি বিবিধ জীবগণে সমাকীর্ণ ॥ ২-৩ ॥

হে মুনিসত্তম! অঙ্গুলীর অষ্টভাগের এক ভাগ-পরিমিত স্থানও দৃষ্ট হয় না, যে স্থানে কর্ম্মবন্ধনিবদ্ধ জীবগণ অবস্থিতি না করে ॥ ৪ ॥

সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল।
আয়ুষোঽন্তে ততো যান্তি যাতনাস্তৎপ্রচোদিতাঃ ॥ ৫ ॥
যাতনাভ্যঃ পরিভ্রষ্টা দেবাদ্যাস্বথ যোনিষু।
জন্তবঃ পরিবর্ত্তন্তে শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ ॥ ৬ ॥
সোঽহমিচ্ছামি তৎ শ্রোতুং যমস্য বশবর্ত্তিনঃ।
ন ভবন্তি নরা যেন তৎকর্ম্ম কথয়ামলম্ ॥ ৭ ॥

পরাশর উবাচ।

অয়মেব মুনে প্রশ্নো নকুলেন মহাত্মনা।
পৃষ্টঃ পিতামহঃ প্রাহ ভীষ্মো যৎ তৎ শৃণুষ্ব মে ॥ ৮ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

পুরা সমাগতো বৎস সখা কালিঙ্গকো দ্বিজঃ ॥
স মামুবাচ পৃষ্টো বৈ ময়া জাতিস্মরো মুনিঃ ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্! এই সকলই যমের বশতাপন্ন হয়। পরমায়ুর অবসানে সকলে যমবিহিত প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

শাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত আছে যে, ঐ প্রকারে যমালয়ে যাতনা-ভোগের পর জীবগণ দেবাদি যোনিতে সমুৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্! যাহাতে দেহাবসানে যমের বশীভূত হইতে না হয়, তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আপনি তাহাই কীর্ত্তন করুন ॥ ৭ ॥

পরাশর কহিলেন, হে মুনে! পূর্ব্বে মহাত্মা নকুল পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস! পুরাকালে আমার সখা কালিঙ্গক

তেনাখ্যাতমিদঞ্চেদং ইত্থঞ্চৈতদ্ভবিষ্যতি।
তথা চ তদভূদ্বৎস যথোক্তং তেন ধীমতা ॥ ১০ ॥
স পৃষ্টশ্চ ময়া ভূয়ঃ শ্রদ্দধানবতা দ্বিজঃ।
যদ্‌যদাহ ন তদ্দৃষ্টং অন্যথা হি ময়া ক্বচিৎ ॥ ১১ ॥
একদা তু ময়া পৃষ্টং যদেতদ্ভবতোদিতম্।
প্রাহ কালিঙ্গকো বিপ্রঃ স্মৃত্বা তস্য মুনের্ব্বচঃ ॥ ১২ ॥
জাতিস্মরেণ কথিতো রহস্যঃ পরমো মম।
যমকিঙ্করয়োর্যোঽভূৎ সংবাদস্তং ব্রবীমি তে ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই জাতিস্মর ঋষি মৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

হে বৎস! তিনি আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে যেরূপ দর্শন করিতেছ, পরেও তাহাই ঘটিবে। বস্তুতঃ পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অবশ্যই হইবে ॥ ১০ ॥

পুনরায় আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা-সহকারে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহার কিছুই অন্যথা হয় নাই ॥ ১১ ॥

আমি তাঁহার নিকট এক সময়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমিও তাহাই আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছ। কালিঙ্গক বিপ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাক্য স্মরণ করিয়া আমি বলিতেছি ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বকালে যম ও যমদূতের পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সেই জাতিস্মর কালিঙ্গক আমার নিকট যে পরম রহস্য বলিয়াছিলেন, তাহা [illegible] বলিতেছি ॥ ১৩ ॥

কালিঙ্গ উবাচ।

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং, বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে।
পরিহর মধুসূদনপ্রসন্নান্, প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্॥ ১৪।
অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা, যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ, প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণুঃ॥ ১৫॥
কটকমুকুটকর্ণিকাদিভেদৈঃ, কনকমভেদমপীষ্যতে যথৈকম্।
সুরপশুমনুজাদিকল্পনাভির্হরিরখিলাভিরুদীর্য্যকে তথৈকঃ॥ ১৬॥
ক্ষিতিজলপরমাণবোঽনিলান্তে, পুনরপি যান্তি যথৈকতাং ধরিত্র্যা।
সুরপশুমনুজাদয়স্তথান্তে, গুণকলুষেণ সনাতনেন তেন॥ ১৭॥

কালিঙ্গ বলিলেন, একদা যমরাজ তদীয় পাশহস্ত কিঙ্করের প্রতি নেত্রপাত করিয়া তাহার কানে কানে বলিলেন, হে দূত! মধুসূদনের শরণাপন্ন ব্যক্তিদিগকে তুমি পরিত্যাগ করিও। আমি অন্য লোকের প্রভু বটে, কিন্তু বৈষ্ণবের প্রভু নহি॥ ১৪॥

আমি অমরগণার্চ্চিত বিধাতা কর্ত্তৃক লোকহিতাহিতে নিযুক্ত হইয়া যম নামে প্রথিত হইয়াছি। আমি স্বাধীন নহি, পরমগুরু শ্রীহরির বশীভূত, আমাকে দমন করিতে বিষ্ণুই সমর্থ॥ ১৫॥

একমাত্র স্বর্ণ যেমন কটক, মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার-ভেদে নানারূপ ধারণ করে, তদ্রূপ একমাত্র হরিই সুর, নর, পশু প্রভৃতি বিবিধ আকারে বিরাজ করিয়া থাকেন॥ ১৬॥

অন্তকালে যেমন ক্ষিতি, জল, তেজ, ব্যোম, বায়ু প্রভৃতি পুনরায় একতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কি দেব, কি নর, কি পশু, কি অন্যান্য জীব সমস্তই অন্তকালে সেই সনাতন বিষ্ণুতে লয় হইয়া থাকে॥ ১৭॥

হরিমমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং, প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্ত্যঃ।
তমপগতসমস্তপাপবন্ধং, ব্রজ পরিহৃত্য স যথাগ্নিমাজ্যসিক্তম্॥ ১৮॥
ইতি যমবচনং নিশম্য পাশী, যমপুরুষস্তমুবাচ ধর্ম্মরাজম্।
কথয় মম বিভো সমস্তধাতুর্ভবতি হরেঃ খলু যাদৃশোঽস্য ভক্তঃ॥ ১৯॥

যম উবাচ।

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ, সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ, সিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ২০॥
কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা, বিমলমতের্মলিনীকৃতোঽস্তমোহে।
মনসি কৃতজনার্দ্দনং মনুষ্যং, সততমবেহি হরেরতীব ভক্তম্॥ ২১॥

যে ব্যক্তি একান্তচিত্তে অমরগণপূজিতপাদপদ্ম হরিকে প্রণাম করে, হে দূত! তাহার সমস্ত পাপবন্ধ বিমোচিত হয়, আজ্যসিক্ত অগ্নির ন্যায় বোধে তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে॥ ১৮॥

যমের এই বাক্য শুনিয়া পাশধারী তদীয় অনুচর ধর্ম্মরাজকে কহিল, হে বিভো! আমি কোন্ চিহ্ন দেখিয়া হরিভক্তকে চিনিতে পারিব, তাহা নির্দ্দেশ করুন্॥ ১৯॥

যম কহিলেন, যে ব্যক্তি নিজ বর্ণধর্ম্ম হইতে স্খলিত না হন, কি সুহৃদ, কি বিপক্ষ, সকলের প্রতিই যিনি সমভাবাপন্ন, যে ব্যক্তি কাহারও হরণ বা কাহাকেও হিংসা না করেন, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকেই হরিভক্ত বলিয়া জানিবে॥ ২০॥

যাঁহার আত্মা কল্মষমলে লিপ্ত নহে, রাগদ্বেষাদি দ্বারা যাঁহার চিত্ত মলিন হয় নাই, যিনি মনে মনে সর্ব্বদা জনার্দ্দনকে ধ্যান করেন, তাঁহাকেই হরিভক্ত বলিয়া জানিবে॥ ২১॥

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা, তৃণমিব যঃ সমবৈতি পরস্বম্।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ, পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ২২॥
স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক্ক বিষ্ণুর্মনসি নৃণাং ক্ক চ মৎসরাদিদোষঃ।
ন হি তুহিনময়ুখরশ্মিপুঞ্জে, ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ॥ ২৩॥
বিমলমতিবিমৎসরঃ প্রশান্তঃ শুচিচরিতোঽখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়া, বসতি হৃদি তস্য বাসুদেবঃ॥ ২৪॥
বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্, ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ, কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ॥ ২৫॥

যিনি নির্জ্জনে কাঞ্চনাদি পরধন দর্শন করিয়া তাহা তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং অনন্যচেতা হইয়া ভগবান্ হরিতে আসক্ত থাকেন, সেই পুরুষপ্রবরকেই হরিভক্ত বলিয়া জানিবে॥ ২২॥

স্ফটিকগিরিশিলার ন্যায় বিষ্ণুই বা কোথায়, আর মানবচিত্তের মৎসরাদি দোষই বা কোথায়? অর্থাৎ ঐ উভয়ে অনেক প্রভেদ। হিমরাশিপূরিত শশধরে কদাচ হুতাশনতেজ থাকিতে পারে না॥ ২৩॥

যে ব্যক্তি বিমলবুদ্ধি, যাঁহাতে মাৎসর্য্য-দোষ নাই, যিনি প্রশান্ত, পবিত্রস্বভাব, সর্ব্বজীবের মিত্রস্বরূপ, প্রিয় ও হিতভাষী এবং যাঁহার অন্তরে মান বা মায়া নাই, তাঁহারই হৃদয়ে বাসুদেব নিরন্তর অধিষ্ঠান করেন॥ ২৪॥

সনাতন হরি হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিলে সেই পুরুষ সৌম্যরূপ ধারণ করেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, শালবৃক্ষের চারায় পৃথ্বীরস আছে, ইহা কে না জানে? ২৫॥

যমনিয়মবিধূতকল্মষাণাং, অনুদিনমচ্যুতসক্তমানসানাম্।
অপগতমদমানমৎসরাণাং, ব্রজ ভট দূরতরেণ মানবানাম্॥ ২৬॥
হৃদি যদি ভগবাননাদিরাস্তে, হরিরসিশঙ্খগদাধরোঽব্যয়াত্মা।
তদঘমঘবিঘাতকর্ত্তৃভিন্নং, ভবতি কথং সতি চান্ধকারমর্কে॥ ২৭॥
হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তূন্, বদতি তথাঽনৃতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ।
অশুভজনিতদুর্ম্মদস্য পুংসঃ, কলুষমতের্হৃদি তস্য নাস্ত্যনন্তঃ॥ ২৮॥
ন সহতি পরসম্পদং বিনিন্দাং, কলুষমতিঃ কুরুতে সতামসাধুঃ।
ন যজতি ন দদাতি যশ্চ সন্তং, মনসি ন তস্য জনার্দ্দনোঽধমস্য॥ ২৯॥

হে দূত! যে ব্যক্তি অনুদিন ভগবান্ অচ্যুতে চিত্ত আসক্ত রাখেন, সুতরাং যমপাশ ছেদন ও কলুষরাশি ধ্বংস করিয়াছেন, সেই মৎসরপরিশূন্য মানবকে দেখিলেই তুমি দূরে প্রস্থান করিও॥ ২৬॥

শঙ্খচক্রগদাধারী অব্যয় অনাদি ভগবান্ হরি যাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহার যাবতীয় পাপরাশি বিদূরিত হয়। হে দূত! সূর্য্যদেব সমুদিত হইলে অন্ধকার কিরূপে থাকিতে পারে? ২৭॥

যে ব্যক্তি পরধন হরণ করে, জীবের প্রাণহিংসা করে, অমৃত ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, সেই অশুভকর্ম্মা কলুষমতি ব্যক্তির হৃদয়ে অনন্ত জনার্দ্দন কদাপি অবস্থান করেন না॥ ২৮॥

যে ব্যক্তি পরের সম্পদ্ সহ্য করিতে পারে না, যে কলুষমতি অসাধু, সর্ব্বদা সাধুজনের নিন্দাবাদ করে, যে কখনও যজ্ঞানুষ্ঠান বা সৎজনকে কিছু দান করে না, সেই অধমের হৃদয়ে কদাচ জনার্দ্দনের অধিষ্ঠান হয় না॥ ২৯॥

পরমসুহৃদি বান্ধবে কলত্রে, সুততনয়াপিতৃমাতৃভৃত্যবর্গে।
শঠমতিরুপযাতি যোঽর্থতৃষ্ণাং, তমধমচেষ্টমবেহি নাস্য ভক্তম্ ॥ ৩০ ॥
অশুভমতিরসৎপ্রবৃত্তিসক্তঃ, সততমনার্য্যবিশালসঙ্গমত্তঃ।
অনুদিনকৃতপাপবন্ধযত্নঃ, পুরুষপশুর্ন হি বাসুদেবভক্তঃ ॥ ৩১ ॥
সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ, পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচপলা ভবত্যনন্তে, হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥৩২॥
কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো, ধরণীধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে।
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ ত্যজ ভট দূরতরেণ তানপাপান্ ॥ ৩৩ ॥

যে ব্যক্তি পরমসুহৃদ্, বান্ধব, কলত্র, পুত্র, কন্যা, পিতা মাতা ও ভৃত্যবর্গের সহিত শঠতাচরণ করিয়া অর্থতৃষ্ণায় কাতর হয়, সেই অধমশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কদাচ হরির ভক্ত নহে ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি অশুভবুদ্ধি, যে সর্ব্বদা অসৎকর্ম্মে ও নীচসংসর্গে অনুরক্ত এবং যে অনুদিন অপকার্য্যে পরিলিপ্ত থাকে, সেই নরপশু কদাচ বাসুদেবের ভক্ত হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

এই দৃশ্যমান অখিল বিশ্ব, আমি এবং পরমপুরুষ পরমেশ্বর বাসুদেব—এই তিনই এক, বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই, এই জ্ঞানে সেই হৃদয়গত অনন্তে যাঁহার অটলা বুদ্ধি আছে, হে দূত! তাঁহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩২ ॥

হে কমললোচন, হে বাসুদেব, হে বিষ্ণো, হে ধরণীধর, হে অচ্যুত, হে শঙ্খচক্রপাণে! তুমি আমার শরণ হও। যাঁহারা সর্ব্বদা এই কথা উচ্চারণ করেন, হে দূত! তুমি সেই সকল নিষ্কলুষ ব্যক্তিগণকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ॥ ৩৩ ॥

বসতি মনসি যস্থ সোঽব্যয়াত্মা, পুরুষবরস্থ ন তস্থ দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্রপ্রতিহতবীর্য্যবলস্থ সোঽন্যলোক্যঃ ॥ ৩৪ ॥

কালিঙ্গ উবাচ।

ইতি নিজ ভটশাসনায় দেবো, রবিতনয়ঃ স কিলাহ ধর্ম্মরাজঃ।
মম কথিতমিদঞ্চ তেন তুভ্যং, কুরুবর সম্যগিদং ময়াপি চোক্তম্ ॥৩৫॥

ভীষ্ম উবাচ।

নকুলৈতন্ময়াখ্যাতং পূর্ব্বং তেন দ্বিজন্মনা।
কলিঙ্গদেশাদভ্যেত্য প্রীয়তা সুমহাত্মনা ॥ ৩৬ ॥
ময়াপ্যেতদ্‌যথান্যায়ং সম্যগ্বৎস তবোদিতম্।
যথা বিষ্ণুমৃতে নান্যৎ ত্রাণং সংসারসাগরে ॥ ৩৭ ॥

অব্যয়াত্মা হরি যে পুরুষপ্রবরের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন, তোমার বা আমার দৃষ্টিতে তাঁহাকে পতিত হইতে হয় না। সুদর্শনপ্রভাবে আমার বা তোমার বীর্য্য তাহার নিকট প্রতিহত হয়। সেই ব্যক্তি অন্য লোকের অর্থ বৈকুণ্ঠবাসের যোগ্য ॥ ৩৪ ॥

কালিঙ্গ কহিলেন, হে কুরুপ্রবর ভীষ্ম! রবিনন্দন দেব ধর্ম্মরাজ নিজ কিঙ্করের শাসনার্থ তাহার নিকটে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমিও তাহা সম্যক্ তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৩৫ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে নকুল! পূর্ব্বকালে সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ কলিঙ্গদেশ হইতে আসিয়া প্রীতি সহকারে আমার নিকটে এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

হে বৎস! আমিও তোমার নিকটে তাহা যথাযথ প্রকাশ করিলাম। বস্তুতঃ বিষ্ণু ব্যতিরিকে সংসারসাগরে পরিত্রাণের আর উপায় নাই ॥ ৩৭ ॥

কিঙ্করা দণ্ডপাশৌ বা ন যমো ন চ যাতনাঃ।
সমর্থস্তস্য যস্যাত্মা কেশবালম্বনঃ সদা ॥ ৩৮ ॥

পরাশর উবাচ।

এতন্মুনে তবাখ্যাতং গীতং বৈবস্বতেন যৎ।
ত্বৎপ্রশ্নানুগতং সম্যক্ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥

ইতি যম-গীতা সমাপ্তা ॥

যাঁহার আত্মা সর্ব্বদা কেশবকে অবলম্বন করিয়াছে, কি যম, কি যমকিঙ্কর, কি যমদণ্ড, কি পাশ, কি যামী যাতনা, কিছুই তাঁহাকে ক্লেশ-প্রদানে সমর্থ হয় না ॥ ৩৮ ॥

পরাশর কহিলেন, হে মুনে! এই আমি তোমার নিকট ত্বদীয় প্রশ্নানুসারে রবিনন্দনকথিত যমগীতা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণে বাসনা হয়, বল ॥ ৩৯ ॥

যম-গীতা সমাপ্ত।

হারীত-গীতা

—০:✽:০—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং-শীলঃ কিংসমাচারঃ কিং বিদ্যঃ কিংপরায়ণঃ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণঃ স্থানং যৎ পরং প্রকৃতের্ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

মোক্ষধর্ম্মেষু নিরতো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং যৎ পরং প্রকৃতের্ধ্রুবম্ ॥ ২ ॥
স্বগৃহাদভিনিঃসৃত্য লাভালাভে সমো মুনিঃ।
সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ ॥ ৩ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কিরূপ চরিত্র, আচার, জ্ঞান ও আশ্রয়সম্পন্ন হইলে নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি মোক্ষধর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান্, অল্লাহারনিরত এবং জিতেন্দ্রিয় হন, তিনিই নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন ॥ ২ ॥

লাভালাভে সমজ্ঞান ও উপস্থিত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া গৃহাশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

ন চক্ষুষা ন মনসা ন বাচা দূষয়েদপি।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা দূষণং ব্যাহরেৎ ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
নেদং জীবিতমাসাদ্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥ ৫ ॥
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাভিমন্যেত কঞ্চন।
ক্রোধ্যমানঃ প্রিয়ং ব্রূয়াদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ ॥ ৬ ॥
প্রদক্ষিণং চ সব্যং চ গ্রামমধ্যে ন চাচরেৎ।
ভৈক্ষচর্য্যামনাপন্নো ন গচ্ছেৎ পূর্ব্বকেতিতঃ ॥ ৭ ॥
অবকীর্ণঃ সুগুপ্তশ্চ ন বাচা হ্যপ্রিয়ং বদেৎ।
মৃদুঃ স্যাদপ্রতিক্রূরো বিস্রব্ধঃ স্যাদকত্থনঃ ॥ ৮ ॥

চক্ষু দ্বারা, মনোদ্বারা বা বাক্য দ্বারা কাহারও নিন্দা করিবে না পরোক্ষে প্রত্যক্ষেও কাহারও নিন্দা করিতে নাই ॥ ৪ ॥

কাহারও প্রতি হিংসা করিবে না, সর্ব্বভূতের প্রতি মৈত্রীব্যবহার করিবে ; এই মানবজীবন প্রাপ্ত হইয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিতে নাই। কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করা উচিত, কাহাকেও অবমাননা করিবে না, কেহ নিন্দাদি দ্বারা ক্রোধ উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিলে তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য এবং কেহ প্রহার করিলে তাহার প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৫-৬ ॥

ভিক্ষার জন্য গ্রামমধ্যে বিচরণ করিবে না। যদিও অনেক গৃহ পর্য্যটনপূর্ব্বক ভিক্ষালাভ করা যায়, তথাপি পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত না হইয়া কোন গৃহস্থের ভবনে গমন করিবে না ॥ ৭ ॥

কেহ অবমানিত করিলেও তাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগে

বিধূমে ন্যস্তমুষলে ব্যঙ্গারে ভূক্তবর্জ্জনে।
অতীতপাত্রসঞ্চারে ভিক্ষাং লিপ্সেত বৈ মুনিঃ॥ ৯॥
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রালাভেষনাদৃতঃ।
অলাভে ন বিহন্যেত লাভশ্চৈবং ন হর্ষয়েৎ॥ ১০॥
লাভং সাধারণং নেচ্ছেন্ন ভুঞ্জীতাভিপূজিতঃ।
অভিপূজিতলাভং হি জুগুপ্সেতৈব তাদৃশঃ॥ ১১॥
ন চান্নদোষান্নিন্দেত ন গুণান্নভিপূজয়েৎ।
শয্যাসনে বিবিক্তে চ নিত্যমেবাভিপূজয়েৎ॥ ১২॥

প্রবৃত্ত হইবে না। সর্ব্বদা মৃদু, অপ্রতিক্রূর, বিস্রব্ধ ও নিরহঙ্কার হইয়া কাল হরণ করিবে॥ ৮॥

যখন গৃহস্থদিগের ভবন ধূমবিহীন ও অঙ্গারশূন্য হইবে, যখন উহার মধ্যে মুষলধ্বনি শ্রবণগোচর হইবে না এবং যখন গৃহস্থেরা ভোজনাবসানে ভোজনপাত্র সমুদয় পরিত্যাগ করিবেন, সেই সময়েই তাঁহাদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হওয়া সন্ন্যাসীদিগের কর্ত্তব্য॥ ৯॥

কেহ অধিক পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান করিলে, তাঁহারা তাহা হইতে কেবল প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিবেন; বস্ত্রাদি সঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক, আহার-সংগ্রহেও যত্নবান্ হইবেন না। লাভ হইলে হৃষ্ট ও লাভ না হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁহাদিগের নিতান্ত অবিধেয়॥ ১০॥

তাঁহারা সাধারণ ভোগ্য মাল্যচন্দনাদি লাভের বাসনা করিবেন না। নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করা তাঁহাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে; বরং তাদৃশ ভোজনলাভকে নিন্দিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন॥ ১১॥

তাঁহারা অন্নের দোষ-গুণ কীর্ত্তন করিবেন না; নির্জ্জন প্রদেশে শয়ন ও উপবেশন করিবেন। শূন্যাগার, বৃক্ষমূল, অরণ্য, গিরিগুহা বা

শূন্যাগারং বৃক্ষমূলমরণ্যমথবা গৃহম্।
অজ্ঞাতচর্য্যাং গত্বাচ্যাং ততোঽন্যত্রৈব সংবিশেৎ ॥ ১৩ ॥
অনুরোধবিরোধাভ্যাং সমঃ স্যাদচলো ধ্রুবঃ।
সুকৃতং দুষ্কৃতং চোভে নানুরুধ্যেত কর্ম্মণা ॥ ১৪ ॥
নিত্যতৃপ্তঃ সুসন্তুষ্টঃ প্রসন্নবদনেন্দ্রিয়ঃ।
বিভীর্জ্জপ্যপরো মৌনী বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥
অভ্যস্তং ভৌতিকং পশ্যন্ ভূতানামাগতিং গতিম্।
নিস্পৃহঃ সমদর্শী চ পক্কাপক্কেন বর্ত্তয়ন্।
আত্মনা যঃ প্রশান্তাত্মা লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্য কোন প্রকার জনশূন্য প্রদেশে বাস করাই উঁহাদিগের কর্ত্তব্য ॥ ১২-১৩ ॥

তাঁহারা তিরস্কার ও পুরস্কারে সমজ্ঞানসম্পন্ন ও নিশ্চল হইবেন। কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সুকৃত দুষ্কৃত উপার্জ্জন করিবেন না ॥ ১৪ ॥

বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক নিত্যতৃপ্ত, পরম পরিতুষ্ট, প্রসন্নবদন, প্রফুল্লেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য, জপপরায়ণ ও মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন ॥ ১৫ ॥

প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু বারংবার হইতেছে এবং সকলেরই দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদয় বিনশ্বর, ইহা বিশেষরূপে অনুধাবনপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, আত্মারাম, প্রশান্তচিত্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্নাদি বা ফলমূলাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং, হিংসাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ বিষহেদ্বৈ তপস্বী, নিন্দা চাস্য হৃদয়ং নোপহন্যাৎ ॥১৭॥
মধ্যস্থ এব তিষ্ঠেত প্রশংসানিন্দয়োঃ সমঃ।
এতৎ পবিত্রং পরমং পরিব্রাজক আশ্রমে ॥ ১৮ ॥
মহাত্মা সর্ব্বতো দান্তঃ সর্ব্বত্রৈবানপাশ্রিতঃ।
অপূর্ব্বচারকঃ সৌম্যো হ্যনিকেতঃ সমাহিতঃ ॥ ১৯ ॥
বানপ্রস্থগৃহস্থাভ্যাং ন সংসৃজ্যেত কর্হিচিৎ।
অজ্ঞাতলিপ্সাং লিপ্সেত ন চৈনং হর্ষ আবিশেৎ ॥ ২০ ॥
বিজানতাং মোক্ষ এষ শ্রমঃ স্যাদবিজানতাম্।
মোক্ষযানমিদং কৃৎস্নং বিদুষাং হারীতোঽব্রবীৎ ॥ ২১ ॥

তাঁহারা বাক্য, মন, ক্রোধ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করিবেন না, কেহ নিন্দা করিলে ব্যথিত হইবেন না ॥ ১৭ ॥

নিন্দা ও প্রশংসাতে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থান করাই সন্ন্যাসীদিগের প্রধান ও পবিত্র ধর্ম্ম ॥ ১৮ ॥

সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা দমগুণান্বিত, সহায়বিহীন, গৃহশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ও সাবধান হইয়া থাকিবেন। একবারের অধিক কোন স্থানে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন না ॥ ১৯ ॥

বানপ্রস্থাশ্রমী বা গৃহীর ভবনে বাস করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যদৃচ্ছালব্ধ অনিন্দিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও হর্ষে একান্ত অভিভূত না হওয়াই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম ॥ ২০ ॥

মহাত্মা হারীত সন্ন্যাসধর্ম্মকেই মোক্ষলাভের প্রধান সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন; কিন্তু অজ্ঞানেরা এই ধর্ম্ম পালন

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা যঃ প্রব্রজেদ্‌গৃহাৎ।
লোকাস্তেজোময়াস্তস্য তথানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ২২ ॥

ইতি হারীত-গীতা সমাপ্তা ॥

করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের পরিশ্রমমাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥

ফলতঃ যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকে অভয় দান করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই পরমব্রহ্ম-লাভে সমর্থ হন ॥ ২২ ॥

ইতি হারীত-গীতা সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতি গীতা সম্পূর্ণ।